ঋগ্বেদ সংহিতা

যাঁহাদিগের সরল সত্যপরায়ণ পবিত্র জীবনের স্মৃতি মাত্র

এ জগতে

আমার ধর্ম্মস্বরূপ হইয়াছে;

যাঁহাদিগের অসীম স্নেহ ও বাৎসল্যের চিন্তা

আমার শান্তিস্বরূপ হইয়াছে;

সেই স্বর্গারূঢ়া জননী থাকমণি ও স্বর্গীয় জনক ঈশানচন্দ্র দত্তের

পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়া

এই গ্রন্থ

উৎসর্গ করিলাম।

কলিকাতা, ২০ বিডন ষ্ট্রীট,
১০ই সেপ্তেম্বর, ১৮৮৫।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

ভূমিকা।

ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম অষ্টকের অনুবাদ প্রকাশিত হইল। ঋগ্বেদের অনুবাদরূপ গুরু কার্য্যে মাদৃশ ব্যক্তির হস্তক্ষেপ করা ধৃষ্টতা মাত্র। বঙ্গদেশের পণ্ডিতাগ্রগণ্যদিগের মধ্যে কেহ এই বৃহৎ কার্য্যের ভার লইলে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিতাম। অনেক দিন হইল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই গ্রন্থের একটী সুন্দর অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা শেষ হইল না। পরে কয়েক বৎসর হইল সংস্কৃত কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্র পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী এই কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাহার পর বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করিবার আর কোনও চেষ্টা করা হয় নাই, শীঘ্র যে হইবে তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

অথচ জগতের অন্যান্য সুসভ্য দেশে এই গ্রন্থের যথেষ্ট সমাদর ও অনুশীলন আছে। ইউরোপে রোসেন প্রথম বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, এবং তিনি ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টক লাটিন ভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি অতিশয় যত্ন ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে এই অনুবাদটী করিয়াছেন। তাহার পর ফরাসী পণ্ডিত লাংলোয়া সমস্ত ঋগ্বেদ সংহিতা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ফেলেন। অদ্য পর্য্যন্ত তাঁহার অনুবাদ ভিন্ন ঋগ্বেদ সংহিতার সম্পূর্ণ অনুবাদ কোনও ভাষায় নাই। লাংলোয়া সুশিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুবাদটী তাঁহার নিজের কল্পনায় বিজড়িত অতএব দূষিত। এ দেশে প্রথমে ষ্টিভেনসন, পরে রোয়ার মহোদয়গণ বেদের অতি অল্প অংশই ইংরাজিতে অনুবাদ

ব্যতীত ভিন্ন আর মুদ্রিত সটীক ঋগ্বেদ নাই। উইলসন সাহেব সায়ণের টীকা অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিতেছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর কাউয়েল সাহেব সেই কার্য্যের ভার লইয়াছেন। অনুবাদ অর্দ্ধেকের অধিক হইয়াছে, কিন্তু শেষ হয় নাই। বেনফে মহোদয় ঋগ্বেদের কতক অংশ জর্ম্মাণ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, এবং আচার্য্য মক্ষমূলর মরুদ্গণ সম্বন্ধে মন্ত্রগুলি ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার এই অনুবাদে তিনি সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যা অবলম্বন করেন নাই। বোম্বাই নগরের বেদার্থযত্ন প্রণেতাগণ ঋগ্বেদের অনেক দূর ইংরাজিতে ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারাও সায়ণাচার্য্যকে সকল স্থানে অবলম্বন করেন নাই। ইহা ভিন্ন ইউরোপের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রেই ঋগ্বেদ সম্বন্ধীয় অনেক আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। অদ্বিতীয় ফরাসী পণ্ডিত বর্ণুফ ঋগ্বেদ ও ইরাণীয় জেন্দ অবস্থা তুলনা করিয়া যে সকল ঐতিহাসিক আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহা জগদ্বিখ্যাত। মক্ষমূলর ও রোথ তাঁহার ছাত্র ছিলেন, এবং ইঁহারা উভয়ে ঋগ্বেদ সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন।

কেবল কি আমরা এই আর্য্য জাতির আদি গ্রন্থ, এই হিন্দুধর্ম্মের মূল গ্রন্থের পরিচয় গ্রহণে অসমর্থ থাকিব? এটী আমাদের পৈতৃক ধন, কেবল কি আমরাই এই ধনের সম্ভোগে বঞ্চিত থাকিব? ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সরল, সুন্দর ও প্রকৃতির আলোকে আলোকপূর্ণ, জগতের আর্য্য জাতিদিগের মধ্যে কেবল কি আমরাই এই অপূর্ব্ব কাব্য রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিব? এই অসহ্য চিন্তায় ব্যথিত হইয়া আমি এই গুরু কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, যদি তাহাতে ধৃষ্টতা হইয়া থাকে সহৃদয় পাঠকগণ তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে আমি বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই মহাশয় উদারপ্রকৃতি মহোদয় কেবল যে আমাকে এই কার্য্য সম্পাদন করিতে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি নিজে আমার অগ্রবর্ত্তী দেখিয়া [illegible]

তাঁহার নিকট বিশেষরূপে ঋণী আছি। এখনও সময়ে২ আমার আবশ্যক হইলেই তাঁহার নিকট উপদেশ ও সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছি।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ও আমাকে এই কার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উপদেশ দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমার এই অনুবাদটী কতক২ দেখিয়া দিয়াছেন, এবং এই গুরু কার্য্যে আমার যখন যেরূপ সহায়তা আবশ্যক হইবে সেইরূপে আমার সহায়তা করিবেন, এই আশ্বাস বাক্য দ্বারা আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রাখিয়াছেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন* এবং আমারও সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে সায়ণাচার্য্যের টীকা অবলম্বন না করিয়া ঋগ্বেদের অনুবাদ করিবার এক্ষণে অন্য উপায় নাই। এই স্থির বিশ্বাসে আমি প্রথম অষ্টকের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সায়ণের ব্যাখ্যাই অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিয়াছি, অন্য অষ্টক গুলিও এই প্রকারে অনুবাদ করিতেছি। স্থানে২ দুরূহ স্থলে সায়ণের ব্যাখ্যা আমার টীকায় সন্নিবেশিত করিয়াছি, সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক তাহা হইতে উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। যদি কদাচ কোনও স্থানে কোন শব্দের সায়ণের অর্থ হইতে অন্যরূপ অর্থ অনুবাদে দেওয়া হইয়া থাকে, তথায়ও সায়ণের ব্যাখ্যা টীকায় দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রণালীতে অনুবাদ কার্য্য সম্পাদন করিবার সময় আমি আমার সুহৃদ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট যথেষ্ট সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। হরপ্রসাদ বাবু সংস্কৃত ভাষা ও প্রাচীন

---

* ন্যায়রত্ন মহাশয় যে পত্র যোগে তাঁহার এই অভিপ্রায়টী আমাকে জানাইয়াছিলেন, পাঠকদিগের জন্য তাহার একাংশ আমি এখানে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন "আমি পরম আহ্লাদের সহিত আপনার ঋগ্বেদের অনুবাদ দেখিয়াছি, এবং আপনি কেবল সায়ণের টীকাই অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। আমার মতে সায়ণের টীকা অবলম্বন না করিয়া ঋগ্বেদ অনুবাদ করিবার এক্ষণে অন্য উপায় নাই।" ন্যায়রত্ন মহাশয় আমার অনুবাদটী দেখিবার সময় যে কতিপয় ভ্রম পাইয়াছিলেন তাহাও দেখাইয়া দিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। পত্রের শেষাংশে তিনি লিখিয়াছেন "আজকি

করিয়ত শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিতবর ... সহিত অনেক প্রাচীন শাস্ত্রালোচনা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা ল... য়াছেন। তিনি এই বৃহৎ কার্য্যে প্রথম হইতে আমার বিশেষ ... করিয়াছেন, তাঁহার সহায়তা ভিন্ন আমি এ গুরু কার্য্য সমাধ... পারিতাম কি না সন্দেহ।

আমার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাগুরু এবং পরম সুহৃদ শ্রীকৃষ্ণকমল ... মহাশয়ও আমাকে এই বৃহৎ কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। তি... প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি সংস্কৃ... অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী। যাঁহারা বিশ্ব... কৃষ্ণকমল বাবুর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহা... তাহার অসধারণ অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। ... সহায়তায় আমি এই কার্য্যে যে কত দূর উপকার লাভ করিতে... বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

প্রসিদ্ধনামা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও ... আমার সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এবং সংস্কৃত ... ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রী... নাথ ন্যায়ভূষণ আমার সাহায্য করিতে...

আমার অনুবাদে যদি কোনও গুণ থাকে, তাহা উপরি উক্ত ... দিগের উপদেশ ও সহায়তার, আমার নিজের গুণে নহে। ... এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে সায়ণাচার্য্যের টীকার সহায়তায় ... প্রকৃত ... গ্রহণ করিতে আমি পরিশ্রমের ক্রটী করি নাই। ... দূর সাধ্য, ... প্রকৃত অর্থটী পাঠকদিগকে দিতে যত্নবান হ...

ঋগ্বেদের দুরূহ স্থানে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যেরূপ ব্যাখ... ছেন তাহাও আমি স্থানে২ টীকায় সন্নিবেশিত করিয়াছি। ... শাস্ত্র লইয়া ইউরোপে এরূপ আলোচনা হইতেছে এটী ... গৌরবের কথা, এবং সে আলোচনা কতক অংশে দেখিয়া সক... মাত্রেই আনন্দলাভ করিবেন। রোথ, ওয়েবর ও মক্ষমুলরের ...

যোগ্য হউক বা না হউক, তাঁহাদিগের কি অভিপ্রায়, কৃতবিদ্য পাঠক মাত্রেই তাহা জানিতে উৎসুক হইবেন, সন্দেহ নাই।

ঋগ্বেদ হইতে আর্য্যজাতিদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম ও ইতিহাস কতদূর জানা যায়, আমাদিগের বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম কি রূপে ঋগ্বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ঋগ্বেদের দেবগণের প্রথম অর্থ কি, এবং ঋগ্বেদের রচনার সময় আর্য্য হিন্দুদিগের কিরূপ আচার ব্যবহার ছিল তাহা কতক২ টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে; পাঠকদিগের সুবিধার জন্য সেই টীকার দুইটী সূচী দেওয়া গেল। সে বিষয়ে একটী পৃথক বিবরণ লিখিতে গেলে একখানি পুস্তক হইয়া পড়ে, বিশেষ সমস্ত ঋগ্বেদ সংহিতা অনুবাদ না হইলে সেরূপ পুস্তক ও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা বিধেয় বোধ হয় না।

কলিকাতা, ২০ বিডন ষ্ট্রীট।
১লা আশ্বিন, ১২৯২ সাল।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

হিন্দু শাস্ত্রসমূহে কৃতবিদ্য;—তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়ও শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত অনেক প্রাচীন শাস্ত্রালোচনা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি এই বৃহৎ কার্য্যে প্রথম হইতে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহার সহায়তা ভিন্ন আমি এ গুরু কার্য্য সমাধা করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।

আমার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাগুরু এবং পরম সুহৃদ শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও আমাকে এই বৃহৎ কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। তিনি পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণকমল বাবুর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় অসধারণ অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহার সহায়তায় আমি এই কার্য্যে যে কত দূর উপকার লাভ করিতেছি তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

প্রসিদ্ধনামা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও এই কার্য্যে আমার সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এবং সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রী[illegible]নাথ ন্যায়ভূষণ আমার সাহায্য করিতেছেন।

আমার অনুবাদে যদি কোনও গুণ থাকে, তাহা উপরি উক্ত পণ্ডিতদিগের উপদেশ ও সহায়তার, আমার নিজের গুণে নহে। তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে সায়ণাচার্য্যের টীকার সহায়তায় ঋগ্বেদের প্রকৃত [illegible] গ্রহণ করিতে আমি পরিশ্রমের ত্রুটী করি নাই! আমার যত দূর সাধ্য, ঋগ্বেদের প্রকৃত [illegible]টী পাঠকদিগকে দিতে যত্নবান হইয়াছি।

ঋগ্বেদের দুরূহ স্থানে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও আমি স্থানেং টীকায় সন্নিবেশিত করিয়াছি। আমাদিগের শাস্ত্র লইয়া ইউরোপে এরূপ আলোচনা হইতেছে এটী আমাদিগের গৌরবের কথা, এবং সে আলোচনা কতক অংশে দেখিয়া সহৃদয় পাঠক মাত্রেই আনন্দলাভ করিবেন। রোথ, ওয়েবর ও মক্ষ মূলরের ন্যায় জর্ম্মান পণ্ডিতগণ কেবল বেদের অনুশীলনায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন; বেদের দুরূহ অংশের অর্থ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মত গুলি [illegible]

যোগ্য হউক বা না হউক, তাঁহাদিগের কি অভিপ্রায়, কৃতবিদ্য পাঠক মাত্রেই তাহা জানিতে উৎসুক হইবেন, সন্দেহ নাই।

ঋগ্বেদ হইতে আর্য্যজাতিদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম ও ইতিহাস কতদূর জানা যায়, আমাদিগের বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম কি রূপে ঋগ্বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ঋগ্বেদের দেবগণের প্রথম অর্থ কি, এবং ঋগ্বেদের রচনার সময় আর্য্য হিন্দুদিগের কিরূপ আচার ব্যবহার ছিল তাহা কতকং টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে; পাঠকদিগের সুবিধার জন্য সেই টীকার দুইটী সূচী দেওয়া গেল। সে বিষয়ে একটী পৃথক বিবরণ লিখিতে গেলে একখানি পুস্তক হইয়া পড়ে, বিশেষ সমস্ত ঋগ্বেদ সংহিতা অনুবাদ না হইলে সেরূপ পুস্তক ও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা বিধেয় বোধ হয় না।

কলিকাতা, ২০ বিডন ষ্ট্রীট।
১লা আশ্বিন, ১২৯২ সাল।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

দেবগণের বিশেষ বিবরণ।

দেবের নাম।	সূক্তের সংখ্যা।	ঋকার সংখ্যা।
অগ্নি	১	১
	১২	২
	১৩	৪
বায়ু	২	১
ইন্দ্র	[illegible]	৫
	২০	১
	৩২	১, ১৫
	১০৬	৭
মিত্র	[illegible]	৭
বরুণ	২	৭
	২৫	৩
অশ্বিদ্বয়	[illegible]	১, ৩
বিশ্বদেবগণ	৩	৭
সরস্বতী ও সুনৃতা	৩	১১
	৪০	৪
মরুৎগণ	৬	১
ইলা প্রভৃতি দেবী	১৩	১২
	১৮	৪
	৩১	১৪
অদিতি ও আদিত্যগণ	১৪	৪
ঋতুগণ	১৫	১
ব্রহ্মণস্পতি	১৮	১
সোম	১৮	৩
	২	২
	১১৬	২৫
ঋভুগণ	২০	১
ত্বষ্টা	২০	৫
সূর্য্য ও সবিতা	২২	২
ইন্দ্রাণী প্রভৃতি দেবী	২২	(১২ ঋক্)
	৮২	৪
হোত্রা প্রভৃতি দেবী	২২	৫
পৃথিবী	২২	৮
বিষ্ণু	২২	৯
পৃশ্নি	২৩	৫
নদী ও জল	২৩	৮
উষা	৩০	৯
	১১৬	২০
যম	৩৫	৫
পর্জ্জন্য	৩৮	৪
অর্য্যমা	৪১	১
পূষা	৪২	২
রুদ্র	৪৩	১
	৭২	৪
রুদ্রগণ	৪৫	১
বসুগণ	৪৫	১
উশনা	৫১	১০
ত্রিত	৫২	৩
	১০৫	৬
বৈশ্বানর	৫৯	৫
মাতরিশ্বা	৬০	২
৩৩ জন দেবতা	৬৪	৮

অন্যান্য বিষয়ের বিশেষ বিবরণ।

বিষয়।	সূক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
কৃষিকার্য্য	৩	৮
	৪	৩
	৩৩	২
	৯৫	১৫
	১০৮	৪
	১১২	৩৭
	১১৭	২৬
	৪২	৮
মেষপালন ও দেশভ্রমণ	১১৬	৪
সমুদ্রগমন ও বাণিজ্য	৩৩	২
"আর্য্য"	৩৩	৫, ৬
দস্যু অর্থাৎ আদিম জাতি	১০০	১৩
	১০৩	৫, ৬, ৮
	১০৪	২, ৪
	১২১	১৫
রাক্ষস	১২	১
	২১	২
অসুরগণ	১১	২, ৩
	২৪	৯
	৩২	১
	৫৪	১
জাতি বিভাগ	৭	৪
	১০	২
যজ্ঞকার্য্য ও ঋত্বিক্‌গণ	৩	৬
	২৮	৩
	৯৫	৩
	৩৬	২
	৬২	৪
মনু	৩১	৪
ভৃগু	৬০	২
দধীচি	৮৪	৪
	১১৬	১৮
অঙ্গিরা	৩১	১
	৭১	৫
পশুবলি ও মাংসের ব্যবহার	১১	১
	৩১	১২
	৬১	৯
মনুষ্যবলি	২৪	১
সপ্তনদী ও অন্য নদী	৭১	৯
	১০৪	৬
ঋক্ষ ও নক্ষত্র	২৪	৭
	৫০	২
সৌরবৎসর ও চান্দ্রবৎসর	২৫	২
সূর্য্যের আলোক হইতে চন্দ্রের আলোক	৮৪	৬
দেবগণের গাভী	৬	৪
দেবগণের অশ্ব	৬	২
	১৪	৭
	১১৫	৫

ষষ্ঠ অধ্যায়।

৮১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। বৃত্রহন্তা ইন্দ্র মনুষ্যদিগের স্তুতি দ্বারা বলে ও হর্ষে প্রবর্দ্ধিত হইয়াছেন। সেই ইন্দ্রকে আমরা মহৎ ও ক্ষুদ্র সংগ্রামে আহ্বান করি; তিনি আমাদিগকে সংগ্রামে রক্ষা করুন।

২। হে বীর! তুমি (একাকী হইলেও) সেনাসদৃশ; তুমি প্রভূত শত্রুগণের ধন দান কর; তুমি ক্ষুদ্রকেও বর্দ্ধন কর, সোমরসদাতা যজমানকে তুমি ধন প্রদান কর, কেননা তোমার অক্ষয় ধন আছে।

৩। যখন যুদ্ধ হয়, তখন শত্রুগণের জেতাই ধন প্রাপ্ত হয়। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুগণের গর্ব্বনাশকারী অশ্ব রথে সংযোজিত কর; কাহাকেও বিনাশ কর, কাহাকেও ধন দান কর। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে ধনশালী কর(১)।

৪। ইন্দ্র যজ্ঞ দ্বারা মহান্ ও ভয়ঙ্কর, এবং সোমপান দ্বারা আপন বল বর্দ্ধন করিয়াছেন। তিনি সুদর্শন সুন্দর নাসিকাযুক্ত ও হরিনামক অশ্বযুক্ত; তিনি আমাদিগের সম্পদের জন্য দৃঢ়বদ্ধ হস্তে লৌহময় বজ্র স্থাপন করিলেন।

৫। ইন্দ্র (স্বীয় তেজের দ্বারা) পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পরিপূরিত করিয়াছেন; দ্যুলোকে উজ্জ্বল নক্ষত্র সকল স্থাপিত করিয়াছেন; হে ইন্দ্র! তোমার ন্যায় কেহ উৎপন্ন হয় নাই ও হইবে না; তুমি বিশেষরূপে সমস্ত জগৎ ধারণ কর।

---

(১) রহূগণের পুত্র গোতম কুরু ও সৃঞ্জয় রাজাদিগের পুরোহিত ছিলেন। সেই রাজাদিগের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ হইলে গোতম ঋষি এই সূক্ত দ্বারা ইন্দ্রকে স্তুতি করিয়া আপন পক্ষের জয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সায়ণ।

৬। যে পালনকারী ইন্দ্র! যজমানকে মনুষ্যের অন্ন প্রদান করেন তিনি আমাদিগকে (সেইরূপ) অন্ন প্রদান করুন। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে ধন বিভাগ করিয়া দাও কারণ তোমার অসংখ্য ধন, যাহাতে আমি তাহার একাংশ প্রাপ্ত হইতে পারি।

৭। সরলকর্ম্মা ইন্দ্র সোমপানে হৃষ্ট হইলে আমাদিগকে গোযূথ প্রদান করেন। হে ইন্দ্র! তুমি বহু শত সংখ্যক ধন আমাদিগকে দিবার নিমিত্ত উভয় হস্তে গ্রহণ কর; আমাদিগকে তীক্ষ্ণবুদ্ধিযুক্ত কর ও ধন প্রদান কর।

৮। হে শূর! তুমি আমাদের বলের ও ধনের নিমিত্ত আমাদিগের সঙ্গে সোমরস পান করতঃ তৃপ্ত হও। তোমাকে প্রভূত ধনশালী বলিয়া জানি ও আমাদের অভিলাষ জ্ঞাত করাই; তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।

৯। হে ইন্দ্র! এই তোমারই লোকসমূহ সকলের রমণীয় (হব্য) বর্দ্ধন করে। যে সকল লোক হব্য প্রদান করে না, হে অখিলপতি, হে ইন্দ্র! তাহাদের ধন তুমি দর্শন কর, হে ইন্দ্র! তাহাদের ধন আমাদিগকে প্রদান কর।

---

৮২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে ধনবান্ ইন্দ্র! নিকটে আসিয়া আমাদের স্তুতি শ্রবণ কর; তুমি এখন পূর্ব্ব হইতে ভিন্ন প্রকৃতি হইও না।(১) তুমিই আমাদিগকে প্রিয় ও সত্য বাক্যযুক্ত করিয়াছ; সেই বাক্য দ্বারা তোমাকে যাচ্ঞা করি; অতএব তোমার অশ্ব শীঘ্র যোজিত কর।

২। (যজমানগণ তোমার প্রদত্ত অন্ন) ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে এবং (অতিশয় রসাস্বাদনে নিজ) প্রিয় (শরীর)(২) কম্পিত

(১) মূলে "মা অতথা ইব" আছে। "পূর্ব্বং যথাবিধস্ত্বং তদ্বিপরীতো মাভূঃ।" সায়ণ।

(২) মূলে "অব প্রিয়া অধূষত" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "প্রিয়া স্বকীয়াস্তনূরবাধূষত অকম্পয়ন্। অতিশয়িত রসাস্বাদনেন রক্তমশকুরস্তঃ শরীরাণি অকম্পয়ন্।" কিন্তু মূলে যে শব্দগুলি আছে তাহার অর্থ "প্রিয়াদিগকে কম্পিত করিয়াছে।"

করিয়াছে, দীপ্তিমান্ মেধাবীগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্তুতি দ্বারা তোমার স্তুতি করিয়াছে, হে ইন্দ্র! তোমার অশ্ব শীঘ্র যোজিত কর।

৩। হে মঘবন্! তুমি সকলকে অনুগ্রহ দৃষ্টিতে দর্শন কর; তোমার স্তুতি করি, তুমি স্তুত হইয়া, রথ ধনে পুরিত করিয়া তোমাকে যাহারা কামনা করিতেছে তাহাদিগের নিকট যাও; হে ইন্দ্র! তোমার অশ্ব শীঘ্র যোজিত কর।

৪। যে রথ অভীষ্ট বস্তু বর্ষণ করে, ও গাভী প্রদান করে, ও ধান্য মিশ্রিত পূর্ণপাত্র প্রদান করে(৩) ইন্দ্র সেই রথে আরোহণ করুন, তোমার অশ্ব শীঘ্র যোজিত কর।

৫। হে শতক্রতু! তোমার (রথের) দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ও বাম পার্শ্বস্থ অশ্ব সংযুক্ত হউক তুমি সোমপানে হৃষ্ট হইয়া সেই (রথ) দ্বারা তোমার প্রিয়া জায়ার(৪) নিকট গমন কর। তোমার অশ্বদ্বয় শীঘ্র যোজিত কর।

৬। তোমার কেশযুক্ত অশ্বদ্বয়কে আমি স্তোত্র দ্বারা (রথে) সংযোজিত করি, বাহুদ্বয়ে অশ্ববন্ধক রশ্মি ধারণ করিয়া গৃহে গমন কর; এই অভিষুত তীব্র সোমরস তোমাকে হৃষ্ট করিয়াছে, হে বজ্রিন্! তুমি (সোম পান জনিত) তুষ্টিযুক্ত হইয়া পত্নীর সহিত সম্যক্ হর্ষলাভ কর।

---

(৩) মূলে "হারি যোজনং পূর্ণং" আছে। "ধানা মিশ্রিতং পূর্ণং সোমেন পূর্ণং পাত্রং।" সায়ণ। "হবির্যুগযুক্তায়তুভ্যমর্পিতং পূর্ণ সোমেন পরিপূরিতং পাত্রং চিকেতন্তি জানাতি দূরাদ্দৃষ্ট্বা আগচ্ছতি।" বেদার্থযত্ন।

(৪) এই রূপে ইন্দ্রের স্তুতিতে ইন্দ্রের জায়ার কোন২ স্থানে উল্লেখ আছে ২২ সূক্তের ১২ ঋকে (সেই ঋক দেখ) সেই ইন্দ্রের জায়াকে ইন্দ্রাণী বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা ব্যতীত ঋগ্বেদ সংহিতায় ইন্দ্রের স্ত্রীর বিশেষ কোনও পরিচয় নাই। যেখানে ইন্দ্রকে শচীপতি বলা হইয়াছে তথায় সে শব্দের অর্থ যজ্ঞের পালনকর্ত্তা; শচী ইন্দ্রের পত্নী এরূপ কথা ঋগ্বেদ সংহিতায় নাই। পৌরাণিক সময়ে এই বৈদিক "শচীপতি" শব্দ হইতে ইন্দ্রের পত্নী শচী এই কথা সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং শচীর অনেক বর্ণনা ও আখ্যান সৃষ্ট হইয়াছিল।

৮৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! যে মনুষ্য তোমার রক্ষণের দ্বারা রক্ষিত সে অশ্ব যুক্ত গৃহে বাস করিয়া সর্ব্ব প্রথমেই গাভী প্রাপ্ত হয়; বিশিষ্ট জ্ঞানদাতা(১) নদীসমূহ যেরূপ সকলদিকে বহিয়া সমুদ্রকে পরিপূরিত করে তুমিও সেই রূপ (তোমার রক্ষিত মনুষ্যকে) প্রভূত ধনে পূর্ণ কর।

২। যে রূপ দ্যুতিমান্ জল যজ্ঞ পাত্রে গমন করে, সেই রূপ উপরি-স্থিত (দেবগণ) যজ্ঞ পাত্র দর্শন করেন; তাঁহাদের দৃষ্টি (সূর্য্যের) কিরণের ন্যায় বিতত। [illegible]মেক বরে যেরূপ একটী কন্যাকে (বিবাহের জন্য) অভিলাষ করে, দেবগণ সেইরূপ সোমপূর্ণ দেবাভিলাষী (পাত্রকে) (উত্তরবেদি অভিমুখে) আনয়ন করতঃ(২) অভিলাষ করে।

৩। যে হব্য ও ধান্য যজ্ঞ পাত্রে তোমাকে অর্পিত হইয়াছে, হে ইন্দ্র! তুমি তাহাতে মন্ত্রবচন [illegible] করিয়াছে। (যজমান) যুদ্ধে গমন না করিয়া তোমার কা[illegible] থাকে এবং পুষ্টি লাভ করে, কেননা সোমাভিষবদাতা [illegible]ল লাভ করে।

৪। অঙ্গিরা[illegible] অগ্রে ইন্দ্রের নিমিত্ত অ[illegible] সম্পাদিত করিয়াছিলেন, পরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সুন্দর যাগ দ্বারা (ইন্দ্রের) পূজা করিয়াছিলেন); যজ্ঞের নেতা অঙ্গিরাগণ অশ্বযুক্ত ও গাভীযুক্ত ও অন্য পশুযুক্ত সমস্ত ধন লাভ করিয়াছিলেন।

---

(১) মূলে "বিচেতসঃ" আছে, তাহার অর্থ সায়ণ "বিশিষ্ট জ্ঞানহেতুভূতা" এইরূপ লিখিয়াছেন। "চেতন লাভের হেতু সলিল।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কিন্তু Langlois ও Wilson উভয়েই "বিচেতসঃ" অর্থে "চেতনা রহিত" করিয়াছেন। "Naturellement."—*Langlois.* "Unconscious."—*Wilson.* জল যেমন আপনা হইতেই সমুদ্রে আইসে, সেইরূপ তোমার প্রদত্ত ধন আমার নিকট আইসুক।

(২) মূলে "প্রাচৈঃ প্রণয়ন্তি" আছে। "প্রাচৈঃ প্রাচীনং যথা প্রাঞ্চনৈঃ প্রগমনৈ রুত্তর বেদ্যভিমুখং যোমকালে প্রণয়ন্তি" সায়ণ। এই ঋক্‌টীতে অনেক উহ্য শব্দ আছে, এবং এই ঋক্ দুই স্থানে বিনিযুক্ত হয়, এক স্থলে বিনিয়োগের অর্থ প্রদত্ত হইল, সায়ণ আর একস্থলে প্রয়োগের অর্থও প্রদান করিয়াছেন।

৫। অথর্বা (নামক ঋষি) যজ্ঞ দ্বারা প্রথমে (অপহৃত গাভীগণের) পথ বাহির করিয়াছিলেন; পরে ব্রতপালনকারী কমনীয় সূর্য্য (রূপ ইন্দ্র) উৎপন্ন হইয়াছিলেন; অথর্বা ঐ গাভী সকল প্রাপ্ত হইলেন; কবির পুত্র উশনা(৩) ইন্দ্রের সহায় হইয়াছিলেন। (অসুর) দমনের নিমিত্ত সমুৎপন্ন এবং অমর ইন্দ্রের পূজা করি।

৬। সুন্দর ফলযুক্ত যজ্ঞের জন্য(৪) যখন কুশচ্ছেদন হয়, যখন স্তোত্রনিষ্পাদক হোতা দ্যুতিমান্ যজ্ঞে স্তুতি ঘোষিত করে, যখন সোমনিস্যন্দী প্রস্তর শাস্ত্রীয় স্তুতিকারী স্তোতার ন্যায় শব্দ করে, তখন ইন্দ্র হর্ষযুক্ত হয়েন।

---

৮৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য সোমরস অভিষুত হইয়াছে; হে বলবান্ শত্রুদিগের ধর্ষণকারী ইন্দ্র! আগমন কর। সূর্য্য যেরূপ অন্তরীক্ষকে কিরণ দ্বারা পূরিত করেন [illegible] প্রভূত সামর্থ্য তোমাকে পূরিত করুক।

২। ইন্দ্রের অশ্বদ্বয় অহিংসিত [illegible] ঋষিদিগের ও অন্যান্য লোকের স্তুতি ও যজ্ঞের সমীপে বহন করুক।

৩। হে বৃত্রহন্তা! রথে আরোহণ কর, যে হেতু তোমার অশ্বদ্বয় মন্ত্র দ্বারা (রথে) সংযোজিত হইয়াছে। সোমনিস্যন্দী প্রস্তর শব্দের দ্বারা তোমার মন আমাদের অভিমুখী করুক।

---

(৩) "কবেঃ পুত্র উশনা ভৃগুঃ।" — সায়ণ। পুরাণে উশনা ভৃগুবংশে উৎপন্ন।

(৪) মূলে "স্বপত্যায়" আছে, অর্থ সু অপত্যায়;—শব্দের অর্থ শোভনীয় অপত্যের জন্য। কিন্তু সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "শোভনাপত্যহেতুভূতায় কর্মণে।" "পাণ্ডিত্য-সাধক কর্মের অনুষ্ঠানের জন্য।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

"Egregiam prolem conferentis causa."—*Rosen.*
"Jaloux d'obtenir une heureuse posterité."—*Langlois.*
"For the rite that brings down blessings."—*Wilson.*

৪। হে ইন্দ্র! তুমি এই অতিশয় প্রশংসনীয়, হর্ষকর ও অমর সোমপান কর; যজ্ঞগৃহে এই দীপ্তিমান্ সোম তোমারই দিকে বহিতেছে।

৫। শীঘ্র! ইন্দ্রের পূজা কর; তাঁহার স্তুতি কর; অভিষুত সোমরস তাঁহাকে হৃষ্ট করুক; প্রশংসনীয় ও বলবান্ ইন্দ্রকে নমস্কার কর।

৬। হে ইন্দ্র! যখন তুমি অশ্বদ্বয় রথে যোজিত কর তখন তোমার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রথী আর নাই। তোমার সদৃশ বলসম্পন্ন কেহ নাই, তোমার ন্যায় শোভনীয় অশ্বযুক্ত কেহ নাই।

৭। যে ইন্দ্রই কেবল হব্যদাতা যজমান্‌কে ধন প্রদান করেন তিনি সমস্ত জগতের নির্বিরোধী স্বামী(১)।

৮। যে হব্য প্রদান করে না, তাহাকে মণ্ডলাকার সর্পের ন্যায়(২) ইন্দ্র কখন পাদের দ্বারা দলন করিবেন? ইন্দ্র, কখন্ আমাদের স্তুতি শ্রবণ করিবেন?

৯। হে ইন্দ্র! যে অভিষুত সোম দ্বারা তোমার সেবা করে, ইন্দ্র তাহাকে ধন দান করেন।

১০। সৌবর্ণ গাভীগণ নির্মল সুস্বাদু এবং এই প্রকারে সর্ব যজ্ঞে ব্যাপ্ত মধুর সোমরস পান করে, সে গাভীগণ শোভার নিমিত্ত অভীষ্টদাতা ইন্দ্রের সহিত গমন করিয়া হর্ষ প্রাপ্ত হয়। ঐ গাভী সকল ইন্দ্রের রাজত্ব লক্ষ্য করিয়া অবস্থিতি করে(৩)।

---

(১) এই ঋক ও পরের দুইটী ঋকের শেষে "অঙ্গ" এই শব্দটী আছে। অর্থ ঠিক বুঝা যায় না। সায়ণ "শীঘ্র" অর্থ করিয়াছেন, যথা "ইন্দ্র শীঘ্র সমস্ত জগতের স্বামী হয়েন।" কিন্তু এটী ভাল অর্থ বলিয়া বোধ হয় না। ইউরোপীয় অনুবাদকগণ বিবেচনা করেন স্তোতা এই শব্দদ্বারা ইন্দ্রকে আসিবার জন্য ডাকিতেছেন। "Ohe!"—*Rosen.* "Oh viens!"—*Langlois.* "Ho!"—*Wilson.*

(২) মূলে "ক্ষুম্পং" আছে। "অহিচ্ছত্রং মণ্ডলাকারেণ শয়ানং।" সায়ণ।

(৩) মূলে "বস্বীঃ অনু স্বরাজ্যং" আছে। "পয়ঃ প্রদানেন নিবাসকারিণ্যস্তা গাবঃ স্বরাজ্যং স্বস্য স্বকীয়স্য ইন্দ্রস্য যৎ রাজ্যং রাজত্বং তদনুলক্ষ্য অবস্থিতা ইতি শেষঃ।" সায়ণ। "Domicilium procurantes, quæ ipsius dominium respicientes adstant."—*Rosen.*

"Elles s'etendent sur son domaine."—*Langlois.*

"Abiding (in their stalls) expectant of his sovereignty."—*Wilson.*

১১। ইন্দ্রের স্পর্শাভিলাষী উক্ত নানাবর্ণের গাভী সকল সোমের সহিত তাহাদিগের দুগ্ধ মিশ্রিত করে। ইন্দ্রের প্রিয় ধেনু সকল শত্রুবিনাশী বজ্র শত্রুগণ মধ্যে প্রেরণ করে। ঐ গাভী সকল ইন্দ্রের রাজত্ব লক্ষ্য করিয়া অবস্থিতি করে।

১২। এই প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত গাভী সকল (স্বীয় দুগ্ধরূপ) অন্ন দ্বারা ইন্দ্রের বলের পূজা করে। তাহারা (যুদ্ধাভিলাষী শত্রুগণের) পূর্ব্ব হইতে অবগতির জন্য (ইন্দ্রের শত্রু বধাদি) বহু কার্য্য ঘোষিত করে। ঐ গাভী সকল ইন্দ্রের রাজত্ব লক্ষ্য করিয়া অবস্থিতি করে।

১৩। অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্র দধীচি ঋষির অস্থি দ্বারা বৃত্রগণকে নবগুণ নবতি বার বধ করিয়াছিলেন (৪)।

১৪। পর্ব্বতে লুক্কায়িত দধীচির অশ্ব মস্তক পাইবার ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্র সেই মস্তক শর্য্যণাবৎ (সরোবরে) (৫) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(৪) দধীচির অস্থি লইয়া ত্বষ্টা বজ্র নির্ম্মাণ করিলেন সেই বজ্র দ্বারা ইন্দ্র অসুরদিগকে নাশ করেন এইরূপ পৌরাণিক গল্প আছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। দধীচির অস্থি দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রদিগকে হনন করিয়াছেন, তাহা বেদে আমরা এই স্থলে পাইলাম। সায়ণ এই স্থলে ও ১১৬ সূক্তের ১২ ঋকে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পৌরাণিক গল্প হইতে কিছু বিভিন্ন। ইন্দ্র দধীচিকে মধুবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে দধীচি সেই বিদ্যা অন্য কাহাকে শিখাইলে ইন্দ্র তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিবেন। অশ্বিদ্বয় সেই বিদ্যা শিখিতে ইচ্ছা করিয়া দধীচিকে একটী অশ্বের মাথা পরাইয়া দিলেন, এবং সেই মাথায় দধীচি অশ্বিদ্বয়কে মধুবিদ্যা শিখাইলেন, ইন্দ্র ক্রোধে সেই মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন, তাহাতে অশ্বিদ্বয় দধীচিকে তাঁহার নিজ মস্তক পুনরায় পরাইয়া দিলেন। দধীচির অবর্ত্তমানে অসুরগণের দৌরাত্ম্য পুনরায় বৃদ্ধি হওয়ায় ইন্দ্র তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন, এবং তাঁহার অশ্বের মস্তক পাইলেন। তাহারই অস্থি দ্বারা অসুরদিগকে বিনাশ করিলেন।

এই উপাখ্যান পৌরাণিক দধীচির উপাখ্যান অপেক্ষা প্রাচীন কিন্তু ইহার অর্থ কি অনুভব করা দুষ্কর। দধীচি অথর্ব্বার পুত্র; যে যে ঋষিগণ প্রথমে আর্য্য ভারতবর্ষে যাগযজ্ঞ ও অগ্নিহোম বিস্তৃত করিয়াছিলেন, অথর্ব্বা তাঁহাদিগের মধ্যে একজন প্রধান। ৭১ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ। অতএব দধীচির দ্বারা যে ইন্দ্র বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার পূজা বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা আমরা বুঝিলাম। তথাপি তাঁহার অশ্বমস্তক বা অস্থির কথা কোথা হইতে উঠিল তাহা বুঝা গেল না। Langlois যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা নিতান্ত কাল্পনিক ও অমূলক বলিয়া বোধ হয়।

(৫) "শর্য্যণাবত্ত বৈ নাম কুরুক্ষেত্রস্য জঘনার্দ্ধে সরঃ।" সায়ণ।

১৫। আদিত্যরশ্মি এই গমনশীল চন্দ্রমণ্ডলে অন্তর্হিত ত্বষ্টৃতেজ এইরূপে পাইয়াছিল(৬)।

১৬। অদ্য কে (ইন্দ্রের) গমনশীল রথে বীর্য্যযুক্ত, তেজোময় দুঃসহক্রোধযুক্ত অশ্ব সংযোজনা করিতে পারে? সে অশ্বগণের মুখে বাণ আবদ্ধ আছে, তাহারা (শত্রুদিগের) হৃদয়ে পাদক্ষেপ করে ও (মিত্রদিগকে) সুখ প্রদান করে। যে এই অশ্বগণের ক্রিয়া প্রশংসা করে তাহারা (দীর্ঘ) জীবন প্রাপ্ত হয়(৭)।

১৭। (শত্রুভয়ে) কে নির্গত হয়? কে (শত্রুদ্বারায়) নষ্ট হয়? কে ভীত হয়? রক্ষকরূপে সমীপস্থিত ইন্দ্রকে কে জানে? কে বা পুত্রের নিমিত্ত, নিজের নিমিত্ত, ধনের নিমিত্ত, শরীর (রক্ষার) নিমিত্ত বা পরিজন (রক্ষার) নিমিত্ত ইন্দ্রের নিকটে প্রার্থনা করে(৮)?

১৮। কে (ইন্দ্রের নিমিত্ত) অগ্নির স্তুতি করে? কে (বসন্তাদি) নিত্য ঋতু উপলক্ষ্য করিয়া(৯) পাত্রস্থিত হব্যঘৃত দ্বারা পূজা করে? (ইন্দ্রভিন্ন অন্য) দেবগণ কোন্ যজমানকে প্রশংসনীয় ধন শীঘ্র প্রদান করেন? যজ্ঞব্রত এবং দেবপ্রসাদযুক্ত কোন্ যজমান্ ইন্দ্রকে সম্যক জানে?

১৯। হে বলবান্ দেব ইন্দ্র! তুমি (স্তুতি রত) মনুষ্যকে প্রশংসা কর। হে মঘবন্! তোমা ভিন্ন আর কেহ সুখদাতা নাই; অতএব তোমার স্তুতি করি।

---

(৬) ত্বষ্টৃ তেজ অর্থাৎ সূর্য্য তেজ। "অদেতেন উপেক্ষিতব্যং আদিত্যতঃ অস্য দীপ্তির্ভবতি।" নিরুক্ত ২।৬। অতএব সূর্য্য কিরণ চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রের আলোক হয় এ কথা ঋগ্বেদের সময় অথবা যাস্কের সময় জানা ছিল।

(৭) মূলে "অদ্য যুংক্তে ধুরি" এই রূপ আছে। সায়ণ "কঃ" অর্থে প্রজাপতি করিয়া দ্বিতীয় একটী অর্থ করিয়াছেন।

(৮) অর্থাৎ ইন্দ্র স্বয়ংই এ সমস্ত আমাদিগকে দেন। এখানেও "কঃ" অর্থে প্রজাপতি করিয়া সায়ণ দ্বিতীয় একটী ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(৯) মূলে "ঋতুভির্ধ্রুবেভিঃ" আছে। "নিত্যৈঃ ঋতুভির্বসন্তাদি কালৈঃ।" "যদ্বা ঋতবঃ প্রযাজদেবতাঃ * * তাভিঃ।" সায়ণ। ঋতুগণ দেব, সে সম্বন্ধে ১৫ সূক্তের ১ ঋক দেখ।

২০। হে নিবাসস্থানদাতা ইন্দ্র! তোমার ভূতগণ ও সহায়স্বরূপ (মরুৎগণ)(১০) আমাদিগকে যেন কখন বিনাশ না করে। হে মনুষ্যের হিতকারী ইন্দ্র! আমরা মন্ত্র জানি, তুমি আমাদিগকে ধন আনিয়া দাও(১১)।

---

৮৫ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। মরুৎগণ গমন কালে স্বীয় শরীর স্ত্রীলোকের ন্যায় অলঙ্কৃত করেন, তাঁহারা গমনশীল রুদ্রের পুত্র; এবং হিতকর কার্য্য দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীর বর্দ্ধন সাধন করেন। বীর ও ঘর্ষণশীল মরুৎগণ যজ্ঞে হব্য প্রাপ্ত হন।

২। ঐ মরুৎগণ দেবগণের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; রুদ্রপুত্রগণ আকাশে স্থান পাইয়াছেন; অর্চ্চনীয় ইন্দ্রের অর্চ্চনা করিয়া ও ইন্দ্রকে বীর্য্যশালী করিয়া পৃশ্নিপুত্র (মরুৎগণ) ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৩। গাভীর পুত্র মরুৎগণ(১) যখন অলংকারের দ্বারা আপনাদিগকে শোভাযুক্ত করেন, তখন দীপ্ত মরুৎগণ স্বীয় শরীরে উজ্জ্বল

---

(১০) মূলে "রাধাংসি" এবং "ঊতয়" শব্দ আছে—"রাধাংসি ভূতানি।" সায়ণ।

"ঊতয়ঃ গন্তারঃ। যদ্বা ধূতয় ইত্যত্র বর্ণ লোপঃ। ধূতয়ঃ কম্পিতারস্তে ত্বদীয়া মরুতঃ।" সায়ণ।

"Let not thy treasury, let not thy benefits, ever be detrimental to us."—*Wilson.*

(১১) মূলে "মানুষ বসূনি চর্ষণিভ্য" আছে। "মানুষ" অর্থে "মনুষ্যহিত ইন্দ্র।" সায়ণ। "চর্ষণিভ্যঃ" অর্থে "মন্ত্রদ্রষ্টৃভ্যঃ।" সায়ণ। ৩ সূক্তের ৭ ঋকের টীকায় চর্ষণি শব্দের অর্থ দেখ।

---

(১) ২ ঋকে মরুৎগণকে "পৃশ্নি মাতরঃ" অর্থাৎ পৃশ্নির পুত্র এবং ৩ ঋকে তাহাদিগকে গোমাতরঃ অর্থাৎ গাভীর পুত্র বলা হইয়াছে, এই গোশব্দ দ্বারা পৃশ্নিই বুঝাইতেছে। সায়ণ উভয় পৃশ্নি ও গো অর্থে পৃথিবী করিয়াছেন। কিন্তু ২৩ সূক্তে ৫ ঋকের টীকায় পৃশ্নির অর্থ দেখ।

অলঙ্কার ধারণ করেন তাঁহারা সমস্ত শত্রু নাশ করেন, এবং তাঁহাদের মার্গ অনুসরণ করিয়া বৃষ্টি বহে।

৪। সুন্দর যজ্ঞযুক্ত মরুৎগণ আয়ুধের দ্বারা বিশেষরূপে দীপ্তিমান্ হইয়াছেন; তাঁহারা স্বয়ং অবিচলিত হইয়া পর্ব্বতাদিকেও উৎপাটিত করেন; যখন তোমরা রথে বিন্দুচিহ্নিত মৃগ(২) সংযোজিত কর, তখন হে মরুৎগণ! তোমরা মনের ন্যায় বেগগামী এবং বৃষ্টিসেচনব্রতে নিযুক্ত হও।

৫। অন্নের জন্য মেঘকে (বর্ষণার্থ) প্রেরণ করিয়া বিন্দুচিহ্নিত মৃগ রথে সংযোজিত কর, তখন উজ্জ্বল সূর্য্যের নিকট হইতে(৩) বারিধারা বিমুক্ত হয় এবং চর্ম্মের ন্যায় জলদ্বারা সমস্ত ভূমি আর্দ্র হয়(৪)।

৬। হে মরুৎগণ! তোমাদের বেগবান্ ও লঘুগামী অশ্ব তোমাদিগকে এই যজ্ঞে বহন করুক; তোমরা শীঘ্রগামী, হস্তে (ধন লইয়া) আইস। হে মরুৎগণ! বিস্তীর্ণ কুশের উপর উপবেশন কর; এবং মধুর সোমরস পান করিয়া তৃপ্ত হও।

৭। মরুৎগণ নিজবলে নির্ভর করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, মহিমা দ্বারা স্বর্গে স্থান পাইয়াছেন, এবং বিস্তীর্ণ বাসস্থান করিয়াছেন। যাঁহাদের জন্য বিষ্ণু অভীষ্টপ্রদ ও হর্ষকর যজ্ঞ রক্ষা করেন, সেই মরুৎগণ পক্ষীর ন্যায় শীঘ্র আগমন করিয়া এই প্রীতিকর কুশে উপবেশন করুন(৫)।

(২) মরুৎগণের বাহনের নাম পৃষতী ৩৭ সূক্তের ২ ঋকের টীকা দেখ।

(৩) মূলে "অরুষস্য" আছে, অর্থ "আরোচমানস্য সূর্য্যস্য বৈদ্যুতাগ্নের্বা।" সায়ণ। Max Muller রক্তবর্ণ মেঘ অর্থ করিয়াছেন। "The red enemy is the dark red cloud, but Arushá has almost become a proper name, and its original meaning of redness is forgotten."

(৪) শুষ্ক চর্ম্ম যেরূপ জলদ্বারা শীঘ্র ভিজিয়া যায় সেই রূপ পৃথিবী সিক্ত হয়। সায়ণ। কিন্তু Max Muller অর্থ করিয়াছেন "The streams liberated by the Maruts * * moisten the earth with water like a skin, *i.e.* like a skin in which water is *kept* and from which it is poured out" অর্থাৎ মশক হইতে যে রূপ জল পড়ে মেঘ হইতে পৃথিবীতে সেই রূপ জল পড়ে।

(৫) এই ঋকের শেষ অর্দ্ধ Max Muller এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, "When Vishnu descried the enrapturing soma, the Maruts sat down like birds on their beloved altar."

৮। শূরদিগের ন্যায়, যুদ্ধার্থীদিগের ন্যায়, যশঃপ্রিয় পুরুষদিগের ন্যায়(৬) শীঘ্রগামী মরুৎগণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন; বিশ্বভুবন সেই মরুৎগণকে ভয় করে, তাঁহারা নেতা ও রাজার ন্যায় উগ্ররূপ।

৯। শোভনকর্ম্মা ত্বষ্টা যে সুনির্ম্মিত, হিরণ্ময় ও অনেক ধারাযুক্ত বজ্র ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন, ইন্দ্র সেই বজ্র সংগ্রামে কার্য্যসাধন করিবার জন্য ধারণ করিয়া বৃত্রবধ করিয়াছিলেন এবং বারিরাশি(৭) বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

১০। মরুৎগণ স্বীয় বলদ্বারা কূপ উপরে উঠাইয়া(৮) পথনিরোধক পর্ব্বতকে বিভেদ করিয়াছিলেন। শোভনদানশীল মরুৎগণ বীণা বাজাইয়া(৯) সোমপানে হৃষ্ট হইয়া রমণীয় ধন দিয়াছিলেন।

১১। মরুৎগণ সেই (গোতমের) দিকে কূপ বক্রভাবে প্রেরণ করিলেন(১০); এবং তৃষিত গোতম ঋষির জন্য জল সিঞ্চন করিলেন। বিচিত্র দীপ্তিযুক্ত মরুৎগণ রক্ষণের জন্য আগমন করেন, এবং জীবনোপায় জলদ্বারা(১১) মেধাবী গোতমের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন।

১২। হে মরুৎগণ! তোমাদের স্তোতাকে দেয় যে সুখ তিন জগতে আছে, তোমরা তাহা হব্যদাতাকে প্রদান কর। সেই সমস্ত আমাদিগকে দাও; হে অভীষ্টপ্রদ! আমাদিগকে বীরযুক্ত ধন দাও।

---

(৬) "শ্রবঃ" অর্থে সায়ণ এখানে অন্ন করিয়াছেন, অনেক স্থলে যশঃ করিয়াছেন। এখানেও যশঃ অর্থ করিলে ভাল হয়।

(৭) সায়ণ "অর্ণবং" শব্দ বৃত্রের বিশেষণ করিয়া জলযুক্ত বৃত্র এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(৮) "অবতঃ কূপঃ।" সায়ণ। গোতম ঋষি পিপাসিত হইয়া জল চাহিয়াছিলেন, মরুৎগণ দূরস্থ একটী কূপ উঠাইয়া গোতম ঋষির নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন। সায়ণ। Max Muller "অবতং" অর্থাৎ কূপ অর্থ মেঘ করিয়াছেন। কূপ উঠাইয়া গোতম ঋষিকে জল দেওয়া সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ৯ ঋক দেখ।

(৯) মূলে "ধমন্তো বাণং" আছে। "বীণা বিশেষং ধমন্তো বাদয়ন্তঃ।" সায়ণ। "শততন্ত্রী বীণা।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

"Blowing upon their pipe."—*Wilson*. "Sending forth their voice."—*Max Muller*. "There is no authority for vána meaning either lyre or flute in the Vedas."—*Max Muller*.

(১০) "They drove the cloud athwart this way."—*Max Muller*.

(১১) "With their clans."—*Max Muller*.

৮৬ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে উজ্জ্বল মরুৎগণ! অন্তরীক্ষ হইতে আগমন করিয়া তোমরা যাহার গৃহে সোমপান কর, সেই জন অতিশয় সুরক্ষক সম্পন্ন।

২। হে যজ্ঞবাহী মরুৎগণ! যজ্ঞরত যজমানের স্তুতি অথবা মেধাবীর(১) আহ্বান শ্রবণ কর।

৩। যে যজমানের ঋত্বিক্‌গণ(২) মরুৎগণকে (হব্যপ্রদান দ্বারা) উৎসাহিত করিয়াছে, সেই যজমান বহুগাভীযুক্ত গোষ্ঠে(৩) গমন করেন।

৪। যজ্ঞের দিবসে বীর (মরুৎগণের) নিমিত্ত যজ্ঞে সোম অভিষুত হয় এবং (মরুৎগণের) হর্ষের নিমিত্ত স্তোত্র উচ্চারিত হয়।

৫। সর্ব্বশত্রুবিজয়ী মরুৎগণ স্তোতার স্তুতি শ্রবণ করুন; এবং স্তোতা প্রভূত অন্ন প্রাপ্ত হউন(৪)।

৬। হে মরুৎগণ! আমরা, সর্ব্বজ্ঞ মরুৎগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া, তোমাদিগকে বহুবৎসর(৫) হব্য প্রদান করিতেছি।

৭। হে যজনীয় মরুৎগণ! যাহার হব্য তোমরা গ্রহণ কর, সে সৌভাগ্যশালী হউক।

---

(১) মূলে "বিপ্রস্য বা" আছে। "অযজমানস্য মেধাবিনঃ।" সায়ণ।

(২) মূলে "বাজিনঃ" আছে। "হবির্লক্ষণান্নোপেতা ঋত্বিজঃ।" সায়ণ।

(৩) মূলে "ব্রজ" আছে। "ব্রজে গোষ্ঠে।" সায়ণ। And that sacrificer of whom you, Maruts, make a poet, shall attain to a cowfold full of cows.—বেদার্থযত্ন

(৪) মূলে "স্বরং চিৎ তজ্জবীঃ ঈষঃ" আছে। "স্বরং চিৎ স্তোতঃ প্রেরয়িতারং যজমানং ঈষঃ মরুদ্ভিঃ প্রত্তানি অন্নানি তুজ্রবীঃ প্রাপ্তানি ভবন্তু।" সায়ণ। Max Muller "স্বরং" অর্থে সূর্য্য এবং ঈষঃ অর্থে জল বা মেঘ করিয়া এই রূপ অনুবাদ করিয়াছেন। "As the flowing rain-clouds pass over the sun."

(৫) মূলে "শরদ্ভিঃ" আছে, অর্থাৎ বহু শরৎকাল, অর্থাৎ বহু বৎসর। "In many a harvest."—*Max Muller.*

৮। হে প্রকৃত বলসম্পন্ন নেতা মরুৎগণ! তোমাদের স্তুতিপরায়ণ ও (মন্ত্রোচ্চারণজনিত শ্রমের দ্বারা) স্বেদযুক্ত এবং তোমাদিগের অভিলাষী স্তোতৃগণের অভিলাষ অবগত হও।

৯। হে প্রকৃত বলসম্পন্ন মরুৎগণ! তোমরা উজ্জ্বল মাহাত্ম্য প্রকাশ কর, এবং তদ্দ্বারা রাক্ষসাদিকে তাড়িত কর।

১০। সর্ব্বব্যাপী অন্ধকারকে নিবারণ কর; (রাক্ষসাদি) সকল ভক্ষককে(৬) বিদূরিত কর; অভিলষিত যে জ্যোতি আমরা কামনা করি তাহা প্রকাশিত কর।

---

৮৭ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। মরুৎগণ শত্রুঘাতী প্রকৃষ্ট বলসম্পন্ন, জয়ঘোষযুক্ত, আনতি-রহিত, অবিযুক্ত, অবশিষ্ট সোমপায়ী(১) (যজমানের) সেবিত এবং (মেঘাদির) নেতা; মরুৎগণ আভরণ দ্বারা নক্ষত্রপূর্ণ আকাশের ন্যায় প্রকাশিত হইলেন(২)।

---

(৬) মূলে "অত্রিণং" আছে। "অত্তারং রাক্ষসাদিকং।" সায়ণ। "Tusky spirit."—*Max Muller*. 'Atrin,' which stands for 'Attrin,' is one of the many names assigned to the powers of darkness and mischief." "It is derived from atrá, which means 'tooth' or 'jaw.'"—*Max Muller*.

---

(১) মূলে "ঋজীষিণঃ" আছে। ৬৪ সূক্তের ১২ ঋকের টীকা দেখ।

(২) মূলে "অঞ্জিভিঃ ব্যানজে উস্রা ইব স্তৃভিঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "অঞ্জিভিঃ স্তৃভি ব্যানজে" অর্থাৎ শরীরাচ্ছাদক আভরণের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল, "উস্রা ইব" অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মির ন্যায়। কিন্তু Max Muller ব্যাখ্যা করিয়াছেন "অঞ্জিভিঃ ব্যানজে" অর্থাৎ আভরণ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল, "উস্রা ইব স্তৃভি" অর্থাৎ তারাযুক্ত আকাশের ন্যায়। "They have shewn themselves with their glittering ornaments * * like the heavens with the stars." "স্তৃভিঃ" সম্বন্ধে ৬৮ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখ।

২। হে মরুৎগণ! পক্ষীর ন্যায় কোনও পথ দিয়া শীঘ্র ধাবমান্ হইয়া সন্নিকৃষ্ট নভ প্রদেশে যখন তোমরা গমনশীল মেঘসমূহকে সমবেত কর, তখন তোমাদের মেঘ সকল তোমাদের রথে সংশ্লিষ্ট হইয়া বারিবর্ষণ করে; অতএব, তোমরা পূজকের উপর মধুসদৃশ স্বচ্ছ বারি সিঞ্চন কর।

৩। যখন মরুৎগণ শুভপ্রদ বৃষ্টির জন্য (মেঘ সকলকে) সজ্জীভূত করেন, তখন মরুৎগণ মেঘ সকলকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া নিয়মিত করিতেছে দেখিয়া পৃথিবী বিরহিতা স্ত্রীর ন্যায়(৩) কম্পিত হয়েন; তাদৃশ বিহারশীল, গমনশীল ও দীপ্তায়ুধ মরুৎগণ (পর্ব্বতাদি) কম্পিত করিয়া স্বকীয় মহিমা প্রকটিত করেন।

৪। মরুৎগণ স্বয়ং পরিচালিত, এবং বিন্দুচিহ্নিত মৃগ তাঁহাদিগের অশ্ব; তাঁহারা তরুণ, বীর্য্যশালী এবং স্বপ্রভুত্বপ্রাপ্ত, তোমরা সত্য, ঋণ হইতে মুক্তিদাতা, অনিন্দিত, এবং জলবর্ষণকারী; তোমরা আমাদের যজ্ঞের রক্ষক।

৫। আমাদের পুরাতন পিতা (রহূগণ) কর্তৃক (উপদিষ্ট) হইয়া আমরা কহিতেছি যে, সোমের আহুতির সহিত স্তুতিবাক্য (মরুৎগণকে) প্রাপ্ত হয়; তাঁহারা ইন্দ্রের স্তুতি করতঃ (বৃত্র হনন কার্য্যে) উপস্থিত ছিলেন, এবং যজ্ঞার্হ নাম ধারণ করিয়াছেন।

৬। ঐ মরুৎগণ (প্রাণীগণের) উপভোগের নিমিত্ত দীপ্তিমান্ সূর্য্যকিরণের সহিত (বৃষ্টিবারি) সিঞ্চন করিতে ইচ্ছা করেন; তাঁহারা স্তুতিমান্ ঋত্বিক্‌গণের সহিত সুখকর হব্য ভক্ষণ করেন; স্তুতিযুক্ত বেগগামী ও নির্ভীক মরুৎগণ সর্ব্বপ্রিয় মরুৎসম্বন্ধীয় স্থান(৪) প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(৩) মূলে "বিথুরা ইব।" "ভর্ত্রা বিযুক্তা জায়া।" সায়ণ। "ভর্তৃবিরহিতা স্ত্রী।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। কিন্তু Max Muller অনুবাদ করিয়াছেন "as if broken." "There is no authority for Sayana's explanation of Vithuraira, the earth trembles like a widow. Vithura occurs several times in the Rig Veda, but never in the sense of widow."—*Max Muller.*

(৪) "Established themselves in what became afterwards known as their abode, their own place among the gods who are invoked at the sacrifice."—*Max Muller.*

৮৮ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে মরুৎগণ! তোমরা বিদ্যুৎযুক্ত, শোভন গমন বিশিষ্ট, আয়ুধ সম্পন্ন ও অশ্ব সংযুক্ত মেঘে (আরোহণ করিয়া) আগমন কর। হে শোভনকর্ম্মা মরুৎগণ! প্রভূত অন্নের সহিত পক্ষীর ন্যায় আমাদের নিকট আগমন কর।

২। মরুৎগণ অরুণ ও পিঙ্গল রথবাহন অশ্ব দ্বারা (দেবগণের) কোন্ স্তোতার নিকট শুভ সম্পাদনার্থ আগমন করিতেছেন? স্বর্ণের ন্যায় দীপ্তিমান্ (ও শত্রু নাশকারী) আয়ুধযুক্ত মরুৎগণ রথ চক্র দ্বারায় ভূমি ক্ষত করিতেছেন।

৩। হে মরুৎগণ! ঐশ্বর্য্য লাভার্থ তোমাদের শরীরে শত্রুগণের আক্রোশকারী (আয়ুধ) আছে মরুৎগণ বন বৃক্ষ সমূহের ন্যায় যজ্ঞ ঊর্দ্ধ করেন(১)। হে সুজাত মরুৎগণ! তোমাদের নিমিত্ত প্রভূত ধনশালী যজমান্গণ (সোমনিস্যন্দী) প্রস্তর ধন যুক্ত করে।

৪। হে জলাভিলাষী(২) গোতমগণ তোমাদের (সুখের) দিবস আগত হইয়াছে এবং উদকনিষ্পাদ্য যজ্ঞকে দ্যুতিমান্ করিয়াছে। গোতম ঋষিগণ স্তোত্রের সহিত হব্য দান করিয়া পানের নিমিত্ত কূপ উন্নমিত করিয়াছেন।

---

(১) মূলে "মেধা বনা ন কৃণবন্ত ঊর্দ্ধা" আছে। সায়ণের অর্থ উপরে দেওয়া হইয়াছে। Max Muller এই রূপ অর্থ করিয়াছেন যথা "May they stir up our minds as they stir up the forests."

(২) মূলে "গৃধ্রাঃ" আছে "জলাভিকাংক্ষাযুক্তাঃ।" সায়ণ। Max Muller এ শব্দটি মরুৎগণের বিশেষণ করিয়া "O! hawks" এই রূপ অনুবাদ করিয়াছেন।

৫। মরুৎগণ হিরণ্য চক্রযুধারূঢ়, লৌহময়চক্রধারাযুক্ত, ইতস্ততঃ ধাবমান এবং প্রবল শত্রুহন্তা(৩); সেই মরুৎগণকে দেখিয়া গোতম ঋষি যে স্তোত্র উচ্চারিত করিয়াছিলেন, এ সেই স্তুতি।

৬। হে মরুৎগণ! যোগ্য স্তুতি তোমাদিগের প্রত্যেককে স্তুতি করে, ঋত্বিকৃগণের বাণী এক্ষণে অনায়াসে এই ঋক্‌সমূহ দ্বারা তোমাদের স্তুতি করিয়াছে, কেন না তোমরা আমাদের হস্তে বহুবিধ অন্ন স্থাপিত করিয়াছ(৪)।

---

৮৯ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। কল্যাণকর, অপরিহিংসিত, অপ্রতিরুদ্ধ ও (শত্রু) বিনাশকারী যজ্ঞ সকল সর্ব্বদিক্ হইতে আগমন করুক; যাঁহারা আমাদের পরিত্যাগ না করিয়া প্রতিদিন রক্ষা করেন, সেই দেবগণ সর্ব্বদা আমাদের বর্দ্ধিত করুন।

২। ঋজু (লোক) প্রিয় দেবগণের কল্যাণকর অনুগ্রহ আমাদের অভিমুখে আগমন করুক এবং তাঁহাদের দান আমাদের অভিমুখে আগমন করুক; আমরা যেন সেই দেবগণের বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হই, তাঁহারা আমাদের জীবন বর্দ্ধন করুন।

---

(৩) মূলে "অয়ো দংষ্ট্রান্ বিধাবতঃ বরাহূন্" আছে। সায়ণ "বরাহূন" শব্দের তিনটী অর্থ দিয়াছেন যথা উৎকৃষ্ট শত্রুহন্তা, উৎকৃষ্ট বৃষ্টির আহর্ত্তা, এবং উৎকৃষ্ট দেবগণের আহ্বানকারী। Max Muller বরাহ অর্থ করিয়াছেন "Wild boars rushing about with iron tusks." বেদার্থযত্ন মক্ষমূলরকে অনুসরণ করিয়াছেন।

(৪) "This refreshing draught of soma rushes towards you like the voice of a suppliant; it rushes freely from our hands, as libations are wont to do."—*Max Muller*.

৩। তাঁহাদিগকে পূর্ব্বের (বেদাত্মক) বাক্যের দ্বারা আহ্বান করি; ভগ, মিত্র, অদিতি, দক্ষ, অস্রিধ(১), অর্য্যম, বরুণ, সোম, এবং অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি; সৌভাগ্যশালিনী সরস্বতী আমাদের সুখ সম্পাদিত করুন।

৪। বায়ু আমাদের নিকট সুখোৎপাদক ভেষজ আনয়ন করুন; জননী পৃথিবী ও পিতা দ্যুলোকও আনয়ন করুন; সোমনিস্যন্দী সুখোৎপাদক প্রস্তরও সেই ভেষজ আনয়ন করুক; ধ্যান দ্বারা প্রাপ্তব্য, হে অশ্বিদ্বয়! (তোমরা আমাদের যাচ্ঞা) শ্রবণ কর।

৫। আমরা সেই ঐশ্বর্য্যশালী, স্থাবর জঙ্গমের অধিপতি যজ্ঞতোষ ইন্দ্রকে আমাদের রক্ষার নিমিত্ত আহ্বান করি; পূষা যেরূপ আমাদের ধন বর্দ্ধনের জন্য রক্ষক আছেন, অহিংসিত পূষা সেইরূপ আমাদের মঙ্গলের জন্য রক্ষক (হউন)।

৬। প্রভূত স্তুতিভাজন ইন্দ্র ও সর্ব্বজ্ঞ পূষা আমাদিগকে মঙ্গল প্রদান করুন; তৃক্ষের পুত্র(২) অরিষ্টনেমি এবং বৃহস্পতি আমাদিগকে মঙ্গল প্রদান করুন।

৭। মরুৎগণ বিন্দুচিহ্নিত মৃগযুক্ত, পৃশ্নি পুত্র, শোভনীয় গতিযুক্ত, যজ্ঞগামী ও অগ্নিজিহ্বায় অবস্থিত(৩), বুদ্ধিসম্পন্ন ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ মরুৎ দেবগণ আমাদিগের রক্ষার জন্য এই স্থানে আগমন করুন।

---

(১) অস্রিধং শোষণ রহিতং সর্ব্বদৈকরূপেণ বর্ত্তমানং মরুদ্গণং। সায়ণ।

(২) মূলে "তার্ক্ষ্যঃ অরিষ্টনেমিঃ" আছে। "রথ চক্রস্য ধারা নেমিঃ। যুৎসম্বন্ধিনো রথস্য নেমির্নহিংস্যতে সোহরিষ্টনেমিঃ। এবম্ভূত তার্ক্ষ্যঃ। তৃক্ষস্য পুত্র গরুত্মান্।" সায়ণ। অতএব সায়ণ অর্থ করিয়াছেন অহিংসিত রথনেমিযুক্ত গরুড়। কিন্তু বিষ্ণুর বাহন গরুড় ঋগ্বেদের সময় কল্পিত হয় নাই, এবং গরুড়কে নেমিযুক্ত বলিয়া কেন বর্ণনা করিবে বুঝা যায় না। পুরাণে কোন কোন স্থলে কশ্যপ বা প্রজাপতির নাম অরিষ্টনেমি এরূপ দেখা যায়; এই স্থানেও "তার্ক্ষ্যঃ অরিষ্টনেমিঃ" অর্থে তৃক্ষের পুত্র কশ্যপ হওয়া সম্ভব।

(৩) সকল দেবগণই হব্য প্রাপ্তির জন্য অগ্নির জিহ্বায় অবস্থান করেন। সায়ণ।

৮। হে দেবগণ! আমরা যেন কর্ণে কল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিতে সমর্থ হই, হে যজনীয় দেবগণ! আমরা চক্ষে যেন কল্যাণ কর বস্তু দেখিতে সমর্থ হই; আমরা যেন দৃঢ়াঙ্গশরীরযুক্ত হইয়া তোমাদের স্তুতি করতঃ দেবগণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট(৪) আয়ু প্রাপ্ত হই।

৯। হে দেবগণ, মনুষ্যের পক্ষে শত বৎসরই (আয়ুঃ কল্পিত হইয়াছে); ঐ সময়ে তোমরা শরীরের জরা উৎপাদন করিয়া থাক, ঐ সময়ে পুত্রগণ পিতা হন। সেই নির্দ্দিষ্ট আয়ুর মধ্যে আমাদিগকে বিনাশ করিও না।

১০। অদিতি আকাশ; অদিতি অন্তরীক্ষ; অদিতি মাতা; তিনি পিতা; তিনি পুত্র; অদিতি সকল দেব; অদিতি পঞ্চ শ্রেণী লোক(৫), অদিতি জন্ম ও জন্মের কারণ।

---

৯০ সূক্ত।

বহুদেবতা দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। বরুণ ও মিত্র (উত্তম পথ) অবগত হইয়া আমাদিগকে অকুটিল গতিতে লইয়া যান; এবং দেবগণের সহিত সমান প্রীতিযুক্ত অর্য্যমাও (আমাদিগকে) লইয়া যান।

২। তাঁহারা ধন বিতরণ করেন, তাঁহারা মূঢ়তাশূন্য হইয়া স্বীয় তেজের দ্বারা সকল দিন স্বীয় কার্য্য পালন করেন।

---

(৪) সায়ণ বলেন ১১৬ কি ১২০ বৎসর।

(৫) মূলে "অদিতিঃ পঞ্চজনাঃ" আছে এই পঞ্চজন কে, তাহা সায়ণ এইরূপ লিখিয়াছেন "পঞ্চজনা নিষাদ পঞ্চমা শ্চত্বারো বর্ণাঃ। যদ্বা গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসি।" যাস্ক বলিয়াছেন "গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসীত্যেকে চত্বারো বর্ণা নিষাদপঞ্চম ইত্যৌপমন্যবঃ।" নিরুক্ত ৩। ৭ সপ্তম সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখ।

৩। সেই অমরগণ আমাদের শত্রু বিনাশ করিয়া আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন; আমরা মরণশীল মনুষ্য।

৪। বন্দনীয় ইন্দ্র, মরুৎগণ, পুষা ও ভগ দেবগণ উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্তির জন্য আমাদের পথ দেখাইয়া দিন।

৫। হে পুষা, বিষ্ণু ও মরুৎগণ! তোমরা আমাদের যজ্ঞ পশু-প্রাপক কর এবং আমাদিগকে বিনাশ রহিত কর।

৬। বায়ু সকল যজমানের জন্য মধু বর্ষণ করে, নদীসমূহ মধুক্ষরণ করে; ওষধি সকল ও মাধুর্য্যযুক্ত হউক।

৭। আমাদের রাত্রি ও ঊষা মধুর হউক; পার্থিব জনপদ মাধুর্য্য বিশিষ্ট হউক; যে আকাশ সকলের পালয়িতা সে আকাশও মধুযুক্ত হউক।

৮। বনস্পতি আমাদের প্রতি মধুর হউক; সূর্য্যও মধুর হউক; ধেনুসকল মধুর হউক।

৯। মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বিস্তীর্ণপাদক্ষেপী বিষ্ণু আমাদের সুখকর হউন।

---

৯১ সূক্ত।

সোম দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে সোম! আমরা বুদ্ধিদ্বারা তোমাকে বিশেষরূপে অবগত আছি, তুমি আমাদিগকে সরল পথে লইয়া যাও; হে ইন্দ্র! (অর্থাৎ হে সোম!) তোমা কর্ত্তৃক নীত হইয়া আমাদের পিতৃগণ দেবগণ মধ্যে রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২। হে সোম! তুমি স্বীয় যজ্ঞ দ্বারা শোভনীয় যজ্ঞযুক্ত, স্বীয় বল দ্বারা শোভনীয় বলযুক্ত, তুমি সর্ব্বজ্ঞ। তুমি অভীষ্ট ফল বর্ষণ দ্বারা বর্ষণকারী, এবং তুমি মহিমার মহান্ যজমানের অভিমত ফল প্রদর্শন করতঃ যজমানদত্ত অন্ন দ্বারা প্রভূতান্নযুক্ত।

৩। হে সোম(১)! রাজা বরুণের কার্য্য সমুদয় তোমারই; তোমার তেজ বিস্তীর্ণ ও গভীর; প্রিয় মিত্রের ন্যায় তুমি সকলের সংশোধক; অর্য্যমার ন্যায় তুমি সকলের বর্দ্ধক।

৪। হে সোম! তোমার যে তেজ দ্যুলোকে, পৃথিবীতে, পর্ব্বতে ওষধিতে এবং জলে আছে, সেই তেজযুক্ত হইয়া, হে সুমনা এবং ক্রোধহীন রাজন্, আমাদের হব্য গ্রহণ কর।

৫। হে সোম! তুমি সৎলোকের অধিপতি; তুমি রাজা, তুমি বৃত্রহন্তা, তুমিই শোভনীয় যজ্ঞ।

৬। স্তোত্রপ্রিয় এবং ওষধি সকলের পালয়িতা সোম! যদি তুমি আমাদের জীবনৌষধ কামনা কর, তাহা হইলে আমরা মরিব না।

৭। হে সোম! তুমি যজ্ঞকারী বৃদ্ধ বা তরুণ যজ্ঞকারীর জীবনের জন্য উপভোগযোগ্য ধন দাও।

৮। হে রাজন্ সোম! আমাদের দুঃখদানে অভিলাষী সকল লোক হইতে রক্ষা কর; ত্বৎসদৃশ ব্যক্তির সখা কখন বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।

৯। হে সোম! যজমানের সুখজনক তোমার যে সকল রক্ষণ আছে তদ্দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।

১০। হে সোম! তুমি আমাদের এই যজ্ঞ ও এই স্তুতি গ্রহণ করিয়া আগমন কর এবং আমাদের বর্দ্ধন কর।

১১। হে সোম! আমরা স্তুতিজ্ঞ, স্তুতিদ্বারা তোমাকে বর্দ্ধিত করি; তুমি সুখদ হইয়া আগমন কর।

১২। হে সোম! তুমি আমাদের ধনবর্দ্ধক, রোগহন্তা, ধনদাতা, সম্পদবর্দ্ধক ও সুমিত্রযুক্ত হও।

(১) সায়ণ বিবেচনা করিয়াছেন এখানে চন্দ্র অর্থে সোম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহা বিবেচনা করিবার বিশেষ কারণ নাই। ঋগ্বেদের সোম সোমরস। এ ঋকের প্রথমে এই রূপ আছে "রাজ্ঞো নু তে বরুণস্য ব্রতানি।" সায়ণ "রাজ্ঞঃ" এবং "বরুণস্য" এই দুইটী "তে" অর্থাৎ সোমের বিশেষণ করিয়াছেন,—সোম ব্রাহ্মণদিগের "রাজা" এবং বস্ত্র দিয়া আচ্ছাদিত থাকেন এই জন্য "বরুণ।" সায়ণ।

১৩। হে সোম! গাভী যেরূপ সুন্দর তৃণে তৃপ্ত হয়, মনুষ্য যেরূপ স্বীয় গৃহে তৃপ্ত হয়, সেই রূপ তুমি আমাদের হৃদয়ে তৃপ্ত হইয়া (অবস্থান কর।)

১৪। হে দেব, সোম! যে মনুষ্য বন্ধুত্ব প্রযুক্ত তোমার স্তুতি করে, হে অতীতজ্ঞ ও দক্ষ সোম! তুমি তাহাকে অনুগ্রহ কর।

১৫। হে সোম! আমাদিগকে অভিশাপ হইতে রক্ষা কর, ও পাপ হইতে রক্ষা কর, আমাদিগকে সুখ দান করিয়া আমাদিগের হিত-কারী হও।

১৬। হে সোম! তুমি বৰ্দ্ধিত হও, তোমার বীর্য্য সকল দিক হইতে তুৎসংযুক্ত হউক; তুমি আমাদের অন্নদাতা হও।

১৭। অত্যন্ত মদযুক্ত, হে সোম! সমস্ত লতাবয়ব দ্বারা বৰ্দ্ধিত হও; শোভন অন্নযুক্ত হইয়া তুমি আমাদের সখা হও।

১৮। হে সোম! তুমি শত্রুহন্তা, তোমাতে রস ও যজ্ঞের অন্নও বীর্য্য সংযুক্ত হউক; তুমি বৰ্দ্ধিত হইয়া আমাদের অমরত্বের জন্য স্বর্গে উৎকৃষ্ট অন্ন ধারণ কর।

১৯। যজমানগণ তোমার হব্যদ্বারা যে তেজের পূজা করে, সেই সমস্ত তেজ আমাদের যজ্ঞকে ব্যাপ্ত করুক। ধনবৰ্দ্ধক, পাপত্রাতা, বীর যুক্ত ও পুত্রগণের রক্ষাকর্ত্তা সোম! তুমি আমাদের গৃহে আগমন কর।

২০। যে সোমকে হব্য প্রদান করে, তাহাকে সোম গাভী, শীঘ্রগামী অশ্ব, প্রদান করেন এবং লৌকিক কার্য্যকুশল, গৃহকার্য্যকুশল, যাগানুষ্ঠান পর, মাতার আদৃত এবং পিতৃনাম উজ্জ্বলকারী পুত্র প্রদান করেন।

২১। হে সোম! তুমি যুদ্ধে অজেয়, সেনার মধ্যে জয়শীল, স্বর্গের প্রাপয়িতা, বৃষ্টিদাতা, বলের রক্ষক, যজ্ঞে অবস্থাতা, সুন্দর নিবাসযুক্ত সুন্দর যশযুক্ত এবং জয়শীল তোমাকে চিন্তা করিয়া হর্ষযুক্ত হই।

২২। হে সোম! তুমি এই সমস্ত ওষধি উৎপাদিত করিয়াছ, ও বৃষ্টির জল সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি সমস্ত গাভী সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি এই বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষকে বিস্তীর্ণ করিয়াছ, ও তাহার অন্ধকার জ্যোতি দ্বারা বিনষ্ট করিয়াছ।

২৩। হে বলবান্ সোম, দেব! তোমার শক্তিযুক্ত স্তুতি দ্বারা আমাদিগকে ধনের অংশ প্রদান কর; কোন শত্রু তোমার হিংসা না করুক; যুধ্যমান দুই পক্ষ মধ্যে তুমি বলীষ্ঠ, সংগ্রামে আমাদিগকে দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা কর।

---

৯২ সূক্ত।

উষা ও শেষ তৃচে অশ্বিদ্বয় দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। উষা দেবতাগণ(১) আলোককে প্রকাশ করিয়াছেন; এবং অন্তরীক্ষের পূর্ব্ব দিকে জ্যোতি প্রকাশিত করেন; যোদ্ধাগণ যেরূপ আয়ুধ সকলের সংস্কার করে, সেইরূপ (স্বীয় দীপ্তি দ্বারা) জগতের সংস্কার করিয়া গমনশীল, দীপ্তিমান্ এবং মাতৃগণ(২) প্রতিদিবস গমন করেন।

২। অরুণ ভানুকিরণ অনায়াসে উদিত হইল, পরে রথ যোজনযোগ্য শুভ্রবর্ণ গাভী সকলকে উষা দেবতাগণ রথে যোজিত করিলেন, এবং পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত প্রাণীকে জ্ঞানযুক্ত করিলেন; তৎপরে দীপ্তিযুক্ত উষা দেবতা সকল শুভ্রবর্ণ সূর্য্যকে আশ্রয় করিলেন।

৩। নেত্রী উষা দেবতাগণ (উজ্জ্বল অস্ত্রধারী) যোদ্ধাদিগের ন্যায়; এবং উদোগদ্বারাই দূরদেশ পর্য্যন্ত স্বীয় তেজের দ্বারা ব্যাপ্ত করেন। তাঁহারা শোভন কর্ম্মকারী, সোমদায়ী, (দক্ষিণা) দাতা যজমানকে সকল অন্ন প্রদান করেন।

৪। উষা নর্ত্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করিতেছেন(৩) এবং গাভী যেরূপ (দোহনকালে) স্বীয় উধঃ প্রকাশিত করে, সেইরূপ উষাও স্বীয়

---

(১) মূলে "উষসঃ" আছে। "প্রভাত কালাভিমানিন্যো দেবতাঃ।" সায়ণ। কিন্তু যাস্ক বলেন কেবল উষাদেবীর সম্মানার্থে এক বচন স্থানে বহুবচন ব্যবহার হইয়াছে। "একস্যা এব পূজার্থে বহুবচনং স্যাৎ।" নিরুক্ত ১২। ৭।

(২) মূলে "মাতরঃ" আছে। "সূর্য্য প্রকাশস্য নির্ম্মাত্র্যো জগজ্জনন্যো বা।" সায়ণ। "ভাসো নির্ম্মাত্র্যঃ।" যাস্ক, নিরুক্ত। ১২। ৭।

(৩) মূলে "নৃতুরিব" আছে। সায়ণ তাহার আর এক অর্থ করিয়াছেন যে "নাপিত" যে রূপ কেশ ছেদন করে উষা সেইরূপ অন্ধকার বিনাশ করিতেছেন।

বন প্রকাশিত করিতেছেন। গাভী যেরূপ গোষ্ঠে শীঘ্র গমন করে, সেইরূপ উষাও পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া বিশ্ব ভুবন প্রকাশ করতঃ অন্ধকার বিশ্লিষ্ট করিতেছেন।

৫। উষার উজ্জ্বল তেজ (প্রথমে) পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হয় পরে সকল দিকে ব্যাপ্ত হয় এবং বিপুল অন্ধকার অপসারিত করে। (পুরোহিত) যেরূপ যজ্ঞে আজ্যদ্বারা যূপকাষ্ঠ অঞ্জিত করে সেইরূপ উষা স্বীয় রূপ প্রকাশ করিতেছেন; স্বর্গদুহিতা উষা দীপ্তিমান্ সূর্য্যের সেবা করিতেছেন।

৬। আমরা (নৈশ) অন্ধকারের পারে আসিয়াছি; সমস্ত প্রাণীকে চৈতন্যযুক্ত করিয়াছেন। দীপ্তিমতী উষা তোষামোদকারীর ন্যায় প্রীতি পাইবার জন্য (স্বীয় দীপ্তি দ্বারাই) যেন হাসিতেছেন; আলোক-বিকসিতাঙ্গী উষা আমাদিগের সুখের জন্য অন্ধকার বিনাশ করিয়াছেন।

৭। গোতমবংশীয়গণ দীপ্তিমতী এবং সুনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী(৪) আকাশদুহিতার স্তুতি করে। হে উষা! তুমি আমাদিগকে পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত, দাসপরিজনযুক্ত, অশ্বযুক্ত এবং গাভীযুক্ত অন্ন প্রদান কর।

৮। হে উষা! আমি যেন যশোযুক্ত, বীরযুক্ত দাসবিশিষ্ট এবং অশ্বযুক্ত ধন প্রাপ্ত হই। হে সুভগে! তুমি স্তুতির যজ্ঞে স্তোত্র দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগকে অন্ন দান করিয়া সেই প্রভূত ধন প্রকাশিত কর।

৯। উজ্জ্বল উষা সমস্ত ভুবন প্রকাশিত করিয়া, আলোক দ্বারা পশ্চিমদিকে বিস্তৃত হইয়া প্রকাশিত হইতেছেন; এবং সমস্ত জীবকে (স্ব স্ব ব্যাপারে) প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য জাগরিত করেন; তিনি ধীশক্তি সম্পন্ন প্রাণীদিগের বাক্য শ্রবণ করেন।

১০। ব্যাধ পত্নী(৫) যে রূপে চলনশীল (পক্ষীর) পক্ষ ছেদন করিয়া হিংসা করে সেইরূপ পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত, নিত্য, এবং একরূপ ধারিণী উষা দেবী (দিনে২) সমস্ত প্রাণীর জীবন হ্রাস করেন।

---

(৪) মূলে "সুনৃতানাং নেত্রী।" সুনৃতানাং প্রিয় সত্যাত্মিকানাং নেত্রী প্রণেত্রী কারয়িত্রী উষসি হি জাতায়াং মনুষ্য প্রমুখাঃ প্রাণিনঃ স্ব স্ব ব্যাপারার্থ ইতস্ততঃ শব্দং কুর্ব্বন্তি। সায়ণ।

(৫) মূলে "শ্বঘ্নী" আছে। শব্দের অর্থ কুক্কুর হিংসকের পত্নী।

১১। উষা আকাশপ্রান্তকে (অন্ধকার হইতে) বিযুক্ত করিয়া সকলের নিকট বিদিত হয়েন, এবং ভগিনী নিশাকে(৬) অন্তর্হিত করেন। প্রণয়ী(৭) (সূর্য্যের) স্ত্রী উষা মনুষ্যগণের আয়ু (দিনে২) হ্রাস করিয়া বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়েন।

১২। (পশুপালক) যেরূপ পশু বিচরণ করায়, সুভগা এবং পূজনীয়া উষা সেই রূপ (তেজ) বিস্তার করিতেছেন এবং তেজ বিস্তার করিয়া নদীর ন্যায় মহতী উষা (সমস্ত জগৎ) ব্যাপ্ত করিতেছেন। তিনি দেবগণের যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইয়া সূর্য্যকিরণের সহিত দৃষ্ট হয়েন।

১৩। হে অন্নযুক্ত উষা! আমাদিগকে বিচিত্র ধন প্রদান কর, যে ধনের দ্বারা আমরা পুত্র ও পৌত্রকে পালন করিতে পারি।

১৪। হে গাভীযুক্ত, অশ্বযুক্ত, দ্যুতিমান এবং সুনৃত বাক্যযুক্ত উষা! অদ্য এইস্থানে ধনযু[ক্ত] (যজ্ঞ অনুষ্ঠানার্থে) আমাদিগের জন্য উদয় হও।

১৫। হে অন্নযুক্ত উ[ষা]! অদ্য অরুণ বর্ণ অশ্বসংযোজনা কর এবং আমাদের জন্য সমস্ত সৌ[ভা]গ্য আনয়ন কর।

১৬। হে দস্র অশ্বি[দ্ব]য়! আমাদের গৃহ গাভীপূর্ণ ও রমণী[য়] ধনপূর্ণ করিবার জন্য সমান মন[ো]যোগী হইয়া তোমাদের রথ আমাদের গৃহাভিমুখে প্রবর্ত্তিত কর।

১৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আকাশ হইতে প্রশংসনীয় জ্যোতি প্রেরণ করিয়াছ তোমরা আমাদের জন্য বলপ্রদ অন্ন আনয়ন কর।

১৮। দ্যুতিমান্ আরোগ্যপ্রদ, সুবর্ণ রথযুক্ত এবং দস্র অশ্বিদ্বয়কে সোমপান করিবার জন্য অশ্বগণ উষাকালে জাগরিত হইয়া এস্থলে আনয়ন করুক।

---

(৬) মূলে "স্বসারং" আছে। "স্বয়মেব সরন্তীং উষাং।" সায়ণ। কিন্তু সে অর্থ ঠিক হয় না, কেন না উষা রাত্রিকে অন্তর্হিত করিতেছেন, তবে রাত্রি স্বয়ং চলিয়া যাইতেছে এরূপ বর্ণনা কি রূপে সঙ্গত? "স্বসারং" অর্থে "ভগিনী নিশা" করিলে বোধ হয় ভাল হয়।

(৭) মূলে "যোষা জারস্য" আছে। সূর্য্য উষার জার এরূপ ঋগ্বেদে অনেক স্থানে আছে। ৩০ সূক্তের ২২ ঋকের টীকা দেখ। ১১৫ সূক্তের ২ ঋক দেখ।

৯৩ সূক্ত।

অগ্নি ও সোম দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি ও সোম! আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ কর, স্তুতি গ্রহণ কর এবং হব্যদাতাকে সুখ প্রদান কর।

২। হে অগ্নি ও সোম! যে তোমাদিগকে স্তুতি অর্পণ করিতেছে তাহাকে বলবান্ গো ও সুন্দর অশ্ব দান কর।

৩। হে অগ্নি ও সোম! যে তোমাদিগকে আহুতি ও হব্য প্রদান করে, সে পুত্রপৌত্রাদির সহিত বীর্য্যযুক্ত সমস্ত আয়ু প্রাপ্ত হউক।

৪। হে অগ্নি ও সোম! তোমাদের যে বীর্য্যের দ্বারা পণির নিকট হইতে গোরূপ অন্ন অপহৃত করিয়াছিলে যে বীর্য্যদ্বারা বৃষয়ের পুত্রকে(১) বধ করিয়া, সকলের উপকারের জন্য একমাত্র জ্যোতিপূর্ণ সূর্য্যকে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমাদের বিদিত আছে।

৫। হে অগ্নি ও সোম! তোমরা সমান প্রযুক্ত হইয়া আকাশে এই উজ্জ্বল নক্ষত্রগ্রহাদি ধারণ করিয়াছ; তোমরা দোষাক্রান্ত নদী সকলকে প্রকটিত দোষ হইতে মুক্ত করিয়াছ(২)।

---

(১) মূলে "বৃষয়স্য শেষঃ।" আছে। সায়ণ "বৃষয়" অর্থে ত্বষ্টা অসুর করিয়াছেন, "শেষ" অর্থে পুত্র, "বৃষয়স্য শেষঃ" অর্থে ত্বষ্টা অসুরের পুত্র বৃত্র। যাঁহারা গ্রীক ইলিয়ড্ বেদের পণির গল্পের রূপান্তর মনে করেন, তাঁহারা ইলিয়ডের "Brises" নাম বেদের বৃষয় নামের প্রতিরূপ মনে করেন। "In the Veda, before the bright powers reconquer the light that had been stolen by Pani, they are said to have conquered the offspring of *Brisaya*. That daughter of *Brises* is restored to Achilles when his glory begins to set, just as all the first loves of solar heroes return to them in the last moments of their earthly career."—Max Muller's *Science of Language* (1882), vol. II, p. 515.

(২) অর্থাৎ বৃত্র পতনে দূষিত জলকে শোধিত করিয়াছ। সায়ণ। সায়ণ আর একটী অর্থও দিয়াছেন যে বৃত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যাদোষ পৃথিবীতে, বৃক্ষে, নারীতে ও জলে আরোপিত হয়, অগ্নি ও সোম সে দোষ শোধন করেন। এটী স্পষ্টই বেদের অনেক পরের সময়ের পৌরাণিক গল্প।

৬। হে অগ্নি ও সোম! তোমাদের মধ্যে একজন (অর্থাৎ অগ্নিকে) মাতরিশ্বা আকাশ হইতে আনয়ন করিয়াছে(৩) এবং আর এক জনকে (অর্থাৎ সোমকে) অদ্রির উপর হইতে শ্যেনপক্ষী বলপূর্ব্বক আহরণ করিয়াছিল(৪) তোমরা স্তোত্রের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া যজ্ঞের নিমিত্ত ভূমি বিস্তীর্ণ করিয়াছ।

৭। হে অগ্নি ও সোম! প্রদত্ত হব্য ভক্ষণ কর; আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর; হে অভীষ্টবর্ষী! আমাদের সেবা গ্রহণ কর; আমাদের প্রতি সুখপ্রদ এবং রক্ষণযুক্ত হও এবং যজমানের রোগ ও ভয় নিবারণ কর।

৮। হে অগ্নি ও সোম! যে যজমান্ দেবপরায়ণ অন্তঃকরণের সহিত হব্যদ্বারা অগ্নি ও সোমের পূজা করে, তাহার ব্রত রক্ষা কর; ও তাহাকে পাপ হইতে রক্ষা কর; এবং সেই (যাগ) ব্রত ব্যক্তিকে প্রভূত সুখ দাও।

৯। হে অগ্নি ও সোম! তোমরা সকল দেবগণমধ্যে প্রশংসনীয় তোমরা সমানধনযুক্ত এবং একত্র আহ্বানযোগ্য, তোমরা আমাদের স্তুতি গ্রহণ কর।

১০। হে অগ্নি ও সোম! যে তোমাদিগকে ঘৃত প্রদান করে, তাহাকে প্রভূত ধন দাও।

১১। হে অগ্নি ও সোম! আমাদের এই হব্য গ্রহণ কর, এবং একত্রে আগমন কর।

১২। হে অগ্নি ও সোম! আমাদের অশ্ব পালন কর; (ক্ষীরাদি) হব্যের জনয়িত্রী আমাদের গাভীসকল বর্দ্ধিত হউক; আমরা ধনযুক্ত, আমাদের বল প্রদান কর; এবং আমাদের যজ্ঞ ধনযুক্ত কর।

(৩) ৬০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।
(৪) ৮০ সূক্তের ২ ঋকের টীকা দেখ।

৯৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। আমরা বুদ্ধিদ্বারা পূজনীয় সর্ব্বভূতজ্ঞ অগ্নির রথের ন্যায় এই স্তুতি প্রস্তুত করি; অগ্নিভজনে আমাদের বুদ্ধি উৎকৃষ্ট হয়; হে অগ্নি! তুমি আমাদের বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

২। হে অগ্নি! যাহার নিমিত্ত তুমি যজ্ঞ কর, তাহার অভিলাষ পূর্ণ হয়; সে উৎপীড়িত না হইয়া বাস করে, মহাবীর্য্য ধারণ করে এবং বর্দ্ধিত হয়; দারিদ্র্য তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

৩। হে অগ্নি! আমরা যেন তোমাকে সম্যক্ প্রজ্বলিত করিতে সমর্থ হই; তুমি আমাদের যজ্ঞ সাধিত কর; যেহেতু দেবগণ (তোমাতে) প্রক্ষিপ্ত হব্য ভক্ষণ করেন। তুমি আদিত্যগণকে আনয়ন কর, তাঁহাদিগকে আমরা কামনা করি। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

৪। হে অগ্নি! আমরা ইন্ধন সংগ্রহ [illegible] তোমাকে জানাইয়া হব্য প্রদান করি; তুমি আমাদের আয়ু বৃদ্ধির জ[illegible] যজ্ঞ নিষ্পাদিত কর। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

৫। তাঁহার রশ্মি সকল প্রাণীগণকে রক্ষা করিয়া বিচরণ করে; দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তুগণ তাঁহার কিরণে বিচরণ করে; তুমি বিচিত্র দীপ্তিযুক্ত এবং সকল বস্তু প্রদর্শন কর; তুমি ঊষা হইতেও মহৎ। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে, আমরা হিংসিত হইব না।

৬। হে অগ্নি! তুমি অধ্বর্য্যু, তুমি মুখ্য হোতা, তুমি প্রশাস্তা পোতা, তুমি জন্ম হইতেই পুরোহিত(১)। ঋত্বিকের সমস্ত কার্য্য তুমি অবগত

(১) যজ্ঞের প্রধান কয়েক জন পুরোহিতের নাম এ ঋকে পাওয়া যায়। "অধ্বর্য্যু" হব্য দান করিতেন, হোতা দেবগণকে আহ্বান করিতেন, পোতা যজ্ঞ শোধন করেন দোষাদি হইলে তাহার নিবারণ করেন। ৩৬ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ।

আছ, অতএব তুমি যজ্ঞ সম্পূর্ণ কর। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে, আমরা হিংসিত হইব না।

৭। হে অগ্নি! তুমি সুন্দর তথাপি সকলদিকেই সদৃশ; তুমি দূরস্থ তথাপি নিকটে দীপ্যমান্ হও। হে দেব অগ্নি! তুমি রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রকাশিত হও, হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

৮। হে দেবগণ(২)! সোমাভিষবকারী যজমানের রথ সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী কর; আমাদের অভিশাপ শত্রুগণকে অভিভূত করুক; আমাদের এই বাক্য অবগত হও এবং পূর্ণ কর, হে অগ্নি! তুমি আমাদের বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

৯। তোমার সাংঘ[illegible]তিক অস্ত্র দ্বারা দুষ্ট ও দুর্বুদ্ধি লোকদিগকে বিনাশ কর; দূরবর্ত্তী বা নিকটবর্ত্তী শত্রুগণকে বিনাশ কর; অনন্তর তোমার স্তুতিকারী যজমানের জন্য সুগম পথ করিয়া দাও। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

১০। হে অগ্নি! যখন তোমার দীপ্যমান্ লোহিত [illegible]র্ণ, এবং বায়ুগতি অশ্বদ্বয় রথে স[illegible]যোজিত কর, তখন তুমি বৃষভের ন[illegible] রব কর, এবং বনের বৃক্ষসকলকে ধূমরূপ কেতু(৩) দ্বারা ব্যাপ্ত কর। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

১১। পক্ষীগণও তোমার শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীত হয়; তোমার (কতকগুলি শিখা) তৃণদগ্ধ করিয়া যখন সকল দিকে বিস্তৃত হয় তখন সমস্ত অরণ্য তোমার ও তোমার রথের সুগম হয়। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

১২। মিত্র ও বরু[illegible] (স্তোতাকে) ধারণ করুন; অন্তরীক্ষচারী মরুৎগণের ক্রোধ অত্যন্ত [illegible] আমাদের সুখী কর ও এই মরুৎগণের

(২) মূলে "দেবাঃ" আছে। "দেবা অগ্ন্যবয়বভূতাঃ সর্ব্বে দেবা।" সায়ণ।

(৩) মূলে [illegible]" আছে, সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "ধূমঃ কেতুঃ প্রজ্ঞাপকো যস্য [illegible]।" "With a banner of smoke."—*Wilson.*

মন পুনরায় প্রসন্ন হউক। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

১৩। হে দ্যুতিমান্ অগ্নি! তুমি সকল দেবগণের পরম বন্ধু; তুমি শোভনীয় এবং যজ্ঞে সকল ধনের নিবাস স্থান; তোমার বিস্তীর্ণ যজ্ঞগৃহে আমরা যেন অবস্থান করি। হে অগ্নি! তুমি আমাদের বন্ধু থাকিলে, আমরা যেন হিংসিত না হই।

১৪। স্বকীয় স্থানে প্রজ্বালিত সোমরস দ্বারা আহূত হইয়া যখন তুমি পূজিত হও তখন তুমি সুখ সম্ভোগ কর; তুমি আমাদের সুখকর হইয়া হব্যদাতাকে রমণীয় ফল ও ধন দান কর, হে অগ্নি! তুমি আমাদের বন্ধু থাকিলে, আমরা হিংসিত হইব না।

১৫। হে শোভন ধনযুক্ত [illegible] গমনশীল [illegible]গ্নি! যে সর্ব্ব যজ্ঞে বর্ত্তমান যজমানকে তুমি পাপ হইতে নি[illegible] কর, এবং কল্যাণকর বল প্র[illegible]দান কর, (সেই সমৃদ্ধ হয়)। [illegible] তখন সে [illegible]ীক) [illegible]র স্তোতা, আমরাও যেন পুত্রপৌত্রাদি সহিত তোমার ধনযুক্ত [illegible] হই [illegible]

১৬। হে দেব অগ্নি! তুমি সৌভাগ্য [illegible]; এই কার্য্যে তুমি আমাদের আয়ু বর্দ্ধিত কর। মিত্র, বরুণ, অ[illegible]তি, সিন্ধু, পৃথিবী এবং আকাশ আমাদের সেই (আয়ু) রক্ষা করুন(৪)।

(৪) ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, এবং ১০৫ হইতে ১১৫ সূক্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক সূক্তের শেষে এই কথাগুলি আছে, যথা।—

“তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তাং অদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ।” “মামহন্তাং” অর্থে “পূজয়ন্তাং রক্ষন্তু ইত্যর্থঃ।” সায়ণ।

সপ্তম অধ্যায়।

৯৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। বিভিন্নরূপ বিশিষ্ট দুই কাল (দিবা ও রাত্রি) শোভনীয় প্রয়োজন বশতঃ বিচরণ করিতেছে, তাহারা পরস্পরে পরস্পরের বৎসকে পালন করে(১)। সূর্য্য একের নিকট হইতে অন্ন প্রাপ্ত হয়েন, অগ্নি অপরের নিকট শোভনীয় দীপ্তিযুক্ত হইয়া প্রকাশ করেন।

২। দশ (অঙ্গুলি)(২) একত্র হইয়া অ[illegible]রত (কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া) বায়ুর গর্ভস্বরূপ ও সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান(৩) (অ[illegible]গ্নিকে) উৎপন্ন করে; সে অগ্নি তীক্ষ্ণতেজা, যশস্বী [illegible] অন্তরীক্ষে গমনশীল [illegible]মান। এই অগ্নিকে সকল স্থানে লইয়া যায়।

৩। সেই (অগ্নির) [illegible] করেন, তখন সে[illegible] ভূত (অন্তরীক্ষ) [illegible]বারা করে; সমুদ্রে এক, আকাশে এক এবং অন্তরীক্ষে [illegible] সেই দ[illegible] তেজ ঋতুগণ বিভাগ

---

(১) সূর্য্য রাত্রির গর্ভে অন্তর্হিত থাকিয়া [illegible]ম ভাগে প্রকাশ পায় অতএব সূর্য্য রাত্রির পুত্র। অগ্নি দিবাভাগে বর্ত্ত[illegible] কলেও জ্যোতি রহিত অতএব অন্তর্হিতের ন্যায় থাকে, দিবার শেষে মুক[illegible]ত[illegible]জ জ্যোতি প্রাপ্ত হয়, অতএব অগ্নি দিবার পুত্র। সায়ণ।

রাত্রির যাহা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ স্বপুত্র সূর্য্যকে রস পান করান, তাহা দিবা করে এবং দিবার যাহা কর্ত্তব্য অর্থাৎ স্বপুত্র অগ্নিকে রস পান করান, তাহা রাত্রি করে। সায়ণ।

(২) সায়ণ আর একটী অর্থ দিয়াছেন যথা, আলস্য রহিত ও নিত্য তরুণ দশ (দিক্) (মেঘের) গর্ভরূপ (বিদ্যুতের) অগ্নি উৎপন্ন করে। Rosen ও Langlois দশ অঙ্গুলি এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন; Wilson উভই অর্থই দিয়াছেন। তত্ত্বোধিনী পত্রিকায় অঙ্গুলি অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

(৩) অগ্নি, বায়ুর গর্ভ স্বরূপ কেন? "অগ্নের্হি বায়ুঃ কারণং বায়োরগ্নিরিতি শ্রুতেঃ।" সায়ণ। সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান কিরূপে? "জঠররূপেণ।" সায়ণ। মূলে বায়ু শব্দ নাই, ত্বষ্টা শব্দ আছে, সায়ণ তাহার অর্থ বায়ু করিয়াছেন, কিন্তু Muir ত্বষ্টা শব্দের অর্থ ত্বষ্টা দেবই করিয়াছেন, এবং Rosen "ত্বষ্টুঃ" "গর্ভং" অর্থ 'Fulminatoris parentem" করিয়াছেন, এবং Langlois "ত্বষ্টা" এখানে বিদ্যুতের একটী নাম বিবেচনা করিয়াছেন।

(৪) অর্থাৎ সমুদ্রে বড়বানলের জন্ম, আকাশে সূর্য্য রূপ অগ্নির জন্ম এবং অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপ অগ্নির জন্ম। সায়ণ।

করিয়া পৃথিবীর সকল প্রাণীর হিতার্থ পূর্ব্ব প্রদেশ যথাক্রমে সম্পাদন করিয়াছেন(৫)।

৪। অন্তর্হিত অগ্নিকে(৬) তোমাদিগের মধ্যে কে জানে? সে অগ্নি পুত্র হইয়াও হব্যদ্বারা তাঁহার মাতাদিগকে জন্মদান করেন(৭)। মহৎ ও মেধাবী ও হব্যযুক্ত অগ্নি অনেক জলের গর্ভরূপ, এবং সমুদ্র হইতে নির্গত হয়েন(৮)।

৫। কুটিল (মেঘের জলের) পার্শ্বদেশে যশস্বী (অগ্নি) ঊর্দ্ধে জ্বলিয়া শোভনীয় দীপ্তির সহিত প্রকাশ পাইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন(৯); অগ্নি দীপ্তির সহিত(১০) উৎপন্ন হইলে উভয় (পৃথিবী) ভীত হয়েন, এবং সেই সিংহের(১১) অভিমুখে আসিয়া তাঁহাকে সেবা করেন।

---

(৫) দিক ও কালের ... পূর্ব্বাদি দিক নির্ণয় এবং বসন্তাদি কাল নির্ণয় সূর্য্যের ... তএব সূর্য্যই সেই দিক ও কাল ভেদের কর্ত্তা। সায়ণ।

(৬) অর্থাৎ অগ্নি ... ব্য অন্তর্হিত আছে। সায়ণ।

(৭) বিদ্যুৎ ... য়, অথচ অগ্নি হব্য দ্বারা সেই মাতারূপ, বৃষ্টির জ...

তথাহি স্মর্যতে; অ... াতঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
অ... জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা।

(৮) অর্থাৎ বিদ্যু... গ্নি মেঘস্থ অনেক জলের গর্ভ অর্থাৎ সন্তান স্থানীয়, আবার সূর্য্যরূপ অগ্নি ...দ্র হইতে নির্গত হয়েন। সায়ণ।

(৯) মূলে "জিহ্মানাং উপস্থে" আছে। কুটিলানাং মেঘেষু তির্য্যগ-বস্থিতানাং তাসাং অপাং উপস্থে উৎসঙ্গে।" সায়ণ। অতএব এখানে অগ্নি অর্থ বিদ্যুৎরূপ অগ্নি।

(১০) মূলে "ত্বষ্টুঃ" আছে, সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "দীপ্তাৎ" কিন্তু বেদার্থযত্ন বলেন যে ত্বষ্টা শব্দের অর্থ ত্বষ্টু নামক দেবতা, তাহা হইতে অগ্নির উৎপত্তি হয়। ২ ঋকের টীকা দেখ।

(১১) সায়ণ "সিংহং" অর্থ "সহন শীলং অভিভবনশীলং তং অগ্নিং" করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এই সহনশীল অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

যাস্ক এই ঋকের ভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা "আবিরাবেদনাত্তত্যো বর্দ্ধতে চারুরাসু চাকনতেশ্চিকাং জিহীতে রর্দ্ধ উন্ম্রুণো ভবতি যশা আত্মবশা উপস্থ উপস্থান উভে ত্বষ্টু বিভ্যতু জায়মানাৎ প্রতীচী সিংহং প্রতিজোষয়েতে দ্যাবা-পৃথিব্যাবিতি বাহো রাত্রে ইতি বারণীইতি বাপি টেতে প্রত্যেকে সিংহং সহনং প্রত্যা-সেবতে" নিরুক্ত ৮।১৫, অতএব যাস্কের মতে "উভে" অর্থ উভয় পৃথিবী অথবা দিবা রাত্রি অথবা উভই কাষ্ঠ, যে কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়।

৬। উভয় (পৃথিবী)(১২) সুন্দরী স্ত্রীর ন্যায় তাঁহাকে সেবা করে এবং শব্দায়মান গাভীর ন্যায় নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে (বৎসের ন্যায়) যত্ন করেন। দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত (ঋত্বিকগণ) যে অগ্নিকে হব্য দ্বারা সেচন করেন তিনি সকল বলের মধ্যে বলাধিপতি হইয়াছিলেন।

৭। তিনি সবিতার ন্যায় তাঁহার (রশ্মিরূপ) উভয় বাহু বারম্বার বিস্তার করেন এবং সেই ভয়ঙ্কর অগ্নি উভয় (পৃথিবীকে) অলঙ্কৃত করিয়া (নিজ) কর্ম্ম সাধন করেন। তিনি সকল বস্তু হইতে দীপ্ত ও সারভূত রস ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করেন এবং মাতৃদিগের নিকট হইতে আচ্ছাদক নূতন বসন সৃষ্টি করেন(১৩)।

৮। যখন তিনি অন্তরীক্ষে গমনশীল [illegible]ধারা সংযুক্ত হইয়া দীপ্ত ও উৎকৃষ্ট রূপ ধারণ করেন, তখন সে[illegible] মেধাবী সর্ব্বলোকধারক অগ্নি (সকল জলের) মূলভূত (অন্তরীক্ষ) দে[illegible]দ্বারা আচ্ছাদন করেন। উজ্জ্বল অগ্নি দ্বারা বিস্তারিত সেই দী[illegible] তেজ সংহতি রূপ হইয়াছিল(১৪)।

(১২) অথবা দিবা রাত্রি অথবা উভয় কাষ্ঠ। সায়ণ।

(১৩) মূলে "নবা মাতৃভ্যো বসনা জহাতি" আছে। অর্থাৎ মাতৃস্থানীয় রাত্রি-জলের নিকট হইতে নূতন বসন দ্বারা সমস্ত জগতের আচ্ছাদক তেজ সৃষ্টি করেন। সায়ণ। "Clothes (the earth) with new vestments (derived) from his maternal rains."—*Wilson.* এই ঋকে অগ্নি সূর্য্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কেন না সূর্য্য কিরণ বিস্তার করিয়া জগৎকে অলঙ্কৃত করে, সূর্য্য রস আকর্ষণ করে, এবং বৃষ্টিরূপে সেই রস দান করিয়া জগৎকে শস্য তৃণাদির দ্বারা আচ্ছাদিত করে।

(১৪) এ ঋকে অগ্নির কোন্ রূপ বর্ণিত হইয়াছে? সায়ণ বলেন বিদ্যুৎরূপ অগ্নি মেঘের জলের সহিত সংযুক্ত হইয়া বৈদ্যুত রূপ ধারণ করেন, ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের বোধ হয় ঋকের এই অর্থ যে (সূর্য্য রূপ অগ্নি মেঘস্থ জলের সহিত যুক্ত হইয়া ইন্দ্রধনুরূপ উৎকৃষ্ট ও দীপ্তিমান্ রূপ ধারণ করেন, সেই ইন্দ্র ধনু অন্তরীক্ষ তেজঃ দ্বারা আচ্ছাদন করে, এবং বিস্তারিত তেজঃ সংহতির ন্যায় দৃষ্ট হয়।)

৯। তুমি মহৎ, তোমার সর্ব্ব পরাজয়ী দীপ্যমান ও বিস্তীর্ণ তেজ অন্তরীক্ষ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের দ্বারা প্রজ্বালিত হইয়া তোমার নিজের সমস্ত অহিংসিত ও পালনক্ষম তেজদ্বারা আমাদিগকে পালন কর।

১০। অগ্নি আকাশগামী ঊর্ম্মিসমূহ প্রবাহরূপে ঢালিয়া দেন, এবং সেই নির্ম্মল ঊর্ম্মিসমূহ দ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া দেন। তিনি জঠরে সকল অন্ন ধারণ করেন, এবং সেই জন্য (সেই বৃষ্টিজাত) নূতন শস্যের মধ্যে(১৫) বাস করেন।

১১। হে বিশুদ্ধকারী অগ্নি! তুমি কাষ্ঠে বৃদ্ধি পাইয়া আমাদিগকে ধনযুক্ত অন্ন দানার্থ দীপ্তিমান্ হও। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের সেই অন্ন পূজিত করুন।

---

৯৬ সূক্ত।

অগ্নি [illegible]। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। অগ্নি বলদ্বারা [illegible] মথনে) উৎপন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ পুরাতনের ন্যায় প্রকৃতই সকল [illegible]গীর যজ্ঞ গ্রহণ করেন; (মেঘের) জল ও শব্দ সেই (বিদ্যুৎরূপী) অগ্নিকে মিত্র বলিয়া গ্রহণ করেন। দেবগণ সেই ধনদাতা(১) অগ্নিকে (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।

২। তিনি আয়ুর পুরাতন স্তুতিগর্ভ উক্থে (তুষ্ট হইয়া) মনুদিগের সন্ততি(২) সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি আচ্ছাদনকারী তেজদ্বারা আকাশ

---

(১৫) মূলে "নবাসু প্রস্বসু" আছে। "সর্ব্বেষাং অন্নানাং প্রসবিত্রীষু ওষধীষু।" সায়ণ। "The annuals or the cerealia which ripen after the rains."—*Wilson.*

---

(১) মূলে "দ্রবিণোদাঃ" শব্দ আছে। "ধনস্য দাতারং।" সায়ণ।

(২) সায়ণ আয়ু অর্থে মনু করিয়া ও মনুদিগের সন্ততি মানব জাতি করিয়াছেন। "সোঽগ্নিঃ * * মনুনা স্তুতঃ সন্ মানবীঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অজনয়ৎ ইত্যর্থঃ।" সায়ণ।

ও অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়াছেন। দেবগণ সেই ধনদাতা অগ্নিকে (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।

৩। হে মনুষ্যগণ! স্বামী (অগ্নির) নিকট যাইয়া সকলে তাঁহার স্তুতি কর; (তিনি দেবগণের) মধ্যে মুখ্য যজ্ঞের সাধনকর্ত্তা, (হব্যদ্বারা) আহুত এবং স্তোত্রদ্বারা তুষ্ট হয়েন; তিনি অন্নের পুত্র(৩) প্রজাদিগের ভরণকারী এবং দানশীল। দেবগণ সেই ধনদাতা অগ্নিকে (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।

৪। সেই অন্তরীক্ষস্থ অগ্নি(৪) অনেক বরণীয় পুষ্টি দান করেন, তিনি স্বর্গদাতা, সকল লোকের রক্ষক, এবং দ্যাবা পৃথিবীর উৎপাদক; অগ্নি আমার তনয়কে গমনের পথ দেখাইয়া দিন। দেবগণ সেই ধনদাতা (অগ্নিকে) (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।

৫। রাত্রি ও দিবস পরস্পরের বর্ণ পরস্পর পুনঃ২ বিনাশ করিয়াও ঐক্যভাবে একই শিশুকে পুষ্টি দান করে; সেই দীপ্তিমান অগ্নি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে প্রভা বিকাশ করেন। দেবগণ সেই ধনদাতা অগ্নিকে (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।

৬। অগ্নি ধনের মূল, নিবাসহেতু, অর্থের দাতা, যজ্ঞের কেতু, এবং উপাসকে অভিলাষ সিদ্ধিকারক। অমরত্বভাজী দেবগণ এই ধনদাতা অগ্নিকে (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।

৭। অগ্নি পূর্ব্বকালে এবং বর্ত্তমানকালে সকল ধনের আবাস স্থান, যাহা কিছু জন্মিয়াছে বা জন্মিবে তাহার নিবাস স্থান, যাহা কিছু বিদ্যমান আছে এবং ভবিষ্যতে যে ভূরিং পদার্থ উৎপন্ন হইবে তাহার রক্ষক। দেবগণ সেই ধনদাতা অগ্নিকে (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।

---

(৩) অন্ন আহার করিলে জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হয় এই জন্য অগ্নি অন্ন পুত্র।

(৪) মূলে "মাতরিশ্বা" আছে। "মাতরি সর্ব্বস্য জগতো নির্মাতর্যন্তরীক্ষে শ্বসন্ বর্ত্তমানঃ।" সায়ণ। এস্থানে মাতরিশ্বা অর্থে বায়ু নহে, মাতরিশ্বা অগ্নির বিশেষণ, তাহা সায়ণ স্বীকার করেন। ৬০ সূক্তের ১ ঋকের মাতরিশ্বা সম্বন্ধে টীকা দেখ।

৮। ধনদাতা (অগ্নি) জঙ্গম ধনের (অংশ) আমাদিগকে দা[illegible] করুন; ধনদাতা স্থাবর ধনের (অংশ) আমাদিগকে দান করুন; ধ[illegible] দাতা আমাদিগকে বীরযুক্ত অন্ন দান করুন, ধনদাতা আমাদিগকে দীর্ঘ আয়ু দান করুন।

৯। হে বিশুদ্ধকারি অগ্নি! এইরূপে কাষ্ঠে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তু[illegible] আমাদিগকে ধনযুক্ত অন্ন দিবার জন্য প্রভা বিকাশ কর। মিত্রবরু[illegible] অদিতি, সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের সেই অন্ন পূজিত করুন।

---

৯৭ সূক্ত।

[illegible]দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। হে অগ্নি [illegible]দিগের পাপ বিনষ্ট হউক(১), আমাদিগের [illegible]ধন প্রকাশ কর; আ[illegible]র পাপ বিনষ্ট হউক।

২। শোভ[illegible]র জন্য, শোভনীয় মার্গের জন্য, এবং ধনের [illegible]; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক।

৩। এই স্তোতৃ[illegible]দিগের মধ্যে (কুৎস) যেরূপ উৎকৃষ্ট স্তোতা সেই রূপ আমাদিগের স্তো[illegible]গণও উৎকৃষ্ট; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক।

৪। হে অগ্নি! যেহেতু তোমার স্তোতৃগণ পুত্রপৌত্রাদি লাভ করে(২) অতএব আমরাও (তোমার স্তুতি করিয়া) পুত্রপৌত্রাদি লাভ করিব; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক।

---

(১) মূলে "অপ নঃ শোশুচদঘম্" আছে। "মোহস্মাকং অঘং পাপ[illegible] অপ শোশুচৎ। অস্মত্তো নির্গত্য অস্মদীয়ং শত্রুং শোচয়তু। যদ্বা। অস্মদীয়[illegible] পাপং শোশুচৎ শোকপ্রস্তুং সদ্বিনশ্যতু।" সায়ণ।

"Que notre faute soit effacé."—*Langlois.*

"Nostrum eripietur scelus."—*Rosen.*

"May our sin be repented of."—*Wilson.*

"আমাদের পাপ নষ্ট হউক।"—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

(২) মূলে "প্রজায়েমহি" আছে, অর্থ "পুত্র পৌত্রাদি রূপেণ বহুবিধা ভবতি।" সায়ণ। Rosen এবং Langlois এই শব্দের অর্থ বিজয়ী হওয়া অনুমান করিয়াছেন।

৫। যে হেতু শত্রুবিজয়ী অগ্নির দীপ্তিসমূহ সর্ব্বত্র গমন করে, অতএব আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক।

৬। হে অগ্নি! তোমার মুখ(৩) সকল দিকে, তুমি আমাদিগের রক্ষক হও; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক।

৭। হে সর্ব্বতোমুখ অগ্নি! নৌকায় (যেরূপ নদী পার করে) সেইরূপ আমাদিগকে শত্রুসমূহ হইতে পার করিয়া দাও; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক।

৮। নৌকার দ্বারা যে রূপ নদী পার করিয়া দেয়, আমাদিগের কল্যাণের জন্য তুমি সেইরূপ আমাদিগকে শত্রু হইতে পার করাইয়া [illegible] কর; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক।

---

৯৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। আমরা যেন বৈশ্বানরের(১) অনুগ্রহে থাকি, তিনি ভুবনসমূহের সেবিতব্য রাজা! বৈশ্বানর এই (কাষ্ঠদ্বয়) হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াই এই বিশ্ব অবলোকন করেন এবং সূর্য্যের সহিত একত্রে গমন করেন।

২। অগ্নি আকাশে (সূর্য্যরূপে) বর্ত্তমান(২), পৃথিবীতে (গার্হপত্যাদি অগ্নিরূপে) বর্ত্তমান, এবং সমস্ত শস্যে বর্ত্তমান থাকিয়া (তাহা পরিপক্ক করিবার জন্য) তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। সেই বলযুক্ত বৈশ্বানর অগ্নি দিবা এবং রাত্রিতে আমাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা করুন।

---

(৩) অর্থাৎ অগ্নির শিখা।

---

(১) বৈশ্বানর সম্বন্ধে, ৫৯ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(২) মূলে "পৃষ্টঃ" আছে, অর্থাৎ "সংস্পৃষ্টঃ। যদ্বা সিষিক্তো সিষিক্তো বর্ত্ততে।" সায়ণ।

৩। হে বৈশ্বানর! তোমার সম্বন্ধে এই (যজ্ঞ) সফল হউক; আমরা যেন বহু মূল্য ধন প্রাপ্ত হই(৩) মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের সেই ধন পূজিত করুন।

---

৯৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। মরীচির পুত্র কশ্যপ ঋষি।

১। আমরা সর্ব্বভূতজ্ঞ অগ্নির উদ্দেশে সোম অভিষব করি। যাহারা আমাদিগের প্রতি শত্রুর ন্যায় আচরণ করে, তিনি তাহাদিগের ধন দহন করুন। [illegible] নৌ[illegible]রা নদী পার করা হয় সেইরূপ তিনি আমাদিগকে [illegible]র করাইয়া দিন; অগ্নি আমাদিগকে পাপসমূহ পার করাইয়া দিন।

---

১০০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ব[illegible]শ, অম্বরীষ, সহদেব, ভয়মান ও সুরাধা নামক বৃষাগিরের পুত্রগণ ঋষি।

১। যে ইন্দ্র, অভীষ্টদাতা ও বীর্য্যযুক্ত, এবং দিব্যলোক ও পৃথিবীর সম্রাট্, যিনি বৃষ্টিদান করেন এবং সংগ্রামে আহ্বানের যোগ্য, তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

২। সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার গতি অন্যের অপ্রাপণীয়, যিনি সংগ্রামে শত্রুহন্তা ও রিপুশোষক, যিনি স্বকীয় গমনশীল সখা (মরুৎগণের) সহিত অভীষ্ট দ্রব্য প্রভূতরূপে দান করেন, তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

---

(৩) মূলে "অস্মাকং রায়ো মঘবানঃ সচন্তাং" আছে। শব্দের অর্থ এইরূপ "আমাদিগকে ধনবান্ ধন সেবা করুক।" কিন্তু সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "যেন ধনবান্ ও ধনের ন্যায় প্রিয় পুত্রগণ আমাদিগকে সেবা করে।" "Fac nos opulentos."—*Rosen.* "Que l'opulence devienne notre compagne."—*Langlois.* "May precious treasures wait upon us."—*Wilson.*

৩। সূর্য্যের কিরণের ন্যায় যাঁহার সতেজ ও দুষ্প্রাপনীয় কিরণ সমূহ (বৃষ্টি জল) দোহন করিয়া (চারিদিকে) প্রসারিত হয়, সেই শত্রু পরাজয়ী এবং স্বপৌরুষে লব্ধবিজয় ইন্দ্র মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

৪। তিনি গমনশীলদিগের মধ্যে অতিশয় (শীঘ্র)গামী(১), অভীষ্ট-দাতাদিগের মধ্যে (প্রধান) অভীষ্টদাতা, সখাদিগের মধ্যে (উৎকৃষ্ট) সখা হইয়া অর্চনীয়দিগের মধ্যে (বিশেষ) অর্চনাভাজন এবং স্তুতিভাজন-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

৫। ইন্দ্র পুত্রবৎ রুদ্রদিগের(২) সহায়তায় বলিষ্ঠ হইয়া, মনুষ্যের সংগ্রামে শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া, তাঁহার সহবাসী (মরুৎগণের) সহিত অন্নোৎপাদক (বৃষ্টি) প্রেরণ করিয়া, মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

৬। শত্রুহন্তা, সংগ্রামকর্ত্তা, সৎলোকের অধিপতি এবং বহু লোকের আহূত(৩) ইন্দ্র অদ্য আমাদিগের লোকদিগকে সূর্য্যের আলোক ভোগ করিতে দিন(৪); তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

৭। সহায়ভূত (মরুৎগণ) তাঁহাকে সংগ্রামে শব্দ দ্বারা (উত্তেজিত) করেন, মনুষ্যগণ তাঁহাকে ধনের রক্ষক করুন তিনি সকল ফলদায়ী কর্ম্মের ঈশ্বর। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

---

(১) মূলে "অঙ্গিরোভিঃ অঙ্গিরস্তমঃ" আছে, তাহার অর্থ অঙ্গিরাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরা হইতে পারে। কিন্তু সায়ণ "অঙ্গিরস" অর্থ "গমনশীল" করিয়াছেন।

(২) মূলে "রুদ্রেভিঃ" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "রুদ্রপুত্রৈ-র্মরুদ্ভিঃ।"

(৩) শত্রুগণ গো অপহরণ করিলে পর অঙ্গিরাদি ঋষিগণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়া এই সূক্ত দ্বারা ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছিলেন। সায়ণ।

(৪) অর্থাৎ ইন্দ্র অদ্য আমাদিগের লোককে সূর্য্যের আলোক দান করুন এবং শত্রুদিগের দৃষ্টিতে অন্ধকার সংযোগ করুন। সায়ণ।

৮। নেতৃগণ যুদ্ধে রক্ষার্থ এবং ধন লাভার্থ সেই (বিজয়) নেতা ইন্দ্রের শরণ গ্রহণ করে, কেন না ইন্দ্র দৃষ্টি প্রতিবন্ধক অন্ধকারে আলোক প্রদান করেন(৫)। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

৯। তিনি বাম হস্তদ্বারা হিংসকদিগকে নিবারণ করেন এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা (যজমান) দত্ত (হব্য) গ্রহণ করেন(৬); তিনি স্তোতৃদ্বারা (স্তুত হইয়া) ধন প্রদান করেন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

১০। তিনি সখায় (মরুৎগণের) সহিত ধন দান করেন; তিনি অদ্য সকল মনুষ্য কর্তৃক তাঁহার রথদ্বারা পরিচিত হইতেছেন; তিনি নিজ বল দ্বারা অশংসনীয় শত্রুদিগকে অভিভূত করিয়াছেন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

১১। তিনি অ[illegible]র দ্বারা আহূত হইয়া বন্ধুদিগের (সহিত মিলিত হইয়া) অথবা যাহারা ব[illegible] নহে তাহাদিগের লইয়াই সংগ্রামে গমন করেন এবং সেই শরণাগত পুরুষদিগের(৭) ও তাহাদিগের পুত্র ও পৌত্রের জয় সাধন করেন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

১২। তিনি বজ্রধারী, দস্যুহন্তা, ভীম, উগ্র, সহস্রজ্ঞানযুক্ত, বহু স্তুতিভাজন এবং মহৎ; তিনি সোমরসের ন্যায় পঞ্চশ্রেণীর বলদাতা রক্ষক(৮)। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

---

(৫) মূলে "সো অন্ধে চিৎ তমসি জ্যোতি র্বিদৎ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন যে ইন্দ্র দৃষ্টি প্রতিবন্ধক অন্ধকারে অর্থাৎ চিত্তব্যামোহকর সংগ্রামে জ্যোতি অর্থাৎ বিজয়রূপ আলোক প্রদান করেন।

(৬) "Holds spoils seized in battles" বেদার্থযত্ন।

(৭) মূলে "অপাং" আছে। "ইন্দ্রং প্রাপ্নুবতাং পুরুষাণাং।" সায়ণ।

(৮) মূলে "শবসা পাঞ্চজন্যঃ" আছে অর্থাৎ বলের দ্বারা পঞ্চ শ্রেণীর রক্ষক। সায়ণ। সে পঞ্চশ্রেণি কি? সায়ণ দুইরূপ অর্থ করিয়াছেন যথা "গন্ধর্ব্বা অপ্সরসো দেবা অসুরা রক্ষাংসি পঞ্চজনাঃ।" "নিষাদ পঞ্চমাশ্চত্বারো বর্ণা বা।" এ দুইটীর কোনও অর্থই আমাদিগের সঙ্গত বোধ হয় না। ইন্দ্রকে অসুর ও রাক্ষসদিগের বলদাতা ও রক্ষক বলিবে কেন? এবং চারি বর্ণ সম্বন্ধে, ৭ সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখ।

১৩। তাঁহার বজ্র অতিশয় শব্দ করে(৯), তিনি শোভনীয় জল দান করেন; তিনি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্, তিনি গর্জ্জন করেন, তিনি (সদনু) কর্ম্মে রত; ধন ও ধনদান তাঁহাকে সেবা করে। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

১৪। (সকল বলের) পরিমাণস্বরূপ যাঁহার বল উভয় পৃথিবীকে সকল সময়ে সকল দিকে পালন করিতেছে তিনি আমাদিগের যজ্ঞদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া আমাদিগকে (পাপ) হইতে পার করাইয়া দিন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

১৫। দেবগণ বা মনুষ্য বা জলসমূহ যে দেবের বলের অন্ত পায় নাই তিনি নিজ বল দ্বারা পৃথিবী ও আকাশ হইতেও অতিরিক্ত হইয়াছেন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

১৬। দীর্ঘাবয়ব, অলঙ্কারধারী ও আকাশবাসী রোহিতবর্ণ ও শ্যামবর্ণ অশ্বদ্বয় ঋজ্রাশ্ব (নামক রাজর্ষিকে) ধন প্রদানের জন্য অভীষ্ট-দাতা ইন্দ্রের যুক্ত রথ সম্মুখ ভাগে(১০) ধারণ করিয়া হর্ষযুক্ত মনুষ্য(১১) সেনার পরিচিত হইতেছে।

১৭। হে কামবর্ষী ইন্দ্র! বৃষাগিরের পুত্র ঋজ্রাশ্ব, অম্বরীষ, সহদেব ভয়মান ও সুরাধা(১২) তোমার প্রীতিহেতু এই তোমার স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছে।

---

(৯) মূলে আছে "তস্য বজ্র ক্রন্দতি স্মৎ।" কিন্তু সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "তস্য ইন্দ্রস্য বজ্রঃ কুলিশঃ স্মৎ ভৃশং ক্রন্দতি শত্রূন্ আক্রন্দয়তি রোদয়তি ইত্যর্থঃ।"

(১০) মূলে "ধূর্ষু" আছে। "যুগসম্বন্ধিষু বহন প্রদেশেষু।" সায়ণ।

(১১) মূলে "নাহুষীষু বিক্ষু" আছে। শব্দের অর্থ নহুষ সম্বন্ধীয় প্রজা। সায়ণ। "নহুষাঃ" অর্থ "মনুষ্যাঃ" করিয়াছেন এবং "বিক্ষু" অর্থ "সেনা লক্ষণাসু প্রজাসু" করিয়াছেন; অতএব তিনি ঋকের ভাব এইরূপ করিয়াছেন যে অশ্ব যুক্ত হইয়া সংগ্রামে আসিতেছেন, মনুষ্য সৈন্যেরা তাহা দেখিতেছে।

"Inter humanas gentes."—*Rosen*. "Peuple de Nahoucha."—*Langlois*.

"Human hosts."—*Wilson*.

নহুষ সম্বন্ধে ৩১ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

(১২) এই সূক্তের ঋষিগণ।

১৮। তিনি, অনেকের দ্বারা আহুত হইয়া এবং গমনশীল (মরুৎগণের) দ্বারা যুক্ত হইয়া পৃথিবী নিবাসী দস্যুও শিম্যুদিগকে প্রহার করিয়া হননকারী বজ্রদ্বারা বধ করিলেন; পরে আপন শ্বেতবর্ণ মিত্রদিগের সহিত ক্ষেত্র ভাগ করিয়া লইলেন(১৩); শোভনীয় বজ্রযুক্ত ইন্দ্র সূর্য্য এবং জল সমুদায় প্রাপ্ত হইলেন।

১৯। সর্ব্বকালে বর্ত্তমান ইন্দ্র আমাদের পক্ষে হইয়া বলুন, আমরাও অকুটিল গতি বিশিষ্ট হইয়া অন্ন ভোগ করি। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ তাহা পূজিত করুন।

---

১০১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। যিনি ঋজিশ্বন রাজার সহিত কৃষ্ণের(১) গর্ভবতী ভার্য্যাদিগকে হত করিয়াছিলেন সেই হৃষ্ট (ইন্দ্রের) উদ্দেশে অন্নের সহিত স্তুতি অর্পণ কর। আমরা রক্ষণেচ্ছায় সেই অভীষ্টদাতা, দক্ষিণ হস্তে বজ্রধারী ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।

২। যে ইন্দ্র প্রবৃদ্ধ কোপের সহিত বিগতভুজ (বৃত্রকে)(২) হত করিয়াছিলেন, যিনি শম্বরকেও যজ্ঞরহিত পিপ্রুকে বধ করিয়াছিলেন,

---

(১৩) সায়ণ "দস্যু" অর্থ শত্রু, "শিম্যু" অর্থ রাক্ষস, এবং "শ্বেতবর্ণ মিত্র" অর্থ অলঙ্কার দ্বারা দীপ্তাঙ্গ মরুৎগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই ঋকে প্রাচীন "শ্বেতবর্ণ" আর্য্যদিগের কৃষ্ণবর্ণ "দস্যু" অর্থাৎ ভারতবর্ষের আদিম জাতিদিগের সহিত যুদ্ধের উল্লেখ আছে তাহাতে বোধ হয় কোনও সন্দেহ নাই। সেই আদিম জাতিদিগকে পরাস্ত করিয়া আর্য্যগণ তাহাদিগের ক্ষেত্র কাড়িয়া লইয়া আপনাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন।

---

(১) কৃষ্ণ নামক এক জন অসুর। ইন্দ্র কৃষ্ণ অসুরকে হনন করিয়া তাহার পুত্র না হয় এই জন্য তাহার গর্ভিণী স্ত্রীদিগকেও হনন করিয়াছিলেন। সায়ণ। আবার কৃষ্ণ নামক একজন ঋষি ছিলেন, সে বিষয়ে ১১৬ সূক্তের ২৩ ঋক ও টীকা দেখ।

(২) মূলে "ব্যংস" আছে। বেদার্থযত্ন বলেন "ব্যংস" একজন অসুরের নাম।

যিনি দুর্দ্ধর্ষ শুষ্ণকে সমূলে হত করিয়াছিলেন সেই ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।

৩। দ্যাবা পৃথিবী যাঁহার বিপুল বল অনুধাবন করে, বরুণ ও সূর্য্য যাঁহার নিয়মে চলিতেছেন, নদীসমূহ যাঁহার নিয়ম অনুসারে বহিয়া যায়, সেই ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।

৪। যিনি অশ্বসমূহের অধিপতি, যিনি গোপসমূহের অধিপতি, যিনি স্বাধীন যিনি স্তুতি প্রাপ্ত হইয়া(৩) সকল কর্ম্মে স্থির, যিনি অভিষব রহিত দুর্দ্ধর্ষ শত্রুদিগেরও হন্তা, সেই ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।

৫। যিনি গমনশীল ও নিশ্বাস যুক্ত সকল জীবের অধিপতি, যিনি স্তোতৃদিগের(৪) জন্য (পণি দ্বারা অপহৃত) গো সকলের প্রথমে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যিনি দস্যুদিগকে নিকৃষ্ট করিয়া বধ করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।

৬। যিনি শূরদিগের আহ্বান যোগ্য এবং ভীরুদিগের ও আহ্বান যোগ্য, যাঁহাকে পলায়মান লোক আহ্বান করে এবং বিজয়ী লোক ও আহ্বান করে। যাঁহাকে সকল জীব (নিজ২ কার্য্যে) সম্মুখে স্থাপন করে, সেই ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।

৭। (সূর্য্যরূপ) আলোকময় ইন্দ্র (সকল ভূতের প্রাণস্বরূপ) রুদ্রদিগকে(৫) গ্রহণ করিয়া উদিত হয়েন, এবং সেই রুদ্রদিগের দ্বারা বাক্য

(৩) মূলে "আরিতঃ" আছে। "স্তুতিভিঃ প্রত্যুতঃ প্রাপ্তো ভবতি।" সায়ণ। "আরিতঃপ্রত্যৃতঃ স্তোমান্।" যাস্ক। নিরুক্ত ৫।১৫।

(৪) মূলে "ব্রহ্মণে" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "ব্রাহ্মণ জাতিভ্যঃ অঙ্গিরোভ্যঃ।" [illegible] কিন্তু "ব্রহ্ম" অর্থ প্রার্থনা বা স্তুতি, অতএব "ব্রহ্মণ" অর্থ স্তোতা ১০ সূক্তের ১ ঋকের এবং ৭ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(৫) রুদ্রগণ অর্থাৎ রুদ্রপুত্র মরুৎগণ, এবং মরুৎগণ অর্থাৎ বায়ু প্রাণ রূপে সকল ভূতে বর্ত্তমান আছে।

বেগযুক্ত হইয়া বিস্তারিত হয়(৬)। প্রসিদ্ধ ইন্দ্রকে স্তুতিলক্ষণ বাক্য পুরা তাঁহাকে মরুৎগণের সহিত আমাদের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।

৮। হে মরুৎযুক্ত ইন্দ্র! তুমি উৎকৃষ্ট গৃহেই হৃষ্ট হও অথবা সামান্য বাসস্থানেই(৭) হৃষ্ট হও, আমাদিগের যজ্ঞ অভিমুখে আগমন কর। হে সত্যধন! তোমার জন্য উৎসুক হইয়া আমরা হব্য প্রদান করিতেছি।

৯। হে শোভনীয় বলযুক্ত ইন্দ্র! আমরা তোমার জন্য উৎসুক হইয়া সোম অভিষব করিতেছি। তোমাকে স্তুতি দ্বারা পাওয়া যায়(৮), আমরা তোমার উদ্দেশে হব্য প্রদান করিতেছি। হে অশ্বযুক্ত ইন্দ্র! মরুৎগণের সহিত দলবদ্ধ হইয়া এই যজ্ঞে কুশের উপর (বসিয়া) হৃষ্ট হও।

১০। হে ইন্দ্র! তোমার অশ্বগণের সহিত হৃষ্ট হও, তোমার শিপ্র দুইটী খুল, (সোম পানে) তোমার জিহ্বা ও উপজিহ্বা খুল(৯)। হে সুশিপ্র! তোমাকে অশ্বগণ এখানে আনয়ন করুক, তুমি আমাদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়া আমাদিগের হব্য গ্রহণ কর।

১১। যাঁহা স্তোত্র মরুৎগণের সহিত এক, সেই শত্রুহন্তা ইন্দ্রদ্বারা রক্ষিত হইয়া যেন আমরা তাঁহার নিকট হইতে অন্ন প্রাপ্ত হই। মিত্র বরুণ অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের সেই অন্ন পূজিত করুন।

---

(৬) মরুৎগণ অর্থাৎ বায়ু শব্দমাত্রকেই বিস্তারিত করে।

(৭) মূলে "পরমেসধস্থে যদ্বা অবমে বৃজনে" আছে। "পরমে উৎকৃষ্টে সধস্থে সহস্থানে গৃহে।" "অবমে অর্বাচীনে।" "বৃজনং গৃহং।" সায়ণ।

(৮) মূলে "ব্রহ্ম বাহঃ" শব্দ আছে। "ব্রহ্মণা মন্ত্ররূপেণ স্তোত্রেণ উহ্যমান প্রাপ্যমাণেন্দ্র।" সায়ণ।

(৯) মূলে "বিষ্যস্ব শিপ্রে বিসৃজস্ব ধেনে" আছে। "Open thy jaws, set wide thy throat."—*Wilson.* "ধেনে পান সাধনভূতে জিহ্বোপজিহ্বিকে।" সায়ণ।

১০২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। তুমি মহৎ, আমি তোমার উদ্দেশে এই মহতী স্তুতি সম্পাদন করিতেছি, কেন না তোমার অনুগ্রহ আমার স্তুতির উপর নির্ভর করে। ঋত্বিক্‌গণ(১) সমৃদ্ধি ও ধনলাভার্থ সেই শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রকে স্তুতিবল দ্বারা হৃষ্ট করিয়াছেন।

২। সপ্ত নদী তাঁহার যশ ধারণ করিতেছে, আকাশ ও পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ(২) তাঁহার দর্শনীয় বপু ধারণ করিতেছে, হে ইন্দ্র! সূর্য্য ও চন্দ্র আমাদিগের সম্মুখে আলোক বিতরণার্থ এবং আমাদিগের বিশ্বাস উৎপাদনার্থ(৩) পুনঃ পুনঃ একের পর অন্য বি[illegible] করিতেছে।

৩। হে মঘবন্‌! হে ইন্দ্র! আমরা [illegible] তোমাকে বহু স্তুতি করি। তোমার যে জয়শীল রথ শত্রু[illegible] দেখিয়া আমরা হৃষ্ট হই সেই রথ আমাদিগের ধনলাভার্থ [illegible] হে মঘবন্‌, আমরা তোমাকে কামনা করি, আমাদিগকে সুখ প্রদান ক[illegible]।

৪। তোমাকে সহায় পাইয়া আমরা অবরোধক[illegible] শত্রুদিগকে পরাস্ত করিব, সংগ্রামে আমাদিগের অংশ রক্ষা কর, হে ইন্দ্র! সহজে ধন পাই রূপ করিয়া দাও হে মঘবন্‌, শত্রুদিগের বীর্য্য ভাঙ্গিয়া দাও।

৫। হে ধনাধিপতি! এই যে যাহারা রক্ষণের জন্য তোমার স্তুতি করিতেছে ও তোমাকে আহ্বান করিতেছে, ইহারা নানা প্রকার। [illegible]ল সকল লোকের মধ্যে) আমাদিগকেই ধন দিবার জন্য রথে আরোহণ কর; হে ইন্দ্র! তোমার মন ব্যাকুলতা রহিত এবং জয়শীল।

(১) মূলে "[illegible]" আছে সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "[illegible]।"

(২) মূলে "দ্যাবাক্ষামা পৃথিবী আছে।" সায়ণ "দ্যাবাক্ষামা" অর্থ আকাশ পৃথিবী করিয়াছেন; এবং "পৃথিবী" অর্থ অন্তরীক্ষ করিয়াছেন।

(৩) "চক্ষুষা দৃষ্টে হি বস্তুনীদং সত্যং ইতিশ্রদ্ধা উৎপদ্যতে।" সায়ণ।

"That we may see and have faith in what we see."—*Wilson.*

৬। তোমার বাহুদ্বয় গো জয় করিয়াছে; তোমার জ্ঞান অপরিমিত, তুমি শ্রেষ্ঠ, এবং কর্ম্মে কর্ম্মে শত রক্ষণকার্য্য সম্পন্ন কর। ইন্দ্র যুদ্ধক স্বতন্ত্র, এবং (সকল প্রাণীর) বলের পরিমাণস্বরূপ; এই জন্যই ধ লাভার্থী লোকে তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে আহ্বান করে।

৭। হে মঘবন্! তুমি মনুষ্যদিগকে যে অন্ন [illegible] কর তাহা শ হইতেও অধিক, অথবা তাহা হইতেও অধিক, অথবা [illegible] হইতেও অধিব তুমি পরিমাণরহিত, আমাদিগের স্তুতি বাক্য তোমা[illegible] করিয়াছে হে পুরন্দর, তুমি শত্রুদিগকে হনন করিয়াছ।

৮। হে নরপালক! তুমি ত্রিগুণিত রজ্জুর ন্যায় [illegible] (সকল প্রাণী বলের পরিমাণস্বরূপ; তুমি তিন লোকে তিন প্রকার তেজ (৫) এবং এই বি ভুবন বহন করিতে অতিশয় সক্ষম, কেননা হে ইন্দ্র! তুমি বহু কা হইতে, জন্ম অবধি শত্রু রহিত।

৯। তুমি দেবগণের মধ্যে প্রথম, তুমি সংগ্রামে শত্রুবিজয়ী, আমর তোমাকে আহ্বান [illegible]ছি। সেই ইন্দ্র আমাদিগের যুদ্ধযোগ তেজযুক্ত এবং বিভেদ[illegible] রথকে সংগ্রামে (অন্য রথের) পুরোবর্ত্তী করিয়া দিন।

১০। তুমি জয় [illegible]ত কর, এবং (বিজিত) ধন অবরুদ্ধ করিয়া রাখনা হে মঘবন্! তুমি উগ্র, ক্ষুদ্র যুদ্ধে এবং মহৎ যুদ্ধেও আমরা রক্ষণা তোমাকে স্তোত্র দ্বারা তীক্ষ্ণ করি; অতএব হে ইন্দ্র! আমাদিগকে যুদ্ধের আহ্বান সমূহে উত্তেজিত কর।

১১। সর্ব্বকালে বর্ত্তমান ইন্দ্র আমাদের পক্ষ হইয়া বলুন, আমরাও অকুটিল গতি বিশিষ্ট হইয়া অন্নভোগ করি। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ তাহা পূজিত করুন।

---

(৪) মূলে "ত্রিবিষ্টি ধাতু" আছে। "ধাতু শব্দ রজ্জুভাগ বচনঃ। যথা ত্রিধাতু শব্দধাতু বা তন্তুং কেরোতীতি। যথা ত্রিবিষ্ট ত্রিগুণিতা রজ্জুর্দৃঢ়তমা। এবং ইন্দ্রোহপি দৃঢ় ইত্যর্থঃ।" সায়ণ। "The threefold architype of power." —বেদার্থযত্ন।

(৫) আকাশে সূর্য্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ এবং পৃথিবীতে অগ্নি। সায়ণ।

(৬) পুর শব্দ উহ্য করিয়া এই বিশেষণগুলি তাহার সম্বন্ধে খাটাইয়া সায়ণ দ্বিতীয় একটী অর্থ দিয়াছেন।

১০৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! পুরাকালে মেধাবীগণ তোমার এই প্রসিদ্ধ পরম বল(১) সাক্ষাৎ(২) ধারণ করিয়াছে। তাঁহার (অগ্নিরূপ) এক জ্যোতি পৃথিবীতে, অন্যটি (সূর্য্য) আকাশে; যুদ্ধে যেরূপ (উভয়পক্ষের) ধ্বজ মিলিত হয় সেই রূপ (উক্ত উভয় জ্যোতি) পরস্পরে সংযুক্ত আছে(৩)।

২। ইন্দ্র পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন এবং বিস্তৃত করিয়াছেন; বজ্র দ্বারা (বৃত্রকে) হত করিয়া বৃষ্টি জল বাহির করিয়াছেন; অহিকে হত করিয়াছেন; রৌহীণকে বিদারিত করিয়াছেন(৪); মঘবান্ স্বকীয় কার্য্যদ্বারা বিগত ভুজ (বৃত্রকে) হত করিয়াছেন।

৩। তিনি বজ্ররূপ অস্ত্র লইয়া, বীর্য্যকার্য্যে উৎসাহ পূর্ণ হইয়া, দস্যুদিগের নগরসমূহ(৫) বিনাশ করিয়া বিচরণ করিয়াছিলেন।

---

(১) মূলে "ইন্দ্রিয়ং" আছে। অর্থ "বলং।" সায়ণ।

(২) মূলে "পরাচৈঃ" আছে। তাহার অর্থ "পরাঙ্মুখং" অথবা "পরাগমনেন যুক্তং" অথবা "অভিমুখং।" সায়ণ।

"Contra ipsorum inimicos directo robore tuo."—*Rosen.*

"Redoutable pour *tes* ennemis."—*Langlois.*

"As if it were present with them."—*Wilson.*

"প্রসিদ্ধ উৎকৃষ্ট বলকে অভিমুখে ধারণ করিতেন।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

(৩) রাত্রিতে সূর্য্য অগ্নির সহিত সংযুক্ত হয়, দিনে অগ্নি সূর্য্যের সহিত সংযুক্ত হয়। সায়ণ।

(৪) বৃত্র বা অহি মেঘের নাম। "অহিং অন্তরীক্ষে বর্ত্তমানং মেঘং।" সায়ণ। রৌহিণ কি?

"In all likelihood something of the sort,—a purple or red cloud."—*Wilson.*

(৫) মূলে "দাসীঃ পুরঃ" আছে। "দাসীর্দস্যুসম্বন্ধীনি পুরঃ পুরাণি।" সায়ণ।

হে বজ্রধারিন্ (আমাদিগের স্তুতি) অবগত হইয়া দস্যুর প্রতি অস্ত্র
(নিক্ষেপ কর); হে ইন্দ্র! আর্য্যগণের বল ও যশ বর্দ্ধন কর(৬)।

৪। বজ্রবান এবং শত্রু বিনাশী ইন্দ্র, দস্যু বিনাশের জন্য নির্গত হইয়া যে বল যশের নিমিত্ত ধারণ করিয়াছিলেন, কীর্ত্তনযোগ্য সেই (বল) ধারণ করিয়া মঘবান্ ইন্দ্র, স্তুতিকারী যজমানের নিমিত্ত মনুষ্যগণের যুগ সকল পর্য্যায়ক্রমে সম্পাদন করেন(৭)।

৫। তাঁহার এই প্রবৃদ্ধ ও বিস্তীর্ণ (বীর্য্য) অবলোকন কর; তাঁহার বীর্য্যে শ্রদ্ধা কর। তিনি গো এবং অশ্ব লাভ করিয়াছেন, তিনি ঔষধি (অর্থাৎ শস্য) সমূহ, ও জল সমূহ, এবং বনসমূহ(৮) লাভ করিয়াছেন।

৬। ভূরিকর্ম্মা, (দেব) শ্রেষ্ঠ, অভীষ্টদাতা, সত্যবল, ইন্দ্রের উদ্দেশে আমরা সোম অভিষব করি; পথনিরোধক চৌর যেরূপ (পথিকের নিকট হইতে ধন কাড়িয়া লয়), শূর ইন্দ্র সেইরূপ (ধনের) আদর করিয়া যজ্ঞবিহীন লোকদিগের নিকট হইতে সেই ধন ভাগ করিয়া লইয়া (যজ্ঞপরায়ণদিগের নিকট তাহা দান করিতে) গমন করেন।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি সেই প্রখ্যাত বীর কর্ম্ম করিয়াছিলে, যে নিদ্রিত অহিকে বজ্রদ্বারা জাগরিত করিয়াছিলে। তখন (দেব) পত্নীগণ তোমাকে হৃষ্ট দেখিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং গমনশীল মরুৎগণ(৯) এবং সকল দেবগণ তোমাকে হৃষ্ট দেখিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন।

---

(৬) এস্থলে দস্যু ও আর্য্য উভয় শব্দেরই ব্যবহার আছে।

(৭) এই ঋকের অর্থ পরিষ্কার নহে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন যে ইন্দ্রই
পর্য্যায়ক্রমে মনুষ্যের জন্য যুগ সকল সৃষ্টি করিতেছেন।

(৮) মূলে "বন্যানি" আছে, কিন্তু সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "বননীয়ানি
সংভজনীয়ানি ধনানি।" সায়ণ গো ও অশ্ব অর্থ পণিদিগের অপহৃত গো ও অশ্ব-
করিয়াছেন। এবং জল সমূহ অর্থ বৃত্র দ্বারা অপহৃত বৃষ্টিজল করিয়াছেন। কিন্তু
ইন্দ্র আর্য্যদিগকে গো, অশ্ব, শস্য, জল বা নদী ও অরণ্য দিয়াছেন এইরূপ সহজ
অর্থ করিলে অসঙ্গত হয় না।

(৯) মূলে "বয়ঃ" আছে। "গমনশীলা মরুতঃ।" সায়ণ।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি শুষ্ণ, পিপ্রু, কুযব ও বৃত্রকে বধ করিয়াছ এবং শম্বরের নগর সমুদয় বিনাশ করিয়াছ, অতএব মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের (প্রার্থিতবস্তু) পূজিত করুন।

---

১০৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমার বসিবার জন্য যে বেদি প্রস্তুত হইয়াছে, শব্দায়মান অশ্বের ন্যায় তথায় উপবেশন কর। অশ্ববন্ধন রশ্মিবিমোচন করিয়া অশ্বদিগকে মুক্ত করিয়া দাও, সে অশ্ব (যজ্ঞকাল) সমাগত হইলে(১) দিবা রাত্রি তোমাকে বহন করে।

২। এই মনুষ্যেরা রক্ষণের জন্য ইন্দ্রের নিকট আসিয়াছে, তিনি শীঘ্র, সদ্যই তাহাদিগকে (অনুষ্ঠান) মার্গে গমন করিতে দিন। দেবগণ দস্যুর(২) ক্রোধ বিনাশ করুন এবং আমাদিগের সুখসাধনরূপ যজ্ঞে অনিষ্ট নিবারক(৩) (ইন্দ্রকে) আনয়ন করুন।

৩। কুযব(৪) (পরের) ধন জানিতে পারিয়া স্বয়ং অপহরণ করে, জলে বর্ত্তমান থাকিয়া স্বয়ং ফেন (যুক্ত জল) অপহরণ করে, কুযবের দুই ভার্য্যা সেই জলে স্নান করে, তাহারা যেন শিফানদীর গভীর নিম্নভাগে হত হয়।

---

(১) মূলে কেবল "প্রপিত্বে" আছে। "প্রপিত্বে প্রাপ্তে অভীকে অভ্যক্তে।" যাস্ক। নিরুক্ত। ৩। ২০ "যাগকালে প্রাপ্তে।" সায়ণ।

(২) "মূলে দাসস্য" আছে।

(৩) মূলে "বর্ণং" আছে। "অনিষ্ট নিবারকং ইন্দ্রং।" সায়ণ।
"Bring additions to our race for our happiness."—বেদার্থযত্ন।

(৪) "কুযব নামাসুরঃ।" সায়ণ। সায়ণ এই অসুর সম্বন্ধে আর কোন বৃত্তান্ত লিখেন নাই। পরের দুইটী ঋক্ হইতে বোধ হয়, কুযব নামে কোন প্রসিদ্ধ আদিম জাতীয় যোদ্ধা আর্য্যদিগের প্রতি অনেক উপদ্রব করিয়াছিল।

৪। অম্বু(৫) জল মধ্যে বাস করে এবং তাহার বাসস্থান গুপ্ত ছি[ল]। সেই শুভ্র পূর্ব অপহৃত জলের সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং স্নান কর[ে]। অঞ্জসী, কুলিশী, ও বীরপত্নী নদীত্রয়(৬) স্বকীয় জল দ্বারা তাহাকে প্রী[ত] করিয়া জল দ্বারা তাহাকে ধারণ করে।

৫। বৎসপ্রিয় গরু যে রূপ গোষ্ঠের পথ জানে আমরা সেই র[ূপ] সেই অসুরের গৃহের দিকে যে পথ গিয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি। [হে] মঘবন্! সেই অসুরের পুনঃ২ কৃত উপদ্রব হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। কামুক(৭) (যেরূপ ধনত্যাগ করে) আমাদিগকে সেইরূপ পরিত্যা[গ] করিও না।

৬। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে সূর্য্যের প্রতি ও জলসমূহের প্র[তি] ভক্তিপূর্ণ কর, যাঁহারা পাপশূন্য, তার জন্য জীব মাত্রের প্রশংসনীয় তাঁহা[]দিগের প্রতি ভক্তিপূর্ণ কর। গর্ভস্থিত আমাদিগের সন্তানকে হিংস[া] করিও না, আমরা তোমার মহৎ বল শ্রদ্ধা করি।

৭। তোমাকে আমি মনের সহিত জানি, তোমার সেই বলে আমরা শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াছি। তুমি অভীষ্টদাতা, আমাদিগকে মহ[ৎ] ধন প্রদান কর। হে ইন্দ্র! তুমি বহু লোকদ্বারা আহূত, তুমি আমাদিগকে ধন শূন্য গৃহে রাখিও না, বুভুক্ষিতদিগকে অন্ন ও পানীয় দান কর।

৮। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে বধ করিও না, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না, আমাদিগের প্রিয় আহার উপভোগাদি(৮) কাড়িয়া লইও না। হে মঘবন্ শক্র! গর্ভস্থিত আমাদিগের অপত্য(৯) দিগকে নষ্ট করিও না,

(৫) "অম্বু" অর্থ কি? পরের উপদ্রবার্থ ইতস্তত গমনশীল কুযব। সায়ণ।

(৬) শিফা, অঞ্জসী, কুলিশী ও বীরপত্নী এ নদীগুলি কোথায়?

(৭) মূলে "মঘেব নিষ্ষপী" আছে। "নিষ্ষপী স্ত্রী কামো ভবতি বিনির্গতপসাঃ। পসঃ পসতেঃ স্পৃশতি কর্মণঃ" যাস্ক। নিরুক্ত ৫।১৬ "বিনির্গতপসো বিনির্গত শেপো যথেচ্ছাচারী কামী পতি র্যথেব।" সায়ণ।

(৮) মূলে "ভোজনানি" আছে। "উপভোগ্যানি ধনানি।" সায়ণ।

(৯) মূলে "আণ্ডা" আছে। "অণ্ডসদৃশানি গর্ভরূপেণ স্থিতানি অপত্যানি।" সায়ণ।

যাহারা জানুদ্বারা চলে এরূপ পতনসমর্থ পাত্রাদিগকে(১০) নষ্ট করিও না।

৯। আমাদিগের অভিমুখে আইস, লোকে তোমাকে সোমপ্রিয় কহিয়াছেন, এই সোম অভিষুত হইয়াছে, ইহা পান করিয়া হৃষ্ট হও। বিস্তীর্ণাবয়ব হইয়া জঠরে সোমরস বর্ষণ কর; পিতা যেরূপ (পুত্রের বাক্য শুনে), আমাদিগের দ্বারা আহূত হইয়া সেইরূপ আমাদিগের বাক্য শ্রবণ কর।

---

১০৫ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। আপ্ত্যত্রিত অথবা তাঁহার জন্য অঙ্গিরার পুত্র কুৎস এই সূক্তের ঋষি।

১। উদকময় অন্তরীক্ষে বর্ত্তমান(১) চন্দ্র সুন্দর কিরণের সহিত আকাশে ধাবমান হইতেছে; হে সুবর্ণনেমি রশ্মিগণ, (আমার ইন্দ্রিয়গণ) তোমার পদ জানে না(২)। হে দ্যাবা পৃথিবী আমার এই (স্তোত্র) অবগত হও।

২। যাহারা অর্থ অনুসন্ধান করে তাহারা নিশ্চয়ই অর্থ পায়; জায়া পতিকে নিকটে পায়, তাহারা সহবাস করে ও গর্ভ হইতে সন্তান

---

(১০) মূলে "পাত্রা সহজানুষাণি" আছে। সায়ণ "পাত্রা" অর্থ করিয়াছেন "পততি গচ্ছতি গমন সমর্থানি যানিতানি অপত্যানি," এবং "সহজানুষাণি" অর্থ করিয়াছেন "জানুভ্যাং যানি ভূমিং সমন্তি, গচ্ছন্তি।" Langlois "পাত্র" শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন যথা, ces vases (de nos affections).

---

(১) মূলে "অপ্স্বন্তরা" আছে। "উদকময়ে মণ্ডলে অন্তর্মধ্যে বর্ত্তমানঃ।" সায়ণ।

(২) সায়ণ ইহার অর্থ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে ত্রিত কূপে পতিত হইয়া বলিতেছেন "আমার ইন্দ্রিয় সকল কূপে আবৃত হওয়ায় তোমাকে পায় না। ইহা উচিত নহে, অতএব আমাকে কূপ হইতে উদ্ধার কর।" ৫২ সূক্তের ৫ ঋকের টীকায় ত্রিতের কূপে পতন সম্বন্ধে গল্প দেখ।

উৎপন্ন হয়(৩)। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (দুঃখ) অবগত হও(৪)।

৩। হে দেবগণ! স্বর্গস্থ (আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ) যেন স্বর্গচ্যুত না হয়(৫), আমরা যেন কদাচন সোম (পায়ী পিতৃগণের) সুখ হেতু (পুত্র হইতে নৈরাশ প্রাপ্ত না হই। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও(৫)।

৪। দেবগণের প্রথম যজ্ঞার্হ (অগ্নিকে) আমি যাচ্ঞা করিতেছি, তিনি দূতরূপে আমার যাচ্ঞা দেবগণকে জানাইবেন। (হে অগ্নি!) তোমার পূর্ব্বের সে বদান্যতা কোথায় গিয়াছে? নূতন কোন পুরুষ তাহা এক্ষণে ধারণ করেন। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

৫। সূর্য্যদীপ্ত তিন লোকে এই যে সকল দেব বাস করেন, (হে দেবগণ); তোমাদের সত্য কোথায় অসত্যই বা কোথায়, তোমাদের সম্বন্ধীয় পুরাতন আহুতি কোথায়? হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

৬। তোমাদের সত্য পালন কোথায়? বরুণের (অনুগ্রহ) দৃষ্টি কোথায়? মহৎ অর্যমার সে পথ কোথায়? যদ্দ্বারা আমরা পাপমতিদিগকে

---

(৩) মূলে "তুংজাতে বৃষ্ণ্যং পয়ঃ পরিদায় রসং দুহে" আছে। "জায়াপতী বৃষ্ণ্যং বীর্য্য রূপং পয় উদকং তুংজাতে প্রজননায় অন্যোন্য সংঘট্টনেন প্রেরয়তঃ। তদনন্তরং রসং পুরুষস্য সারভূতংবীর্য্যং পরিদায় গর্ভাশয়েনাদায় গর্ভরূপেণ দুগ্ধা দুহে দুহে। পুত্ররূপেণ জনয়তি।" সায়ণ।

(৪) অর্থাৎ আমি অর্থ পাইনা, আমার স্ত্রী আমাকে নিকটে পায়না, আমার পুত্র জন্মায় না, এই দুঃখ। সায়ণ।

(৫) সায়ণের ব্যাখ্যা অনুসারে অর্থ উপরে দেওয়া গেল। পুত্র না হইলে স্বর্গলোক পাওয়া যায় না, ত্রিতের পুত্র না হইলে তাঁহার পিতৃগণ স্বর্গচ্যুত হইবে, ত্রিত এই রূপ আশঙ্কা করিতেছেন, সায়ণের এই প্রকার অর্থ। কিন্তু ঋকে পূর্ব্ব পুরুষ বা পিতৃগণ বা পুত্রসূচক কোন শব্দই নাই, এগুলি সায়ণ উহ্য করিয়া লইয়াছেন। বেদার্থযত্ন অন্য রূপ অর্থ করিয়াছেন, যথা "Never, O gods, may this resplendent sun fall down from heaven, never may we be without the adorable and blissful (god the sun)."

অতিক্রম করিতে পারি? হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

৭। পূর্ব্বে সোম অভিষুত হইলে যে কতকগুলি (স্তোত্র) উচ্চারণ করিতে আমি সেই। তৃষার্ত্ত মৃগকে ব্যাঘ্র যেরূপ ভক্ষণ করে, দুঃখ সেইরূপ আমাকে ভক্ষণ করিতেছে। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

৮। সপত্নীদ্বয় (স্বামীর উভয় পার্শ্বে থাকিয়া) যেরূপ তাহাকে সন্তাপ দেয়, এই পার্শ্বস্থ (কুপের ভিত্তি সকল) আমাকে সেইরূপ সন্তাপ দিতেছে। মুষিক যেরূপ সূত্র(৬) দংশন করে, হে শতক্রতো! আমি তোমার স্তোতা, দুঃখ আমাকে সেই রূপ দংশন করিতেছে, হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

৯। এই যে (সূর্য্যের) সপ্ত রশ্মি আছে তাহাতে আমার নাভি সম্বন্ধ রহিয়াছে(৭) আপ্ত্য ত্রিত তাহা জানে এবং (কুপ হইতে) নির্গত হইবার জন্য (সেইরশ্মি সমূহকে) স্তুতি করিতেছে। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

১০। এই যে পঞ্চ অভীষ্টদাতা বিস্তীর্ণ আকাশে আছেন(৮) তাঁহারা, আমার এই প্রশংসনীয় স্তোত্র শীঘ্র দেবগণের নিকট লইয়া গিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করুন। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

---

(৬) তন্তুবায়ের সূত্র গুলিতে ভাতের মাড় দেওয়া থাকে বলিয়া ইন্দুরেরা তাহা ভক্ষণ করিতে ভাল বাসে। সায়ণ এই ঋকের আরও এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন তিনি বলেন ইন্দুরেরা যেমন লেজ ভক্ষণ করে অর্থাৎ ঘৃতাদির পাত্রে লেজ পুরিয়া দিয়া পরে তাহা ভক্ষণ করে।

(৭) সপ্ত প্রাণ রূপ সূর্য্যের সপ্ত রশ্মিতে আত্মা বর্ত্তমান আছে, অতএব নাভির সহিত সম্বন্ধ। সায়ণ। Rosen এবং Langlois নাভি অর্থ বাসস্থান করিয়াছেন, "Hi qui septem solis radii sunt, inter illios meum domicilium collocatum est."—*Rosen.*

"Ma demeure est l'endroit méme où brillent les sept rayons lumineux."—*Langlois.*

(৮) ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, অর্য্যমা ও সবিতা। অথবা অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য চন্দ্র ও বিদ্যুৎ অথবা পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু, আকাশে সূর্য্য নক্ষত্র, জলে চন্দ্র, মেঘে বিদ্যুৎ। তৈত্তিরীয় অনুসারে পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু, আকাশে সূর্য্য দিকে চন্দ্র এবং স্বর্গে নক্ষত্র। সায়ণ।

১১। সূর্য্যরশ্মিসমূহ সর্ব্বব্যাপী আকাশে আছে; ব্যাঘ্র মহৎ জ রাশি পার হইবার সময় পথে সূর্য্যরশ্মিসমূহ তাহাকে নিবারণ করে(৯) হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

১২। হে দেবগণ! সেই নব্য প্রশংসনীয় ও সুবাচ্য (বল) (তোম দিগের মধ্যে) নিহিত আছে; তদ্দ্বারা বহনশীল নদীগণ সর্ব্বদাই জ চালনা করিতেছে এবং সূর্য্য তাঁহার সর্ব্বদা বিদ্যমান (আলোক) বিস্তা করিতেছেন। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

১৩। হে অগ্নি! দেবগণের সহিত তোমার সেই বন্ধুত্ব প্রশংসনীয় তুমি অতিশয় বিদ্বান্, মনুর যজ্ঞের ন্যায় আমাদিগের যজ্ঞে উপবেশ করিয়া দেবগণের যজ্ঞ কর। হে দ্যাবা ও পৃথিবী! আমার এই (বিষয় অবগত হও।

১৪। মনুর যজ্ঞের ন্যায় আমাদিগের যজ্ঞে উপবেশন করিয়া দেব গণের আহ্বানকারী, অতিশয় বিদ্বান্ এবং দেবগণের মধ্যে মেধাবি অগ্নিদেব দেবগণকে আমাদিগের হব্যের অভিমুখে শাস্ত্রানুসারে প্রের করুন। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

১৫। [illegible] কার্য্য সম্পাদন করেন(১০), সেই পথদর্শকে নিকট আমরা যাচ্ঞা করি। স্তোতা হৃদয়ের সহিত তাঁহার উদ্দে মননীয় স্তুতি প্রচার করিতেছে, সেই স্তুতি ভাজন বরুণ আমাদিগের সত্য স্বরূপ হউন। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই বিষয় অবগত হও।

১৬। এই যে সূর্য্য আকাশে সর্ব্বনিদ্ধ পথস্বরূপ হইয়াছে(১১) হে দেবগণ! তোমরা তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পার না; হে মনুষ্যগণ

---

(৯) ত্রিত কূপে পড়িবার পূর্ব্বে তাহাকে দেখিয়া একটী অরণ্য কুকুর (বৃক তাহাকে খাইবার জন্য বড় নদী পার হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু পথে সূর্য্য রশ্মি দেখিয়া এখন অবসর নয় ভাবিয়া নিবৃত্ত হইল। সায়ণ। কিন্তু যাস্ক বলেন জ (আপ) অর্থে অন্তরীক্ষ, বৃক অর্থাৎ চন্দ্র সেই অন্তরীক্ষ পার হইয়া আইসে, কিন্তু সূর্য কিরণ সেই [illegible] নিবারণ (বিলুপ্ত) করে।

(১০) মূলে "ব্রহ্মা কৃণোতি" আছে। "ব্রহ্ম পরিবৃঢ়ং তত্ত্বকরণং ক কৃণোতি করোতি।" সায়ণ।

(১১) মূলে "পন্থাঃ" আছে। "পন্থাঃ সততং গামী। যদ্বা ব্রহ্মলোক গমনবতাং উপাসকানাং মার্গভূতঃ।" সায়ণ। সূর্য্য প্রত্যহ আকাশ দিয়া গমন করিয়া যেন একটী পথ করিয়াছেন, এই বোধ হয় ঋকের সহজ অর্থ।

তোমরা তাঁহাকে জান না। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই বিষয় অবগত হও।

১৭। ত্রিত কূপে পতিত হইয়া রক্ষার জন্য দেবগণকে আহ্বান করিতেছে; বৃহস্পতি(১২) তাহাকে পাপ (রূপ কূপ) হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার আহ্বান শ্রবণ করিয়া ছিলেন। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই বিষয় অবগত হও।

১৮। অরুণবর্ণ ব্যাঘ্র একবার আমাকে পথে গমন করিতে দেখিয়াছিল(১৩); সূত্রধার(১৪) (নিজ কর্ম্ম করিতে২) পৃষ্ঠ দেশে বেদনা হইলে যে রূপ (উঠিয়া দাঁড়ায়), ব্যাঘ্র সেই রূপ আমাকে দেখিয়া উদ্গত হইয়াছিল। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এ (বিষয়) অবগত হও।

১৯। এই ঘোষণযোগ্য স্তোত্রদ্বারা ইন্দ্রকে পাইয়া আমরা সকলে বীরদিগের সহিত মিলিত হইয়া(১৫) সংগ্রামে শত্রুদিগকে পরাস্ত করিব। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের এই প্রার্থনা পূজিত করুন।

---

(১২) "বৃহস্পতি বৃহতাং মহতাং দেবানাং রক্ষক [illegible] সংজ্ঞো দেবঃ।" সায়ণ। বৃহস্পতি সম্বন্ধে ১৮ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(১৩) মূলে এই আছে "অরুণো মাসকৃৎ বৃকঃ পথা যন্তং দদর্শহি।" সায়ণের ব্যাখ্যা অনুসারে অর্থ উপরে দেওয়া হইল। তিনি "মাসকৃৎ" অর্থ "আমাকে এক বার" করিয়াছেন। যাস্ক মাসকৃৎ অর্থে "মাসানাং কর্ত্তা" করিয়াছেন এবং "বৃক" অর্থ "বিবৃত জ্যোতিষ্ক" চন্দ্র করিয়াছেন। অতএব তিনি এইরূপ অর্থ করিয়াছেন "অরুণ বর্ণ অর্দ্ধ মাসের কর্ত্তা চন্দ্র নক্ষত্রগণকে পথে যাইতে দেখিয়াছিলেন।" ইত্যাদি নিরুক্ত ৫। ২০

(১৪) মূলে "ত্বষ্টা" আছে। "বর্দ্ধকিঃ।" সায়ণ।

(১৫) মূলে "সর্ব্ববীরাঃ" আছে। "সর্ব্বৈর্বীরৈঃ পুত্রৈঃ পৌত্রাদিভিশ্চ উপেতাঃ।" সায়ণ।

১০৬ সূক্ত।

সকল দেবগণ দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস অথবা আপ্ত্য ত্রিত ঋষি।

১। আমরা রক্ষার জন্য ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, এবং মরুৎগণও অদিতিকে আহ্বান করি। লোকে দুর্গম পথ হইতে যে রূপ রথকে উদ্ধার করিয়া আনে, সেইরূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন।

২। হে আদিত্যগণ, তোমরা যুদ্ধে(১) আমাদিগের সাহায্যার্থ আগমন কর এবং যুদ্ধে(২) আমাদিগের জয়ের কারণ হও। লোকে দুর্গম পথ হইতে যে রূপ রথকে উদ্ধার করিয়া আনে, সেই রূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন।

৩। যাঁহাদিগের স্তুতি সুখসাধ্য সেই পিতৃগণ(৩) আমাদিগকে রক্ষা করুন, এবং দেবগণের পিতা মাতাস্বরূপ যজ্ঞবর্দ্ধয়িতা দ্যাবা পৃথিবী আমাদিগকে রক্ষা করুন। লোকে দুর্গম পথ হইতে যেরূপ রথকে উদ্ধার করিয়া আনে সেইরূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন।

৪। মনুষ্যের প্রশংসনীয়(৪) অন্নবান্ (অগ্নিকে) প্রজ্বলিত করিয়া এক্ষণে স্তুতি করি; বীর বিজয়ী পূষার নিকট সুখকর স্তোত্র দ্বারা যাচ্ঞা করি। লোকে দুর্গম পথ হইতে যেরূপ রথকে উদ্ধার করিয়া আনে সেইরূপ

(১) মূলে "সর্ব্বতাতয়ে" আছে। "সর্ব্বে বীরপুরুষৈস্তৎতায় বিস্তারিতায় যুদ্ধায়।" সায়ণ। "সর্ব্বাং সুখায় সর্ব্বমপি অভিলষিতং অস্মভ্যং দাতুং।" বেদার্থযত্ন।

(২) মূলে "ভূত কুটেষু" আছে। "সংগ্রামেষু।" সায়ণ।

(৩) মূলে "পিতরঃ" আছে। অর্থ "অগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ।" সায়ণ। অগ্নিষ্বাত্তাগণ মরীচির সন্তান এবং দেবগণের পিতৃ। মনুসংহিতা ৩। ১৯৫।

(৪) মূলে "নরাশংসং" আছে। ১৩ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ।

দানশীল ও বাসগৃহ দাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন।

৫। হে বৃহস্পতি! আমাদিগকে সর্ব্বদা সুখ প্রদান কর; মনুষ্যদিগের উপকারী যে রোগের উপশম ও ভয়ের দূরীকরণ (ক্ষমতা) তোমাতে স্থাপিত হইয়াছে(৫) তাহাও যাচ্ঞা করি। লোকে দুর্গম পথ হইতে যেরূপ রথকে উদ্ধার করিয়া আনে সেইরূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন।

৬। কূপে নিপতিত কুৎস ঋষি(৬) রক্ষণের জন্য বৃত্রহন্তা ও যজ্ঞ প্রতি-পালক(৭) ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়াছে। লোকে দুর্গম পথ হইতে যেরূপ রথকে উদ্ধার করিয়া আনে সেইরূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন।

৭। দেবী অদিতি দেবগণের সহিত আমাদিগকে পালন করুন। সকলের রক্ষক দীপ্যমান্ (সবিতা) জাগরূক হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। মিত্র, বরুণ, অদিতি সিন্ধু পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ আমাদিগের এই (প্রার্থনা) পূজিত করুন।

---

(৫) "শং যো র্যত্তে মনুর্হিতং" আছে। "সংশমনীয়ানাং রোগাণাং উপশমনং যোঃ পৃথক্কর্ত্তব্যানাং ভয়ানাং যাবনং পৃথক্করণং মনুর্হিতং মনুনা ব্রহ্মণা হিতং ত্বয়ি অবস্থাপিতং যদ্বা মনুষ্যাণাং অনুকূলং।" সায়ণ। "শমনঞ্চ রোগাণাং যাবনঞ্চ ভয়ানাং।" যাস্ক।

(৬) পূর্ব্বে ত্রিত কূপে পড়িয়াছিলেন এইরূপ দেখা গিয়াছে, এখানে দেখা যাইতেছে কুৎস ঋষি কূপে পড়িয়াছিলেন। ১০৫ ও ১০৬ সূক্তের ঋষি কুৎস অথবা ত্রিত। অতএব কুৎস ও ত্রিত একই তাহা অনুভব হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি আপ্ত্য অর্থাৎ জল সম্ভূত ত্রিত আর্য্যদিগের এক জন পুরাতন দেব ছিলেন। অনুভব হয় তাঁহার কথা জলনিপতিত কুৎস ঋষির বিবরণের সহিত কোনরূপে জড়িত হইয়া গিয়াছে।

(৭) মূলে "শচীপতিং" আছে। "শচীতি কর্ম্মনাম। সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং পালয়িতারং। যদ্বা শচ্যা দেব্যা ভর্ত্তারং।" সায়ণ। ঋগ্বেদে শচী শব্দ কর্ম্ম বা যজ্ঞ অর্থেই ব্যবহার হইয়াছে। ইন্দ্র যজ্ঞের পতি, সুতরাং শচীপতী। পরে ইহা হইতে ইন্দ্রের স্ত্রী শচীর পৌরাণিক উপাখ্যান সৃষ্ট হয়।

১০৭ সূক্ত।

সকল দেবগণ দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। আমাদিগের যজ্ঞ দেবগণকে সুখী করুক; হে আদিত্যগণ! তুষ্ট হও। তোমাদের অনুগ্রহ আমাদিগের অভিমুখে প্রেরিত হউক এবং সেই অনুগ্রহ দরিদ্র জনের পক্ষে প্রভূত ধনের কারণ হউক।

২। দেবগণ অঙ্গিরাদিগের গীত মন্ত্র(১) দ্বারা স্তুত হইয়া রক্ষণার্থে আমাদিগের নিকট আগমন করুন। ইন্দ্র ধন লইয়া, মরুৎগণ প্রাণ বায়ুর সহিত(২) এবং অদিতি আদিত্যদিগকে লইয়া আমাদিগকে সুখ দান করুন।

৩। যে অন্ন (আমরা) যাচ্ঞা করি) ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, অর্য্যমা, ও সবিতা যেন আমাদিগকে তাহা দান করেন। মিত্র বরুণ অদিতি সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ যেন আমাদিগের সেই (অন্ন) পূজিত করেন।

---

১০৮ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদিগের যে অতিশয় বিচিত্র রথ বিশ্বভুবন উজ্জ্বল করিয়াছে, সেই রথে একত্রে বসিয়া আইস, অভিষুত সোম পান কর।

২। এই বহুব্যাপী ও আত্ম গুরুত্বে গভীর বিশ্বভুবনের যে পরিমাণ, হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদিগের পানীয় এই সোম সেই পরিমাণ হউক তোমাদের অভিলাষ পর্য্যাপ্তরূপে পূরণ করুক।

---

(১) মূলে "সামভিঃ" আছে। "প্রণীতৈর্মন্ত্রৈঃ।" সায়ণ।

(২) মূলে "ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ৈঃ মরুতো মরুদ্ভিঃ" আছে। "ইন্দ্রিয়ৈঃ। মদ-মাদৈবতং। স্বসংবন্ধিভিরন্যৈর্ভাগং মাতৈর্ব্যৈঃ ধনৈঃ সহ।" সায়ণ। "মরুদ্ভিঃ স্বাবয়বভূতৈঃ প্রাণাপানাদিরূপেণ বর্তমানৈর্বায়ুভিঃ সহ।" সায়ণ। "Indra in concert with those belonging to Indra, the Maruts in concert with those belonging to Maruts, and Aditi in concert with Adityas."—বেদার্থযত্ন।

৩। তোমাদিগের কল্যাণকর নামদ্বয় একত্রিত করিয়াছ; হে বৃত্র-হন্তৃদ্বয়! তোমরা বৃত্রবধের জন্য সঙ্গত হইয়াছিলে(১)। হে অভীষ্টদাতা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা একত্র হইয়া উপবেশন করিয়া অভিষিক্ত সোম আপনাদিগের (উদরে) সেচন কর।

৪। অগ্নি সমূদয় প্রজ্বলিত হইলে পর (অধ্বর্যুদ্বয়) পাত্র হইতে ঘৃত সেচন করিয়া কুশ বিস্তার করিয়াছে; হে ইন্দ্র ও অগ্নি! চারি-দিকে অভিষিক্ত তীব্র সোমরসদ্বারা (আকৃষ্ট হইয়া) অনুগ্রহার্থ আমা-দিগের অভিমুখে আইস।

৫। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা যে কিছু বীর কর্ম করিয়াছ, যে কিছু রূপ বিশিষ্ট (জীব) সৃষ্টি করিয়াছ, যে কি[illegible] বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছ, এবং তোমাদের যে কিছু পুরাতন কল্যাণকর বন্ধুত্ব আছে সে সমস্ত লইয়া আসিয়া অভিষুত সোমপান কর।

৬। প্রথমেই তোমাদের দুই জনকে বরণ [illegible]রিয়া (তোমাদের সোম দ্বারা প্রীত করিব) বলিয়াছিলাম, সেই অক[illegible] শ্রদ্ধা লক্ষ্য করিয়া আইস; অভিষুত সোমপান কর; এই সো[illegible] আমাদিগের ঋত্বিক্‌গণের(২) বিশেষ আহুতি যোগ্য হউক।

৭। হে যজ্ঞ ভাজন ইন্দ্র ও অগ্নি! যদি নি[illegible]গৃহে হৃষ্ট হইয়া থাক, যদি পূজকের প্রতি বা রাজার প্রতি(৩) তুষ্ট হইয়া থাক, তবে, হে

(১) ইন্দ্রই বৃত্রহন্তা। তবে বেদে দুই দেব যখন একত্রে অর্চিত হয়েন তখন উভয়েই এক গুণবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হয়েন। অশ্বিদ্বয় সর্বদাই একত্রে অর্চিত হয়েন তাহা আমরা দেখিয়াছি, তাহা ভিন্ন মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও বরুণ ইন্দ্র ও অগ্নি এবং ইন্দ্র ও বিষ্ণু অনেক স্থানে একত্রে অর্চিত হইয়াছেন। দুই দেবকে এই রূপে একত্রে উপাসনা করিবার প্রকৃত অর্থ কি? মক্ষমূলর উত্তর করেন। Nature in her twofold aspect of daily change, morning and evening, light and darkness—aspects which may expand into those of spring and winter, life and death, nay even of good and evil.—*Science of Language* (1882), vol. II, p. 540.

(২) মূলে "অস্তুরৈঃ" আছে। "হবিষাং প্রক্ষেপকৈঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ।" সায়ণ।

(৩) "যদ্ ব্রহ্মণি রাজনি বা" মূলে এই রূপ আছে। সায়ণ এই দুই শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় করিয়াছেন। কিন্তু রাজন্ অর্থ রাজামাত্র। "Prince."—*Wilson* and *Langlois*. এই সূক্ত রচনার সময় রাজগণ ক্ষত্রিয় নাম ধরিয়া একটী বিভিন্ন

অভীষ্টদাতৃদ্বয়! এই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোম পান কর।

৮। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যদি তোমরা তুর্বশদিগের মধ্যে, দ্রুহ্য-দিগের মধ্যে অনুদিগের মধ্যে অথবা পূরুদিগের মধ্যে অবস্থান করিয়া থাক, তবে হে অভীষ্ট দাতৃদ্বয়! সেই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোম পান কর।

৯। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা যদি নিম্ন পৃথিবীতে বা মধ্যম পৃথিবীতে (অন্তরীক্ষে) বা উচ্চ পৃথিবীতে (আকাশে) অবস্থান করিয়া থাক, তবে হে অভীষ্ট দাতৃদ্বয়! সেই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোম পান কর।

১০। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা যদি উচ্চ পৃথিবীতে (আকাশে) বা মধ্যম পৃথিবীতে (অন্তরীক্ষে) বা নিম্ন পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া থাক, তবে, হে অভীষ্ট দাতৃদ্বয়! সেই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোম পান কর।

১১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যদি তোমরা আকাশে বা পৃথিবীতে বা পর্ব্বতে বা শস্যে(৪) বা জলে অবস্থান কর, তবে, হে অভীষ্ট দাতৃদ্বয়! সেই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোমপান কর।

১২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! সূর্য্য উদিত হইলে দীপ্তিমান্ অন্তরীক্ষে যদি তোমরা নিজ তেজে হৃষ্ট হও, তবে হে অভীষ্টদাতৃদ্বয়! সেই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোমপান কর।

"জাতির" অন্তর্গত হয়েন নাই। ব্রহ্মন অর্থ পুরুক মাত্র ১০১ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখ। "Ce nést pas ici une distinction de caste; c'est la distinction de deux professions sociales, *Brahman* (l' homme de Dieu) et *Radjan* (le prince); absolument comme, chez les anciens Grecs, le *mantis* et le *basileus*, et dans les mémes rapports."—*Langlois.*

(৪) মূলে "ওষধীষু" আছে। "ক্ষিন যাব ব্রীহ্যাদিষু"। সায়ণ।

১৩। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! এই রূপে অভিষুত সোমপান করিয়া আমাদিগকে সমস্ত ধন দান কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ যেন আমাদিগের এই (প্রার্থিত ধন) পূজিত করেন।

---

১০৯ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমি ধন ইচ্ছা করিয়া তোমাদিগকে জ্ঞাতি বা বন্ধুর ন্যায় মনে করি। আমার প্রকৃষ্ট বুদ্ধি তোমরাই দিয়াছ, অন্যকেহ নহে, অতএব আমি এই ধ্যাননিষ্পন্ন অন্নের ইচ্ছা সূচক, স্তুতি তোমাদের উদ্দেশে রচনা করিয়াছি।

২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা অযোগ্য জামাতা(১) অথবা শ্যালক(২) অপেক্ষাও অধিক বহুবিধ ধন দান কর, এইরূপ শুনিয়াছি; অতএব হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমি তোমাদিগের সোমপ্রদান কালে পঠনীয় একটী নূতন স্তোত্র রচনা করিতেছি।

৩। আমরা (পুত্র পৌত্রাদিরূপ) রশ্মি(৩) যেন কখনও ছেদন না করি, এইরূপ প্রার্থনা করিয়া এবং পিতৃগণের ন্যায় শক্তিমান্ (পুত্রাদি)

---

(১) মূলে "বিজামাতুঃ" শব্দ আছে। গুণরহিত জামাতা কন্যা লাভের জন্য কন্যা কর্তাকে অনেক ধন দান করে, ইন্দ্র ও অগ্নি তাহা হইতে ও অধিক দান করেন। সায়ণ। জামাতা, = জা অর্থে অপত্য, তাহার নির্মাতা। যাস্ক। নিরুক্ত ৬। ৯।

(২) মূলে "স্যালাৎ" আছে। স্যাল অর্থ কন্যার ভ্রাতা; সে যেরূপ ভগিনীকে ভাল বাসিয়া অনেক ধন দেয়, ইন্দ্র ও অগ্নি তাহা অপেক্ষাও অধিক দেন। সায়ণ। স্যাল = স্য অর্থে শূর্প বা কুলো, লাজ অর্থে খৈ। যাস্ক নিরুক্ত ৬। ৯। বিবাহের সময় স্যালক শূর্পদ্বারা খৈ ছড়ায়।

(৩) মূলে "রশ্মীন্" শব্দ আছে। "রশ্মিসদৃশান্। বাচি।" সায়ণ। বাঙ্গলায় রশী।

উৎপাদন করিয়া উৎপাদন সমর্থ (যজমানগণ) ইন্দ্র ও অগ্নিকে সুখে স্তুতি করেন; শত্রুহিংসক ইন্দ্রও অগ্নি স্তুতির নিকট উপস্থিত থাকেন।

৪। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! দীপ্তিমান্ প্রার্থনা তোমাদিগকে কামনা করিয়া তোমাদিগের হর্ষের জন্য সোমরস অভিষব করিতেছে; তোমরা অশ্বযুক্ত, শোভনীয় বাহুযুক্ত ও সুপাণি, তোমরা শীঘ্র আসিয়া উদকস্থ মাধুর্য দ্বারা আমাদিগের (সোমরস) সংপৃক্ত কর।

৫। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা (স্তোতাদিগের মধ্যে) ধন বিভাগে রত থাকিয়া বৃত্রহননে অতিশয় বলপ্রকাশ করিয়াছিলে তাহা শুনিয়াছি; হে সর্ব্বদর্শীদ্বয়! তোমরা আমাদিগের এই যজ্ঞে কুশে উপবেশন করিয়া অভিযুত সোমপান করিয়া হৃষ্ট হও।

৬। যুদ্ধের সময় [illegible]মাদিগকে আহ্বান করিলে তোমরা (আসিয়া) স্বকীয় মহত্ত্বদ্বারা সক[illegible] মনুষ্য অপেক্ষা বড় হও, পৃথিবী অপেক্ষা, আকাশ অপেক্ষা, [illegible] ও পর্ব্বতসমূহ অপেক্ষা বড় হও, হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা অন্য সকল [illegible] অপেক্ষা বড়।

৭। হে বজ্রহস্ত [illegible]ন্দ্র ও অগ্নি! ধন আহরণ কর, আমাদিগকে প্রদান কর, কর্ম্মদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। সূর্য্যের যে রশ্মিসমূহ দ্বারা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ সমবেত হইয়াছিলেন(৪), সে এই।

৮। হে বজ্রহস্ত নগরবিদারক(৫) ইন্দ্র ও অগ্নি! আমাদিগকে ধন দান কর, সংগ্রামে আমাদিগকে [illegible] কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের এই (প্রার্থনা) পূজিত করুন।

(৪) মূলে "সপিত্বং আসন্" আছে। সায়ন তাহার দুইটী অর্থ দিয়াছেন "সহপ্রাপ্তব্যং স্থানং আসন্ ব্রহ্মলোকং অগচ্ছন্" অথবা "সমবেতত্বং অধ্যগচ্ছন্।"

(৫) পুরন্দর [illegible] প্রায় ইন্দ্র সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়, এখানে ইন্দ্র ও অগ্নি উভয়ের সম্বন্ধেই [illegible]ত হইয়াছে। "পুরন্দরৌ অসুরপুরাণাং দারয়িতারৌ।" সায়ন। [illegible] "ওবধীর

১১০ সূক্ত।

ঋভুগণ দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। হে ঋভুগণ! আমি পূর্ব্বে বারং যজ্ঞকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছি একক্ষণে আবার অনুষ্ঠান করিতেছি, এবং তথায় তোমাদের প্রশংসার জন্য অতিশয় সুমিষ্ট স্তুতি পঠিত হইতেছে। এখানে সকল দেবগণের জন্য এই সোমরস(১) প্রস্তুত হইয়াছে, স্বাহা শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিতে সেই রস অর্পিত হইলে, তাহা পান করিয়া তৃপ্ত হও।

২। হে ঋভুগণ! তোমরা আমার জ্ঞাতি, তোমাদের জ্ঞান যখন অপরিপক্ক ছিল, সেই পূর্ব্বকালেওর বাং[illegible]পভোগ্য সোমরস ইচ্ছা করিয়াগিয়াছিলে। হে সুধন্বাদের পিতা[illegible] তখন তোমাদের কর্ম্মের মহত্ত্ব(৩) দ্বারা দানশীল(৪) সবিতা[illegible]র গাভী দান[illegible]ছিলে।

[illegible]ন্য উজ্জ্বল([illegible])

৩। যখন তোমরা প্রকাশমান [illegible]র সন্তানের [illegible]াদের (সোমপানের) ইচ্ছা জানাইয়া আসিয়াছিলে, এবং [illegible] নির্ম্মিত সেই একটী সোমপাত্রকে চারিখানি করিয়াছিলে, তখন সবিতা [illegible] তোমাদিগকে অমরত্ব দান করিয়াছিলেন।

---

(১) মূলে "সমুদ্রঃ" আছে, সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "সমুদনশীলোঽয়ং সোম রসঃ।"

(২) ঋভু, বিভু ও বাজ এই তিন জন সুধন্বা নামক অঙ্গীরার পুত্র। যাস্ক। নিরুক্ত ১১। ১৬। এই সূক্তের ঋষি কুৎস ও অঙ্গিরা বংশীয় অতএব ঋভুগণ তাঁহার জ্ঞাতি। ২০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(৩) মূলে "চরিতস্য ভূমনা" আছে, সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "সমুপার্জ্জিতস্য তপসো * * বহুত্বেন।" কিন্তু চরিত শব্দের সহজ অর্থ কর্ম্ম। সে কর্ম্ম কি তাহা পরের ঋক গুলিতে দেখ। তাঁহারা বনে গিয়া তপ করিয়া ছিলেন, তাহা এই সূক্তের কোন অংশ হইতে প্রকাশ হয় না।

(৪) মূলে "দাশুষঃ" শব্দ আছে, সায়ণ তাহার অর্থ "হবীংষি দত্তবতঃ" করিয়াছেন। কিন্তু সূর্য্যের সম্বন্ধে দানশীল অর্থই ভাল হয়।

(৫) মূলে "অসুরস্য" আছে। অর্থ "দ্রষ্টুঃ।" সায়ণ।

৪। তাঁহারা শীঘ্র কর্ম্ম(৬) সাধন করিয়াছেন বলিয়া, এবং ঋত্বিক্‌দিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনুষ্য হইয়াও অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন সুধন্বার পুত্র ঋভুগণ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়া সাংবাৎসরিক যজ্ঞসমূহে হব্য ভাজন হইলেন।

৫। ঋভুগণ নিকটস্থদিগের স্তুতিভাজন হইয়া, উৎকৃষ্ট (সোমরস) আকাঙ্ক্ষা করিয়া, দেবগণের মধ্যে হব্য কামনা করিয়া, মানদণ্ড দিয়া যেরূপ ক্ষেত্র পরিমাপ করে সেইরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা একটী যজ্ঞপাত্র (চারিটী ভাগ) করিয়াছিলেন।

৬। আমরা অন্তরীক্ষের নেতা (ঋভু) গণকে পাত্রস্থিত ঘৃত অর্পণ করিতেছি, এবং জ্ঞানদ্বারা স্তুতি করিতেছি; তাঁহারা সূর্য্যের(৭) শীঘ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ঊর্দ্ধ [illegible] যজ্ঞ অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৭। নব বল সম্পন্ন [illegible] যাদিগকে আহ্ রক্ষক(৮), অন্ন ও বাসগৃহদাতা ঋভু আমাদিগের নিক [illegible] মনুষ্য অপেক্ষা তিনি আমাদিগকে তাহা দান করুন। হে (ঋভু আ[illegible] পর্ব্বতসমূহ আমরা যেন তোমাদের রক্ষণা প্রাপ্ত হইয়া অনুকূল দিবসে [illegible] অপেক্ষা হীন শত্রুদিগের সেনাকে পরাস্ত করি।

৮। হে ঋভুগণ [illegible] গাভীকে চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছিলে এবং সেই গাভীকে [illegible] রায় বৎসের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছিলে(৯)। হে সুধন্বার পুত্র! (যজ্ঞের) নেতৃগণ! তোমরা শোভনীয় কর্ম্মদ্বারা বৃদ্ধ পিতা মাতাকে পুনর্ব্বার যুবা করিয়া দিয়াছিলে(১০)।

---

(৬) যজ্ঞকর্ম্ম অথবা একখানি পাত্র চারখানি করা রূপ কর্ম্ম। সায়ণ।

(৭) মূলে "পিতুরস্য" আছে। "জগতঃ পালকস্য অস্য সূর্য্যস্য।" সায়ণ।

(৮) মূলে "ইন্দ্রঃ" আছে। অর্থ "রক্ষকঃ।" সায়ণ।

(৯) পূর্ব্বে কোনও ঋষির ধেনু মরিয়াছিল, ঋষি বৎসটীকে দেখিয়া ঋভুকে স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋভুগণ তাহার সদৃশ আর একটী ধেনু নির্ম্মাণ করিয়া মৃত ধেনুর চর্ম্ম দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিয়া তাহাই বৎসের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। সায়ণ।

(১০) ২০ সূক্তের ৪ ঋক দেখ।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি ঋভুদিগের সহিত মিলিত হইয়া অন্নদানের সময় আমাদিগকে অন্নদান কর,(১১) বিচিত্র ধন দান কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ যেন আমাদিগের সেই (ধন) পূজিত করেন।

---

১১১ সূক্ত।

ঋভুগণ দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। উৎকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন শিল্পী ঋভুগণ (অশ্বিদ্বয়ের জন্য) সুনির্ম্মিত রথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং ইন্দ্রের বাহক হরিনামক বলবান্ অশ্বদ্বয় নির্ম্মাণ করিয়াছেলেন। তাঁহাদের পিতামাতাকে যৌবন দান করিয়াছিলেন, এবং বৎসকে তাহার সহচর গাভী দান করিয়াছিলেন।

২। আমাদিগের যজ্ঞের জন্য উজ্জ্বল(১) অন্ন প্রস্তুত কর, এবং আমাদিগের ক্রতুর জন্য ও বলের জন্য সন্তানোৎপাদক অন্ন প্রস্তুত কর, যেন আমরা সমস্ত বীর সন্তানদিগের সহিত সুখে বাস করিতে পারি। আমাদিগের বলের জন্য এই রূপ ধন দাও।

৩। হে নেতা ঋভুগণ! আমাদিগের জন্য অন্ন প্রস্তুত কর, আমাদিগের রথের জন্য ধন প্রস্তুত কর, আমাদিগের অশ্বের জন্য অন্ন প্রস্তুত কর। প্রতিদিন লোকে যেন আমাদিগের জয়শীল ধন পূজা করে, এবং আমরা যেন সংগ্রামে আমাদের মধ্যে জাত হউক বা নাই হউক,(২) সকল শত্রুকে পরাস্ত করিতে পারি।

---

(১১) "বাজা বাজসাতিরিতি সংগ্রাম নাম।" যুদ্ধের সময় আমাদিগকে রক্ষা কর এই রূপ অর্থ। সায়ণ।

---

(১) মূলে "ঋভুমৎ বয়ঃ" আছে। "উরুভাসন যুক্তং বয়ো হবির্লক্ষণং অন্নং।" সায়ণ। "Skilful youth."—বেদার্থযত্ন।

(২) "জামিং অজামিং" মূলে আছে। "জামিং সহজাতং অজামিং সহায়ং পদং।" সায়ণ।

৪। ঋভুগণের জন্য মহৎ(৩) ইন্দ্রকে এবং ঋভু বিভু ও বাজকে(৪) ও মরুৎগণকে সোমপানার্থ আহ্বান করি; মিত্র ও বরুণ এবং অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি। তাঁহারা আমাদিগের ধন ও যজ্ঞকর্ম ও বিজয় সাধন করিয়া দিবেন।

৫। ঋভু আমাদিগের সংগ্রামের জন্য ধন প্রদান করুন, সমর-বিজয়ী বাজ আমাদিগকে রক্ষা করুন। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের এই (প্রার্থনা) পূজিত করুণ।

---

১১২ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। আমি (অশ্বিদ্বয়কে) পূর্ব্বে জানাইবার জন্য দ্যাবা পৃথিবীকে স্তুতি করি, (অশ্বিদ্বয়) আসিলে তাঁহাদিগের অর্চনার জন্য প্রদীপ্ত এবং শোভনীয় কান্তিযুক্ত অগ্নিকে স্তুতি করি। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সংগ্রামে তোমাদের ভাগ প্রাপ্তির জন্য যে সমস্ত উপায়ের সহিত শঙ্খ শব্দ কর(১), সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

২। যে রূপ ন্যায়্য বাক্যযুক্ত (পণ্ডিতের) নিকট (শিষ্যগণ) শিক্ষার জন্য দাঁড়াইয়া থাকে, হে অশ্বিদ্বয়! অন্যদেবে অনাসক্ত স্তোতৃগণ শোভনীয় স্তোত্রের সহিত তোমার রথের পার্শ্বে অনুগ্রহ লাভের আশায় সেইরূপ দাঁড়াইয়া আছে। তোমরা যে সকল উপায় দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদনার্থ সুমতি-দিগকে রক্ষা কর, হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

---

(৩) মূলে "ঋভুক্ষণং" আছে। অর্থ "মহান্তং।" সায়ণ।

(৪) মূলে "ঋভূন বাজান্" আছে। অর্থ ঋভু বিভু ও বাজ। সায়ণ। প্রথম ও শেষ নাম উচ্চারণ করিলে মধ্যবর্তী সমস্ত নামই বুঝাইয়া যায়। যাস্ক।

---

(১) মূলে "কারং জিন্বথঃ" আছে। "কারশব্দঃ শংখবাচী * * কারং শব্দকারিণং শংখং জিন্বথঃ মুখেনাপূরয়থঃ।" সায়ণ।

(২) মধুর গাভী সম্বন্ধে আর কোনও বিবরণ সায়ণ দেন নাই।

৩। হে নেতৃদ্বয়! তোমরা স্বর্গীয় অমৃতজল বলদ্বারা সেই (ত্রিভুবন নিবাসী) সকল লোককে পালন করিতে সমর্থ। যে সকল উপায় দ্বারা তোমরা প্রসব রহিত গাভীকে দুগ্ধবতী করিয়াছিলে(২), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

৪। চতুর্দ্দিক বিচারী বায়ু স্বপুত্র দ্বিমাতৃ (অগ্নির)(৩) বলদ্বারা যুক্ত হইয়া, এবং ত্বরিতগামীদিগের মধ্যে অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া, যে সকল উপায় দ্বারা (সকল স্থানে) ব্যাপ্ত হয়েন, এবং যে সকল উপায় দ্বারা ত্রিবিধ কর্ম্মজ্ঞ(৪) ঋষি কক্ষিবান্, বিশিষ্ট জ্ঞানযুক্ত হইয়াছিলেন সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

৫। যে সকল উপায় দ্বারা তোমরা (কূপে) নিক্ষিপ্ত ও পাশবদ্ধ রেভকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে(৫) এবং বন্দনকেও সেইরূপ অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে(৬), যে সকল উপায় দ্বারা আলোকেচ্ছু কণ্বকে রক্ষা করিয়াছিলে(৭), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

৬। অন্তক (নামক রাজর্ষিকে) কূপে নিক্ষেপ করিয়া (অসুরগণ) যখন তাঁহাকে হিংসা করিতেছিল তখন তোমরা যে সকল উপায়দ্বারা তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলে(৮), যে সকল ব্যথাশূন্য উপায় দ্বারা ভুজ্যুকে রক্ষা করিয়াছিলে(৯), যে সকল উপায় দ্বারা কর্কন্ধু ও বয্যকে(১০) রক্ষা করিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

---

(৩) বায়ু দ্বারা বৃক্ষের ঘর্ষণ হইলে অগ্নির উৎপত্তি হয় সেই জন্য অগ্নি বায়ুর পুত্র। সায়ণ। দুই কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি জন্মায় সেই জন্য অগ্নি দ্বিমাতৃ। সায়ণ।

(৪) মূলে "ত্রিমন্তু" আছে। "পাকযজ্ঞহবির্যজ্ঞসোমযজ্ঞেষু আসাদিত জ্ঞানঃ কক্ষীবান্।" সায়ণ। কক্ষীবান্ সম্বন্ধে ১৮ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(৫) ১১৬ সূক্তের ২৪ ঋকের টীকা দেখ।

(৬) ১১৬ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

(৭) ১১৮ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ।

(৮) অন্তক একজন রাজর্ষি, এবং অসুরগণ তাঁহাকে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল, ইহা ভিন্ন সায়ণের ব্যাখ্যায় অন্য কোনও বিবরণ নাই।

(৯) ১১৬ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ।

(১০) ইহাদিগের সম্বন্ধে সায়ণের টীকায় কোনও বিবরণ নাই।

৭। যে সকল উপায়দ্বারা শুচন্তিকে ধনবান ও শোভনীয় গৃহসম্পন্ন করিয়াছিলে(১১), যে সকল উপায় দ্বারা অত্রির জন্য গাত্রদাহকারী উত্তাপও সুখকর করিয়াছিলে(১২), যে সকল উপায়দ্বারা পৃশ্নিগু ও পুরুকুৎসকে রক্ষা করিয়াছিলে(১৩), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

৮। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! যে সকল কর্ম্মদ্বারা (পঙ্গু) পরাবৃজকে(১৪) (গমনসমর্থ) করিয়াছিলে, অন্ধ (ঋজ্রাশ্বকে) (১৫) দৃষ্টি সমর্থ করিয়াছিলে, এবং (দুর্ব্বলজানু) শ্রোণকে গমন সমর্থ করিয়াছিলে(১৬), যে সকল কর্ম্মদ্বারা গৃহীত বর্ত্তিকা পক্ষীকে মুক্তি দিয়াছিলে(১৭); হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

৯। যে সকল উপা[য়] দ্বারা মধুময়ী নদী প্রবাহিত করিয়াছিলে, হে জরারহিত অশ্বিদ্বয়! [যে] সকল উপায় দ্বারা বশিষ্ঠকে(১৮) প্রীত করিয়াছিলে, যে সকল উপা[য় দ্বা]রা কুৎস ও শ্রুতর্য্য ও নর্য্যকে(১৯) রক্ষা করিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়! [সেই] সকল উপায়ের সহিত আইস।

---

(১১) সায়ণে[র টীকা]য় কোনও বিবরণ নাই।

(১২) অসুরগ[ণ অত্রি]কে শতদ্বার যন্ত্র গৃহে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে পীড়া দিবার জন্য অগ্নি জ্বালাইয়া[ছিল]., অশ্বিদ্বয় শীতল জল দ্বারা সে অগ্নি নির্ব্বাইয়া দিয়াছিলেন। সায়ণ। [এ]ক এই উপা[খ্যান]কে একটি উপমামাত্র মনে করেন। অত্রি অর্থ অগ্নি (অদ্ ধাতু ভক্ষণে, হব্যভুক্) [অ]ন্যান্য সূর্য্যকিরণ তপ্ত গ্রীষ্মকালে অগ্নির ক্ষুধা কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইলে, বর্ষাকালের বৃষ্টি দ্ব[া]রা পুনরায় উত্তেজিত হয়।

(১৩) সায়ণের টীকায় ইহাদের কোনও বিবরণ নাই।

(১৪) পরাবৃজ একজন ঋষি। সায়ণের টীকায় অন্য বিবরণ নাই।

(১৫) ১১৬ সূক্তের ১৬ ঋকের টীকা দেখ, এবং ১০০ সূক্তের ঋষিগণের নাম ও ১৭ ঋক দেখ। বেদার্থযত্নের মতে ঋজ্রাশ্বকে উ[হ্য] করার প্রয়োজন নাই। উহার মতে অন্ধ ও পঙ্গু পরাবৃজকে দেখিতে সমর্থ করিয়াছিলে এইরূপ অর্থ।

(১৬) শ্রোণ এক জন ঋষি, অন্য বিবরণ নাই।

(১৭) ১১৬ সূক্তে ১৪ ঋকের টীকা দেখ।

(১৮) প্রসিদ্ধ বশিষ্ঠ ঋষি, ঋগ্বেদের [অ]নেক সূক্তের প্রণেতা।

(১৯) কুৎস সম্বন্ধে ৩৩ সূক্তের ১৪ ঋকের টীকা দেখ। শ্রুতর্য্যের কোনও বিবরণ নাই। নর্য্য সম্বন্ধে ৫৪ সূক্তের ৬ ঋক দেখ।

১০। যে সকল উপায় দ্বারা ধনবতী এবং গমনে অসমর্থা বিশ্পলাকে বহু ধনযুক্ত সংগ্রামে যাইতে সমর্থ করিয়াছিলে(২০), যে সকল উপায় দ্বারা অশ্বের পুত্র স্তুতি পরায়ণ বেশকে রক্ষা করিয়াছিলে(২১), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

১১। হে দানশীল অশ্বিদ্বয়! যে সকল উপায় দ্বারা উশিজের পুত্র বণিক দীর্ঘশ্রবাকে মেঘ হইতে মধুর জল দিয়াছিলে, এবং যে সকল উপায়দ্বারা উশিজের পুত্র স্তোতা কক্ষীবান্‌কে রক্ষা করিয়াছিলে(২২), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

১২। যে সকল উপায়দ্বারা নদীর(২৩) কুলসমূহ জল দ্বারা পূর্ণ করিয়াছ, যে সকল উপায় দ্বারা তোমাদের অশ্বরহিত রথকে বিজয়ার্থ চালাইয়াছ, যে সকল উপায় দ্বারা ত্রিশোক অ[illegible] (অপহৃত) গো উদ্ধার করিয়াছিলেন(২৪), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উ[illegible]য়ের সহিত আইস।

১৩। যে সকল উপায়দ্বারা দূরবর্ত্তী সূর্য্যে[illegible] নিকট গমন কর(২৫), এবং মান্ধাতাকে ক্ষেত্রপতি কার্য্যে রক্ষা করিয়াছি[illegible](২৬); যে সকল উপায়

---

(২০) ১১৬ সূক্তের ১৫ ঋকের টীকা দেখ। মূলে [illegible]" আছে। বেদার্থযত্ন বলেন, ইহার অর্থ "গন্তু মসমর্থাং" নহে ইহার অর্থ [illegible]র্বপুত্রীং।"

(২১) বেশ এক জন ঋষি। সায়ণের টীকায় আর কো[illegible] বিবরণ নাই।

(২২) উশিজের পুত্র কক্ষীবান্, সম্বন্ধে ১৮ সূক্তের [illegible] ঋকের টীকা দেখ। উশিজের পুত্র দীর্ঘশ্রবা সম্বন্ধে সায়ণ এই লিখিয়াছেন, যথা, দীর্ঘতমার উশীজ নামে পত্নী ছিল তাহাদের দীর্ঘশ্রবা নামক পুত্র ঋষি ছিলেন; তিনি অনাবৃষ্টিতে জীবন যাপনার্থ বাণিজ্য করিয়াছিলেন। এবং বৃষ্টির জন্য অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিয়াছিলেন। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে মেঘ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(২৩) মূলে "রসাং" আছে। "রসা নদী ভবতি রসতে শব্দ কর্ম্মণ ইতি।" যাস্ক। নিরুক্ত ১১।২৫।

(২৪) ত্রিশোক ঋষি কণ্বের পুত্র। সায়ণ।

(২৫) মূলে "সূর্য্যং পরিযাথঃ" আছে, অর্থাৎ সূর্য্যের নিকট যাও। কিন্তু সায়ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, গ্রহণের অন্ধকার হইতে সূর্য্যকে মুক্ত করিতে যাও।

(২৬) বাঙ্গলায় সচরাচর যে "মান্ধাতার আমল" বলা যায় সে মান্ধাতা ঋগ্বেদ রচনার সময় "ক্ষেত্রপতি" অর্থাৎ ভূস্বামী বা রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, সায়ণ তাঁহাকে "রাজর্ষি" বলিয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণে মান্ধাতা এক জন প্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশীয় রাজা।

দ্বারা মেধাবী ভরদ্বাজকে(২৭) রক্ষা করিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

১৪। যে সকল উপায় দ্বারা মহৎ, অতিথিবৎসল, এবং (অসুর ভয়ে) জলে প্রবিষ্ট দিবোদাসকে শম্বর (অসুরের) হনন কালে রক্ষা করিয়াছিলে(২৮), যে সকল উপায় দ্বারা নগর বিনাশরূপ সংগ্রামে ত্রসদস্যুকে রক্ষা করিয়াছিলে(২৯), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

১৫। যে সকল উপায় দ্বারা পানরত(৩০) এবং স্তুতিভাজন বম্রকে রক্ষা করিয়াছিলে, কলি ভার্য্যা লাভ করিলে পর তাহাকে যে সকল উপায় দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলে, যে সকল উপায় দ্বারা অশ্বশূন্য পৃথিকে রক্ষা করিয়াছিলে(৩১), হে অ[illegible]! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

১৬। হে নেতৃদ্বয়! যে সকল উপায় দ্বারা শয়ুকে, অত্রিকে এবং পূর্ব্বকালে মনুকে গমনে[illegible] পথ দেখাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলে(৩২), যে সকল উপায় দ্বারা স্যূমরশ্মি[illegible] জন্য (তাহার শত্রুর প্রতি) তীর নিক্ষেপ করিয়াছিলে(৩৩), হে অশ্বি[illegible] সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

---

(২৭) পুরাণের [illegible] গায় [illegible]। সায়ণ লিখিয়াছেন অশ্বিদ্বয় অন্ন [illegible] করিয়া ভরদ্বাজ ঋষিকে [illegible]ক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু এ অন্ন প্রদানের কথাটী বোধ হয় ভরদ্বাজের নাম [illegible] তই উৎপন্ন হইয়াছে। "বাজ" শব্দের বৈদিক অর্থ অন্ন, "ভরৎ" ভৃধাতু হইতে, অর্থ পোষণ বা প্রদান।

(২৮) ৫১ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখ। তথায় ইন্দ্র শম্বরকে মারিয়া দিবোদাসকে রক্ষা করিয়াছিলেন এইরূপ আছে।

(২৯) পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু নামক এক জন ঋষি। সায়ণ। বিষ্ণুপুরাণেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

(৩০) মূলে "বিপিপানং" [illegible] সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "বিশেষেন পার্থিবং রসং পিবন্তং।" [illegible] [illegible]ত্রে। বম্রের যজ্ঞদ্রব্যসমূহ লইয়া যাওয়া সম্বন্ধে ৫১ সূক্তের ৯ ঋকের টী[illegible] সমর্থ কারয়

(৩১) কলি একজন ঋষি ছিলে[illegible] বিবর[illegible] পৃথি রাজর্ষি ছিলেন, ইহা ভিন্ন সায়ণের টীকায় কোনও বিবরণ নাই।

(৩২) অত্রি সম্বন্ধে এই সূক্তের [illegible]ঋকের টীকা দেখ। মনুনামক রাজর্ষিকে অশ্বিদ্বয় যবাদি ধান্য বপনদ্বারা দারিদ্র্য [illegible]হইতে নিস্তরণের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। সায়ণ।

(৩৩) স্যূমরশ্মি একজন ঋষি। অন্য বি[illegible]রণ নাই।

১৭। যে সকল উপায় দ্বারা পঠর্বা(৩৪) শরীরবলে সংগ্রামে কাষ্ঠযুক্ত প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়াছিলেন, যে সকল উপায় দ্বারা শর্য্যাতকে যুদ্ধে রক্ষা করিয়াছিলে(৩৫), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

১৮। হে অঙ্গিরা! (অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি কর)। হে অশ্বিদ্বয়! যে সকল উপায় দ্বারা তোমরা মনের সহিত হৃষ্ট হইয়াছিলে এবং (অপহৃত) গাভীর বিবরে (সকল দেবের) অগ্রে গিয়াছিলে(৩৬), যে সকল উপায় দ্বারা শূর মনুকে অন্নদ্বারা রক্ষা করিয়াছিলে(৩৭), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

১৯। যে সকল উপায় দ্বারা বিমদাকে ভার্য্যা দিয়াছিলে(৩৮) যে সকল উপায় দ্বারা অরুণবর্ণ গো প্রদান করিয়াছিলে, যে সকল উপায় দ্বারা সুদাসকে উৎকৃষ্ট ধন দিয়াছিলে(৩৯), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

২০। যে সকল উপায় দ্বারা হব্যদাতাকে সুখ প্রদান কর, যে সকল উপায় দ্বারা ভুজ্যু(৪০) ও অধ্রিগুকে(৪১) রক্ষা করিয়াছ, যে সকল উপায়

(৩৪) একজন রাজর্ষি। সায়ণ।

(৩৫) শর্য্যাত সম্বন্ধে ৫১ সূক্তের ১২ ঋকের টীকা দেখ। "শর্য্যাতং মানবং ইন্দ্রেণ সংস্পর্দ্ধমানং।" সায়ণ। বিষ্ণু পুরাণে শর্য্যাতি বৈবস্বত মনুর চতুর্থ সন্তান।

(৩৬) পণিরা অপহৃত গাভী ইন্দ্র উদ্ধার করিয়াছিলেন, ৬ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখ। কিন্তু ঋগ্বেদে অনেক স্থানে অন্যান্য দেবকেও এই কার্য্যের জন্য স্তুতি করা হইয়াছে।

(৩৭) পৃথিবীতে নিহিত যবাদি ধান্যরূপ অন্ন দিয়া মনুকে রক্ষা করিয়াছিলে। সায়ণ।

(৩৮) ১১৬ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(৩৯) ৫১ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখ। সায়ণ লিখিয়াছেন সুদাস পিজবনের পুত্র একজন রাজা; পৌরাণিক সুদাস পিজবনের পুত্র নহেন।

(৪০) ১১৬ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ।

(৪১) অধ্রিগু ও চাপ এই দুই জন দেবগণের শমিতা। সায়ণ।

দ্বারা শতক্রতু ক(৪২) সুখকর ও পুষ্টিকর (অন্ন দান করিয়াছ), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

২১। যে সকল উপায় দ্বারা কৃশানুকে যুদ্ধে রক্ষা করিয়াছিলে(৪৩), যে সকল উপায় দ্বারা যুবা (পুরুকুৎসের)(৪৪) অশ্বকে বেগ প্রদান করিয়াছিলে, যে সকল উপায় দ্বারা মধুমক্ষিকাদিগকে প্রিয় মধু দিয়াছ, হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

২২। যে সকল উপায় দ্বারা গোলাভের জন্য যুদ্ধকালে মনুষ্যকে রক্ষা কর, ও ক্ষেত্র ও তনয়(৪৫) লাভে সহায়তা কর, যে সকল উপায় দ্বারা তাহার রথ ও অশ্ব সমূহ রক্ষা কর, হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত! আইস।

২৩। হে শতক্রতু অশ্বিদ্বয়! যে সকল উপায় দ্বারা অর্জ্জুনের পুত্র কুৎসকে(৪৬), তুর্বীতিকে(৪৭) ও দভীতিকে(৪৮) রক্ষা করিয়াছ, যে সকল উপায় দ্বারা ধ্বসন্তি(৪৯) ও পুরুষন্তিকে(৫০) রক্ষা করিয়াছ, হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

---

(৪২) এক জন ঋষির নাম। সায়ণ।

(৪৩) কৃশানু সোমপালদিগের মধ্যে একজন সোমপাল। সায়ণ।

(৪৪) এই সূক্তের ১৪ ঋকের টীকা দেখ। পুরাণে মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎস নর্ম্মদা নদীকে বিবাহ করেন। এই ঋকে "পুরুকুৎস" শব্দটী নাই, কেবল "যুনঃ" বিশেষণ আছে। সায়ণ। বিশেষ্যটী ব্যাখ্যায় দিয়াছেন।

(৪৫) মূলে "ক্ষেত্রস্য" এবং "তনয়স্য" আছে। সায়ণ। ক্ষেত্র অর্থে গৃহ এবং তনয় অর্থে ধন করিয়াছেন।

(৪৬) কুৎস সম্বন্ধে ৩৩ সূক্তের ১৪ ঋকের টীকা দেখ। অর্জুন ইন্দ্রের একটী নাম। সায়ণ।

(৪৭) তুর্বীতি সম্বন্ধে ৬১ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

(৪৮) দভীতি সম্বন্ধে সায়ণের টীকায় কোনও বিবরণ নাই।

(৪৯) ইহার সম্বন্ধে সায়ণের টীকায় কোনও বিবরণ নাই।

(৫০) পুরুষন্তি একজন ঋষি। সায়ণের টীকায় অন্য কোনও বিবরণ নাই।

২৪। হে অশ্বিদ্বয়! আমাদিগের বাক্য বিহিত কর্ম্মসংযুক্ত কর, হে অভীষ্টবর্ষী দস্রদ্বয়! আমাদিগের বুদ্ধি জ্ঞান সমর্থ কর। আমরা আলোকশূন্য রাত্রির (শেষ প্রহরে) তোমাদিগকে রক্ষার্থ আহ্বান করি, আমাদিগের অন্নলাভে বৃদ্ধি সাধন করিয়া দাও।

২৫। হে অশ্বিদ্বয়! দিবসে ও রাত্রিতে আমাদিগকে বিনাশ রহিত-সৌভাগ্যদ্বারা রক্ষা কর, মিত্র, বরুণ অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ আমাদের এই (প্রার্থনা) পূজিত করুন।

অষ্টম অধ্যায়।

১১৩ সূক্ত।

উষা দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। জ্যোতি সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই জ্যোতি (উষা) আসিয়াছেন; তাঁহার বিচিত্র ও (জগৎ) প্রকাশক (রশ্মি) ... ব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে। যে রূপ রাত্রি সবিতার প্রসূত, ... রূপ রাত্রি ও উষার উৎপত্তির জন্য অন্য স্থান কল্পনা করিয়া... । ...ণ করেন।

... দীপ্তিমতী শ্বেতা ও দেবগণের আকা... (উষা) আসিয়াছেন; ...। (রাত্রি) কৃষ্টরূপে অদ্য এই স্থানে আ... রাত্রি ও উষা উভয়ই ...য়ার) বন্ধু এবং উভ... ...র্ব্ব কালে নিত্য ... আগমন করেন, এবং ...ক অন্যের বর্ণ বিনা... ...কারবিমুক্ত কা... ...রা) দীপ্তিমান্ হইয়া ...চরণ করেন।

৩। এই ভগ্নীদ্বয়ের (রাত্রি এবং উষার) এ... অনন্ত সঞ্চরণ মার্গ দীপ্তিমান্ (সূর্য্য কর্ত্তৃক) আদিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা একের পর অন্যে সেই পথ বিচরণ করেন। সকল বস্তুর উৎপাদনকারী রাত্রি ও উষা ভিন্ন২ রূপ ধারণ করিলেও সমান মনঃ সম্পন্না; তাঁহারা পরস্পরকে বাধা দেন না, এবং কখনও স্থির হইয়া অবস্থিতি করেন না।

---

(১) সূর্য্যের অস্তগমনের পর রাত্রি আইসে, এই জন্য রাত্রি সূর্য্যের সন্তান, আবার রাত্রির পর উষা আইসে এই জন্য উষা রাত্রির সন্তান। ঋকের শেষ ভাগটী মূলে এই "সবার এবা রাত্রি উষসে যোনিমারৈক্।" "রাত্রিরপি উষসে সবার উষসঃ উৎপত্তয়ে ভবর্থং যোনিং স্থানং স্বকীয়াপরভাগলক্ষণং আরৈক্ আরেচিতবতী কল্পিতবতী।" সায়ণ।

(২) মূলে "রুশদ্বৎসা" আছে; "রুশন্ দীপ্তঃ সূর্য্যো বৎসো যস্যাঃ।" সায়ণ। উষার পর সূর্য্য আইসে এই জন্য সূর্য্য উষার সন্তান।

৪। আমরা প্রভাসম্পন্না সুনৃতবাক্যের নেত্রী(৩) বিচিত্রা ঊষাকে জানি, তিনি আমাদিগের দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। তিনি সর্ব্বজগৎ আলোকপূর্ণ করিয়া আমাদিগের ধন প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তিনি সমস্ত ভুবনসমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন(৪)।

৫। যে সকল লোক বক্র হইয়া শুইয়াছিল, ঊষা তাহার মধ্যে কাহাকেও ভোগের জন্য কাহাকেও যজ্ঞের জন্য এবং কাহাকেও ধনের জন্য, সকলকেই নিজ নিজ কর্ম্মের জন্য জাগরিত করিয়াছেন। যাহারা অল্প দেখিতে পায় ঊষা তাহাদিগের বিশেষরূপ দৃষ্টির জন্য (অন্ধকার দূর করেন)। বিস্তীর্ণ ঊষা সমস্ত ভুবনসমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

৬। ঊষা কাহাকেও [illegible]নের জন্য, কাহাকেও অন্নের জন্য, কাহাকেও মহাযজ্ঞের জন্য, কাহাকে[illegible] [illegible]লাভের জন্য (জাগরিত করেন); তিনি ভিন্ন২ জীবনোপা[illegible] [illegible]র জন্য সমস্ত ভুবনসমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন[illegible]

৭। ঐ নিত্য [illegible] আকাশদুহিতা অন্ধকার দূর করতঃ (মনুষ্যের) [illegible] [illegible]ন। তিনি পার্থিব সমস্ত ধনের ঈশ্বরী। [illegible]গ! তুমি অদ্য এই স্থানে অন্ধকার দূর কর।

৮। অতীত [illegible]গণ যে অন্তরীক্ষ পথ দিয়া গিয়াছেন সেই পথে ঊষা অনুগমন করিতেছেন, ভবিষ্যতে অনন্ত ঊষাগণ সেই পথ অনুধাবন করিবেন(৫)। ঊষা অন্ধকার দূর করিয়া জীবগণকে জাগরিত করিয়া মৃতবৎ সংজ্ঞাশূন্য লোককে চৈতন্য দান করেন।

---

(৩) ঊষার প্রাদুর্ভাব হইলে পশু পক্ষী মৃগাদি শব্দ করে এইজন্য তিনি সুনৃতবাক্যের নেত্রী। সায়ণ।

(৪) মূলে "অজীগঃ" আছে। "উদ্গিরতি স্বমুখাৎ নির্গময়তি। স্বকীয়েন প্রকাশেন তমো নিঃসার্য্য পুনরুৎপন্নানীব করোতি ইত্যর্থঃ।" সায়ণ।

(৫) মূলে "আয়তীনাং প্রথমা শশ্বতীনাং" আছে। "আয়তীনাং আগচ্ছন্তীনাং শশ্বতীনাং বহ্বীনাং উষসাং প্রথমা আদ্যা ভবতি। এষা যথা বর্ত্ততে এবমেব আগামিন্যোঽপি উষসঃ।" সায়ণ।

৯। হে ঊষা! যেহেতু তুমি অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছ(৬), সূর্য্যের আলোক দ্বারা অন্ধকার দূর করিয়াছ, ও যজ্ঞরত মনুষ্যদিগকে অন্ধকার মুক্ত করিয়া দিয়াছ, অতএব তুমি দেবগণের উপকারজনক কর্ম্ম করিয়াছ।

১০। কত কাল হইতে ঊষা উৎপন্ন হইতেছেন, কত কাল পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইবেন? বর্ত্তমান ঊষা পূর্ব্ব ঊষাকে সাগ্রহে অনুকরণ করিতেছেন, আবার আগামী(৭) ঊষাসমূহ এই দীপ্তিমান্ ঊষাকে অনুকরণ করিবে।

১১। যে মনুষ্যেরা অতি পূর্ব্বকালের ঊষাকে আলোক প্রকাশ করিতে দেখিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে গত হইয়াছেন; আমরা এক্ষণে ঊষাকে দর্শন করিতেছি, ভবিষ্যতে যাঁহারা ঊষাকে দর্শন করিবেন তাঁহারা আসিতেছেন।

১২। তিনি বিদ্বেষীদিগকে দূর করেন(৮), যজ্ঞ পালন করেন, যজ্ঞার্থ প্রাদুর্ভূত হয়েন, তিনি সুখ প্রদান করেন, এবং সুনৃত শব্দ প্রেরণ করেন(৯)। ঊষা কল্যাণবতী ও দেবগণের আকাঙ্ক্ষিত যজ্ঞ ধারণ করেন। হে ঊষা! তুমি উৎকৃষ্টরূপে অদ্য এই স্থানে আলোক প্রকাশ কর।

১৩। ঊষা দেবী পূর্ব্ব কালে নিত্য [illegible] হইতেন, ধনবতী ঊষা এখনও এই (জগৎ) অন্ধকারবিমুক্ত করিলেন, সেইরূপ তিনি ভবিষ্যতে ও দিনে২ উদয় হইবেন, কেননা তিনি অজরা ও অমরা হইয়া স্বকীয় তেজে বিচরণ করেন।

১৪। ঊষা আকাশের বিস্তীর্ণ দিক সকল আলোকপূর্ণ তেজদ্বারা দীপ্তিমান্ করিতেছেন, ঊষাদেবী (রাত্রিকৃত) কৃষ্ণরূপ দূর করিয়াছেন। (সুপ্ত প্রাণীদিগকে) জাগরিত করিয়া ঊষা অরুণ অশ্ব(১০) যুক্ত রথে আগমন করিতেছেন।

---

(৬) ঊষা কালেই হোমার্থ অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। সায়ণ।

(৭) মূলে শেষ অংশটুকু এইরূপ আছে "জোষমন্যাভিরেতি।" অর্থাৎ "ঊষা অন্যাভিঃ আগমিনীভিঃ ঊষোভিঃ জোষং সহ এতি। গচ্ছতে। আগামিন্যোঽপি এতদীয়ং প্রকাশং অনুকুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ।" সায়ণ।

(৮) ঊষা হইলে রাক্ষসাদি পলায়ন করে কেননা তাহারা নিশাচর। সায়ণ।

(৯) ঊষা পশু পক্ষি মৃগাদিকে শব্দ করান। সায়ণ।

(১০) মূলে "অশ্বৈঃ" আছে, "কিরণৈঃ তুরগৈর্বা।" সায়ণ।

১৫। তিনি পোষণ সমর্থ বরণীয় ধন আনয়ন করিয়া এবং (সকলকে) চৈতন্য দান করিয়া বিচিত্র রশ্মি প্রকাশ করিতেছেন। তিনি পূর্ব্বগত অনেক উষার উপমাস্বরূপ এবং (আগামী) প্রভাযুক্ত উষাসমূহের প্রারম্ভস্বরূপ। তিনি রশ্মি বিকাশ করিতেছেন।

১৬। (হে মনুষ্যগণ)! উঠ, আমাদিগের (শরীর) পরিচালক জীবন আসিয়াছে অন্ধকার গিয়াছে, আলোক আসিয়াছে। (উষা) সূর্য্যের গমনের জন্য পথ করিয়া দিয়াছেন; যেখানে অন্ন(১১) দান করিয়া বর্দ্ধন করিতেছে তথায় যাইব।

১৭। স্তুতিবাহক স্তোতা প্রভাযুক্ত উষাকে স্তব করিয়া সুগ্রথিত বাক্য সমূহ(১২) উচ্চারণ করিতেছে। হে ধনবতী উষা! অদ্য সেই স্তোতার অন্ধকার বিনাশ কর এবং তাহাকে সন্ততিযুক্ত অর্থ দান কর।

১৮। যে গাভীসম্পন্ন ও সকল বীরযুক্ত উষা সমূহ বায়ুর ন্যায় (শীঘ্র) সুনৃত স্তুতি শেষ হইলে হব্যদাতা মনুষ্যের অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই অশ্বদাতা উষাগণ সোমাভিষবকারীর প্রতি প্রসন্ন হউন।

১৯। হে উষা! তুমি দেবগণের মাতা(১৩), অদিতির প্রতিস্পর্দ্ধিনী, তুমি যজ্ঞ প্রকাশ কর, বিস্তীর্ণ হইয়া কিরণ দান কর। আমাদিগের স্তোত্র প্রশংসা করিয়া আমাদিগের উপর উদয় হও; হে সকলের বরণীয়ে! আমাদিগকে জনপদে প্রাদুর্ভূত কর।

২০। উষাগণ যে কিছু বিচিত্র গ্রহণযোগ্য ধন আনয়ন করেন তাহা যজ্ঞসম্পাদক স্তোতার কল্যাণস্বরূপ। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের এই (প্রার্থনা) পূজিত করুন।

---

(১১) মূলে "আয়ুঃ" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ "অন্নং" করিয়াছেন।

(১২) মূলে কেবল "বাচঃ" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ বেদ রূপ বাক্য করিয়াছেন।

(১৩) উষাকালে সকল দেবগণ স্তুতি দ্বারা জাগরিত হয়েন অতএব উষাকে তাঁহাদের জননী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব তিনি দেবগণের মাতা অদিতির প্রতিস্পর্দ্ধিনী। সায়ণ।

১১৪ সূক্ত।

রুদ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। মহৎ কপর্দ্দী(১) বীরক্ষয়ী রুদ্রকে আমরা এই মননীয় (স্তুতি-সমূহ) অর্পণ করিতেছি, যেন দ্বিপদ ও চতুষ্পাদগণ সুস্থ থাকে, যেন আমাদের এই গ্রামে সকলে পুষ্ট ও রোগ শূন্য হইয়া থাকে।

২। হে রুদ্র! তুমি সুখী হও, আমাদিগকে সুখী কর; তুমি বীরদিগের ক্ষয়কারী, আমরা নমস্কারের সহিত তোমার পরিচর্য্যা করি। পিতা মনু যে রোগসমূহ হইতে উপশম ও ভয়সমূহ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, হে রুদ্র! তোমার উপদেশ হইতে যেন আমরা তাহা পাই।

৩। হে অভীষ্টদাতা রুদ্র! তুমি বী[illegible]র ক্ষয়কারী(২)। আমরা দেব যজ্ঞ দ্বারা যেন তোমার অনুগ্রহ প্রা[illegible] তুমি আমাদের সন্তানদিগের সুখ কামনা করিয়া তাহাদিগের নি[illegible] আইস; আমরা ও সন্তান(৩) গণের কুশল দেখিয়া তোমাকে হব্য দা[illegible]রিব।

৪। আমরা রক্ষার জন্য দীপ্তিমান্ ও যজ্ঞসা[illegible]ক ও কুটিলগতি ও মেধাবী(৪) রুদ্রকে আহ্বান করি, তিনি আমাদিগের নিকট হইতে তাঁহার ক্রোধ দূরে প্রেরণ করুন, আমরা তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।

---

(১) রুদ্র শব্দের আদিম অর্থ বজ্র অথবা অগ্নির রূপ বিশেষ, ৪৩ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ। কপর্দ্দী অর্থ "জটিল" অথবা জটাধারী। সায়ণ। অগ্নির জটা কি? কৃষ্ণধুম পুঞ্জই অগ্নির জটা এইরূপ অনুমিত হয়।

(২) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋকে রুদ্রের "ক্ষয়দ্বীর" এই বিশেষণ আছে। সায়ণ ঐ বিশেষণের দুই অর্থ দিয়াছেন, যথা "ক্ষপিত শত্রুবীরং, প্রাপ্তৈশ্বর্য্যৈর্মরুদ্ভির্যুক্তংবা।" প্রথম অর্থটীই আমরা গ্রহণ করিয়াছি।

(৩) মূলে বীর শব্দ আছে। "বীর্য্যাৎ জায়ন্তে ইতি বীরাঃ প্রজাঃ।" সায়ণ।

(৪) এখানে রুদ্র অগ্নিরই রূপবিশেষ তাহা এই বিশেষণগুলি দ্বারা স্পষ্ট সূচিত হইতেছে।

৫। সেই উৎকৃষ্ট স্বর্গীয় বরাহকে(৫) সেই অরুণবর্ণ, কপর্দ্দী দীপ্তিমান্ ও উজ্জ্বলরূপধারিকে আমরা নমস্কার দ্বারা আহ্বান করি। তিনি হস্তে বরণীয় ভৈষজ ধারণ করিয়া আমাদিগকে সুখ ও বর্ম্ম ও গৃহ প্রদান করুন।

৬। মধু হইতে ও অধিক মধুর এই স্তুতি বাক্য মরুৎগণের পিতা রুদ্রের উদ্দেশে উচ্চারিত হইতেছে, ইহাতে (স্তোতার) বৃদ্ধি সাধন হয়। হে মরণরহিত রুদ্র! মনুষ্যদিগের ভোজনরূপ অন্ন আমাদিগকে প্রদানকর, এবং আমাকে, আমার পুত্রকে ও (তাহার) তনয়কে সুখ দান কর।

৭। হে রুদ্র! আমাদিগের মধ্যে বৃদ্ধকে বধ করিও না, বালককে বধ করিও না, সন্তান জনয়িতা[illegible] বধ করিও না গর্ভস্থ সন্তানকে বধ করিও না(৬); আমাদিগের [illegible]তাকে বধ করিও না, মাতাকে বধ করিও না, আমাদিগের প্রিয় শরী[illegible] আঘাত করিও না।

৮। হে রু[illegible] [illegible]আমাদিগরে পুত্রকে হিংসা করিও না, তাঁহার পুত্রকে হিংসা ক[illegible]না, আমাদিগের অন্য মনুষ্যকে হিংসা ক[illegible] না, আমাদিগের গো ও [illegible] হিংসা করিও না। হে রুদ্র! ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের বীরদিগকে [illegible]ংসা করিও না, কেমনা আমরা হব্য লইয়া সর্ব্বদাই তোমাকে আহ্বান করি।

৯। পশু পালক যেরূপ (সায়ংকালে পশুস্বামীদিগকে তাহাদের পশু ফিরাইয়া দেয়), হে রুদ্র! আমি সেইরূপ তোমার স্তোত্র তোমাকে অর্পণ করিতেছি। হে মারুৎগণের পিতা! আমাদিগকে সুখ দান কর,

(৫) মূল "বরাহং" আছে। "বরাহারং উৎকৃষ্ট ভোজনং যদ্বা বরাহবৎ দৃঢ়াঙ্গং।" সায়ণ। "Sanglier celeste."—*Langlois.* "Who has excellent food."—*Wilson.* "Boar of the Sky."—*Max Muller.*

(৬) মূলে "মা ন উক্ষন্তং মা ন উক্ষিতং" আছে। "উক্ষন্তং সেক্তারং মধ্যবয়স্কং যুবানং মা বধীঃ। উত অপিচ স্মোহস্মাকং উক্ষিতং গর্ভরূপেণ সিক্তিং শ্রীষু অপত্যং মা বধীঃ।" সায়ণ। উক্ষ্ ধাতু সেচনে, তাহা হইতে উক্ষন্ (বৃষ) উৎপন্ন হইয়াছে। বৃষ ধাতু ও বর্ষণে, তাহা হইতে বৃষ শব্দ।

তোমার অনুগ্রহ অতিশয় সুখকর এবং কল্যাণকর, আমরা তোমার রক্ষণ প্রার্থনা করি।

১০। হে বীরগণের ক্ষয়কারক! তোমার কৃত গোহত্যা ও মনুষ্য হত্যা দূরে থাকুক, আমরা যেন তোমার দত্ত সুখ পাই। আমাদিগকে সুখী কর, হে দীপ্তিমান্ রুদ্র! আমাদের পক্ষ হইয়া কহিও, তুমি উভয় পৃথিবীর স্বামী(৭), আমাদিকে সুখ দাও।

১১। আমরা রক্ষণ বাঞ্ছা করিয়া কহিয়াছি, সেই রুদ্রকে নমস্কার। রুদ্র মরুৎগণের সহিত আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করুন। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ আমাদের (এই প্রার্থনা) পূজিত করুন।

---

১১৫ সূক্ত।

সূর্য্য দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। বিচিত্র তেজঃপুঞ্জ রূপ, মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষু স্বরূপ (সূর্য্য) উদয় হইয়াছেন; দ্যাবা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ স্বীয় কিরণে পরিপূর্ণ করিয়াছেন; সূর্য্য জঙ্গম ও স্থাবর সকলের আত্মাস্বরূপ।

২। মনুষ্য যেরূপ নারীর পশ্চাৎ গমন করে, সূর্য্য সেইরূপ দীপ্তমান্ ঊষার পশ্চাতে আসিতেছেন(১); এই সময়ে দেবতাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যগণ বহুযুগ প্রচলিত (যজ্ঞকর্ম্ম)(২) বিস্তার করেন, সুফলার্থ কল্যাণ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন।

---

(৭) মূলে "দ্বিবর্হাঃ" আছে। "দ্বয়োঃ স্থানয়োঃ পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষে চ, পরিবৃঢ়ঃ।" সায়ণ।

---

(১) ৩০ সূক্তের ২২ ঋকের টীকায় গ্রীকদিগের শাস্ত্রের Apollo ও Daphne সম্বন্ধে গল্প দেখ।

(২) মূলে "যুগানি" আছে। "যুগশব্দ কাল বাচি। তেষু তত্র কর্ত্তব্যানি কর্ম্মাণি লক্ষ্যন্তে।" সায়ণ।

৩। সূর্য্যের কল্যাণরূপ হরিৎ নামক বিচিত্র অশ্বগণ এই পথ দিয়া গমন করে, তাহারা সকলের স্তুতি ভাজন; আমরা সেই অশ্বদিগকে অর্চনা করিতেছি; তাহারা আকাশ পৃষ্ঠে উঠিয়াছে, এবং একবারেই দ্যাবা পৃথিবী ব্যাপ্ত(৩) করিতেছে।

৪। সূর্য্যের এরূপ দেবত্ব, এরূপ মাহাত্ম্য যে মনুষ্যদিগের কর্ম্ম অসমাপ্ত থাকিতেই তিনি তাঁহার বিস্তীর্ণ রশ্মিজাল সম্বরণ করেন। যখন তিনি রথ হইতে হরিৎ নামক অশ্বগণ বিযুক্ত করেন তখন রাত্রি সর্ব্বলোকে অন্ধকাররূপ আবরণ বিস্তার করেন।

৫। মিত্র ও বরুণের(৪) দর্শনার্থ আকাশের মধ্যভাগে সূর্য্য স্বীয় জ্যোতির্ম্ময়রূপ প্রকাশ করিতেছেন; তাঁহার হরিৎ নামক অশ্বগণ(৫) একদিকে তাঁহার অনন্ত দী[illegible] বল ধারণ করে, অন্য দিকে কৃষ্ণবর্ণ (অন্ধকার) নিষ্পাদন করে।

৬। হে দেবগণ(৬)! অদ্য সূর্য্যের উদয়ে আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত কর। মিত্র, ব[illegible] অদিতি, সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ আমাদের এই (প্রার্থনা) পূজিত কর[illegible]

---

(৩) অর্থাৎ কিরণ [illegible]দিকে বিকীর্ণ হইতেছে।

(৪) অর্থাৎ সমস্ত জগতের দর্শনার্থ। সায়ণ।

(৫) অর্থাৎ তাঁহার কিরণসমূহ বর্ত্তমান থাকিয়া দিবার আলোক করে, অবর্ত্তমান থাকিয়া রাত্রির অন্ধকার করে। এই সূক্তের সকল স্থানেই "হরিৎ" (অর্থাৎ সূর্য্যের অশ্ব) অর্থ সূর্য্যকিরণ তাহা অতি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। সকল স্থানে এরূপ দেখা যায় না, কেন না বেদের কবিগণও অনেক স্থানে আদি উপমাটী ভুলিয়া গিয়া "হরিৎ" অর্থ প্রকৃতই সূর্য্যের রথবাহক অশ্ব এইরূপ বর্ণনা করেন। পুরাণের কবিগণ সে উপমাটী একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, তথায় হরিৎ অর্থ সূর্য্যের অশ্ব ভিন্ন আর কিছু নহে।

(৬) মূলে "দেবাঃ" আছে, কিন্তু সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "দ্যোত-মানাঃ সূর্য্য রশ্ময়ঃ।"

১১৬ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি(১)।

১। যেরূপ (যজমান যজ্ঞার্থ) কুশ (বিস্তার করে), যেরূপ বায়ু মেঘকে (নানাদিকে প্রেরণ করে) সেইরূপ আমি নাসত্যদ্বয়কে (প্রচুর) স্তোত্র প্রেরণ করিতেছি; তাঁহারা শত্রুসেনা পশ্চাৎ ফেলিয়া রথদ্বারা যুবক বিমদ রাজর্ষির স্ত্রীকে তাঁহার নিকট পঁহুছিয়া দিয়াছিলেন(২)।

২। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা বলবান্ ও শীঘ্রগতি অশ্বদ্বারা নীত ও দেবগণের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াছিলে; তোমাদের গর্দ্দভ(৩) যমের প্রিয় সহস্রযুদ্ধে জয় করিয়াছিল। দে[illegible]

৩। কোন ম্রিয়মাণ মনুষ্য যেরূপ ধ[illegible]াগ করে, সেই রূপ তুগ্র (অতিকষ্টে তাঁহার পুত্র) ভুজ্যুকে সমুদ্রে [illegible]লেন(৪) হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আপনাদিগের নৌকাসমূহ দ্বারা তাহ[illegible] করিয়া আনিয়াছিলে, সে নৌকা জলে ভাসিয়া যায়(৫) তাহাতে জ[illegible] করে না।

৪। হে নাসত্য দ্বয়! তোমরা তিন থা[illegible]গামী শতচক্রবিশিষ্ট ষট্অশ্বযুক্ত রথে ভুজ্যুকে বহন করিয়াছিলে, সে [illegible] তিন দিন তিন রাত্রি ব্যাপিয়া আর্দ্র সমুদ্রের জলশূন্য পারে চলিয়াছিল[illegible]

---

(১) কক্ষীবান্ ঋষি সম্বন্ধে ১৮ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(২) বিমদনামক রাজর্ষি স্বয়ম্বরে কন্যালাভ করিলে পর অন্যান্য রাজগণ পথে তাহাকে আক্রমণ করেন। অশ্বিদ্বয় সেই সময় বিমদকে সহায়তা করেন এবং আপনাদিগের রথে করিয়া বিমদের স্ত্রীকে বিমদের সদনে পঁহুছিয়া দিলেন। সায়ণ। কিন্তু সে সময়ে কি স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল?

(৩) অশ্বিদ্বয়ের রথবাহক গর্দ্দভ। নিঘণ্টু। ১। ১৪।

(৪) তুগ্র নামে অশ্বিদিগের প্রিয় একজন রাজর্ষি ছিলেন। তিনি দ্বীপান্তরবর্ত্তী শত্রুদিগের উপদ্রবে ক্লিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে জয় করিবার জন্য আপন পুত্র ভুজ্যুকে সেনার সহিত নৌকায় প্রেরণ করেন। সমুদ্রে অনেক দূর গিয়া সে নৌকা ভাঙ্গিয়া যায়। ভুজ্যু অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিলেন, তাঁহারা ভুজ্যুকে সসৈন্যে আপনাদিগের পোতে আরোহন করাইয়া তিন দিন তিন রাত্রিতে তাহাদিগকে তুগ্রের নিকট পঁহুছিয়া দিলেন। সায়ণ।

(৫) মূলে "অন্তরিক্ষ প্রুদ্ভিঃ" আছে। "অতি বহুত্বাদন্তরীক্ষে জলস্যোপরি-ভাবের গন্ত্রীভিঃ।" সায়ণ।

৫। হে অশ্বি দ্বয়! তোমরা অবলম্বন রহিত, ভূপ্রদেশ রহিত, গ্রহণীয় বস্তু রহিত(৬), সমুদ্রে এই কর্ম্ম করিয়াছিলে; শতদাঁড়যুক্ত(৭) নৌকায় ভুজ্যুকে রাখিয়া তাহার গৃহে আনিয়াছিলে।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! অহন্তব্য অশ্বের পতি পেদু (নামক রাজর্ষিকে) তোমরা যে শ্বেতবর্ণ অশ্ব দিয়াছিলে, সে অশ্ব তাহার নিত্য নিত্য (জয়-রূপ) মঙ্গল সাধন করিয়াছিল(৮), তোমাদের সেই দান মহৎ ও কীর্ত্ত-নীয় হইয়াছিল; পেদুর সেই উৎকৃষ্ট অশ্ব আমাদিগের সর্ব্বদাই পূজনীয়।

৭। হে নেতৃদ্বয়! প্রজ্রকুলে(৯) জাত কক্ষীবান্ তোমাদের স্তুতি করাতে তোমারা তাহাকে প্রভূত বুদ্ধিদান করিয়াছিলে। সুরার আধার(১০) হইতে (যেরূপ [illegible] নির্গত করে, সেইরূপ তোমাদের) সেচন-সমর্থ অশ্বের খুর হইতে [illegible] শত কুম্ভ সুরা সিঞ্চন করিয়াছিলে।

৮। তোমরা হিম [illegible] (অত্রির চতুর্দ্দিকস্থ) দীপ্যমান অগ্নি নিবারণ করিয়াছিলে(১১) এবং [illegible] তাকে অন্নযুক্ত বলপ্রদ খাদ্য দিয়াছিলে; হে অশ্বিদ্বয়! অত্রি [illegible] সুখে যে আলোক শূন্য পীড়াযন্ত্র গৃহে (প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল), তো[illegible] [illegible]ক তাহার সমভিব্যাহারিগণের সহিত সুখে তথা হইতে উঠাইয়াছিলে।

(৬) "গ্রাহ্যং শাখাদিকমপি যত্র নাস্তি।" সায়ণ।

(৭) মূলে "অরিত্র" শব্দ আছে। "যৈঃ কাষ্ঠৈঃ পার্শ্বতো বদ্ধৈ জলালে ভূনে গতি নৌঃ শীঘ্রং গচ্ছতি তানি অরিত্রাণি।" সায়ণ। "Oar."—*Wilson.*

(৮) পেদু নামক একজন অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিয়াছিল। অশ্বিদ্বয় প্রীত হইয়া তাহাকে একটী শ্বেতবর্ণ অশ্ব দিয়াছিলেন। সেই অশ্ব তাহার অনেক জয় লাভের কারণ হইয়াছিল। সায়ণ।

(৯) অর্থাৎ অঙ্গিরা কুল। সায়ণ।

(১০) মূলে "কারোতরাৎ" আছে। "কারোতর শব্দৈবেদনশ্চর্ম্ম বেষ্টিতো ভাজনবিশেষো যস্মিন্ সুরায়াঃ স্রাবণং ক্রিয়তে।" সায়ণ। "Cask."—*Wilson.* Filtre.—*Langlois.* Sieve.—*Muir.*

(১১) অসুরেরা অত্রি ঋষিকে শতদ্বার পীড়া যন্ত্রগৃহে প্রবেশ করাইয়া তুষের আগুন জ্বালাইয়াছিল। তখন সেই ঋষি অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিলেন, অবং অশ্বিদ্বয় জলদ্বারা সেই অগ্নি নিবাইয়া সেই পীড়াগৃহ হইতে অবিকলেন্দ্রিয় অত্রিকে বাহির করিলেন। সায়ণ।

৯। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা (গোতম ঋষির নিকটে) কূপ আনিয়াছিলে, এবং তাহার তলভাগ উচ্চ ও মুখ নীচে করিয়াছিলে(১২); এবং(১৩) সেই কূপ হইতে তৃষিত গোতমের পানার্থ এবং সহস্র ধন লাভার্থ জল নির্গত হইয়াছিল।

১০। হে নাসত্যদ্বয়! শরীরের আবরণ(১৪) (যেরূপ খুলিয়া ফেলে), তোমরা জীর্ণ চ্যবন (ঋষির) শরীর ব্যাপ্ত (জরা) সেইরূপ খুলিয়া ফেলিয়াছিলে(১৫)। হে দস্রদ্বয়! তোমরা সেই পুত্রাদিত্যক্ত ঋষির জীবন

---

(১২) একদা গোতম ঋষি যখন মরুভূমিতে ছিলেন, অশ্বিদ্বয় অন্য দেশের একটী কূপ উঠাইয়া তাহার নিকট আনিয়া দিয়াছিলেন, এবং গোতমের স্নান পানাদির সুবিধার জন্য সেই কূপের মুখ নীচে করিয়া ও তলদেশ উচ্চ করিয়া ধরিয়াছিলেন। সায়ণ। ৮৫ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

(১৩) মূলে "ন" আছে, অর্থ "এবং। [illegible] শব্দঃ চার্থে।" সায়ণ। ঋগ্বেদে "ইব" অর্থাৎ "ইহার মত" এই অর্থে [illegible] সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হয়। Max Muller ইহার এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদের মন্ত্রে দুইটী দ্রব্যের অসদৃশতা দেখাইয়া তুলনা করা হইত। আমরা বলি "পর্ব্বতের ন্যায় স্থির" বেদের মন্ত্রে বলে "স্থির, কিন্তু পর্ব্বত নহে"। আমরা বলি "পশুর ন্যায় ভ্রমণকারী চন্দ্র সূর্য্য," বেদের মন্ত্রে বলে "চন্দ্র সূর্য্য [illegible], কিন্তু পশু নহে।" আমরা বলি "নদীসমূহ মনুষ্যের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে," বেদের মন্ত্রে বলে "নদী সমূহ গর্জ্জন করিতেছে, কিন্তু মনুষ্য নহে।"—[illegible] *and Growth of Religion* (1882), pp. 200, 201.

(১৪) মূলে "দ্রাপিং" শব্দ আছে। ২৫ সূক্তের ১৩ ঋকের টীকা দেখ।

(১৫) বলিপলিতযুক্ত জীর্ণাঙ্গ ও পুত্রদিগের দ্বারা পরিত্যক্ত চ্যবন নামক ঋষি অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিয়াছিলেন। অশ্বিদ্বয় সেই ঋষির জরা দূর করিয়া তাঁহাকে পুনরায় যৌবন দান করিয়াছিলেন। সায়ণ। ঋগ্বেদে এই আখ্যান আবার ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণে এই গল্প আছে। মহাভারতের বনপর্ব্বে গল্প আছে যে ভৃগুর পুত্র চ্যবন নর্ম্মদাতীরে তপ করিতেছিলেন, এবং বল্মীক কীট তাঁহার শরীরের উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, কেবল তাঁহার চক্ষু দুটী দেখা যাইত। শর্য্যাতি রাজার সুকন্যা নাম্নী দুহিতা বল্মীকের মধ্যে দুইটী উজ্জ্বল পদার্থ দেখিয়া একটী কাটি দিয়া খোঁচা দিয়াছিলেন, তাহাতে বৃদ্ধ ঋষি ক্লিষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং রাজা তাঁহার ক্রোধ অপনয়নার্থ সেই কন্যাকে ঋষির সহিত বিবাহ দিলেন। পরে অশ্বিদ্বয় সেই আশ্রমে আসিয়া এরূপ বৃদ্ধ ও জীর্ণ স্বামীর সহিত সুকন্যার বিবাহ হইয়াছে দেখিয়া ঋষিকে পুনরায় যৌবন দান করেন। Kuhn, Max Muller এবং Benfey বলেন যে বার্দ্ধক্যের পর পুনরায় যৌবন প্রাপ্তি কেবল সূর্য্যের অস্তের পর পুনরুদয় সম্বন্ধে একটী উপমা মাত্র, এবং রেভ, বন্দন, পরাবৃজ, ভুজ্যু প্রভৃতি যাহাদের অশ্বিদ্বয় উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া গল্প আছে, সে কেবল এইরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে উপমা মাত্র। Muir এমত সমর্থন করেন না।

বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলে, এবং তৎপরে তাহাকে কন্যা দস্যুদের পা
করিয়া দিয়াছিলে।

১১। হে নেতৃ নাসত্যদ্বয়! তোমাদের সেই ইষ্ট বরণীয় কার্য্য
আমাদের প্রশংসনীয় ও আরাধ্য, যে তোমরা জানিতে পারিয়া সেই গু
ধনের ন্যায় লুকায়িত বন্দন ঋষিকে (পিপাসিত পথিকদিগের) দ্রষ্ট
(কূপ) হইতে উঠাইয়াছিলে(১৬)।

১২। হে নেতৃদ্বয়! যেমন মেঘগর্জ্জন (আসন্ন) বৃষ্টি প্রকটিত ক
আমি ধন লাভার্থ তোমাদের সেই উগ্র কর্ম্ম সেইরূপে প্রকটিত করিতে
যে অথর্বার পুত্র দধীচি (ঋষি) অশ্বমস্তক ধারণ করিয়া তোমাদিগকে এ
মধুবিদ্যা শিখাইয়াছিল(১৭)।

১৩। হে বহু লো... নাসত্যদ্বয়! তোমরা (অভিমত ফ
প্রদানের) কর্ত্তা; বুদ্ধি... (বধ্রিমতী) পূজনীয় স্তোত্রদ্বারা তোমাদিগকে
বার২ ডাকিয়াছিল; ... যেরূপ শিষ্যকের কথা শুনে, তোমরা সেইরূপ
বধ্রিমতির সেই ... শুনিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়! তাহাকে হিরণ্যহস্ত
(নামক পুত্র) দিয়াছিলে(১৮)।

---

(১৬) বন্দন নামে এক জন ঋষি ছিলেন। তিনি অসুর দিগের কর্তৃক একটি কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া তথা হইতে উঠিতে না পারিয়া অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিলেন অশ্বিদ্বয় তাহাকে উঠাইয়াছিলেন। সায়ণ।

(১৭) ইন্দ্র দধীচিকে প্রবর্গ্যবিদ্যা ও মধুবিদ্যা উপদেশ দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন "যদি এই বিদ্যা অন্য কাহাকেও বল তবে তোমার শিরশ্ছেদন করিব।" অশ্বিদ্বয় দধীচের মস্তক ছেদন করিয়া তাহা অন্য স্থানে রাখিয়া তাহাকে অশ্বের মাথা পরাইয়া দিলেন। এইরূপে অশ্বিদ্বয় প্রবর্গ্য বিষয় অর্থাৎ ঋক সাম ও যজুঃ এবং মধুবিদ্যা অর্থাৎ প্রতিপাদক ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র এই বিষয় জানিতে পারিয়া তাহার সেই অশ্বের মাথা বজ্রদ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন অশ্বিদ্বয় তাহাকে পুনরায় তাহার নিজের মানুষের মাথা পরাইয়া দিলেন। সায়ণ। দধীচির পৌরাণিক আর একটী গল্প সকলেই জানেন। আত্মত্যাগী দধীচি আপনার অস্থি ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন, এবং সেই অস্থি দ্বারা বজ্র প্রস্তুত করিয়া ইন্দ্র বৃত্রকে সংহার করেন। ৮৪ সূক্তের ১৩ ঋকের টীকা দেখ।

(১৮) কোন এক রাজর্ষির বধ্রিমতী নাম্নী পুত্রী ছিল, তাহার স্বামী নপুংসক। বধ্রিমতী পুত্র লাভের জন্য অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করিয়াছিলেন, এবং অশ্বিদ্বয় সেই আহ্বান শুনিয়া আসিয়া তাহাকে হিরণ্যহস্ত নামক পুত্র প্রদান করেন। সায়ণ।

১৪। হে নেতৃ নাসত্যদ্বয়! তোমরা বৃকের মুখ হইতে [illegible] ছাড়াইয়া দিয়াছিলে(১৯)। হে বহু লোকের পালক! তোমরা [illegible] পরায়ণ স্তোত্রীকে (প্রকৃত জ্ঞান) দর্শন করিতে দিয়াছ।

১৫। খেলের (স্ত্রী বিশ্‌পলার) একটী পা, পক্ষীর একটী পাখার ন্যায় যুদ্ধে ছিন্ন হইয়াছিল(২০); হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা রাত্রি যোগে(২১) সদ্যই বিশ্‌পলাকে গমনের জন্য এবং (শত্রু) ন্যস্ত ধন লাভার্থে লৌহময় জঙ্ঘা পরাইয়া দিয়াছিলে।

১৬। যে ঋজ্রাশ্ব বৃকীকে শত মেষ খণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাকে তাহার পিতা দৃষ্টিহীন করিয়াছিল(২২); হে ভিষজ দস্রনাসত্যদ্বয়!

---

(১৯) সায়ণ এই ঋকের শেষার্দ্ধের অর্থ [illegible]। বর্ত্তিকা চড়াই পাখী (চটক) সদৃশ প[illegible]। অরণ্যের একটী বৃক [illegible] পুরাকালে তাহা ধরিয়াছিল [illegible] অশ্বিদ্বয় তাহাকে ছাড়াইয়া দিয়াছিলেন [illegible]। কিন্তু যাস্ক ইহার অন্য অর্থ করেন। বারং প্রত্যাবর্ত্তন করে সেই [illegible]র্ত্তিকা" অর্থাৎ উষা। আলোক দ্বারা জগৎকে আবরণ করে সেই "বৃক" অর্থাৎ সূর্য্য। সেই সূর্য্য উষার পশ্চাতে আসিয়া, অর্থাৎ উষার পর উদয় হইয়া [illegible] ধরেন। অশ্বিদ্বয় উষাকে ছাড়াইয়া দেন। Max Muller যাস্কের অর্থ [illegible] করিয়াছেন, এবং গ্রীক ধর্ম্মাখ্যানে এই গল্প ও এই বর্ত্তিকার নাম দেখাইয়া[illegible]ছেন। "The island in which they (Apollo and Artemis, *i.e.*, dawn [illegible] night,) are fabled to have been born is *Ortigia*. . . . *Ortigia*, th[illegible]h localised afterwards in different places, is the dawn or the dawn land. Ortygia is derived from *ortyx*, a quail. The quail in Sanscrit is called *Vartika*, *i.e.*, the returning bird, one of the first birds which return with the return of the spring. The same name is given in the Veda to one of the many beings delivered or revived by the Asvins, *i.e.*, by day and night; and I believe Vartika, the returning, is again one of the many names of the dawn."—*Science of Language* (1882), vol. II, p. 553.

(২০) খেল নামক এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পুরোহিত অগস্ত্য। খেলের স্ত্রী বিশ্‌পলা; কোন যুদ্ধে শত্রুদিগের দ্বারা সেই বিশ্‌পলার একটী পা ছিন্ন হইয়াছিল। অগস্ত্য অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করাতে অশ্বিদ্বয় রাত্রিতে আসিয়া বিশ্‌পলাকে লৌহের পা করিয়া দিলেন। সায়ণ।

(২১) মূলে "পরিতক্ম্যায়াং" আছে। "পরিতক্ম্যা রাত্রিঃ পরিত এনাং তক্তি।" যাস্ক। নিরুক্ত ১১।২৫।

(২২) বৃষাগিরের পুত্র ঋজ্রাশ্ব নামক একজন রাজর্ষি ছিলেন। অশ্বিদ্বয়ের বাহন গর্দ্দভ তাঁহার নিকট বৃকী (নেকড়ে বাঘিনী) হইয়াছিল। ঋজ্রাশ্ব তাহাকে

চক্ষুদ্বয় দর্শনে অসমর্থ হইয়াছিল(২৩), তোমরা তাহার সেই চক্ষুদ্বয় দর্শন সমর্থ করিয়াছিলে।

১৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের শীঘ্রগামী অশ্ব থাকায় সূর্য্যের দুহিতা বিজিত হইয়া তোমাদের রথে আরোহণ করিলেন(২৪); সে রথ কার্ম্মের ন্যায়(২৫) সকল দেবগণ হৃদয়ের সহিত ইহা অনুমোদন করিলেন; হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা সম্পদ প্রাপ্ত হইলে।

১৮। হে অশ্বিদ্বয়! দিবোদাস (নামক রাজর্ষি)(২৬), হব্যের অন্ন প্রদান করিয়া তোমাকে আহ্বান করিলে যখন তোমরা তাহার গৃহে গিয়াছিলে, তখন তোমাদের সেব্য রথ ধনযুক্ত অন্ন লইয়া গিয়াছিল, বৃষভ এবং গ্রাহ(২৭) সেই রথে যোগ করিয়াছিলে।

আহারার্থে ১০১ পৌরজনের [illegible] ...২ করিয়া দিয়াছিলেন। পৌরজনের এইরূপ অপকার করাতে ঋজ্রাশ্বের পি[তা] তাঁহাকে নেত্রহীন কর[েন।] তোমরা [অ]নি অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিলেন, এবং তাঁহা[রা] [রাস]ভের বাহনের জন্য ঋজ্রা[শ্বে]র অন্ধতা হইয়াছে জানিয়া, তাঁহাকে পুনরায় [চক্ষু প্রদা]ন করিলেন। সায়ণ।

(২৩) মূলে "অনর্বন্‌" শব্দ আছে। "অনর্বনী দ্রষ্টব্যং প্রতি পিতৃশাপাৎ গমনরহিতে।" সায়ণ।

(২৪) সবিতা সূর্য্য[ানাম]ী আপন দুহিতাকে সোম রাজাকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। [সকল] দেবই সেই সূর্য্যাকে অভিলাষ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা পরস্পর বলিলে[ন আ]মরা আদিত্য পর্য্যন্ত দৌড়াইব। আমাদিগের মধ্যে যে জয়লাভ করিবেন, সূ[র্য্যা] তাঁহারই হইবেন। অশ্বিদ্বয় জয়লাভ করিলেন এবং তাঁহারাই সূর্য্যাকে জয় [কর]িয়া রথে উঠাইলেন। সায়ণ।

আমরা জানি বেদে সোম অর্থ সোমরস। তবে তাহার সহিত সূর্য্যের দুহিতার বিবাহের প্রকৃত মৌলিক অর্থ কি? ঋগ্বেদের ৯ মণ্ডলের ১ সূক্তের ৬ ঋক্‌ হইতে আমরা ইহা কিছু অনুভব করিতে পারি। "পুনাতিতে পরিস্রুতং সোমং সূর্য্যস্য দুহিতা।" অর্থাৎ "সূর্য্যের দুহিতা পরিস্রুত সোমকে বিশুদ্ধ করেন" সূর্য্যকিরণে সোমরস মাদকতা (Fermentation) প্রাপ্ত হয় এই কি সূর্য্যার সোমের সহিত বিবাহের উপাখ্যানের প্রকৃত উৎপত্তি?

(২৫) মূলে "কার্ম্মেব" আছে। "কার্ম্ম শব্দ কাষ্ঠবাচি। যথা কাষ্ঠং আজিধাবনস্য অবধিভূতা নির্দ্দিষ্টং লক্ষ্যং আশুগামী কশ্চিৎ সর্ব্বেভ্যঃ ধাবদ্ভ্যঃ পূর্ব্বং প্রাপ্নোতি।" সায়ণ। ঘোড়দৌড়ের সময় যে নির্দ্দিষ্ট কাষ্ঠ খণ্ডের নিকট প্রথমে পঁহুছিতে পারিলে জয় হয়, সেই নির্দ্দিষ্ট কাষ্ঠ খণ্ডের নাম কার্ম্ম।

(২৬) দিবোদাস সম্বন্ধে ৫১ সূক্তের ৬ ঋক্‌ ও ৬৩ সূক্তের ৮ ঋক্‌ দেখ।

(২৭) মূলে "শিংশুমারঃ" আছে। অর্থ "গ্রাহঃ।" সায়ণ। কিন্তু Wilson বলেন শিংশুমার অর্থ শুশুক, "the Gangetic porpoise." বৃষভ ও গ্রাহ পরস্পর বিরোধী হইলেও অশ্বিদ্বয় নিজের সামর্থ প্রদর্শনার্থ তাহাদিগকে একত্রে যোগ করিয়াছিলেন। সায়ণ।

১৯। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা শোভনীয় বলযুক্ত ধন এবং ... হইতে অপত্য ও বীর্য্যযুক্ত অন্ন লইয়া সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া জহ্নু (২৮) ... (মহর্ষির) সন্তানাদির নিকট আসিয়াছিলে। তাহারা হবোর অন্ন প্রদান করিয়াছিল, এবং দৈনিক সোমাভিষবের (প্রাতঃ সবনাদি) তিনটী ভাগ ধারণ করিয়াছিল।

২০। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা জরারহিত। জাহুষ (রাজা) (২৯) সকল দিকে (শত্রুদিগের দ্বারা) বেষ্টিত হইলে, তোমরা স্বকীয় সর্ব্বভেদকারী রথে রাত্রিযোগে তাহাকে সুগম্য পথ দিয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিলে এবং (শত্রু দুরারোহ) পর্ব্বত সমূহে গমন করিয়াছিলে।

২১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা বশ (নামক ঋষিকে) একদিনে সহস্র রমণীয় ধন প্রাপ্তির জন্য রক্ষা করিয়াছিলে ... অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! তোমরা ইন্দ্রের সহিত যুক্ত হইয়া পৃথুশ্রবার (৩০) ... দায়ী শত্রুদিগকে হত করিয়াছিলে।

২২। ঋচৎকের পুত্র শর (নামক স্তোতা) ... পানের জন্য তোমরা কূপের নিম্নদেশ হইতে জল উচ্চে উঠাইয়া ছিলে। হে নাসত্য দ্বয় তোমরা স্বকীয় কার্য্য দ্বারা শ্রান্ত শযু (নামক ঋষির) ... প্রসব শূন্য গাভিকে দুগ্ধবতী করিয়াছিলে।

২৩। হে নাসত্যদ্বয়! কৃষ্ণের পুত্র ঋজুতাপরায়ণ বিশ্বকায় নামক ঋষি তোমাদিগের রক্ষণ ইচ্ছায় স্তুতি করিলে তোমরা স্বকীয় কার্য্য দ্বারা নষ্ট পশুর ন্যায় তাহার বিষ্ণাপু নামক (৩১) বিনষ্ট পুত্রকে পুনরায় দেখিতে দিয়াছিলে।

---

(২৮) পুরাণে জহ্নু একজন চন্দ্রবংশীয় রাজা তাহা সকলেই জানেন।

(২৯) জাহুষ নামে একজন রাজা ছিলেন। সায়ণ।

(৩০) পুরাণে পৃথুশ্রবা বলিয়া একজন রাজার উল্লেখ আছে। সায়ণ বলেন পৃথুশ্রবা নামে একজন কানীন রাজা ছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে পুত্র হইলে কন্যাকালে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাহাকে কানীন পুত্র বলে।

(৩১) এ কৃষ্ণ ও তৎপুত্র বিশ্বকায় ও তাহার পুত্র বিষ্ণাপুকে, তাহার টীকায় কোন বিবরণ নাই। কেবল তাঁহারা ঋষি ছিলেন এই টুকু জানা যায়।

রেভ (রজ্জুদ্বারা) বদ্ধ হইয়া এবং (শত্রুদ্বারা) হিংসিত হইয়া রাত্রি নয় দিন জলের মধ্যে থাকিয়া জলে বিপ্লুত ও ব্যথাদ্বারা সন্তপ্ত হলে তোমরা তাহাকে, হাতা দ্বারা যেরূপ সোমরস উঠায়, সেইরূপে উঠাইয়াছিলে(৩২)।

২৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের (পূর্ব্ব কৃত) কর্ম্ম সকল বর্ণনা করিলাম; আমি যেন শোভনীয় গো ও শোভনীয় বীরযুক্ত হইয়া এ রাষ্ট্রের অধিপতি হই; এবং গৃহস্বামী যেরূপ (নিষ্কণ্টকে) গৃহে প্রবেশ করে, আমিও যেন চক্ষুতে স্পষ্ট দেখিয়া দীর্ঘ আয়ু ভোগ করিয়া বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হই।

---

১১৭ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের চিরন্তন হোতা তোমাদের হর্ষার্থে মধুর সোমের সহিত তোমাদিগের অর্চনা করিতেছে; কুশের উপর হব্য স্থাপন করা হইয়াছে, স্তুতি (ঋত্বিকদিগেরদ্বারা) স্তুতি ও প্রস্তুত হইয়াছে; হে নাসত্যদ্বয়! অন্ন লইয়া নিকটে আইস।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের যে মনের অপেক্ষা ও বেগবান্ ও শোভনীয় অশ্বযুক্ত রথ সমস্ত প্রজাবর্গের সম্মুখে গমন করে, এবং যে রথে তোমরা শুভকর্ম্মা লোকের গৃহে গমন কর, হে নেতৃদ্বয়! সেই রথে আমাদিগের গৃহে আইস।

৩। হে নেতৃদ্বয়! হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! তোমরা (শত্রুদিগকে) হিংসা করিয়া এবং সেই ক্লেশদায়ি দস্যুর মায়া আনুপূর্ব্বিক নিবারণ

---

(৩২) পূর্ব্ব কালে অসুরেরা রেভ ঋষিকে দড়ী দ্বারা বাঁধিয়া এক দিন সায়ংকালে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তিনি দশ রাত্রি নয় দিবস অশ্বি দ্বয়কে স্তব করিয়া কূপের মধ্যে সেই রূপেই ছিলেন। দশম দিনের প্রাতে অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে কূপ হইতে উঠাইয়া ছিলেন। সায়ণ।

করিয়া পঞ্চশ্রেণীবারা পূজিত(১) অত্রি ঋষিকে পাপ তুষানল হইতে সন্তানাদির সহিত যুক্ত করিয়াছিলে(২)।

৪। হে নেতৃদ্বয়! হে অভীষ্টবর্ষী অশ্বিদ্বয়! দুর্দ্দমনীয় (অসুর-দিগের দ্বারা জলে নিগূঢ় রেভ ঋষিকে তোমরা (উঠাইয়া) পীড়িত অশ্বের ন্যায় তাহার বিনষ্ট অবয়ব তোমাদের ভৈষজ কর্ম্মদ্বারা শোধন করিয়াছিলে(৩); তোমাদের পূর্ব্বের কর্ম্ম সমূহ জীর্ণ হয় নাই।

৫। হে দস্র অশ্বিদ্বয়! পৃথিবীর উপরে (সুষুপ্ত মনুষ্যের) ন্যায়(৪), অন্ধকারের ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত সূর্য্যের শোভনীয় দীপ্তিমান্ আভরণের ন্যায়, দর্শনীয় সেই কূপে প্রক্ষিপ্ত বন্দন ঋষিকে তোমরাই উঠাইয়া-ছিলে।

৬। হে নেতৃ নাসত্যদ্বয়! প্রজ্র কুলোৎপন্ন কক্ষীবান্ (অর্থাৎ আমি) অভীষ্ট দ্রব্যের প্রাপ্তির জন্য তোমাদের সেই কর্ম্ম ঘোষণা করিব, যে হেতু তোমরা শীঘ্রগামী অশ্বের খুর হইতে নির্গত মধু (সুরা) দ্বারা লোকের শত কুম্ভ পূরণ করিয়া দিয়াছিলে(৫)।

---

(১) মূলে "পাঞ্চজন্যং" আছে। "নিষাদ প[illegible]শ্চত্বারঃ বর্ণা পঞ্চজনাঃ তেষু ভবং। স্বভানুনা গৃহীতমমুং সূর্য্যং মোচয়[illegible] সর্ব্বেষাং হিতাচরণাৎ তত্রভব ইত্যুচ্যতে।" সায়ণ। চারি বর্ণ সম্বন্ধে ৭ সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখ।

(২) অত্রি সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ৮ ঋকের টীকা দেখ। মূলে "গণেন" শব্দ আছে তাহার অর্থ "ইন্দ্রিয় বর্গেণ পুত্র পৌত্রাদি গণেন বা।" সায়ণ।

(৩) রেভ ঋষি সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ৩৩ ঋকের টীকা দেখ।

(৪) মূলে "সুষুপ্বাংসং নির্ঋতে রুপস্থে" আছে। সায়ণ "নির্ঋতি" অর্থ এখানে পৃথিবী করিয়াছেন। "নির্ঋতেঃ পৃথিব্যা উপস্থেউৎসঙ্গে সুষুপ্বাংসং সুপ্ত-বন্তং পুরুষং ইব।" সায়ণ। কিন্তু নির্ঋতির সাধারণ অর্থ পাপ, ২৪ সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখ। "পৃথিবীর উপর সুষুপ্ত মনুষ্যের ন্যায়" এ উপমা টা তত ভাল বোধ হয় না। বেদার্থযত্ন নির্ঋতি অর্থে মৃত্যু করিয়া এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন "Like a man lying asleep on the lap of death; like the sun dwelling in the midst of darkness; like brilliant gold buried under the earth,—you raised Vandana, O mighty Asvins, and made him shine. বন্দন ঋষি সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

(৫) ১১৬ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ।

৭। হে নেতৃদ্বয়! কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বকায় তোমাদিগকে স্তব করিলে তোমরা তাহাকে (তাহার বিনষ্ট পুত্র) বিষ্ণাপু আনিয়া দিয়াছিলে(৬)। হে অশ্বিদ্বয়! গৃহে পিতৃ সমীপে স্থিতা জরাগ্রস্তা ঘোষাকে তোমরা পতি প্রদান করিয়াছিল(৭)।

৮। হে অশ্বীদ্বয়! তোমরা শ্যাবকে(৮) দীপ্তিমতী স্ত্রী দিয়াছিলে; কণ্ব দৃষ্টি না থাকাতে চলিতে পারিতেন না, তোমরা তাঁহাকে চক্ষু দিয়াছিলে(৯) হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! তোমাদের সেই কার্য্য প্রশংসনীয় যে তোমরা নৃষদ পুত্রকে শ্রবণেন্দ্রিয় দান করিয়াছিলে(১০)।

৯। হে বহুরূপধারী অশ্বিদ্বয়! তোমরা পেদুকে শীঘ্রগামী অশ্ব দিয়াছিলে; সে অশ্ব সহস্র [illegible] দান করিত, বলবান্, (শত্রুদ্বারা) অপ্রতিহত, শত্রুদিগের হন্তা, স্তুতি ভা[illegible] (বিপদে) ত্রাণকারী(১১)।

১০। হে দানশীল [illegible]দ্বয়! তোমাদের এই বীর কীর্ত্তিগুলি সকলের জানা উচিত। তোমরা [illegible] বা পৃথিবী রূপে বর্ত্তমান, তোমাদের আহ্লাদ কর ঘোষণীয় মন্ত্র (নিষ্পা[illegible] হইয়াছে)। হে অশ্বিদ্বয়! যখন পজ্র কুলের যজমানেরা তোমাকে আহ্বান করে তখন অন্ন লইয়া আইস, এবং বিদ্বান্‌কে (অর্থাৎ আ[illegible]) বল দাও।

(৬) কৃষ্ণ সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ২৩ ঋকের টীকা দেখ।

(৭) ঘোষা নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী কক্ষীবানের দুহিতা ছিলেন। তিনি কুষ্টরোগগ্রস্তা হওয়াতে, তাঁহাকে কাহারও সহিত বিবাহ না দিয়া পিতৃগৃহেই বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত রাখা হইয়াছিল। পরে অশ্বিদ্বয়ের অনুগ্রহে তিনি কুষ্ঠরোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া পতি লাভ করিয়াছিলেন। সায়ণ।

(৮) "শ্যাবায় কুষ্ঠরোগেণ শ্যাববর্ণায় ঋষয়ে।" সায়ণ। অশ্বিদ্বয় তাহার কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করিয়া দেন সুতরাং তাহার বিবাহ হইল।

(৯) কণ্ব ঋষির অন্ধতা সম্বন্ধে ১১৮ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ।

(১০) নৃষদপুত্র একজন বধির ঋষি ছিলেন। তাঁহার আর কোনও বিবরণ টীকায় নাই, সায়ণ এই ঋকের আর এক প্রকার অর্থ দিয়াছেন—

হে অভীষ্টবর্ষী অশ্বিদ্বয়! তোমাদের কর্ম্ম নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়, যে হেতু নৃষদপুত্র কণ্বের জন্য তোমরা বীণার মহাশব্দ করিয়াছ। কণ্বের অন্ধতা সম্বন্ধে ১১৮ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ।

(১১) পেদু সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখ।

১১। হে পোষণকারী নাসত্যদ্বয়! তোমরা (কুম্ভ) পুত্র (অগস্ত্য) দ্বারা স্তোত্রে স্তুত হইয়া(১২) মেধাবী ভরদ্বাজ ঋষিকে(১৩) অন্নদান করিয়া, অগস্ত্যের দ্বারা যজ্ঞে বর্দ্ধিত হইয়া, বিশ্পলাকে আরোগ্য দান করিয়াছিলে(১৪)।

১২। হে আকাশের পুত্রদ্বয়! অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! কাব্যের স্তুতি শুনিবার জন্য তাহার গৃহাভিমুখে কোথায় যাইতেছ? হিরণ্যপূর্ণ কলসেরন্যায় (কূপে) নিখাত (রেভকে) তোমরা দশম দিনে উঠাইয়াছিলে(১৫)।

১৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা (ভৈষজ্যরূপ) কার্য্যদ্বারা বৃদ্ধ চ্যবনকে পুনরায় যুবা করিয়াছিলে(১৬); হে নাসত্যদ্বয়! সূর্য্যের দুহিতা কান্তির সহিত তোমাদিগের রথে আরোহণ করিয়াছিলেন(১৭)।

১৪। হে দুঃখহারী দ্বয়! তুগ্র তো[illegible]কে পূর্ব্বের স্তোত্র দ্বারা যেরূপ স্তুতি করিত, পরে পুন[illegible]নমায় ধন দ[illegible] সেইরূপ অর্চনা করিত, কারণ তোমরা তাহার পুত্র ভুজ্যু[illegible] অশ্বিদ্বয়! তো[illegible]হইতে গমনশীল নৌকা ও শীঘ্রগতি অশ্বদ্বারা আনিয়া দিয়া[illegible]নশীল অশ্বি[illegible]ছিলে।

১৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা তু[illegible]আনিলে পর সে বিনা-ব্যথায় ও বিনা আয়াসে সমুদ্র পার হইয়া প[illegible]কে আহ্বান করিয়া-ছিল; হে মনোবেগ সম্পন্ন অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! তো[illegible]উৎকৃষ্ট (অশ্ব) যুক্ত রথে তাহাকে নিরাপদে আনিয়াছিলে।

---

(১২) মূলে "সূনোর্মানেন গৃণানা" আছে। "কুম্ভাৎ প্রসূতস্য অগস্ত্যস্য * * * মানেন স্তুতস্য পরিচ্ছেদকেন স্তোত্রেণ গৃণানা স্তূয়মানৌ।" সায়ণ কিন্তু বেদার্থযত্ন বলেন, অগস্ত্যের পিতার নাম মান, অতএব "সূনোর্মানেন" অর্থ মানের পুত্র অগস্ত্যদ্বারা এই রূপ করিয়াছেন।

(১৩) মূলে কেবল "বিপ্রায়" আছে। "বিপ্রায় মেধাবিনে ভরদ্বাজায় ঋষয়ে।" সায়ণ।

(১৪) বিশ্পলা সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ১৫ ঋকের টীকা দেখ।

(১৫) পূর্ব্বকালে (কাব্য) উশনার স্তুতি শুনিতে যাইবার সময় অশ্বিদ্বয় পথে কূপে পতিত রেভকে দেখিয়া তাহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া ছিলেন। সায়ণ। রেভ সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ২৪ ঋকের টীকা দেখ।

(১৬) চ্যবন সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ১০ ঋকের টীকা দেখ।

(১৭) সূর্য্য দুহিতা সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ১৭ ঋকের টীকা দেখ।

(১৮) ভুজ্যু সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ।

১৬। হে অশ্বিদ্বয়! যখন তোমরা বর্তিকাকে বৃকের মুখ হইতে ছাড়াইয়া দিয়াছিলে, তখন সে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিল(১৯) তোমরা জয়শীল (রথ) দ্বারা (জাহুষকে লইয়া) পর্ব্বতের সানুতে গিয়াছিলে(২০) তোমরা বিষাপ্ত(২১), (অসুরের) পুত্রকে বিষ (যুক্ত তীর) দ্বারা হত করিয়াছিলে।

১৭। ঋজ্রাশ্ব বৃকীকে শত মেষ দেওয়ায় তাহার ক্রুদ্ধ পিতা তাহাকে অন্ধ করিলে পর অশ্বিদ্বয় তাহাকে চক্ষু দিয়াছিলেন; তোমরা দেখিবার জন্য অন্ধকে চক্ষু দিয়াছিলে(২২)।

১৮। সেই অন্ধকে (চক্ষু দ্বারা) নিষ্পাদ্য সুখ দিবার (মানসে) বৃকী আহ্বান করিল, "হে অশ্বিদ্বয়! হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! নেতৃদ্বয়! ঋজ্রাশ্ব, তরুণ জারের [illegible] (বিপদে'ম্মী হইয়া,) এক শত এক মেষ খণ্ড করিয়া দিয়াছে।"

১৯। হে অশ্বিদ্বয়! তোমা[illegible] পৃথিবী রক্ষ[illegible]ণকার্য্য সুখের কারণ; হে স্তুতিভাজন! তোমরা [illegible] হইয়াছে)। [illegible] সঙ্গতাবস্থব করিয়াছ; অতএব বহু বুদ্ধিমতী (ঘোষা)(২[illegible]) অশ্বিদ্বয়[illegible]গকে (রোগাপনয়নার্থ) ডাকিয়াছিল। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! [illegible]) -দের রক্ষণকার্য্য সমূহের সহিত আইস।

২০। হে দস্রদ্বয়! তোমরা কৃশ, প্রসব শূন্য, দুগ্ধশূন্য গাভীকে শয়ু ঋষির জন্য দুগ্ধ পূর্ণ করিয়াছিলে। তোমরা নিজকর্ম্মদ্বারা (পুরুমিত্র রাজার) কুমারীকে বিমদ ঋষিকে স্ত্রীরূপে প্রদান করিয়াছিলে(২৪)।

(১৯) ১১৬ সূক্তের ১৪ ঋকের টীকা দেখ।

(২০) ১৬ সূক্তের ২০ ঋকের টীকা দেখ।

(২১) "বিষাপো বিবিধগতি যুক্তস্য এতৎসংজ্ঞস্য অসুরস্য।" সায়ণ। এই ঋকের দ্বিতীয় অন্তের সায়ণ একটী অন্য রূপ অর্থও দিয়াছেন, যথা—জয়শীল রথ দ্বারা তোমরা মেঘের উন্নত প্রদেশে বৃষ্টির জন্য গিয়াছিলে, এবং বিবিধ গতিযুক্ত মেঘের জল সমস্ত জীব জন্তুকে প্রাপ্ত করাইয়াছিলে।

(২২) ১১৬ সূক্তের ১৬ ঋকের টীকা দেখ।

(২৩) এই সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ।

(২৪) ১১৬ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ। মূলে "পুরুমিত্রস্য যোষাং" আছে। "যোষাং কুমারীং।" সায়ণ। Muir যোষা অর্থে স্ত্রী করিয়াছেন।

২১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আর্য্য মনুষ্যের জন্য লাঙ্গল দ্বারা (চাষ করাইয়া), যব বপন করাইয়া, ও অন্নের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া, এবং বজ্রদ্বারা দস্যুকে বধ করিয়া, তাহার(২৫) প্রতি বিস্তীর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছ।

২২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অথর্ব্ব ঋষির পুত্র দধীচি (ঋষির স্কন্ধে) অশ্বের মস্তকে যোজনা করিয়া দিয়াছিলে, তিনি ও সত্য পালন করিয়া ত্বষ্টার নিকট হইতে লব্ধ মধুবিদ্যা তোমাদিগকে শিখাইয়াছিলেন(২৬)। হে দস্রদ্বয়! সেই বিদ্যা তোমাদিগের অপিকক্ষ্য(২৭) রূপ হইয়াছিল।

২৩। হে মেধাবীদ্বয়! আমি সর্ব্বদা তোমাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, তোমরা আমার সমস্ত কর্ম্ম রক্ষা কর। হে নাসত্যদ্বয়! আমাদিগকে বৃহৎ ও অপত্য সমবেত ও প্রশংসনীয় ধন দাও।

২৪। হে দানশীল ও নেতা অশ্বিদ্বয়! তোমরা বধ্রিমতিকে হিরণ্যহস্ত নামক পুত্র দিয়াছিলে(২৮)। হে দানশীল অশ্বিদ্বয়! তোমরা তিনভাগে ছিন্ন শ্যাব (ঋষিকে) জীবিত করিয়াছিলে।

২৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের এই পুরাতন [illegible] মনুষ্যেরা(২৯) কহিয়া গিয়াছে; হে অভীষ্টদাতৃদ্বয়! আ: [illegible] ও তোমাদের স্তোত্র সম্পাদন করিয়া বীর পুত্রাদির দ্বারা যুক্ত হইয়া [illegible] সম্পন্ন করিতেছি।

---

(২৫) সায়ণ "আর্য্য" অর্থ এখানে বিদ্বান্ অর্থাৎ মনু করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থ বোধ হয় আর্য্য জাতি। যব বপনদ্বারা বৃষ্টি পতনদ্বারা ও দস্যু অর্থাৎ অসভ্য জাতিদিগের বিনাশদ্বারা ভারতবর্ষের প্রথম আর্য্যগণ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। Wilson ও Langlois উভয়েই এইরূপ অর্থই করিয়াছেন। "মনুষায়" অর্থ মনুর জন্য, সায়ণ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু "মনুষ" শব্দের সহজ অর্থ মনুষ্য, এবং সেই অর্থই এস্থানে সঙ্গত হয়।

(২৬) ১১৬ সূক্তের ১২ ঋকের টীকা দেখ। সে ঋকে ইন্দ্র বিদ্যা দিয়াছিলেন, এখানে ত্বষ্টা তাহা দিয়াছিলেন, অতএব সায়ণ এই ঋকে ত্বষ্টা অর্থে ইন্দ্র করিয়াছেন।

(২৭) মূলে "অপিকক্ষ্যং" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "ছিন্নস্য যজ্ঞশিরসঃ কক্ষপ্রদেশেন পুনঃ সন্ধানভূতং প্রবর্গ্যবিদ্যাখ্যং রহস্যং।" কিন্তু প্রবর্গ্যবিদ্যার কথা মূলে এঋকেও নাই, ১১৬ সূক্তের ১২ ঋকেও নাই। Wilson "অপিকক্ষ্যং" অর্থ "Ligature of the waist." করিয়াছেন।

(২৮) ১১৬ সূক্তের ৩১ ঋকের টীকা দেখ।

(২৯) "মনুষ্যাঃ মদীয়াঃ পিত্রাদয়ঃ।" সায়ণ।

১১৮ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের শ্যেন পক্ষীর ন্যায় শীঘ্রগামী, সুখক ও ধনযুক্ত রথ আমাদিগের অভিমুখে আগমন করুক; হে অভীষ্টবর্দ্ধিদ্বয় তোমাদের সেই রথ মনুষ্যের মনের ন্যায় বেগবান্, ত্রিবন্ধুর(১) এব বায়ুবেগী।

২। তোমাদের ত্রিবন্ধুর, ত্রিবৃত(২), ত্রিচক্র, ও শোভনীয় গতিরথে আমাদিগের অভিমুখে আইস। হে অশ্বিদ্বয়! আমাদিগের গাভীদিগকে দুগ্ধপূর্ণ কর, আমাদিগের অশ্বদিগকে প্রীত কর, আমাদিগের বী (পুত্রাদিকে) বর্দ্ধন কর।

৩। হে দস্রদ্বয়! তোমাদের শীঘ্রগামী শোভনীয় গতিযুক্ত রথদ্বার আসিয়া পরিচর্য্যারত (স্তোতার) এই শ্লোক শ্রবণ কর। হে অশ্বিদ্বয় পূর্ব্বের মেধাবীগ [illegible] লেন না যে তোমরা স্তোতৃদিগের দারিদ্র্য পরি হারার্থে সর্ব্বদা [illegible] কর?

৪। হে অশ্বিদ্ব[illegible] তোমাদের রথে যুক্ত, শীঘ্রগামী, লক্ষপ্রদানসমর্থ, এবং শ্যেনপক্ষীসদৃ[illegible] শ্বগণ তোমাদিগকে লইয়া আইসুক, হে নাসত্যদ্বয়! জলের ন্যায় শীঘ্রগতি অথবা আকাশবিচারী গৃধ্রের ন্যায় সেই অশ্বগণ তোমাদিগকে হব্যের অন্নের অভিমুখে আনিতেছে।

৫। হে নেতৃদ্বয়! সূর্য্যের যুবতী দুহিতা প্রীত হইয়া তোমাদের এই রথে উঠিয়াছিলেন। তোমাদের পুষ্টাঙ্গ লম্ফপ্রদানসমর্থ, শীঘ্রগামী এবং দীপ্তিমান্ অশ্বসমূহ তোমাদিগকে আমাদের গ্রহের দিকে লইয়া আগমন করুক।

৬। তোমরা স্বকীয় কার্য্যদ্বারা বন্দন ঋষিকে উঠাইয়াছিলে; হে কামবর্দ্ধিদ্বয়! তোমরা স্বকীয় কার্য্য দ্বারা রেভ ঋষিকে উঠাইয়াছিলে।

(১) ৩৪ সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখ এবং ৪৭ সূক্তের ২ ঋক দেখ।

(২) ৩৪ সূক্তের ৯ ও ১২ ঋকের টীকা দেখ।

তোমরা ভুজ্যের পুত্রকে সমুদ্র পার করাইয়া দিয়াছিলে, এবং চ্যবন ঋষিকে পুনরায় যুবা করিয়া দিয়াছিলে।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অবরুদ্ধ অত্রির তপ্ত (অগ্নি) নিবারণ করিয়াছিলে, এবং তাহাকে রসবৎ অন্ন দান করিয়াছিলে। তোমরা স্তুতি গ্রহণ করিয়া অন্ধকারে প্রবিষ্ট কণ্ব ঋষিকে(৩) চক্ষু দান করিয়াছিলে।

৮। হে অশ্বিদয়! পুরাতন শযু ঋষি তোমাদিগকে যাচ্ঞা করিলে তোমরা তাহার (দুগ্ধশূন্য) গাভী দুগ্ধে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলে, তোমরা বর্ত্তিকাকে (বৃকরূপ) পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলে, এবং তোমরা বিশ্‌পলাকে একটী জঙ্ঘা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলে।

৯। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা পেদু রাজাকে শ্বেতবর্ণ অশ্ব দিয়াছিলে, সে অশ্ব ইন্দ্রদত্ত, শত্রুহন্তা, ও সংগ্রামে শব্দ করে, এবং শত্রু পরাজয়ী, উগ্র, ও সহস্র ধনদাতা; সে অশ্ব সেচনসমর্থ ও দৃঢ়াঙ্গ।

১০। হে নেতা, শোভনজন্মা অশ্বিদ্বয়! আমরা ধন যাচ্ঞা করিয়া রক্ষণার্থ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি; আমাদিগের স্তুতি গ্রহণ করিয়া তোমরা ধনযুক্ত রথে আমাদিগকে সুখদান করিয়া আমাদিগের নিকট আইস।

১১। হে নাসত্যদ্বয়! সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া শ্যেন পক্ষীর(৪) নূতন বেগের সহিত আমাদিগের নিকট আইস। হে অশ্বিদ্বয়! হব্য লইয়া আমি নিত্য উষার উদয় কালে তোমাদিগকে আহ্বান করি।

(৩) অসুরগণ কণ্বের ব্রাহ্মণত্ব পরীক্ষার্থ তাঁহাকে একটা অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করাইয়া কহিয়াছিল, "এই স্থানে বসিয়া ঊষা উদিতা হইয়াছেন তাহা উপলব্ধি কর।" অশ্বিগণ ঊষা উদয় হইয়াছে তাহা কণ্বকে জানাইবার জন্য বীণাশব্দ করিয়াছিলেন। অথবা পটলদ্বারা পিহিত দৃষ্টি কণ্বকে চক্ষু দান করিয়াছিলেন। সায়ণ।

(৪) মূলে ৪ ঋকে এবং এই ঋকে মূলে "শ্যেন" শব্দ আছে। সায়ণ তাহার অর্থ "শংসনীয় গতি" করিয়াছেন। Wilson তাহার সহজ "Hawk" অর্থ করিয়াছেন।

১১৯ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! জীবন ধারণার্থ অন্নের জন্য আমি তোমা রথকে আহ্বান করি, সে রথ বহুবিধ গতিযুক্ত, মনের ন্যায় শীঘ্রগা বেগবান্ অশ্বযুক্ত, যজ্ঞভাজন, সহস্র কেতু বিশিষ্ট, বৃষ্টিদাতা, শতধনযু সুখকর, এবং ধনদাতা।

২। সেই রথ গমন করাতে (অশ্বিদ্বয়ের) প্রশংসায় আমাদিগের ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছে; আমাদিগের স্তুতিসমূহ (অশ্বিদ্বয়কে) প্রা হইয়াছে; আমি হব্য মধুর করিতেছি; আমার সহায়ভূত (ঋত্বিকগ আসিতেছে। হে অশ্বি। (সূর্য্যদুহিতা) ঊর্জানী তোমাদিগের রা আরোহণ করিয়াছেন।

৩। যখন যজ্ঞপ্রিয়গণ অসংখ্য জয়শীল মনুষ্য সংগ্রামে ধনের জ পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া একত্র হয়, তখন হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের রথ ভূম্য ভিমুখে আইসে তা শোনা যায়, সেই রথে তোমরা স্তোতার জন্য শ্রে ধন আনয়ন কর।

৪। হে অর্চনীয় ধর্ষীদ্বয়! যে ভুজ্যু (নিজ) অশ্বসমূহ দ্বারা নীত হইয়া (সমুদ্রে) নিমগ্ন হইয়াছিল, তাহাকে তোমরা স্বয়ং সংযোজিত অশ দ্বারা বহন করিয়া তাহার পিত্রাদির নিকট এবং তাহার দূরস্থ গৃহে আনিয়া ছিলে। দিবোদাসকে ও তোমরা যে মহৎ রক্ষণ প্রদান করিয়াছিলে (তাহা আমরা) জানি।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের প্রশংসনীয় অশ্বদ্বয়(১) তোমাদিগের সংযোজিত রথকে তাহার সীমাভূত (আদিত্য) পর্য্যন্ত (সকল দেবগণের পূর্ব্বেই) লইয়া গিয়াছিল; কুমারী (সূর্য্যা) এইরূপে বিজিত হইয়া সখ্যতা হেতু আসিয়া "তোমরা আমার পতি" এই বলিয়া তোমাদের পতিত্ব স্বীকার করিলেন।

---

(১) মূলে "বাণী" আছে। অর্থাৎ "বনো নিয়ো প্রশস্যো অশ্বৌ।" সায়ণ।

৬। তোমরা রেভকে চতুর্দ্দিকে উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়াছিলে; তোমরা অত্রির জন্য হিমদ্বারা অগ্নি নিবারণ করিয়াছিলে; তোমরা শয়ুর গাভীতে দুগ্ধ দিয়াছিলে, তোমরা বন্দনকে দীর্ঘ আয়ুদ্বারা বর্দ্ধিত করিয়াছিলে।

৭। (জীর্ণ) রথকে (শিল্পী) যে রূপ (নূতন করে) হে নিপুণ অশ্বিদ্বয়! তোমরা সেইরূপ বার্দ্ধক্য পীড়িত বন্দনকে পুনর্ব্বার যুবা করিয়াছিলে। (গর্ভস্থ বামদেব)(২) তোমাদিগকে স্তুতি করিলে তোমরা সেই মেধাবীকে গর্ভ হইতে জন্মদান করিয়াছিলে। তোমাদিগের রক্ষণকার্য্য এই পরিচর্য্যা-রত যজমানের সম্বন্ধে (পরিণত হউক)।

৮। (ভুজ্যুর) নিজ পিতা তাহাকে পরিত্যাগ করিলে সে দূর দেশে পীড়িত হইয়া তোমাদের কৃপা প্রার্থনা করিলে তোমরা তাহার নিকট গিয়াছিলে, সুতরাং তোমাদের শোভনীয় গতি ও বিচিত্র রক্ষণ কার্য্য সকলেই নিকটে পাইতে ইচ্ছা করে।

৯। তোমরা মধুযুক্ত; সেই মক্ষিকা তোমাদিগের স্তুতি করিয়াছে, উশিজপুত্র (অর্থাৎ আমি কক্ষীবান্) তোমাদিগকে সোমপানে হর্ষলাভার্থ আহ্বান করিতেছি। তোমরা দধীচি ঋষির মন [illegible] করিয়াছিলে, তাহার অশ্বের মস্তক তোমাদিগকে (মধুবিদ্যা) প্রদান করিয়াছিলেন।

১০। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা পেদুকে বহুলোকের বাঞ্ছিত এবং স্পর্দ্ধী-দিগের পরাজয়ী শুভ্রবর্ণ অশ্ব দিয়াছিলে; সে অশ্ব যুদ্ধপরায়ণ, দীপ্তিমান্, যুদ্ধে অপরাজিত, সকল কার্য্যে সংযোজ্য, এবং ইন্দ্রের ন্যায় মনুষ্য বিজয়ী।

---

(২) গর্ভস্থ বামদেব অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিয়াছিল, তাহাতে অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে জন্ম দিয়াছিলেন, ইহা ভিন্ন আর কোন ও বিবরণ সায়ণের ব্যাখ্যায় নাই।

১২০ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! কোন্ স্তুতি তোমাদিগকে পরিতুষ্ট (করিতে সমর্থ)? কে তোমাদের উভয়কে প্রীত করিতে (সমর্থ)? অনভিজ্ঞ এ জন কিরূপে তোমাদিগের পরিচর্য্যা করিবে?

২। এই রূপে অজ্ঞ লোক সেই সর্ব্বজ্ঞদ্বয়কে (পরিচর্য্যার উপায় রূপ পথ জিজ্ঞাসা করে; (অশ্বিদ্বয়) ভিন্ন সকলেই অজ্ঞ। শত্রু দ্বারা অনাক্রা সেই অশ্বিদ্বয়) শীঘ্রই মনুষ্য (অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন)।

৩। হে সর্ব্বজ্ঞদ্বয়! আমি তোমাদিগকে আহ্বান করি; তোমরা অভিজ্ঞ, আমাদিগকে অদ্য মননীয় স্তোত্র উপদেশ কর। আমরা তাহা সংযোগ করিয়া হব্য প্র ন করিয়া, স্তুতি করি।

৪। আমি তো দিগকেই জিজ্ঞাসা করি, অপরিপক্কমতি দিগকে(১) জিজ্ঞাসা করি না। দস্রদ্বয়! বষটকারের(২) সহিত অগ্নিতে প্রদত্ত এবং অদ্ভুত ও পুষ্টি (সোমরস) পান কর; আমাদিগকে প্রৌঢ় বল প্রদান কর।

৫। তোমাদের যে স্তুতি ঘোষার পুত্র (সুহস্তি ঋষি) ও ভৃগু (দ্বারা উচ্চারিত হইয়া) শোভা পাইয়াছিল সেই স্তুতি দ্বারা বজ্র বংশীয় ঋষি (অর্থাৎ আমি কক্ষীবান্) তোমাদিগের অর্চ্চনা করিতেছে। অতএব এই স্তুতিজ্ঞ (অর্থাৎ আমি কক্ষীবান্ ও) অন্ন কামনায় (৩) যেন সফলযত্ন হই।

৬। স্খলদ্গতি ঋষির (অর্থাৎ অন্ধ ঋজ্রাশ্বের) স্তোত্র শ্রবণ কর। হে শোভনীয় কর্ম্মের প্রতিপালকদ্বয়! সে আমার ন্যায় স্তুতি করিয়া চক্ষুদ্বয় পাইয়াছিল; (অতএব আমাকেও অভিমত ফল দাও)।

(১) মূলে "পাক্যান্" আছে। "পক্তব্য প্রজ্ঞানান্।" সায়ণ।

(২) যজ্ঞের শেষে বষট্ শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়।

(৩) মূলে "ইষয়ুঃন" আছে "ইষং অন্নং আত্মনঃ কাময়মানঃ।" সায়ণ। কিন্তু বেনফি বলেন ইষয়ু একজন ঋষির নাম, "ইষয়ুর্ন" অর্থে ইষয়ুর ন্যায়।

৭। তোমরা মহৎ ধন দান করিয়াছ, এবং তাহা পুনর্ব্বার লোপ করিয়াছ। হে গৃহদাতৃদ্বয়! তোমরা আমাদিগের রক্ষক হও, পাপ বৃক (তস্কর) হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

৮। কোনও শত্রুর অভিমুখে আমাদিগকে অর্পণ করিও না; আমাদিগের গৃহ হইতে দুগ্ধবতী(৪) গাভীসমূহ যেন বৎস হইতে পৃথক হইয়া কোন অগম্য স্থানে যায় না।

৯। যাহারা তোমাদের উদ্দেশে স্তুতি সংযোগ করে তাহারা মিত্র-দিগের ধারণার্থ ধন প্রাপ্ত হয়, আমাদিগকেও অন্নযুক্ত ধন প্রদান কর, এবং ধেনুযুক্ত অন্ন প্রদান কর।

১০। আমি অন্নদাতা অশ্বিদ্বয়ের [illegible] রহিত রথ পাইয়াছি(৫); তাহা দ্বারা আমি অনেক (লাভ) কামনা করি[illegible]

১১। হে ধনপূর্ণ রথ! আমি এই (সম্মু[illegible]াছি) আমাকে সমৃদ্ধ কর। অশ্বিদ্বয় সেই সুখকর রথ স্তোতৃদিগের [illegible]মপান স্থানে লইয়া যান।

১২। আমি (প্রভাতে) স্বপ্ন ঘৃণা করি; [illegible] ধনবান্ লোক পরকে প্রতিপালন করে না তাহাকেও ঘৃণা করি; উভ[illegible]ত্রি নাশ প্রাপ্ত হয়।

(৪) মূলে "স্তনাভুজঃ" আছে। "স্তনৈর্ব্বৎসান্ মনুষ্যাংশ্চ পালয়ন্তঃ।" সায়ণ।

(৫) অশ্বরহিত হইলেও অশ্বিদ্বয়ের সামর্থ্যে গমনশীল রথ। সায়ণ।

১২১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি।

১। মনুষ্যদিগের পালন কর্ত্তা ও গাভীরূপ ধনদাতা ইন্দ্র কবে দেবাকাঙ্ক্ষী অঙ্গিরাদিগের এই স্তুতিসমূহ শ্রবণ করিবেন? যখন তিনি গৃহপতি (যজমানের) লোকদিগকে (অর্থাৎ ঋত্বিকদিগকে) সম্মুখে দেখেন তখন যজ্ঞে যজনীয় হইয়া তিনি প্রভূত উৎসাহ পূর্ণ হয়েন।

২। তিনি আকাশকে স্থিরভাবে ধারণ করিয়াছেন, তিনি (অসুরাপহৃত) গো সমূহের(১) নেতা, তিনি বিস্তীর্ণ প্রভাযুক্ত হইয়া(২) (সকল প্রাণীর) সেবনীয় [illegible] জীবনধারক (বৃষ্টিজল) খাদ্যের জন্য প্রেরণ করেন। মহৎ [illegible] রূপ ইন্দ্র) আপন দুহিতা উষার পর প্রকাশ হয়েন(৩)। তিনি অ[illegible] স্ত্রীকে গোর মাতা করিয়াছিলেন(৪)।

৩। তিনি অক[illegible] (উষাকে) রঞ্জিত করিয়া (আমাদিগের উচ্চারিত) পুরাতন আহ্বা[illegible] (মন্ত্র) শ্রবণ করুন; তিনি প্রতিদিন অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন মনুষ্যদি[illegible] ধন প্রেরণ করেন। তিনি হননশীল বজ্র নির্ম্মাণ

---

(১) মূলে "নরো [illegible]" আছে। "পণিভিরপহৃতস্য গোসমূহস্য * * * কিরণ সমূহস্য বা নরো নেতা।" সায়ণ।

(২) মূলে "ঋভ্বা" শব্দ আছে। "সূর্য্যাত্মনা উরু বিস্তীর্ণং ভাসমানঃ।" সায়ণ এই স্থানে ইন্দ্রকে সূর্য্যরূপে স্তুতি করা হইয়াছে। সূর্য্য বা সূর্য্যকিরণকেই ঋভু বলিয়া উপাসনা করা হইত তাহা আমরা ২০ সূক্তের ১ ঋকের টীকায় দেখিয়াছি।

(৩) এ অংশটী মূলে এইরূপ আছে "অনুস্বজাং মহিষশ্চক্ষত ব্রাং।" "মহিষঃ" অর্থ "মহান সূর্য্যরূপী ইন্দ্রঃ।" সায়ণ। "স্বজাং ব্রাং" অর্থ আপন কন্যা রাত্রি বা উষা যথা "বিণোতি তমসা সর্ব্বং আচ্ছাদয়তি ইতি ব্রা রাত্রিঃ। যদ্বা প্রকাশেন বৃণোতি ইতি ব্রা উষাঃ।" সায়ণ। "অনুচক্ষত" অর্থ পশ্চাৎ পশ্যতি প্রকাশতে।" সায়ণ।

(৪) একদা ইন্দ্র লীলা খেলার জন্য অশ্বী হইতে গাভী উৎপন্ন করিয়াছিলেন। সায়ণ। এ গল্পের প্রকৃত মূল কি? কিরণকে অশ্ব ও গো উভয়ের সহিতই বেদে সর্ব্বদা তুলনা করা হইয়াছে, তাহা হইতেই বোধ হয় এই গল্পের উৎপত্তি। ইন্দ্রের কিরণ অশ্বরূপ বা গোরূপ; তাহা হইতে গল্প হইল ইন্দ্র অশ্বী হইতে গো উৎপন্ন করিয়াছেন। বেদের অনেক প্রকৃতি সম্বন্ধে সরল উপমা হইতে পুরাণের অনেক কুরুচি সম্মত গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

করিয়াছেন, এবং মনুষ্যদিগের ও চতুষ্পদ ও দ্বিপদদিগের হিতের জন্য আকাশ স্থির ভাবে ধারণ করেন।

৪। এই (সোমপানে) হৃষ্ট হইয়া তুমি স্তুতি ভাজন ও (পণি কর্তৃক) রুদ্ধাবৃত গাভীদল যজ্ঞার্থ দান করিয়াছিলে; যখন ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র যুদ্ধে রত হয়েন তখন তিনি মনুষ্যদিগের ক্লেশদাতা (পণি অসুরের) দ্বার খুলিয়া দেন।

৫। তুমি ক্ষিপ্রকারী যখন জগতের পোষণ কর্ত্তা, তোমার পিতা মাতা দ্যৌ ও পৃথিবী তোমাকে সমৃদ্ধিকর ও উৎপাদনশক্তিযুক্ত দুগ্ধ আনিয়া দিয়াছিলেন, যখন তাঁহারা দুগ্ধবতী গাভীসমূহের বিশুদ্ধ ধনবৎ দুগ্ধ(৫) তোমার সম্মুখে দিয়াছিলেন, তখন তুমি পণির দ্বারা খুলিয়া দিয়াছিলে)।

৬। এখন তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন; তিনি উষার সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়াছেন। সেই শত্রুবিজয়ী ইন্দ্র আমাদিগকে হৃষ্ট করুন আমরাও হব্য অর্পণ করিয়া স্তুতি ভাজন সামর ক পাত্রদ্বারা যজ্ঞস্থানে সেচন করিয়া সেই সোম পান করি।

৭। যখন (সূর্য্য কিরণদ্বারা) দীপ্ত মেঘসমূহ জল বর্ষণ করিতে প্রস্তুত হয়, তখন প্রেরণকারী (ইন্দ্র) যজ্ঞের নিমিত্ত বৃষ্টির অবরোধ নিবারণ করেন(৬) (হে ইন্দ্র)! তুমি (সূর্য্যরূপে) উত্তম কর্ম্মের দিনে কিরণ দান কর তখন শকটবাহু ও পশুপালক ও ক্ষিপ্রগামী অজর কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করে)।

৮। যখন (ঋত্বিকগণ) তোমার বর্দ্ধনার্থ মনোহর হর্ষকর বলদায়ী(৭) এবং তোমার উপভোগ্য(৮) সোম হইতে প্রস্তর দ্বারা রস বাহির করে,

(৫) মূলে উভয় স্থলেই "পয়ঃ" আছে, সায়ণ তাহার অর্থ উভয় স্থলেই "হবিঃ" করিয়াছেন, এবং হব্যের উৎপাদন শক্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "হবিষঃ সকাশাৎ হি জগৎ উৎপদ্যতে।" কিন্তু পিতা মাতা সন্তানের জন্য দুগ্ধবতী গাভী হইতে দুগ্ধই আনিয়াছিলেন, এইরূপ অর্থ বোধ হয় সরল ও সঙ্গত।

(৬) সায়ণ এই ঋকের প্রথমার্দ্ধের আর এক প্রকার অর্থই করিয়াছেন। যথা, দীপ্তিমান কুঠার নিজ কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হয়, তখন অধ্বর্য্যু যজ্ঞের (যূপকাষ্ঠে) গো বদ্ধ করিতে পারেন।

(৭) মূলে "গোরজসং।" সায়ণ "গো" অর্থ "বল" করিয়াছেন। "গো শব্দঃ পয়সি বর্ত্ততে। পয়ো বলং।" সায়ণ।

(৮) মূলে "বাজাপ্যং" আছে। বাজেন প্রাপ্তব্যং "বাজযুক্তেন শীঘ্র কারিণা ত্বয়া পাতব্যং।" সায়ণ।

তখন হর্ষকর সোমরসের উপভোক্তা তোমার হরিদ্বর্ণ অশ্বদ্বয়কে এ যজ্ঞে সোমপান করাও। তুমি যুদ্ধনিপুণ, আমাদিগের ধনাপহারী শত্রু দমন কর।

৯। তুমি ঋভু (৯) দ্বারা আকাশ হইতে আনীত, শীঘ্রগামী, লৌহময় বজ্র, ত্বরিতগতি (শুষ্ণ অসুরের) প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিলে; হে বহুলোকের অর্চনা ভাজন! তখন কুৎস ঋষির জন্য তুমি শুষ্ণকে অসংখ্য হননশীল অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিয়া বেষ্টন করিয়াছিলে।

১০। যখন সূর্য্য অন্ধকারের সহিত সংগ্রাম হইতে (মুক্ত হইলেন) তখন হে বজ্র ধারিন! তুমি তাহার মেঘরূপ শত্রুকে (বিনাশ করিয়াছিলে) এবং সেই শুষ্ণের যে বল সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়াছিল এবং সূর্য্যের উপর গ্রথিত হইয়াছিল তাহা তুমি ভগ্ন করিয়াছিলে (১০)।

১১। হে ইন্দ্র! মহৎ বলবান্, ও সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত দ্যাবাপৃথিবী (বৃত্র হনন) কার্য্যে তোমাকে উৎসাহিত করিয়া ছিলেন; তুমি সেই সর্ব্বত্র বর্ত্তমান ও সর্ব্বভুক্ বৃত্রকে (১১) মহৎ বজ্রদ্বারা বহনশীল জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলে।

১২। হে ইন্দ্র! তুমি মনুষ্যের বন্ধু, তুমি যে অশ্বগণকে (১২) রক্ষা কর। সেই বায়ু তুল্য সুসংযুক্ত ও বহনকারী অশ্বে আরোহণ কর। কবির পুত্র (উশনা) (১৩) যে হর্ষকর বজ্র তোমাকে দিয়াছেন, তুমি সেই বৃত্রধ্বংসকারী শত্রুবিনাশী বজ্র তীক্ষ্ণ করিয়াছ।

---

(৯) সায়ণ "ঋভু" অর্থ "ত্বষ্টৃ" করিয়াছেন, কেন না ত্বষ্টাই ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

(১০) অতএব শুষ্ণ অর্থে যে মেঘ, যে মেঘ জল দেয় না, জগৎকে শোষণ করে সেই মেঘ, তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। ইন্দ্র সেই সূর্য্য আবরণকারী মেঘকে ভগ্ন করিয়া বৃষ্টি দান করেন, এবং আকাশে সূর্য্যকে পুনরায় প্রকাশ করিয়া দেন।

(১১) মূলে বরাহশব্দের প্রয়োগ আছে। সায়ণমতে তাহার অর্থ "বরাহারং" উত্তম আহার যুক্ত। আর বেদার্থযত্নমতে উহার অর্থ বরাহ।

(১২) মূলে "নৃন্" আছে, অর্থ "নেতৃন্ অশ্বান্।" সায়ণ।

(১৩) উশনা সম্বন্ধে ৫১ সূক্তের ১০ ঋকের টীকা দেখ।

১৩। হে শূর (রূপ ইন্দ্র)! ঋজিশ্বা নামক [illegible] এতশ(১৪) (নামক অশ্ব) রথের চক্র টানিতেছে। তুমি নবতি নদীর পারে পঁহুছিয়া তথায় যজ্ঞবিহীনদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাও(১৫)।

১৪। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে এই দুর্দ্দমনীয় দারিদ্র্য হইতে উদ্ধার কর, সমীপবর্ত্তী সংগ্রামে পাপ হইতে রক্ষা কর, এবং উন্নত কীর্ত্তি ও সত্যের জন্য আমাদিগকে রথযুক্ত ও অশ্ব প্রমুখ ধন দান কর।

১৫। ধনের জন্য পূজনীয়, (হে ইন্দ্র)! তোমার অনুগ্রহ আমাদিগের নিকট হইতে উঠাইয়া লইও না; অন্ন আমাদিকে পুষ্ট করুক। হে মঘবন্! তুমি ধনপতি, আমাদিগকে গো দাও; আমরা তোমার অর্চ্চনারত, যেন আমরা (পুত্র পৌত্রাদির) সহিত [illegible] প্রাপ্ত হই।

---

(১৪) এতশ ইন্দ্রের একটী অশ্বের নাম। ঐতরেয় [illegible]ণে এতশ একজন ঋষির নাম।

(১৫) "Having driven the unsacrificing m[illegible] the other bank of the ninety rivers, thou didst hurl them into the p[illegible]।" এস্থানেও আদিম বর্ব্বর জাতিদিগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

Reg. No. 6471J—2,000—25-9-85.

ঋগ্বেদ সংহিতা।

মূল সংস্কৃত হ...

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত ...

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ ... পাঠ ...

... এবং,

... ব্যবহ...

... তবহ...

... ব

দ্বিতীয় অষ্টক।

কলিকাতা।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৮৮৬।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

মূল সংস্কৃত হ[illegible]

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত [illegible]

বাঙ্গালা[illegible] পাঠ[illegible]

দ্বিতীয় অষ্টক।

কলিকাতা।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৮৮৬।

ভূমিকা।

দ্বিতীয় অষ্টক প্রকাশিত হইল। [illegible] প্রথম মণ্ডলের শেষ অংশ, দ্বিতীয় মণ্ডল সমুদয়, এবং [illegible] মণ্ডলের প্রথম ছয়টী সূক্ত আছে। প্রথম অষ্টক যে নিয়মানুসারে [illegible] হইয়াছিল, দ্বিতীয় অষ্টকও সেই নিয়মানুসারে অনুবাদিত হ[illegible] এই [illegible] প্রাচীন কালের আচারব্যবহার, ধর্ম্মানুষ্ঠা[illegible] সেই দ্যুলোকের(১) সম্বন্ধে স্থানে স্থানে যে টীকা দিয়াছি[illegible] পাঠ[illegible] কয়েকটী সূচী দেওয়া হইয়াছে।

[illegible] বং দ্বিতীয় অষ্টকের [illegible] ব্যবহৃ[illegible] হইয়াছে।

[illegible] র ব্যবহৃ[illegible] হইয়াছে, যথা—

[illegible] সম্বা[illegible] প্রয়োগ হইয়াছে।

ভাবয়ব্য [illegible] ,, ,,

স্বর্গলোক [illegible] ,, ,,

মিত্র ও বরুণ [illegible] ,, ,,

[illegible] অসুর [illegible] ,, ,,

প্রথম অষ্টকের ভূমিকায় যে সকল [illegible] নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম, [illegible] পাইতেছি তাহা [illegible] কেবল পণ্ডিতবর [illegible] আমাকে এই কার্য্যে [illegible] সহিত যুক্ত [illegible] কথা [illegible] পায়।

কলিকাতা, ২০ বিডন [illegible]

১লা মাঘ, ১২৯২ [illegible]

৯। উষা দিনের প্রথম অংশের আগমনের সময় জানেন। তিনি স্বতোদীপ্তা ও শ্বেতবর্ণা, কৃষ্ণবর্ণ হইতে তাঁহার উদ্ভব। তিনি আদিত্যের ধামে মিশ্রিত হয়েন, কিন্তু তাহা হ্রাস করেন না, বরং তাহার শোভা সম্পাদন করেন।

১০। দেবি! কন্যার ন্যায় শরীরাবয়ব বিকাশ করিয়া তুমি দানশীল ও দীপ্তিমান্ (সূর্য্যের) নিকট গমন কর। (পরে) যুবতীর ন্যায় অত্যন্ত দীপ্তি-বিশিষ্টা হইয়া ঈষৎ হাস্যকরতঃ তাঁহার সম্মুখে বক্ষোদেশ অনাবৃত কর।

১১। মাতা দেহমার্জ্জন করিয়া দিলে কন্যার শরীর যেরূপ উজ্জ্বল হয়, তুমিও সেইরূপ হইয়া দর্শনার্থ আপন শরীর প্রকাশ কর। তুমি ভদ্রা, তুমি অন্ধকারকে দূর করিয়া দাও; অন্য উষা তোমার (কার্য্য) ব্যাপ্ত করিবে না।

১২। অশ্ববিশিষ্টা, [illegible] সর্ব্বকালীনা, ও সূর্য্যরশ্মির সহিত একত্রে প্রবর্ত্তবতী উষা [illegible] কল্যাণকর নাম ধারণ করিয়া নিবৃত্ত হয়েন, আবার আগমন [illegible]।

১৩। সূর্য্যের [illegible] র অনুগমন করতঃ (আমাদিগকে) কল্যাণকর প্রজ্ঞা প্রদান কর, [illegible] তোমাকে আহ্বান করিতেছি। অন্ধকার নিবারণ কর, আমরা (হবি[illegible] ধনযুক্ত, আমাদিগের ধন হউক।

---

১২৪ সূক্ত।

উষাদেবতা। দীর্ঘতমার অপত্য কক্ষীবান্ ঋষি।

১। অগ্নি সমিধ্যমান হইলে উষা অন্ধকার নিবারণ করতঃ সূর্য্যো-দয়ের ন্যায় বহুল জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন। সবিতা আমাদিগকে ব্যব-হারের জন্য দ্বিপদ ও চতুষ্পদবিশিষ্ট ধন প্রদান করুন।

Sayana, perhaps from some text of the Vedas, is much nearer the truth than that of the *Puranas*, being something more than 20,000 miles, and being in fact the equatorial circumference of the earth. Bentley—*Hindu Astronomy*." (Wilson's note.)

(৫) মূলে "ঋত" শব্দ আছে। অর্থ এখানে সূর্য্য। ঋত শব্দ সম্বন্ধে ১ সূক্তের ৮ ঋকের টীকা দেখ।

২। উষা দৈবব্রতের অবিঘ্নকারিণী, মনুষ্যের আয়ুঃকাল ক্ষয়কারিণী, অতীত ও নিত্য উষাগণের সদৃশী, এবং আগামিনী উষাগণের প্রথমা। উষা দ্যুতি লাভ করিয়াছেন।

৩। উষা স্বর্গের দুহিতা। তিনি জ্যোতিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পূর্ব্বদিকে ক্রমে দেখা দেন। সূর্য্যের অভিপ্রায় জানিয়াই যেন তাঁহার পথে সম্যকরূপে পরিভ্রমণ করেন এবং কখন ও দিক সমূহের হিংসা করেন না।

৪। সূর্য্য যেমন নিজ বক্ষঃ আবিষ্কার করেন, এবং নোধাঋষি যেমন আপনার প্রিয়বস্তু আবিষ্কার করিয়া ছিলেন, সেইরূপ উষা আপনাকে আবিষ্কার করিয়াছেন। গৃহিণী(১) জাগরিতা হইয়া যেমন সকলকে জাগরিত করেন, উষাও জগতীজনকে সেইরূপ জাগরিত করেন, উষা অভিসারিকাগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা [illegible] রেন।

৫। উষা বিস্তৃত অন্তরীক্ষের পূর্ব্বভা[illegible] হইয়া দিকসমূহের চৈতন্য সম্পাদন করেন। ই[illegible]তৃস্থানীয় [illegible] থিবীর) উৎসঙ্গে থাকিয়া (আত্মতেজোদ্বারা) উভয়কে পরিপূর্ণ [illegible]র্ণ ও বিশিষ্টরূপে প্রথিত হইয়াছেন।

৬। এই প্রকারেই উষা অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া [illegible] দর্শন করিবার জন্য বিজাতীয় (মনুষ্যাদি) এবং স্বজাতীয় (দেবাদি [illegible]একেও পরিত্যাগ করেন না। প্রকাশবতী উষা নির্ম্মল শরীরে [illegible]ষ্টতর হইয়া ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কিছু হইতেই পরাবৃত্ত হয়েন না।

৭। ভ্রাতৃরহিতা নারী যেমন অভিমুখী হই[illegible] পুরুষের(২) নিকট গমন করে; (গতভর্তৃকা) যেমন ধনলাভার্থ [illegible] আরোহণ করে,(৩)

(১) মূলে "অদ্মসদ্" আছে। অদ্ম অর্থে গৃহ বা খাদ্য, অতএব অদ্মসদ্ অর্থে গৃহিণী বা খাদ্যপাচিকা।

(২) মূলে "পুংসঃ" শব্দ আছে। সায়ণ বলেন উহার অর্থ "পিত্র্যাদিঃ।" "Male relatives."—*Wilson*.

(৩) মূলে "গর্ত্তারুগিব সনয়ে ধনানাং" আছে। অর্থাৎ ধনলাভার্থ গৃহে আরোহণকারীর ন্যায়। গর্ত্ত অর্থে গৃহ। কিন্তু নিরুক্ত অনুসারে গর্ত্ত অর্থে দ্যূতক্রীড়ার স্থান; বিধবার দ্যূতক্রীড়াদ্বারা অর্থলাভ করিবার প্রথা কোনং স্থানে প্রচলিত ছিল।

উষার যৌবন ব্যক্ত করেন। যেরূপ যেরূপ পতি অভিলাষিণী হইয়া সুবস্ত্র পরিধান করতঃ হাস্যদ্বারা দন্ত প্রকাশ করে, উষাও সেইরূপ করে।

৮। স্বসা (রাত্রি) জ্যেষ্ঠ স্বসাকে (উষাকে) উৎপত্তি স্থান (অপর রাত্ররূপ) প্রদান করিয়াছেন, এবং উষাকে জানাইয়া স্বয়ং চলিয়া যাইতেছেন, উষা সূর্য্যকিরণদ্বারা অন্ধকার বিদূরিত করিয়া বিদ্যুৎরাশির ন্যায় জগৎ প্রকাশ করিতেছেন।

৯। এই সকল স্বসৃভাবাপন্ন পুরাতনী উষাগণের মধ্যে প্রথমা অপরার পশ্চাৎ প্রত্যহ গমন করেন। নবীয়সী উষা পুরাতনী উষাসমূহের ন্যায় সুদিন আনয়ন করতঃ আমাদিগকে বহু ধনবিশিষ্ট করিয়া প্রকাশ করুন।

১০। হে ধনবতী ... হবিঃ ... কে জাগরিত কর। পণিগণ অপ্রবুদ্ধ হইয়া নিদ্রা ...)। হে ধনবতি! ধনবান্ যজমানগণকে সমৃদ্ধি প্রদান কর। ... নৃতে! তুমি সর্ব্বপ্রাণিগণকে ক্ষীণ কর, তুমি যজমানকে সমৃদ্ধি ... ।

১১। যুবতী ... র্বদিক হইতে আগমন করিতেছেন, অরুণবর্ণ অশ্বগণকে রথে যো... করিতেছেন। দিবসের সূচনা করিয়া রূপরহিত (অন্তরীক্ষে) অ... বারণ করিতেছেন। অগ্নি গৃহে গৃহে প্রদীপ্ত হইতেছে।

১২। হে ... তোমার উদয় হইলে পক্ষীগণ বসতি স্থান হইতে ঊর্দ্ধে উৎপতিত হ... । অন্ন চেষ্টায় ব্যাপৃত মনুষ্যগণ (উন্মুখহইয়া) গমন করিতেছে, ... হে দেবি! (দেবযজন) গৃহে অবস্থিত হব্যদাতা মনুষ্যের জন্য বহু ধন আনয়ন কর।

১৩। হে স্তোত্রার্হ উষাগণ! তোমরা আমার মন্ত্রদ্বারা স্তুত হও। (আমার সমৃদ্ধি) কামনা করিয়া আমাদিগকে বর্দ্ধিত কর। হে দেবীগণ! তোমার রক্ষালাভ করিয়া আমরা সহস্রসংখ্যক ও শতসংখ্যক ধন লাভ করিব।

---

(৪) পণি অর্থে বণিক। সায়ণ।

১২৫ সূক্ত।

দানদেবতা। দীর্ঘতমার অপত্য কক্ষীবান্ ঋষি।

১। (স্বনয় রাজা) প্রাতঃকালে আসিয়া প্রাতঃকালেই রত্ন আনিয়া রাখিলেন। (কক্ষীবান্) চেতনা পাইয়া রত্ন গ্রহণ করিয়া স্থাপন করিলেন সুবীর (দীর্ঘতমা) সেই রত্নদ্বারা প্রজাও আয়ুবর্দ্ধন করিয়া ধনবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন(১)।

২। তাঁহার অনেক গোধন হউক। ... বহু সুবর্ণবান্ ও বহু অশ্ববান্ হউন। ইন্দ্র তাঁহাকে প্রভূত অন্ন প্রদা... ন। লোকে যেমন বন্ধন রজ্জু দ্বারা পশুপক্ষ্যাদি বন্ধ করে তিনি... প প্রাতঃকালে আসিয়া পদব্রজে আগমনকারীকে ধনদ্বারা আ... ন।

৩। আমি যজ্ঞের ত্রাতা শোভন ক... ব... দেখিবার ইচ্ছা করিয়া) সমৃদ্ধরথে আরোহণ করতঃ অদ্য উপস্থিত ... দীপ্তিশালী মাদক সোমের অভিষুত রস পান কর। বহু বীরপু... কে প্রিয় ও সত্য-...ক্যদ্বারা সমৃদ্ধ কর।

৪। প্রক্রান্ত পয়োধারা, সুখপ্রদা ধেনুগণ য... এবং যজ্ঞ সংকল্প-কারীর নিকটে গিয়া দুগ্ধ প্রদান করিতেছে। ...র হেতুভূত ঘৃত-ধারা, তর্পণকারী ও হিতকারী পুরুষের নিকট চারি...ক হইতে উপস্থিত হইতেছে।

৫। যে ব্যক্তি (দেবতাদিগকে) প্রীত করে সে স্বর্গের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করে, এবং দেবতাদিগের মধ্যে গমন করে। স্যন্দনশীল জল

(১) কক্ষীবান্, অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে গমনকালে পথপার্শ্বে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। স্বনয় রাজা অনুচরবর্গের সহিত তথায় আসিয়া কক্ষীবানের রূপ দেখিয়া তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন এবং আপন দশ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে ১০০ নিষ্ক সুবর্ণ, ১০০ অশ্ব, ১০০ বৃষ, ১০৬০ গাভী ও ১১ রথ প্রদান করিলেন। কক্ষীবান্ গৃহে আসিয়া এই অর্থ সমুদয় পিতাকে অর্পণ করিলেন। সায়ণ। অতএব স্বনয় রাজার দানই এই সূক্তের দেবতা, অর্থাৎ সেই দান সম্বন্ধে এই সূক্ত রচিত হইয়াছে।

তাহার নিকট তেজোবিশিষ্ট সার প্রদান করে। (ভূমিও) শস্যাদি ফল সম্পাদনক্ষম হইয়া তাহার সন্তোষ সাধন করে।

৬। যে ব্যক্তি দক্ষিণা প্রদান করে, এই বিচিত্র (বস্তু সকল) তাহারই হয়। দক্ষিণাপ্রদাতার জন্য দ্যুলোকে সূর্য্য (বিদ্যমান রহিয়াছে)। দক্ষিণা প্রদাতৃগণই জরা মরণ রহিত স্থান প্রাপ্ত হয়। দক্ষিণা প্রদাতৃগণ দীর্ঘ আয়ু লাভ করে।

৭। যাহারা দেবতাদিগকে প্রীত করে, তাহারা দুঃখ এবং পাপ-প্রাপ্ত হয় না। শোভন ব্র[illegible] স্তোতৃগণও জরাগ্রস্ত হয় না। দেবতা-দিগের প্রীতিপ্রদ ও স্তোত[illegible] ভিন্ন অন্য লোককে পাপ আশ্রয় করুক। যাহারা দেবতাদিগকে প্র[illegible] করে শোক তাহাদিগকে প্রাপ্ত হউক।

[illegible] সূক্ত।

[illegible] (২)।

[illegible] ক্ত।

[illegible] নুষ্টুপ্‌ [illegible]

১ হইতে [illegible] ক্ষীবান্ ঋষি, রাজা ভাবয়ব্যের উপলক্ষে।

৬ ঋক [illegible] ঋষি, তাঁহার স্ত্রী লোমশার উপলক্ষে।

৭ ঋক [illegible] ঋষি, তাঁহার স্বামীর উপলক্ষে।

১। সিন্ধুনি[illegible] ভাবয়ব্যের জন্য(১) নিজ বুদ্ধিবলে বহুসংখ্যক স্তোম সম্পাদন ক[illegible] হিংসারহিত রাজা, কীর্ত্তিলাভ কামনায়, আমার জন্য সহস্র সোম য[illegible]র অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

২। অসুর র[illegible] (গ্রহণের জন্য) আমাকে যাচ্ঞা করিবামাত্র আমি কক্ষীবান্ তাঁহার [illegible]ট শত নিষ্ক,(২) শত লক্ষণযুক্ত অশ্ব, ও শত বলীবর্দ্দ গ্রহণ করিলাম। [illegible]জা স্বর্গলোকে শাশ্বতী কীর্ত্তি বিস্তার করিবেন।

৩। স্বনয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত শ্যাববর্ণ অশ্বযুক্ত বধূসমন্বিত দশখানি রথ আমার নিকট উপস্থিত হইল। এক সহস্র ষষ্টিসংখ্যক গাভী উপস্থিত

(১) তৎপুত্রস্য স্বনয়স্য [illegible]। সায়ণ। মূলে "সিন্ধাব অধি" আছে। "Either the river Indus [illegible] the seashore."—*Wilson.*

(২) মূলে "নিষ্ক" শব্দ আছে। সায়ণ তাহার দুই অর্থ করিয়াছেন। (১) আভরণ (২) সুবর্ণ।

হইল। কক্ষীবান্ গ্রহণ করিয়া পর দিনেই তাহা (আপনার পিতাকে) দান করিলেন।

৪। গো সহস্রের সম্মুখে দশখানি রথের চত্বারিংশৎ শোণঘোটক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিল। কক্ষীবানের অনুচরেরা ঘাসাদি খাদ্য সংগ্রহ করতঃ মদস্রাবী সুবর্ণময় আভরণ বিশিষ্ট সতত গতিশীল অশ্বদিগকে মার্জ্জন করিতে লাগিল।

৫। হে বন্ধুগণ! পূর্ব্বের (দান) ... তোমাদিগের জন্য ত্রি ও অষ্ট (অর্থাৎ একাদশ) সংযুক্ত ... গ্রহণ করিয়াছি। এবং বহুমূল্য গো গ্রহণ করিয়াছি। প্রজাসমূহের ... (পরস্পর অনুরাগবিশিষ্ট হইয়া) পজ্রগণ (অর্থাৎ আঙ্গিরাগণ) শকট ... হইয়া কীর্ত্তিলাভের চেষ্টা করুক।

৬। এই সম্ভোগযোগ্যা রমণী ... আলিঙ্গিতা হইয়া সূতবৎসা নকুলীর ন্যায় চিরকাল রমণ করে। ব... তাধুক্তা হইয়া রমণী আমাকে শতবার ভোগ প্রদান করিতেছে।

৭। নিকটে আসিয়া বিশেষরূপে স্পর্শ কর ... মার অঙ্গে লোম অল্প মনে করিও না, আমি গান্ধার দেশীয় ... র লোমপূর্ণা ও পূর্ণাবয়বা (৩)।

১২৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। কৃতবিদ্য বিপ্রের ন্যায় প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, বলের পুত্রস্বরূপ, সকলের নিবাস ভূমিস্বরূপ, এবং অত্যন্ত দানশীল অগ্নিকে আমি হোতা বলিয়া

(৩) "যদ্বা গান্ধারীণাং গর্ভধারিণীনাং স্ত্রীণাং অবিকা অত্যর্থং ভর্গযুক্তী যোনিরিব। তাসাং আপ্রসবং রোমাদি কর্ত্তনস্য শাস্ত্রে নিষিদ্ধত্বাৎ যোনিঃ রোমশা ভবতি।" সায়ণ। এ গান্ধাধার দেশীয় লোমপূর্ণ মেষ কি? কাশ্মীর দেশীয় যে প্রসিদ্ধ ছাগের লোমে শাল প্রস্তুত হয়, এ কি সেই ছাগ জাতি, বা সেইরূপ কোনও জাতি মেষ?

সম্মান করি। যজ্ঞনির্ব্বাহকারী অগ্নি উৎকৃষ্ট দেব পূজা সমর্থ হইয়া, চতুর্দ্দিকে প্রসৃত ঘৃতের দীপ্তি অনুসরণ করিয়া, নিজ শিখাদ্বারা তাহা প্রার্থনা করিতেছেন।

২। হে মেধাবী শুভ্রদীপ্তি অগ্নি! আমরা যজমান, আমরা মনুষ্যদিগের উপকারার্থ মনন সাধন, অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ মন্ত্রদ্বারা আঙ্গিরাগণের জ্যেষ্ঠস্বরূপ তোমাকে আহ্বান করি। সর্ব্বতোগামী সূর্য্যের ন্যায় তুমি যজমানদিগের জন্য দেবতাদিগকে আহ্বান করিয়া থাক। তুমি কেশবৎ আযত জ্বালাবিশিষ্ট ও [illegible]র্ষী। যজমানগণ অভিমত ফলপ্রাপ্তির জন্য তোমাকে প্রীত করুন।

৩। অগ্নি বিশেষ [illegible] বিশিষ্ট জ্বালাদ্বারা বিশেষরূপে দীপ্যমান; তিনি বিদ্রোহীদিগের ছে[illegible] পরশুর ন্যায় বিনাশে অমোঘ; তাঁহার সহিত মিলিত হইলে দৃ[illegible] বস্তু ও জলের ন্যায় শীর্ণ হয়। শত্রু পরাভবকারী ধনুর্দ্ধর যে[illegible]প পলায়ন করে না, অগ্নিও সেইরূপ (শত্রুদিগের) অভিভব কার্য্য হই[illegible]রত হয়েন না।

৪। যেমন [illegible]ন ব্যক্তিকে অর্থদান করা যায়, সেইরূপ অগ্নিকে সারবান্ (হব্য) [illegible]ক্রমে প্রদান করিতেছে। অগ্নি তেজোযুক্ত যজ্ঞাদিদ্বারা আমাদিগের [illegible]দ্ধি (স্বর্গাদি) প্রদান করেন। যজমানেও রক্ষার্থে অগ্নিকে (হব্য) প্রদা[illegible]র করেন। অগ্নি (যজমানদত্ত হব্যে) প্রবেশ করিয়া শিখাদ্বারা উহা ব[illegible]র ন্যায় দহন করেন। অগ্নি কঠিন অন্নাদি নিজশিখাদ্বারা পাক করেন এবং তেজোদ্বারা স্থির দ্রব্য বিনষ্ট করেন।

৫। অগ্নি রাত্রিকালে দিবস হইতেও অধিক দর্শনীয়; অগ্নি দিবসে সম্যক আয়ু শূন্য; আমরা অগ্নির উদ্দেশে বেদিসমীপে হব্য দান করি। (পিতার নিকট) পুত্র যেমন দৃঢ় ও সুখসাধন গৃহ লাভ করে সেইরূপ অগ্নিও অন্ন গ্রহণ করেন। অগ্নি ভক্ত ও অভক্ত বুঝিয়াও উভয়কেই রক্ষা করেন। অগ্নি হব্য ভক্ষণ করিয়া অজর হয়েন।

৬। স্তুত্য অগ্নি মরুৎ বলের ন্যায় প্রভূত ধনিযুক্ত। কর্ম্মবিশিষ্ট উর্ব্বরা ভূমিতে অগ্নির যাগ করা উচিত, সৈন্য (বিজয়ের) জন্য অগ্নির যাগ

করা উচিত। অগ্নি হব্য ভক্ষণ করেন; অগ্নি সর্ব্বত্র দানশীল ও যজ্ঞের কেতুস্বরূপ, এবং সর্ব্বত্র পূজনীয়। যজমানদিগের হর্ষদায়ী ও হর্ষযুক্ত অগ্নির পথ নির্ভয় রাজপথের ন্যায় সুখপ্রাপ্তির জন্য সকল মনুষ্য সেবা করে।

৭। উভয় প্রকার(১) অগ্নির গুণকীর্ত্তনকারী, দীপ্তিশালী, নমস্কার কুশল, ও হব্যদাতা ভৃগু গোত্রোৎপন্ন (মহর্ষি) গণ হবির্দানার্থ (অরণি দ্বারা) অগ্নিমন্থন করিতেছেন এবং স্তব করিতেছেন। প্রদীপ্ত অগ্নি সমস্ত ধনের অধীশ্বর। অগ্নি যজ্ঞবান্, এবং পর্য্যাপ্তরূপে প্রিয়হব্য ভোগ করেন, তিনি মেধাবী এবং (অন্য দেবতাদিগেরও) ভাগ দেন।

৮। সমস্ত যজমানের রক্ষক, এবং অন্য সমস্ত লোকের গৃহ পালক, অবিসংবাদি ফলবিশিষ্ট, স্তুতির বাহক এবং অতিথিবৎ মনুষ্যদিগের পূজনীয় অগ্নিকে ভোগের জন্য আমরা আহ্বান করি। পুত্রগণ যেমন পিতার নিকট গমন করে, সেইরূপ এই সমস্ত দেব[illegible] হব্যের উদ্দেশে অগ্নির নিকট আগমন করেন, ঋত্বিক্‌গণও দেবগণের যা[illegible]কালে অগ্নিকে হব্য প্রদান করেন।

৯। ধন যেমন দেবযজ্ঞার্থে উৎপন্ন হয় [illegible] হে অগ্নি! তুমিও দেবযজ্ঞার্থে উৎপন্ন হও। তুমি নিজবলে শত্রু[illegible] অভিভবিতা এবং অত্যন্ত তেজস্বী। তোমার আনন্দ অত্যন্ত বল[illegible] তোমার ক্রতু অত্যন্ত যশঃপ্রদ। হে অজর, হে ভক্তগণের জরানিব[illegible] অগ্নি! এই জন্যই যজমানেরা দূতের ন্যায় তোমার পরিচর্য্যা করে।

১০। (হে স্তোতৃগণ!) যেহেতু হবিষ্মান্ [illegible]মান এই অগ্নির উদ্দেশে সমস্ত বেদি ভূমিতে বার বার গমন করিতেছেন অতএব তোমাদের স্তোত্র সেই পূজ্য, শত্রুপরাভবকারী, প্রাতঃকালে জাগরণশীল, এবং পশুপ্রদ অগ্নির (প্রীতি উৎপাদনে) সমর্থ হউক। ধনবানের নিকট বন্দী যেমন স্তব করে, সেই রূপ হোতা অগ্রে দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অগ্নিকে স্তব করেন।

(১) মূলে "দ্বিতা" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "শ্রৌতস্মার্ত্ত ভেদেন দ্বিবিধং আগমং। যদ্বা উপলক্ষণমেতৎ। আহবনীয়াদি রূপেণ নানাবিধং। যদ্বা দ্বিধা দ্বিবিধায়ৈহিকামুষ্মিক ফলায় উভয়ায়।"

হে অগ্নি! যদিও তোমাকে নিকটে দীপ্তরূপে দেখিতে পাই, তথাপি তুমি দেবতাদিগের সহিত আহার কর। তুমি শোভন অন্তঃকরণে তোমার অধীনের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া পূজনীয় ধন আহরণ কর। হে বলবান্ অগ্নি! আমাদের জন্য প্রভূত অন্ন প্রদান কর, যেন পৃথিবী দর্শন ও ভোগ করিতে পারি। হে মঘবন্ অগ্নি! স্তোতৃদিগের জন্য সুবীর্য্য ও ধন প্রদান কর। প্রভূত বলবিশিষ্ট হইয়া ক্রুর ব্যক্তি যেরূপ শত্রু নাশ করে, সেইরূপ আমাদের শত্রু বিনাশ কর।

আ… সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। দি…াসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। দেবতাদিগের …হোতা এবং অত্যন্ত যাগশীল এই অগ্নি ফলপ্রার্থীদিগের ব্রত … আপনার ব্রত (হবির্ভোজন) উদ্দেশে মনুষ্য হইতেই উৎপন্ন হয়েন। …মস্ত বিষয় কর্ম্মবান্ অগ্নি বন্ধুকামী ও অন্নাভীলাষী (যজমানের) …নীয়। ভূমিপদে সারভূত বেদিতে, ইলস্পদ প্রদেশে(১) অহিংসি… …গামনিষ্পাদক, ঋত্বিগ্বেষ্টিত, অগ্নি উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

২। আমরা …র সুষ্ঠান ও আজ্যাদিবিশিষ্ট নমস্কারোপলক্ষিত স্তোত্রদ্বারা বহু হব্য…বিশিষ্ট এবং দেবযজ্ঞে যজ্ঞসাধক অগ্নিকে পরিতোষপূর্ব্বক সেবা করি। সেই অগ্নি আমাদের (হব্যরূপ) অন্ন গ্রহণের জন্য শ্রমবান্ হইয়া নাশপ্রাপ্ত হইবেন না। মাতরিশ্বা মনুর জন্য দূর হইতে

(১) মূলে "নিষদং ইলস্পদে পরিবীত ইলস্পদে" আছে। সায়ণ প্রথম "ইলস্পদে" অর্থ "ভূম্যাঃ পদে" করিয়াছেন, এবং দ্বিতীয় "ইলস্পদে" অর্থ করিয়াছেন "ইডা দেবতায়াঃ মনোপুত্র্যাঃ গোরূপায়াঃ . . . পদে পদন্যাস প্রদেশে।" গোরূপা মনুকন্যা ইলা যজ্ঞের প্রথম প্রণয়ন করিয়াছিলেন এরূপ পৌরাণিক কথা আছে, কিন্তু বেদের ইলা সম্বন্ধে ৩১ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ। La… ইলস্পদে অর্থে কেবল যজ্ঞ স্থান করিয়াছেন। "Foyer du sacrifi…

অগ্নিকে আনিয়া দীপ্ত করিয়াছিলেন,(২) (সেইরূপ) দূর হইতে (আমা- দের যজ্ঞশালায় তিনি আইসুন।)

৩। সর্ব্বদা গীয়মান, হবিষ্মান্, অভীষ্টবর্ষী ও সামর্থবান্ অগ্নি শব্দ করিয়া গমন করত সদা পার্থিব (বেদির) চতুর্দ্দিকে শব্দ করিয়া আগমন করিতেছেন। অগ্নিদেব স্তোত্র গ্রহণ করিয়া অক্ষস্থানীয় শিখাদ্বারা চতুর্দ্দিকে প্রকাশমান হইতেছেন। সমুচ্ছ্রিত স্থানীয় অগ্নি উৎকৃষ্ট যজ্ঞে সদা (আগমন করেন)।

৪। শোভনকর্ম্মা ও পুরোহিত ...দিগে... প্রতি যজমানগৃহে আশ্রয়হিত যজ্ঞ জানিতে পারেন; তিনি ক্রতুদ্বারা ... জানিতে পারেন। তিনি কর্ম্মদ্বারা বিবিধ ফলদাতা হইয়া (যজমান...) ...ম ইচ্ছা করেন। তিনি হব্যঃ প্রভৃতি স্পর্শ করেন কেন না তিনি ...চক অতিথিরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। অগ্নি প্রবৃদ্ধ হইলে হব্যদাতা বি... ফলপ্রাপ্ত হয়েন।

৫। মরুৎগণ যেরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য মিশ্রিত ...রেন, এই অগ্নিকে যেরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য দেওয়া যায়, সেইরূপ (যজমানগণ) ...রা অগ্নির প্রবল শিখাতে তৃপ্তির জন্য ভক্ষ্যদ্রব্য মিশ্রিত করে। যজ... নিজ ধন অনুসারে হব্যদান করে। পাপ আমাদিগকে হরণ করিতে... অগ্নি আমাদিগকে হরণকারী দুঃখ ও হিংসক পাপ হইতে রক্ষা করুন।

৬। বিশ্বাত্মক মহান্ ও বিরামরহিত অগ্নি সূ...র ন্যায় দক্ষিণ হস্তে ধন ধারণ করেন(৩), তাঁহার সে হস্ত (যজ্ঞকারীর জন্য) শ্লথ হয়। কেবল হবিঃপ্রাপ্তির আশায় অগ্নি তাহা ত্যাগ করেন না। হে অগ্নি! সমস্ত হবিষ্কামী দেবতাদিগের জন্য তুমি হব্য বহন কর। অগ্নি সমস্ত সৎকার্য্য- কারীর জন্য বরণীয় ধন প্রদান করেন ও (স্বর্গের) দ্বার উন্মুক্ত করেন।

---

* (২) মাতরিশ্বা ভৃগুদিগের জন্য অগ্নিকে আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা ৬০ সূক্তের ১ ঋকে ও তাহার দ্বিতীয় টীকায় দেখ। আবার এস্থলে আমরা দেখিতেছি যে মাতরিশ্বা মনুর জন্য অগ্নি আনিয়া ছিলেন। বস্তুতঃ ভৃগু, মনু, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ ভারতবর্ষে অগ্নি পূজা বিশেষরূপে প্রচার করিয়া ছিলেন তাহা এই সকল ঋক্ হইতে প্রতীয়মান হইতেছে। ৭১ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ।

(৩) সূর্য্য হস্তে ধন ধারণ করেন সে বিষয়ে ২২ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখ।

৭। মনুষ্যের পাপ নিমিত্তক যজ্ঞে অগ্নি বিশেষ হিতকারী। অগ্নি যজ্ঞস্থলে জয়শীল রাজার ন্যায় মনুষ্যের পালক ও প্রিয়। অগ্নি যজমানগণের বেদিতে সম্পাদিত হব্যের উদ্দেশে আগমন করেন। অগ্নি আমাদিগকে হিংসক বরুণের ভয় হইতে, সেই মহৎ দেবের হিংসা হইতে উদ্ধার করেন(৪)।

৮। ধনধারক, সকলের প্রিয়, সুবুদ্ধিদাতা ও বিরামরহিত অগ্নিকে ঋত্বিকগণ স্তব করিতেছে ও তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে; হব্যবাহী, প্রাণীদিগের জীবনস্বরূপ, [illegible] প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, দেবতাদিগের আহ্বানকর্ত্তা, যজনীয় ও মেধাবী [illegible] তাহারা সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে। ঋত্বিকগণ অর্থকামী হইয়া [illegible]গ্নিকে হব্যরূপ অন্ন দিবার কামনা করতঃ আশ্রয়লাভার্থ রমণীয় ও [illegible]ধারী অগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়াছে।

[illegible] ১২৯ সূক্ত।

ইন্দ্র [illegible] দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেদ ঋষি।

১। হে হর্য[illegible] গামী ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞলাভের জন্য রথে আরোহণ করিয়া যে প্রভূত [illegible] পন্ন যজমানের নিকট গমন কর, এবং যাহাকে ধন ও বিদ্যায় উন্নত [illegible]র; তাহাকে তৎক্ষণাৎ সকল মনোরথ এবং হব্যবিশিষ্ট করিয়া দাও। হে হর্ষযুক্ত ইন্দ্র! আমরা মেধাগণের মধ্যেও মেধা; আমরা স্তুতি করি [illegible]মি ত্বরান্বিত হইয়া আমাদের স্তুতি ও হব্য [illegible] কর।

২। হে ই[illegible] সেই তুমি যুদ্ধের নেতা; তুমি মরুৎগণের [illegible] প্রধান প্রধান যুদ্ধে স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক শত্রুসংহারে সমর্থ; তুমি শূরগণের সহিত স্বয়ং (সংগ্রাম সুখ) অনুভব কর। ঋত্বিকগণ স্তব করিলে তুমি তাহাদিগকে অন্ন প্রদান কর; আমাদিগের স্তুতিশ্রবণ কর। অভ্যর্থনা সমর্থ ঋত্বিকগণ গমনশীল অন্নবান্ ইন্দ্রকে অশ্বের ন্যায় সেবা করে।

(৪) মূলে আছে "বঃ রূপাদতে বরুণস্য ধূর্ত্তেঃ মহো দেবস্য ধূর্ত্তেঃ।" সায়ণ "বরুণস্য" অর্থ করিয়াছেন "বারকস্য" অর্থাৎ যে যজ্ঞকার্য্যে বাধা দেয়। "মহা বরুণস্য পাপ দেবস্য।" সায়ণ।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুক্ষয়কারক; বৃষ্টি পূর্ণ ত্বক্‌রূপ মেঘকে ভেদ করিয়া জল সেচন কর; এবং মর্ত্ত্যের ন্যায় গমনশীল (মেঘকে) ধরিয়া বৃষ্টি শূন্য করিয়া ছাড়িয়া দাও। হে ইন্দ্র! তোমার এই কার্য্য আমরা তোমার নিকট, দ্যুর নিকট, যশোযুক্ত রুদ্রের নিকট, ও প্রজাদিগের সুখদায়ী মিত্র ও বরুণের নিকট বলিব।

৪। (হে ঋত্বিক্‌গণ!) আমাদিগের যজ্ঞে ইন্দ্রকে কামনা করি। ইন্দ্র আমাদিগের সখা, সর্ব্বযজ্ঞগামী, শত্রুদিগের অভিভবকারী, এবং আমাদিগের সহায়ভূত; তিনি যজ্ঞবিঘ্নকারীদিগের পরাভব করেন, এবং মরুৎগণের সহিত মিলিত। হে ইন্দ্র! তু আমাদের পালনার্থ আমাদের (কর্ম্ম) রক্ষা কর। সংগ্রামে শত্রু তোমার ক্রুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে না। তুমিই সমস্ত শত্রুকে নিবারণ কর।

৫। হে উগ্র ইন্দ্র! (তোমার হব্য ... নের বিরুদ্ধকারীকে উগ্র রক্ষণকার্য্যরূপ তেজোময় উপায় সমূহদ্বা ... ত করিয়া দেও। তুমি পূর্ব্বকালে যেরূপ (আমাদিগর পূর্ব্বপুরু ... থ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিলে) আমাদিগকেও সেইরূপ লই ... তোমাকে লোকে নিষ্পাপ বলিয়া জানে। হে ইন্দ্র! তুমি জগদ্ধি ... য়া মনুষ্যের সমস্ত পাপ দূর কর। আমাদিগের অভিমুখে যজ্ঞ ... হন করিয়া অনিষ্ট বিনাশ কর।

৬। ভবনশীল ইন্দুর জন্য(১) আমরা এই ...ত্র পাঠ করি, ইন্দু আগ্রহ সহকারে আমাদিগের কর্ম্মের উদ্দেশে, রক্ষো ... ঘাতী আহ্বানযোগ্য (ইন্দ্রের) ন্যায়, আগমন করিতেছেন। তিনি দ্রিতে ... আমাদের নিন্দাকারী দুর্ম্মতির বধের উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিবেন। চোর যেন অত্যন্ত নিকৃষ্টভাবে ক্ষুদ্র জলের ন্যায় অধঃপতিত হয়।

৭। হে ইন্দ্র! স্তোত্রদ্বারা তোমার গুণকীর্ত্তন করিয়া তোমাকে ভজনা করি। হে ধনবান্ ইন্দ্র! আমরা সামর্থদায়ী, রমণীয়, নিত্য

---

(১) সায়ণ "ইন্দু" শব্দের চন্দ্র অর্থ করিয়াছেন। Wilson ও Langlois সোমরস অর্থ করিয়াছেন।

পুত্রভৃত্যাদিবিশিষ্ট ধন উপভোগ করিব। হে ইন্দ্র! তোমার মহিমা দুর্জ্ঞেয়; আমরা যেন উত্তম স্তোত্র ও অন্নপ্রাপ্ত হই। আমরা যেন যাগ-নিষ্পাদক ইন্দ্রকে অবিসংবাদী ও হ্যমহূতি(২) অন্নবিশিষ্ট আহ্বানদ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারি।

৮। হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমাদিগের ও আমাদিগের জন্য ইন্দ্র যশস্কর আশ্রয়দান দ্বারা দুর্ম্মতিদিগের বিনাশ কর (সংগ্রামে) প্রবৃদ্ধ হয়েন, এবং দুর্ম্মতিদিগকে বিদীর্ণ করেন। আমাদের ভক্ষক (শত্রুরা) আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের নাশের জন্য যে বেগবতী সেনা পাঠাইয়াছিল সে সেনা স্বয়ং হত হইয়াছে (আমাদের নিকটও) আসে না, শত্রুদের নিকটও আসে না।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি [illegible] পাপরহিত পথে, প্রচুর ধন লইয়া আমাদের নিকট আইস [illegible] ইন্দ্র! তুমি দূরদেশ হইতে ও নিকট হইতে আসিয়া আমাদের সহিত [illegible] ও। তুমি দূরদেশ হইতে ও নিকট হইতে যাগ নির্ব্বাহের অভি[illegible] দিগকে রক্ষা কর। যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া সর্ব্বথা আমাদিগকে [illegible]।

১০। হে ইন্দ্র [illegible] ধনে আমাদের আপদ উদ্ধার হয় সেই ধনদ্বারা (আমাদের উদ্ধার ক[illegible] তুমি উগ্ররূপী। মিত্রের যেরূপ মহিমা, আমাদিগের রক্ষার জন্য তো[illegible]রও সেইরূপ মহিমা হউক। হে বলবত্তম, অস্মৎ-পালক, ত্রাতা, মরণ[illegible] ইন্দ্র! তুমি যে কোন রথে চড়িয়া (আইস)। হে শত্রুভক্ষক! আ[illegible] ভিন্ন অন্য সকলকেই বাধা দেও। হে শত্রুভক্ষক! অত্যন্ত কুৎসিত শত্রু[illegible] বাধা দেও।

১১। হে শোভনস্তুতিবিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি দুঃখ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। যেহেতু তুমি সর্ব্বদা দুর্ম্মতিদিগকে অবনত কর। তুমি (আমাদের স্তুতিতে) হৃষ্ট হইয়া যজ্ঞ বিঘ্নকারীদিগের দমন কর। তুমি পাপ-রাক্ষসের হন্তা এবং মৎসদৃশ মেধাবীগণের রক্ষক। হে জগন্নিবাস ইন্দ্র!

(২) হ্যমহূতি শব্দে আহ্বান বিশেষ বুঝায়।

জনিতা এই হেতু তোমাকে উৎপন্ন করিয়াছেন(৩)। হে বাসপ্রদ! রাক্ষস-নাশের জন্য তোমার উৎপত্তি হইয়াছে।

---

১৩০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! ঋত্বিগ্‌গণের পতি (যজমান) যেরূপ যজ্ঞশালায় আসেন এবং নক্ষত্রদিগের পতি (চন্দ্র) যেরূপ অস্তাচলে গমন করেন(১) তুমি সেইরূপ পুরোবর্ত্তী সোমের ন্যায় স্বর্গ হইতে আমাদিগের নিকট আগমন কর। আমরা অন্নবিশিষ্ট পুত্র যেমন অন্নভক্ষণের জন্য পিতাকে আহ্বান করে, সেইরূপ তোমার সোমাভিষবে আহ্বান করিতেছি। আমরা ঋত্বিগ্‌গণের সহিত হব্য ভক্ষণের জন্য মহত্তম ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি।

২। রমণীয় গতি বৃষভ তৃষার্ত্ত হইয়া যেমন উদক পান করে, হে রমণীয়গতি ইন্দ্র! তৃপ্তি ও বিক্রম ও মহত্ত্ব ও আনন্দোৎপত্তির জন্য তুমি প্রস্তরদ্বারা অভিষুত ও দশাপবিত্রদ্বারা শোধিত সোমরস সেইরূপ পান কর। হরিৎগণ যেরূপ সূর্য্যকে আনয়ন করে, তোমার অশ্বগণ সেইরূপ প্রতিদিবস তোমাকে আনয়ন করুক।

৩। পক্ষীগণ যেরূপ (দুর্গম স্থানে শাবক রক্ষা করিয়া) তাহা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ইন্দ্র অতি গোপনীয় স্থানে স্থাপিত, এবং অনন্ত ও অতিমহান্ প্রস্তর রাশিতে পরিবেষ্টিত সোমরস স্বর্গ হইতে লাভ করিলেন। অঙ্গিরাগণের অগ্রগণ্য বজ্রধারী ইন্দ্র সোমপানের অভিলাষে পূর্ব্বে যেরূপ

---

(৩) মূলে "ত্বা জনিতাজীজনৎ বসো" আছে। অর্থ, হে বসু, জনিতা তোমাকে জন্ম দিয়াছেন। সে জনিতা কে? ৪র্থ মণ্ডলের ১৭ সূক্তের ৪ ঋকে আছে "দ্যৌঃ ইন্দ্রস্য কর্ত্তা" ঋগ্বেদের অন্যান্য স্থানেও এইরূপ আছে। সায়ণ "জনিতা" অর্থ করিয়াছেন "সর্ব্বস্য আদিকর্ত্তা পরমেশ্বরঃ।"

---

(১) মূলে "সৎপতিঃ" শব্দ দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। সায়ণ উহার এক অর্থ যজমান এবং অন্য অর্থ চন্দ্র করিয়াছেন।

সোমরসকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ সোমরস প্রাপ্ত হইলেন। ইন্দ্র, চতুর্দ্দিকে মেঘাবৃত ও অন্নের হেতুভূত (উদকের) দ্বারসকল উদ্ঘাটন করতঃ (পৃথিবীতে) চতুর্দ্দিকে অন্ন বিস্তার করিলেন।

৪। ইন্দ্র বাহুদ্বয়ে দৃঢ়রূপে বজ্রধারণ করিয়া শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করিবার জন্য উহা তীক্ষ্ণ হইলেও, (মন্ত্র সংস্কারদ্বারা) জলকে যেমন তীক্ষ্ণ করে, সেইরূপ আরও তীক্ষ্ণ করিতেছেন, বৃত্রকে নাশ করিবার জন্য আরও তীক্ষ্ণ করিতেছেন। হে ইন্দ্র! বৃক্ষচ্ছেদক যেরূপ বনবৃক্ষকে (ছেদন করে) সেইরূপ তুমি আপন শক্তি [illegible] তেজ ও শরীর বলে বর্দ্ধিত হইয়া (আমাদিগের শত্রুদিগকে) ছেদন করি[illegible], যেন পরশুদ্বারা ছেদন করিতেছ।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি [illegible] ভিমুখে গমন করিবার জন্য নদীদিগকে (গমনশীল) রথের ন্যা[illegible]সে সৃজন করিয়াছ। সংগ্রামকামীগণ যেরূপ রথ সৃজন করে [illegible] তুমিও করিয়াছ)। মনুর জন্য ধেনুগণ যেমন সর্ব্বার্থপ্রদ হয় এবং সম[illegible] যেরূপ জন্য ধেনুগণ যেরূপ সর্ব্ব ক্ষীরপ্রদ হয় সেইরূপ অস্মদাভি[illegible] নদী সকল একই প্রয়োজনে জল সংগ্রহ করে।

৬। কর্ম্মকুশ[illegible] ধীরব্যক্তি যেরূপ রথ নির্ম্মাণ করে সেইরূপ ধনাভিলাষী মনুষ্য [illegible] এই স্তুতি সম্পাদন করিয়াছে। তাহারা আপন মঙ্গলের জন্য তোম[illegible] প্রীত করিয়াছে। (লোকে যেরূপ) দিগ্বিজয়ীকে প্রশংসা করে, হে মে[illegible] দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্র! তাহারা সেইরূপ তোমার প্রশংসা করিয়াছে। (যুদ্ধে [illegible]ম) অশ্বের প্রশংসা হয়, সেইরূপ বল, ধনরক্ষা ও সমস্ত মঙ্গল লাভের [illegible]ন্য তোমার প্রশংসা হয়।

৭। হে (যুদ্ধকালে) নৃত্যকারী ইন্দ্র! তুমি হবিঃপ্রদাতা অভীষ্টপূরক(২) দিবোদাস রাজার জন্য নবতী সংখ্যক নগরী নষ্ট করিয়াছিলেন।

---

(২) Wilson পুরু ও অতিথিগ্ব এই দুইটী কথাকে ব্যক্তি বিশেষের নাম বলিয়া মনে করিয়াছেন, কিন্তু সায়ণাচার্য্য, "পুরু" শব্দের অর্থ অভিমতসাধক এবং "অতিথিগ্ব" শব্দের অর্থ অতিথির প্রতি গমনকারী করিয়াছেন। ৫১ সূক্তের ৬ ঋকের টীকায় এবং ১১২ সূক্তের ১৪ ঋকের টীকায় পাঠক দেখিবেন যে "অতিথিগ্ব" (অর্থাৎ অতিথি বৎসল) শব্দটী দিবোদাসের একটী নামান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ এই সূক্তের রচয়িতা, অতএব দিবোদাসের বিষয় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

হে নৃত্যশীল ইন্দ্র! বজ্র দ্বারা নষ্ট করিয়াছিলে। হে উগ্র ইন্দ্র! তুমি অতিথি সেবক দিবোদাস রাজার জন্য পর্ব্বত হইতে শম্বরকে নিম্নে নিক্ষেপ করিয়াছিলে, এবং রাজা দিবোদাসকে স্বীয় শক্তিদ্বারা অগাধ ধনদান করিয়াছিলে, এমন কি সমস্ত ধনদান করিয়াছিলে।

৮। ইন্দ্র যুদ্ধে আর্য্য যজমানকে রক্ষা করেন। অসংখ্যবার রক্ষাকারী ইন্দ্র সমস্ত যুদ্ধে তাহাকে রক্ষা করেন। সুখপ্রদ সংগ্রামে তাহাকে রক্ষা করেন। ইন্দ্র মনুষ্যের জন্য ব্রতরহিত ব্যক্তিদিগকে শাসন করেন। তিনি (কৃষ্ণের) কৃষ্ণত্বক উন্মোচন করিয়া তাহাকে বধ করেন(৩)। তিনি উহাকে ভস্মীভূত করেন। তিনি সমস্ত হিংসকদিগকে দগ্ধ করেন। এবং সমস্ত নিষ্ঠুর ব্যক্তিদিগকে দগ্ধ করেন।

৯। ইন্দ্র সূর্য্যের রথচক্র গ্রহণ [illegible] তাহার [illegible]র শরীরে বলবৃদ্ধি হইল, তিনি সেই চক্র নিক্ষেপ করিলেন(৪) [illegible] (সুখ[illegible])কণবর্ণরূপ ধারণ করিয়া শত্রুদিগের নিকট গমন করতঃ তাহাদের [illegible] বি[illegible]ণ করিলেন, ঈশান ইন্দ্র তাহাদিগের বাক্য হরণ করিলেন। হে কবি [illegible] তুমি উশনার রক্ষার্থে যেরূপ দূরবর্ত্তী স্বর্গস্থান হইতে আসিয়াছিলে সে[illegible] আমাদিগের সমস্ত সুখসাধন ধনের সহিত (আমাদিগের) নিকট দ্রুত [illegible]আইস। তুমি অন্য অন্য লোকের নিকটও এইরূপে আসিয়া থাক। [illegible] আমাদিগের নিকট প্রত্যহই আইস।

১০। হে জলবর্ষণকারী, নগরবিদারক ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের নূতন উক্থে তুষ্ট হইয়া বিবিধ প্রকারে রক্ষা ও সুখ [illegible] করতঃ আমাদিগকে

(৩) প্রবাদ আছে যে, অংশুমতী নদীর তীরে কৃষ্ণনামে এক কৃষ্ণবর্ণ অসুর ছিল। তাহার দশসহস্র অনুচর লোকের প্রতি অত্যন্ত উৎপীড়ন করিত। বৃহস্পতি মরুৎগণের সহিত ইন্দ্রকে তাহার বধের জন্য প্রেরণ করেন, ইন্দ্র ও সানুচর কৃষ্ণাসুরকে বধ করিয়া উহাদিগকে নিরূপদ্রব করেন। সায়ণ। ১০১ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(৪) পূর্ব্বকালে কতগুলি অসুর ব্রহ্মার বরে বজ্রের অবধ্যত্ব লাভ করিয়াছিল, ইন্দ্র তাহাদিগকে সূর্য্যরথের চক্রদ্বারা নাশ করিলেন। সায়ণ। কিন্তু এটী স্পষ্টই পৌরাণিক গল্প, বৈদিক নহে। এই ঋকের আর একটী অর্থ আছে যথা— সূর্য্য (সূর্য্যরূপী ইন্দ্র) উদিত হইয়া আপন তেজোবিশিষ্ট রথ চালাইয়া দিলেন। (তাঁহার রশ্মি) অরুণ শত্রুকোলাহল থামাইয়া দিলেন। দিনপতি সমস্ত অন্ধকার নষ্ট করিলেন।

প্রতিপালন কর। আমরা দিবোদাস গোত্রোৎপন্ন, আমরা তোমায় স্তব করি, তুমি দিবসে সূর্য্যের ন্যায় প্রবৃদ্ধ হও।

---

১৩১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। মহৎ দ্যুলোক(১) স্বয়ং ইন্দ্রের নিকট নত হইয়াছে। সুবিস্তৃতা পৃথিবী বরণীয় স্তুতি দ্বারা ইন্দ্রের নিকট নত হইয়াছে। অন্নের নিমিত্ত (যজমানগণ) বরণীয় হব্যঃ দ্বারা নত হইয়াছে। সমস্ত দেবগণ একমতে ইন্দ্রকে অগ্রণী করিয়াছেন। মনুষ্যদিগের সমস্ত যজ্ঞ এবং মনুষ্যদিগের সমস্ত দানাদি ইন্দ্রের [illegible] সে [illegible]।

২। হে ইন্দ্র! তো[illegible] তুমিই অভিমত ফললাভ করিবার আশায় যজমানগণ প্রত্যেক সব[illegible] [illegible]কে হব্য প্রদান করে। তুমি সকলের প্রতি একরূপ। [illegible]দী তোমাকেই পৃথক করিয়া হব্য প্রদান করে। পার হইবার সময় [illegible] নৌকা স্থাপন করে, আমরা সেনাগণের অগ্রদেশে সেইরূপ তোমা[illegible] করিব। মনুষ্যগণ যজ্ঞদ্বারা ইন্দ্রকেই চিন্তা করে। মনুষ্যগণ [illegible] ইন্দ্রকে চিন্তা করে।

৩। হে ইন্দ্র [illegible] তোমার সেবক এবং পাপদ্বেষী যজমান দম্পতী(২) তোমার তৃপ্তির অভি[illegible]ে অধিক পরিমাণ হব্যদান করতঃ তোমার উদ্দেশে বহুসংখ্যক গোধন ল[illegible] জন্য যজ্ঞ বিস্তার করিতেছে। তাহারা গোধন ইচ্ছা করে এবং স্বর্গগমনে উৎসুক(৩) তুমিই তাহাদিগের অভীষ্ট

---

(১) মূলে "দ্যোঃ অসুরঃ" আছে। সায়ণ "অসুর" শব্দের অর্থ করিয়াছেন শত্রুদিগের বা পাপীদিগের ক্ষেপণকারী।

(২) ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে স্ত্রীপুরুষে একত্রে যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিতেন।

(৩) মূলে "স্বঃ যন্তা" আছে। এই সূক্তের দ্বিতীয় ঋকের টীকায় সায়ণ "স্বঃ" অর্থে "স্বর্গং সুখ বিশেষং বা" করিয়াছেন, অতএব এই তৃতীয় ঋকে "স্বঃ যন্তা" অর্থে সুখাভিলাষী অথবা স্বর্গগমনাভিলাষী হইতে পারে। আমি এই স্থানে ও অন্যান্য স্থানে "স্বঃ" অর্থে "স্বর্গ" করিয়াছি।

প্রদান কর। ।হে ইন্দ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী, তুমি তোমার সহজন্মা এবং চিরসহচর বজ্রকে আবিষ্কার করিয়া রহিয়াছ।

৪। হে ইন্দ্র, মনুষ্যেরা তোমার বীর্য্য জানিত! তুমি যে শত্রুদিগের শারদীপুরী(৪) সমূহ নষ্ট করিয়াছিলে, উহাদিগকে পরাজিত করিয়া নষ্ট করিয়াছিলে সে কথা মনুষ্যেরা জানিত। হে বলপতি ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞ বিঘাতী মনুষ্যকে শাসন করিয়াছিলে, তুমি সুবিস্তৃত পৃথিবী এবং জলরাশিকে জয় করিয়াছিলে, তুমি আনন্দ সহকারে জল কাড়িয়া লইয়াছিলে।

৫। হে ইন্দ্র! সোম পানে হৃষ্ট হইয়া তুমি অভীষ্টবর্ষী হও; যেহেতু তুমি যজমানদিগকে রক্ষা করিয়া থাক, [illegible]র বন্ধুতাভিলাষী যজমানদিগকে রক্ষা করিয়া থাক; অতএব তাহারা [illegible]মার বীর্য্য (বৃদ্ধির) জন্য পুনঃ পুনঃ হব্য প্রদান করিতেছে। তুমি যুদ্ধ (সুখ) ভোগের জন্য সিংহনাদ করিয়াছিলে। তাহারা তোমার নিকট নানাবি[illegible]ভাগ্য বস্তু প্রাপ্ত হয়। [illegible]র্থী (হইয়া তোমার নিকট) প্রাপ্ত হয়।

৬। ইন্দ্র আমাদিগের প্রাতঃকালের (যজ্ঞ) [illegible] করিবেন কি? হে [illegible]ন্দ্র! আহ্বানমন্ত্রদ্বারা (প্রদত্ত) পূজার্থ হব্য অবগ[illegible]। আহ্বান মন্ত্রদ্বারা (আহূত হইয়া) সুখ ভোগের স্থানে (উ[illegible] হও)। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! নিন্দুকদিগের নাশের জন্য অভীষ্টবর্ষী হ[illegible]া প্রবৃদ্ধ হও। হে ইন্দ্র! আমি মেধাবী ও নূতন লোক, আমি স্তুতিমান, [illegible]মার মনোহর স্তোত্র শ্রবণ কর।

৭। হে বহুগুণান্বিত ইন্দ্র! হে শূর! তুমি আমাদের স্তুতিদ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ এবং আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট আছ। যে ব্যক্তি আমাদিগের প্রতি শত্রুতাচরণ করে এবং যে আমাদিগের দুঃখ ইচ্ছা করে, বজ্রদ্বারা তাহাকে বিনাশ কর। হে শ্রবণোৎসুক! শ্রবণ কর। হে ইন্দ্র! পথে –

(৪) "শারদীঃ সম্বৎসর পর্য্যন্তং প্রাকার পরিখাদিভি দৃঢ়ীকৃতা" সায়ণঃ। "Perennial."—*Wilson.* বর্ষাকালে ইন্দ্র যেরূপ বৃত্রাদিকে হনন করিয়া বৃষ্টি দান করেন, শরৎকালে তাঁহার বিজয়কার্য্য সম্পূর্ণ হয়। এই জন্য কি উপলক্ষে শারদীপুরী বলা হইয়াছে? "Les villes (célestes) de l'automne."—*Langlois.*

পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে যে দুর্ম্মতিগণ (পীড়া দেয়) সেরূপ সমস্ত দুর্ম্মতিগণ(৫) আমাদিগের নিকট হইতে দূর হউক, দূর হউক।

---

১৩২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেদ ঋষি।

১। হে মঘবন্ ইন্দ্র! আমরা তোমার দ্বারা রক্ষিত হইয়া প্রবল সেনা-যুক্ত শত্রুদিগকে পরাভব করিব। প্রহারোদ্যত শত্রুকে প্রহার করিব। হে ইন্দ্র! পূর্ব্ব ধনবিশিষ্ট ... নিকটবর্ত্তী, অতএব অদ্য সবনকারী (যজমানের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ ... কও। হে ইন্দ্র! তুমি যুদ্ধজয়ী, আমরা তোমার উদ্দেশে হব্য ...ণ করি। তুমি যুদ্ধজয়ী।

২। (শত্রু বধের জন্য) ইতস্ততঃ ধাবমান বীরপুরুষের স্বর্গসাধন(১) এবং ক... রহিত পথস্বরূপ সংগ্রামের অগ্রভাগে ইন্দ্র প্রাতঃকালে প্রবুদ্ধ যাজ্ঞি... র শত্রুগণকে নাশ করেন। ইন্দ্রকে সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় অবনত মস্তকে স্তব ... সকলের কর্ত্তব্য। হে ইন্দ্র! তোমার প্রদত্ত ধন এক-যোগে আমাদের ... তুমি ভদ্র তোমার প্রদত্ত ধন অবিচলিত হউক।

৩। হে ইন্দ্র ... র্ব্বের ন্যায় (এখনও) অতি দীপ্ত প্রসিদ্ধ হব্যরূপ অন্ন তোমারই হইবে। তুমি যজ্ঞের নিবাসস্থানস্বরূপ। ঋত্বিকগণ যে (অন্নদ্বারা) স্থান ... ভিত করে, সে অন্ন তোমরই হইবে। তুমি (যজ্ঞের) কথা বল, তাহা ...ল লোকে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে (সূর্য্য) কিরণদ্বারা দেখিতে পায়। ইন্দ্র জলান্বেষণে তৎপর। তিনি স্বীয় বন্ধু যজমানদিগের জন্য গো অন্বেষণ করেন। তিনি উক্ত ক্রমে সকল কথা জানেন।

---

(৫) সায়ণ দুর্ম্মতি শব্দের অর্থ করিয়াছেনঃ "অস্মৎ জিঘাংসা বিষয়া দুষ্টা বুদ্ধিঃ।" কিন্তু দুর্ম্মতি মনুষ্য অর্থ করিলেই ভাল হয়। সে সময় আর্য্য গ্রামপ্রান্তে ও ভ্রমণ পথে অনেক দস্যু ও অনার্য্য বর্ব্বরগণ বাস করিত, এবং সুবিধা অনুসারে আর্য্যদিগের প্রতি অহিতাচরণ করিত, এরূপ কথা ঋগ্বেদের অনেক স্থলেই দেখা যায়।

(১) মূলে "স্বঃ" আছে।

৪। হে ইন্দ্র! তোমার কর্ম্ম পূর্ব্বকালের ন্যায় এখনও সকলের স্তুতির যোগ্য। তুমি অঙ্গিরাগণের জন্য মেঘ উদ্ঘাটন করিয়াছিলে, তুমি (অপহৃত) গোধন উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে অর্পণ করিয়াছিলে। হে ইন্দ্র! তুমি উক্ত ঋষিদিগের ন্যায় আমাদিগের জন্য যুদ্ধ কর এবং জয় লাভ কর। যাহারা অভিষবন করে তাহাদিগের জন্য যজ্ঞ বিঘ্নকারী-দিগকে অবনত কর। যে যজ্ঞবিঘ্নকারীগণ রোষ প্রকাশ করে তাহা-দিগকে (অবনত কর)।

৫। যেহেতু শূর ইন্দ্র কর্ম্মদ্বারা মনুষ্যদিগের বিষয়ে যথার্থ বিচার করেন, তজ্জন্য অন্নাভিলাষী (যজমান ''), অভিমত ধন লাভ করিয়া (শত্রুদিগকে) বিনাশ করে। অন্নাভিলাষী হইয়া তাহারা বিশেষরূপে যজ্ঞ করে। ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রদত্ত অন্ন পুত্রোৎ[illegible] ভের কারণ। নিজ বলে শত্রু নিবারণার্থ লোকে ইন্দ্রের পূজা করে। যজ্ঞকারীগণ ইন্দ্রের সমীপে বাসস্থান প্রাপ্ত হয়, যজ্ঞকারীগণ যেন দেবতাদিগের সম্মুখেই থাকে(২)।

৬। হে ইন্দ্র ও পর্ব্বত(৩)! তোমরা দুই [illegible]গ্রগামী হইয়া যে শত্রু আমাদিগের বিরুদ্ধে সেনা সংগ্রহ করে তাহ[illegible] সকলকেই বিনাশ কর। বজ্র প্রহারদ্বারা তাহাদিগের সকলকে [illegible] কর। এই বজ্র অতিদূরগামী শত্রুকেও বিনাশ করিতে ইচ্ছা করে। [illegible] অতি গহন স্থানেও ব্যাপ্ত হয়। হে শূর ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের [illegible] শত্রুদিগকে বিবিধ উপায়ে বিদীর্ণ কর। (শত্রু বিদারক বজ্র) বিবিধ উপায়ে বিদীর্ণ করে।

---

১৩৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। আমি যজ্ঞদ্বারা আকাশ ও পৃথিবী উভয়কে পবিত্র করি। ইন্দ্র-শূন্যা বিদ্রোহিনী পৃথিবীকে (পৃথিবীর যে অংশে ইন্দ্রের পূজা না হয়)

---

(২) এখানে স্পষ্টই বোধ হয় পুণ্যবলে পরলোক সুখলাভের কথা উক্ত হইয়াছে।

(৩) পর্ব্বত অর্থে "পর্ব্ববান্ মেঘঃ। তদভিমানী দেবঃ।" সায়ণ। অর্থাৎ পর্জ্জন্য, ১২২ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ।

সমস্ত বাঁধ। শত্রুরা যেখানেই একত্রিত হইয়াছিল সেই খানেই হত হইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া উহারা শ্মশানের চারিদিকে পড়িয়া আছে।

২। হে (শত্রু) ভক্ষক (ইন্দ্র)! তুমি হিংসাবতী (সেনার) মস্তক একত্র করিয়া তোমার বিস্তৃত পদদ্বারা ছেদন কর। তোমার পদ মহা বিস্তীর্ণ।

৩। হে মঘবন্! এই হিংসাবতী (সেনার) বল চূর্ণ কর। এবং কুৎসিত শ্মশানে অথবা মহা শ্মশানে নিক্ষেপ কর।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি [illegible]রূপ ত্রিগুণিত পঞ্চাশৎ সংখ্যক সেনা নাশ করিয়াছ। লোকে তোমা[illegible] এই কার্য্যকে অত্যন্ত ভাল বলিয়া মনে করে। কিন্তু তোমার পক্ষে একা[illegible] সামান্য।

৫। হে ইন্দ্র! তু[illegible] ঈষৎ রক্তবর্ণ অতি ভয়ঙ্কর শব্দকারী পিশাচিকে(১) বিনা[illegible]। এবং সমস্ত রাক্ষসগণকে নিঃশেষ কর।

৬। হে ইন্দ্র[illegible]ম প্রকাণ্ড (মেঘকে) নিম্নমুখ করিয়া বিদীর্ণ কর। আমাদিগের কথা[illegible] কর। হে মেঘবিশিষ্ট ইন্দ্র! পৃথিবী যেরূপ (শস্যাদি না হওয়ায়) ভয়ে [illegible] করিতেছে স্বর্গও সেইরূপ শোক করি[illegible]ছে। হে মেঘবিশিষ্ট ইন্দ্র! [illegible] পৃথিবীর) ভয় ঘৃণের ভয়ের ন্যায়(২)। হে ইন্দ্র! তুমি নিজবলে মহা [illegible]বান্ এইজন্য তুমি অতীব ক্রুর বধোপায় অবলম্বন করিয়া যাইতেছ। [illegible]মি যজমানদিগের বিনাশ কর না, তুমি শূর, প্রাণিগণ তোমাকে আক্রমণ [illegible]তে পারে না। তুমি একবিংশতি অনুচরযুক্ত(৩)।

(১) পিশাচি বিশেষ। সায়ণ। এখানে পিশাচ ও রাক্ষস শব্দদ্বারা বোধ হয় অনার্য্য বর্ব্বরদিগের উল্লেখ করা হইয়াছে।

(২) সায়ণ বলেন "ঘৃণ" দীপ্ত অগ্নির মূর্ত্তি বিশেষ ত্বষ্টা, পূর্ব্বকাল জগৎ মহান্ধকারে আবৃত হইলে অগ্নি ত্বষ্টৃরূপে পৃথিবী ও আকাশের অন্ধকার বিনাশ করিয়াছিলেন। পৃথিবী ও আকাশ ত্বষ্টৃকে দেখিয়া অতীব ভীত হইয়াছিলেন। উক্ত পৃথিবী ও আকাশের শস্য হানি হইতেও ভয় সেইরূপ।

(৩) মূলে আছে "সত্বভিঃ ত্রিসপ্তৈঃ।" বোধ হয় মরুৎগণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "ত্রিভিঃ সপ্তভি বা সত্বভিঃ অনুচরৈঃ উপেতঃ।" আর কিছু ব্যাখ্যা নাই।

৭। হে ইন্দ্র! অভিষবকারী (যজমান) [illegible] কারী চতুর্দ্দিকের শত্রুদিগকে বিনাশ করে, দেবতাদিগের [illegible] করে। অন্নবান্ ও শত্রুর আক্রমণশূন্য অভিষবকারী অপরিমিত (ধন) লাভ করে। ইন্দ্র সোমযাগকারী যজমানকে চতুর্দ্দিকে উৎপন্ন ও [illegible] ধন প্রদান করেন(৪)।

---

১৩৪ সূক্ত।

বায়ু দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। হে বায়ু! শীঘ্রগামী বলবান্ (অশ্ব[illegible]) তোমাকে অন্নের উদ্দেশে ও দেবতাদিগের মধ্যে প্রথমেই সোমপানার্থ এই যজ্ঞে আনয়ন করুক। আমাদিগের প্রিয় সত্য ও উন্নত (স্তুতি) তো[illegible]র গুণ বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করে, উহা তোমার অভিমত হউক। হে বা[illegible] যজ্ঞের হব্য স্বীকারার্থ এবং আমাদিগের অভীষ্টদানার্থ তুমি নিয়ুৎযো[illegible](১) রথে আগমন কর।

২। হে বায়ু! মত্ততাজনক, হর্ষোৎপাদক, [illegible]ক্ প্রস্তুত, উজ্জ্বল, এবং মন্ত্রদ্বারা হূয়মান সোমবিন্দু সকল (তোমার) [illegible]মুখে গমন করিয়া হর্ষ উৎপাদন করুক। যেহেতু স্বকর্ম্মকুশল [illegible], তোমার নিরন্তর সহগামী নিয়ুৎগণ তোমার উৎসাহ দেখিয়া হব্য[illegible] জন্য তোমাকে যজ্ঞভূমিতে আনয়নার্থ মিলিত হইতেছে। বুদ্ধিমা[illegible] যজমানগণ (তোমার নিকটে) আসিয়া মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতেছে।

৩। বায়ু লোহিতবর্ণ অশ্ব ভারবহনার্থ যোজনা করেন। বায়ু অরুণ অশ্ব যোজনা করেন। বায়ু অজিরবর্ণ অশ্ব(২) [illegible]জনা করেন। কারণ

---

(৪) ১২৯ হইতে ১৩৩ এই পাঁচটী সূক্তে আর্য্যদিগের সহিত ভারতবর্ষের আদিমবাসী অনার্য্য বর্ব্বরদিগের যুদ্ধ ও বৈরতার অনেক উল্লেখ দেখা যায়। পাঠক ১২৯ সূক্তের ৪ হইতে ১১ ঋক পর্য্যন্ত, ১৩০ সূক্তের ৮ ঋক্, ১৩১ সূক্তের ৪ হইতে ৭ ঋক্ পর্য্যন্ত, ১৩২ সূক্তের প্রথম দুইটী ও শেষ দুইটী ঋক্, এবং ১৩৩ সূক্তের প্রথম পাঁচটী ঋক্ বিশেষ করিয়া দেখিবেন।

---

(১) বায়ুর অশ্বের নাম নিযুৎ।

(২) "অজিরা অজিরৌ গমনশীলৌ বর্ণবিশেষ যুক্তৌ যদ্বা একস্তুতয়োর সম- ধ্যন্তে।" সায়ণ।

তাহারা ভারবহনে অত্যন্ত সমর্থ। জার ঈষৎ নিদ্রাযুক্ত রমণীকে যেরূপ প্রবোধিত করে সেইরূপ তুমি বহুপ্রজ্ঞ যজমানকে প্রবোধিত কর। আকাশ ও পৃথিবীকে প্রকাশ কর। উষাকে স্থাপন কর। হব্যস্বীকারার্থ উষাকে স্থাপন কর।

৪। দীপ্তিযুক্ত উষাগণ দূরদেশে তোমারই জন্য গৃহাচ্ছাদক রশ্মি-সমূহে কল্যাণকর বস্ত্র বিস্তার করিতেছেন, নূতন রশ্মিতে বিচিত্র বস্ত্র বিস্তার করিতেছেন। অমৃত নিস্যন্দিনী গাভী সকল তোমারই জন্য সমস্ত ধন দান করে। তুমি বৃষ্টি ও নদীদিগের উৎপাদনার্থ অন্তরীক্ষ হইতে মরুৎগণকে উৎপাদন করিয়াছ।

৫। দীপ্ত, শুদ্ধ, উগ্র প্রবাহবিশিষ্ট (সোম) তোমার আনন্দের নিমিত্ত আহ্বনীয় অগ্নির নিকট যাইতেছে, এবং জলভারবাহী মেঘকে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। [illegible] বায়ু! যজমান অত্যন্ত ভীত ও ক্ষীণকায় হইয়া তস্করেরা যাহাতে অ[illegible] গমন করে তজ্জন্য তোমার পূজা করিতেছে। আমাদিগের ধর্ম্মে[illegible] আমাদিগকে সমস্ত ভুবন হইতে রক্ষা কর। আমা-দিগের ধর্ম্ম হেতু [illegible](৩) হইতে রক্ষা কর।

৬। হে বায়ু! [illegible]মার পূর্ব্বে কেহ পান করে না, তুমিই প্রথমে আমাদিগের এই সো[illegible] করিবার যোগ্য; অভিষুত সোমপান করিবার যোগ্য। তুমিই হোমব[illegible] পাপত্যাগী লোকের (হব্য স্বীকার কর)। সমস্ত ধেনুগণ তোমার জন্য দুগ্ধ প্রদান করে এবং তোমার জন্য ঘৃত প্রদান করে।

---

১৩৫ সূক্ত।

বায়ু দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। হে নিযুৎবান্ বায়ু! তুমি সহস্র নিযুতে আরোহণ করিয়া তোমার জন্য প্রস্তুত হব্যভক্ষণার্থ আমাদিগের আস্তীর্ণ কুশোপরি আগমন

---

(৩) মূলে "অভূর্য্যাৎ" আছে। "অসুর সম্বন্ধিনো ভয়াৎ।" সায়ণ। "Fear of evil spirits."—*Wilson.*

কর! অসংখ্য নিযুতে আরোহণ করিয়া আগমন কর। তুমি নিযুৎবান্, তুমিই পূর্ব্বে পান করিবে বলিয়া অন্য দেবগণ সংযত হইয়া আছে। অভিষুত মধুর সোম তোমার আনন্দের জন্য অবস্থিতি করিতেছে। যজ্ঞসিদ্ধির জন্য অবস্থিতি করিতেছে।

২। হে বায়ু! তোমার জন্য প্রস্তরে পরিশোধিত ও স্পৃহনীয় তেজোবিশিষ্ট সোম, স্বীয় পাত্রে গমন করিতেছে, এবং শুক্রতেজোবিশিষ্ট হইয়া (তোমার নিকট) গমন করিতেছে। এই সুন্দর সোম মনুষ্যগণ দেবতাদিগের মধ্যে তোমার জন্য প্রদান করে। হে বায়ু! তুমি আমাদিগের জন্য নিযুৎদিগকে যোজনা কর, এবং প্রস্থান কর, আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ ক[illegible] প্রীত হইয়া প্রস্থান কর।

৩। হে বায়ু! তুমি শত ও সহস্র-সংখ্যক নিযুতে আরোহণ করিয়া অভিমত সিদ্ধির জন্য এবং হবির্ভক্ষণের জন্য আ[illegible]মাদিগের যজ্ঞে উপস্থিত হও। এই তোমার প্রাপ্যভাগ, ইহা সূর্য[illegible] তেজোবান। ঋত্বিক্ হস্তস্থিত সোম প্রস্তুত হইয়াছে। হে বায়ু! [illegible]বিত্র সোম প্রস্তুত হইয়াছে।

৪। আমাদিগের রক্ষার্থ আমাদিগের সু[illegible] অন্নভক্ষণের নিমিত্ত এবং আমাদিগের হব্য সেবার্থ, হে বায়ু, নিযুৎ-[illegible]ত রথ তোমাদিগের দুই জনকে (অর্থাৎ ইন্দ্র ও বায়ুকে) আনয়ন করু[illegible]। তোমরা দুই জনে মধুর সোম পান কর। অগ্রে পান করাই তোমাদিগে[illegible] উপযুক্ত। হে বায়ু! তুমি মনোহর ধনের সহিত আগমন কর। ইন্দ্রও [illegible]নের সহিত আগমন করুন।

৫। হে ইন্দ্র! হে বায়ু! আমাদিগের স্তোত্রাদি তোমাদিগকে যজ্ঞস্থলে আসিবার জন্য প্রবর্ত্তিত করিতেছে। আশুগামী অশ্বকে যেরূপ মার্জ্জনা করে সেইরূপ (কলস হইতে) আনীত সোমকে (ঋত্বিক্গণ) মার্জ্জনা করিতেছে। অধ্বর্য্যুদিগের সোম পান কর, আমাদিগের রক্ষার্থ যজ্ঞে আগমন কর। আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আনন্দের জন্য প্রস্তর খণ্ডে অভিষুত সোম পান কর, কারণ তোমরা উভয়েই অন্নদাতা।

৬। আমাদিগের এই যজ্ঞ কার্য্যে অভিযুক্ত অধ্বর্য্যুগণের গৃহীত সোম নিশ্চই তোমাদিগের দুই জনের। এই দীপ্ত সোম নিশ্চয়ই তোমাদিগের, এই প্রভূত সোম নিশ্চয়ই তোমাদিগের জন্য ঊর্ণাময় পবিত্রে পরিষ্কৃত হইয়াছে। তোমাদিগের সোম অছিন্ন লোম অতিক্রম করিয়া প্রচুর পরিমাণে গমন করিতেছে(১)।

৭। হে বায়ু! তুমি নিদ্রালু যজমানদিগকে অতিক্রম করিয়া যে গৃহে প্রস্তর শব্দ হইতেছে তথায় গমন কর। ইন্দ্রও সেই গৃহে গমন করুন। যে গৃহে প্রিয় ও সত্য স্তুতি উচ্চারিত হইতেছে, যে গৃহে ঘৃত গমন করিতেছে পুষ্টাঙ্গ নিযুৎগণের সহিত এই অধ্বরস্থানে গমন কর, ইন্দ্র! সেই স্থানে গমন কর।

৮। হে ইন্দ্র! হে [illegible]! তোমারা এই যজ্ঞে মধু সদৃশ আহুতি ধারণ কর, যে আহুতির জন্য [illegible] যজমানেরা পর্ব্বতাদি প্রদেশে গমন করেন। আমাদিগের জেতৃগণ [illegible] নির্ব্বাহে) সমর্থ হউক। হে ইন্দ্র! হে বায়ু! ধেনুগণ যুগপৎ [illegible] করিতেছে, এবং যব (নির্ম্মিত হব্য) প্রস্তুত হইতেছে। এই [illegible]) হ্রাস হইবে না, এবং নষ্ট হইবে না।

৯। হে বায়ু! [illegible] যে তোমার বলশালী, অল্পবয়স্ক, বৃষসদৃশ অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট [illegible] আছে, ইহারা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে তোমাকে বহন করিতেছে, ইহারা অন্তরীক্ষে বিলম্ব করে না, ইহারা অত্যন্ত ক্ষিপ্র-গতি, ভর্ৎসনায় ইহাদিগের গতি রোধ হয় না, সূর্য্য কিরণের ন্যায় ইহা-দিগের গতি রোধ করা দুঃসাধ্য, হস্তদ্বারা ইহাদিগের গতি রোধ করা দুঃসাধ্য।

---

১৩৬ সূক্ত।

মিত্রাবরুণ দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। হে ঋত্বিকগণ! চিরন্তন মিত্রাবরুণের উদ্দেশে প্রশংসনীয় ও প্রবৃদ্ধ পরিচর্য্যা কর, এবং হব্য প্রদানে কৃতনিশ্চয় হও। মিত্রাবরুণ

(১) "পবিত্র" শব্দ আমাদিগের ব্যবহার হয়, পবিত্র বলিতে গেলে বিভক্তি পরিমিত কুশ বুঝায়। "পবিত্র" অর্থে এই স্থকে সোম পরিষ্কারক ঊর্ণা নির্ম্মিত কোন রূপ filter বা strainer হইবে।

যজমানদিগের সুখদানের কারণ এবং সুস্বাদু হব্যঃ ভক্ষণ করেন। ইঁহারা সম্রাট্, ইঁহাদিগের জন্য ঘৃত গৃহীত হয়। প্রতি যজ্ঞেই ইঁহাদিগের স্তব হয়। ইঁহাদিগের শক্তি কেহ অতিক্রম করিতে পারে না এবং ইঁহাদিগের দেবত্বে কেহ সন্দেহ করে না।

২। বরিয়সী (ঊষা) বিস্তীর্ণ যাগাভিমুখে গমন করিতেছেন, দৃষ্ট হইল। দ্রুতগতি আদিত্যের পথ আলোকে ব্যাপ্ত হইল। ভগের কিরণে মনুষ্যের চক্ষুঃ (উন্মীলিত) হইল। মিত্র অর্য্যমা এবং বরুণের উজ্জ্বল গৃহ আলোকে পরিপূর্ণ হইল, অতএব তোমরা দুইজনে স্তুতিযোগ্য প্রভূত অন্ন ধারণ কর। প্রশংসনীয় এবং প্রভূত অন্ন ধার্‌ ̣ ̣ ̣র।

৩। যজমান জ্যোতিষ্মতী সম্পূর্ণলক্ষ ̣ ̣ ̣ স্বর্গপ্রদায়িনী(১) বেদি প্রস্তুত করিয়াছেন। তোমরা সর্ব্বদা জাগরূক ̣ ̣ ̣ কিয়া প্রতিদিন তথায় উপস্থিত হইয়া তেজঃ ও বললাভ কর। তে ̣ ̣ ̣ অদিতির পুত্র এবং সর্ব্বপ্রকার দানের কর্ত্তা। মিত্র এবং বরুণ ̣ ̣ ̣ দিগকে স্বস্ব ব্যাপারে নিয়োজিত করেন অর্য্যমাও স্বস্ব ব্যাপারে ̣ ̣ ̣ াকে নিয়োজিত করেন।

৪। এই সোম, মিত্র ও বরুণের প্রীতিপ্র ̣ ̣ ̣। মিত্রাবরুণ নিম্নমুখ হইয়া ইহা পান করুন। দীপ্যমান সোম, দে ̣ ̣ ̣র সেবার উপযুক্ত। সমস্ত দেবগণ অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত হইয়া ইহা পান ̣ ̣ ̣ন। হে দীপ্তিযুক্ত মিত্রাবরুণ! আমরা যেরূপ প্রার্থনা করি, তোমরা সে ̣ ̣ ̣রূপ কর। তোমরা সত্যবাদী যাহা প্রার্থনা করি তাহা কর।

৫। যে ব্যক্তি মিত্র ও বরুণের পরিচর্য্যা করে ত ̣ ̣ ̣কে তোমরা পাপ হইতে রক্ষা কর। দ্বেষ রহিত হব্যদাতা মর্ত্ত্যকে সমস্ত পাপ হইতে রক্ষা কর। ঋজুস্বভাব সেই ব্যক্তিকে তাহার ব্রতের উদ্দেশে অর্য্যমা রক্ষা করেন। সেই যজমান উক্থদ্বারা মিত্র ও বরুণের ব্রত গ্রহণ করেন এবং স্তোমের দ্বারা তাহা রক্ষা করেন।

(১) মূলে "সর্ব্বতীং" আছে।

৬। আমি দ্যুতিমান মহান্ সূর্য্যকে নমস্কার করি, পৃথিবী ও আকাশকে নমস্কার করি, মিত্র ও বরুণকে এবং রুদ্রকে নমস্কার করি। ইঁহারা সকলেই অভিমত ফলদায়ী এবং সুখদায়ী। ইন্দ্র, অগ্নি, দীপ্তিমান্ অর্য্যমা ও ভগকে স্তব কর। বহুকাল জীবন ধারণ করিয়া আমরা প্রজা কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইব। এবং সোম কর্ত্তৃক রক্ষিত হইব।

৭। আমারা ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছি, মরুৎগণ আমাদিগকে (অনুগ্রহ করেন), দেবতারা যেন আমাদিগকে রক্ষা করেন। ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র ও বরুণ আমাদিগের সুখপ্রদ হউন, আমরা অন্নবান্ হইয়া সেই সুখ ভোগ করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

---

১৩৭ সূক্ত।

মিত্রাবরুণ দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। আমরা প্রস্তরখণ্ডে সোমের অভিষব করিতেছি, হে মিত্রাবরুণ! আগমন কর। দুগ্ধমিশ্রিত তৃপ্তিকারক সোম এই (সম্মুখে রহিয়াছে)। এ সোম তৃপ্তিকারক। তোমরা রাজা, স্বর্গবাসী [illegible] আমাদিগের রক্ষক, আমাদিগের যজ্ঞে আগমন কর। তোমাদিগের জ[illegible] এই সোম দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। দুগ্ধমিশ্রিত সোম পবিত্র [illegible] পান[illegible]

২। হে মিত্রাবরুণ! আগমন কর। এই [illegible] সোমরস দধির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। অভিষুত সোমরস দধির সহি[illegible] ক্ষরণ [illegible] হইয়াছে। উষার উদ[illegible]লেই হউক অথবা সূর্য্যরশ্মির সহিতই হ[illegible]দিগের জন্য সোম [illegible]ভিষুত হইয়াছে। এই চারু সোমরস মিত্রে[illegible] পানার্থ, যজ্ঞস্থল তাঁহাদিগের পানার্থ।

৩। তোমাদিগের জন্য বহু নির্যাসবতী [illegible]কে পয়স্বিনী গাভীর ন্যায় প্রস্তরখণ্ডদ্বারা দোহন করিতেছে। তাহারা প্রস্তরখণ্ডদ্বারা সোম দোহন করিতেছে। তোমরা আমাদিগের রক্ষক। [illegible]মরা সোম পানার্থ আমাদিগের অভিমুখে আমাদিগের নিকট উপস্থিত [illegible] হে মিত্রাবরুণ! নেতৃগণ তোমাদিগের জন্য সোম অভিষব করিয়াছেন, সম্পূর্ণ পানের জন্য অভিষব করিয়াছেন।

---

১৩৮ সূক্ত।

পূষা দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। বহুজন পূজিত পূষার শক্তির মহিমা সর্ব্বত্র প্রশংসিত হয়। কেহ তাঁহার হিংসা করে না। পূষার স্তোত্রের বিরাম নাই। আমি সুখলাভের

ইচ্ছায় পূষার পূজা করি, তিনি শীঘ্রই আশ্রয় দান করেন ও সুখ উৎপাদন করেন। পূষা বজ্রবান্, তিনি সমস্ত লোকের মনের সহিত মিশ্রিত হয়েন।

২। শীঘ্রগমনে অশ্বের যেরূপ প্রশংসা হয়, সেইরূপ হে পূষা! স্তোম-মন্ত্রদ্বারা তোমার প্রশংসা করি। তুমি যুদ্ধে যাও এই উদ্দেশে তোমার প্রশংসা করি। তুমি উষ্ট্রের ন্যায় আমাদিগকে যুদ্ধে পার কর। তুমি সুখোৎপাদক দেবতা, আমি মর্ত্ত্য, সখ্যলাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করি। আমার আহ্বানসমূহকে দ্যুতিমান্ কর, এবং সংগ্রামে জয়শীল কর।

৩। হে পূষা! তো...র সখ্যলাভ করিয়া বিশেষ ক্রতুদ্বারা তোমার প্রীতি উৎপাদন করত ...ত্রশীল (যজমানগণ) তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া নানা ভোগ উপভো... নূতন আশ্রয়লাভ করিয়া তোমার নিকট অসংখ্য ধন প্রার্থনা... হে বহুজন স্তুত্য পূষা! অনাদর না করিয়া আমাদিগের অ... ...জ্ঞকালে আমাদিগের অগ্রগামী হও।

৪। হে ...যাম... (১) ...পূষা! আমাদিগের লাভ বিষয়ে অনাদর না করিয়া, দানশীল ...পস্থ হও। হে অজাশ্ব! আমরা ...ন্নাভিলাষী আমাদিগের সমীপ... হে শত্রুনাশক পূষা! তো...রই চতুর্দ্দিকে আমরা স্তোম পাঠ... ...স্তুতি করি। হে বৃষ্টিপ্রদ পূষা! তোমার কখনও অপমান ক...না এবং তোমার সখ্যের কখনও অপলাপ করি না।

---

১৩৯ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। আমি ভক্তিপূর্ব্বক অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করিয়াছি, তাঁহা স্বর্গীয় শক্তি বরণ করি। ইন্দ্র ও বায়ুকে বরণ করি। যেহেতু (পৃথিবী

---

(১) অর্থাৎ অজই যাঁহার বাহন। "অজাশ্বেতি পূষণমাহ।" যাস্ক। পূষা সম্বন্ধে ৪২ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ। সূর্য্যকে পশুপালকগণ যেরূপ ভা দর্শন করিত ও পূজা করিত সেই সূর্য্যই পূষা। অতএব ছাগই তাঁহার বাহ বলিয়া কল্পিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে।

দীপ্তিমান্ নাভির (যজ্ঞস্থানের) উদ্দেশে অর্থবতী স্তুতি রচিত হইয়াছে অতএব অগ্নি তাহা শ্রবণ করুন। অনন্তর আমাদিগের সেই কর্ম্ম, যেরূপ অন্যান্য দেবতাগণের নিকট গমন করে, সেইরূপ তোমাদিগের (ইন্দ্র ও বায়ু) নিকটও গমন করুক।

২। হে কর্ম্মদক্ষ মিত্র! হে বরুণ! তোমরা নিজ শক্তি দ্বারা সূর্য্যের নিকট হইতে যে নশ্বর জল লাভ কর, তাহা আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে প্রদান কর; অতএব আমরা ক্রিয়া, কর্ম্ম, জ্ঞান, ও সোমরসে (আসক্ত) ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যজ্ঞশালায় তোমাদিগের কিরণময় রূপ দর্শন করি।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! স্তুতি দ্বারা তোমাদিগকে আপনার দেবতা করিবার ইচ্ছায় যজমানগণ শ্লোক শুনাইতেছে; এবং হব্য লইয়া তোমাদিগের অভিমুখে গমন করিতেছে। হে সর্ব্বপ্রকার [illegible] অশ্বিদ্বয়! তাহারা সর্ব্বপ্রকার ধন ধান্যাদি ও অন্ন তোমাদিগের প্রসাদে প্রাপ্ত হইতেছে। হে দস্র! তোমার হিরণ্ময় রথের নেমি মধু [illegible] ক্ষরণ করে। সেই রথে (হব্য গ্রহণ কর)।

৪। হে দস্রদ্বয়! তোমাদের (মনোগত [illegible]) সকলে জানে, তোমরা স্বর্গে যাইতে চাও। তোমাদিগের সারথিরা [illegible] রথযোজনা করে। অশ্বগণ (নিরালম্ব গমনে) রথ নষ্ট করে না। হে [illegible]দ্বয়! আমরা তোমাদিগকে বন্ধুর যুক্ত(১) হিরণ্ময় রথে স্থাপন করিয়াছি। তোমরা সুখগম্য পথে স্বর্গে গমন করিতেছ। তোমরা শত্রুদিগকে পরাভূত কর এবং বিশেষরূপে বৃষ্টির বৃদ্ধি কর।

৫। আমাদিগের ক্রিয়াকর্ম্মই তোমাদিগের ধন। আমাদিগের ক্রিয়া কর্ম্মের জন্য দিবারাত্রি (অভীষ্ট) প্রদান কর। আমাদিগের দান যেন বন্ধ হয় না আমাদিগের দানও যেন বন্ধ না হয়।

৬। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! এই সোম অভীষ্টবর্ষীর পানার্থ অভিষুত হইয়াছে, প্রস্তরখণ্ডদ্বারা অভিষুত হইয়াছে। সোমসকল (পর্ব্বতে)

(১) মূলে "বন্ধুরে রথে" আছে। "যুগবন্ধনাধার কাষ্ঠবিশেষঃ বন্ধুরং।" সায়ণ। ৩৪ সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখ।

উৎপন্ন হইয়াছে, উহা তোমার জন্য অভিষুত হইয়াছে। বহুবিধ বিচিত্র লাভের জন্য যজ্ঞস্থানে প্রদত্ত সোম, তোমার তৃপ্তি সাধন করুক। হে স্তুতিযোগ্য! আমরা তোমার স্তুতি করি, তুমি আইস, আমাদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়া আইস।

৭। হে অগ্নি! তোমাকে স্তুতি করি, তুমি আমাদিগের স্তুতি শ্রবণ কর। দীপ্যমান্ যজ্ঞার্হ দেবগণের নিকট যজমানের কথা বলিও, যেহেতু দেবগণ অঙ্গিরাদিগকে প্রসিদ্ধ ধেনু দিয়াছিলেন(২)। অর্য্যমা, দেবতাগণের সহিত সেই ধেনু সর্ব্বোৎপাদক (অগ্নির জন্য) দোহন করেন। অর্য্যমা জানেন সে ধেনু আমাদিগের সহিত [illegible]ত।

৮। হে মরুৎগণ! তো[illegible]াদিগের নিত্য, প্রসিদ্ধ বল যেন আমাদিগকে পরাভূত না করে। আমা[illegible]দগের ধন যেন ক্ষীণ না হয়, আমাদিগের নগর যেন ক্ষীণ না হয়। তো[illegible]গের নূতন, বিচিত্র, মনুষ্য দুর্লভ, শব্দায়মান, যাহা কিছু আছে তা[illegible]গে আমাদিগের হউক। তোমরা যে দুর্লভ ধন ধারণ কর, তা[illegible]গেরই হউক)। শত্রুরা যে ধন নষ্ট করিতে পারে না তাহা (আ[illegible]গেরই হউক)।

৯। প্রাচীন দ[illegible] অঙ্গিরা, প্রিয়মেধ কণ্ব, অত্রি এবং মনু আমার জন্ম কথা জানেন। এই [illegible]কালীন ঋষিগণ ও মনু আমার পূর্ব্বপুরুষগণকে জানেন। কারণ মহর্ষি[illegible]গণের(৩) মধ্যে তাঁহারা দীর্ঘায়ুঃ এবং আমার জীবনের সহিত তাঁহাদের সম্ব[illegible]আছে। আমি তাঁহাদিগের মহৎপদ হেতু তাঁহাদিগকে স্তুতি করি ও নমস্কা[illegible] করি। আমি ইন্দ্র ও অগ্নিকে স্তুতি করি ও নমস্কার করি।

(২) অঙ্গিরা নামে মহর্ষিগণ, পূর্ব্বে যজ্ঞার্থ দেবতাগণ[illegible] তাঁহারা প্রীত করিয়া গোধন যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। দেবগণ, কামদুঘা ধেনু প্রদান করিয়াছিলেন। ধেনু দোহন করিতে অক্ষম হইয়া মহর্ষিগণ অর্য্যমার নিকট উপস্থিত হন। তিনি অগ্নি হোত্রাদির জন্য দুগ্ধ দোহন করেন। সায়ণ।

(৩) মূলে "দেবেষু" আছে। "দেবনশীলেষু মহর্ষিষু।" সায়ণ। এই ঋষিগণ বেদ রচনার সময় ও "পূর্ব্বকালীন ঋষি" ও "দেব" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে পূজা পদ্ধতি তাঁহারাই অনেকটা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা অন্য স্থানে বলা হইয়াছে।

১০। হোতা যজ্ঞ করুন, হব্য লাভেচ্ছু দেবগণ বরণীয় সোম পান করুন। বৃহস্পতি নিজে ইচ্ছা করিয়া প্রভূত, বরণীয় সোমদ্বারা যাগ করিতেছেন। আমরা দূরদেশে প্রস্তর খণ্ডের ধ্বনি শ্রবণ করিলাম। সুক্রতু যজমান নিজে জল ধারণ করেন এবং বহু বাসযোগ্যগৃহ ধারণ করেন।

১১। যে দেবগণ, স্বর্গে একাদশ, পৃথিবীর উপরেও একাদশ, যখন অন্তরীক্ষে বাস করেন তখনও একাদশ(৪), তাঁহারা নিজ মহিমায় যজ্ঞ সেবা করেন।

১৪০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। (হে অধ্বর্য্যু)! বেদিতে আসীন, [illegible]প্রিয়ধামে (উত্তরবেদিতে) প্রীতিযুক্ত, এবং দ্যোতমান্ অগ্নির উদ্দেশে তুমি [illegible] স্থান (বেদি) প্রস্তুত কর। সেই পবিত্র জ্যোতিবিশিষ্ট, দীপ্তবর্ণ, [illegible] এক স্থানের উপর বস্ত্রের ন্যায় মনোহর (কুশ) বিস্তার কর।

২। দ্বিজন্মা(১) (অগ্নি) ত্রিপ্রকার অন্ন([illegible]) মুখে আনিয়া (ভক্ষণ করিতেছেন)। অগ্নির ভক্ষিত বস্তু, (অর্থাৎ বন[illegible]দি) সম্বৎসরের মধ্যে আবার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অভীষ্টবর্ষী অগ্নি, একই [illegible] ধারণ করিয়া মুখ ও জিহ্বার সাহায্যে প্রবৃদ্ধ হয়েন, এবং অন্যরূপ ধারণ করিয়া সকলকে নিবারণ করিয়া বনবৃক্ষ সকলকে দগ্ধ করেন।

৩। অগ্নির মাতৃদ্বয় (কাষ্ঠদ্বয়) চলিতেছে। উহারা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া, দুইজনেই এক কার্য্য করিতেছে এবং শিশু অগ্নিকে প্রাপ্ত হইতেছে। এই

---

(৪) এই ৩৩ দেব সম্বন্ধে ৩৪ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

---

(১) যে দুইখানি কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করা যায়, সেই জন্য অগ্নিকে দ্বিজন্মা বলে। অথবা মন্থন কালে অগ্নির একবার জন্ম হয় এবং আধার সংস্কার কালে আর একবার জন্ম হয় বলিয়া অগ্নিকে দ্বিজন্মা বলে। সায়ণ।

(২) "আজ্যপুরোডাশসোমরূপেণ ত্রিপ্রকারং।" সায়ণ।

শিশুর শিখারূপ জিহ্বা পূর্ব্বাভিমুখী। ইনি তমোনিবারণ করেন, শীঘ্র উৎপন্ন হয়েন, অল্পে অল্পে (সূক্ষ্মকাষ্ঠ চূর্ণাদির সহিত) মিলিত হয়েন। অতি যত্নে ইহাকে রক্ষা, করিতে হয়। ইনি পালকের সমৃদ্ধি সাধন করেন।

৪। (অগ্নির শিখাগণ) লঘুগতি, কৃষ্ণপন্থা, শীঘ্রকারী, অস্থির চিত্ত, গমনশীল, স্পন্দমান, বায়ুচালিত, ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, ও মোক্ষপ্রদ, এবং মনস্বী যজমানের উপযোগী।

৫। যে সময়ে অগ্নি, গর্জ্জন করিয়া, শ্বাসপ্রক্ষেপ করিয়া, বারম্বার বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া, শব্দ করে, সেই সময়ে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ সকল, যুগপৎ চারিদিকে গমন করে, অন্ধকার ধ্বংস করিয়া চারিদিকে গমন করে; ও কৃষ্ণবর্ণ পথে উজ্জ্বলরূপ প্রকাশ করে।

৬। অগ্নি, পিঙ্গলবর্ণ (ওষধিদিগকে) ভূষিত করিয়া তন্মধ্যে অবতরণ করিতেছেন। [illegible] যেরূপ পত্নীদিগের দিকে ধাবন করে(৩), সেইরূপ শব্দকরতঃ [illegible]ধাবিত হইতেছেন; (ক্রমে) অধিকতর তেজস্বী হইয়া স্বশরীর দীপ্ত [illegible]ছেন; দুর্দ্ধর্ষরূপ ধারণ করিয়া ভয়ঙ্কর পশুর ন্যায় শৃঙ্গ চালন করিতে[illegible]।

৭। অগ্নি কখ[illegible]চ্ছন্ন কখন বিস্তীর্ণ হইয়া (ওষধিসমূহে) ব্যাপ্ত হয়েন; (যজমানের অ)ভিপ্রায়) জানিয়াই যেন অভিপ্রায়জ্ঞ শিখাকে আশ্রয় করেন। শি[illegible]গণ পুনরায় বর্দ্ধিত হইয়া যাগযোগ্য অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়েন, এবং সকলে [illegible]রত হইয়া পিতৃস্থানীয়া (স্বর্গ ও পৃথিবীর) অপূর্ব্ব রূপ বিস্তার করেন।

৮। কেশস্থানীয় অগ্রেস্থিত শিখাগণ অগ্নিকে আলিঙ্গন করিতেছে(৪); অগ্নি আসিতেছেন দেখিয়া মৃতপ্রায় হইলেও উর্দ্ধমুখ হইয়া প্রত্যুদ্গমন করিতেছে। অগ্নি তাহাদিগের জরামোচন করিয়া

(৩) মূলে "পত্নী" শব্দের প্রয়োগ আছে, সায়ণ উহার অর্থ করিয়াছেন "পালয়িত্রীঃ, সমর্দ্ধয়িত্রীঃ, ওষধীঃ।"

(৪) এই ঋকে অগ্নি ও শিখা, পতিপত্নী ভাবে উল্লেখিত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট সামর্থ ও অখণ্ড জীবন প্রদান করতঃ গর্জ্জন করিতে করিতে আসিতেছেন।

৯। অগ্নি মাতার (পৃথিবীর) উপরিভাগের আচ্ছাদন (তৃণগুল্মাদি) লেহন করিতে করিতে প্রভূত শব্দকারী প্রাণীগণের সহিত বেগে গমন করিতেছেন; পাদবিশিষ্ট (পশুদিগকে) আহার প্রদান করিতেছেন; সর্ব্বদা লেহন করিতেছেন এবং ক্রমশঃ যে পথে যাইতেছেন তাহা কৃষ্ণবর্ণ করিয়া যাইতেছেন।

১০। হে অগ্নি! তুমি অভীষ্টবর্ষী ও দানশীল হইয়া শ্বাস প্রক্ষেপ করতঃ আমাদিগের ধনাঢ্য গৃহে দীপ্ত হও; শিশুমতি ত্যাগ করিয়া যুদ্ধকালে বর্ম্মের ন্যায়(৫) বারম্বার (শত্রুদিগকে) দূর করিয়া দিয়া জ্বলিয়া উঠ।

১১। হে অগ্নি! এই যে কঠিন কাষ্ঠোপরি যত্নপূর্ব্বক হব্য স্থাপিত হইয়াছে, ইহা তোমার মনোমত প্রিয়বস্তু হইতেও প্রিয়তর হউক। তোমার শরীরের শিখা হইতে যে নির্ম্মল ও দীপ্ত তেজঃ নির্গত হইতেছে তাহার সহিত তুমি আমাদিগকে রত্ন প্রদান কর।

১২। হে অগ্নি! আমাদিগের রথ ও গৃহের জন্য দৃঢ় দাঁড় ও পাদ বিশিষ্ট নৌকা প্রদান কর। উহা আমাদিগের বীরগণকে, ধনবাহী-দিগকে, ও অন্য লোকদিগকে পার করিবে, এবং আমাদিগকে সুখে রাখিবে(৬)।

১৩। হে অগ্নি! আমাদিগের উক্থ মন্ত্রের উৎসাহ বর্দ্ধন কর। দ্যাবা-পৃথিবী, ও স্বয়ং গামিনী নদী সকল, আমাদিগকে গব্য ও শস্য প্রদান করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করুক। অরুণবর্ণ ঊষাগণ, সর্ব্বকাল লভ্য বরণীয় অন্নাদি প্রদান করুন।

---

(৫) মূলে "বর্ম" আছে।

(৬) সায়ণ বলেন এস্থলে গৃহ অর্থে যজমান, নৌকা অর্থে যজ্ঞ, দাঁড় অর্থে ঋত্বিকগণ, এবং পাদ অর্থে মন্ত্র ও দেবতা। ঐ যজ্ঞরূপ নৌকা ভবসাগর পার করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

৮১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। বৃত্রহন্তা ইন্দ্র মনুষ্যদিগের স্তুতি দ্বারা বলে ও হর্ষে প্রবর্দ্ধিত হইয়াছেন। সেই ইন্দ্রকে আমরা মহৎ ও ক্ষুদ্র সংগ্রামে আহ্বান করি; তিনি আমাদিগকে সংগ্রামে রক্ষা করুন।

২। হে বীর! তুমি (একাকী হইলেও) সেনাসদৃশ; তুমি প্রভূত শত্রু-গণের ধন দান কর; তুমি ক্ষুদ্রকেও বর্দ্ধন কর, সোমরসদাতা যজমান্‌কে তুমি ধন প্রদান কর, কেননা তোমার অক্ষয় ধন আছে।

৩। যখন যুদ্ধ হয়, তখন শত্রুগণের জেতাই ধন প্রাপ্ত হয়। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুগণের গর্ব্বনাশকারী অশ্ব রথে সংযোজিত কর; কাহাকেও বিনাশ কর, কাহাকেও ধন দান কর। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে ধনশালী কর(১)।

৪। ইন্দ্র যজ্ঞ দ্বারা মহান্‌ ও ভয়ঙ্কর, এবং সোমপান দ্বারা আপন বল বর্দ্ধন করিয়াছেন। তিনি সুদর্শন সুন্দর নাসিকাযুক্ত ও হরিনামক অশ্বযুক্ত; তিনি আমাদিগের সম্পদের জন্য দৃঢ়বদ্ধ হস্তে লৌহময় বজ্র স্থাপন করিলেন।

৫। ইন্দ্র (স্বীয় তেজের দ্বারা) পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পরিপূরিত করিয়াছেন; দ্যুলোকে উজ্জ্বল নক্ষত্র সকল স্থাপিত করিয়াছেন; হে ইন্দ্র! তোমার ন্যায় কেহ উৎপন্ন হয় নাই ও হইবে না; তুমি বিশেষরূপে সমস্ত জগৎ ধারণ কর।

(১) রহূগণের পুত্র গোতম কুরু ও সৃঞ্জয় রাজাদিগের পুরোহিত ছিলেন। সেই রাজাদিগের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ হইলে গোতম ঋষি এই সূক্ত দ্বারা ইন্দ্রকে স্তুতি করিয়া আপন পক্ষের জয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সায়ণ।

৬। যে পালনকারী ইন্দ্র! যজমানকে মনুষ্যের অন্ন প্রদান করেন তিনি আমাদিগকে (সেইরূপ) অন্ন প্রদান করুন। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে ধন বিভাগ করিয়া দাও কারণ তোমার অসংখ্য ধন, যাহাতে আমি তাহার একাংশ প্রাপ্ত হইতে পারি।

৭। সরলকর্ম্মা ইন্দ্র সোমপানে হৃষ্ট হইলে আমাদিগকে গোযূথ প্রদান করেন। হে ইন্দ্র! তুমি বহু শত সংখ্যক ধন আমাদিগকে দিবার নিমিত্ত উভয় হস্তে গ্রহণ কর; আমাদিগকে তীক্ষ্ণবুদ্ধিযুক্ত কর ও ধন প্রদান কর।

৮। হে শূর! তুমি আমাদের বলের ও ধনের নিমিত্ত আমাদিগের সঙ্গে সোমরস পান করতঃ তৃপ্ত হও। তোমাকে প্রভূত ধনশালী বলিয়া জানি ও আমাদের অভিলাষ জ্ঞাত করাই; তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।

৯। হে ইন্দ্র! এই তোমারই লোকসমূহ সকলের রমণীয় (হব্য) বর্দ্ধন করে। যে সকল লোক হব্য প্রদান করে না, হে অখিলপতি, হে ইন্দ্র! তাহাদের ধন তুমি দর্শন কর, হে ইন্দ্র! তাহাদের ধন আমাদিগকে প্রদান কর।

৮২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে ধনবান্ ইন্দ্র! নিকটে আসিয়া আমাদের স্তুতি শ্রবণ কর; তুমি এখন পূর্ব্ব হইতে ভিন্ন প্রকৃতি হইও না।(১) তুমিই আমাদিগকে প্রিয় ও সত্য বাক্যযুক্ত করিয়াছ; সেই বাক্য দ্বারা তোমাকে যাচ্ঞা করি; অতএব তোমার অশ্ব শীঘ্র যোজিত কর।

২। (যজমানগণ তোমার প্রদত্ত অন্ন) ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে এবং (অতিশয় রসাস্বাদনে নিজ) প্রিয় (শরীর)(২) কম্পিত

(১) মূলে "মা অতথা ইব" আছে। "পূর্ব্বং যথাবিধস্ত্বং তদ্বিপরীতো মাভূঃ।" সায়ণ।

(২) মূলে "অব প্রিয়া অধূষত" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "প্রিয়া স্বকীয়াস্তনূরবাধূষত অকম্পয়ন্। অতিশয়িত রসাস্বাদনেন রক্তমশকুবন্তঃ শরীরাণি অকম্পয়ন্।" কিন্তু মূলে যে শব্দগুলি আছে তাহার অর্থ "প্রিয়াদিগকে কম্পিত করিয়াছে।"

করিয়াছে, দীপ্তিমান্ মেধাবীগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্তুতি দ্বারা তোমার স্তুতি করিয়াছে, হে ইন্দ্র! তোমার অশ্ব শীঘ্র যোজিত কর।

৩। হে মঘবন্! তুমি সকলকে অনুগ্রহ দৃষ্টিতে দর্শন কর; তোমার স্তুতি করি, তুমি স্তুত হইয়া, রথ ধনে পূরিত করিয়া তোমাকে যাহারা কামনা করিতেছে তাহাদিগের নিকট যাও; হে ইন্দ্র! তোমার অশ্ব শীঘ্র যোজিত কর।

৪। যে রথ অভীষ্ট বস্তু বর্ষণ করে, ও গাভী প্রদান করে, ও ধান্য মিশ্রিত পূর্ণপাত্র প্রদান করে(৩) ইন্দ্র সেই রথে আরোহণ করুন, তোমার অশ্ব শীঘ্র যোজিত কর।

৫। হে শক্রতু! তোমার (রথের) দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ও বাম পার্শ্বস্থ অশ্ব সংযুক্ত হউক তুমি সোমপানে হৃষ্ট হইয়া সেই (রথ) দ্বারা তোমার প্রিয়া জায়ার(৪) নিকট গমন কর। তোমার অশ্বদ্বয় শীঘ্র যোজিত কর।

৬। তোমার কেশযুক্ত অশ্বদ্বয়কে আমি স্তোত্র দ্বারা (রথে) সংযোজিত করি, বাহুদ্বয়ে অশ্ববন্ধক রশ্মি ধারণ করিয়া গৃহে গমন কর; এই অভিষুত তীব্র সোমরস তোমাকে হৃষ্ট করিয়াছে, হে বজ্রিন্! তুমি (সোম পান জনিত) তুষ্টিযুক্ত হইয়া পত্নীর সহিত সম্যক্ হর্ষলাভ কর।

(৩) মূলে "যারি যোজনং পূর্ণং" আছে। "ধানা মিশ্রিতং পূর্ণং সোমেন পূর্ণং পাত্রং।" সায়ণ। "হবির্য়ুগ্মযুক্তায়তুভ্যমর্পিতং পূর্ণ সোমেন পরিপূরিতং পাত্রং চিকেততি জানাতি দূরাদ্দৃষ্ট্বা আগচ্ছতি।" বেদার্থযত্ন।

(৪) এই রূপে ইন্দ্রের স্তুতিতে ইন্দ্রের জায়ার কোন২ স্থানে উল্লেখ আছে ২২ সূক্তের ১২ ঋকে (সেই ঋক দেখ) সেই ইন্দ্রের জায়াকে ইন্দ্রাণী বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা ব্যতীত ঋগ্বেদ সংহিতায় ইন্দ্রের স্ত্রীর বিশেষ কোনও পরিচয় নাই। যেখানে ইন্দ্রকে শচীপতি বলা হইয়াছে তথায় সে শব্দের অর্থ যজ্ঞের পালনকর্ত্তা; শচী ইন্দ্রের পত্নী এরূপ কথা ঋগ্বেদ সংহিতায় নাই। পৌরাণিক সময়ে এই বৈদিক "শচীপতি" শব্দ হইতে ইন্দ্রের পত্নী শচী এই কথা সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং শচীর অনেক বর্ণনা ও আখ্যান সৃষ্ট হইয়াছিল।

৮৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! যে মনুষ্য তোমার রক্ষণের দ্বারা রক্ষিত সে অশ্ব যুক্ত গৃহে বাস করিয়া সর্ব্ব প্রথমেই গাভী প্রাপ্ত হয়; বিশিষ্ট জ্ঞানদাতা(১) নদীসমূহ যেরূপ সকলদিকে বহিয়া সমুদ্রকে পরিপূরিত করে তুমিও সেই রূপ (তোমার রক্ষিত মনুষ্যকে) প্রভূত ধনে পূর্ণ কর।

২। যে রূপ দ্যুতিমান্ জল যজ্ঞ পাত্রে গমন করে, সেই রূপ উপরি-স্থিত (দেবগণ) যজ্ঞ পাত্র দর্শন করেন; তাঁহাদের দৃষ্টি (সূর্য্যের) কিরণের ন্যায় বিতত। [illegible]মেক বরে যেরূপ একটী কন্যাকে (বিবাহের জন্য) অভিলাষ করে, দেবগণ সেইরূপ সোমপূর্ণ দেবাভিলাষী (পাত্রকে) (উত্তরবেদি অভিমুখে) আনয়ন করতঃ(২) অভিলাষ করে।

৩। যে হব্য ও ধান্য যজ্ঞ পাত্রে তোমাকে অর্পিত হইয়াছে, হে ইন্দ্র! তুমি তাহাতে মন্ত্রবচন [illegible] করিয়াছে। (যজমান) যুদ্ধে গমন না করিয়া তোমার কা[illegible] থাকে এবং পুষ্টি লাভ করে, কেননা সোমাভিষবদাতা [illegible]ল লাভ করে।

৪। অঙ্গিরাগণ অগ্রে ইন্দ্রের নিমিত্ত অ[illegible] সম্পাদিত করিয়াছিলেন, পরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সুন্দর যাগ দ্বারা (ইন্দ্রের) পূজা করিয়াছিলেন); যজ্ঞের নেতা অঙ্গিরাগণ অশ্বযুক্ত ও গাভীযুক্ত ও অন্য পশুযুক্ত সমস্ত ধন লাভ করিয়াছিলেন।

---

(১) মূলে "বিচেতসঃ" আছে, তাহার অর্থ সায়ণ "বিশিষ্ট জ্ঞানহেতুভূতা" এইরূপ লিখিয়াছেন। "চেতন লাভের হেতু সলিল।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কিন্তু Langlois ও Wilson উভয়েই "বিচেতসঃ" অর্থে "চেতনা রহিত" করিয়াছেন। "Naturellement."—*Langlois.* "Unconscious."—*Wilson.* জল যেমন আপনা হইতেই সমুদ্রে আইসে, সেইরূপ তোমার প্রদত্ত ধন আমার নিকট আইসুক।

(২) মূলে "প্রাচৈঃ প্রণয়ন্তি" আছে। "প্রাচৈঃ প্রাচীনং যথা প্রাঞ্চনৈঃ প্রগমনৈ রুত্তর বেদ্যভিমুখং সোমকালে প্রণয়ন্তি" সায়ণ। এই ঋকটীতে অনেক উহ্য শব্দ আছে, এবং এই ঋক্ দুই স্থানে বিনিযুক্ত হয়, এক স্থলে বিনিয়োগের অর্থ প্রদত্ত হইল, সায়ণ আর একস্থলে প্রয়োগের অর্থও প্রদান করিয়াছেন।

৫। অথর্বা (নামক ঋষি) যজ্ঞ দ্বারা প্রথমে (অপহৃত গাভীগণের) পথ বাহির করিয়াছিলেন; পরে ব্রতপালনকারী কমনীয় সূর্য্য (রূপ ইন্দ্র) উৎপন্ন হইয়াছিলেন; অথর্বা ঐ গাভী সকল প্রাপ্ত হইলেন; কবির পুত্র উশনা(৩) ইন্দ্রের সহায় হইয়াছিলেন। (অসুর) দমনের নিমিত্ত সমুৎপন্ন এবং অমর ইন্দ্রের পূজা করি।

৬। সুন্দর ফলযুক্ত যজ্ঞের জন্য(৪) যখন কুশচ্ছেদন হয়, যখন স্তোত্রনিষ্পাদক হোতা দ্যুতিমান্ যজ্ঞে স্তুতি ঘোষিত করে, যখন সোমনিস্যন্দী প্রস্তর শাস্ত্রীয় স্তুতিকারী স্তোতার ন্যায় শব্দ করে, তখন ইন্দ্র হর্ষযুক্ত হয়েন।

---

৮৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য সোমরস অভিযুত হইয়াছে; হে বলবান্ শত্রুদিগের ধর্ষণকারী ইন্দ্র! আগমন কর। সূর্য্য যেরূপ অন্তরীক্ষকে কিরণ দ্বারা পূরিত করেন সেইরূপ প্রভূত সামর্থ্য তোমাকে পূরিত করুক।

২। ইন্দ্রের অশ্বদ্বয় অহিংসিত বলশালী ইন্দ্রকে ঋষিদিগের ও অন্যান্য লোকের স্তুতি ও যজ্ঞের সমীপে বহন করুক।

৩। হে বৃত্রহন্তা! রথে আরোহণ কর, যে হেতু তোমার অশ্বদ্বয় মন্ত্র দ্বারা (রথে) সংযোজিত হইয়াছে। সোমনিস্যন্দী প্রস্তর শব্দের দ্বারা তোমার মন আমাদের অভিমুখী করুক।

---

(৩) "কবেঃ পুত্র উশনা ভৃগুঃ।"—সায়ণ। পুরাণে উশনা ভৃগুবংশে উৎপন্ন।

(৪) মূলে "স্বপত্যায়" আছে, অর্থ সু অপত্যায়;—শব্দের অর্থ শোভনীয় অপত্যের জন্য। কিন্তু সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "শোভনাপত্যহেতুভূতায় কর্ম্মণে।" "সাফল্য-সাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠানের জন্য।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

"Egregiam prolem conferentis causa."—*Rosen.*

"Jaloux d'obtenir une heureuse posterité."—*Langlois.*

"For the rite that brings down blessings."—*Wilson.*

৪। হে ইন্দ্র! তুমি এই অতিশয় প্রশংসনীয়, হর্ষকর ও অমর সোমপান কর; যজ্ঞগৃহে এই দীপ্তিমান্ সোমধারা তোমারই দিকে বহিতেছে।

৫। শীঘ্র! ইন্দ্রের পূজা কর; তাঁহার স্তুতি কর; অভিষুত সোমরস তাঁহাকে হৃষ্ট করুক; প্রশংসনীয় ও বলবান্ ইন্দ্রকে নমস্কার কর।

৬। হে ইন্দ্র! যখন তুমি অশ্বদ্বয় রথে যোজিত কর তখন তোমার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রথী আর নাই। তোমার সদৃশ বলসম্পন্ন কেহ নাই, তোমার ন্যায় শোভনীয় অশ্বযুক্ত কেহ নাই।

৭। যে ইন্দ্রই কেবল হব্যদাতা যজমানকে ধন প্রদান করেন তিনি সমস্ত জগতের নির্বিরোধী স্বামী(১)।

৮। যে হব্য প্রদান করে না, তাহাকে মণ্ডলাকার সর্পের ন্যায়(২) ইন্দ্র কখন পাদের দ্বারা দলন করিবেন? ইন্দ্র, কখন্ আমাদের স্তুতি শ্রবণ করিবেন?

৯। হে ইন্দ্র! যে অভিষুত সোম দ্বারা তোমার সেবা করে, ইন্দ্র তাহাকে ধন দান করেন।

১০। সৌবর্ণ গাভীগণ কেবল সুস্বাদু এবং এই প্রকারে সর্ব্ব যজ্ঞে ব্যাপ্ত মধুর সোমরস পান করে, সে গাভীগণ শোভার নিমিত্ত অভীষ্টদাতা ইন্দ্রের সহিত গমন করিয়া হর্ষ প্রাপ্ত হয়। ঐ গাভী সকল ইন্দ্রের রাজত্ব লক্ষ্য করিয়া অবস্থিতি করে(৩)।

(১) এই ঋক ও পরের দুইটী ঋকের শেষে "অঙ্গ" এই শব্দটী আছে। অর্থ ঠিক বুঝা যায় না। সায়ণ "শীঘ্র" অর্থ করিয়াছেন, যথা "ইন্দ্র শীঘ্র সমস্ত জগতের স্বামী হয়েন।" কিন্তু এটী ভাল অর্থ বলিয়া বোধ হয় না। ইউরোপীয় অনুবাদকগণ বিবেচনা করেন স্তোতা এই শব্দদ্বারা ইন্দ্রকে আসিবার জন্য ডাকিতেছেন। "Ohe!"—*Rosen.* "Oh viens!"—*Langlois.* "Ho!"—*Wilson.*

(২) মূলে "ক্ষুম্পং" আছে। "অহিচ্ছত্রং মণ্ডলাকারেণ শয়ানং।" সায়ণ।

(৩) মূলে "বস্বীঃ অনু স্বরাজ্যং" আছে। "পয়ঃ প্রদানেন নিবাসকারিণ্যস্তা গাবঃ স্বরাজ্যং স্বস্য স্বকীয়স্য ইন্দ্রস্য যৎ রাজ্যং রাজত্বং তদনুলক্ষ্য অবস্থিতা ইতি শেষঃ।" সায়ণ। "Domicilium procurantes, quæ ipsius dominium respicientes adstant."—*Rosen.*

"Elles s'etendent sur son domaine."—*Langlois.*

"Abiding (in their stalls) expectant of his sovereignty."—*Wilson.*

১১। ইন্দ্রের স্পর্শাভিলাষী উক্ত নানাবর্ণের গাভী সকল সোমের সহিত তাহাদিগের দুগ্ধ মিশ্রিত করে। ইন্দ্রের প্রিয় ধেনু সকল শত্রুবিনাশী বজ্র শত্রুগণ মধ্যে প্রেরণ করে। ঐ গাভী সকল ইন্দ্রের রাজত্ব লক্ষ্য করিয়া অবস্থিতি করে।

১২। এই প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত গাভী সকল (স্বীয় দুগ্ধরূপ) অন্ন দ্বারা ইন্দ্রের বলের পূজা করে। তাহারা (যুদ্ধাভিলাষী শত্রুগণের) পূর্ব্ব হইতে অবগতির জন্য (ইন্দ্রের শত্রু বধাদি) বহু কার্য্য ঘোষিত করে। ঐ গাভী সকল ইন্দ্রের রাজত্ব লক্ষ্য করিয়া অবস্থিতি করে।

১৩। অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্র দধীচি ঋষির অস্থি দ্বারা বৃত্রগণকে নবগুণ নবতি বার বধ করিয়াছিলেন (৪)।

১৪। পর্ব্বতে লুক্কায়িত দধীচির অশ্ব মস্তক পাইবার ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্র সেই মস্তক শর্যণাবৎ (সরোবরে) (৫) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

---

(৪) দধীচির অস্থি লইয়া ত্বষ্টা বজ্র নির্ম্মাণ করিলেন সেই বজ্র দ্বারা ইন্দ্র অসুরদিগকে নাশ করেন এইরূপ পৌরাণিক গল্প আছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। দধীচির অস্থি দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রদিগকে হনন করিয়াছেন তাহা বেদে আমরা এই স্থলে পাইলাম। সায়ণ এই স্থলে ও ১১৬ সূক্তের ১২ ঋকে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পৌরাণিক গল্প হইতে কিছু বিভিন্ন। ইন্দ্র দধীচিকে মধুবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে দধীচি সেই বিদ্যা অন্য কাহাকে শিখাইলে ইন্দ্র তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিবেন। অশ্বিদ্বয় সেই বিদ্যা শিখিতে ইচ্ছা করিয়া দধীচিকে একটী অশ্বের মাথা পরাইয়া দিলেন, এবং সেই মাথায় দধীচি অশ্বিদ্বয়কে মধুবিদ্যা শিখাইলেন, ইন্দ্র ক্রোধে সেই মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন, তাহাতে অশ্বিদ্বয় দধীচিকে তাঁহার নিজ মস্তক পুনরায় পরাইয়া দিলেন। দধীচির অবর্ত্তমানে অসুরগণের দৌরাত্ম্য পুনরায় বৃদ্ধি হওয়ায় ইন্দ্র তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন, এবং তাঁহার অশ্বের মস্তক পাইলেন। তাহারই অস্থি দ্বারা অসুরদিগকে বিনাশ করিলেন।

এই উপাখ্যান পৌরাণিক দধীচির উপাখ্যান অপেক্ষা প্রাচীন কিন্তু ইহার অর্থ কি অনুভব করা দুষ্কর। দধীচি অথর্ব্বার পুত্র; যে যে ঋষিগণ প্রথমে আর্য্য ভারতবর্ষে যাগযজ্ঞ ও অগ্নিহোম বিস্তৃত করিয়াছিলেন, অথর্ব্বা তাঁহাদিগের মধ্যে একজন প্রধান। ৭১ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ। অতএব দধীচির দ্বারা যে ইন্দ্র বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার পূজা বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা আমরা বুঝিলাম। তথাপি তাঁহার অশ্বমস্তক বা অস্থির কথা কোথা হইতে উঠিল তাহা বুঝা গেল না। Langlois যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা নিতান্ত কাল্পনিক ও অমূলক বলিয়া বোধ হয়।

(৫) "শর্য্যণাবত্ত বৈ নাম কুরুক্ষেত্রস্য জঘনার্দ্ধে সরঃ।" সায়ণ।

১৫। আদিত্যরশ্মি এই গমনশীল চন্দ্রমণ্ডলে অন্তর্হিত ত্বষ্টৃতেজ এইরূপে পাইয়াছিল(৬)।

১৬। অদ্য কে (ইন্দ্রের) গমনশীল রথে বীর্য্যযুক্ত, তেজোময় দুঃসহক্রোধযুক্ত অশ্ব সংযোজনা করিতে পারে? সে অশ্বগণের মুখে বাণ আবদ্ধ আছে, তাহারা (শত্রুদিগের) হৃদয়ে পাদক্ষেপ করে ও (মিত্রদিগকে) সুখ প্রদান করে। যে এই অশ্বগণের ক্রিয়া প্রশংসা করে তাহারা (দীর্ঘ) জীবন প্রাপ্ত হয়(৭)।

১৭। (শত্রুভয়ে) কে নির্গত হয়? কে (শত্রুদ্বারায়) নষ্ট হয়? কে ভীত হয়? রক্ষকরূপে সমীপস্থিত ইন্দ্রকে কে জানে? কে বা পুত্রের নিমিত্ত, নিজের নিমিত্ত, ধনের নিমিত্ত, শরীর (রক্ষায়) নিমিত্ত বা পরিজন (রক্ষার) নিমিত্ত ইন্দ্রের নিকটে প্রার্থনা করে(৮)?

১৮। কে (ইন্দ্রের নিমিত্ত) অগ্নির স্তুতি করে? কে (বসন্তাদি) নিত্য ঋতু উপলক্ষ্য করিয়া(৯) পাত্রস্থিত হব্যঘৃত দ্বারা পূজা করে? (ইন্দ্রভিন্ন অন্য) দেবগণ কোন্ যজমানকে প্রশংসনীয় ধন শীঘ্র প্রদান করেন? যজ্ঞব্রত এবং দেবপ্রসাদযুক্ত কোন্ যজমান্ ইন্দ্রকে সম্যক জানে?

১৯। হে বলবান্ দেব ইন্দ্র! তুমি (স্তুতি রত) মনুষ্যকে প্রশংসা কর। হে মঘবন্! তোমা ভিন্ন আর কেহ সুখদাতা নাই; অতএব তোমার স্তুতি করি।

---

(৬) ত্বষ্টৃ তেজ অর্থাৎ সূর্য্য তেজ। "অথাপ্যস্যৈকো রশ্মিশ্চন্দ্রমসং প্রতি দীপ্যতে তদেতেনোপেক্ষিতব্যং আদিত্যতোঽস্য দীপ্তির্ভবতি।" নিরুক্ত ২। ৬। অতএব সূর্য্য কিরণ চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রের আলোক হয় এ কথা ঋগ্বেদের সময় অথবা যাস্কের সময় জানা ছিল।

(৭) মূলে "অদ্য যুংক্তে ধুরি" এই রূপ আছে। সায়ণ "কঃ" অর্থে প্রজাপতি করিয়া দ্বিতীয় একটী অর্থ করিয়াছেন।

(৮) অর্থাৎ ইন্দ্র স্বয়ংই এ সমস্ত আমাদিগকে দেন। এখানেও "কঃ" অর্থে প্রজাপতি করিয়া সায়ণ দ্বিতীয় একটী ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(৯) মূলে "ঋতুভির্ধ্রুবেভিঃ" আছে। "নিত্যৈঃ ঋতুভির্বসন্তাদি কালৈঃ।" "যদ্বা ঋতবঃ প্রযাজদেবতাঃ * * তাভিঃ।" সায়ণ। ঋতুগণ দেব, সে সম্বন্ধে ১৫ সূক্তের ১ ঋক দেখ।

২০। হে নিবাসস্থানদাতা ইন্দ্র! তোমার ভূতগণ ও সহায়স্বরূপ (মরুৎগণ)(১০) আমাদিগকে যেন কখন বিনাশ না করে। হে মনুষ্যের হিতকারী ইন্দ্র! আমরা মন্ত্র জানি; তুমি আমাদিগকে ধন আনিয়া দাও(১১)।

---

৮৫ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। রহুগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। মরুৎগণ গমন কালে স্বীয় শরীর স্ত্রীলোকের ন্যায় অলঙ্কৃত করেন, তাঁহারা গমনশীল রুদ্রের পুত্র; এবং হিতকর কার্য্য দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীর বর্দ্ধন সাধন করেন। বীর ও বর্ষণশীল মরুৎগণ যজ্ঞে হব্য প্রাপ্ত হন।

২। ঐ মরুৎগণ দেবগণের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; রুদ্রপুত্রগণ আকাশে স্থান পাইয়াছেন; অর্চ্চনীয় ইন্দ্রের অর্চ্চনা করিয়া ও ইন্দ্রকে বীর্য্যশালী করিয়া পৃশ্নিপুত্র (মরুৎগণ) ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৩। গাভীর পুত্র মরুৎগণ(১) যখন অলঙ্কারের দ্বারা আপনাদিগকে শোভাযুক্ত করেন, তখন দীপ্ত মরুৎগণ স্বীয় শরীরে উজ্জ্বল

---

(১০) মূলে "রাধাংসি" এবং "উতয়" শব্দ আছে—"রাধাংসি ভূতানি।" সায়ণ।

"উতয়ঃ গন্তারঃ। যদ্বা ধূতয় ইত্যত্র বর্ণ লোপঃ। ধূতয়ঃ কম্পিতারস্তে ত্বদীয়া মরুতঃ।" সায়ণ।

"Let not thy treasury, let not thy benefits, ever be detrimental to us."—*Wilson.*

(১১) মূলে "মানুষ বসূনি চর্ষণিভ্য" আছে। "মানুষ" অর্থে "মনুষ্যহিত ইন্দ্র।" সায়ণ। "চর্ষণিভ্যঃ" অর্থে "মন্ত্রদ্রষ্টৃভ্যঃ।" সায়ণ। ৩ সূক্তের ৭ ঋকের টীকায় চর্ষণি শব্দের অর্থ দেখ।

---

(১) ২ ঋকে মরুৎগণকে "পৃশ্নি মাতরঃ" অর্থাৎ পৃশ্নির পুত্র এবং ৩ ঋকে তাহাদিগকে গোমাতরঃ অর্থাৎ গাভীর পুত্র বলা হইয়াছে, এই গোশব্দ দ্বারা পৃশ্নিই বুঝাইতেছে। সায়ণ উভয় পৃশ্নি ও গো অর্থে পৃথিবী করিয়াছেন। কিন্তু ২৩ সূক্তে ৫ ঋকের টীকায় পৃশ্নির অর্থ দেখ।

অলঙ্কার ধারণ করেন তাঁহারা সমস্ত শত্রু নাশ করেন, এবং তাঁহাদের মার্গ অনুসরণ করিয়া বৃষ্টি বহে।

৪। সুন্দর যজ্ঞযুক্ত মরুৎগণ আয়ুধের দ্বারা বিশেষরূপে দীপ্তিমান্ হইয়াছেন; তাঁহারা স্বয়ং অবিচলিত হইয়া পর্ব্বতাদিকেও উৎপাটিত করেন; যখন তোমরা রথে বিন্দুচিহ্নিত মৃগ(২) সংযোজিত কর, তখন হে মরুৎগণ! তোমরা মনের ন্যায় বেগগামী এবং বৃষ্টিসেচনব্রতে নিযুক্ত হও।

৫। অন্নের জন্য মেঘকে (বর্ষণার্থ) প্রেরণ করিয়া বিন্দুচিহ্নিত মৃগ রথে সংযোজিত কর, তখন উজ্জ্বল সূর্য্যের নিকট হইতে(৩) বারিধারা বিমুক্ত হয় এবং চর্ম্মের ন্যায় জলদ্বারা সমস্ত ভূমি আর্দ্র হয়(৪)।

৬। হে মরুৎগণ! তোমাদের বেগবান্ ও লঘুগামী অশ্ব তোমাদিগকে এই যজ্ঞে বহন করুক; তোমরা শীঘ্রগামী, হস্তে (ধন লইয়া) আইস। হে মরুৎগণ! বিস্তীর্ণ কুশের উপর উপবেশন কর; এবং মধুর সোমরস পান করিয়া তৃপ্ত হও।

৭। মরুৎগণ নিজবলে নির্ভর করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, মহিমা দ্বারা স্বর্গে স্থান পাইয়াছেন, এবং বিস্তীর্ণ বাসস্থান করিয়াছেন। যাঁহাদের জন্য বিষ্ণু অভীষ্টপ্রদ ও হর্ষকর যজ্ঞ রক্ষা করেন, সেই মরুৎগণ পক্ষীর ন্যায় শীঘ্র আগমন করিয়া এই প্রীতিকর কুশে উপবেশন করুন(৫)।

---

(২) মরুৎগণের বাহনের নাম পৃষতী ৩৭ সূক্তের ২ ঋকের টীকা দেখ।

(৩) মূলে "অরুষস্য" আছে, অর্থ "আরোচমানস্য সূর্য্যস্য বৈদ্যুতাগ্নের্বা।" সায়ণ। Max Muller রক্তবর্ণ মেঘ অর্থ করিয়াছেন। "The red enemy is the dark red cloud, but Arushá has almost become a proper name, and its original meaning of redness is forgotten."

(৪) ক্ষুদ্র চর্ম্ম যেরূপ জলদ্বারা শীঘ্র ভিজিয়া যায় সেই রূপ পৃথিবী সিক্ত হয়। সায়ণ। কিন্তু Max Muller অর্থ করিয়াছেন "The streams liberated by the Maruts * * moisten the earth with water like a skin, *i.e.* like a skin in which water is kept and from which it is poured out" অর্থাৎ মশক হইতে যে রূপ জল পড়ে মেঘ হইতে পৃথিবীতে সেই রূপ জল পড়ে।

(৫) এই ঋকের শেষ অর্দ্ধ Max Muller এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, "When Vishnu descried the enrapturing soma, the Maruts sat down like birds on their beloved altar."

৮। শূরদিগের ন্যায়, যুদ্ধার্থীদিগের ন্যায়, যশঃপ্রিয় পুরুষদিগের ন্যায়(৬) শীঘ্রগামী মরুৎগণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন; বিশ্বভুবন সেই মরুৎগণকে ভয় করে, তাঁহারা নেতা ও রাজার ন্যায় উগ্ররূপ।

৯। শোভনকর্ম্মা ত্বষ্টা যে সুনির্ম্মিত, হিরণ্ময় ও অনেক ধারাযুক্ত বজ্র ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন, ইন্দ্র সেই বজ্র সংগ্রামে কার্য্যসাধন করিবার জন্য ধারণ করিয়া বৃত্রবধ করিয়াছিলেন এবং বারিরাশি(৭) বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

১০। মরুৎগণ স্বীয় বলদ্বারা কূপ উপরে উঠাইয়া(৮) পথনিরোধক পর্ব্বতকে বিভেদ করিয়াছিলেন। শোভনদানশীল মরুৎগণ বীণা বাজাইয়া(৯) সোমপানে হৃষ্ট হইয়া রমণীয় ধন দিয়াছিলেন।

১১। মরুৎগণ সেই (গোতমের) দিকে কূপ বক্রভাবে প্রেরণ করিলেন(১০); এবং তৃষিত গোতম ঋষির জন্য জল সিঞ্চন করিলেন। বিচিত্র দীপ্তিযুক্ত মরুৎগণ রক্ষণের জন্য আগমন করেন, এবং জীবনোপায় জলদ্বারা(১১) মেধাবী গোতমের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন।

১২। হে মরুৎগণ! তোমাদের স্তোতাকে দিবার যে সুখ তিন জগতে আছে, তোমরা তাহা হব্যদাতাকে প্রদান কর। সেই সমস্ত আমাদিগকে দাও; হে অভীষ্টপ্রদ! আমাদিগকে বীরযুক্ত ধন দাও।

---

(৬) "শ্রবঃ" অর্থে সায়ণ এখানে অন্ন করিয়াছেন, অনেক স্থলে যশঃ করিয়াছেন। এখানেও যশঃ অর্থ করিলে ভাল হয়।

(৭) সায়ণ "অর্ণবং" শব্দ বৃত্রের বিশেষণ করিয়া জলযুক্ত বৃত্র এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(৮) "অবতঃ কূপঃ।" সায়ণ। গোতম ঋষি পিপাসিত হইয়া জল চাহিয়াছিলেন, মরুৎগণ দূরস্থ একটী কূপ উঠাইয়া গোতম ঋষির নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন। সায়ণ। Max Muller "অবতং" অর্থাৎ কূপ অর্থ মেঘ করিয়াছেন। কূপ উঠাইয়া গোতম ঋষিকে জল দেওয়া সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ৯ ঋক দেখ।

(৯) মূলে "ধমন্তো বাণং" আছে। "বীণা বিশেষং ধমন্তো বাদয়ন্তঃ।" সায়ণ। "শততন্ত্রী বীণা।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

"Blowing upon their pipe."—*Wilson*. "Sending forth their voice."—*Max Muller*. "There is no authority for vána meaning either lyre or flute in the Vedas."—*Max Muller*.

(১০) "They drove the cloud athwart this way."—*Max Muller*.

(১১) "With their clans."—*Max Muller*.

৮৬ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে উজ্জ্বল মরুৎগণ! অন্তরীক্ষ হইতে আগমন করিয়া তোমরা যাহার গৃহে সোমপান কর, সেই জন অতিশয় সুরক্ষক সম্পন্ন।

২। হে যজ্ঞবাহী মরুৎগণ! যজ্ঞরত যজমানের স্তুতি অথবা মেধাবীর(১) আহ্বান শ্রবণ কর।

৩। যে যজমানের ঋত্বিক্‌গণ(২) মরুৎগণকে (হব্যপ্রদান দ্বারা) উৎসাহিত করিয়াছে, সেই যজমান বহুগাভীযুক্ত গোষ্ঠে(৩) গমন করেন।

৪। যজ্ঞের দিবসে বীর (মরুৎগণের) নিমিত্ত যজ্ঞে সোম অভিষুত হয় এবং (মরুৎগণের) হর্ষের নিমিত্ত স্তোত্র উচ্চারিত হয়।

৫। সর্ব্বশত্রুবিজয়ী মরুৎগণ স্তোতার স্তুতি শ্রবণ করুন; এবং স্তোতা প্রভূত অন্ন প্রাপ্ত হউন(৪)।

৬। হে মরুৎগণ! আমরা, সর্ব্বজ্ঞ মরুৎগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া, তোমাদিগকে বহুবৎসর(৫) হব্য প্রদান করিতেছি।

৭। হে যজনীয় মরুৎগণ! যাহার হব্য তোমরা গ্রহণ কর, সে সৌভাগ্যশালী হউক।

---

(১) মূলে "বিপ্রস্য বা" আছে। "অযজমানস্য মেধাবিনঃ।" সায়ণ।

(২) মূলে "বাজিনঃ" আছে। "হবির্লক্ষণান্নোপেতা ঋত্বিজঃ।" সায়ণ।

(৩) মূলে "ব্রজ" আছে। "ব্রজে গোষ্ঠে।" সায়ণ। And that sacrificer of whom you, Maruts, make a poet, shall attain to a cowfold full of cows.—বেদার্থযত্ন

(৪) মূলে "স্বরং চিৎ সস্রুষীঃ ঈষঃ" আছে। "স্বরং চিৎ স্তুতেঃ প্রেরয়িতারং যজমানং ঈষঃ মরুদ্ভিঃ প্রত্তানি অন্নানি স্রুস্রুষীঃ প্রাপ্তানি ভবন্তু।" সায়ণ। Max Muller "স্বরং" অর্থে সূর্য্য এবং ঈষঃ অর্থে জল বা মেঘ করিয়া এই রূপ অনুবাদ করিয়াছেন। "As the flowing rain-clouds pass over the sun."

(৫) মূলে "শরদ্ভিঃ" আছে, অর্থাৎ বহু শরৎকাল, অর্থাৎ বহু বৎসর। "*In many a harvest.*"—***Max Muller.***

৮। হে প্রকৃত বলসম্পন্ন নেতা মরুৎগণ! তোমাদের স্তুতিপরায়ণ ও (মন্ত্রোচ্চারণজনিত শ্রমের দ্বারা) স্বেদযুক্ত এবং তোমাদিগের অভিলাষী স্তোতৃগণের অভিলাষ অবগত হও।

৯। হে প্রকৃত বলসম্পন্ন মরুৎগণ! তোমরা উজ্জ্বল মাহাত্ম্য প্রকাশ কর, এবং তদ্দ্বারা রাক্ষসাদিকে তাড়িত কর।

১০। সর্ব্বব্যাপী অন্ধকারকে নিবারণ কর; (রাক্ষসাদি) সকল ভক্ষককে(৬) বিদূরিত কর; অভিলষিত যে জ্যোতি আমরা কামনা করি তাহা প্রকাশিত কর।

---

৮৭ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। মরুৎগণ শত্রুঘাতী প্রকৃষ্ট বলসম্পন্ন, জয়ঘোষযুক্ত, আনতি-রহিত, অবিযুক্ত, অবশিষ্ট সোমপায়ী(১) (যজমানের) সেবিত এবং (মেঘাদির) নেতা; মরুৎগণ আভরণ দ্বারা নক্ষত্রপূর্ণ আকাশের ন্যায় প্রকাশিত হইলেন(২)।

---

(৬) মূলে "অত্রিণং" আছে। "অত্তারং রাক্ষসাদিকং।" সায়ণ। "Tusky spirit."—*Max Muller.* 'Atrin,' which stands for 'Attrin,' is one of the many names assigned to the powers of darkness and mischief." "It is derived from atrá, which means 'tooth' or 'jaw.'"—*Max Muller.*

---

(১) মূলে "ঋজীষিণঃ" আছে। ৬৪ সূক্তের ১২ ঋকের টীকা দেখ।

(২) মূলে "অঞ্জিভিঃ ব্যানজ্রে উস্রা ইব স্তৃভিঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "অঞ্জিভিঃ স্তৃভি ব্যানজ্রে" অর্থাৎ শরীরাচ্ছাদক আভরণের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল, "উস্রা ইব" অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মির ন্যায়। কিন্তু Max Muller ব্যাখ্যা করিয়াছেন "অঞ্জিভিঃ ব্যানজ্রে" অর্থাৎ আভরণ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল, "উস্রা ইব স্তৃভি" অর্থাৎ তারাযুক্ত আকাশের ন্যায়। "They have shewn themselves with their glittering ornaments * * like the heavens with the stars." "স্তৃভিঃ" সম্বন্ধে ৬৮ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখ।

২। হে মরুৎগণ! পক্ষীর ন্যায় কোনও পথ দিয়া শীঘ্র ধাবমান্ হইয়া সন্নিকৃষ্ট নভ প্রদেশে যখন তোমরা গমনশীল মেঘসমূহকে সমবেত কর, তখন তোমাদের মেঘ সকল তোমাদের রথে সংশ্লিষ্ট হইয়া বারি-বর্ষণ করে; অতএব, তোমরা পূজকের উপর মধুসদৃশ স্বচ্ছ বারি সিঞ্চন কর।

৩। যখন মরুৎগণ শুভপ্রদ বৃষ্টির জন্য (মেঘ সকলকে) সজ্জীভূত করেন, তখন মরুৎগণ মেঘ সকলকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া নিয়মিত করিতেছে দেখিয়া পৃথিবী বিরহিতা স্ত্রীর ন্যায়(৩) কম্পিত হয়েন; তাদৃশ বিহার-শীল, গমনশীল ও দীপ্তায়ুধ মরুৎগণ (পর্ব্বতাদি) কম্পিত করিয়া স্বকীয় মহিমা প্রকটিত করেন।

৪। মরুৎগণ স্বয়ং পরিচালিত, এবং বিন্দুচিহ্নিত মৃগ তাঁহাদিগের অশ্ব; তাঁহারা তরুণ, বীর্য্যশালী এবং ক্ষমতাশালী, তোমরা সত্য, ঋণ হইতে মুক্তিদাতা, অনিন্দিত, এবং জলবর্ষণকারী; তোমরা আমাদের যজ্ঞের রক্ষক।

৫। আমাদের পুরাতন পিতা (রহূগণ) কর্ত্তৃক (উপদিষ্ট) হইয়া আমরা কহিতেছি যে সোমের আহুতির সহিত স্তুতিবাক্য (মরুৎগণকে) প্রাপ্ত হয়; তাঁহারা ইন্দ্রের স্তুতি করতঃ (বৃত্র হনন কার্য্যে) উপস্থিত ছিলেন, এবং যজ্ঞার্হ নাম ধারণ করিয়াছেন।

৬। ঐ মরুৎগণ (প্রাণীগণের) উপভোগের নিমিত্ত দীপ্তিমান্ সূর্য্যকিরণের সহিত (বৃষ্টিবারি) সিঞ্চন করিতে ইচ্ছা করেন; তাঁহারা স্তুতিমান্ ঋত্বিক্‌গণের সহিত সুখকর হব্য ভক্ষণ করেন; স্তুতিযুক্ত বেগ-গামী ও নির্ভীক মরুৎগণ সর্ব্বপ্রিয় মরুৎসম্বন্ধীয় স্থান(৪) প্রাপ্ত হইয়াছেন।

---

(৩) মূলে "বিথুরা ইব।" "ভর্ত্তা বিযুক্তা জায়া।" সায়ণ। "ভর্ত্তৃবিরহিতা স্ত্রী।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। কিন্তু Max Muller অনুবাদ করিয়াছেন "as if broken." "There is no authority for Sayana's explanation of Vithura-ira, the earth trembles like a widow. Vithura occurs several times in the Rig Veda, but never in the sense of widow."—*Max Muller.*

(৪) "Established themselves in what became afterwards known as their abode, their own place among the gods who are invoked at the sacrifice."—*Max Muller.*

৮৮ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে মরুৎগণ! তোমরা বিদ্যুৎযুক্ত, শোভন গমন বিশিষ্ট, আয়ুধ সম্পন্ন ও অশ্ব সংযুক্ত মেঘে (আরোহণ করিয়া) আগমন কর। হে শোভনকর্ম্মা মরুৎগণ! প্রভুত অন্নের সহিত পক্ষীর ন্যায় আমাদের নিকট আগমন কর।

২। মরুৎগণ অরুণ ও পিঙ্গল রথবাহক অশ্ব দ্বারা (দেবগণের) কোন্ স্তোতার নিকট শুভ সম্পাদনার্থ আগমন করিতেছেন? স্বর্ণের ন্যায় দীপ্তিমান্ (ও শত্রু নাশকারী) আয়ুধযুক্ত মরুৎগণ রথ চক্র দ্বারায় ভূমি ক্ষত করিতেছেন।

৩। হে মরুৎগণ! ঐশ্বর্য্য লাভার্থ তোমাদের শরীরে শত্রুগণের আক্রোশকারী (আয়ুধ) আছে মরুৎগণ বন বৃক্ষ সমূহের ন্যায় যজ্ঞ ঊর্দ্ধ করেন(১)। হে সুজাত মরুৎগণ! তোমাদের নিমিত্ত প্রভুত ধনশালী যজমান্গণ (সোমনিস্যন্দী) প্রস্তর ধন যুক্ত করে।

৪। হে জলাভিলাষী(২) গোতমগণ তোমাদের (সুখের) দিবস আগত হইয়াছে এবং উদকনিষ্পাদ্য যজ্ঞকে দ্যুতিমান্ করিয়াছে। গোতম ঋষিগণ স্তোত্রের সহিত হব্য দান করিয়া পানের নিমিত্ত কূপ উন্নমিত করিয়াছেন।

---

(১) মূলে "মেধা বনা ন কৃণবন্ত ঊর্দ্ধা" আছে। সায়ণের অর্থ উপরে দেওয়া হইয়াছে। **Max Muller** এই রূপ অর্থ করিয়াছেন যথা "**May they stir up our minds as they stir up the forests.**"

(২) মূলে "গৃধ্রাঃ" আছে "জলাভিকাংক্ষাযুক্তান্।" সায়ণ। **Max Muller** এ শব্দটী মরুৎগণের বিশেষণ করিয়া "*O! hawks*" এই রূপ অনুবাদ করিয়াছেন।

৫। মরুৎগণ হিরণ্য চক্রযুক্তরথারূঢ়, লৌহময়চক্রধারাযুক্ত, ইতস্ততঃ ধাবমান এবং প্রবল শত্রুহন্তা(৩); সেই মরুৎগণকে দেখিয়া গোতম ঋষি যে স্তোত্র উচ্চারিত করিয়াছিলেন, এ সেই স্তুতি।

৬। হে মরুৎগণ! যোগ্য স্তুতি তোমাদিগের প্রত্যেককে স্তুতি করে, ঋত্বিক্‌গণের বাণী এক্ষণে অনায়াসে এই ঋক্‌সমূহ দ্বারা তোমাদের স্তুতি করিয়াছে, কেন না তোমরা আমাদের হস্তে বহুবিধ অন্ন স্থাপিত করিয়াছ(৪)।

---

৮৯ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। কল্যাণকর, অহিংসিত, অপ্রতিরুদ্ধ ও (শত্রু) বিনাশকারী যজ্ঞ সকল সর্ব্বদিক্ হইতে আগমন করুক; যাঁহারা আমাদের পরিত্যাগ না করিয়া প্রতিদিন রক্ষা করেন, সেই দেবগণ সর্ব্বদা আমাদের বর্দ্ধিত করুন।

২। ঋজু (লোক) প্রিয় দেবগণের কল্যাণকর অনুগ্রহ আমাদের অভিমুখে আগমন করুক এবং তাঁহাদের দান আমাদের অভিমুখে আগমন করুক; আমরা যেন সেই দেবগণের বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হই, তাঁহারা আমাদের জীবন বর্দ্ধন করুন।

---

(৩) মূলে "অয়ো দংষ্ট্রান্ বিধাবতঃ বরাহূন্" আছে। সায়ণ "বরাহূন" শব্দের তিনটী অর্থ দিয়াছেন যথা উৎকৃষ্ট শত্রুহন্তা, উৎকৃষ্ট বৃষ্টির আহর্ত্তা, এবং উৎকৃষ্ট দেবগণের আহ্বানকারী। Max Muller বরাহ অর্থ করিয়াছেন "Wild boars rushing about with iron tusks." বেদার্থযত্ন মক্ষমূলরকে অনুসরণ করিয়াছেন।

(৪) "This refreshing draught of soma rushes towards you like the voice of a suppliant; it rushes freely from our hands, as libations are wont to do."—*Max Muller*.

৩। তাঁহাদিগকে পূর্ব্বের (বেদাত্মক) বাক্যের দ্বারা আহ্বান করি; ভগ, মিত্র, অদিতি, দক্ষ, অস্রিধ(১), অর্যম, বরুণ, সোম, এবং অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি; সৌভাগ্যশালিনী সরস্বতী আমাদের সুখ সম্পাদিত করুন।

৪। বায়ু আমাদের নিকট সুখোৎপাদক ভেষজ আনয়ন করুন; জননী পৃথিবী ও পিতা দ্যুলোকও আনয়ন করুন; সোমনিস্যন্দী সুখোৎপাদক প্রস্তরও সেই ভেষজ আনয়ন করুক; ধ্যান দ্বারা প্রাপ্তব্য, হে অশ্বিদ্বয়! (তোমরা আমাদের যাচ্ঞা) শ্রবণ কর।

৫। আমরা সেই ঐশ্বর্য্যশালী, স্থাবর জঙ্গমের অধিপতি যজ্ঞতোষ ইন্দ্রকে আমাদের রক্ষার নিমিত্ত আহ্বান [illegible]রি; পূষা যেরূপ আমাদের ধন বর্দ্ধনের জন্য রক্ষক আছেন, অহিংসিত পূষা সেইরূপ আমাদের মঙ্গলের জন্য রক্ষক (হউন)।

৬। প্রভূত স্তুতিভাজন ইন্দ্র ও সর্ব্বজ্ঞ [illegible] আমাদিগকে মঙ্গল প্রদান করুন; তৃক্ষের পুত্র(২) অরিষ্টনেমি এবং [illegible]পতি আমাদিগকে মঙ্গল প্রদান করুন।

৭। মরুৎগণ বিন্দুচিহ্নিত মৃগযুক্ত, পৃশ্নি[illegible], শোভনীয় গতিযুক্ত, যজ্ঞগামী ও অগ্নিজিহ্বায় অবস্থিত(৩), বুদ্ধিসম্পন্ন ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ মরুৎ দেবগণ আমাদিগের রক্ষার জন্য এই স্থানে আগমন করুন।

---

(১) অস্রিধং শোষণ রহিতং সর্ব্বদৈকরূপেন বর্ত্তমানং মরুদ্গণং। সায়ণ।

(২) মূলে "তার্ক্ষ্যঃ অরিষ্টনেমিঃ" আছে। "রথ চক্রস্য ধারা নেমিঃ। যুৎসম্বন্ধিনো রথস্য নেমির্নহিংস্যতে সোহরিষ্টনেমিঃ। এবম্ভূত তার্ক্ষ্যঃ। তৃক্ষস্য পুত্র গরুত্মান্।" সায়ণ। অতএব সায়ণ অর্থ করিয়াছেন অহিংসিত রথনেমিযুক্ত গরুড়। কিন্তু বিষ্ণুর বাহন গরুড় ঋগ্বেদের সময় কল্পিত হয় নাই, এবং গরুড়কে নেমিযুক্ত বলিয়া কেন বর্ণনা করিবে বুঝা যায় না। পুরাণে কোন কোন স্থলে কশ্যপ বা প্রজাপতির নাম অরিষ্টনেমি এরূপ দেখা যায়; এই স্থানেও "তার্ক্ষ্যঃ অরিষ্টনেমিঃ" অর্থে তৃক্ষের পুত্র কশ্যপ হওয়া সম্ভব।

(৩) সকল দেবগণই হব্য প্রাপ্তির জন্য অগ্নির জিহ্বায় অবস্থান করেন। সায়ণ।

৮। হে দেবগণ! আমরা যেন কর্ণে কল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিতে সমর্থ হই, হে যজনীয় দেবগণ! আমরা চক্ষে যেন কল্যাণ কর বস্তু দেখিতে সমর্থ হই; আমরা যেন দৃঢ়াঙ্গশরীরযুক্ত হইয়া তোমাদের স্তুতি করতঃ দেবগণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট(৪) আয়ু প্রাপ্ত হই।

৯। হে দেবগণ, মনুষ্যের পক্ষে শত বৎসরই (আয়ুঃ কল্পিত হইয়াছে); ঐ সময়ে তোমরা শরীরের জরা উৎপাদন করিয়া থাক, ঐ সময়ে পুত্রগণ পিতা হন। সেই নির্দ্দিষ্ট আয়ুর মধ্যে আমাদিগকে বিনাশ করিও না।

১০। অদিতি আকাশ; অদিতি অন্তরীক্ষ; অদিতি মাতা; তিনি পিতা; তিনি পুত্র; অদিতি সকল দেব; অদিতি পঞ্চ শ্রেণী লোক(৫), অদিতি জন্ম ও জন্মের কারণ।

---

৯০ সূক্ত।

বহুদেবতা দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। বরুণ ও মিত্র (উত্তম পথ) অবগত হইয়া আমাদিগকে অকুটিল গতিতে লইয়া যান; এবং দেবগণের সহিত সমান প্রীতিযুক্ত অর্য্যমাও (আমাদিগকে) লইয়া যান।

২। তাঁহারা ধন বিতরণ করেন, তাহারা মূঢ়তাশূন্য হইয়া স্বীয় তেজের দ্বারা সকল দিন স্বীয় কার্য্য পালন করেন।

---

(৪) সায়ণ বলেন ১১৬ কি ১২০ বৎসর।

(৫) মূলে "অদিতিঃ পঞ্চজনাঃ" আছে এই পঞ্চজন কে, তাহা সায়ণ এইরূপ লিখিয়াছেন "পঞ্চজনা নিষাদ পঞ্চমা শ্চত্বারো বর্ণাঃ। যদ্বা গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসি।" যাস্ক বলিয়াছেন "গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসীত্যেকে চত্বারো বর্ণা নিষাদপঞ্চম ইত্যৌপমন্যবঃ।" নিরুক্ত ৩। ৭ মণ্ডল সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখ।

৩। সেই অমরগণ আমাদের শত্রু বিনাশ করিয়া আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন; আমরা মরণশীল মনুষ্য।

৪। বন্দনীয় ইন্দ্র, মরুৎগণ, পূষা ও ভগ দেবগণ উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্তির জন্য আমাদের পথ দেখাইয়া দিন।

৫। হে পূষা, বিষ্ণু ও মরুৎগণ! তোমরা আমাদের যজ্ঞ পশু-প্রাপক কর এবং আমাদিগকে বিনাশ রহিত কর।

৬। বায়ু সকল যজমানের জন্য মধু বর্ষণ করে, নদীসমূহ মধুক্ষরণ করে; ওষধি সকল ও মাধুর্য্যযুক্ত হউক।

৭। আমাদের রাত্রি ও উষা মধুর হউক; পার্থিব জনপদ মাধুর্য্য বিশিষ্ট হউক; যে আকাশ সকলের পালয়িতা সে আকাশও মধুযুক্ত হউক।

৮। বনস্পতি আমাদের প্রতি মধুর হউক; সূর্য্যও মধুর হউক; ধেনুসকল মধুর হউক।

৯। মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বিস্তীর্ণপাদক্ষেপী বিষ্ণু আমাদের সুখকর হউন।

---

৯১ সূক্ত।

সোম দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে সোম! আমরা বুদ্ধিদ্বারা তোমাকে বিশেষরূপে অবগত আছি, তুমি আমাদিগকে সরল পথে লইয়া যাও; হে ইন্দ্র! (অর্থাৎ হে সোম!) তোমা কর্তৃক নীত হইয়া আমাদের পিতৃগণ দেবগণ মধ্যে রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২। হে সোম! তুমি স্বীয় যজ্ঞ দ্বারা শোভনীয় যজ্ঞযুক্ত, স্বীয় বল দ্বারা শোভনীয় বলযুক্ত, তুমি সর্ব্বজ্ঞ। তুমি অভীষ্ট ফল বর্ষণ দ্বারা বর্ষণকারী, এবং তুমি মহিমার মহান্ যজমানের অভিমত ফল প্রদর্শন করতঃ যজমানদত্ত অন্ন দ্বারা প্রভূতান্নযুক্ত।

৩। হে সোম(১)! রাজা বরুণের কার্য্য সমুদয় তোমারই; তোমার তেজ বিস্তীর্ণ ও গভীর; প্রিয় মিত্রের ন্যায় তুমি সকলের সংশোধক; অর্য্যমার ন্যায় তুমি সকলের বর্দ্ধক।

৪। হে সোম! তোমার যে তেজ দ্যুলোকে, পৃথিবীতে, পর্ব্বতে ওষধিতে এবং জলে আছে, সেই তেজযুক্ত হইয়া, হে সুমনা এবং ক্রোধহীন রাজন্, আমাদের হব্য গ্রহণ কর।

৫। হে সোম! তুমি সৎলোকের অধিপতি; তুমি রাজা, তুমি বৃত্রহন্তা, তুমিই শোভনীয় যজ্ঞ।

৬। স্তোত্রপ্রিয় এবং ওষধি সকলের পালয়িতা সোম! যদি তুমি আমাদের জীবনৌষধ কামনা কর, তাহা হইলে আমরা মরিব না।

৭। হে সোম! তুমি যজ্ঞকারী বৃদ্ধ বা তরুণ যজ্ঞকারীর জীবনের জন্য উপভোগযোগ্য ধন দাও।

৮। হে রাজন্ সোম! আমাদের দুঃখদানে অভিলাষী সকল লোক হইতে রক্ষা কর; ত্বৎসদৃশ ব্যক্তির সখা কখন বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।

৯। হে সোম! যজমানের সুখজনক তোমার যে সকল রক্ষণ আছে তদ্দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।

১০। হে সোম! তুমি আমাদের এই যজ্ঞ ও এই স্তুতি গ্রহণ করিয়া আগমন কর এবং আমাদের বর্দ্ধন কর।

১১। হে সোম! আমরা স্তুতিজ্ঞ, স্তুতিদ্বারা তোমাকে বর্দ্ধিত করি; তুমি সুখদ হইয়া আগমন কর।

১২। হে সোম! তুমি আমাদের ধনবর্দ্ধক, রোগহন্তা, ধনদাতা, সম্পদবর্দ্ধক ও সুমিত্রযুক্ত হও।

---

(১) সায়ণ বিবেচনা করিয়াছেন এখানে চন্দ্র অর্থে সোম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহা বিবেচনা করিবার বিশেষ কারণ নাই। ঋগ্বেদের সোম সোমরস। এ ঋকের প্রথমে এই রূপ আছে "রাজ্ঞো নু তে বরুণস্য ব্রতানি।" সায়ণ "রাজ্ঞঃ" এবং "বরুণস্য" এই দুইটী "তে" অর্থাৎ সোমের বিশেষণ করিয়াছেন,—সোম ব্রাহ্মণদিগের "রাজা" এবং বস্ত্র দিয়া আচ্ছাদিত থাকেন এই জন্য "বরুণ।" সায়ণ।

১৩। হে সোম! গাভী যেরূপ সুন্দর তৃণে তৃপ্ত হয়, মনুষ্য যেরূপ স্বীয় গৃহে তৃপ্ত হয়, সেই রূপ তুমি আমাদের হৃদয়ে তৃপ্ত হইয়া (অবস্থান কর।)

১৪। হে দেব, সোম! যে মনুষ্য বন্ধুত্ব প্রযুক্ত তোমার স্তুতি করে, হে অতীতজ্ঞ ও দক্ষ সোম! তুমি তাহাকে অনুগ্রহ কর।

১৫। হে সোম! আমাদিগকে অভিশাপ হইতে রক্ষা কর, ও পাপ হইতে রক্ষা কর, আমাদিগকে সুখ দান করিয়া আমাদিগের হিতকারী হও।

১৬। হে সোম! তুমি বর্দ্ধিত হও, তোমার বীর্য্য সকল দিক হইতে তুৎসংযুক্ত হউক; তুমি আমাদের অন্নদাতা হও।

১৭। অত্যন্ত মদযুক্ত, হে সোম! সমস্ত লতাবয়ব দ্বারা বর্দ্ধিত হও; শোভন অন্নযুক্ত হইয়া তুমি আমাদের সখা হও।

১৮। হে সোম! তুমি শত্রুহন্তা, তোমাতে রস ও যজ্ঞের অন্নও বীর্য্য সংযুক্ত হউক; তুমি বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের অমরত্বের জন্য স্বর্গে উৎকৃষ্ট অন্ন ধারণ কর।

১৯। যজমানগণ তোমার হব্যদ্বারা যে তেজের পূজা করে, সেই সমস্ত তেজ আমাদের যজ্ঞকে ব্যাপ্ত করুক। ধনবর্দ্ধক, পাপত্রাতা, বীর যুক্ত ও পুত্রগণের রক্ষাকর্ত্তা সোম! তুমি আমাদের গৃহে আগমন কর।

২০। যে সোমকে হব্য প্রদান করে, তাহাকে সোম গাভী, শীঘ্রগামী অশ্ব, প্রদান করেন এবং লৌকিক কার্য্যকুশল, গৃহকার্য্যকুশল, যাগানুষ্ঠান পর, মাতার আদৃত এবং পিতৃনাম উজ্জ্বলকারী পুত্র প্রদান করেন।

২১। হে সোম! তুমি যুদ্ধে অজেয়, সেনার মধ্যে জয়শীল, স্বর্গের প্রাপয়িতা, বৃষ্টিদাতা, বলের রক্ষক, যজ্ঞে অবস্থাতা, সুন্দর নিবাসযুক্ত সুন্দর যশযুক্ত এবং জয়শীল তোমাকে চিন্তা করিয়া হর্ষযুক্ত হই।

২২। হে সোম! তুমি এই সমস্ত ওষধি উৎপাদিত করিয়াছ, ও বৃষ্টির জল সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি সমস্ত গাভী সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি এই বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষকে বিস্তীর্ণ করিয়াছ, ও তাহার অন্ধকার জ্যোতি দ্বারা বিনষ্ট করিয়াছ।

২৩। হে বলবান্ সোম, দেব! তোমার শক্তিযুক্ত স্তুতি দ্বারা আমাদিগকে ধনের অংশ প্রদান কর; কোন শত্রু তোমার হিংসা না করুক; যুধ্যমান দুই পক্ষ মধ্যে তুমি বলীষ্ঠ, সংগ্রামে আমাদিগকে দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা কর।

---

৯২ সূক্ত।

ঊষা ও শেষ তৃচে অশ্বিদ্বয় দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। ঊষা দেবতাগণ(১) আলোকে প্রকাশ করিয়াছেন; এবং অন্তরীক্ষের পূর্ব্ব দিকে জ্যোতি প্রকাশিত করেন; যোদ্ধাগণ যেরূপ আয়ুধ সকলের সংস্কার করে, সেইরূপ (স্বীয় দীপ্তি দ্বারা) জগতের সংস্কার করিয়া গমনশীল, দীপ্তিমান্‌ এবং মাতৃগণ(২) প্রতিদিবস গমন করেন।

২। অরুণ ভানুকিরণ অনায়াসে উদিত হইল, পরে রথ যোজনযোগ্য শুভ্রবর্ণ গাভী সকলকে ঊষা দেবতাগণ রথে যোজিত করিলেন, এবং পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত প্রাণীকে জ্ঞানযুক্ত করিলেন; তৎপরে দীপ্তিযুক্ত ঊষা দেবতা সকল শুভ্রবর্ণ সূর্য্যকে আশ্রয় করিলেন।

৩। নেত্রী ঊষা দেবতাগণ (উজ্জ্বল অস্ত্রধারী) যোদ্ধাদিগের ন্যায়; এবং উদ্যোগদ্বারাই দূরদেশ পর্য্যন্ত স্বীয় তেজের দ্বারা ব্যাপ্ত করেন। তাঁহারা শোভন কর্ম্মকারী, সোমদায়ী, (দক্ষিণা) দাতা যজমানকে সকল অন্ন প্রদান করেন।

৪। ঊষা নর্ত্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করিতেছেন(৩) এবং গাভী যেরূপ (দোহনকালে) স্বীয় ঊধঃ প্রকাশিত করে, সেইরূপ ঊষাও স্বীয়

---

(১) মূলে "উষসঃ" আছে। "প্রভাত কালাভিমানিন্যো দেবতাঃ।" সায়ণ। কিন্তু যাস্ক বলেন কেবল ঊষাদেবীর সম্মানার্থে এক বচন স্থানে বহুবচন ব্যবহার হইয়াছে। "একস্যা এব পূজার্থে বহুবচনং স্যাৎ।" নিরুক্ত ১২।৭।

(২) মূলে "মাতরঃ" আছে। "সূর্য্য প্রকাশস্য নির্ম্মাত্র্যো জগজ্জনন্যো বা।" সায়ণ। "ভাসো নির্ম্মাত্র্যঃ।" যাস্ক, নিরুক্ত। ১২।৭।

(৩) মূলে "নৃতুরিব" আছে। সায়ণ তাহার আর এক অর্থ করিয়াছেন যে "নাপিত" যে রূপ কেশ ছেদন করে ঊষা সেইরূপ অন্ধকার বিনাশ করিতেছেন।

বক প্রকাশিত করিতেছেন। গাভী যেরূপ গোষ্ঠে শীঘ্র গমন করে, সেইরূপ উষাও পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া বিশ্ব ভুবন প্রকাশ করতঃ অন্ধকার বিক্ষিপ্ত করিতেছেন।

৫। উষার উজ্জ্বল তেজ (প্রথমে) পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হয় পরে সকল দিকে ব্যাপ্ত হয় এবং বিপুল অন্ধকার অপসারিত করে। (পুরোহিত) যেরূপ যজ্ঞে আজ্যদ্বারা যূপকাষ্ঠ অঞ্জিত করে সেইরূপ উষা স্বীয় রূপ প্রকাশ করিতেছেন; স্বর্গদুহিতা উষা দীপ্তিমান্ সূর্য্যের সেবা করিতেছেন।

৬। আমরা (নৈশ) অন্ধকারের পারে আসিয়াছি; সমস্ত প্রাণীকে চৈতন্যযুক্ত করিয়াছেন। দীপ্তিমতী উষা তোষামোদকারীর ন্যায় প্রীতি পাইবার জন্য (স্বীয় দীপ্তি দ্বারাই) যেন হাসিতেছেন; আলোকবিকসিতাঙ্গী উষা আমাদিগের সুখের জন্য অন্ধকার বিনাশ করিয়াছেন।

৭। গোতমবংশীয়গণ দীপ্তিমতী এবং সুনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী(৪) আকাশদুহিতার স্তুতি করে। হে উষা! তুমি আমাদিগকে পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত, দাসপরিজনযুক্ত, অশ্বযুক্ত এবং গাভীযুক্ত অন্ন প্রদান কর।

৮। হে উষা! আমি যেন যশোযুক্ত, বীরযুক্ত দাসবিশিষ্ট এবং অশ্বযুক্ত ধন প্রাপ্ত হই। হে সুভগে! তুমি আমার যজ্ঞে স্তোত্র দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগকে অন্ন দান করিয়া সেই প্রভূত ধন প্রকাশিত কর।

৯। উজ্জ্বল উষা সমস্ত ভুবন প্রকাশিত করিয়া, আলোক দ্বারা পশ্চিমদিকে বিস্তৃত হইয়া প্রকাশিত হইতেছেন; এবং সমস্ত জীবকে (স্ব স্ব ব্যাপারে) প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য জাগরিত করেন; তিনি ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাণীদিগের বাক্য শ্রবণ করেন।

১০। ব্যাধ পত্নী(৫) যে রূপে চলনশীল (পক্ষীর) পক্ষ ছেদন করিয়া হিংসা করে সেইরূপ পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত, নিত্য, এবং একরূপ ধারিণী উষা দেবী (দিনে ২) সমস্ত প্রাণীর জীবন হ্রাস করেন।

---

(৪) মূলে "সুনৃতানাং নেত্রী।" সুনৃতানাং প্রিয় সত্যাত্মিকানাং নেত্রী প্রণেত্রী কারয়িত্রী উষসি হি জাতায়াং মনুষ্য প্রমুখাঃ প্রাণিনঃ স্ব স্ব ব্যাপারায় ইতস্ততঃ শব্দং কুর্ব্বন্তি। সায়ণ।

(৫) মূলে "শ্বঘ্নী" আছে। শব্দের অর্থ কুক্কুর হিংসকের পত্নী।

১১। ঊষা আকাশপ্রান্তকে (অন্ধকার হইতে) বিযুক্ত করিয়া সকলের নিকট বিদিত হয়েন, এবং ভগিনী নিশাকে(৬) অন্তর্হিত করেন। প্রণয়ী(৭) (সূর্য্যের) স্ত্রী ঊষা মনুষ্যগণের আয়ু (দিনে২) হ্রাস করিয়া বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়েন।

১২। (পশুপালক) যেরূপ পশু বিচরণ করায়, সুভগা এবং পূজনীয়া ঊষা সেই রূপ (তেজ) বিস্তার করিতেছেন এবং তেজ বিস্তার করিয়া নদীর ন্যায় মহতী ঊষা (সমস্ত জগৎ) ব্যাপ্ত করিতেছেন। তিনি দেবগণের যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইয়া সূর্য্যকিরণের সহিত দৃষ্ট হয়েন।

১৩। হে অন্নযুক্ত ঊষা! আমাদিগকে বিচিত্র ধন প্রদান কর, যে ধনের দ্বারা আমরা পুত্র ও পৌত্রকে পালন করিতে পারি।

১৪। হে গাভীযুক্ত, অশ্বযুক্ত, দ্যুতিমান এবং সুনৃত বাক্যযুক্ত ঊষা! অদ্য এইস্থানে ধনযুক্ত (যজ্ঞ অনুষ্ঠানার্থে) আমাদিগের জন্য উদয় হও।

১৫। হে অন্নযুক্ত ঊষা! অদ্য অরুণ বর্ণ অশ্বসংযোজনা কর এবং আমাদের জন্য সমস্ত সৌভাগ্য আনয়ন কর।

১৬। হে দস্র অশ্বিদ্বয়! আমাদের গৃহ গাভীপূর্ণ ও রমণীয় ধনপূর্ণ করিবার জন্য সমান মনোযোগী হইয়া তোমাদের রথ আমাদের গৃহাভিমুখে প্রবর্ত্তিত কর।

১৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আকাশ হইতে প্রশংসনীয় জ্যোতি প্রেরণ করিয়াছ তোমরা আমাদের জন্য বলপ্রদ অন্ন আনয়ন কর।

১৮। দ্যুতিমান্ আরোগ্যপ্রদ, সুবর্ণ রথযুক্ত এবং দস্র অশ্বিদ্বয়কে সোমপান করিবার জন্য অশ্বগণ ঊষাকালে জাগরিত হইয়া এস্থলে আনয়ন করুক।

---

(৬) মূলে "স্বসারং" আছে। "স্বয়মেব সরন্তীং উষাং।" সায়ণ। কিন্তু সে অর্থ ঠিক হয় না, কেন না ঊষা রাত্রিকে অন্তর্হিত করিতেছেন, তবে রাত্রি স্বয়ং চলিয়া যাইতেছে এরূপ বর্ণনা কি রূপে সঙ্গত? "স্বসারং" অর্থে "ভগিনী নিশা" করিলে বোধ হয় ভাল হয়।

(৭) মূলে "যোষা জারস্য" আছে। সূর্য্য ঊষার জার এরূপ ঋগ্বেদে অনেক স্থানে আছে। ৩০ সূক্তের ২২ ঋকের টীকা দেখ। ১১৫ সূক্তের ২ ঋক দেখ।

৯৩ সূক্ত।

অগ্নি ও সোম দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি ও সোম! আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ কর, স্তুতি গ্রহণ কর এবং হব্যদাতাকে সুখ প্রদান কর।

২। হে অগ্নি ও সোম! যে তোমাদিগকে স্তুতি অর্পণ করিতেছে তাহাকে বলবান্ গো ও সুন্দর অশ্ব দান কর।

৩। হে অগ্নি ও সোম! যে তোমাদিগকে আহুতি ও হব্য প্রদান করে, সে পুত্রপৌত্রাদির সহিত বীর্য্যযুক্ত সমস্ত আয়ু প্রাপ্ত হউক।

৪। হে অগ্নি ও সোম! তোমাদের যে বীর্য্যের দ্বারা পণির নিকট হইতে গোরূপ অন্ন অপহৃত করিয়াছিলে যে বীর্য্যদ্বারা বৃষয়ের পুত্রকে(১) বধ করিয়া, সকলের উপকারের জন্য একমাত্র জ্যোতিপূর্ণ সূর্য্যকে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমাদের বিদিত আছে।

৫। হে অগ্নি ও সোম! তোমরা সমানপ্রযুক্ত হইয়া আকাশে এই উজ্জ্বল নক্ষত্রগ্রহাদি ধারণ করিয়াছ; তোমরা দোষাক্রান্ত নদী সকলকে প্রকটিত দোষ হইতে মুক্ত করিয়াছ(২)।

---

(১) মূলে "বৃষয়স্য শেষঃ।" আছে। সায়ণ "বৃসয়" অর্থে ত্বষ্টা অসুর করিয়াছেন, "শেষ" অর্থে পুত্র, "বৃসয়স্য শেষঃ" অর্থে ত্বষ্টা অসুরের পুত্র বৃত্র। যাঁহারা গ্রীক ইলিয়ড্ বেদের পণির গল্পের রূপান্তর মনে করেন, তাঁহারা ইলিয়ডের "Brises" নাম বেদের বৃসয় নামের প্রতিরূপ মনে করেন। "In the Veda, before the bright powers reconquer the light that had been stolen by Pani, they are said to have conquered the offspring of *Brisaya.* That daughter of *Brises* is restored to Achilles when his glory begins to set, just as all the first loves of solar heroes return to them in the last moments of their earthly career."—Max Muller's *Science of Language* (1882), vol. II, p. 515.

(২) অর্থাৎ বৃত্র পতনে দূষিত জলকে শোধিত করিয়াছ। সায়ণ। সায়ণ আর একটী অর্থও দিয়াছেন যে বৃত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যাদোষ পৃথিবীতে, বৃক্ষে, নারীতে ও জলে আরোপিত হয়, অগ্নি ও সোম সে দোষ শোধন করেন। এটী স্পষ্টই বেদের অনেক পরের সময়ের পৌরাণিক গল্প।

৬। হে অগ্নি ও সোম! তোমাদের মধ্যে একজন (অর্থাৎ অগ্নিকে) মাতরিশ্বা আকাশ হইতে আনয়ন করিয়াছে(৩) এবং আর এক জনকে (অর্থাৎ সোমকে) অদ্রির উপর হইতে শ্যেনপক্ষী বলপূর্ব্বক আহরণ করিয়াছিল(৪) তোমরা স্তোত্রের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া যজ্ঞের নিমিত্ত ভূমি বিস্তীর্ণ করিয়াছ।

৭। হে অগ্নি ও সোম! প্রদত্ত হব্য ভক্ষণ কর; আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর; হে অভীষ্টবর্ষী! আমাদের সেবা গ্রহণ কর; আমাদের প্রতি সুখপ্রদ এবং রক্ষণযুক্ত হও এবং যজমানের রোগ ও ভয় নিবারণ কর।

৮। হে অগ্নি ও সোম! যে যজমান্ দেবপরায়ণ অন্তঃকরণের সহিত হব্যদ্বারা অগ্নি ও সোমের পূজা করে, তাহার ব্রত রক্ষা কর; ও তাহাকে পাপ হইতে রক্ষা কর; এবং সেই (যাগ) ব্রত ব্যক্তিকে প্রভূত সুখ দাও।

৯। হে অগ্নি ও সোম! তোমরা সকল দেবগণমধ্যে প্রশংসনীয় তোমরা সমানধনযুক্ত এবং একত্র আহ্বানযোগ্য, তোমরা আমাদের স্তুতি গ্রহণ কর।

১০। হে অগ্নি ও সোম! যে তোমাদিগকে ঘৃত প্রদান করে, তাহাকে প্রভূত ধন দাও।

১১। হে অগ্নি ও সোম! আমাদের এই হব্য গ্রহণ কর, এবং একত্রে আগমন কর।

১২। হে অগ্নি ও সোম! আমাদের অশ্ব পালন কর; (ক্ষীরাদি) হব্যের জনয়িত্রী আমাদের গাভীসকল বর্দ্ধিত হউক; আমরা ধনযুক্ত, আমাদের বল প্রদান কর; এবং আমাদের যজ্ঞ ধনযুক্ত কর।

---

(৩) ৬০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(৪) ৮০ সূক্তের ২ ঋকের টীকা দেখ।

৯৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। আমরা বুদ্ধিদ্বারা পূজনীয় সর্ব্বভূতজ্ঞ অগ্নির রথের ন্যায় এই স্তুতি প্রস্তুত করি; অগ্নিভজনে আমাদের বুদ্ধি উৎকৃষ্ট হয়; হে অগ্নি! তুমি আমাদের বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

২। হে অগ্নি! যাহার নিমিত্ত তুমি যজ্ঞ কর, তাহার অভিলাষ পূর্ণ হয়; সে উৎপীড়িত না হইয়া বাস করে, মহাবীর্য্য ধারণ করে এবং বর্দ্ধিত হয়; দারিদ্র্য তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

৩। হে অগ্নি! আমরা যেন তোমাকে সম্যক্ প্রজ্বলিত করিতে সমর্থ হই; তুমি আমাদের যজ্ঞ সাধিত কর; যেহেতু দেবগণ (তোমাতে) প্রক্ষিপ্ত হব্য ভক্ষণ করেন। তুমি আদিত্যগণকে আনয়ন কর, তাঁহাদিগকে আমরা কামনা করি। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

৪। হে অগ্নি! আমরা ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া তোমাকে জ্বালাইয়া হব্য প্রদান করি; তুমি আমাদের আয়ু বৃদ্ধির জন্য যজ্ঞ নিষ্পাদিত কর। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

৫। তাঁহার রশ্মি সকল প্রাণীগণকে রক্ষা করিয়া বিচরণ করে; দ্বিপদ ও চতুষ্পাদ জন্তুগণ তাঁহার কিরণে বিচরণ করে; তুমি বিচিত্র দীপ্তিযুক্ত এবং সকল বস্তু প্রদর্শন কর; তুমি ঊষা হইতেও মহৎ। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে, আমরা হিংসিত হইব না।

৬। হে অগ্নি! তুমি অধ্বর্য্যু, তুমি মুখ্য হোতা, তুমি প্রশাস্তা পোতা, তুমি জন্ম হইতেই পুরোহিত(১)। ঋত্বিকের সমস্ত কার্য্য তুমি অবগত

(১) যজ্ঞের প্রধান কয়েক জন পুরোহিতের নাম এ ঋকে পাওয়া যায়। "অধ্বর্য্যু" হব্য দান করিতেন, হোতা দেবগণকে আহ্বান করিতেন, পোতা যজ্ঞ শোধন করেন দোষাদি হইলে তাহার নিবারণ করেন। ৬৮ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ।

আছ, অতএব তুমি যজ্ঞ সম্পূর্ণ কর। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে, আমরা হিংসিত হইব না।

৭। হে অগ্নি! তুমি সুন্দর তথাপি সকলদিকেই সদৃশ; তুমি দূরস্থ তথাপি নিকটে দীপ্যমান্ হও। হে দেব অগ্নি! তুমি রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রকাশিত হও, হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

৮। হে দেবগণ(২)! সোমাভিষবকারী যজমানের রথ সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী কর; আমাদের অভিশাপ শত্রুগণকে অভিভূত করুক; আমাদের এই বাক্য অবগত হও এবং পূর্ণ কর, হে অগ্নি! তুমি আমাদের বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

৯। তোমার সাংঘাতিক অস্ত্র দ্বারা দুষ্ট ও দুর্বুদ্ধি লোকদিগকে বিনাশ কর; দূরবর্ত্তী বা নিকটবর্ত্তী শত্রুগণকে বিনাশ কর; অনন্তর তোমার স্তুতিকারী যজমানের জন্য সুগম পথ করিয়া দাও। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

১০। হে অগ্নি! যখন তোমার দীপ্যমান্ লোহিত বর্ণ, এবং বায়ুগতি অশ্বদ্বয় রথে সংযোজিত কর, তখন তুমি বৃষভের ন্যায় রব কর, এবং বনের বৃক্ষসকলকে ধূমরূপ কেতু(৩) দ্বারা ব্যাপ্ত কর। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

১১। পক্ষীগণও তোমার শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীত হয়; তোমার (কতকগুলি শিখা) তৃণদগ্ধ করিয়া যখন সকল দিকে বিস্তৃত হয় তখন সমস্ত অরণ্য তোমার ও তোমার রথের সুগম হয়। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

১২। মিত্র ও ব[illegible] (স্তোতাকে) ধারণ করুন; অন্তরীক্ষচারী মরুৎগণের ক্রোধ অত্যন্ত [illegible] আমাদের সুখী কর ও এই মরুৎগণের

(২) মূলে "দেবাঃ" আছে। "দেবা অয়্যবয়বভূতাঃ সর্ব্বে দেবা।" সায়ণ।

(৩) মূলে [illegible]" আছে, সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "ধূমঃ কেতুঃ প্রজ্ঞাপকো যস্য আত্মনো [illegible]।" "With a banner of smoke."—*Wilson.*

মন পুনরায় প্রসন্ন হউক। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

১৩। হে দ্যুতিমান্ অগ্নি! তুমি সকল দেবগণের পরম বন্ধু; তুমি শোভনীয় এবং যজ্ঞে সকল ধনের নিবাস স্থান; তোমার বিস্তীর্ণ যজ্ঞগৃহে আমরা যেন অবস্থান করি। হে অগ্নি! তুমি আমাদের বন্ধু থাকিলে, আমরা যেন হিংসিত না হই।

১৪। স্বকীয় স্থানে প্রজ্বালিত সোমরস দ্বারা আহূত হইয়া যখন তুমি পূজিত হও তখন তুমি সুখ সম্ভোগ কর; তুমি আমাদের সুখকর হইয়া হব্যদাতাকে রমণীয় ফল ও ধন দান কর, হে অগ্নি! তুমি আমাদের বন্ধু থাকিলে, আমরা হিংসিত হইব না।

১৫। হে শোভন ধনযুক্ত গমনশীল ... গ্নি! যে সর্ব্ব যজ্ঞে বর্ত্তমান যজমানকে তুমি পাপ হইতে নি... তখন সে ... কর, এবং কল্যাণকর বল প্র...দান কর, (সেই সমৃদ্ধ হয়)। ... ীক) ... র স্তোতা, আমরাও যেন পুত্রপৌত্রাদি সহিত তোমার ধনযুক্ত ... হই ...

১৬। হে দেব অগ্নি! তুমি সৌভাগ্য ... ; এই কার্য্যে তুমি আমাদের আয়ু বর্দ্ধিত কর। মিত্র, বরুণ, অ...তি, সিন্ধু, পৃথিবী এবং আকাশ আমাদের সেই (আয়ু) রক্ষা করুন(৪)।

(৪) ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, এবং ১০৫ হইতে ১১৫ সূক্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক সূক্তের শেষে এই কথাগুলি আছে, যথা।—

"তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তাং অদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ।" "মামহন্তাং" অর্থে "পূজয়ন্তাং রক্ষন্তু ইত্যর্থঃ।" সায়ণ।

সপ্তম অধ্যায়।

৯৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। বিভিন্নরূপ বিশিষ্ট দুই কাল (দিবা ও রাত্রি) শোভনীয় প্রয়োজন বশতঃ বিচরণ করিতেছে, তাহারা পরস্পরে পরস্পরের বৎসকে পালন করে(১)। সূর্য্য একের নিকট হইতে অন্ন প্রাপ্ত হয়েন, অগ্নি অপরের নিকট শোভনীয় দীপ্তিযুক্ত হইয়া প্রকাশ করেন।

২। দশ (অঙ্গুলি)(২) একত্র হইয়া অবিরত (কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া) বায়ুর গর্ভস্বরূপ ও সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান(৩) (অগ্নিকে) উৎপন্ন করে; সে অগ্নি তীক্ষ্নতেজা, যশস্বী অন্তরীক্ষে গমনশীল মান। এই অগ্নিকে সকল স্থানে লইয়া যায়।

৩। সেই (অগ্নির) করেন, তখন সে ভূত (অন্তরীক্ষ) দে বারা করে; সমুদ্রে এক, আকাশে এক এবং অন্তরীক্ষে সেই দীপ্ত তেজ ঋতুগণ বিভাগ

(১) সূর্য্য রাত্রির গর্ভে অন্তর্হিত থাকিয়া ম ভাগে প্রকাশ পায় অতএব সূর্য্য রাত্রির পুত্র। অগ্নি দিবাভাগে বর্ত্ত কলেও জ্যোতি রহিত অতএব অন্তর্হিতের ন্যায় থাকে, দিবার শেষে মুক রাত্রি জ জ্যোতি প্রাপ্ত হয়, অতএব অগ্নি দিবার পুত্র। সায়ণ।

রাত্রির যাহা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ স্বপুত্র সূর্য্যকে রস পান করান, তাহা দিবা করে এবং দিবার যাহা কর্ত্তব্য অর্থাৎ স্বপুত্র অগ্নিকে রস পান করান, তাহা রাত্রি করে। সায়ণ।

(২) সায়ণ আর একটী অর্থ দিয়াছেন যথা, আলস্য রহিত ও নিত্য তরুণ দশ (দিক্) (মেঘের) গর্ভরূপ (বিদ্যুতের) অগ্নি উৎপন্ন করে। Rosen ও Langlois দশ অঙ্গুলি এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন; Wilson উভই অর্থই দিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অঙ্গুলি অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

(৩) অগ্নি, বায়ুর গর্ভ স্বরূপ কেন? "অগ্নের্হি বায়ুঃ কারণং বায়োরগ্নিরিতি শ্রুতেঃ।" সায়ণ। সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান কিরূপে? "জঠররূপেণ।" সায়ণ। মূলে বায়ু শব্দ নাই, ত্বষ্টাশব্দ আছে, সায়ণ তাহার অর্থ বায়ু করিয়াছেন, কিন্তু Muir ত্বষ্টা শব্দের অর্থ ত্বষ্টা দেবই করিয়াছেন, এবং Rosen "ত্বষ্টুঃ" "গর্ভং" অর্থ 'Fulminatoris parentem" করিয়াছেন, এবং Langlois "ত্বষ্টা" এখানে বিদ্যুতের একটী নাম বিবেচনা করিয়াছেন।

(৪) অর্থাৎ সমুদ্রে বড়বানলের জন্ম, আকাশে সূর্য্য রূপ অগ্নির জন্ম এবং অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপ অগ্নির জন্ম। সায়ণ।

করিয়া পৃথিবীর সকল প্রাণীর হিতার্থ পূর্ব্ব প্রদেশ যথাক্রমে সম্পাদন করিয়াছেন(৫)।

৪। অন্তর্হিত অগ্নিকে(৬) তোমাদিগের মধ্যে কে জানে? সে অগ্নি পুত্র হইয়াও হব্যদ্বারা তাঁহার মাতাদিগকে জন্মদান করেন(৭)। মহৎ ও মেধাবী ও হব্যযুক্ত অগ্নি অনেক জলের গর্ভরূপ, এবং সমুদ্র হইতে নির্গত হয়েন(৮)।

৫। কুটিল (মেঘের জলের) পার্শ্বদেশে যশস্বী (অগ্নি) ঊর্দ্ধে জ্বলিয়া শোভনীয় দীপ্তির সহিত প্রকাশ পাইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন(৯); অগ্নি দীপ্তির সহিত(১০) উৎপন্ন হইলে উভয় (পৃথিবী) ভীত হয়েন, এবং সেই সিংহের(১১) অভিমুখে আসিয়া তাঁহাকে সেবা করেন।

---

(৫) দিক ও কালের ... পূর্ব্বাদি দিক নির্ণয় এবং বসন্তাদি কাল নির্ণয় সূর্য্যের ... অতএব সূর্য্যই সেই দিক ও কাল ভেদের কর্ত্তা। সায়ণ ...

(৬) অর্থাৎ অগ্নি ... ব্য অন্তর্হিত আছে। সায়ণ।

(৭) বিদ্যুৎ ... য়, অথচ অগ্নি হব্য দ্বারা সেই মাতারূপ, বৃষ্টির জ ...

তথাহি স্মর্যতে ; অ ... তঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
অ ... জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা।

(৮) অর্থাৎ বিদ্যু ... গ্নি মেঘস্থ অনেক জলের গর্ভ অর্থাৎ সন্তান স্থানীয়, আবার সূর্য্যরূপ অগ্নি ... দ্র হইতে নির্গত হয়েন। সায়ণ।

(৯) মূলে "জিহ্মানাং উপস্থে" আছে। "কুটিলানাং মেঘেষু তির্য্যগ্‌বস্থিতানাং তাসাং অপাং উপস্থে উৎসঙ্গে।" সায়ণ। অতএব এখানে অগ্নি অর্থ বিদ্যুৎরূপ অগ্নি।

(১০) মূলে "ত্বষ্টুঃ" আছে, সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "দীপ্তাৎ" কিন্তু বেদার্থযত্ন বলেন যে ত্বষ্টা শব্দের অর্থ ত্বষ্টু নামক দেবতা, তাহা হইতে অগ্নির উৎপত্তি হয়। ২ ঋকের টীকা দেখ।

(১১) সায়ণ "সিংহং" অর্থ "সহন শীলং অভিভবনশীলং তং অগ্নিং" করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এই সহনশীল অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

যাস্ক এই ঋকের ভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা "আবিষ্ট্যোবেদনাত্তত্যো বর্দ্ধতে চারুরাসু চারুরনতের্জিহ্মানাং জিহীতে ঊর্দ্ধ উদ্যতো ভবতি স্বযশা আত্মযশা উপস্থ উপস্থানে উভে ত্বষ্টু র্বিভ্যতু র্জায়মানাৎ প্রতীচী সিংহং প্রতিজোষয়েতে দ্যাবাপৃথিব্যাবিতি বাহো রাত্রে ইতি বারণীইতি বাণি চৈতে প্রত্যেকে সিংহং সহনং প্রত্যাসেবতে" নিরুক্ত ৮।১৫, অতএব যাস্কের মতে "উভে" অর্থ উভয় পৃথিবী অথবা দিবা রাত্রি অথবা উভই কাষ্ঠ, যে কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়।

৬। উভয় (পৃথিবী)(১২) সুন্দরী স্ত্রীর ন্যায় তাঁহাকে সেবা করে এবং শব্দায়মান গাভীর ন্যায় নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে (বৎসের ন্যায়) যত্ন করেন। দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত (ঋত্বিকগণ) যে অগ্নিকে হব্য দ্বারা সেচন করেন তিনি সকল বলের মধ্যে বলাধিপতি হইয়াছিলেন।

৭। তিনি সবিতার ন্যায় তাঁহার (রশ্মিরূপ) উভয় বাহু বারম্বার বিস্তার করেন এবং সেই ভয়ঙ্কর অগ্নি উভয় (পৃথিবীকে) অলঙ্কৃত করিয়া (নিজ) কর্ম্ম সাধন করেন। তিনি সকল বস্তু হইতে দীপ্ত ও সারভূত রস ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করেন এবং মাতৃদিগের নিকট হইতে আচ্ছাদক নূতন বসন সৃষ্টি করেন(১৩)।

৮। যখন তিনি অন্তরীক্ষে গমনশীল [illegible]দ্বারা সংযুক্ত হইয়া দীপ্ত ও উৎকৃষ্ট রূপ ধারণ করেন, তখন সে[illegible] মেধাবী সর্ব্বলোকধারক অগ্নি (সকল জলের) মূলভূত (অন্তরীক্ষ) দে[illegible]দ্বারা আচ্ছাদন করেন। উজ্জ্বল অগ্নি দ্বারা বিস্তারিত সেই দী[illegible] তেজ সংহতি রূপ হইয়াছিল(১৪)।

---

(১২) অথবা দিবা রাত্রি অথবা উভয় কাষ্ঠ। সায়ণ।

(১৩) মূলে "নবা মাতৃভ্যো বসনা জহাতি" আছে। অর্থাৎ মাতৃস্থানীয় রাষ্টি-জলের নিকট হইতে নূতন বসন দ্বারা সমস্ত জগতের আচ্ছাদক তেজ সৃষ্টি করেন। সায়ণ। "Clothes (the earth) with new vestments (derived) from his maternal rains."—*Wilson.* এই ঋকে অগ্নি সূর্য্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কেন না সূর্য্য কিরণ বিস্তার করিয়া জগৎকে অলঙ্কৃত করে, সূর্য্য রস আকর্ষণ করে, এবং বৃষ্টিরূপে সেই রস দান করিয়া জগৎকে শস্য তৃণাদির দ্বারা আচ্ছাদিত করে।

(১৪) এ ঋকে অগ্নির কোন্ রূপ বর্ণিত হইয়াছে? সায়ণ বলেন বিদ্যুৎরূপ অগ্নি মেঘের জলের সহিত সংযুক্ত হইয়া বৈদ্যুত রূপ ধারণ করেন, ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের বোধ হয় ঋকের এই অর্থ যে সূর্য্য রূপ অগ্নি মেঘস্থ জলের সহিত যুক্ত হইয়া ইন্দ্রধনুরূপ উৎকৃষ্ট ও দীপ্তিমান্ রূপ ধারণ করেন, সেই ইন্দ্র ধনু অন্তরীক্ষ তেজঃ দ্বারা আচ্ছাদন করে, এবং বিস্তারিত তেজঃ সংহতির ন্যায় দৃষ্ট হয়।)

৯। তুমি মহৎ, তোমার সর্ব্ব পরাজয়ী দীপ্যমান ও বিস্তীর্ণ তেজ অন্তরীক্ষ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের দ্বারা প্রজ্বালিত হইয়া তোমার নিজের সমস্ত অহিংসিত ও পালনক্ষম তেজদ্বারা আমাদিগকে পালন কর।

১০। অগ্নি আকাশগামী ঊর্ম্মিসমূহ প্রবাহরূপে ঢালিয়া দেন, এবং সেই নির্ম্মল ঊর্ম্মিসমূহ দ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া দেন। তিনি জঠরে সকল অন্ন ধারণ করেন, এবং সেই জন্য (সেই বৃষ্টিজাত) নূতন শস্যের মধ্যে(১৫) বাস করেন।

১১। হে বিশুদ্ধকারী অগ্নি! তুমি কাষ্ঠে বৃদ্ধি পাইয়া আমাদিগকে ধনযুক্ত অন্ন দানার্থ দীপ্তিমান হও। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের সেই অন্ন পূজিত করুন।

---

৯৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। অগ্নি বলদ্বারা (মন্থনে) উৎপন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ পুরাতনের ন্যায় প্রকৃতই সকল কবির যজ্ঞ গ্রহণ করেন; (মেঘের) জল ও শব্দ সেই (বিদ্যুৎরূপী) অগ্নিকে মিত্র বলিয়া গ্রহণ করেন। দেবগণ সেই ধনদাতা(১) অগ্নিকে (হুতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।

২। তিনি আয়ুর পুরাতন স্তুতিগর্ভ উক্থে (তুষ্ট হইয়া) মনুদিগের সন্ততি(২) সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি আচ্ছাদনকারী তেজদ্বারা আকাশ

---

(১৫) মূলে "নবাসু প্রস্বসু" আছে। "সর্ব্বেষাং অন্নানাং প্রসবিত্রীষু ওষধীষু।" সায়ণ। "The annuals or the cerealia which ripen after the rains."—*Wilson.*

---

(১) মূলে "দ্রবিণোদাং" শব্দ আছে। "ধনস্য দাতারং।" সায়ণ।

(২) সায়ণ অয়ু অর্থে মনু করিয়া ও মনুদিগের সন্ততি মানব জাতি করিয়াছেন। "সোঽগ্নিঃ * * মনুনা স্তুতঃ সন্ মানবীঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অজনয়ৎ ইত্যর্থঃ।" সায়ণ।

ও অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়াছেন। দেবগণ সেই ধনদাতা অগ্নিকে (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।

৩। হে মনুষ্যগণ! স্বামী (অগ্নির) নিকট যাইয়া সকলে তাঁহার স্তুতি কর; (তিনি দেবগণের) মধ্যে মুখ্য যজ্ঞের সাধনকর্ত্তা, (হব্যদ্বারা) আহূত এবং স্তোত্রদ্বারা তুষ্ট হয়েন; তিনি অন্নের পুত্র(৩) প্রজাদিগের ভরণকারী এবং দানশীল। দেবগণ সেই ধনদাতা অগ্নিকে (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।

৪। সেই অন্তরীক্ষস্থ অগ্নি(৪) অনেক বরণীয় পুষ্টি দান করেন, তিনি স্বর্গদাতা, সকল লোকের রক্ষক, এবং দ্যাবা পৃথিবীর উৎপাদক; অগ্নি আমার তনয়কে গমনের পথ দেখাইয়া দিন। দেবগণ সেই ধনদাতা (অগ্নিকে) (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।

৫। রাত্রি ও দিবস পরস্পরের বর্ণ পরস্পর পুনঃ২ বিনাশ করিয়াও ঐক্যভাবে একই শিশুকে পুষ্টি দান করে; সেই দীপ্তিমান অগ্নি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে প্রভা বিকাশ করেন। দেবগণ সেই ধনদাতা অগ্নিকে (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।

৬। অগ্নি ধনের মূল, নিবাসহেতু, অর্থের দাতা, যজ্ঞের কেতু, এবং উপাসকে অভিলাষ সিদ্ধিকারক। অমরত্বভাজী দেবগণ এই ধনদাতা অগ্নিকে (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।

৭। অগ্নি পূর্ব্বকালে এবং বর্ত্তমানকালে সকল ধনের আবাস স্থান, যাহা কিছু জন্মিয়াছে বা জন্মিবে তাহার নিবাস স্থান, যাহা কিছু বিদ্যমান আছে এবং ভবিষ্যতে যে ভূরিং পদার্থ উৎপন্ন হইবে তাহার রক্ষক। দেবগণ সেই ধনদাতা অগ্নিকে (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।

(৩) অন্ন আহার করিলে জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হয় এই জন্য অগ্নি অন্ন পুত্র।

(৪) মূলে "মাতরিশ্বা" আছে। "মাতরি সর্ব্বস্য জগতো নির্মাতর্য্যন্তরীক্ষে শ্বসদ্ বর্ত্তমানঃ।" সায়ণ। এস্থানে মাতরিশ্বা অর্থে বায়ু নহে, মাতরিশ্বা অগ্নির বিশেষণ, তাহা সায়ণ স্বীকার করেন। ৬০ সূক্তের ১ ঋকের মাতরিশ্বা সম্বন্ধে টীকা দেখ।

৮। ধনদাতা (অগ্নি) জঙ্গম ধনের (অংশ) আমাদিগকে দা[ন] করুন; ধনদাতা স্থাবর ধনের (অংশ) আমাদিগকে দান করুন; ধ[ন]দাতা আমাদিগকে বীরযুক্ত অন্ন দান করুন, ধনদাতা আমাদিগকে দীর্ঘ আয়ু দান করুন।

৯। হে বিশুদ্ধকারি অগ্নি! এইরূপে কাষ্ঠে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তু[মি] আমাদিগকে ধনযুক্ত অন্ন দিবার জন্য প্রভা বিকাশ কর। মিত্রবরু[ণ] অদিতি, সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের সেই অন্ন পূজিত করুন।

---

৯৭ সূক্ত।

...দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। হে অগ্নি ... দিগের পাপ বিনষ্ট হউক(১), আমাদিগের ...ধন প্রকাশ কর; আ...র পাপ বিনষ্ট হউক।

২। শোভ... র জন্য, শোভনীয় মার্গের জন্য, এবং ধনের ...; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক।

৩। এই স্তোতৃ দিগের মধ্যে (কুৎস) যেরূপ উৎকৃষ্ট স্তোতা সেই রূপ আমাদিগের স্তোতৃগণও উৎকৃষ্ট; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক।

৪। হে অগ্নি! যেহেতু তোমার স্তোতৃগণ পুত্রপৌত্রাদি লাভ করে(২) অতএব আমরাও (তোমার স্তুতি করিয়া) পুত্রপৌত্রাদি লাভ করিব; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক।

---

(১) মূলে "অপ নঃ শোশুচদঘম" আছে। "নোঽস্মাকং অঘং পাপং অপ শোশুচৎ। অস্মত্তো নির্গত্য অস্মদীয়ং শত্রুং শোচয়তু। যদ্বা। অস্মদীয়ং পাপং শোশুচৎ শোকপ্রভবং বিনশ্যতু।" সায়ণ।

"Que notre faute soit effacé."—*Langlois.*

"Nostrum eripietur scelus."—*Rosen.*

"May our sin be repented of."—*Wilson.*

"আমাদের পাপ নষ্ট হউক।"—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

(২) মূলে "প্রজায়েমহি" আছে, অর্থ "পুত্র পৌত্রাদি রূপেণ বহুবিধা ভবতি।" সায়ণ। Rosen এবং Langlois এই শব্দের অর্থ বিজয়ী হওয়া অনুমান করিয়াছেন।

৫। যে হেতু শত্রুবিজয়ী অগ্নির দীপ্তিসমূহ সর্ব্বত্র গমন করে, অতএব আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক।

৬। হে অগ্নি! তোমার মুখ(৩) সকল দিকে, তুমি আমাদিগের রক্ষক হও; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক।

৭। হে সর্ব্বতোমুখ অগ্নি! নৌকায় (যেরূপ নদী পার করে) সেইরূপ আমাদিগকে শত্রুসমূহ হইতে পার করিয়া দাও; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক।

৮। নৌকার দ্বারা যে রূপ নদী পার করিয়া দেয়, আমাদিগের কল্যাণের জন্য তুমি সেইরূপ আমাদিগকে শত্রু হইতে পার ক[illegible] কর; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক।

---

৯৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। আমরা যেন বৈশ্বানরের(১) অনুগ্রহে থাকি; তিনি ভুবনসমূহের সেবিতব্য রাজা! বৈশ্বানর এই (কাষ্ঠদ্বয়) হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াই এই বিশ্ব অবলোকন করেন এবং সূর্য্যের সহিত একত্রে গমন করেন।

২। অগ্নি আকাশে (সূর্য্যরূপে) বর্ত্তমান(২), পৃথিবীতে (গার্হপত্যাদি অগ্নিরূপে) বর্ত্তমান, এবং সমস্ত শস্যে বর্ত্তমান থাকিয়া (তাহা পরিপক্ক করিবার জন্য) তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। সেই বলযুক্ত বৈশ্বানর অগ্নি দিবা এবং রাত্রিতে আমাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা করুন।

---

(৩) অর্থাৎ অগ্নির শিখা।

---

(১) বৈশ্বানর সম্বন্ধে, ৫৯ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(২) মূলে “পৃষ্টঃ” আছে, অর্থাৎ “সংস্পৃষ্টঃ। যথা দিবিক্ষো দিবিক্ষো বর্ত্ততে।” সায়ণ।

৩। হে বৈশ্বানর! তোমার সম্বন্ধে এই (যজ্ঞ) সফল হউক; আমরা যেন বহু মূল্য ধন প্রাপ্ত হই(৩) মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের সেই ধন পূজিত করুন।

---

৯৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। মরীচির পুত্র কশ্যপ ঋষি।

১। আমরা সর্ব্বভূতজ্ঞ অগ্নির উদ্দেশে সোম অভিষব করি। যাহারা আমাদিগের প্রতি শত্রুর ন্যায় আচরণ করে, তিনি তাহাদিগের ধন দহন করুন। [illegible] নৌ[illegible]রা নদী পার করা হয় সেইরূপ তিনি আমাদিগ[illegible]ার করাইয়া দিন; অগ্নি আমাদিগকে পাপসমূহ পার করাইয়া দিন।

---

১০০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। [illegible]শ, অম্বরীষ, সহদেব, ভয়মান ও সুরাধা নামক বৃষাগিরের পুত্রগণ ঋষি।

১। যে ইন্দ্র [illegible]ভীষ্টদাতা ও বীর্য্যযুক্ত, এবং দিব্যলোক ও পৃথিবীর সম্রাট, যিনি বৃষ্টিদান করেন এবং সংগ্রামে আহ্বানের যোগ্য, তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

২। সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার গতি অন্যের অপ্রাপনীয়, যিনি সংগ্রামে শত্রুহন্তা ও রিপুশোষক, যিনি স্বকীয় গমনশীল সখা (মরুৎগণের) সহিত অভীষ্ট দ্রব্য প্রভূতরূপে দান করেন, তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

---

(৩) মূলে "অশ্যাম রায়ো মঘবানঃ সচন্তাং" আছে। শব্দের অর্থ এইরূপ "আমাদিগকে ধনবান্ ধন সেবা করুক।" কিন্তু সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "যেন ধনবান্ ও ধনের ন্যায় প্রিয় পুত্রগণ আমাদিগকে সেবা করে।" "Fac nos opulentos."—*Rosen.* "Que l'opulence devienne notre compagne."—*Langlois.* "May precious treasures wait upon us."—*Wilson.*

৩। সূর্য্যের কিরণের ন্যায় যাঁহার সতেজ ও দুষ্প্রাপণীয় কিরণ সমূহ (বৃষ্টি জল) দোহন করিয়া (চারিদিকে) প্রসারিত হয়, সেই শত্রু পরাজয়ী এবং স্বপৌরুষে লব্ধবিজয় ইন্দ্র মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

৪। তিনি গমনশীলদিগের মধ্যে অতিশয় (শীঘ্র)গামী(১), অভীষ্ট-দাতাদিগের মধ্যে (প্রধান) অভীষ্টদাতা, সখাদিগের মধ্যে (উৎকৃষ্ট) সখা হইয়া অর্চনীয়দিগের মধ্যে (বিশেষ) অর্চনাভাজন এবং স্তুতিভাজন-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

৫। ইন্দ্র পুত্রবৎ রুদ্রদিগের(২) সহায়তায় বলিষ্ঠ হইয়া, মনুষ্যের সংগ্রামে শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া, তাঁহার সহবাসী (মরুৎগণের) সহিত অন্নোৎপাদক (বৃষ্টি) প্রেরণ করিয়া, মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

৬। শত্রুহন্তা, সংগ্রামকর্ত্তা, সৎলোকের অধিপতি এবং বহু লোকের আহূত(৩) ইন্দ্র অদ্য আমাদিগের লোকদিগকে সূর্য্যের আলোক ভোগ করিতে দিন(৪); তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

৭। সহায়ভূত (মরুৎগণ) তাঁহাকে সংগ্রামে শব্দ দ্বারা (উত্তেজিত) করেন, মনুষ্যগণ তাঁহাকে ধনের রক্ষক করুন। তিনি সকল ফলদায়ী কর্ম্মের ঈশ্বর। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

---

(১) মূলে "অঙ্গিরোভিঃ অঙ্গিরস্তমঃ" আছে, তাহার অর্থ অঙ্গিরাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরা হইতে পারে। কিন্তু সায়ণ "অঙ্গিরস" অর্থ "গমনশীল" করিয়াছেন।

(২) মূলে "রুদ্রেভিঃ" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "রুদ্রপুত্রৈ-র্মরুদ্ভিঃ।"

(৩) শত্রুগণ গো অপহরণ করিলে পর ঋজ্রাশ্বাদি ঋষিগণ তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়া এই সূক্ত দ্বারা ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছিলেন। সায়ণ।

(৪) অর্থাৎ ইন্দ্র অদ্য আমাদিগের লোককে সূর্য্যের আলোক দান করুন এবং শত্রুদিগের দৃষ্টিতে অন্ধকার সংযোগ করুন। সায়ণ।

৮। নেতৃগণ যুদ্ধে রক্ষার্থ এবং ধন লাভার্থ সেই (বিজয়) নেতা ইন্দ্রের শরণ গ্রহণ করে, কেন না ইন্দ্র দৃষ্টি প্রতিবন্ধক অন্ধকারে আলোক প্রদান করেন(৫)। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

৯। তিনি বাম হস্তদ্বারা হিংসকদিগকে নিবারণ করেন এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা (যজমান) দত্ত (হব্য) গ্রহণ করেন(৬); তিনি স্তোতৃদ্বারা (স্তুত হইয়া) ধন প্রদান করেন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

১০। তিনি সখায় (মরুৎগণের) সহিত ধন দান করেন; তিনি অদ্য সকল মনুষ্য কর্তৃক তাঁহার রথদ্বারা পরিচিত হইতেছেন; তিনি নিজ বল দ্বারা অশংসনীয় শত্রুদিগকে অভিভূত করিয়াছেন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

১১। তিনি অনেকের দ্বারা আহূত হইয়া বন্ধুদিগের (সহিত মিলিত হইয়া) অথবা যাহারা বন্ধু নহে তাহাদিগের লইয়াই সংগ্রামে গমন করেন এবং সেই শরণাগত পুরুষদিগের(৭) ও তাহাদিগের পুত্র ও পৌত্রের জয় সাধন করেন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

১২। তিনি বজ্রধারী, দস্যুহন্তা, ভীম, উগ্র, সহস্রজ্ঞানযুক্ত, বহু স্তুতিভাজন এবং মহৎ; তিনি সোমরসের ন্যায় পঞ্চশ্রেণীর বলদাতা রক্ষক(৮)। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

---

(৫) মূলে "সো অন্ধে চিৎ তমসি জ্যোতির্বিদৎ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন যে ইন্দ্র দৃষ্টি প্রতিবন্ধক অন্ধকারে অর্থাৎ চিত্তব্যামোহকর সংগ্রামে জ্যোতি অর্থাৎ বিজয়রূপ আলোক প্রদান করেন।

(৬) "Holds spoils seized in battles" বেদার্থযত্ন।

(৭) মূলে "অপাং" আছে। "ইন্দ্রং প্রাপ্নুবতাং পুরুষাণাং।" সায়ণ।

(৮) মূলে "শবসা পাঞ্চজন্যঃ" আছে অর্থাৎ বলের দ্বারা পঞ্চ শ্রেণীর রক্ষক। সায়ণ। সে পঞ্চশ্রেণি কি? সায়ণ দুইরূপ অর্থ করিয়াছেন যথা "গন্ধর্ব্বা অপ্সরসো দেবা অসুরা রক্ষাংসি পঞ্চজনাঃ।" "নিষাদ পঞ্চমাশ্চত্বারো বর্ণা বা।" এ দুইটীর কোনও অর্থই আমাদিগের সঙ্গত বোধ হয় না। ইন্দ্রকে অসুর ও রাক্ষসদিগের বলদাতা ও রক্ষক বলিবে কেন? এবং চারি বর্ণ সম্বন্ধে, ৭ সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখ।

১৩। তাঁহার বজ্র অতিশয় শব্দ করে(৯), তিনি শোভনীয় জল দান করেন; তিনি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্, তিনি গর্জ্জন করেন, তিনি (সদয়) কর্ম্মে রত; ধন ও ধনদান তাঁহাকে সেবা করে। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

১৪। (সকল বলের) পরিমাণস্বরূপ যাঁহার বল উভয় পৃথিবীকে সকল সময়ে সকল দিকে পালন করিতেছে তিনি আমাদিগের যজ্ঞদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া আমাদিগকে (পাপ) হইতে পার করাইয়া দিন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

১৫। দেবগণ বা মনুষ্য বা জলসমূহ যে দেবের বলের অন্ত পায় নাই তিনি নিজ বল দ্বারা পৃথিবী ও আকাশ হইতেও অতিরিক্ত হইয়াছেন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

১৬। দীর্ঘাবয়ব, অলঙ্কারধারী ও আকাশবাসী রোহিতবর্ণ ও শ্যামবর্ণ অশ্বদ্বয় ঋজ্রাশ্ব (নামক রাজর্ষিকে) ধন প্রদানের জন্য অভীষ্ট-দাতা ইন্দ্রের যুক্ত রথ সম্মুখ ভাগে(১০) ধারণ করিয়া হর্ষযুক্ত মনুষ্য(১১) সেনায় পরিচিত হইতেছে।

১৭। হে কামবর্ষী ইন্দ্র! বৃষাগিরের পুত্র ঋজ্রাশ্ব, অম্বরীষ, সহদেব ভয়মান ও সুরাধা(১২) তোমার প্রীতিহেতু এই তোমার স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছে।

---

(৯) মূলে আছে "তস্য বজ্র ক্রন্দতি স্মৎ।" কিন্তু সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "তস্য ইন্দ্রস্য বজ্রঃ কুলিশঃ স্মৎ ভৃশং ক্রন্দতি শত্রূন্ আক্রন্দয়তি রোদয়তি ইত্যর্থঃ।"

(১০) মূলে "ধূর্ষু" আছে। "যুগসম্বন্ধিষু বহন প্রদেশেষু।" সায়ণ।

(১১) মূলে "নাহুষীষু বিক্ষু" আছে। শব্দের অর্থ নহুষ সম্বন্ধীয় প্রজা। সায়ণ। "নহুষাঃ" অর্থ "মনুষ্যাঃ" করিয়াছেন এবং "বিক্ষু" অর্থ "সেনা লক্ষণাসু প্রজাসু" করিয়াছেন; অতএব তিনি ঋকের ভাব এইরূপ করিয়াছেন যে অশ্ব যুক্ত হইয়া সংগ্রামে আসিতেছেন, মনুষ্য সৈন্যেরা তাহা দেখিতেছে।

"Inter humanas gentes."—*Rosen*. "Peuple de Nahoucha."—*Langlois*.

"Human hosts."—*Wilson*.

নহুষ সম্বন্ধে ৩১ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

(১২) এই সূক্তের ঋষিগণ।

১৮। তিনি, অনেকের দ্বারা আহুত হইয়া এবং গমনশীল (মরুৎগণের) দ্বারা যুক্ত হইয়া পৃথিবী নিবাসী দস্যু ও শিম্যুদিগকে প্রহার করিয়া হননকারী বজ্রদ্বারা বধ করিলেন; পরে আপন শ্বেতবর্ণ মিত্রদিগের সহিত ক্ষেত্র ভাগ করিয়া লইলেন(১৩); শোভনীয় বজ্রযুক্ত ইন্দ্র সূর্য্য এবং জল সমুদায় প্রাপ্ত হইলেন।

১৯। সর্ব্বকালে বর্ত্তমান ইন্দ্র আমাদের পক্ষে হইয়া বলুন, আমরাও অকুটিল গতি বিশিষ্ট হইয়া অন্ন ভোগ করি। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ তাহা পূজিত করুন।

---

১০১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। যিনি ঋজিশ্বন রাজার সহিত কৃষ্ণের(১) গর্ভবতী ভার্য্যাদিগকে হত করিয়াছিলেন সেই অভীষ্ট (ইন্দ্রের) উদ্দেশে অন্নের সহিত স্তুতি অর্পণ কর। আমরা রক্ষণেচ্ছু হইয়া সেই অভীষ্টদাতা, দক্ষিণ হস্তে বজ্রধারী ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।

২। যে ইন্দ্র প্রবৃদ্ধ কোপের সহিত বিগতভুজ (বৃত্রকে)(২) হত করিয়াছিলেন, যিনি শম্বরকেও যজ্ঞরহিত পিপ্রুকে বধ করিয়াছিলেন,

---

(১৩) সায়ণ "দস্যু" অর্থ শত্রু, "শিম্যু" অর্থ রাক্ষস, এবং "শ্বেতবর্ণ মিত্র" অর্থ অলঙ্কার দ্বারা দীপ্তাঙ্গ মরুৎগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই ঋকে প্রাচীন "শ্বেতবর্ণ" আর্য্যদিগের কৃষ্ণবর্ণ "দস্যু" অর্থাৎ ভারতবর্ষের আদিম জাতিদিগের সহিত যুদ্ধের উল্লেখ আছে তাহাতে বোধ হয় কোনও সন্দেহ নাই। সেই আদিম জাতিদিগকে পরাস্ত করিয়া আর্য্যগণ তাহাদিগের ক্ষেত্র কাড়িয়া লইয়া আপনাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন।

---

(১) কৃষ্ণ নামক এক জন অসুর। ইন্দ্র কৃষ্ণ অসুরকে হনন করিয়া তাহার পুত্র না হয় এই জন্য তাহার গর্ভিণী স্ত্রীদিগকেও হনন করিয়াছিলেন। সায়ণ। আবার কৃষ্ণ নামক একজন ঋষি ছিলেন, সে বিষয়ে ১১৬ সূক্তের ২৩ ঋক ও টীকা দেখ।

(২) মূলে "ব্যংস" আছে। বেদার্থযত্ন বলেন "ব্যংস" একজন অসুরের নাম।

যিনি দুর্দ্ধর্ষ শুষ্ণকে সমূলে বধ করিয়াছিলেন সেই ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।

৩। দ্যাবা পৃথিবী যাঁহার বিপুল বল অনুধাবন করে, বরুণ ও সূর্য্য যাঁহার নিয়মে চলিতেছেন, নদীসমূহ যাঁহার নিয়ম অনুসারে বহিয়া যায়, সেই ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।

৪। যিনি অশ্বসমূহের অধিপতি, যিনি গোসমূহের অধিপতি, যিনি স্বাধীন যিনি স্তুতি প্রাপ্ত হইয়া(৩) সকল কর্ম্মে স্থির, যিনি অভিষব রহিত দুর্দ্ধর্ষ শত্রুদিগেরও হন্তা, সেই ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।

৫। যিনি গমনশীল ও নিশ্বাস যুক্ত সকল জীবের অধিপতি, যিনি স্তোতৃদিগের(৪) জন্য (পণি দ্বারা অপহৃত) গো সকলের প্রথমে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যিনি দস্যুদিগকে নিকৃষ্ট করিয়া বধ করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।

৬। যিনি শূরদিগের আহ্বান যোগ্য এবং ভীরুদিগের ও আহ্বান যোগ্য, যাঁহাকে পলায়মান লোক আহ্বান করে এবং বিজয়ী লোক ও আহ্বান করে। যাঁহাকে সকল জীব (নিজ২ কার্য্যে) সম্মুখে স্থাপন করে, সেই ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।

৭। (সূর্য্যরূপ) আলোকময় ইন্দ্র (সকল ভূতের প্রাণস্বরূপ) রুদ্রদিগকে(৫) গ্রহণ করিয়া উদিত হয়েন, এবং সেই রুদ্রদিগের দ্বারা বাক্য

(৩) মূলে "আরিতঃ" আছে। "স্তুতিভিঃ প্রত্যৃতঃ প্রাপ্তো ভবতি।" সায়ণ। "আরিতঃপ্রত্যৃতঃ স্তোমান্।" যাস্ক। নিরুক্ত ৫। ১৫।

(৪) মূলে "ব্রহ্মণে" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "ব্রাহ্মণ জাতিভ্যঃ অভিহোতৃভ্যঃ।" কিন্তু "ব্রহ্ম" অর্থ প্রার্থনা বা স্তুতি, অতএব "ব্রহ্মণ" অর্থ স্তোতা ১০ সূক্তের ১ ঋকের এবং ৭ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(৫) রুদ্রগণ অর্থাৎ রুদ্রপুত্র মরুৎগণ, এবং মরুৎগণ অর্থাৎ বায়ু প্রাণ রূপে সকল ভূতে বর্ত্তমান আছে।

বেগযুক্ত হইয়া বিস্তারিত হয়(৬)। প্রসিদ্ধ ইন্দ্রকে স্তুতিলক্ষণ বাক্য পুরঃ তাঁহাকে মরুৎগণের সহিত আমাদের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।

৮। হে মরুৎযুক্ত ইন্দ্র! তুমি উৎকৃষ্ট গৃহেই হৃষ্ট হও অথবা সামান্য বাসস্থানেই(৭) হৃষ্ট হও, আমাদিগের যজ্ঞ অভিমুখে আগমন-কর। হে সত্যধন! তোমার জন্য উৎসুক হইয়া আমরা হব্য প্রদান করিতেছি।

৯। হে শোভনীয় বলযুক্ত ইন্দ্র! আমরা তোমার জন্য উৎসুক হইয়া সোম অভিষব করিতেছি। তোমাকে স্তুতি দ্বারা পাওয়া যায়(৮), আমরা তোমার উদ্দেশে হব্য প্রদান করিতেছি। হে অশ্বযুক্ত ইন্দ্র! মরুৎগণের সহিত দলবদ্ধ হইয়া এই যজ্ঞে কুশের উপর (বসিয়া) হৃষ্ট হও।

১০। হে ইন্দ্র! তোমার অশ্বগণের সহিত হৃষ্ট হও, তোমার শিপ্র দুইটী খুল, (সোম পানে) তোমার জিহ্বা ও উপজিহ্বা খুল(৯)। হে সুশিপ্র! তোমাকে [illegible]গণ এখানে আনয়ন করুক, তুমি আমাদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়া আমাদিগের হব্য গ্রহণ কর।

১১। যাঁহা স্তোত্র মরুৎগণের সহিত এক, সেই শত্রুহন্তা ইন্দ্রদ্বারা রক্ষিত হইয়া যেন আমরা তাঁহার নিকট হইতে অন্ন প্রাপ্ত হই। মিত্র বরুণ অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের সেই অন্ন পূজিত করুন।

---

(৬) মরুৎগণ অর্থাৎ বায়ু শব্দমাত্রকেই বিস্তারিত করে।

(৭) মূলে "পরমেসধস্থে যদ্বা অবমে বৃজনে" আছে। "পরমে উৎকৃষ্টে সধস্থে সহস্থানে গৃহে।" "অবমে অর্বাচীনে।" "বৃজনং গৃহং।" সায়ণ।

(৮) মূলে "ব্রহ্ম বাহঃ" শব্দ আছে। "ব্রহ্মণা মন্ত্ররূপেণ স্তোত্রেণ উহ্যমান প্রাপ্যমাণেন্দ্র।" সায়ণ।

(৯) মূলে "বিষ্যস্ব শিপ্রে বিসৃজস্ব ধেনে" আছে। "Open thy jaws, set wide thy throat."—*Wilson*. "ধেনে পান সাধনভূতে জিহ্বোপজিহ্বিকে।" সায়ণ।

১০২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। তুমি মহৎ, আমি তোমার উদ্দেশে এই মহতী স্তুতি সম্পাদন করিতেছি, কেন না তোমার অনুগ্রহ আমার স্তুতির উপর নির্ভর করে। ঋত্বিক্গণ(১) সমৃদ্ধি ও ধনলাভার্থ সেই শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রকে স্তুতিবল দ্বারা হৃষ্ট করিয়াছেন।

২। সপ্ত নদী তাঁহার যশ ধারণ করিতেছে, আকাশ ও পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ(২) তাঁহার দর্শনীয় বপু ধারণ করিতে[illegible]ছ, হে ইন্দ্র! সূর্য্য ও চন্দ্র আমাদিগের সম্মুখে আলোক বিতরণার্থ এবং আমাদিগের বিশ্বাস উৎপাদনার্থ(৩) পুনঃ পুনঃ একের পর অন্য বি[illegible]ণ করিতেছে।

৩। হে মঘবন্! হে ইন্দ্র! আমরা তো[illegible] তোমাকে বহু স্তুতি করি। তোমার যে জয়শীল রথ শত্রু[illegible] দেখিয়া আমরা হৃষ্ট হই সেই রথ আমাদিগের ধনলাভার্থ [illegible] হে মঘবন্, আমরা তোমাকে কামনা করি, আমাদিগকে সুখ প্রদান ক[illegible]

৪। তোমাকে সহায় পাইয়া আমরা অবরোধক[illegible] শত্রুদিগকে পরাস্ত করিব, সংগ্রামে আমাদিগের অংশ রক্ষা কর, হে ইন্দ্র! সহজে ধন পাই রূপ করিয়া দাও হে মঘবন্, শত্রুদিগের বীর্য্য ভাঙ্গিয়া দাও।

৫। হে ধনাধিপতি! এই যে যাহারা রক্ষণের জন্য তোমার স্তুতি করিতেছে ও তোমাকে আহ্বান করিতেছে, ইহারা নানা প্রকার। (সকল লোকের মধ্যে) আমাদিগকেই ধন দিবার জন্য রথে আরোহণ কর; হে ইন্দ্র! তোমার মন ব্যাকুলতা রহিত এবং জয়শীল।

---

(১) মূলে "বেধস্তঃ" আছে সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "দীপ্যন্তঃ ঋত্বিজঃ।"

(২) মূলে "দ্যাবাক্ষামা পৃথিবী আছে।" সায়ণ "দ্যাবাক্ষামা" অর্থ আকাশ পৃথিবী করিয়াছেন; এবং "পৃথিবী" অর্থ অন্তরীক্ষ করিয়াছেন।

(৩) "চক্ষুষা দৃষ্টে হি বস্তুনীদং সত্যং ইতিশ্রদ্ধা উৎপদ্যতে।" সায়ণ।

"That we may see and have faith in what we see."—*Wilson.*

৬। তোমার বাহুদ্বয় গো জয় করিয়াছে; তোমার জ্ঞান অপরিমিত; তুমি শ্রেষ্ঠ, এবং কর্ম্মে কর্ম্মে শত রক্ষণকার্য্য সম্পন্ন কর। ইন্দ্র যুদ্ধক স্বতন্ত্র, এবং (সকল প্রাণীর) বলের পরিমাণস্বরূপ; এই জন্যই লাভার্থী লোকে তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে আহ্বান করে।

৭। হে মঘবন্! তুমি মনুষ্যদিগকে যে অন্ন [illegible] কর তাহা শ হইতেও অধিক, অথবা তাহা হইতেও অধিক, অথবা [illegible] হইতেও অধিক; তুমি পরিমাণরহিত, আমাদিগের স্তুতি বাক্য তোমাকে [illegible] করিয়াছে; হে পুরন্দর, তুমি শত্রুদিগকে হনন করিয়াছ।

৮। হে নরপালক! তুমি ত্রিগুণিত রজ্জুর ন্যায় [illegible] (সকল প্রাণী বলের পরিমাণস্বরূপ; তুমি তিন লোকে তিন প্রকার তেজ(৫) এবং এই বিশ্ব ভুবন বহন করিতে অতিশয় সক্ষম, কেননা হে ইন্দ্র! তুমি বহু কা হইতে, জন্ম অবধি শত্রু রহিত।

৯। তুমি দেবগণের মধ্যে প্রথম, তুমি সংগ্রামে শত্রুবিজয়ী, আমরা তোমাকে আহ্বান [illegible]ছি। সেই ইন্দ্র আমাদিগের যুদ্ধযোগ্য তেজযুক্ত এবং বিভেদ[illegible] রথকে সংগ্রামে (অন্য রথের) পুরোবর্ত্তী করিয়া দিন।

১০। তুমি জয় [illegible]ত কর, এবং (বিজিত) ধন অবরুদ্ধ করিয়া রাখনা। হে মঘবন্! তুমি [illegible], ক্ষুদ্র যুদ্ধে এবং মহৎ যুদ্ধেও আমরা রক্ষণার্থ তোমাকে স্তোত্র দ্বারা তীক্ষ্ণ করি; অতএব হে ইন্দ্র! আমাদিগকে যুদ্ধের আহ্বান সমূহে উত্তেজিত কর।

১১। সর্ব্বকালে বর্ত্তমান ইন্দ্র আমাদের পক্ষ হইয়া বলুন, আমরাও অকুটিল গতি বিশিষ্ট হইয়া অন্নভোগ করি। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ তাহা পূজিত করুন।

---

(৪) মূলে "ত্রিবিষ্টি ধাতু" আছে। "ধাতু শব্দ রজ্জুভাগ বচনঃ। যথা ত্রিধাতু শব্দধাতু বা তন্দুং করোতীতি। যথা ত্রিবিষ্ট ত্রিগুণিতা রজ্জুর্বেষ্টনী। এবং ইন্দ্রোহপি বৃঢ় ইত্যর্থঃ।" সায়ণ। "The threefold architype of power." —মোক্ষমূলর।

(৫) আকাশে সূর্য্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ এবং পৃথিবীতে অগ্নি। সায়ণ।

(৬) পুর শব্দ উহ্য করিয়া এই বিশেষণগুলি তাহার সম্বন্ধে খাটাইয়া সায়ণ দ্বিতীয় একটী অর্থ দিয়াছেন।

১০৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! পুরাকালে মেধাবীগণ তোমার এই প্রসিদ্ধ পরম বল(১) সাক্ষাৎ(২) ধারণ করিয়াছে। তাঁহার (অগ্নিরূপ) এক জ্যোতি পৃথিবীতে, অন্যটি (সূর্য্য) আকাশে; যুদ্ধে যেরূপ (উভয়পক্ষের) ধ্বজ মিলিত হয় সেই রূপ (উক্ত উভয় জ্যোতি) পরস্পরে সংযুক্ত আছে(৩)।

২। ইন্দ্র পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন এবং বিস্তৃত করিয়াছেন; বজ্র দ্বারা (বৃত্রকে) হত করিয়া বৃষ্টি জল বাহির করিয়াছেন; অহিকে হত করিয়াছেন; রৌহিণকে বিদারিত করিয়াছেন(৪); মঘবান্ স্বকীয় কার্য্যদ্বারা বিগত ভুজ (বৃত্রকে) হত করিয়াছেন।

৩। তিনি বজ্ররূপ অস্ত্র লইয়া, বীর্য্যকার্য্যে উৎসাহ পূর্ণ হইয়া, দস্যুদিগের নগরসমূহ(৫) বিনাশ করিয়া বিচরণ করিয়াছিলেন।

---

(১) মূলে "ইন্দ্রিয়ং" আছে। অর্থ "বলং।" সায়ন।

(২) মূলে "পরাচৈঃ" আছে। তাহার অর্থ "পরাঙ্মুখং" অথবা "পরাগমনৈর্যুক্তং" অথবা "অভিমুখং।" সায়ন।

"Contra ipsorum inimicos directo robore tuo."—*Rosen.*

"Redoutable pour tes ennemis."—*Langlois.*

"As if it were present with them."—*Wilson.*

"প্রসিদ্ধ উৎকৃষ্ট বলকে অভিমুখে ধারণ করিতেন।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

(৩) রাত্রিতে সূর্য্য অগ্নির সহিত সংযুক্ত হয়, দিনে অগ্নি সূর্য্যের সহিত সংযুক্ত হয়। সায়ন।

(৪) রৌহিণ বা অহি মেঘের নাম। "অহিং অন্তরীক্ষে বর্ত্তমানং মেঘং।" সায়ন। রৌহিণ কি?

"In all likelihood something of the sort,—a purple or red cloud." —*Wilson.*

(৫) মূলে "দাসীঃ পুরঃ" আছে। "দাসীর্দস্যুসম্বন্ধীনি পুরঃ পুরাণি।" সায়ন।

হে বজ্রধারিন্ (আমাদিগের স্তুতি) অবগত হইয়া দস্যুর প্রতি অস্ত্র (নিক্ষেপ কর); হে ইন্দ্র! আর্য্যগণের বল ও যশ বর্দ্ধন কর(৬)।

৪। বজ্রবান এবং শত্রু বিনাশী ইন্দ্র, দস্যু বিনাশের জন্য নির্গত হইয়া যে বল যশের নিমিত্ত ধারণ করিয়াছিলেন, কীর্ত্তনযোগ্য সেই (বল) ধারণ করিয়া মঘবান্ ইন্দ্র, স্তুতিকারী যজমানের নিমিত্ত মনুষ্যগণের যুগ সকল পর্য্যায়ক্রমে সম্পাদন করেন(৭)।

৫। তাঁহার এই প্রবৃদ্ধ ও বিস্তীর্ণ (বীর্য্য) অবলোকন কর; তাঁহার বীর্য্যে শ্রদ্ধা কর। তিনি গো এবং অশ্ব লাভ করিয়াছেন, তিনি ঔষধি (অর্থাৎ শস্য) সমূহ, ও জল সমূহ, এবং বনসমূহ(৮) লাভ করিয়াছেন।

৬। ভূরিকর্ম্মা, (দেব) শ্রেষ্ঠ, অভীষ্টদাতা, সত্যবল, ইন্দ্রের উদ্দেশে আমরা সোম অভিষব করি; পথনিরোধক চৌর যেরূপ (পথিকের নিকট হইতে ধন কাড়িয়া লয়) শূর ইন্দ্র সেইরূপ (ধনের) আদর করিয়া যজ্ঞবিহীন লোকদিগের নিকট হইতে সেই ধন ভাগ করিয়া লইয়া (যজ্ঞপরায়ণদিগের নিকট তাহা দান করিতে) গমন করেন।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি সেই প্রখ্যাত বীর কর্ম্ম করিয়াছিলে, যে নিদ্রিত অহিকে বজ্রদ্বারা জাগরিত করিয়াছিলে। তখন (দেব) পত্নীগণ তোমাকে হৃষ্ট দেখিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং গমনশীল মরুৎগণ(৯) এবং সকল দেবগণ তোমাকে হৃষ্ট দেখিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন।

(৬) এখকে দস্যু ও আর্য্য উভয় শব্দেরই ব্যবহার আছে।

(৭) এই ঋকের অর্থ পরিষ্কার নহে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন যে ইন্দ্রই পর্য্যায়ক্রমে মনুষ্যের জন্য যুগ সকল সৃষ্টি করিতেছেন।

(৮) মূলে "বনানি" আছে, কিন্তু সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "বননীয়ানি সংভজনীয়ানি ধনানি।" সায়ণ গো ও অশ্ব অর্থ পণিদিগের অপহৃত গো ও অশ্ব করিয়াছেন। এবং জল সমূহ অর্থ বৃত্র দ্বারা অপহৃত বৃষ্টিজল করিয়াছেন। কিন্তু ইন্দ্র আর্য্যদিগকে গো, অশ্ব, শস্য, জল বা নদী ও অরণ্য দিয়াছেন এইরূপ সহজ অর্থ করিলে অসঙ্গত হয় না।

(৯) মূলে "বয়ঃ" আছে। "গমনশীলা মরুতঃ।" সায়ণ।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি শুষ্ণ, পিপ্রু, কুযব ও বৃত্রকে বধ করিয়াছ এবং শম্বরের নগর সমুদয় বিনাশ করিয়াছ, অতএব মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের (প্রার্থিতবস্তু) পূজিত করুন।

---

১০৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমার বসিবার জন্য যে বেদি প্রস্তুত হইয়াছে, শব্দায়মান অশ্বের ন্যায় তথায় উপবেশন কর। অশ্ববন্ধন রশ্মিবিমোচন করিয়া অশ্বদিগকে মুক্ত করিয়া দাও, সে অশ্ব (যজ্ঞকাল) সমাগত হইলে(১) দিবা রাত্রি তোমাকে বহন করে।

২। এই মনুষ্যেরা রক্ষণের জন্য ইন্দ্রের নিকট আসিয়াছে, তিনি শীঘ্র, সদ্যই তাহাদিগকে (অনুষ্ঠান) মার্গে গমন করিতে দিন। দেবগণ দস্যুর(২) ক্রোধ বিনাশ করুন এবং আমাদিগের সুখসাধনরূপ যজ্ঞে অনিষ্ট নিবারক(৩) (ইন্দ্রকে) আনয়ন করুন।

৩। কুযব(৪) (পরের) ধন জানিতে পারিয়া স্বয়ং অপহরণ করে, জলে বর্ত্তমান থাকিয়া স্বয়ং ফেন (যুক্ত জল) অপহরণ করে, কুযবের দুই ভার্য্যা সেই জলে স্নান করে, তাহারা যেন শিফানদীর গভীর নিম্নভাগে হত হয়।

---

(১) মূলে কেবল "প্রপিত্বে" আছে। "প্রপিত্বে প্রাপ্তে অতীতে অভ্যস্তে।" যাস্ক। নিরুক্ত। ৩। ২০ "যাগকালে প্রাপ্তে।" সায়ণ।

(২) "মূলে দাসস্য" আছে।

(৩) মূলে "বর্ণং" আছে। "অনিষ্ট নিবারকং ইন্দ্রং।" সায়ণ।
"Bring additions to our race for our happiness."—বেদার্থযত্ন।

(৪) "কুযব নামাসুরঃ।" সায়ণ। সায়ণ এই অসুর সম্বন্ধে আর কোন বৃত্তান্ত লিখেন নাই। পরের দুইটী ঋক্ হইতে বোধ হয়, কুযব নামে কোন প্রসিদ্ধ আদিম জাতীয় যোদ্ধা আর্য্যদিগের প্রতি অনেক উপদ্রব করিয়াছিল।

৪। অযু(৫) জল মধ্যে বাস করে এবং তাহার বাসস্থান গুপ্ত; সেই শূর পূর্ব অপহৃত জলের সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং দীপ্ত হয়। অঞ্জসী, কুলিশী, ও বীরপত্নী নদীত্রয়(৬) স্বকীয় জল দ্বারা তাহাকে প্রীত করিয়া জল দ্বারা তাহাকে ধারণ করে।

৫। বৎসপ্রিয় গরু যে রূপ গোষ্ঠের পথ জানে আমরা সেই রূপ সেই অসুরের গৃহের দিকে যে পথ গিয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি। হে মঘবন্! সেই অসুরের পুনঃ২ কৃত উপদ্রব হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। কামুক(৭) (যেরূপ ধনত্যাগ করে) আমাদিগকে সেইরূপ পরিত্যাগ করিও না।

৬। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে সূর্য্যের প্রতি ও জলসমূহের প্রতি ভক্তিপূর্ণ কর, যাঁহারা পাপশূন্য, তার জন্য জীব মাত্রের প্রশংসনীয় তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তিপূর্ণ কর। গর্ভস্থিত আমাদিগের সন্তানকে হিংসা করিও না, আমরা তোমার মহৎ বল শ্রদ্ধা করি।

৭। তোমাকে আমি মনের সহিত জানি, তোমার সেই বলে আমরা শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াছি। তুমি অভীষ্টদাতা, আমাদিগকে মহৎ ধন প্রদান কর। হে ইন্দ্র! তুমি বহু লোকদ্বারা আহূত, তুমি আমাদিগকে ধন শূন্য গৃহে রাখিও না, বুভুক্ষিতদিগকে অন্ন ও পানীয় দান কর।

৮। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে বধ করিও না, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না, আমাদিগের প্রিয় আহার উপভোগাদি(৮) কাড়িয়া লইও না। হে মঘবন্ শক্র! গর্ভস্থিত আমাদিগের অপত্য(৯) দিগকে নষ্ট করিও না,

(৫) “অযু” অর্থ কি? পরের উপদ্রবার্থ ইতস্ততঃ গমনশীল কুযব। সায়ণ।

(৬) শিফা, অঞ্জসী, কুলিশী ও বীরপত্নী এ নদীগুলি কোথায়?

(৭) মূলে “মনেব ত্রিশপী” আছে। “শিশ্নপী স্ত্রী কামো ভবতি বিনির্গতপসাঃ। পসঃ পসতে স্পৃশতি কর্ম্মণঃ” যাস্ক। নিরুক্ত ৫। ১৬ “বিনির্গতপসো বিনির্গত শেপো যথেচ্ছাচারী কামী পতি রিবেব।” সায়ণ।

(৮) মূলে “ভোজনানি” আছে। “উপভোগ্যানি ধনানি।” সায়ণ।

(৯) মূলে “আণ্ডা” আছে। “অণ্ডসদৃশানি গর্ভরূপেণ স্থিতানি অপত্যানি।” সায়ণ।

যাহারা আয়ুষ্মান্ জলে এরূপ পবনসদৃশ আপত্যাদিগকে(১০) নষ্ট করিও না।

১১। আমাদিগের অভিমুখে আইস, লোকে তোমাকে সোমপ্রিয় কহিয়াছেন, এই সোম অভিষুত হইয়াছে, ইহা পান করিয়া হৃষ্ট হও। বিস্তীর্ণাবয়ব হইয়া জঠরে সোমরস বর্ষণ কর; পিতা যেরূপ (পুত্রের বাক্য শুনে), আমাদিগের দ্বারা আহূত হইয়া সেইরূপ আমাদিগের বাক্য শ্রবণ কর।

---

১০৫ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। আপ্ত্যত্রিত অথবা তাঁহার জন্য অঙ্গিরার পুত্র কুৎস এই সূক্তের ঋষি।

১। উদকময় অন্তরীক্ষে বর্ত্তমান(১) চন্দ্র সুন্দর কিরণের সহিত আকাশে ধাবমান হইতেছে; হে সুবর্ণনেমি রশ্মিগণ, (আমার ইন্দ্রিয়গণ) তোমার পদ জানে না(২)। হে দ্যাবা পৃথিবী আমার এই (স্তোত্র) অবগত হও।

২। যাহারা অর্থ অনুসন্ধান করে তাহারা নিশ্চয়ই অর্থ পায়; জায়া পতিকে নিকটে পায়, তাহারা সহবাস করে ও গর্ভ হইতে সন্তান

---

(১০) মূলে "পাত্রা সহজানুষাণি" আছে। সায়ণ "পাত্রা" অর্থ করিয়াছেন "পততি গচ্ছতি গমন সমর্থানি যানিতানি অপত্যানি," এবং "সহজানুষাণি" অর্থ করিয়াছেন "জানুভ্যাং যানি ভূমিং নমন্তি, গচ্ছন্তি।" Langlois "পাত্র" শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন যথা, ces vases (de nos affections).

---

(১) মূলে "অপস্ব অন্তরা" আছে। "উদকময়ে মণ্ডলে অন্তর্মধ্যে বর্ত্তমানঃ।" সায়ণ।

(২) সায়ণ ইহার মর্ম এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে ত্রিত কূপে পতিত হইয়া বলিতেছেন "আমার ইন্দ্রিয় সকল কূপে আবৃত হওয়ায় তোমাকে পায় না। ইহা উচিত নহে, অতএব আমাকে কূপ হইতে উদ্ধার কর।" ৫২ সূক্তের ৫ ঋকের টীকায় ত্রিতের কূপে পতন সম্বন্ধে গল্প দেখ।

উৎপন্ন হয়(৩)। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (দুঃখ) অবগত হও(৪)।

৩। হে দেবগণ! স্বর্গস্থ (আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ) যেন স্বর্গচ্যুত না হয়(৫), আমরা যেন কদাচন সোম (পায়ী পিতৃগণের) সুখ হেতু (পুত্র হইতে নৈরাশ প্রাপ্ত না হই। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও(৫)।

৪। দেবগণের প্রথম যজ্ঞার্হ (অগ্নিকে) আমি যাচ্ঞা করিতেছি, তিনি দূতরূপে আমার যাচ্ঞা দেবগণকে জানাইবেন। (হে অগ্নি!) তোমার পূর্ব্বের সে বদান্যতা কোথায় গিয়াছে? নূতন কোন পুরুষ তাহা এক্ষণে ধারণ করেন। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

৫। সূর্য্যদীপ্ত তিন লোকে এই যে সকল দেব বাস করেন, (হে দেবগণ); তোমাদের সত্য কোথায় অসত্যই বা কোথায়, তোমাদের সম্বন্ধীয় পুরাতন আহুতি কোথায়? হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

৬। তোমাদের সত্য পালন কোথায়? বরুণের (অনুগ্রহ) দৃষ্টি কোথায়? মহৎ অর্য্যমার সে পথ কোথায়? যদ্দ্বারা আমরা পাপমতিদিগকে

(৩) মূলে "তুংজাতে বৃষ্ণ্যং পয়ঃ পরিদায় রসং দুহে" আছে। "জায়াপতী বৃষ্ণ্যং বীর্য্য রূপং পয় উদকং তুংজাতে প্রজননায় অন্যোন্য সংঘট্টনেন প্রেরয়তঃ। তদনন্তরং রসং পুরুষস্য সার ভূত্বীর্য্যং পরিদায় গর্ভাশয়েনাদায় গর্ভরূপেণ দুগ্ধা দুহে দুহে। পুত্ররূপেণ জনয়তি।" সায়ণ।

(৪) অর্থাৎ আমি অর্থ পাইনা, আমার স্ত্রী আমাকে নিকটে পায়না, আমার পুত্র জন্মায় না, এই দুঃখ। সায়ণ।

(৫) সায়ণের ব্যাখ্যা অনুসারে অর্থ উপরে দেওয়া গেল। পুত্র না হইলে স্বর্গলোক পাওয়া যায় না, ত্রিতের পুত্র না হইলে তাঁহার পিতৃগণ স্বর্গচ্যুত হইবে, ত্রিত এই রূপ আশঙ্কা করিতেছেন, সায়ণের এই প্রকার অর্থ। কিন্তু ঋকে পূর্ব্ব পুরুষ বা পিতৃগণ বা পুত্রসূচক কোন শব্দই নাই, এগুলি সায়ণ উহ্য করিয়া লইয়াছেন। বেদার্থযত্ন অন্য রূপ অর্থ করিয়াছেন, যথা "Never, O gods, may this resplendent sun fall down from heaven, never may we be without the adorable and blissful (god the sun)."

অতিক্রম করিতে পারি? হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়, অবগত হও।

৭। পূর্ব্বে সোম অভিষুত হইলে যে কতকগুলি (স্তোত্র) উচ্চারণ করিতে আমি সেই। তৃষার্ত্ত মৃগকে ব্যাঘ্র যেরূপ ভক্ষণ করে, দুঃখ সেই-রূপ আমাকে ভক্ষণ করিতেছে। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয় অবগত হও।

৮। সপত্নীদ্বয় (স্বামীর উভয় পার্শ্বে থাকিয়া) যেরূপ তাহাকে সন্তাপ দেয়, এই পার্শ্বস্থ (কূপের ভিত্তি সকল) আমাকে সেইরূপ সন্তাপ দিতেছে। মূষিক যেরূপ সূত্র(৬) দংশন করে, হে শতক্রতো! আমি তোমার স্তোতা, দুঃখ আমাকে সেই রূপ দংশন করিতেছে, হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

৯। এই যে (সূর্য্যের) সপ্ত রশ্মি আছে তাহাতে আমার নাভি সম্বন্ধ রহিয়াছে(৭) আপ্ত্য ত্রিত তাহা জানে এবং (কূপ হইতে) নির্গত হইবার জন্য (সেইরশ্মি সমূহকে) স্তুতি করিতেছে। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

১০। এই যে পঞ্চ অভীষ্টদাতা বিস্তীর্ণ আকাশে অবস্থান করেন(৮) তাঁহারা, আমার এই প্রশংসনীয় স্তোত্র শীঘ্র দেবগণের নিকট নিবেদন করিয়া প্রত্যা-বর্ত্তন করুন। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

(৬) তন্তুবায়ের সূত্র গুলিতে ভাতের মাড় দেওয়া থাকে বলিয়া ইন্দুরেরা তাহা ভক্ষণ করিতে ভাল বাসে। সায়ণ এই ঋকের আরও এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন তিনি বলেন ইন্দুরেরা যেমন লেজ ভক্ষণ করে অর্থাৎ ঘৃতাদির পাত্রে লেজ পুরিয়া দিয়া পরে তাহা ভক্ষণ করে।

(৭) সপ্ত প্রাণ রূপ সূর্য্যের সপ্ত রশ্মিতে আত্মা বর্ত্তমান আছে, অতএব নাভির সহিত সম্বন্ধ। সায়ণ। Rosen এবং Langlois অন্যরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "Hi qui septem solis radii sunt, inter illios meum domicilium collocatum est."—*Rosen.*

"Ma demeure est l'endroit méme où brillent les sept rayons lumi-neux."—*Langlois.*

(৮) ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, অর্য্যমা ও সবিতা। অথবা অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য চন্দ্র ও বিদ্যুৎ অথবা পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু, আকাশে সূর্য্য নক্ষত্র, জলতে চন্দ্র, মেঘে বিদ্যুৎ। তৈত্তিরীয় অনুসারে পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু, আকাশে সূর্য্য দিকে চন্দ্র এবং স্বর্গে নক্ষত্র। সায়ণ।

১১। সূর্য্যরশ্মিসমূহ সর্ব্বব্যাপী আকাশে আছে; ত্রিত মহৎ জ
রাশি পার হইবার সময় পথে সূর্য্যরশ্মিসমূহ তাঁহাকে নিবারণ করে(৯)
হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

১২। হে দেবগণ! সেই নব্য প্রশংসনীয় ও সুবাচ্য (বল) (তোম
দিগের মধ্যে) নিহিত আছে; তদ্দ্বারা বহনশীল নদীগণ সর্ব্বদাই জ
চালনা করিতেছে এবং সূর্য্য তাঁহার সর্ব্বদা বিদ্যমান (আলোক) বিস্তা
করিতেছেন। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

১৩। হে অগ্নি! দেবগণের সহিত তোমার সেই বন্ধুত্ব প্রশংসনীয়
তুমি অতিশয় বিদ্বান্, মনুর যজ্ঞের ন্যায় আমাদিগের যজ্ঞে উপবেশ
করিয়া দেবগণের যজ্ঞ কর। হে দ্যাবা ও পৃথিবী! আমার এই (বিষয়
অবগত হও।

১৪। মনুর যজ্ঞের ন্যায় আমাদিগের যজ্ঞে উপবেশন করিয়া দেব
গণের আহ্বানকারী, অতিশয় বিদ্বান্ এবং দেবগণের মধ্যে মেধাবী
অগ্নিদেব দেবগণকে আমাদিগের হব্যের অভিমুখে শাস্ত্রানুসারে প্রের
করুন। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

১৫। [illegible] কার্য্য সম্পাদন করেন(১০), সেই পথদর্শকের
নিকট আমরা যাচ্ঞা করি। স্তোতা হৃদয়ের সহিত তাঁহার উদ্দে
মননীয় স্তুতি প্রচার করিতেছে, সেই স্তুতি ভাজন বরুণ আমাদিগের সত
স্বরূপ হউন। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই বিষয় অবগত হও।

১৬। এই যে সূর্য্য আকাশে সর্ব্বনিষ্ক পথস্বরূপ হইয়াছে(১১)
হে দেবগণ! তোমরা তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পার না; হে মনুষ্যগণ

(৯) ত্রিত কূপে পড়িবার পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিয়া একটী অরণ্য কুকুর (বৃক
তাঁহাকে খাইবার জন্য বড় নদী পার হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু পথে সূর্য্য রশ্মি
দেখিয়া এখন অবসর নয় ভাবিয়া নিবৃত্ত হইল। সায়ণ। কিন্তু যাস্ক বলেন জ
(আপ) অর্থে অন্তরীক্ষ, বৃক অর্থাৎ চন্দ্র সেই অন্তরীক্ষ পার হইয়া আইসে, কিন্তু সূর্য্য
কিরণ সেই চন্দ্রকে নিবারণ (বিলুপ্ত) করে।

(১০) মূলে "ব্রহ্মা কৃণোতি" আছে। "ব্রহ্ম পরিবৃঢ়ং তত্তৎকর্ম্মং কৃ
কৃণোতি করোতি।" সায়ণ।

(১১) মূলে "পন্থাঃ" আছে। "পন্থাঃ সততং গামী। যদ্বা ব্রহ্মলোক
গমনবতাং উপাসকানাং মার্গভূতঃ।" সায়ণ। সূর্য্য প্রত্যহ আকাশ দিয়া গমন
করিয়া যেন একটী পথ করিয়াছেন, এই বোধ হয় ঋকের সহজ অর্থ।

তোমরা তাঁহাকে জান না। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই বিষয় অবগত হও।

১৭। ত্রিত কূপে পতিত হইয়া রক্ষার জন্য দেবগণকে আহ্বান করিতেছে; বৃহস্পতি(১২) তাহাকে পাপ (রূপ কূপ) হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার আহ্বান শ্রবণ করিয়া ছিলেন। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই বিষয় অবগত হও।

১৮। অরুণবর্ণ ব্যাঘ্র একবার আমাকে পথে গমন করিতে দেখিয়াছিল(১৩); সূত্রধার(১৪) (নিজ কর্ম্ম করিতেং) পৃষ্ঠ দেশে বেদনা হইলে যে রূপ (উঠিয়া দাঁড়ায়), ব্যাঘ্র সেই রূপ আমাকে দেখিয়া উদ্গত হইয়াছিল। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এ (বিষয়) অবগত হও।

১৯। এই ঘোষণযোগ্য স্তোত্রদ্বারা ইন্দ্রকে পাইয়া আমরা সকলে বীরদিগের সহিত মিলিত হইয়া(১৫) সংগ্রামে শত্রুদিগকে পরাস্ত করিব। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের এই প্রার্থনা পূজিত করুন।

---

(১২) "বৃহস্পতি র্বৃহতাং মহতাং দেবানাং রক্ষকঃ [illegible] সংজ্ঞো দেবঃ।" সায়ণ। বৃহস্পতি সম্বন্ধে ১৮ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(১৩) মূলে এই আছে "অরুণো মাসকৃৎ বৃকঃ পথা যন্তং দদর্শহি।" সায়ণের ব্যাখ্যা অনুসারে অর্থ উপরে দেওয়া হইল। তিনি "মাসকৃৎ" অর্থ "আমাকে এক বার" করিয়াছেন। যাস্ক মাসকৃৎ অর্থে "মাসানাং কর্তা" করিয়াছেন এবং "বৃক" অর্থ "বিবৃত জ্যোতিষ্ক" চন্দ্র করিয়াছেন। অতএব তিনি এইরূপ অর্থ করিয়াছেন "অরুণ বর্ণ অর্দ্ধ মাসের কর্তা চন্দ্র নক্ষত্রগণকে পথে যাইতে দেখিয়াছিলেন।" ইত্যাদি নিরুক্ত ৫। ২০

(১৪) মূলে "তষ্টা" আছে। "বর্দ্ধকিঃ।" সায়ণ।

(১৫) মূলে "সর্ব্ববীরাঃ" আছে। "সর্ব্বৈর্বীরৈঃ পুত্রৈঃ পৌত্রাদিভিশ্চ উপেতাঃ।" সায়ণ।

১০৬ সূক্ত।

সকল দেবগণ দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস অথবা আপ্ত্য ত্রিত ঋষি।

১। আমরা রক্ষার জন্য ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, এবং মরুৎগণও অদিতিকে আহ্বান করি। লোকে দুর্গম পথ হইতে যে রূপ রথকে উদ্ধার করিয়া আনে, সেইরূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন।

২। হে আদিত্যগণ, তোমরা যুদ্ধে(১) আমাদিগের সাহায্যার্থ আগমন কর এবং যুদ্ধে(২) আমাদিগের জয়ের কারণ হও। লোকে দুর্গম পথ হইতে যে রূপ রথকে উদ্ধার করিয়া আনে, সেই রূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন।

৩। যাঁহাদিগের স্তুতি সুখসাধ্য সেই পিতৃগণ(৩) আমাদিগকে রক্ষা করুন, এবং দেবগণের পিতা মাতাস্বরূপ যজ্ঞবর্দ্ধয়িতা দ্যাবা পৃথিবী আমাদিগকে রক্ষা করুন। লোকে দুর্গম পথ হইতে যেরূপ রথকে উদ্ধার করিয়া আনে সেইরূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন।

৪। মনুষ্যের প্রশংসনীয়(৪) অন্নবান্ (অগ্নিকে) প্রজ্বলিত করিয়া এক্ষণে স্তুতি করি; বীর বিজয়ী পূষার নিকট সুখকর স্তোত্র দ্বারা যাচ্ঞা করি। লোকে দুর্গম পথ হইতে যেরূপ রথকে উদ্ধার করিয়া আনে সেইরূপ

(১) মূলে "সর্ব্বতাতয়ে" আছে। "সর্ব্বে বীরপুরুষৈস্তৎতার বিস্তারয়িতার যুদ্ধায়।" সায়ণ। "সর্ব্বে সুখায় সর্ব্বমপি অভিলষিতং অস্মভ্যং দাতুং।" বেদার্থযত্ন।

(২) মূলে "রণ তুর্য্যেষু" আছে। "সংগ্রামেষু।" সায়ণ।

(৩) মূলে "পিতরঃ" আছে। অর্থ "অগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ।" সায়ণ। অগ্নিষ্বাত্তাগণ মরীচির সন্তান এবং দেবগণের পিতৃ। মনুসংহিতা ৩। ১৯৫।

(৪) মূলে "নরাশংসং" আছে। ১৩ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ।

দানশীল ও বাসগৃহ দাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন।

৫। হে বৃহস্পতি! আমাদিগকে সর্ব্বদা সুখ প্রদান কর; মনুষ্যদিগের উপকারী যে রোগের উপশম ও ভয়ের দূরী করণ (ক্ষমতা) তোমাতে স্থাপিত হইয়াছে(৫) তাহাও যাচ্ঞা করি। লোকে দুর্গম পথ হইতে যেরূপ রথকে উদ্ধার করিয়া আনে সেইরূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন।

৬। কূপে নিপতিত কুৎস ঋষি(৬) রক্ষণের জন্য বৃত্রহন্তা ও যজ্ঞ প্রতি-পালক(৭) ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়াছে। লোকে দুর্গম পথ হইতে যেরূপ রথকে উদ্ধার করিয়া আনে সেইরূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন।

৭। দেবী অদিতি দেবগণের সহিত আমাদিগকে পালন করুন। সকলের রক্ষক দীপ্যমান্ (সবিতা) জাগরুক হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। মিত্র, বরুণ, অদিতি সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের এই (প্রার্থনা) পূজিত করুন।

---

(৫) "শং যো যত্তে মনুর্হিতং" আছে। "সংশমনীয়ানাং রোগাণাং উপশমনং যোঃ পৃথক্কর্ত্তব্যানাং ভয়ানাং যাবনং পৃথক্করণং মনুর্হিতং মনুনা ব্রহ্মণা হিতং ত্বয়ি অবস্থাপিতং যদ্বা মনুষ্যাণাং অনুকূলং।" সায়ণ। "শমনঞ্চ রোগাণাং যাবনঞ্চ ভয়ানাং।" যাস্ক।

(৬) পূর্ব্বে ত্রিত কূপে পড়িয়াছিলেন এইরূপ দেখা গিয়াছে, এখানে দেখা যাইতেছে কুৎস ঋষি কূপে পড়িয়াছিলেন। ১০৫ ও ১০৬ সূক্তের ঋষি কুৎস অথবা ত্রিত। অতএব কুৎস ও ত্রিত একই তাহা অনুভব হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি আপ্ত্য অর্থাৎ জল সম্ভূত ত্রিত আর্য্যদিগের এক জন পুরাতন দেব ছিলেন। অনুভব হয় তাঁহার কথা জলনিপতিত কুৎস ঋষির বিবরণের সহিত কোনরূপে জড়িত হইয়া গিয়াছে।

(৭) মূলে "শচীপতিং" আছে। "শচীতি কর্ম্মনাম। সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং পালয়িতারং। যদ্বা শচ্যা দেব্যা ভর্ত্তারং।" সায়ণ। ঋগ্বেদে শচী শব্দ কর্ম্ম বা যজ্ঞ অর্থেই ব্যবহার হইয়াছে। ইন্দ্র যজ্ঞের পতি, সুতরাং শচীপতী। পরে ইহা হইতে ইন্দ্রের স্ত্রী শচীর পৌরাণিক উপাখ্যান সৃষ্ট হয়।

১০৭ সূক্ত।

সকল দেবগণ দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। আমাদিগের যজ্ঞ দেবগণকে সুখী করুক; হে আদিত্যগণ! তুষ্ট হও। তোমাদের অনুগ্রহ আমাদিগের অভিমুখে প্রেরিত হউক এবং সেই অনুগ্রহ দরিদ্র জনের পক্ষে প্রভূত ধনের কারণ হউক।

২। দেবগণ অঙ্গিরাদিগের গীত মন্ত্র(১) দ্বারা স্তুত হইয়া রক্ষণার্থে আমাদিগের নিকট আগমন করুন। ইন্দ্র ধন লইয়া, মরুৎগণ প্রাণ বায়ুর সহিত(২) এবং অদিতি আদিত্যদিগকে লইয়া আমাদিগকে সুখ দান করুন।

৩। যে অন্ন (আমরা) যাচ্ঞা করি) ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, অর্য্যমা, ও সবিতা যেন আমাদিগকে তাহা দান করেন। মিত্র বরুণ অদিতি সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ যেন আমাদিগের সেই (অন্ন) পূজিত করেন।

---

১০৮ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদিগের যে অতিশয় বিচিত্র রথ বিশ্বভুবন উজ্জ্বল করিয়াছে, সেই রথে একত্রে বসিয়া আইস, অভিষুত সোম পান কর।

২। এই বহুব্যাপী ও আত্ম গুরুত্বে গভীর বিশ্বভুবনের যে পরিমাণ, হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদিগের পানীয় এই সোম সেই পরিমাণ হউক তোমাদের অভিলাষ পর্য্যাপ্তরূপে পূরণ করুক।

---

(১) মূলে "নামভিঃ," আছে। "প্রণীতৈর্মন্ত্রৈঃ।" সায়ণ।

(২) মূলে "ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ৈঃ মরুতো মরুদ্ভিঃ" আছে। "ইন্দ্রিয়ৈঃ। ধনমেতৎ। অসংবদ্ধিভিরন্যূতাং দাতব্যৈঃ ধনৈঃ সহ।" সায়ণ। "মরুদ্ভিঃ স্বাবয়বভূতৈঃ প্রাণাপানাদিরূপেণ বর্ত্তমানৈর্বায়ুভিঃ সহ।" সায়ণ। "Indra in concert with those belonging to Indra, the Maruts in concert with those belonging to Maruts, and Aditi in concert with Adityas."—বেদার্থযত্ন।

৩। তোমাদিগের কল্যাণকর নামদ্বয় একত্রিত করিয়াছ; হে বৃত্র-হন্তৃদ্বয়! তোমরা বৃত্রবধের জন্য সঙ্গত হইয়াছিলে(১)। হে অভীষ্টদাতা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা একত্র হইয়া উপবেশন করিয়া অভিষিক্ত সোম আপনাদিগের (উদরে) সেচন কর।

৪। অগ্নি সমূদয় প্রজ্জ্বলিত হইলে পর (অধ্বর্য্যুদ্বয়) পাত্র হইতে ঘৃত সেচন করিয়া কুশ বিস্তার করিয়াছে; হে ইন্দ্র ও অগ্নি! চারি-দিকে অভিষিক্ত তীব্র সোমরসদ্বারা (আকৃষ্ট হইয়া) অনুগ্রহার্থ আমা-দিগের অভিমুখে আইস।

৫। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা যে কিছু বীর কর্ম্ম করিয়াছ, যে কিছু রূপ বিশিষ্ট (জীব) সৃষ্টি করিয়াছ, যে কি[illegible] বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছ, এবং তোমাদের যে কিছু পুরাতণ কল্যাণকর বন্ধুত্ব [illegible] আছে সে সমস্ত লইয়া আসিয়া অভিষুত সোমপান কর।

৬। প্রথমেই তোমাদের দুই জনকে বরণ [illegible]রিয়া (তোমাদের সোম দ্বারা প্রীত করিব) বলিয়াছিলাম, সেই অক[illegible] শ্রদ্ধা লক্ষ্য করিয়া আইস; অভিষুত সোমপান কর; এই সো[illegible] আমাদিগের ঋত্বিক্-গণের(২) বিশেষ আহুতি যোগ্য হউক।

৭। হে যজ্ঞ ভাজন ইন্দ্র ও অগ্নি! যদি নি[illegible]গৃহে হৃষ্ট হইয়া থাক, যদি পুজকের প্রতি বা রাজার প্রতি(৩) তুষ্ট হইয়া থাক, তবে, হে

(১) ইন্দ্রই বৃত্রহন্তা। তবে বেদে দুই দেব যখন একত্রে অর্চিত হয়েন তখন উভয়েই এক গুণবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হয়েন। অশ্বিদ্বয় সর্ব্বদাই একত্রে অর্চিত হয়েন তাহা আমরা দেখিয়াছি, তাহা ভিন্ন মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও বরুণ ইন্দ্র ও অগ্নি এবং ইন্দ্র ও বিষ্ণু অনেক স্থানে একত্রে অর্চিত হইয়াছেন। দুই দেবকে এই রূপে একত্রে উপাসনা করিবার প্রকৃত অর্থ কি? মক্ষমূলর উত্তর করেন। Nature in her twofold aspect of daily change, morning and evening, light and darkness—aspects which may expand into those of spring and winter, life and death, nay even of good and evil.—*Science of Language* (1882), vol. II, p. 540.

(২) মূলে "অস্মুত্রৈঃ" আছে। "হবিষাং প্রক্ষেপকৈঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ।" সায়ণ।

(৩) "যদ্ ব্রহ্মণি রাজনি বা" মূলে এই রূপ আছে। সায়ণ এই দুই শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় করিয়াছেন। কিন্তু রাজন্ অর্থ রাজামাত্র। "Prince."—*Wilson* and *Langlois*. এই সূক্ত রচনার সময় রাজগণ ক্ষত্রিয় নাম ধরিয়া একটী বিভিন্ন

অভীষ্টদাতৃদ্বয়! এই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোম পান কর।

৮। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যদি তোমরা তুর্বশদিগের মধ্যে, দ্রুহ্যু-দিগের মধ্যে অনুদিগের মধ্যে অথবা পূরুদিগের মধ্যে অবস্থান করিয়া থাক, তবে হে অভীষ্ট দাতৃদ্বয়! সেই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোম পান কর।

৯। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা যদি নিম্ন পৃথিবীতে বা মধ্যম পৃথিবীতে (অন্তরীক্ষে) বা উচ্চ পৃথিবীতে (আকাশে) অবস্থান করিয়া থাক, তবে হে অভীষ্ট দাতৃদ্বয়! সেই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোম পান কর।

১০। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা যদি উচ্চ পৃথিবীতে (আকাশে) বা মধ্যম পৃথিবীতে (অন্তরীক্ষে) বা নিম্ন পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া থাক, তবে, হে অভীষ্ট দাতৃদ্বয়! সেই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোম পান কর।

১১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যদি তোমরা আকাশে বা পৃথিবীতে বা পর্ব্বতে বা শস্যে(৪) বা জলে অবস্থান কর, তবে, হে অভীষ্ট দাতৃদ্বয়! সেই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোমপান কর।

১২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! সূর্য্য উদিত হইলে দীপ্তিমান্ অন্তরীক্ষে যদি তোমরা নিজ তেজে হৃষ্ট হও, তবে হে অভীষ্টদাতৃদ্বয়! সেই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোমপান কর।

"জাতির" অন্তর্গত হয়েন নাই। ব্রহ্মন অর্থ পুরুক মার ১০১ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখ। "Ce n'est pas ici une distinction de caste; c'est la distinction de deux professions sociales, *Brahman* (l'homme de Dieu) et *Radjan* (le prince); absolument comme, chez les anciens Grecs, le *mantis* et le *basileus*, et dans les mêmes rapports."—*Langlois.*

(৪) মূলে "ওষধীষু" আছে। "ব্রীহি যব প্রভৃত্যাদিষু"। সায়ণ।

১৩। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! এই রূপে অভিষুত সোমপান করিয়া আমাদিগকে সমস্ত ধন দান কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ যেন আমাদিগের এই (প্রার্থিত ধন) পূজিত করেন।

---

১০৯ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমি ধন ইচ্ছা করিয়া তোমাদিগকে জ্ঞাতি বা বন্ধুর ন্যায় মনে করি। আমার প্রকৃষ্ট বুদ্ধি তোমরাই দিয়াছ, অন্য কেহ নহে, অতএব আমি এই ধ্যাননিষ্পন্ন অন্নের ইচ্ছা সূচক, স্তুতি তোমাদের উদ্দেশে রচনা করিয়াছি।

২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা অযোগ্য জামাতা(১) অথবা শ্যালক(২) অপেক্ষাও অধিক বহুবিধ ধন দান কর, এইরূপ শুনিয়াছি; অতএব হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমি তোমাদিগের সোমপ্রদান কালে পঠনীয় একটী নূতন স্তোত্র রচনা করিতেছি।

৩। আমরা (পুত্র পৌত্রাদিরূপ) রশ্মি(৩) যেন কখনও ছেদন না করি, এইরূপ প্রার্থনা করিয়া এবং পিতৃগণের ন্যায় শক্তিমান্ (পুত্রাদি)

---

(১) মূলে "বিজামাতুঃ" শব্দ আছে। গুণরহিত জামাতা কন্যা লাভের জন্য কন্যা কর্তাকে অনেক ধন দান করে, ইন্দ্র ও অগ্নি তাহা হইতে ও অধিক দান করেন। সায়ণ। জামাতা, = জা অর্থে অপত্য, তাহার নির্মাতা। যাস্ক। নিরুক্ত ৬।৯।

(২) মূলে "স্যালাৎ" আছে। স্যাল অর্থ কন্যার ভ্রাতা; সে যেরূপ ভগিনীকে ভাল বাসিয়া অনেক ধন দেয়, ইন্দ্র ও অগ্নি তাহা অপেক্ষাও অধিক দেন। সায়ণ। স্যাল = স্য অর্থে শূর্প বা কুলো, লাজ অর্থে খৈ। যাস্ক নিরুক্ত ৬।৯। বিবাহের সময় শ্যালক শূর্পদ্বারা খৈ ছড়ায়।

(৩) মূলে "রশ্মীন্" শব্দ আছে। "রশ্মিবৎ... বাচি।" সায়ণ। বাঙ্গলায় রশী।

উৎপাদন করিয়া উৎপাদন সমর্থ (যজমানগণ) ইন্দ্র ও অগ্নিকে সুখে স্তুতি করেন; শত্রুহিংসক ইন্দ্রও অগ্নি স্তুতির নিকট উপস্থিত থাকেন।

৪। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! দীপ্তিমান্ প্রার্থনা তোমাদিগকে কামনা করিয়া তোমাদিগের হর্ষের জন্য সোমরস অভিষব করিতেছে; তোমরা অশ্বযুক্ত, শোভনীয় বাহুযুক্ত ও সুপাণি, তোমরা শীঘ্র আসিয়া উদকস্থ মাধুর্যদ্বারা আমাদিগের (সোমরস) সংপৃক্ত কর।

৫। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা (স্তোতাদিগের মধ্যে) ধন বিভাগে রত থাকিয়া বৃত্রহননে অতিশয় বলপ্রকাশ করিয়াছিলে তাহা শুনিয়াছি; হে সর্ব্বদর্শীদ্বয়! তোমরা আমাদিগের এই যজ্ঞে কুশে উপবেশন করিয়া অভিষুত সোমপান করিয়া হৃষ্ট হও।

৬। যুদ্ধের সময় [illegible]মাদিগকে আহ্বান করিলে তোমরা (আসিয়া) স্বকীয় মহত্ত্বদ্বারা সক[illegible] মনুষ্য অপেক্ষা বড় হও, পৃথিবী অপেক্ষা, আকাশ অপেক্ষা, ন[illegible]ও পর্ব্বতসমূহ অপেক্ষা বড় হও, হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা অন্য সকল [illegible] অপেক্ষা বড়।

৭। হে বজ্রহস্ত [illegible]ন্দ্র ও অগ্নি! ধন আহরণ কর, আমাদিগকে প্রদান কর, কর্ম্মদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। সূর্য্যের যে রশ্মিসমূহ দ্বারা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ সমবেত হইয়াছিলেন(৪), সে এই।

৮। হে বজ্রহস্ত নগরবিদারক(৫) ইন্দ্র ও অগ্নি! আমাদিগকে ধন দান কর, সংগ্রামে আমাদিগকে [illegible] কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের এই (প্রার্থনা) পূজিত করুন।

(৪) মূলে "পিতরঃ আসন্" আছে। সায়ন তাহার দুইটী অর্থ দিয়াছেন "সংপ্রাপ্তবন্তঃ [illegible] আসন্ ব্রহ্মলোকং অগচ্ছন্" অথবা "সমবেতত্বং অধ্যগচ্ছন্।"

(৫) পুরন্দর [illegible] প্রায় ইন্দ্র সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়, এখানে ইন্দ্র ও অগ্নি উভয়ের সম্বন্ধেই [illegible]ত হইয়াছে। "পুরন্দরৌ অসুরপুরাণাং দারয়িতারৌ।" সায়ন। [illegible] "অবধীর

১১০ সূক্ত।

ঋভুগণ দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। হে ঋভুগণ! আমি পূর্ব্বে বারং যজ্ঞকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছি এক্ষণে আবার অনুষ্ঠান করিতেছি, এবং তথায় তোমাদের প্রশংসার জন্য অতিশয় সুমিষ্ট স্তুতি পঠিত হইতেছে। এখানে সকল দেবগণের জন্য এই সোমরস(১) প্রস্তুত হইয়াছে, স্বাহা শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিতে সেই রস অর্পিত হইলে, তাহা পান করিয়া তৃপ্ত হও।

২। হে ঋভুগণ! তোমরা আমার জ্ঞাতি, তোমাদের জ্ঞান যখন অপরিপক্ক ছিল, সেই পূর্ব্বকালে... পভোগ্য সোমরস ইচ্ছা করিয়াগিয়াছিলে। হে সুধন্বাদের পিতা... তখন তোমাদের কর্ম্মের মহত্ত্ব(৩) দ্বারা দানশীল(৪) সবিতার গাভী দান... ছিলে।

৩। যখন তোমরা প্রকাশমান ...ন্য উজ্জ্বল(... ...দের (সোমপানের) ইচ্ছা জানাইয়া আসিয়াছিলে, এবং ...র সন্তানে... নির্ম্মিত সেই একটী সোমপাত্রকে চারখানী করিয়াছিলে, তখন সবিত... তোমাদিগকে অমরত্ব দান করিয়াছিলেন।

---

(১) মূলে "সমুদ্রঃ" আছে, সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "সমুদন-শীলোহয়ং সোম রসঃ।"

(২) ঋভু, বিভু ও বাজ এই তিন জন সুধন্বা নামক অঙ্গীরার পুত্র। যাস্ক। নিরুক্ত ১১। ১৬। এই সূক্তের ঋষি কুৎস ও অঙ্গিরা বংশীয় অতএব ঋভুগণ তাঁহার জ্ঞাতি। ২০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(৩) মূলে "চরিতস্য ভূমনা" আছে, সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "সমু-পার্জ্জিতস্য তপসো * * বহুত্বেন।" কিন্তু চরিত শব্দের সহজ অর্থ কর্ম্ম। সে কর্ম্ম কি তাহা পরের ঋক গুলিতে দেখ। তাঁহারা বনে গিয়া তপ করিয়া ছিলেন, তাহা এই সূক্তের কোন অংশ হইতে প্রকাশ হয় না।

(৪) মূলে "দাশুষঃ" শব্দ আছে, সায়ণ তাহার অর্থ "হবীংষি দত্তবতঃ" করিয়াছেন। কিন্তু সূর্য্যের সম্বন্ধে দানশীল অর্থই ভাল হয়।

(৫) মূলে "অসুরস্য" আছে। অর্থ "ত্বষ্টুঃ।" সায়ণ।

৪। তাঁহারা শীঘ্র কর্ম্ম(৬) সাধন করিয়াছেন বলিয়া, এবং ঋত্বিক-দিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনুষ্য হইয়াও অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন সুধন্বার পুত্র ঋভুগণ সূর্য্যোরন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়া সাংবাৎসরিক যজ্ঞসমূহে হব্য ভাজন হইলেন।

৫। ঋভুগণ নিকটস্থদিগের স্তুতিভাজন হইয়া, উৎকৃষ্ট (সোমরস) আকাঙ্ক্ষা করিয়া, দেবগণের মধ্যে হব্য কামনা করিয়া, মানদণ্ড দিয়া যেরূপ ক্ষেত্র পরিমাণ করে সেইরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা একটী যজ্ঞপাত্র (চারিটী ভাগ) করিয়াছিলেন।

৬। আমরা অন্তরীক্ষের নেতা (ঋভু) গণকে পাত্রস্থিত ঘৃত অর্পণ করিতেছি, এবং জ্ঞানদ্বারা স্তুতি করিতেছি; তাঁহারা সূর্য্যের(৭) শীঘ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহা[illegible] ঋক হও [illegible]ব যজ্ঞ অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৭। নব বল সম্পন্ন [illegible]যোদিগকে আহ্র রক্ষক(৮), অন্ন ও বাসগৃহদাতা ঋভু আমাদিগের নিক[illegible] মনুষ্য অপেক্ষ তিনি আমাদিগকে তাহা দান করুন। হে (ঋভু অ[illegible]) পর্ব্বতসমূহ আমরা যেন তোমাদের রক্ষণা প্রাপ্ত হইয়া অনুকূল দিবসে [illegible] অপেক্ষা হীন শত্রুদিগের সেনাকে পরাস্ত করি।

৮। হে ঋভুগণ [illegible]ম গাভীকে চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছিলে এবং সেই গাভীকে পু[illegible]রায় বৎসের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছিলে(৯)। হে সুধন্বার পুত্র! (যজ্ঞের) নেতৃগণ! তোমরা শোভনীয় কর্ম্মদ্বারা বৃদ্ধ পিতা মাতাকে পুনর্ব্বার যুবা করিয়া দিয়াছিলে(১০)।

---

(৬) যজ্ঞ কর্ম্ম অথবা একখানি পাত্র চারখানি করা রূপ কর্ম্ম। সায়ণ।

(৭) মূলে "সিতুরস্য" আছে। "জগতঃ পালকস্য অস্য সূর্য্যস্য।" সায়ণ।

(৮) মূলে "ইন্দ্রঃ" আছে। অর্থ "রক্ষকঃ।" সায়ণ।

(৯) পূর্ব্বে কোনও ঋষির ধেনু মরিয়াছিল, ঋষি বৎসটীকে দেখিয়া ঋভুকে স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋভুগণ তাহার সদৃশ আর একটী ধেনু নির্ম্মাণ করিয়া মৃত ধেনুর চর্ম্ম দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিয়া তাহাই বৎসের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। সায়ণ।

(১০) ২০ সূক্তের ৪ ঋক দেখ।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি ঋভুদিগের সহিত মিলিত হইয়া অন্নদানের সময় আমাদিগকে অন্নদান কর,(১১) বিচিত্র ধন দান কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ যেন আমাদিগের সেই (ধন) পূজিত করেন।

---

১১১ সূক্ত।

ঋভুগণ দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। উৎকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন শিল্পী ঋভুগণ (অশ্বিদ্বয়ের জন্য) সুনির্ম্মিত রথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং ইন্দ্রের বাহক হরিনামক বলবান্ অশ্বদ্বয় নির্ম্মাণ করিয়াছেলেন। তাঁহাদের পিতামাতাকে যৌবন দান করিয়াছিলেন, এবং বৎসকে তাহার সহচর গাভী দান করিয়াছিলেন।

২। আমাদিগের যজ্ঞের জন্য উজ্জ্বল(১) অন্ন প্রস্তুত কর, এবং আমাদিগের ক্রতুর জন্য ও বলের জন্য সন্তানের হেতুভূত অন্ন প্রস্তুত কর, যেন আমরা সমস্ত বীর সন্তানদিগের সহিত সুখে বাস করিতে পারি। আমাদিগের বলের জন্য এই রূপ ধন দাও।

৩। হে নেতা ঋভুগণ! আমাদিগের জন্য অন্ন প্রস্তুত কর, আমাদিগের রথের জন্য ধন প্রস্তুত কর, আমাদিগের অশ্বের জন্য অন্ন প্রস্তুত কর। প্রতিদিন লোকে যেন আমাদিগের জয়শীল ধন পূজা করে, এবং আমরা যেন সংগ্রামে আমাদের মধ্যে জাত হউক বা নাই হউক,(২) সকল শত্রুকে পরাস্ত করিতে পারি।

---

(১১) "যদ্বা বাজসাতিরিতি সংগ্রাম নাম।" যুদ্ধের সময় আমাদিগকে রক্ষা কর এই রূপ অর্থ। সায়ণ।

---

(১) মূলে "ঋভুমৎ বয়ঃ" আছে। "উরুভাসন যুক্তং বয়ো হবির্লক্ষণং অন্নং।" সায়ণ। "Skilful youth."—বেদার্থযত্ন।

(২) "জামিং অজামিং" মূলে আছে। "জামিং সহজাতং অজামিং সহায়ভূতং।" সায়ণ।

৪। ঋকগণের জন্য মহৎ(৩) ইন্দ্রকে এবং ঋভু বিভু ও বাজকে(৪) ও মরুৎগণকে সোমপানার্থ আহ্বান করি; মিত্র ও বরুণ এবং অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি। তাঁহারা আমাদিগের বল ও যজ্ঞকর্ম ও বিজয় সাধন করিয়া দিবেন।

৫। ঋভু আমাদিগের সংগ্রামের জন্য ধন প্রদান করুন, সমর-বিজয়ী বাজ আমাদিগকে রক্ষা করুন। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের এই (প্রার্থনা) পূজিত করুণ।

---

১১২ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। আমি (অশ্বিদ্বয়কে) পূর্ব্বে জানাইবার জন্য দ্যাবা পৃথিবীকে স্তুতি করি, (অশ্বিদ্বয়) আসিলে তাঁহাদিগের অর্চনার জন্য প্রদীপ্ত এবং শোভনীয় কান্তিযুক্ত অগ্নিকে স্তুতি করি। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সংগ্রামে তোমাদের ভাগ প্রাপ্তির জন্য যে সমস্ত উপায়ের সহিত শঙ্খ শব্দ কর(১), সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

২। যেরূপ ন্যায় বাক্যযুক্ত (পণ্ডিতের) নিকট (শিষ্যগণ) শিক্ষার জন্য দাঁড়াইয়া থাকে, হে অশ্বিদ্বয়! অন্যদেবে অনাসক্ত স্তোতৃগণ শোভনীয় স্তোত্রের সহিত তোমার রথের পার্শ্বে অনুগ্রহ লাভের আশায় সেইরূপ দাঁড়াইয়া আছে। তোমরা যে সকল উপায় দ্বারা যজ্ঞসম্পাদনার্থ সুমতি-দিগকে রক্ষা কর, হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

---

(৩) মূলে "ঋভুক্ষণং" আছে। অর্থ "মহান্তং।" সায়ণ।

(৪) মূলে "ঋভুন বাজান্" আছে। অর্থ ঋভু বিভু ও বাজ। সায়ণ। প্রথম ও শেষ নাম উচ্চারণ করিলে মধ্যবর্তী সমস্ত নামই বুঝাইয়া যায়। যাস্ক।

---

(১) মূলে "কারং জিন্বথঃ" আছে। "কারশব্দঃ শংখবাচী * * কারং শব্দকারিণং শংখং জিন্বথঃ মুখেনাপূরয়থঃ।" সায়ণ।

(২) মধুর গাভী সম্বন্ধে আর কোনও বিবরণ সায়ণ দেন নাই।

৩। হে নেতৃদ্বয়! তোমরা স্বীয় অনুত্তম বলদ্বারা সেই (ত্রিভুবন নিবাসী) সকল লোককে পালন করিতে সমর্থ। যে সকল উপায় দ্বারা তোমরা প্রসব রহিত গাভীকে দুগ্ধবতী করিয়াছিলে(২), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

৪। চতুর্দ্দিক বিচারী বায়ু স্বপুত্র দ্বিমাতৃ (অগ্নির)(৩) বলদ্বারা যুক্ত হইয়া, এবং ত্বরিতগামীদিগের মধ্যে অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া, যে সকল উপায় দ্বারা (সকল স্থানে) ব্যাপ্ত হয়েন, এবং যে সকল উপায় দ্বারা ত্রিবিধ কর্ম্মজ্ঞ(৪) ঋষি কক্ষিবান্, বিশিষ্ট জ্ঞানযুক্ত হইয়াছিলেন সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

৫। যে সকল উপায় দ্বারা তোমরা (কূপে) নিক্ষিপ্ত ও পাশবদ্ধ রেভকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে(৫) এবং [illegible]ন্দনকেও সেইরূপ অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে(৬), যে সকল উপায় [illegible]রা আলোকেচ্ছু কণ্বকে রক্ষা করিয়াছিলে(৭), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উ[illegible]য়ের সহিত আইস।

৬। অন্তক (নামক রাজর্ষিকে) কূপে নিক্ষে[illegible]রিয়া (অসুরগণ) যখন তাঁহাকে হিংসা করিতেছিল তখন তোমরা যে সক[illegible]পায়দ্বারা তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলে(৮), যে সকল ব্যথাশূন্য [illegible]পায় [illegible]কে রক্ষা করিয়াছিলে(৯), যে সকল উপায় দ্বারা [illegible] বয্যকে(১০) রক্ষা করিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ে[illegible]হিত আইস।

---

(৩) বায়ু দ্বারা বৃক্ষের ঘর্ষণ হইলে অগ্নির উৎপত্তি হয় সেই জন্য অগ্নি বায়ুর পুত্র। সায়ণ। দুই কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি জন্মায় সেই জন্য অগ্নি দ্বিমাতৃ। সায়ণ।

(৪) মূলে "ত্রিমন্তু" আছে। "পাকযজ্ঞহবির্যজ্ঞসোমযজ্ঞেষু আসাদিত জ্ঞানঃ কক্ষীবান্।" সায়ণ। কক্ষীবান্ সম্বন্ধে ১৮ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(৫) ১১৬ সূক্তের ২৪ ঋকের টীকা দেখ।

(৬) ১১৬ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

(৭) ১১৮ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ।

(৮) অন্তক একজন রাজর্ষি, এবং অসুরগণ তাঁহাকে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল, ইহা ভিন্ন সায়ণের ব্যাখ্যায় অন্য কোনও বিবরণ নাই।

(৯) ১১৬ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ।

(১০) ইহাদিগের সম্বন্ধে সায়ণের টীকায় কোনও বিবরণ নাই।

৭। যে সকল উপায়দ্বারা শুচন্তিকে ধনবান ও শোভনীয় গৃহসম্পন্ন করিয়াছিলে(১১), যে সকল উপায় দ্বারা অত্রির জন্য গাত্রদাহকারী উত্তাপও সুখকর করিয়াছিলে(১২), যে সকল উপায়দ্বারা পৃশ্নিগু ও পুরুকুৎসকে রক্ষা করিয়াছিলে(১৩), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

৮। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! যে সকল কর্ম্মদ্বারা (পঙ্গু) পরাবৃজকে(১৪) (গমনসমর্থ) করিয়াছিলে, অন্ধ (ঋজ্রাশ্বকে) (১৫) দৃষ্টি সমর্থ করিয়াছিলে, এবং (দুর্ব্বলজানু) শ্রোণকে গমন সমর্থ করিয়াছিলে(১৬), যে সকল কর্ম্মদ্বারা গৃহীত বর্ত্তিকা পক্ষীকে মুক্তি দিয়াছিলে(১৭); হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

৯। যে সকল উপা[illegible] দ্বারা মধুময়ী নদী প্রবাহিত করিয়াছিলে, হে জরারহিত অশ্বিদ্বয়! যে সকল উপায় দ্বারা বশিষ্ঠকে(১৮) প্রীত করিয়াছিলে, যে সকল উপায় [illegible] কুৎস ও শ্রুতর্য্য ও নর্য্যকে(১৯) রক্ষা করিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়! [illegible] সকল উপায়ের সহিত আইস।

---

(১১) সায়ণের [illegible]য় কোনও বিবরণ নাই।

(১২) অসুরগ[illegible]কে শতদ্বার যন্ত্র গৃহে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে পীড়া দিবার জন্য অগ্নি জ্বালাইয়া[illegible], অশ্বিদ্বয় শীতল জল দ্বারা সে অগ্নি নির্ব্বাপিয়া দিয়াছিলেন। সায়ণ। [illegible] এই উপা[illegible] একটি উপমামাত্র মনে করেন। অত্রি অর্থ অগ্নি (অদ্ ধাতু ভক্ষণে, হব্যভুক্) [illegible] সূর্য্যকিরণ তপ্ত গ্রীষ্মকালে অগ্নির ক্ষুধা কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইলে, বর্ষাকালের বৃষ্টি [illegible] পুনরায় উত্তেজিত হয়।

(১৩) সায়ণের টীকায় ইহাদের কোনও বিবরণ নাই।

(১৪) পরাবৃজ একজন ঋষি। সায়ণের টীকায় অন্য বিবরণ নাই।

(১৫) ১১৬ সূক্তের ১৬ ঋকের টীকা দেখ, এবং ১০০ সূক্তের ঋষিগণের নাম ও ১৭ ঋক দেখ। বেদার্থযত্নের মতে ঋজ্রাশ্বকে উহ্য করার প্রয়োজন নাই। উঁহার মতে অন্ধ ও পঙ্গু পরাবৃজকে দেখিতে সমর্থ করিয়াছিলে এইরূপ অর্থ।

(১৬) শ্রোণ এক জন ঋষি, অন্য বিবরণ নাই।

(১৭) ১১৬ সূক্তে ১৪ ঋকের টীকা দেখ।

(১৮) প্রসিদ্ধ বশিষ্ঠ ঋষি, ঋগ্বেদের [illegible]নেক সূক্তের প্রণেতা।

(১৯) কুৎস সম্বন্ধে ৩৩ সূক্তের ১৪ ঋকের টীকা দেখ। শ্রুতর্য্যের কোনও বিবরণ নাই। নর্য্য সম্বন্ধে ৫৪ সূক্তের ৬ ঋক দেখ।

১০। যে সকল উপায় দ্বারা বলবতী এবং গমনে অসমর্থা বিশ্পলাকে বহু ধনযুক্ত সংগ্রামে যাইতে সমর্থ করিয়াছিলে(২০), যে সকল উপায় দ্বারা অশ্বের পুত্র স্তুতি পরায়ণ বেশকে রক্ষা করিয়াছিলে(২১), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

১১। হে দানশীল অশ্বিদ্বয়! যে সকল উপায় দ্বারা উশিজের পুত্র বণিক দীর্ঘশ্রবাকে মেঘ হইতে মধুর জল দিয়াছিলে, এবং যে সকল উপায়দ্বারা উশিজের পুত্র স্তোতা কক্ষীবান্‌কে রক্ষা করিয়াছিলে(২২), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

১২। যে সকল উপায়দ্বারা নদীর(২৩) কুলসমূহ জল দ্বারা পূর্ণ করিয়াছ, যে সকল উপায় দ্বারা তোমাদের অশ্বরহিত রথকে বিজয়ার্থ চালাইয়াছ, যে সকল উপায় দ্বারা ত্রিশোক অ[illegible] (অপহৃত) গো উদ্ধার করিয়াছিলেন(২৪), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

১৩। যে সকল উপায়দ্বারা দূরবর্তী সূর্য্যের নিকট গমন কর(২৫), এবং মান্ধাতাকে ক্ষেত্রপতি কার্য্যে রক্ষা করিয়াছি[illegible](২৬); যে সকল উপায়

---

(২০) ১১৬ সূক্তের ১৫ ঋকের টীকা দেখ। মূলে "[illegible]" আছে। বেদার্থ-যত্ন বলেন, ইহার অর্থ "গন্তু মসমর্থাং" নহে ইহার অর্থ "[illegible]র্বপুত্রীং।"

(২১) বেশ এক জন ঋষি। সায়ণের টীকায় আর কো[illegible] বিবরণ নাই।

(২২) উশিজের পুত্র কক্ষীবান্‌, সম্বন্ধে ১৮ সূক্তের [illegible] ঋকের টীকা দেখ। উশিজের পুত্র দীর্ঘশ্রবা সম্বন্ধে সায়ণ এই লিখিয়াছেন, যথা, দীর্ঘতমার উশীজ নামে পত্নী ছিল তাহাদের দীর্ঘশ্রবা নামক পুত্র ঋষি ছিলেন; তিনি অনাবৃষ্টিতে জীবন যাপনার্থ বাণিজ্য করিয়াছিলেন। এবং বৃষ্টির জন্য অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিয়াছিলেন। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে মেঘ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(২৩) মূলে "রসাং" আছে। "রসা নদী ভবতি রসতে শব্দ কর্ম্মণ ইতি।" যাস্ক। নিরুক্ত ১১।২৫।

(২৪) ত্রিশোক ঋষি কণ্বের পুত্র। সায়ণ।

(২৫) মূলে "সূর্য্যং পরিযাথঃ" আছে, অর্থাৎ সূর্য্যের নিকট যাও। কিন্তু সায়ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, গ্রহণের অন্ধকার হইতে সূর্য্যকে মুক্ত করিতে যাও।

(২৬) বাঙ্গলায় সচরাচর যে "মান্ধাতার আমল" বলা যায় সে মান্ধাতা ঋগ্বেদ রচনার সময় "ক্ষেত্রপতি" অর্থাৎ ভূস্বামী বা রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, সায়ণ তাঁহাকে "রাজর্ষি" বলিয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণে মান্ধাতা এক জন প্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশীয় রাজা।

দ্বারা মেধাবী ভরদ্বাজকে(২৭) রক্ষা করিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

১৪। যে সকল উপায় দ্বারা মহৎ, অতিথিবৎসল, এবং (অসুর ভয়ে) জলে প্রবিষ্ট দিবোদাসকে শম্বর (অসুরের) হনন কালে রক্ষা করিয়াছিলে(২৮), যে সকল উপায় দ্বারা নগর বিনাশরূপ সংগ্রামে ত্রসদস্যুকে রক্ষা করিয়াছিলে(২৯), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

১৫। যে সকল উপায় দ্বারা পানরত(৩০) এবং স্তুতিভাজন বম্রকে রক্ষা করিয়াছিলে, কলি ভার্য্যা লাভ করিলে পর তাহাকে যে সকল উপায় দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলে, যে সকল উপায় দ্বারা অশ্বশূন্য পৃথিকে রক্ষা করিয়াছিলে(৩১), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

১৬। হে নেতৃদ্বয়! যে সকল উপায় দ্বারা শয়ুকে, অত্রিকে এবং পূর্ব্বকালে মনুকে গমনের পথ দেখাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলে(৩২), যে সকল উপায় দ্বারা স্যূমরশ্মির জন্য (তাহার শত্রুর প্রতি) তীর নিক্ষেপ করিয়াছিলে(৩৩), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

---

(২৭) পুরাণের [illegible] ভরদ্বাজ। সায়ণ লিখিয়াছেন অশ্বিদ্বয় অন্ন [illegible] করিয়া ভরদ্বাজ ঋষিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ অন্ন প্রদানের কথাটী বোধ হয় ভরদ্বাজের নাম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। "বাজ" শব্দের বৈদিক অর্থ অন্ন, "ভরৎ" ভৃধাতু হইতে, অর্থ পোষণ বা প্রদান।

(২৮) ৫১ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখ। তথায় ইন্দ্র শম্বরকে মারিয়া দিবোদাসকে রক্ষা করিয়াছিলেন এইরূপ আছে।

(২৯) পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু নামক এক জন ঋষি। সায়ণ। বিষ্ণুপুরাণেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

(৩০) মূলে "বিপিপানং" [illegible] সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "বিশেষেণ পার্থিবং রসং পিবন্তং।" [illegible] বম্রের যজ্ঞদ্রব্যসমূহ লইয়া যাওয়া সম্বন্ধে ৫১ সূক্তের ৯ ঋকের টীকা [illegible]

(৩১) কলি একজন ঋষি ছিলেন [illegible] পৃথি রাজর্ষি ছিলেন, ইহা ভিন্ন সায়ণের টীকায় কোনও বিবরণ নাই।

(৩২) অত্রি সম্বন্ধে এই সূক্তের [illegible] ঋকের টীকা দেখ। মনুনামক রাজর্ষিকে অশ্বিদ্বয় যবাদি ধান্য বপনদ্বারা দারিদ্র্য হইতে নির্গমনের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। সায়ণ।

(৩৩) স্যূমরশ্মি একজন ঋষি। অন্য বিবরণ নাই।

১৭। যে সকল উপায় দ্বারা পঠর্বা(৩৪) শরীরবলে সংগ্রামে কাষ্ঠযুক্ত প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়াছিলেন, যে সকল উপায় দ্বারা শর্য্যাতকে যুদ্ধে রক্ষা করিয়াছিলে(৩৫), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

১৮। হে অঙ্গিরা! (অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি কর)। হে অশ্বিদ্বয়! যে সকল উপায় দ্বারা তোমরা মনের সহিত হৃষ্ট হইয়াছিলে এবং (অপহৃত) গাভীর বিবরে (সকল দেবের) অগ্রে গিয়াছিলে(৩৬), যে সকল উপায় দ্বারা শূর মনুকে অন্নদ্বারা রক্ষা করিয়াছিলে(৩৭), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

১৯। যে সকল উপায় দ্বারা বিমদাকে ভার্য্যা দিয়াছিলে(৩৮) যে সকল উপায় দ্বারা অরুণবর্ণ গো প্রদান করিয়াছিলে, যে সকল উপায় দ্বারা সুদাসকে উৎকৃষ্ট ধন দিয়াছিলে(৩৯), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

২০। যে সকল উপায় দ্বারা হব্যদাতাকে সুখ প্রদান কর, যে সকল উপায় দ্বারা ভুজ্যু(৪০) ও অধ্রিগুকে(৪১) রক্ষা করিয়াছ, যে সকল উপায়

---

(৩৪) একজন রাজর্ষি। সায়ণ।

(৩৫) শর্য্যাত সম্বন্ধে ৫১ সূক্তের ১২ ঋকের টীকা দেখ। "শর্য্যাতং মানবং ইন্দ্রেণ সহসম্পার্দ্ধমানং।" সায়ণ। বিষ্ণু পুরাণে শর্য্যাতি বৈবস্বত মনুর চতুর্থ সন্তান।

(৩৬) পণিদ্বারা অপহৃত গাভী ইন্দ্র উদ্ধার করিয়াছিলেন, ৬ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখ। কিন্তু ঋগ্বেদে অনেক স্থানে অন্যান্য দেবকেও এই কার্য্যের জন্য স্তুতি করা হইয়াছে।

(৩৭) পৃথিবীতে নিহিত যবাদি ধান্যরূপ অন্ন দিয়া মনুকে রক্ষা করিয়াছিলে। সায়ণ।

(৩৮) ১১৬ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(৩৯) ৪৭ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখ। সায়ণ লিখিয়াছেন সুদাস পিজবনের পুত্র একজন রাজা; পৌরাণিক সুদাস পিজবনের পুত্র নহেন।

(৪০) ১১৬ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ।

(৪১) অধ্রিগু ও চাপ এই দুই জন দেবগণের শমিতা। সায়ণ।

দ্বারা শতক্রতু ক(৪২) সুখকর ও পুষ্টিকর (অন্ন দান করিয়াছ), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

২১। যে সকল উপায় দ্বারা কৃশানুকে যুদ্ধে রক্ষা করিয়াছিলে(৪৩), যে সকল উপায় দ্বারা যুবা (পুরুকুৎসের)(৪৪) অশ্বকে বেগ প্রদান করিয়াছিলে, যে সকল উপায় দ্বারা মধুমক্ষিকাদিগকে প্রিয় মধু দিয়াছ, হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

২২। যে সকল উপায় দ্বারা গোলাভের জন্য যুদ্ধকালে মনুষ্যকে রক্ষা কর, ও ক্ষেত্র ও তনয়(৪৫) লাভে সহায়তা কর, যে সকল উপায় দ্বারা তাহার রথ ও অশ্ব সমূহ রক্ষা কর, হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত! আইস।

২৩। হে শতক্রতু অশ্বিদ্বয়! যে সকল উপায় দ্বারা অর্জ্জুনের পুত্র কুৎসকে(৪৬), তুর্বীতিকে(৪৭) ও দভীতিকে(৪৮) রক্ষা করিয়াছ, যে সকল উপায় দ্বারা ধ্বসন্তি(৪৯) ও পুরুষন্তিকে(৫০) রক্ষা করিয়াছ, হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

---

(৪২) এক জন ঋষি। সায়ণ।

(৪৩) কৃশানু সোমপালদিগের মধ্যে একজন সোমপাল। সায়ণ।

(৪৪) এই সূক্তের ১৪ ঋকের টীকা দেখ। পুরাণে মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎস নর্ম্মদা নদীকে বিবাহ করেন। এই ঋকে "পুরুকুৎস" শব্দটী নাই, কেবল "যুনঃ" বিশেষণ আছে। সায়ণ। বিশেষ্যটী ব্যাখ্যায় দিয়াছেন।

(৪৫) মূলে "ক্ষেত্রস্য" এবং "তনয়স্য" আছে। সায়ণ। ক্ষেত্র অর্থে গৃহ এবং তনয় অর্থে ধন করিয়াছেন।

(৪৬) কুৎস সম্বন্ধে ৩৩ সূক্তের ১৪ ঋকের টীকা দেখ। অর্জ্জুন ইন্দ্রের একটী নাম। সায়ণ।

(৪৭) তুর্বীতি সম্বন্ধে ৬১ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

(৪৮) দভীতি সম্বন্ধে সায়ণের টীকায় কোনও বিবরণ নাই।

(৪৯) ইহার সম্বন্ধে সায়ণের টীকায় কোনও বিবরণ নাই।

(৫০) পুরুষন্তি একজন ঋষি। সায়ণের টীকায় অন্য কোনও বিবরণ নাই।

২৪। হে অশ্বিদ্বয়! আমাদিগের বাক্য বিহিত কর্মসংযুক্ত কর, হে অভীষ্টবর্ষী দস্রদ্বয়! আমাদিগের বুদ্ধি জ্ঞান সমর্থ কর। আমরা আলোকশূন্য রাত্রির (শেষ প্রহরে) তোমাদিগকে রক্ষণার্থ আহ্বান করি, আমাদিগের অন্নলাভে বৃদ্ধি সাধন করিয়া দাও।

২৫। হে অশ্বিদ্বয়! দিবসে ও রাত্রিতে আমাদিগকে বিনাশ রহিত-সৌভাগ্যদ্বারা রক্ষা কর, মিত্র, বরুণ অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ আমাদের এই (প্রার্থনা) পূজিত করুন।

অষ্টম অধ্যায় ।

১১৩ সূক্ত ।

ঊষা দেবতা । অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি ।

১। জ্যোতি সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই জ্যোতি (ঊষা) আসিয়াছেন; তাঁহার বিচিত্র ও (জগৎ) প্রকাশক (রশ্মি) ব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে। যে রূপ রাত্রি সবিতার প্রসূত, সেই রূপ রাত্রি ও ঊষার উৎপত্তির জন্য স্থান কল্পনা করিয়াছে (১)।

...ণ করেন

২। দীপ্তিমতী শ্বেতা ও দেবগণের আকা... (ঊষা) আসিয়াছেন; ...। (রাত্রি) কৃষ্ণরূপে অদ্য এই স্থানে আ... রাত্রি ও ঊষা উভয়ই ...(সূর্য্যের) বন্ধু এবং উভ... ...র্ব্ব কালে নিত্য ম অ... আগমন করেন, এবং ...ক অন্যের বর্ণ বিনা... ...কারবিমুক্ত কা... ...(রা) দীপ্তিমান্ হইয়া ...চরণ করেন।

৩। এই ভগ্নীদ্বয়ের (রাত্রি এবং ঊষার) এ... অনন্ত সঞ্চরণ মার্গ দীপ্তিমান্ (সূর্য্য কর্তৃক) আদিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা একের পর অন্যে সেই পথ বিচরণ করেন। সকল বস্তুর উৎপাদনকারী রাত্রি ও ঊষা ভিন্ন২ রূপ ধারণ করিলেও সমান মনঃ সম্পন্না; তাঁহারা পরস্পরকে বাধা দেন না, এবং কথনও স্থির হইয়া অবস্থিতি করেন না।

---

(১) সূর্য্যের অস্তগমনের পর রাত্রি আইসে, এই জন্য রাত্রি সূর্য্যের সন্তান, আবার রাত্রির পর ঊষা আইসে এই জন্য ঊষা রাত্রির সন্তান। ঋকের শেষ ভাগটি মূলে এই "সবায় এবা রাত্রি উষসে যোনিমারৈক্।" "রাত্রিরপি উষসে সবায় উষসঃ উৎপত্তয়ে তদর্থং যোনিং স্থানং স্বকীয়াপরভাগলক্ষণং আরৈক্ আরেচিতবতী কল্পিতবতী।" সায়ণ।

(২) মূলে "রুশদ্বৎসা" আছে; "রুশন্ দীপ্তঃ সূর্য্যো বৎসো যস্যাঃ।" সায়ণ। ঊষার পর সূর্য্য আইসে এই জন্য সূর্য্য ঊষার সন্তান।

৪। আমরা প্রভাসম্পন্না সুনৃতবাক্যের নেত্রী(৩) বিচিত্রা ঊষাকে জানি, তিনি আমাদিগের দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। তিনি সর্ব্বজগৎ আলোকপূর্ণ করিয়া আমাদিগের ধন প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তিনি সমস্ত ভুবনসমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন(৪)।

৫। যে সকল লোক বক্র হইয়া শুইয়াছিল, ঊষা তাহার মধ্যে কাহাকেও ভোগের জন্য কাহাকেও যজ্ঞের জন্য এবং কাহাকেও ধনের জন্য, সকলকেই নিজ নিজ কর্ম্মের জন্য জাগরিত করিয়াছেন। যাহারা অল্প দেখিতে পায় ঊষা তাহাদিগের বিশেষরূপ দৃষ্টির জন্য (অন্ধকার দূর করেন)। বিস্তীর্ণ ঊষা সমস্ত ভুবনসমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

৬। ঊষা কাহাকেও [illegible]নের জন্য, কাহাকেও অন্নের জন্য, কাহাকেও মহাযজ্ঞের জন্য, কাহাকে[illegible] [illegible]র্থের জন্য (জাগরিত করেন); তিনি ভিন্ন২ জীবনোপা[illegible] [illegible]র জন্য সমস্ত ভুবনসমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন[illegible]

৭। ঐ নিত্য [illegible] আকাশদুহিতা অন্ধকার দূর করতঃ (মনুষ্যের) [illegible] [illegible]ন। তিনি পার্থিব সমস্ত ধনের ঈশ্বরী। [illegible]গ! তুমি অদ্য এই স্থানে অন্ধকার দূর কর।

৮। অতীত [illegible]গণ যে অন্তরীক্ষ পথ দিয়া গিয়াছেন সেই পথে ঊষা অনুগমন করিতেছেন, ভবিষ্যতে অনন্ত ঊষাগণ সেই পথ অনুধাবন করিবেন(৫)। ঊষা অন্ধকার দূর করিয়া জীবগণকে জাগরিত করিয়া মৃতবৎ সংজ্ঞাশূন্য লোককে চৈতন্য দান করেন।

---

(৩) ঊষার প্রাদুর্ভাব হইলে পশু পক্ষী মৃগাদি শব্দ করে এইজন্য তিনি সুনৃতবাক্যের নেত্রী। সায়ণ।

(৪) মূলে "অজীগঃ" আছে। "উদ্গিরতি স্বমুখাৎ নির্গময়তি। স্বকীয়েন প্রকাশেন তমো নিঃসার্য্য পুনরুৎপন্নানীব করোতি ইত্যর্থঃ।" সায়ণ।

(৫) মূলে "আয়তীনাং প্রথমা শশ্বতীনাং" আছে। "আয়তীনাং আগচ্ছন্তীনাং শশ্বতীনাং বহ্বীনাং ঊষসাং প্রথমা আদ্যা ভবতি। এষা যথা বর্ত্ততে এবমেব আগামিন্যোঽপি ঊষসঃ।" সায়ণ।

৯। হে উষা! যেহেতু তুমি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছ(৬), সূর্য্যের আলোক দ্বারা অন্ধকার দূর করিয়াছ, ও যজ্ঞরত মনুষ্যদিগকে অন্ধকার মুক্ত করিয়া দিয়াছ, অতএব তুমি দেবগণের উপকারজনক কর্ম্ম করিয়াছ।

১০। কত কাল হইতে উষা উৎপন্ন হইতেছেন, কত কাল পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইবেন? বর্ত্তমান উষা পূর্ব্ব উষাকে সাগ্রহে অনুকরণ করিতেছেন, আবার আগামী(৭) উষাসমূহ এই দীপ্তিমান্ উষাকে অনুকরণ করিবে।

১১। যে মনুষ্যেরা অতি পূর্ব্বকালের উষাকে আলোক প্রকাশ করিতে দেখিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে গত হইয়াছেন; আমরা এক্ষণে উষাকে দর্শন করিতেছি, ভবিষ্যতে যাঁহারা উষাকে দর্শন করিবেন তাঁহারা আসিতেছেন।

১২। তিনি বিদ্বেষীদিগকে দূর করেন(৮), যজ্ঞ পালন করেন, যজ্ঞার্থ প্রাদুর্ভূত হয়েন, তিনি সুখ প্রদান করেন এবং সুনৃত শব্দ প্রেরণ করেন(৯)। উষা কল্যাণবতী ও দেবগণের আকাঙ্ক্ষিত যজ্ঞ ধারণ করেন। হে উষা! তুমি উৎকৃষ্টরূপে অদ্য এই স্থানে আলোক প্রকাশ কর।

১৩। উষা দেবী পূর্ব্ব কালে নিত্য [illegible] হইতেন, ধনবতী উষা এখনও এই (জগৎ) অন্ধকারবিমুক্ত করিতেছেন, সেইরূপ তিনি ভবিষ্যতে ও দিনে২ উদয় হইবেন, কেননা তিনি অজরা ও অমরা হইয়া স্বকীয় তেজে বিচরণ করেন।

১৪। উষা আকাশের বিস্তীর্ণ দিক সকল আলোকপূর্ণ তেজদ্বারা দীপ্তিমান্ করিতেছেন, উষাদেবী (রাত্রিকৃত) কৃষ্ণরূপ দূর করিয়াছেন। (সুপ্ত প্রাণীদিগকে) জাগরিত করিয়া উষা অরুণ অশ্ব(১০) যুক্ত রথে আগমন করিতেছেন।

---

(৬) উষা কালেই হোমার্থ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। সায়ণ।

(৭) মূলে শেষ অংশটুকু এইরূপ আছে "জোষমন্যাভিরেতি।" অর্থাৎ "উষা অন্যাভিঃ আগামিনীভিঃ উষোভিঃ জোষং সহ এতি। গচ্ছতে। আগামিন্যোঽপি এতদীয়ং প্রকাশং অনুকুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ।" সায়ণ।

(৮) উষা হইলে রাক্ষসাদি পলায়ন করে কেননা তাহারা নিশাচর। সায়ণ।

(৯) উষা পশু পক্ষি মৃগাদিকে শব্দ করান। সায়ণ।

(১০) মূলে "অশ্বৈঃ" আছে, "কিরণৈঃ তুরগৈর্ব্বা।" সায়ণ।

১৫। তিনি পোষণ সমর্থ বরণীয় ধন আনয়ন করিয়া এবং (সকলকে) চৈতন্য দান করিয়া বিচিত্র রশ্মি প্রকাশ করিতেছেন। তিনি পূর্ব্বগত অনেক উষার উপমাস্বরূপ এবং (আগামী) প্রভাযুক্ত উষাসমূহের প্রারম্ভ-স্বরূপ। তিনি রশ্মি বিকাশ করিতেছেন।

১৬। (হে মনুষ্যগণ)! উঠ, আমাদিগের (শরীর) পরিচালক জীবন আসিয়াছে অন্ধকার গিয়াছে, আলোক আসিয়াছে। (উষা) সূর্য্যের গমনের জন্য পথ করিয়া দিয়াছেন; যেখানে অন্ন(১১) দান করিয়া বর্দ্ধন করিতেছে তথায় যাইব।

১৭। স্তুতিবাহক স্তোতা প্রভাযুক্ত উষাকে স্তব করিয়া সুগ্রথিত বাক্য সমূহ(১২) উচ্চারণ করিতেছে। হে ধনবতী উষা! অদ্য সেই স্তোতার অন্ধকার বিনাশ কর এবং তাহাকে সন্ততিযুক্ত অর্থ দান কর।

১৮। যে গাভীসম্পন্ন ও সকল বীরযুক্ত উষা সমূহ বায়ুর ন্যায় (শীঘ্র) সুনৃত স্তুতি শেষ হইলে হব্যদাতা মনুষ্যের অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই অশ্বদাতা উষাগণ সোমাভিষবকারীর প্রতি প্রসন্ন হউন।

১৯। হে উষা! তুমি দেবগণের মাতা(১৩), অদিতির প্রতি স্পর্দ্ধিনী, তুমি যজ্ঞ প্রকাশ কর, বিস্তীর্ণ হইয়া কিরণ দান কর। আমাদিগের স্তোত্র প্রশংসা করিয়া আমাদিগের উপর উদয় হও; হে সকলের বরণীয়ে! আমাদিগকে জনপদে প্রাদুর্ভূত কর।

২০। উষাগণ যে কিছু বিচিত্র গ্রহণযোগ্য ধন আনয়ন করেন তাহা যজ্ঞসম্পাদক স্তোতার কল্যাণস্বরূপ। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের এই (প্রার্থনা) পূজিত করুন।

---

(১১) মূলে "আয়ুঃ" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ "অন্নং" করিয়াছেন।

(১২) মূলে কেবল "বাচঃ" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ বেদ রূপ বাক্য করিয়াছেন।

(১৩) উষাকালে সকল দেবগণ স্তুতি দ্বারা জাগরিত হয়েন অতএব উষাকে তাঁহাদের জননী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব তিনি দেবগণের মাতা অদিতির প্রতিস্পর্দ্ধিনী। সায়ণ।

১১৪ সূক্ত।

রুদ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। বৃহৎ কপর্দ্দী(১) বীরক্ষয়ী রুদ্রকে আমরা এই মননীয় (স্তুতি-সমূহ) অর্পণ করিতেছি, যেন দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণ সুস্থ থাকে, যেন আমাদের এই গ্রামে সকলে পুষ্ট ও রোগ শূন্য হইয়া থাকে।

২। হে রুদ্র! তুমি সুখী হও, আমাদিগকে সুখী কর; তুমি বীরদিগের ক্ষয়কারী, আমরা নমস্কারের সহিত তোমার পরিচর্য্যা করি। পিতা মনু যে রোগসমূহ হইতে উপশম ও ভয়সমূহ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, হে রুদ্র! তোমার উপদেশ হইতে যেন আমরা তাহা পাই।

৩। হে অভীষ্টদাতা রুদ্র! তুমি বী[illegible]র ক্ষয়কারী(২)। আমরা দেব যজ্ঞ দ্বারা যেন তোমার অনুগ্রহ প্রা[illegible] তুমি আমাদের সন্তানদিগের সুখ কামনা করিয়া তাহাদিগের নি[illegible] আইস; আমরা ও সন্তান(৩) গণের কুশল দেখিয়া তোমাকে হব্য দা[illegible]রিব।

৪। আমরা রক্ষার জন্য দীপ্তিমান্ ও যজ্ঞসাধক ও কুটিলগতি ও মেধাবী(৪) রুদ্রকে আহ্বান করি, তিনি আমাদিগের নিকট হইতে তাঁহার ক্রোধ দূরে প্রেরণ করুন, আমরা তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।

---

(১) রুদ্র শব্দের আদিম অর্থ বজ্র অথবা অগ্নির রূপ বিশেষ, ৪৩ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ। কপর্দ্দী অর্থ "জটিল" অথবা জটাধারী। সায়ণ। অগ্নির জটা কি? কৃষ্ণধূম পুঞ্জই অগ্নির জটা এইরূপ অনুমিত হয়।

(২) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋকে রুদ্রের "ক্ষয়দ্বীর" এই বিশেষণ আছে। সায়ণ ঐ বিশেষণের দুই অর্থ দিয়াছেন, যথা "ক্ষয়িত দুর্ব্বীরং, প্রাপ্তৈশ্বর্য্যো-র্মরুদ্ভির্বা যুক্তং।" প্রথম অর্থটীই আমরা গ্রহণ করিয়াছি।

(৩) মূলে বীর শব্দ আছে। "বীর্য্যাৎ জায়ন্তে ইতি বীরাঃ প্রজাঃ।" সায়ণ।

(৪) এখানে রুদ্র অগ্নিরই রূপবিশেষ তাহা এই বিশেষণগুলি দ্বারা স্পষ্ট সূচিত হইতেছে।

৫। সেই উৎকৃষ্ট স্বর্গীয় বরাহকে(৫) সেই অরুণবর্ণ, কপর্দ্দী দীপ্তিমান্ ও উজ্জ্বলরূপধারিকে আমরা নমস্কার দ্বারা আহ্বান করি। তিনি হস্তে বরণীয় ভৈষজ ধারণ করিয়া আমাদিগকে সুখ ও বর্ম্ম ও গৃহ প্রদান করুন।

৬। মধু হইতে ও অধিক মধুর এই স্তুতি বাক্য মরুৎগণের পিতা রুদ্রের উদ্দেশে উচ্চারিত হইতেছে, ইহাতে (স্তোতার) বৃদ্ধি সাধন হয়। হে মরণরহিত রুদ্র! মনুষ্যদিগের ভোজনরূপ অন্ন আমাদিগকে প্রদানকর, এবং আমাকে, আমার পুত্রকে ও (তাহার) তনয়কে সুখ দান কর।

৭। হে রুদ্র! আমাদিগের মধ্যে বৃদ্ধকে বধ করিও না, বালককে বধ করিও না, সন্তান জনয়িতাকে বধ করিও না গর্ভস্থ সন্তানকে বধ করিও না(৬); আমাদিগের পিতাকে বধ করিও না, মাতাকে বধ করিও না, আমাদিগের প্রিয় শরীরে আঘাত করিও না।

৮। হে রুদ্র! আমাদিগের পুত্রকে হিংসা করিও না, তাহার পুত্রকে হিংসা করিও না, আমাদিগের অন্য মনুষ্যকে হিংসা করিও না, আমাদিগের গো ও অশ্ব হিংসা করিও না। হে রুদ্র! ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের বীরদিগকে হিংসা করিও না, কেননা আমরা হব্য লইয়া সর্ব্বদাই তোমাকে আহ্বান করি।

৯। পশু পালক যেরূপ (সায়ংকালে পশুস্বামীদিগকে তাহাদের পশু ফিরাইয়া দেয়), হে রুদ্র! আমি সেইরূপ তোমার স্তোত্র তোমাকে অর্পণ করিতেছি। হে মারুৎগণের পিতা! আমাদিগকে সুখ দান কর,

(৫) মূলে "বরাহং" আছে। "বরাহারং উৎকৃষ্ট ভোজনং যদ্বা বরাহবৎ দৃঢ়াঙ্গং।" সায়ণ। "Sanglier celeste."—*Langlois.* "Who has excellent food."—*Wilson.* "Boar of the Sky."—*Max Muller.*

(৬) মূলে "মা ন উক্ষন্তং মা ন উক্ষিতং" আছে। "উক্ষন্তং সেক্তারং মধ্যবয়স্কং যুবানং মা বধীঃ। উত অপিচ নোহস্মাকং উক্ষিতং গর্ভরূপেণ নিষিক্তং শিশুং অপাকং মা বধীঃ।" সায়ণ। উক্ষ্ ধাতু সেচনে, তাহা হইতে উক্ষন্ (বৃষ) উৎপন্ন হইয়াছে। বৃষ ধাতু ও বর্ষণে, তাহা হইতে বৃষ শব্দ।

তোমার অনুগ্রহ অতিশয় সুখকর এবং কল্যাণকর, আমরা তোমার রক্ষণ প্রার্থনা করি।

১০। হে বীরগণের ক্ষয়কারক! তোমার কৃত গোহত্যা ও মনুষ্য হত্যা দূরে থাকুক, আমরা যেন তোমার দত্ত সুখ পাই। আমাদিগকে সুখী কর, হে দীপ্তিমান্ রুদ্র! আমাদের পক্ষ হইয়া কহিও, তুমি উভয় পৃথিবীর স্বামী(৭), আমাদিকে সুখ দাও।

১১। আমরা রক্ষণ বাঞ্ছা করিয়া কহিয়াছি, সেই রুদ্রকে নমস্কার। রুদ্র মরুৎগণের সহিত আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করুন। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ আমাদের (এই প্রার্থনা) পূজিত করুন।

---

১১৫ সূক্ত।

সূর্য্য দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। বিচিত্র তেজঃপুঞ্জ রূপ, মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষু স্বরূপ (সূর্য্য) উদয় হইয়াছেন; দ্যাবা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ স্বীয় কিরণে পরিপূর্ণ করিয়াছেন; সূর্য্য জঙ্গম ও স্থাবর সকলের আত্মাস্বরূপ।

২। মনুষ্য যেরূপ নারীর পশ্চাৎ গমন করে, সূর্য্য সেইরূপ দীপ্তমান্ ঊষার পশ্চাতে আসিতেছেন(১); এই সময়ে দেবতাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যগণ বহুযুগ প্রচলিত (যজ্ঞকর্ম্ম)(২) বিস্তার করেন, সুফলার্থ কল্যাণ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন।

---

(৭) মূলে "দ্বিবর্হাঃ" আছে। "দ্বয়োঃ স্থানয়োঃ পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষেচ, পরিবৃঢঃ।" সায়ণ।

---

(১) ৩০ সূক্তের ২২ ঋকের টীকায় গ্রীকদিগের শাস্ত্রের Apollo ও Daphne সম্বন্ধে গল্প দেখ।

(২) মূলে "যুগানি" আছে। "যুগশব্দ কাল বাচি। তেনচ তত্র কর্ত্তব্যানি কর্ম্মাণি লক্ষ্যন্তে।" সায়ণ।

৩। সূর্য্যের কল্যাণরূপ হরিৎ নামক বিচিত্র অশ্বগণ এই পথ দিয়া গমন করে, তাহারা সকলের স্তুতি ভাজন; আমরা সেই অশ্বদিগকে অর্চনা করিতেছি; তাহারা আকাশ পৃষ্ঠে উঠিয়াছে, এবং একবারেই দ্যাবা পৃথিবী ব্যাপ্ত(৩) করিতেছে।

৪। সূর্য্যের এরূপ দেবত্ব, এরূপ মাহাত্ম্য যে মনুষ্যদিগের কর্ম্ম অসমাপ্ত থাকিতেই তিনি তাঁহার বিস্তীর্ণ রশ্মিজাল সম্বরণ করেন। যখন তিনি রথ হইতে হরিৎ নামক অশ্বগণ বিযুক্ত করেন তখন রাত্রি সর্ব্বলোকে অন্ধকাররূপ আবরণ বিস্তার করেন।

৫। মিত্র ও বরুণের(৪) দর্শনার্থ আকাশের মধ্যভাগে সূর্য্য স্বীয় জ্যোতির্ম্ময়রূপ প্রকাশ করিতেছেন; তাঁহার হরিৎ নামক অশ্বগণ(৫) একদিকে তাঁহার অনন্ত দী[illegible] বল ধারণ করে, অন্য দিকে কৃষ্ণবর্ণ (অন্ধকার) নিষ্পাদন করে।

৬। হে দেবগণ[illegible] অদ্য সূর্য্যের উদয়ে আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত কর। মিত্র, ব[illegible] অদিতি, সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ আমাদের এই (প্রার্থনা) পূজিত কর[illegible]

---

(৩) অর্থাৎ কিরণ [illegible]দিকে বিকীর্ণ হইতেছে।

(৪) অর্থাৎ সমস্ত জগতের দর্শনার্থ। সায়ণ।

(৫) অর্থাৎ তাঁহার কিরণসমূহ বর্ত্তমান থাকিয়া দিবার আলোক করে, অবর্ত্তমান থাকিয়া রাত্রির অন্ধকার করে। এই সূক্তের সকল স্থানেই "হরিৎ" (অর্থাৎ সূর্য্যের অশ্ব) অর্থ সূর্য্যকিরণ তাহা অতি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। সকল স্থানে এরূপ দেখা যায় না, কেন না বেদের কবিগণও অনেক স্থানে আদি উপমাটী ভুলিয়া গিয়া "হরিৎ" অর্থ প্রকৃতই সূর্য্যের রথবাহক অশ্ব এইরূপ বর্ণনা করেন। পুরাণের কবিগণ সে উপমাটী একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, তথায় হরিৎ অর্থ সূর্য্যের অশ্ব ভিন্ন আর কিছু নহে।

(৬) মূলে "দেবাঃ" আছে, কিন্তু সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "দ্যোতমানাঃ সূর্য্য রশ্ময়ঃ।"

১১৬ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি(১)।

১। যেরূপ (যজমান যজ্ঞার্থ) কুশ (বিস্তার করে), যেরূপ বায়ু মেঘকে (নানাদিকে প্রেরণ করে) সেইরূপ আমি নাসত্যদ্বয়কে (প্রচুর) স্তোত্র প্রেরণ করিতেছি; তাঁহারা শত্রুসেনা পশ্চাৎ ফেলিয়া রথদ্বারা যুবক বিমদ রাজর্ষির স্ত্রীকে তাঁহার নিকট পঁহুছিয়া দিয়াছিলেন(২)।

২। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা বলবান্ ও শীঘ্রগতি অশ্বদ্বারা নীত ও দেবগণের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াছিলে; তোমাদের গর্দ্দভ(৩) যমের প্রিয় সহস্রযুদ্ধে জয় করিয়াছিল। দে[illegible]

৩। কোন ম্রিয়মাণ মনুষ্য যেরূপ ধ[illegible]াগ করে, সেই রূপ তুগ্র (অতিকষ্টে তাঁহার পুত্র) ভুজ্যুকে সমুদ্রে [illegible]লেন(৪) হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আপনাদিগের নৌকাসমূহ দ্বারা তাহ[illegible] করিয়া আনিয়াছিলে, [illegible] নৌকা জলে ভাসিয়া যায়(৫) তাহাতে জ[illegible]শ করে না।

৪। হে নাসত্য দ্বয়! তোমরা তিন থা[illegible]গামী শতচক্রবিশিষ্ট ষট্‌অশ্বযুক্ত রথে ভুজ্যুকে বহন করিয়াছিলে, সে [illegible] তিন দিন তিন রাত্রি ব্যাপিয়া আর্দ্র সমুদ্রের জলশূন্য পারে চলিয়াছিল [illegible]

---

(১) কক্ষীবান্ ঋষি সম্বন্ধে ১৮ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(২) বিমদনামক রাজর্ষি স্বয়ম্বরে কন্যালাভ করিলে পর অন্যান্য রাজগণ পথে তাহাকে আক্রমণ করেন। অশ্বিদ্বয় সেই সময় বিমদকে সহায়তা করেন এবং আপনাদিগের রথে করিয়া বিমদের স্ত্রীকে বিমদের সদনে পঁহুছিয়া দিলেন। সায়ণ। কিন্তু সে সময়ে কি স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল?

(৩) অশ্বিদ্বয়ের রথবাহক গর্দ্দভ। নিঘণ্টু। ১। ১৪।

(৪) তুগ্র নামে অশ্বিদিগের প্রিয় একজন রাজর্ষি ছিলেন। তিনি দ্বীপান্তরবর্ত্তী শত্রুদিগের উপদ্রবে ক্লিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে জয় করিবার জন্য আপন পুত্র ভুজ্যুকে সেনার সহিত নৌকায় প্রেরণ করেন। সমুদ্রে অনেক দূর গিয়া সে নৌকা ভাঙ্গিয়া যায়। ভুজ্যু অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিলেন, তাঁহারা ভুজ্যুকে সসৈন্যে আপনাদিগের পোতে আরোহণ করাইয়া তিন দিন তিন রাত্রিতে তাহাদিগকে তুগ্রের নিকট পঁহুছিয়া দিলেন। সায়ণ।

(৫) মূলে "অন্তরিক্ষ প্রুদ্ভিঃ" আছে। "অতি বহুত্বাদন্তরীক্ষে জলস্যোপরি-স্থাভিঃ স্বাত্মীয়াভিঃ।" সায়ণ।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অবলম্বন রহিত, ভূপ্রদেশ রহিত, গ্রহণীয় বস্তু রহিত(৬), সমুদ্রে এই কর্ম্ম করিয়াছিলে; শতদাঁড়যুক্ত(৭) নৌকায় ভুজ্যুকে রাখিয়া তাহার গৃহে আনিয়াছিলে।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! অহন্তব্য অশ্বের পতি পেদু (নামক রাজর্ষিকে) তোমরা যে শ্বেতবর্ণ অশ্ব দিয়াছিলে, সে অশ্ব তাহার নিত্য নিত্য (জয়রূপ) মঙ্গল সাধন করিয়াছিল(৮), তোমাদের সেই দান মহৎ ও কীর্ত্তনীয় হইয়াছিল; পেদুর সেই উৎকৃষ্ট অশ্ব আমাদিগের সর্ব্বদাই পূজনীয়।

৭। হে নেতৃদ্বয়! প্রজ্রকুলে(৯) জাত কক্ষীবান্ তোমাদের স্তুতি করাতে তোমারা তাহাকে প্রভূত বুদ্ধিদান করিয়াছিলে। সুরার আধার(১০) হইতে (যেরূপ [illegible] নির্গত করে, সেইরূপ তোমাদের) সেচনসমর্থ অশ্বের খুর হইতে [illegible] শত কুম্ভ সুরা সিঞ্চন করিয়াছিলে।

৮। তোমরা হিম [illegible] (অত্রির চতুর্দ্দিকস্থ) দীপ্যমান অগ্নি নিবারণ করিয়াছিলে(১১) এবং [illegible] হাকে অন্নযুক্ত বলপ্রদ খাদ্য দিয়াছিলে; হে অশ্বিদ্বয়! অত্রি [illegible] যে আলোক শূন্য পীড়াযন্ত্র গৃহে (প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল), তো[illegible] ক তাহার সমভিব্যাহারিগণের সহিত সুখে তথা হইতে উঠাইয়াছিলে।

(৬) "গ্রাহ্যং শাখাদিকমপি যত্র নাস্তি।" সায়ণ।

(৭) মূলে "অরিত্র" শব্দ আছে। "যৈঃ কাষ্ঠৈঃ পার্শ্বতো বদ্ধৈ জলালে ভূনে গতি নৌঃ শীঘ্রং গচ্ছতি তানি অরিত্রানি।" সায়ণ। "Oar."—*Wilson.*

(৮) পেদু নামক একজন অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিয়াছিল। অশ্বিদ্বয় প্রীত হইয়া তাহাকে একটী শ্বেতবর্ণ অশ্ব দিয়াছিলেন। সেই অশ্ব তাহার অনেক জয় লাভের কারণ হইয়াছিল। সায়ণ।

(৯) অর্থাৎ অঙ্গিরা কুল। সায়ণ।

(১০) মূলে "কারোতরাৎ" আছে। "কারোতর শব্দৈবমলক্ষণ বেষ্টিতো ভাজনবিশেষো যস্মিন্ সুরায়াঃ স্রাবণং ক্রিয়তে।" সায়ণ। "Cask."—*Wilson.* Filtre.—*Langlois.* Sieve.—*Muir.*

(১১) অসুরেরা অত্রি ঋষিকে শতদ্বার পীড়া যন্ত্রগৃহে প্রবেশ করাইয়া তুষের আগুন জ্বালাইয়াছিল। তখন সেই ঋষি অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিলেন, অবং অশ্বিদ্বয় জলদ্বারা সেই অগ্নি নিবাইয়া সেই পীড়াগৃহ হইতে অবিকলেন্দ্রিয় অত্রিকে বাহির করিলেন। সায়ণ।

৯। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা (গোতম ঋষির নিকটে) কূপ আনিয়াছিলে, এবং তাহার তলভাগ উচ্চ ও মুখ নীচে করিয়াছিলে(১২); এবং(১৩) সেই কূপ হইতে তৃষিত গোতমের পানার্থ এবং সহস্র ধন লাভার্থ জল নির্গত হইয়াছিল।

১০। হে নাসত্যদ্বয়! শরীরের আবরণ(১৪) (যেরূপ খুলিয়া ফেলে), তোমরা জীর্ণ চ্যবন (ঋষির) শরীর ব্যাপ্ত (জরা) সেইরূপ খুলিয়া ফেলিয়াছিলে(১৫)। হে দস্রদ্বয়! তোমরা সেই পুত্রাদিত্যক্ত ঋষির জীবন

---

(১২) একদা গোতম ঋষি যখন মরুভূমিতে ছিলেন, অশ্বিদ্বয় অন্য দেশের একটী কূপ উঠাইয়া তাহার নিকট আনিয়া দিয়াছিলেন, এ… গোতমের স্নান পানাদির সুবিধার জন্য সেই কূপের মুখ নীচে করিয়া ও তলদে… উচ্চ করিয়া ধরিয়াছিলেন। সায়ণ। ৮৫ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

(১৩) মূলে "ন" আছে, অর্থ "এবং। … শব্দঃ চার্থে।" সায়ণ। ঋগ্বেদে "ইব" অর্থাৎ "ইহার মত" এই অর্থে "ন" সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হয়। Max Muller ইহার এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া… ন। বেদের মন্ত্রে দুইটী দ্রব্যের অসদৃশতা দেখাইয়া তুলনা করা হইত। আ… বলি "পর্ব্বতের ন্যায় স্থির" বেদের মন্ত্রে বলে "স্থির, কিন্তু পর্ব্বত নহে"। আ… রা বলি "পশুর ন্যায় ভ্রমণকারী চন্দ্র সূর্য্য," বেদের মন্ত্রে বলে "চন্দ্র সূর্য্য ভ্র… রী, কিন্তু পশু নহে।" আম… বলি "নদীসমূহ মনুষ্যের ন্যায় গর্জ্জন করিতে…" বেদের মন্ত্রে বলে "নদী সমূহ গর্জ্জন করিতেছে, কিন্তু মনুষ্য নহে।"—…n and Growth of *Religion* (1882), pp. 200, 201.

(১৪) মূলে "দ্রাপিং" শব্দ আছে। ২৫ সূক্তের ১৩ ঋকের টীকা দেখ।

(১৫) বলিপলিতযুক্ত জীর্ণাঙ্গ ও পুত্রদিগের দ্বারা পরিত্যক্ত চ্যবন নামক ঋষি অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিয়াছিলেন। অশ্বিদ্বয় সেই ঋষির জরা দূর করিয়া তাঁহাকে পুনরায় যৌবন দান করিয়াছিলেন। সায়ণ। ঋগ্বেদে এই আখ্যান আবার ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণে এই গল্প আছে। মহাভারতের বনপর্ব্বে গল্প আছে যে ভৃগুর পুত্র চ্যবন নর্ম্মদাতীরে তপ করিতেছিলেন, এবং বল্মীক কীট তাঁহার শরীরের উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, কেবল তাঁহার চক্ষু দুটী দেখা যাইত। শর্য্যাতি রাজার সুকন্যা নাম্নী দুহিতা বল্মীকের মধ্যে দুইটী উজ্জ্বল পদার্থ দেখিয়া একটী কাঠি দিয়া খোঁচা দিয়াছিলেন, তাহাতে বৃদ্ধ ঋষি ক্লিষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং রাজা তাঁহার ক্রোধ অপনয়নার্থ সেই কন্যাকে ঋষির সহিত বিবাহ দিলেন। পরে অশ্বিদ্বয় সেই আশ্রমে আসিয়া এরূপ বৃদ্ধ ও জীর্ণ স্বামীর সহিত সুকন্যার বিবাহ হইয়াছে দেখিয়া ঋষিকে পুনরায় যৌবন দান করেন। Kuhn, Max Muller এবং Benfey বলেন যে বার্দ্ধক্যের পর পুনরায় যৌবন প্রাপ্তি কেবল সূর্য্যের অস্তের পর পুনরুদয় সম্বন্ধে একটী উপমা মাত্র, এবং রেভ, বন্দন, পরাবৃজ, ভুজ্যু প্রভৃতি যাহাকেও অশ্বিদ্বয় উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া গল্প আছে, সে কেবল এইরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে উপমা মাত্র। Muir এমত সমর্থন করেন না।

বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলে, এবং তৎপরে তাহাকে কন্যা শত্রুের প[া]
করিয়া দিয়াছিলে।

১১। হে নেতৃ নাসত্যদ্বয়! তোমাদের সেই ইষ্ট বরণীয় কার্য্য
আমাদের প্রশংসনীয় ও আরাধ্য, যে তোমরা জানিতে পারিয়া সেই গু[প্ত]
ধনের ন্যায় লুকায়িত বন্দন ঋষিকে (পিপাসিত পথিকদিগের) দ্রষ্ট[ব্য]
(কূপ) হইতে উঠাইয়াছিলে(১৬)।

১২। হে নেতৃদ্বয়! যেমন মেঘগর্জ্জন (আসন্ন) বৃষ্টি প্রকটিত ক[রে]
আমি ধন লাভার্থ তোমা[দে]র সেই উগ্র কর্ম্ম সেইরূপে প্রকটিত করিতে[ছি]
যে অথর্ব্বার পুত্র দধীচি (ঋষি) অশ্বমস্তক ধারণ করিয়া তোমাদিগকে এ[ই]
মধুবিদ্যা শিখাইয়াছিল(১৭)।

১৩। হে বহু লো[ক] [illegible] নাসত্যদ্বয়! তোমরা (অভিমত ফ[ল]
প্রদানের) কর্ত্তা; বুদ্ধি[মতী] [illegible] (বধ্রিমতী) পূজনীয় স্তোত্রদ্বারা তোমাদিগকে
বার২ ডাকিয়াছিল; [illegible] যেরূপ শিষ্যকের কথা শুনে, তোমরা সেইরূপ
বধ্রিমতির সেই [illegible] শুনিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়! তাহাকে হিরণ্যহস্ত
(নামক পুত্র) দি[য়াছি]লে(১৮)।

(১৬) বন্দন নামে এক জন ঋষি ছিলেন। তিনি অসুর দিগের কর্তৃক একটি কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া তথা হইতে উঠিতে না পারিয়া অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিলেন অশ্বিদ্বয় তাহাকে উঠাইয়াছিলেন। সায়ণ।

(১৭) ইন্দ্র দধীচিকে প্রবর্গ্যবিদ্যা ও মধুবিদ্যা উপদেশ দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন "যদি এই বিদ্যা অন্য কাহাকেও বল তবে তোমার শিরশ্ছেদন করিব।" অশ্বিদ্বয় দধীচের মস্তক ছেদন করিয়া তাহা অন্য স্থানে রাখিয়া তাহাকে অশ্বের মাথা পরাইয়া দিলেন। এইরূপে অশ্বিদ্বয় প্রবর্গ্য বিষয় অর্থাৎ ঋক সাম ও যজুঃ এবং মধুবিদ্যা অর্থাৎ প্রতিপাদক ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র এই বিষয় জানিতে পারিয়া তাহার সেই অশ্বের মাথা বজ্রদ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন অশ্বিদ্বয় তাহাকে পুনরায় তাহার নিজের মানুষের মাথা পরাইয়া দিলেন। সায়ণ। দধীচির পৌরাণিক আর একটী গল্প সকলেই জানেন। আত্মত্যাগী দধীচি আপনার অস্থি ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন, এবং সেই অস্থি দ্বারা বজ্র প্রস্তুত করিয়া ইন্দ্র বৃত্রকে সংহার করেন। ৮৪ সূক্তের ১৩ ঋকের টীকা দেখ।

(১৮) কোন এক রাজর্ষির বধ্রিমতী নাম্নী পুত্রী ছিল, তাহার স্বামী নপুংসক। বধ্রিমতী পুত্র লাভের জন্য অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করিয়াছিলেন, এবং অশ্বিদ্বয় সেই আহ্বান শুনিয়া আসিয়া তাহাকে হিরণ্যহস্ত নামক পুত্র প্রদান করেন। সায়ণ।

১৪। হে নেতৃ নাসত্যদ্বয়! তোমরা বৃকের মুখ হইতে [illegible] ছাড়াইয়া দিয়াছিলে(১৯)। হে বহু লোকের পালক! তোমরা [illegible] পরায়ণ মেধাবীকে (প্রকৃত জ্ঞান) দর্শন করিতে দিয়াছ।

১৫। খেলের (স্ত্রী বিশ্পলার) একটী পা, পক্ষীর একটী পাখার ন্যায় যুদ্ধে ছিন্ন হইয়াছিল(২০); হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা রাত্রি যোগে(২১) সদ্যই বিশ্পলাকে গমনের জন্য এবং (শত্রু) ন্যস্ত ধন লাভার্থে লৌহময় জঙ্ঘা পরাইয়া দিয়াছিলে।

১৬। যে ঋজ্রাশ্ব বৃকীকে শত মেষ খণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাকে তাহার পিতা দৃষ্টিহীন করিয়াছিল(২২); হে ভিষজ দস্রনাসত্যদ্বয়!

---

(১৯) সায়ণ এই ঋকের শেষার্দ্ধের অর্থ ক[illegible]হি। বর্ত্তিকা চড়াই পাখী (চটক) সদৃশ প[illegible]। অরণ্যের একটী কুক্কু[illegible] পুরাকালে তাহা ধরিয়াছিল অশ্বিদ্বয় তাহাকে ছাড়াইয়া দিয়াছিলেন [illegible]। কিন্তু যাস্ক ইহার অন্য অর্থ করেন। বারং প্রত্যাবর্ত্তন করে সে[illegible] "বর্ত্তিকা" অর্থাৎ উষা। আলোক দ্বারা জগৎকে আবরণ করে সেই "বৃক" অর্থ[illegible] সূর্য্য। সেই সূর্য্য উষার পশ্চাতে আসিয়া, অর্থাৎ উষার পর উদয় হইয়া [illegible] ধরেন। অশ্বিদ্বয় উষাকে ছাড়াইয়া দেন। Max Muller যাস্কের অর্থ [illegible]রিয়াছেন, এবং গ্রীক ধর্ম্মাখ্যানে এই গল্প ও এই বর্ত্তিকার নাম দেখাইয়া[illegible]ছেন। "The island in which they (Apollo and Artemis, *i.e.*, dawn [illegible] night,) are fabled to have been born is *Ortigia*. . . . *Ortigia*, th[illegible]h localised afterwards in different places, is the dawn or the dawn land. Ortygia is derived from *ortyx*, a quail. The quail in Sanscrit is called *Vartika*, *i.e.*, the returning bird, one of the first birds which return with the return of the spring. The same name is given in the Veda to one of the many beings delivered or revived by the Asvins, *i.e.*, by day and night; and I believe Vartika, the returning, is again one of the many names of the dawn."—*Science of Language* (1882), vol. II, p. 553.

(২০) খেল নামক এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পুরোহিত অগস্ত্য। খেলের স্ত্রী বিশ্পলা; কোন যুদ্ধে শত্রুদিগের দ্বারা সেই বিশ্পলার একটী পা ছিন্ন হইয়াছিল। অগস্ত্য অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করাতে অশ্বিদ্বয় রাত্রিতে আসিয়া বিশ্পলাকে লৌহের পা করিয়া দিলেন। সায়ণ।

(২১) মূলে "পরিতক্ম্যায়াং" আছে। "পরিতক্ম্যা রাত্রিঃ পরিত এনাং তক্তি।" যাস্ক। নিরুক্ত ১১। ২৫।

(২২) বৃষাগিরের পুত্র ঋজ্রাশ্ব নামক একজন রাজর্ষি ছিলেন। অশ্বিদ্বয়ের বাহন গর্দ্দভ তাঁহার নিকট বৃকী (নেকড়ে বাঘিনী) হইয়াছিল। ঋজ্রাশ্ব তাহাকে

চক্ষুদ্বয় দর্শনে অসমর্থ হইয়াছিল(২৩), তোমরা তাহার সেই বুদ্ধি... র দর্শন সমর্থ করিয়াছিলে।

১৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের শীঘ্রগামী অশ্ব থাকায় সূর্য্যের দুহিতা বিজিত হইয়া তোমাদের রথে আরোহণ করিলেন(২৪); সে রথ কার্ষ্মের ন্যায়(২৫) সকল দেবগণ হৃদয়ের সহিত ইহা অনুমোদন করিলেন; হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা সম্পদ প্রাপ্ত হইলে।

১৮। হে অশ্বিদ্বয়! দিবোদাস (নামক রাজর্ষি)(২৬), হব্যের অন্ন প্রদান করিয়া তোমাকে আহ্বান করিলে যখন তোমরা তাহার গৃহে গিয়াছিলে, তখন তোমাদের সেব্য রথ ধনযুক্ত অন্ন লইয়া গিয়াছিল, বৃষভ এবং গ্রাহ(২৭) সেই রথে যোগ করিয়াছিলে।

আহারার্থে ১০১ পৌরজনের [illegible] খণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন। পৌরজনের এইরূপ অপকার করাতে ঋজ্রাশ্বের পিতা তাঁহাকে নেত্রহীন করিলেন। তিনি অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিলেন, এবং তাঁহারা [illegible] অজের বাহনের জন্য ঋজ্রাশ্বের অন্ধতা হইয়াছে জানিয়া, তাঁহাকে পুনরায় [illegible] দান করিলেন। সায়ণ।

(২৩) মূলে "অনর্বাণ" শব্দ আছে। "অনর্বাণী দ্রষ্টব্যং প্রতি পিতৃশাপাৎ গমনরহিতে।" সায়ণ।

(২৪) সবিতা সূর্য্য [illegible] আপন দুহিতাকে সোম রাজাকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। [illegible] দেবই সেই সূর্য্যাকে অভিলাষ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা পরস্পর বলিলেন [illegible] আমরা আদিত্য পর্য্যন্ত দৌড়াইব। আমাদিগের মধ্যে যে জয় লাভ করিবেন, সূর্য্যা তাঁহারই হইবেন। অশ্বিদ্বয় জয় লাভ করিলেন এবং তাঁহারাই সূর্য্যাকে জয় করিয়া রথে উঠাইলেন। সায়ণ।

আমরা জানি বেদে সোম অর্থ সোমরস। তবে তাহার সহিত সূর্য্যের দুহিতার বিবাহের প্রকৃত মৌলিক অর্থ কি? ঋগ্বেদের ৯ মণ্ডলের ১ সূক্তের ৬ ঋক্ হইতে আমরা ইহা কিছু অনুভব করিতে পারি। "পুনাতিতে পরিস্রুতং সোমং সূর্য্যস্য দুহিতা।" অর্থাৎ "সূর্য্যের দুহিতা পরিস্রুত সোমকে বিশুদ্ধ করেন" সূর্য্যকিরণে সোমরস মাদকতা (Fermentation) প্রাপ্ত হয়, এই কি সূর্য্যার সোমের সহিত বিবাহের উপাখ্যানের প্রকৃত উৎপত্তি?

(২৫) মূলে "কার্ষ্মেব" আছে। "কার্ষ্ম শব্দ কাষ্ঠবাচি। যথা কাষ্ঠং আজিধাবনস্য অবধিভূতং নির্দ্দিষ্টং লক্ষ্যং আশুগামী কশ্চিৎ সর্ব্বেভ্যঃ ধাবদ্ভ্যঃ পূর্ব্বং প্রাপ্নোতি।" সায়ণ। ঘোড়দৌড়ের সময় যে নির্দ্দিষ্ট কাষ্ঠ খণ্ডের নিকট প্রথমে পঁহুছিতে পারিলে জয় হয়, সেই নির্দ্দিষ্ট কাষ্ঠ খণ্ডের নাম কার্ষ্ম।

(২৬) দিবোদাস সম্বন্ধে ৫১ সূক্তের ৬ ঋক্ ও ৫৩ সূক্তের ৮ ঋক্ দেখ।

(২৭) মূলে "শিংশুমারঃ" আছে। অর্থ "গ্রাহঃ।" সায়ণ। কিন্তু Wilson বলেন শিংশুমার অর্থ শুশুক, "the Gangetic porpoise." বৃষভ ও গ্রাহ পরস্পর বিরোধী হইলেও অশ্বিদ্বয় নিজের সামর্থ্য প্রদর্শনার্থ তাহাদিগকে একত্রে যোগ করিয়াছিলেন। সায়ণ।

১৯। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা শোভনীয় বলযুক্ত ধন এবং [illegible] হইতে অপত্য ও বীর্য্যযুক্ত অন্ন লইয়া সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া জহ্নু (২৮) (মহর্ষির) সন্তানাদির নিকট আসিয়াছিলে। তাহারা হবের অন্ন প্রদান করিয়াছিল, এবং দৈনিক সোমাভিষবের (প্রাতঃ সবনাদি) তিনটী ভাগ ধারণ করিয়াছিল।

২০। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা জরারহিত। জাহুষ (রাজা) (২৯) সকল দিকে (শত্রুদিগের দ্বারা) বেষ্টিত হইলে, তোমরা স্বকীয় সর্ব্বভেদকারী রথে রাত্রিযোগে তাহাকে সুগম্য পথ দিয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিলে এবং (শত্রু দুরারোহ) পর্ব্বত সমূহে গমন করিয়াছিলে।

২১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা বশ [illegible] (নামক ঋষিকে) একদিনে সহস্র রমণীয় ধন প্রাপ্তির জন্য রক্ষা করিয়াছ। হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! তোমরা ইন্দ্রের সহিত যুক্ত হইয়া পৃথুশ্রবার (৩০) তোমাদের দায়ী শত্রুদিগকে হত করিয়াছিলে।

২২। ঋচৎকের পুত্র শর (নামক স্তোতা) [illegible] পানের জন্য তোমরা কূপের নিম্নদেশ হইতে জল উচ্চে উঠাইয়া ছিলে। হে নাসত্য দ্বয় তোমরা স্বকীয় কার্য্য দ্বারা শ্রান্ত শয়ু (নামক ঋষির) [illegible] প্রসব শূন্য গাভিকে দুগ্ধবতী করিয়াছিলে।

২৩। হে নাসত্যদ্বয়! কৃষ্ণের পুত্র ঋজুতাপরায়ণ বিশ্বকায় নামক ঋষি তোমাদিগের রক্ষণ ইচ্ছায় স্তুতি করিলে তোমরা স্বকীয় কার্য্য দ্বারা নষ্ট পশুর ন্যায় তাহার বিষ্ণাপু নামক (৩১) বিনষ্ট পুত্রকে পুনরায় দেখিতে দিয়াছিলে।

---

(২৮) পুরাণে জহ্নু একজন চন্দ্র বংশীয় রাজা তাহা সকলেই জানেন।

(২৯) জাহুষ নামে একজন রাজা ছিলেন। সায়ণ।

(৩০) পুরাণে পৃথুশ্রবা বলিয়া একজন রাজার উল্লেখ আছে। সায়ণ বলেন পৃথুশ্রবা নামে একজন কানীন রাজা ছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে পুত্র হইলে কন্যাকালে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাহাকে কানীন পুত্র বলে।

(৩১) এ কৃষ্ণ ও তৎপুত্র বিশ্বকায় ও তাহার পুত্র বিষ্ণাপুকে, তাহার টীকায় কোন বিবরণ নাই। কেবল তাঁহারা ঋষি ছিলেন এই টুকু জানা যায়।

রেভ (রজ্জুদ্বারা) বদ্ধ হইয়া এবং (শত্রুদ্বারা) হিংসিত হইয়া রাত্রি নয় দিন জলের মধ্যে থাকিয়া জলে বিপ্লুত ও ব্যথাদ্বারা সন্তপ্ত হলে তোমরা তাহাকে, হাতা দ্বারা যেরূপ সোমরস উঠায়, সেইরূপে উঠাইয়াছিলে(৩২)।

২৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের (পূর্ব্ব কৃত) কর্ম্ম সকল বর্ণনা করিলাম; আমি যেন শোভনীয় গো ও শোভনীয় বীরযুক্ত হইয়া এ রাষ্ট্রের অধিপতি হই; এবং গৃহস্বামী যেরূপ (নিষ্কণ্টকে) গৃহে প্রবেশ করে, আমিও যেন চক্ষুতে স্পষ্ট দেখিয়া দীর্ঘ আয়ু ভোগ করিয়া বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হই।

---

১১৭ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দে[illegible]।। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের চিরন্তন হোতা তোমাদের হর্ষার্থে মধুর সোমের সহিত [illegible]াদিগের অর্চনা করিতেছে; কুশের উপর হব্য স্থাপন করা হইয়া[illegible] (ঋত্বিকদিগেরদ্বারা) স্তুতি ও প্রস্তুত হইয়াছে; হে নাসত্যদ্বয়! আ[illegible] লইয়া নিকটে আইস।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের যে মনের অপেক্ষা ও বেগবান্ ও শোভনীয় অশ্বযুক্ত রথ সমস্ত প্রজাবর্গের সম্মুখে গমন করে, এবং যে রথে তোমরা শুভকর্ম্মা লোকের গৃহে গমন কর, হে নেতৃদ্বয়! সেই রথে আমাদিগের গৃহে আইস।

৩। হে নেতৃদ্বয়! হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! তোমরা (শত্রুদিগকে) হিংসা করিয়া এবং সেই ক্লেশদায়ি দস্যুর মায়া আনুপূর্ব্বিক নিবারণ

---

(৩২) পূর্ব্ব কালে অসুরেরা রেভ ঋষিকে দড়ী দ্বারা বাঁধিয়া নয় দিন নয় রাত্রি কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তিনি দশ রাত্রি নয় দিবস অশ্বিদ্বয়কে স্তব করিয়া কূপের মধ্যে সেই রূপেই ছিলেন। দশমদিনের প্রান্তে অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে কূপ হইতে উঠাইয়াছিলেন। সায়ণ।

করিয়া পঞ্চম শ্রেণীদ্বারা পূজিত(১) অত্রি ঋষিকে পাপ দুর্দ্দশা হইতে সন্তানাদির সহিত যুক্ত করিয়াছিলে(২)।

৪। হে নেতৃদ্বয়! হে অভীষ্টবর্ষী অশ্বিদ্বয়! দুর্দ্দমনীয় (অসুর-দিগের দ্বারা জলে নিগূঢ় রেভ ঋষিকে তোমরা (উঠাইয়া) পীড়িত অশ্বের ন্যায় তাহার বিনষ্ট অবয়ব তোমাদের ভৈষজ কর্ম্মদ্বারা শোধন করিয়াছিলে(৩); তোমাদের পূর্ব্বের কর্ম্ম সমূহ জীর্ণ হয় নাই।

৫। হে দস্র অশ্বিদ্বয়! পৃথিবীর উপরে (সুপ্ত মনুষ্যের) ন্যায়(৪), অন্ধকারের ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত সূর্য্যের শোভনীয় দীপ্তিমান্ আভরণের ন্যায়, দর্শনীয় সেই কূপে প্রক্ষিপ্ত বন্দন [illegible]কে তোমরাই উঠাইয়া-ছিলে।

৬। হে নেতৃ নাসত্যদ্বয়! প্রজ্র কুলে[illegible] কক্ষীবান্ (অর্থাৎ আমি) অভীষ্ট দ্রব্যের প্রাপ্তির জন্য তোমাদের সেই [illegible] ঘোষণা করিব, যে হেতু তোমরা শীঘ্রগামী অশ্বের খুর হইতে নির্গত ম[illegible] (সুরা) দ্বারা লোকের শত কুম্ভ পূরণ করিয়া দিয়াছিলে(৫)।

---

(১) মূলে "পাঞ্চজন্যং" আছে। "নিষাদ প[illegible]ত্বারঃ বর্ণা পঞ্চজনাঃ তেষু ভবং। স্বর্ভানুনা গৃহীতমমুং সূর্য্যং মোচয়[illegible] সর্ব্বেষাং হিতাচরণাৎ তত্রভব ইত্যুচ্যতে।" সায়ণ। চারি বর্ণ সম্বন্ধে ৭ সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখ।

(২) অত্রি সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ৮ ঋকের টীকা দেখ। মূলে "গণেন" শব্দ আছে তাহার অর্থ "ইন্দ্রিয় বর্গেণ পুত্র পৌত্রাদি গণেন বা।" সায়ণ।

(৩) রেভ ঋষি সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ২৪ ঋকের টীকা দেখ।

(৪) মূলে "সুষুপ্বাংসং নির্ঋতে রুপস্থে" আছে। সায়ণ "নির্ঋতি" অর্থ এখানে পৃথিবী করিয়াছেন। "নির্ঋতেঃ পৃথিব্যা উপস্থে উৎসঙ্গে সুষুপ্বাংসং সুপ্ত-বন্তং পুরুষং ইব।" সায়ণ। কিন্তু নির্ঋতির সাধারণ অর্থ পাপ, ২৪ সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখ। "পৃথিবীর উপর সুষুপ্ত মনুষ্যের ন্যায়" এ উপমা টা তত ভাল বোধ হয় না। বেদার্থযত্ন নির্ঋতি অর্থে মৃত্যু করিয়া এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন "Like a man lying asleep on the lap of death; like the sun dwelling in the midst of darkness; like brilliant gold buried under the earth,—you raised Vandana, O mighty Asvins, and made him shine. বন্দন ঋষি সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

(৫) ১১৬ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ।

৭। হে নেতৃদ্বয়! কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বকায় তোমাদিগকে স্তব করিলে তোমরা তাহাকে (তাহার বিনষ্ট পুত্র) বিষ্ণাপু আনিয়া দিয়াছিলে(৬)। হে অশ্বিদ্বয়! গৃহে পিতৃ সমীপে নিবসা জরাগ্রস্তা ঘোষাকে তোমরা পতি প্রদান করিয়াছিল(৭)।

৮। হে অশ্বীদ্বয়! তোমরা শ্যাবকে(৮) দীপ্তিমতী স্ত্রী দিয়াছিলে; কণ্ব দৃষ্টি না থাকাতে চলিতে পারিতেন না, তোমরা তাঁহাকে চক্ষু দিয়াছিলে(৯) হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! তোমাদের সেই কার্য্য প্রশংসনীয় যে তোমরা নৃষদ পুত্রকে শ্রবণেন্দ্রিয় দান করিয়াছিলে(১০)।

৯। হে বহুরূপধারী অশ্বিদ্বয়! তোমরা পেদুকে শীঘ্রগামী অশ্ব দিয়াছিলে; সে অশ্ব সহস্র [illegible]দান করিত, বলবান্, (শত্রুদ্বারা) অপ্রতিহত, শত্রুদিগের হন্তা, স্তুতি ভা[illegible] (বিপদে) ত্রাণকারী(১১)।

১০। হে দানশীল [illegible]দ্বয়! তোমাদের এই বীর কীর্ত্তিগুলি সকলের জানা উচিত। তোমরা [illegible] বা পৃথিবী রূপে বর্ত্তমান, তোমাদের আহ্লাদ কর ঘোষণীয় মন্ত্র (নিষ্প[illegible] হইয়াছে)। হে অশ্বিদ্বয়! যখন পজ্র কুলের যজমানেরা তোমাকে [illegible]আহ্বান করে তখন অন্ন লইয়া আইস, এবং বিদ্বান্‌কে (অর্থাৎ [illegible]) বল দাও।

---

(৬) কৃষ্ণ সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ২৩ ঋকের টীকা দেখ।

(৭) ঘোষা নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী কক্ষীবানের দুহিতা ছিলেন। তিনি কুষ্টরোগগ্রস্তা হওয়াতে, তাঁহাকে কাহারও সহিত বিবাহ না দিয়া পিতৃগৃহেই বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত রাখা হইয়াছিল। পরে অশ্বিদ্বয়ের অনুগ্রহে তিনি কুষ্ঠরোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া পতি লাভ করিয়াছিলেন। সায়ণ।

(৮) "শ্যাবায় কুষ্ঠরোগেণ শ্যাববর্ণায় ঋষয়ে।" সায়ণ। অশ্বিদ্বয় তাহার কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করিয়া দেন সুতরাং তাহার বিবাহ হইল।

(৯) কণ্ব ঋষির অন্ধতা সম্বন্ধে ১১৮ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ।

(১০) নৃষদপুত্র একজন বধির ঋষি ছিলেন। তাঁহার আর কোনও বিবরণ টীকায় নাই, সায়ণ এই ঋকের আর এক প্রকার অর্থ দিয়াছেন—

হে অভীষ্টবর্ষী অশ্বিদ্বয়! তোমাদের কর্ম্ম নিশ্চই প্রশংসনীয়, যে হেতু নৃষদপুত্র কণ্বের জন্য তোমরা বীণার মহাশব্দ করিয়াছ। কণ্বের অন্ধতা সম্বন্ধে ১১৮ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ।

(১১) পেদু সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখ।

১১। হে পোষণকারী নাসত্যদ্বয়! তোমরা (কুম্ভ) পুত্র (অগস্ত্য) দ্বারা স্তোত্রে স্তুত হইয়া(১২) মেধাবী ভরদ্বাজ ঋষিকে(১৩) অন্নদান করিয়া, অগস্ত্যের দ্বারা যজ্ঞে বর্দ্ধিত হইয়া, বিশ্‌পলাকে আরোগ্য দান করিয়াছিলে(১৪)।

১২। হে আকাশের পুত্রদ্বয়! অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! কাব্যের স্তুতি শুনিবার জন্য তাহার গৃহাভিমুখে কোথায় যাইতেছ? হিরণ্যপূর্ণ কলসের ন্যায় (কূপে) নিখাত (রেভকে) তোমরা দশম দিনে উঠাইয়াছিলে(১৫)।

১৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা (ভৈষজ্যরূপ) কার্য্যদ্বারা বৃদ্ধ চ্যবনকে পুনরায় যুবা করিয়াছিলে(১৬); হে নাসত্যদ্বয়! সূর্য্যের দুহিতা কান্তির সহিত তোমাদিগের রথে আরোহণ করিয়াছিলেন(১৭)।

১৪। হে দুঃখহারী দ্বয়! তুগ্র তো[illegible]কে পূর্ব্বের স্তোত্র দ্বারা যেরূপ স্তুতি করিত, পরে পুন[illegible]নীয় ধন দ[illegible] সেইরূপ অর্চনা করিত, কারণ তোমরা তাহার পুত্র ভুজ্যু[illegible] অশ্বিদ্বয়! তো[illegible]হইতে গমনশীল নৌকা ও শীঘ্রগতি অশ্বদ্বারা আনিয়া দিয়া[illegible]নশীল অশ্বি[illegible] [illegible]ছিলে।

১৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা তু[illegible] [illegible]নিলে পর সে বিনা-ব্যথায় ও বিনা আয়াসে সমুদ্র পার হইয়া প[illegible] [illegible]কে আহ্বান করিয়াছিল; হে মনোবেগ সম্পন্ন অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! তো[illegible] উৎকৃষ্ট (অশ্ব) যুক্ত রথে তাহাকে নিরাপদে আনিয়াছিলে।

---

(১২) মূলে "সূনোর্মানেন গৃণানা" আছে। "কুম্ভাৎ প্রসূতস্য অগস্ত্যস্য * * * মানেন তৎস্য পরিচ্ছেদকেন স্তোত্রেণ গৃণানা স্তূয়মানৌ।" সায়ণ কিন্তু বেদার্থযত্ন বলেন, অগস্ত্যের পিতার নাম মান, অতএব "সূনোর্মানেন" অর্থ মানের পুত্র অগস্ত্যদ্বারা এইরূপ করিয়াছেন।

(১৩) মূলে কেবল "বিপ্রায়" আছে। "বিপ্রায় মেধাবিনে ভরদ্বাজায় ঋষয়ে।" সায়ণ।

(১৪) বিশ্‌পলা সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ১৫ ঋকের টীকা দেখ।

(১৫) পূর্ব্বকালে (কাব্য) উশনার স্তুতি শুনিতে যাইবার সময় অশ্বিদ্বয় পথে কূপে পতিত রেভকে দেখিয়া তাহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া ছিলেন। সায়ণ। রেভ সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ২৪ ঋকের টীকা দেখ।

(১৬) চ্যবন সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ১০ ঋকের টীকা দেখ।

(১৭) সূর্য্য দুহিতা সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ১৭ ঋকের টীকা দেখ।

(১৮) ভুজ্যু সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ।

১৬। হে অশ্বিদ্বয়! যখন তোমরা বর্তিকাকে বৃকের মুখ হইতে ছাড়াইয়া দিয়াছিলে, তখন সে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিল(১৯) তোমরা জয়শীল (রথ) দ্বারা (জাহুষকে লইয়া) পর্বতের সানুতে গিয়াছিলে(২০) তোমরা বিষাপ্ত(২১), (অসুরের) পুত্রকে বিষ (যুক্ত তীর) দ্বারা হত করিয়াছিলে।

১৭। ঋজ্রাশ্ব বৃকীকে শত মেষ দেওয়ায় তাহার ক্রুদ্ধ পিতা তাহাকে অন্ধ করিলে পর অশ্বিদ্বয় তাহাকে চক্ষু দিয়াছিলেন; তোমরা দেখিবার জন্য অন্ধকে চক্ষু দিয়াছিলে(২২)।

১৮। সেই অন্ধকে (চক্ষু দ্বারা) নিষ্পাদ্য সুখ দিবার (মানসে) বৃকী আহ্বান করিল, "হে অশ্বিদ্বয়! হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! নেতৃদ্বয়! ঋজ্রাশ্ব, তরুণ জারের [illegible] (বিপদে?) হইয়া,) এক শত এক মেষ খণ্ড করিয়া দিয়াছে।"

১৯। হে অশ্বিদ্বয়! তোমা[illegible]দের রক্ষণকার্য্য সুখের কারণ; হে স্তুতিভাজন! তোমরা [illegible] পৃথিবী রূপে [illegible] হইয়াছে)। [illegible] সঙ্গতাবয়ব করিয়াছ; অতএব বহু বুদ্ধিমতী (ঘোষা)(২৩) [illegible] অশ্বিদ্বয় [illegible]গকে (রোগাপনয়নার্থ) ডাকিয়াছিল। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! [illegible] তোমাদের রক্ষণকার্য্য সমূহের সহিত আইস।

২০। হে দস্রদ্বয়! তোমরা কৃশ, প্রসব শূন্য, দুগ্ধশূন্য গাভীকে শয়ু ঋষির জন্য দুগ্ধ পূর্ণ করিয়াছিলে। তোমরা নিজকর্ম্মদ্বারা (পুরুমিত্র রাজার) কুমারীকে বিমদ ঋষিকে স্ত্রীরূপে প্রদান করিয়াছিলে(২৪)।

---

(১৯) ১১৬ সূক্তের ১৪ ঋকের টীকা দেখ।

(২০) ১১৬ সূক্তের ২০ ঋকের টীকা দেখ।

(২১) "বিষাচো বিবিধগতি যুক্তস্য এতৎসংজ্ঞস্য অসুরস্য।" সায়ণ। এই ঋকের দ্বিতীয় ছত্রের সায়ণ একটী অন্য রূপ অর্থও দিয়াছেন, যথা—জয়শীল রথ দ্বারা তোমরা মেঘের উন্নত প্রদেশে বৃষ্টির জন্য গিয়াছিলে, এবং বিবিধ গতি-যুক্ত মেঘের জল সমস্ত জীব জন্তুকে প্রাপ্ত করাইয়াছিলে।

(২২) ১১৬ সূক্তের ১৬ ঋকের টীকা দেখ।

(২৩) এই সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ।

(২৪) ১১৬ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ। মূলে "পুরুমিত্রস্য যোষাং" আছে, "যোষাং কুমারীং।" সায়ণ। Muir যোষা অর্থে স্ত্রী করিয়াছেন।

২১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আর্য্য মনুষ্যের জন্য লাঙ্গল দ্বারা (চাষ করাইয়া), যব বপন করাইয়া, ও অন্নের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া, এবং বজ্রদ্বারা দস্যুকে বধ করিয়া, তাহার(২৫) প্রতি বিস্তীর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছ।

২২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অথর্ব্ব ঋষির পুত্র দধীচি (ঋষির স্কন্ধে) অশ্বের মস্তকে যোজনা করিয়া দিয়াছিলে, তিনি ও সত্য পালন করিয়া ত্বষ্টার নিকট হইতে লব্ধ মধুবিদ্যা তোমাদিগকে শিখাইয়াছিলেন(২৬)। হে দস্রদ্বয়! সেই বিদ্যা তোমাদিগের অপিকক্ষ্য(২৭) রূপ হইয়াছিল।

২৩। হে মেধাবীদ্বয়! আমি সর্ব্বদা তোমাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, তোমরা আমার সমস্ত কর্ম্ম রক্ষা কর। হে নাসত্যদ্বয়! আমাদিগকে বৃহৎ ও অপত্য সমবেত ও প্রশংসনীয় ধন দাও।

২৪। হে দানশীল ও নেতা অশ্বিদ্বয়! তোমরা বধ্রিমতিকে হিরণ্যহস্ত নামক পুত্র দিয়াছিলে(২৮)। হে দানশীল অশ্বিদ্বয়! তোমরা তিনভাগে ছিন্ন শ্যাব (ঋষিকে) জীবিত করিয়াছিলে।

২৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের এই পুরাতন বীর্য্যসমূহ মনুষ্যেরা(২৯) কহিয়া গিয়াছে; হে অভীষ্টদাতৃদ্বয়! আমরাও তোমাদের স্তোত্র সম্পাদন করিয়া বীর পুত্রাদির দ্বারা যুক্ত হইয়া যজ্ঞসম্পন্ন করিতেছি।

---

(২৫) সায়ণ "আর্য্য" অর্থ এখানে বিদ্বান্ অর্থাৎ মনু করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থ বোধ হয় আর্য্য জাতি। যব বপনদ্বারা বৃষ্টি পতনদ্বারা ও দস্যু অর্থাৎ অসভ্য জাতিদিগের বিনাশদ্বারা ভারতবর্ষের প্রথম আর্য্যগণ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। Wilson ও Langlois উভয়েই এইরূপ অর্থই করিয়াছেন। "মনুষায়" অর্থ মনুর জন্য, সায়ণ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু "মনুষ" শব্দের সহজ অর্থ মনুষ্য, এবং সেই অর্থই এস্থানে সঙ্গত হয়।

(২৬) ১১৬ সূক্তের ১২ ঋকের টীকা দেখ। সে ঋকে ইন্দ্র বিদ্যা দিয়াছিলেন, এখানে ত্বষ্টা তাহা দিয়াছিলেন, অতএব সায়ণ এই ঋকে ত্বষ্টা অর্থে ইন্দ্র করিয়াছেন।

(২৭) মূলে "অপিকক্ষ্যং" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "ছিন্নস্য যজ্ঞশিরসঃ কক্ষপ্রদেশেন পুনঃ সন্ধানভূতং প্রবর্গ্যবিদ্যাখ্যং রহস্যং।" কিন্তু প্রবর্গ্যবিদ্যার কথা মূলে এঋকেও নাই, ১১৬ সূক্তের ১২ ঋকেও নাই। Wilson "অপিকক্ষ্যং" অর্থ "Ligature of the waist." করিয়াছেন।

(২৮) ১১৬ সূক্তের ৩১ ঋকের টীকা দেখ।

(২৯) "মনুষ্যাঃ মদীয়াঃ পিত্রাদয়ঃ।" সায়ণ।

১১৮ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের শ্যেন পক্ষীর ন্যায় শীঘ্রগামী, সুখক ও ধনযুক্ত রথ আমাদিগের অভিমুখে আগমন করুক; হে অভীষ্টবর্দ্ধিদ্বয় তোমাদের সেই রথ মনুষ্যের মনের ন্যায় বেগবান্, ত্রিবন্ধুর(১) এব বায়ুবেগী।

২। তোমাদের ত্রিবন্ধুর, ত্রিবৃত(২), ত্রিচক্র, ও শোভনীয় গতিরথে আমাদিগের অভিমুখে আইস। হে অশ্বিদ্বয়! আমাদিগের গাভীদিগকে দুগ্ধপূর্ণ কর, আমাদিগের অশ্বদিগকে প্রীত কর, আমাদিগের বী (পুত্রাদিকে) বর্দ্ধন কর।

৩। হে দস্রদ্বয়! তোমাদের শীঘ্রগামী শোভনীয় গতিযুক্ত রথদ্বার আসিয়া পরিচর্য্যারত (স্তোতার) এই শ্লোক শ্রবণ কর। হে অশ্বিদ্বয় পূর্ব্বের মেধাবীগণ কি বলেন না যে তোমরা স্তোতৃদিগের দারিদ্র্য পরি হারার্থে সর্ব্বদা [illegible] কর?

৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের রথে যুক্ত, শীঘ্রগামী, লক্ষপ্রদানসমর্থ, এবং শ্যেনপক্ষীসদৃশ অশ্বগণ তোমাদিগকে লইয়া আইসুক। হে নাসত্য-দ্বয়! জলের ন্যায় শীঘ্রগতি অথবা আকাশবিচারী গৃধ্রের ন্যায় সেই অশ্বগণ তোমাদিগকে হব্যের অন্নের অভিমুখে আনিতেছে।

৫। হে নেতৃদ্বয়! সূর্য্যের যুবতী দুহিতা প্রীত হইয়া তোমাদের এই রথে উঠিয়াছিলেন। তোমাদের পুষ্টাঙ্গ লক্ষপ্রদানসমর্থ, শীঘ্রগামী এবং দীপ্তিমান্ অশ্বসমূহ তোমাদিগকে আমাদের গ্রহের দিকে লইয়া আগমন করুক।

৬। তোমরা স্বকীয় কার্য্যদ্বারা বন্দন ঋষিকে উঠাইয়াছিলে; হে কামবর্দ্ধিদ্বয়! তোমরা স্বকীয় কার্য্য দ্বারা রেভ ঋষিকে উঠাইয়াছিলে।

(১) ৩৪ সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখ এবং ৪৭ সূক্তের ২ ঋক দেখ।

(২) ৩৪ সূক্তের ৯ ও ১২ ঋকের টীকা দেখ।

তোমরা ভুজ্যুর পুত্রকে সমুদ্র পার করাইয়া দিয়াছিলে, এবং চ্যবন ঋষিকে পুনরায় যুবা করিয়া দিয়াছিলে।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অবরুদ্ধ অত্রির তপ্ত (অগ্নি) নিবারণ করিয়াছিলে, এবং তাহাকে রসবৎ অন্ন দান করিয়াছিলে। তোমরা স্তুতি গ্রহণ করিয়া অন্ধকারে প্রবিষ্ট কণ্ব ঋষিকে(৩) চক্ষু দান করিয়াছিলে।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! পুরাতন শযু ঋষি তোমাদিগকে যাচ্ঞা করিলে তোমরা তাহার (দুগ্ধশূন্য) গাভী দুগ্ধে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলে, তোমরা বর্ত্তিকাকে (বৃকরূপ) পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলে, এবং তোমরা বিশ্‌পলাকে একটী জঙ্ঘা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলে।

৯। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা পেদু রাজাকে শ্বেতবর্ণ অশ্ব দিয়াছিলে, সে অশ্ব ইন্দ্রদত্ত, শত্রুহন্তা, ও সংগ্রামে শব্দকারী এবং শত্রু পরাজয়ী, উগ্র, ও সহস্র ধনদাতা; সে অশ্ব সেচনসমর্থ ও দৃঢ়াঙ্গ।

১০। হে নেতা, শোভনজন্মা অশ্বিদ্বয়! আমরা ধন যাচ্ঞা করিয়া রক্ষণার্থ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি; আমাদিগের স্তুতি গ্রহণ করিয়া তোমরা ধনযুক্ত রথে আমাদিগকে সুখদান করিতে আমাদিগের নিকট আইস।

১১। হে নাসত্যদ্বয়! সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া শ্যেন পক্ষীর(৪) নূতন বেগের সহিত আমাদিগের নিকট আইস। হে অশ্বিদ্বয়! হব্য লইয়া আমি নিত্য ঊষার উদয় কালে তোমাদিগকে আহ্বান করি।

---

(৩) অসুরগণ কণ্বের ব্রাহ্মণ্য পরীক্ষার্থ তাঁহাকে একটা অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করাইয়া কহিয়াছিল, "এই স্থানে বসিয়া ঊষা উদিতা হইয়াছেন তাহা উপলব্ধি কর।" অশ্বিগণ ঊষা উদয় হইয়াছে তাহা কণ্বকে জানাইবার জন্য বীণাশব্দ করিয়াছিলেন। অথবা পটলদ্বারা পিহিত দৃষ্টি কণ্বকে চক্ষু দান করিয়াছিলেন। সায়ণ।

(৪) মূলে ৪ ঋকে এবং এই ঋকে মূলে "শ্যেন" শব্দ আছে। সায়ণ তাহার অর্থ "শংসনীয় গতি" করিয়াছেন। Wilson তাহার সহজ "Hawk" অর্থ করিয়াছেন।

১১৯ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! জীবন ধারণার্থ অন্নের জন্য আমি তোমাদে রথকে আহ্বান করি, সে রথ বহুবিধ গতিযুক্ত, মনের ন্যায় শীঘ্রগা বেগবান্ অশ্বযুক্ত, যজ্ঞভাজন, সহস্র কেতু বিশিষ্ট, বৃষ্টিদাতা, শতধনযু সুখকর, এবং ধনদাতা।

২। সেই রথ গমন করাতে (অশ্বিদ্বয়ের) প্রশংসায় আমাদিগের ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছে; আমাদিগের স্তুতিসমূহ (অশ্বিদ্বয়কে) প্রা হইয়াছে; আমি হব্য মধু করিতেছি; আমার সহায়ভূত (ঋত্বিকগ আসিতেছে। হে অশ্বি! (সূর্য্যদুহিতা) ঊর্জানী তোমাদিগের রা আরোহণ করিয়াছেন।

৩। যখন যজ্ঞপ্রিয়গণ অসংখ্য জয়শীল মনুষ্য সংগ্রামে ধনের জ পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া একত্র হয়, তখন হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের রথ ভূম্য ভিমুখে আইসে তা শোনা যায়, সেই রথে তোমরা স্তোতার জন্য শ্রে ধন আনয়ন কর।

৪। হে অর্থাৎ নর্ত্তীদ্বয়! যে ভুজ্যু (নিজ) অশ্বসমূহ দ্বারা নীয হইয়া (সমুদ্রে) নিমগ্ন হইয়াছিল, তাহাকে তোমরা স্বয়ং সংযোজিত অশ দ্বারা বহন করিয়া তাহার পিত্রাদির নিকট এবং তাহার দূরস্থ গৃহে আনিয়া ছিলে। দিবোদাসকে ও তোমরা যে মহৎ রক্ষণ প্রদান করিয়াছিলে (তাহা আমরা) জানি।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের প্রশংসনীয় অশ্বদ্বয়(১) তোমাদিগের সংযোজিত রথকে তাহার সীমাভূত (আদিত্য) পর্য্যন্ত (সকল দেবগণের পূর্ব্বেই) লইয়া গিয়াছিল; কুমারী (সূর্য্যা) এইরূপে বিজিত হইয়া সখ্যতা হেতু আসিয়া "তোমরা আমার পতি" এই বলিয়া তোমাদের পতিত্ব স্বীকার করিলেন।

---

(১) মূলে "বাণী" আছে। অর্থাৎ "বনো নিয়ো প্রশস্যৌ অশ্বৌ।" সায়ণ।

৬। তোমরা রেভকে চতুর্দিক্ উপদ্রুত হইতে রক্ষা করিয়াছিলে; তোমরা অত্রির জন্য হিমদ্বারা অগ্নি নিবারণ করিয়াছিলে; তোমরা শয়ুর গাভীতে দুগ্ধ দিয়াছিলে, তোমরা বন্দনকে দীর্ঘ আয়ুদ্বারা বর্দ্ধিত করিয়াছিলে।

৭। (জীর্ণ) রথকে (শিল্পী) যে রূপ (নূতন করে,) হে নিপুণ দস্রদ্বয়! তোমরা সেইরূপ বার্দ্ধক্য পীড়ীত বন্দনকে পুনরায় যুবা করিয়াছিলে। (গর্ভস্থ বামদেব)(২) তোমাদিগকে স্তুতি করিলে তোমরা সেই মেধাবীকে গর্ভ হইতে জন্মদান করিয়াছিলে। তোমাদিগের রক্ষণকার্য্য এই পরিচর্য্যা-রত যজমানের সম্বন্ধে (পরিণত হউক)।

৮। (ভুজ্যুর) নিজ পিতা তাহাকে পরিত্যাগ করিলে সে দূর দেশে পীড়ীত হইয়া তোমাদের কৃপা প্রার্থনা করি[illegible] তোমরা তাহার নিকট গিয়াছিলে, সুতরাং তোমাদের শোভনীয় গ[illegible] ও বিচিত্র রক্ষণ কার্য্য সকলেই নিকটে পাইতে ইচ্ছা করে।

৯। তোমরা মধুযুক্ত; সেই মক্ষিকা তোমা[illegible]গের স্তুতি করিয়াছে, উশিজপুত্র (অর্থাৎ আমি কক্ষীবান্) তোমাদিগকে সোমপানে হর্ষলাভার্থ আহ্বান করিতেছি। তোমরা দধীচি ঋষির মন [illegible] করিয়াছিলে, তাহার অশ্বের মস্তক তোমাদিগকে (মধুবিদ্যা) প্রদান করি[illegible]ছিলে।

১০। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা পেদুকে বহুলোকের বাঞ্ছিত এবং স্পর্দ্ধী-দিগের পরাজয়ী শুভ্রবর্ণ অশ্ব দিয়াছিলে; সে অশ্ব যুদ্ধপরায়ণ, দীপ্তিমান্, যুদ্ধে অপরাজিত, সকল কার্য্যে সংযোজ্য, এবং ইন্দ্রের ন্যায় মনুষ্য বিজয়ী।

---

(২) গর্ভস্থ বামদেব অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিয়াছিল, তাহাতে অশ্বিদ্বয় তাহাকে জন্ম দিয়াছিলেন, ইহা ভিন্ন আর কোন ও বিবরণ সায়ণের ব্যাখ্যায় নাই।

১২০ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! কোন্ স্তুতি তোমাদিগকে পরিতুষ্ট (করিতে সমর্থ)? কে তোমাদের উভয়কে প্রীত করিতে (সমর্থ)? অনভিজ্ঞ এ জন কিরূপে তোমাদিগের পরিচর্য্যা করিবে?

২। এই রূপে অজ্ঞ লোক সেই সর্ব্বজ্ঞদ্বয়কে (পরিচর্য্যার উপায় রূপ পথ জিজ্ঞাসা করে; (অশ্বিদ্বয়) ভিন্ন সকলেই অজ্ঞ। শত্রু দ্বারা অনাক্রা সেই অশ্বিদ্বয়) শীঘ্রই মনুষ্য[illegible] (অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন)।

৩। হে সর্ব্বজ্ঞদ্বয়! আমি তোমাদিগকে আহ্বান করি; তোমরা অভিজ্ঞ, আমাদিগকে অদ্য মননীয় স্তোত্র উপদেশ কর। আমরা তাহা সংযোগ করিয়া হব্য প্র[illegible]ন করিয়া, স্তুতি করি।

৪। আমি তো[illegible]দিগকেই জিজ্ঞাসা করি, অপরিপক্কমতি দিগকে(১) জিজ্ঞাসা করি না। [illegible]দস্রদ্বয়! বষট্কারের(২) সহিত অগ্নিতে প্রদত্ত এবং অদ্ভুত ও পুষ্টি[illegible] (সোমরস) পান কর; আমাদিগকে প্রৌঢ় বল প্রদান কর।

৫। তোমাদের যে স্তুতি ঘোষার পুত্র (সুহস্তি ঋষি) ও ভৃগু (দ্বারা উচ্চারিত হইয়া) শোভা পাইয়াছিল সেই স্তুতি দ্বারা বজ্র বংশীয় ঋষি (অর্থাৎ আমি কক্ষীবান্) তোমাদিগের অর্চ্চনা করিতেছে। অতএব এই স্তুতিজ্ঞ (অর্থাৎ আমি কক্ষীবান্ ও) অন্ন কামনায় (৩) যেন সফলযত্ন হই।

৬। স্খলদ্গতি ঋষির (অর্থাৎ অন্ধ ঋজ্রাশ্বের) স্তোত্র শ্রবণ কর। হে শোভনীয় কর্ম্মের প্রতিপালকদ্বয়! সে আমার ন্যায় স্তুতি করিয়া চক্ষুদ্বয় পাইয়াছিল; (অতএব আমাকেও অভিমত ফল দাও)।

---

(১) মূলে "পাক্যান্" আছে। "পক্তব্য প্রজ্ঞানান্।" সায়ণ।

(২) যজ্ঞের শেষে বষট্ শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়।

(৩) মূলে "ইষয়ুঃন" আছে "ইষং অন্নং আত্মনঃ কাময়মানঃ।" সায়ণ। কিন্তু বেমার্থবন্ধু বলেন ইষয়ু একজন ঋষির নাম, "ইষয়ুর্ন" অর্থে ইষয়ুর ন্যায়।

৭। তোমরা মহৎ ধন দান করিয়াছ, এবং তাহা পুনর্বার লোপ করিয়াছ। হে গৃহদাতৃদ্বয়! তোমরা আমাদিগের রক্ষক হও, পাপ বৃক (তস্কর) হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

৮। কোনও শত্রুর অভিমুখে আমাদিগকে অর্পণ করিও না; আমাদিগের গৃহ হইতে দুগ্ধবতী(৪) গাভীসমূহ যেন বৎস হইতে পৃথক হইয়া কোন অগম্য স্থানে যায় না।

৯। যাহারা তোমাদের উদ্দেশে স্তুতি সংযোগ করে, তাহারা মিত্রদিগের ধারণার্থ ধন প্রাপ্ত হয়, আমাদিগকেও অন্নযুক্ত ধন প্রদান কর, এবং ধেনুযুক্ত অন্ন প্রদান কর।

১০। আমি অন্নদাতা অশ্বিদ্বয়ের [illegible] রহিত রথ পাইয়াছি(৫); তাহা দ্বারা আমি অনেক (লাভ) কামনা করি[illegible]।

১১। হে ধনপূর্ণ রথ! আমি এই (সম্মু[illegible]ছি) আমাকে সমৃদ্ধ কর। অশ্বিদ্বয় সেই সুখকর রথ স্তোতৃদিগের [illegible]মপান স্থানে লইয়া যান।

১২। আমি (প্রভাতে) স্বপ্ন ঘৃণা করি; [illegible] ধনবান্ লোক পরকে প্রতিপালন করে না তাহাকেও ঘৃণা করি; উভ[illegible]ই শীঘ্র নাশ প্রাপ্ত হয়।

(৪) মূলে "স্তনাভুজঃ" আছে। "স্তনৈর্বৎসান্ মনুষ্যাংশ্চ পালয়ন্তঃ।" সায়ণ।

(৫) অশ্বরহিত হইলেও অশ্বিদ্বয়ের সামর্থ্যে গমনশীল রথ। সায়ণ।

১২১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি।

১। মনুষ্যদিগের পালন কর্ত্তা ও গাভীরূপ ধনদাতা ইন্দ্র কবে দেবাকাঙ্ক্ষী অঙ্গিরাদিগের এই স্তুতিসমূহ শ্রবণ করিবেন? যখন তিনি গৃহপতি (যজমানের) লোকদিগকে (অর্থাৎ ঋত্বিকদিগকে) সম্মুখে দেখেন তখন যজ্ঞে যজনীয় হইয়া তিনি প্রভূত উৎসাহ পূর্ণ হয়েন।

২। তিনি আকাশকে স্থিরভাবে ধারণ করিয়াছেন, তিনি (অসুরাপহৃত) গো সমূহের(১) [illegible]নেতা, তিনি বিস্তীর্ণ প্রভাযুক্ত হইয়া(২) (সকল প্রাণীর) সেবনীয় [illegible] জীবনধারক (বৃষ্টিজল) খাদ্যের জন্য প্রেরণ করেন। মহৎ [illegible] রূপ ইন্দ্র) আপন দুহিতা উষার পর প্রকাশ হয়েন(৩)। তিনি অ[illegible] স্ত্রীকে গোর মাতা করিয়াছিলেন(৪)।

৩। তিনি অরু[illegible] (উষাকে) রঞ্জিত করিয়া (আমাদিগের উচ্চারিত) পুরাতন আহ্বা[illegible] (মন্ত্র) শ্রবণ করুন; তিনি প্রতিদিন অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন মনুষ্যাদিগ[illegible] ধন প্রেরণ করেন। তিনি হননশীল বজ্র নির্ম্মাণ

---

(১) মূলে "নরো [illegible]" আছে। "পণিভিরপহৃতস্য গোসমূহস্য * * * কিরণ সমূহস্য বা নরো নেতা।" সায়ণ।

(২) মূলে "ঋভু" শব্দ আছে। "সূর্য্যাত্মনা উরু বিস্তীর্ণং ভাসমানঃ।" সায়ণ এই স্থানে ইন্দ্রকে সূর্য্যরূপে স্তুতি করা হইয়াছে। সূর্য্য বা সূর্য্যকিরণকেই ঋভু বলিয়া উপাসনা [illegible] হইত তাহা আমরা ২০ সূক্তের ১ ঋকের টীকায় দেখিয়াছি।

(৩) এ অংশটী মূলে এইরূপ আছে "অনুস্বজাং মহিষশ্চক্ষত ব্রাং।" "মহিষঃ" অর্থ "মহান সূর্য্যরূপী ইন্দ্রঃ।" সায়ণ। "স্বজাং ব্রাং" অর্থ আপন কন্যা রাত্রি বা উষা যথা "বিণোতি তমসা সর্ব্বং আচ্ছাদয়তি ইতি ব্রা রাত্রিঃ। যদ্বা প্রকাশেন বৃণোতি ইতি ব্রা উষাঃ।" সায়ণ। "অনুচক্ষত" অর্থ পশ্চাৎ পশ্যতি প্রকাশতে।" সায়ণ।

(৪) একদা ইন্দ্র লীলা খেলার জন্য অশ্বী হইতে গাভী উৎপন্ন করিয়াছিলেন। সায়ণ। এ গল্পের প্রকৃত মূল কি? কিরণকে অশ্ব ও গো উভয়ের সহিতই বেদে সর্ব্বদা তুলনা করা হইয়াছে, তাহা হইতেই বোধ হয় এই গল্পের উৎপত্তি। ইন্দ্রের কিরণ অশ্বরূপ বা গোরূপ; তাহা হইতে গল্প হইল ইন্দ্র অশ্বী হইতে গো উৎপন্ন করিয়াছেন। বেদের অনেক প্রকৃতি সম্বন্ধে সরল উপমা হইতে পুরাণের অনেক কুরুচি সম্মত গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

করিয়াছেন, এবং মনুষ্যদিগের ও চতুষ্পদ ও দ্বিপদদিগের হিতের জন্য আকাশ স্থির ভাবে ধারণ করেন।

৪। এই (সোমপানে) হৃষ্ট হইয়া তুমি স্তুতি ভাজন ও (পণি কর্ত্তৃক) রুদ্ধ্বাসিত গাভীদল যজ্ঞার্থ দান করিয়াছিলে; যখন ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র যুদ্ধে রত হয়েন তখন তিনি মনুষ্যদিগের ক্লেশদাতা (পণি অসুরের) দ্বার খুলিয়া দেন।

৫। তুমি ক্ষিপ্রকারী যখন জগতের পোষণ কর্ত্তা, তোমার পিতা মাতা দ্যৌ ও পৃথিবী তোমাকে সমৃদ্ধিকর ও উৎপাদনশক্তিযুক্ত দুগ্ধ আনিয়া দিয়াছিলেন, যখন তাঁহারা দুগ্ধবতী গাভীসমূহের বিশুদ্ধ ধনবৎ দুগ্ধ(৫) তোমার সম্মুখে দিয়াছিলেন, তখন তুমি পণির [illegible]রা খুলিয়া দিয়াছিলে)।

৬। এখন তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন; [illegible] তিনি উষার সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়াছেন। সেই শত্রুবিজয়ী ইন্দ্র [illegible]মাদিগকে হৃষ্ট করুন আমরাও হব্য অর্পণ করিয়া স্তুতি ভাজন সামর[illegible]ক পাত্রদ্বারা যজ্ঞস্থানে সেচন করিয়া সেই সোম পান করি।

৭। যখন (সূর্য্য কিরণদ্বারা) দীপ্ত মেঘম[illegible]া জল বর্ষণ করিতে প্রস্তুত হয়, তখন প্রেরণকারী (ইন্দ্র) যজ্ঞের [illegible]ত বৃষ্টির অবরোধ নিবারণ করেন(৬) (হে ইন্দ্র)! তুমি (সূর্য্যরূপে) [illegible]ন কর্ম্মের দিনে কিরণ দান কর তখন শকটবাসু ও পশুপালক ও ক্ষিপ্রগা[illegible]জ্ঞ কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করে)।

৮। যখন (ঋত্বিকগণ) তোমার বর্দ্ধনার্থ মনোহর হর্ষকর বলদায়ী(৭) এবং তোমার উপভোগ্য(৮) সোম হইতে প্রস্তর দ্বারা রস বাহির করে,

(৫) মূলে উভয় স্থলেই "পয়ঃ" আছে, সায়ণ তাহার অর্থ উভয় স্থলেই "হবিঃ" করিয়াছেন, এবং হব্যের উৎপাদন শক্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "হবিষঃ সকাশাৎ হি জগৎ উৎপদ্যতে।" কিন্তু পিতা মাতা সন্তানের জন্য দুগ্ধবতী গাভী হইতে দুগ্ধই আনিয়াছিলেন, এইরূপ অর্থ বোধ হয় সরল ও সঙ্গত।

(৬) সায়ণ এই ঋকের প্রথমার্দ্ধের আর এক প্রকার অর্থই করিয়াছেন। যথা, দীপ্তিমান কুঠার নিজ কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হয়, তখন অধ্বর্য্যু যজ্ঞের (যূপকাষ্ঠে) গো বদ্ধ করিতে পারেন।

(৭) মূলে "গোরজসং।" সায়ণ "গো" অর্থ "বল" করিয়াছেন। "গো শব্দঃ পয়সি বর্ত্ততে। পয়ো বলং।" সায়ণ।

(৮) মূলে "বাতাপ্যং" আছে। বাতেন প্রাপ্তব্যং "বাততুল্যেন শীঘ্র কারিণা ত্বয়া পাতব্যং।" সায়ণ।

তখন হর্ষকর সোমরসের উপভোক্তা তোমার হরিনামক অশ্বদ্বয়কে এ যজ্ঞে সোমপান করাও। তুমি যুদ্ধনিপুণ, আমাদিগের ধনাপহারী শত্রু দমন কর।

৯। তুমি ঋভু(৯) দ্বারা আকাশ হইতে আনীত, শীঘ্রগামী, লৌহময় বজ্র, ত্বরিতগতি (শুষ্ণ অসুরের) প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিলে; হে বহুলোকের অর্চনা ভাজন! তখন কুৎস ঋষির জন্য তুমি শুষ্ণকে অসংখ্য হননশীল অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিয়া বেষ্টন করিয়াছিলে।

১০। যখন সূর্য্য অন্ধকারের সহিত সংগ্রাম হইতে (মুক্ত হইলেন) তখন হে বজ্র ধারিন! তুমি তাহার মেঘরূপ শত্রুকে (বিনাশ করিয়াছিলে) এবং সেই শুষ্ণের যে বল সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়াছিল এবং সূর্য্যের উপর গ্রথিত হইয়াছিল তাহা তুমি ভগ্ন করিয়াছিলে(১০)।

১১। হে ইন্দ্র! মহৎ বলবান্, ও সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত দ্যাবাপৃথিবী (বৃত্র হনন) কার্য্যে তোমাকে উৎসাহিত করিয়া ছিলেন; তুমি সেই সর্ব্বত্র বর্ত্তমান ও সর্ব্বভুক্ বৃত্রকে(১১) মহৎ বজ্রদ্বারা বহনশীল জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলে।

১২। হে ইন্দ্র! তুমি মনুষ্যের বন্ধু, তুমি যে অশ্বগণকে(১২) রক্ষা কর। সেই বায়ু তুল্য সুসংযুক্ত ও বহনকারী অশ্বে আরোহণ কর। কবির পুত্র (উশনা)(১৩) যে হর্ষকর বজ্র তোমাকে দিয়াছেন, তুমি সেই বৃত্রধ্বংসকারী শত্রুবিনাশী বজ্র তীক্ষ্ণ করিয়াছ।

---

(৯) সায়ণ "ঋভু" অর্থ "ত্বষ্টা" করিয়াছেন, কেন না ত্বষ্টাই ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

(১০) অতএব শুষ্ণ অর্থে যে মেঘ, যে মেঘ জল দেয় না, জগৎকে শোষণ করে সেই মেঘ, তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। ইন্দ্র সেই সূর্য্য আবরণকারী মেঘকে ভগ্ন করিয়া বৃষ্টি দান করেন, এবং আকাশে সূর্য্যকে পুনরায় প্রকাশ করিয়া দেন।

(১১) মূলে বরাহশব্দের প্রয়োগ আছে। সায়ণমতে তাহার অর্থ "বরাহার" উত্তম আহার যুক্ত। আর বেদার্থযত্নমতে উহার অর্থ বরাহ।

(১২) মূলে "বৃষ্" আছে, অর্থ "সেতৃন্ অশ্বান্।" সায়ণ।

(১৩) উশনা সম্বন্ধে ৫১ সূক্তের ১০ ঋকের টীকা দেখ।

১৩। হে সূর্য্য (রূপ ইন্দ্র)! হরিৎ নামক অশ্বগণকে থামাও! ইন্দ্রের এতশ(১৪) (নামক অশ্ব) রথের চক্র টানিতেছে। তুমি নবতি নদীর পারে পঁহুছিয়া তথায় যজ্ঞবিহীনদিগকে কর্তব্য কর্ম্ম করাও(১৫)।

১৪। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে এই দুর্দ্দমনীয় দারিদ্র্য হইতে উদ্ধার কর, সমীপবর্ত্তী সংগ্রামে পাপ হইতে রক্ষা কর, এবং উন্নত কীর্ত্তি ও সত্যের জন্য আমাদিগকে রথযুক্ত ও অশ্ব প্রমুখ ধন দান কর।

১৫। ধনের জন্য পূজনীয়, (হে ইন্দ্র)! তোমার অনুগ্রহ আমাদিগের নিকট হইতে উঠাইয়া লইও না; অন্ন আমাদিকে পুষ্ট করুক। হে মঘবন্! তুমি ধনপতি, আমাদিগকে গো দাও; আমরা তোমার অর্চ্চনারত, যেন আমরা (পুত্র পৌত্রাদির) সহিত [illegible] প্রাপ্ত হই।

---

(১৪) এতশ ইন্দ্রের একটী অশ্বের নাম। ঐতরে[illegible]ব্রাহ্মণে এতশ একজন ঋষির নাম।

(১৫) "Having driven the unsacrificing m[illegible] the other bank of the ninety rivers, thou didst hurl them into the p[illegible]।" এস্থানেও আদিম বর্ব্বর জাতিদিগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

Reg. No. 6471J—2,000—25-9-85.

ঋগ্বেদ সংহিতা।

মূল সংস্কৃত হ[illegible]

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত [illegible]

বাঙ্গালা ভাষায় [illegible] পাঠ [illegible]

এবং, ব্যবহ[illegible] [illegible]

দ্বিতীয় অষ্টক।

কলিকাতা।

বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৮৮৬।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

মূল সংস্কৃত হ

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত

বাঙ্গালা ... পাঠ

দ্বিতীয় অষ্টক।

কলিকাতা।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৮৮৬।

ভূমিকা।

দ্বিতীয় অষ্টক প্রকাশিত হইল। ... প্রথম মণ্ডলের শেষ অংশ, দ্বিতীয় মণ্ডল সমুদয়, এবং ... মণ্ডলের প্রথম ছয়টী সূক্ত আছে। প্রথম অষ্টক যে নিয়মানুসারে ... হইয়াছিল, দ্বিতীয় অষ্টকও সেই নিয়মানুসারে অনুবাদিত হ... এবং এই ... প্রাচীন কালের আচারব্যবহার ধর্ম্মানুষ্ঠা... সেই দ্যুলোকের(১) সম্বন্ধে স্থানে স্থানে যে টীকা দিয়াছি ... পাঠ... কয়েকটী সূচী দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম অষ্টকের ভূমিকায় যে সকল ... নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম, ... পাইতেছি তাহা ... কেবল পণ্ডিতবর ... আমাকে এই কার্য্যে ...

কলিকাতা, ২০ বিডন ...

১লা মাঘ, ১২৯২ ...

... এবং দ্বিতীয় অষ্টকের ... শব্দ ব্যবহ... হইয়াছে।

... র ব্যবহ... হইয়াছে, যথা—

... ন্দ্র সম্বন্ধে ... প্রয়োগ হইয়াছে।

„ „ ভাবয়ব্য ... „ „

„ „ স্বর্গলোক ... „ „

„ মিত্র ও বরুণ ... „ „

... „

... „

... „

... „

... অসুর ... „ „ ... কথা

... „ ... পায়।

৯। উষা দিনের প্রথম অংশের আগমনের সময় জানেন। তিনি স্বতোদীপ্তা ও শ্বেতবর্ণা, কৃষ্ণবর্ণ হইতে তাঁহার উদ্ভব। তিনি আদিত্যের ধামে মিশ্রিতহয়েন, কিন্তু তাহা হ্রাস করেন না, বরং তাহার শোভা সম্পাদন করেন।

১০। দেবি! কন্যার ন্যায় শরীরাবয়ব বিকাশ করিয়া তুমি দানশীল ও দীপ্তমান্ (সূর্য্যের) নিকট গমন কর। (পরে) যুবতীর ন্যায় অত্যন্ত দীপ্তিবিশিষ্টা হইয়া ঈষৎ হাস্যকরতঃ তাঁহার সম্মুখে বক্ষোদেশ অনাবৃত কর।

১১। মাতা দেহমার্জ্জন করিয়া দিলে কন্যার শরীর যেরূপ উজ্জ্বল হয়, তুমিও সেইরূপ হইয়া দর্শনার্থ আপন শরীর প্রকাশ কর। তুমি ভদ্রা, তুমি অন্ধকারকে দূর করিয়া দাও; অন্য উষা তোমার (কার্য্য) ব্যাপ্ত করিবে না।

১২। অশ্ববিশিষ্টা, [illegible] বিশিষ্টা, সর্ব্বকালীনা, ও সূর্য্যরশ্মির সহিত একত্রে প্রবৃত্তবতী উষা [illegible] হা, কল্যাণকর নাম ধারণ করিয়া নিবৃত্ত হয়েন, আবার আগমন [illegible]।

১৩। সূর্য্যের [illegible] র অনুগমন করতঃ (আমাদিগকে) কল্যাণকর প্রজ্ঞা প্রদান কর, [illegible] মকে আহ্বান করিতেছি। অন্ধকার নিবারণ কর, আমরা (হবি [illegible] ধনযুক্ত, আমাদিগের ধন হউক।

---

১২৪ সূক্ত।

উষাদেবতা। দীর্ঘতমার অপত্য কক্ষীবান্ ঋষি।

১। অগ্নি স[illegible]ধন্যমান হইলে উষা অন্ধকার নিবারণ করতঃ সূর্য্যোদয়ের ন্যায় বহুল জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন। সবিতা আমাদিগকে ব্যবহারের জন্য দ্বিপদ ও চতুষ্পদবিশিষ্ট ধন প্রদান করুন।

Sayana, perhaps from some text of the Vedas, is much nearer the truth than that of the *Puranas*, being something more than 20,000 miles, and being in fact the equatorial circumference of the earth. Bentley—*Hindu Astronomy*." (Wilson's note.)

(৪) মূলে "ঋত" শব্দ আছে। অর্থ এখানে সূর্য্য। ঋত শব্দ সম্বন্ধে ১ সূক্তের ৮ ঋকের টীকা দেখ।

২। ঊষা দৈবব্রতের অবিঘ্নকারিণী, মনুষ্যের আয়ুঃকাল ক্ষয়কারিণী, অতীত ও নিত্য ঊষাগণের সদৃশী, এবং আগামিনী ঊষাগণের প্রথমা। ঊষা দ্যুতি লাভ করিয়াছেন।

৩। ঊষা স্বর্গের দুহিতা। তিনি জ্যোতিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পূর্ব্বদিকে ক্রমে দেখা দেন। সূর্য্যের অভিপ্রায় জানিয়াই যেন তাঁহার পথে সম্যকরূপে পরিভ্রমণ করেন এবং কখন ও দিক সমূহের হিংসা করেন না।

৪। সূর্য্য যেমন নিজ বক্ষঃ আবিষ্কার করেন, এবং নোধাঋষি যেমন আপনার প্রিয়বস্তু আবিষ্কার করিয়া ছিলেন, সেইরূপ ঊষা আপনাকে আবিষ্কার করিয়াছেন। গৃহিণী(১) জাগরিতা হইয়া যেমন সকলকে জাগরিত করেন, ঊষাও জগতীজনকে সেইরূপ জাগরিত করেন, ঊষা অভিসারিকাগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা [illegible] রেন।

৫। ঊষা বিস্তৃত অন্তরীক্ষের পূর্ব্বভা[illegible]পন্ন হইয়া দিকসমূহের চৈতন্য সম্পাদন করেন। ইঁ[illegible]তৃস্থানীয় [illegible] (পৃথিবীর) উৎসঙ্গে থাকিয়া (আত্মতেজোদ্বারা) উভয়কে পরিপূর্ণ [illegible]র্ণ ও বিশিষ্টরূপে প্রথিত হইয়াছেন।

৬। এই প্রকারেই ঊষা অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া [illegible]র্শন করিবার জন্য বিজাতীয় (মনুষ্যাদি) এবং স্বজাতীয় (দেবাদি [illegible]একেও পরিত্যাগ করেন না। প্রকাশবতী ঊষা নির্ম্মল শরীরে ক্র[illegible]ষ্টতর হইয়া ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কিছু হইতেই পরাবৃত্ত হয়েন না।

৭। ভ্রাতৃরহিতা নারী যেমন অভিমুখী হই[illegible] পুরুষের(২) নিকট গমন করে; (গতভর্তৃকা) যেমন ধনলাভার্থ [illegible]আরোহণ করে,(৩)

(১) মূলে "অগ্নসদ" আছে। অগ্ন অর্থে গৃহ বা খাদ্য, অতএব অগ্নসদ অর্থে গৃহিণী বা খাদ্যপাচিকা।

(২) মূলে "পুংসঃ" শব্দ আছে। সায়ণ বলেন উহার অর্থ "পিত্রাদিঃ।" "Male relatives."—*Wilson.*

(৩) মূলে "গর্ত্তারুগিব সনয়ে ধনানাং" আছে। অর্থাৎ ধনলাভার্থ গৃহে আরোহণকারীর ন্যায়। গর্ত্ত অর্থে গৃহ। কিন্তু নিরুক্ত অনুসারে গর্ত্ত অর্থে দ্যূতক্রীড়ার স্থান; বিবাদ দ্যূতক্রীড়াদ্বারা অর্থলাভ করিবার প্রথা কোনং স্থানে প্রচলিত ছিল।

উষার যৌবন করেন। যারা যেরূপ পতি অভিলাষিণী হইয়া সুবস্ত্র পরিধান করতঃ হাস্যদ্বারা দন্ত প্রকাশ করে, উষাও সেইরূপ করে।

৮। স্বসা (রাত্রি) জ্যেষ্ঠ স্বসাকে (উষাকে) উৎপত্তি স্থান (অপর রাত্রিরূপ) প্রদান করিয়াছেন, এবং উষাকে জানাইয়া স্বয়ং চলিয়া যাইতেছেন, উষা সূর্য্যকিরণদ্বারা অন্ধকার বিদূরিত করিয়া বিদ্যুৎরাশির ন্যায় জগৎ প্রকাশ করিতেছেন।

৯। এই সকল স্বস্বভাবাপন্ন পুরাতনী উষাগণের মধ্যে প্রথমা অপরার পশ্চাৎ প্রত্যহ গমন করেন। নবীয়সী উষা পুরাতনী উষাসমূহের ন্যায় সুদিন আনয়ন করতঃ আমাদিগকে বহু ধনবিশিষ্ট করিয়া প্রকাশ করুন।

১০। হে ধনবতী [illegible] হবিঃপ্রদানকারীগণকে জাগরিত কর। পণিগণ অপ্রবুদ্ধ হইয়া নিদ্রা [illegible] (৪)। হে ধনবতি! ধনবান্ যজমানগণকে সমৃদ্ধি প্রদান কর। [illegible]নৃতে! তুমি সর্ব্বপ্রাণিগণকে ক্ষীণ কর, তুমি যজমানকে সমৃদ্ধি [illegible]।

১১। যুবতী [illegible]র্ব্বদিক হইতে আগমন করিতেছেন, অরুণবর্ণ অশ্বগণকে রথে যো[illegible]করিতেছেন। দিবসের সূচনা করিয়া রূপরহিত (অন্তরীক্ষে) অ[illegible] বারণ করিতেছেন। অগ্নি গৃহে গৃহে প্রদীপ্ত হইতেছে।

১২। হে [illegible] তোমার উদয় হইলে পক্ষীগণ বসতি স্থান হইতে ঊর্দ্ধে উৎপতিত হ[illegible]ছ। অন্ন চেষ্টায় ব্যাপৃত মনুষ্যগণ (উন্মুখহইয়া) গমন করিতেছে, [illegible]হ দেবি! (দেবযজন) গৃহে অবস্থিত হব্যদাতা মনুষ্যের জন্য বহু ধন আনয়ন কর।

১৩। হে স্তোত্রার্হ উষাগণ! তোমরা আমার মন্ত্রদ্বারা স্তুত হও। (আমার সমৃদ্ধি) কামনা করিয়া আমাদিগকে বর্দ্ধিত কর। হে দেবীগণ! তোমার রক্ষালাভ করিয়া আমরা সহস্রসংখ্যক ও শতসংখ্যক ধন লাভ করিব।

---

(৪) পণি অর্থে বণিক। সায়ণ।

১২৫ সূক্ত।

দানদেবতা। দীর্ঘতমার অপত্য কক্ষীবান্ ঋষি।

১। (স্বনয় রাজা) প্রাতঃকালে আসিয়াপ্রাতঃকালেই রত্ন আনিয়া রাখিলেন। (কক্ষীবান্) চেতনা পাইয়া রত্ন গ্রহণ করিয়া স্থাপন করিলেন সুবীর (দীর্ঘতমা) সেই রত্নদ্বারা প্রজাও আয়ুবর্দ্ধন করিয়া ধনবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন(১)।

২। তাঁহার অনেক গোধন হউক। ... বহু সুবর্ণবান্ ও বহু অশ্ববান্ হউন। ইন্দ্র তাঁহাকে প্রভূত অন্ন প্রদা... ...ন। লোকে যেমন বন্ধন রজ্জু দ্বারা পশুপক্ষ্যাদি বদ্ধ করে তিনি... ...প প্রাতঃকালে আসিয়া পদব্রজে আগমনকারীকে ধনদ্বারা আ... বি... ...ন।

৩। আমি যজ্ঞের ত্রাতা শোভন ক... । ব... দেখিবার ইচ্ছা করিয়া) সমৃদ্ধরথে আরোহণ করতঃ অদ্য উপস্থিত ... দীপ্তিশালী মাদক সোমের অভিষুত রস পান কর। বহু বীরপু... ...কে প্রিয় ও সত্য-...ক্যদ্বারা সমৃদ্ধ কর।

৪। প্রক্রান্ত পয়োধারা, সুখপ্রদা ধেনুগণ য... এবং যজ্ঞ সংকল্প-কারীর নিকটে গিয়া দুগ্ধ প্রদান করিতেছে। ...দ্ধির হেতুভূত ঘৃত-ধারা, তর্পণকারী ও হিতকারী পুরুষের নিকট চারি...ক হইতে উপস্থিত হইতেছে।

৫। যে ব্যক্তি (দেবতাদিগকে) প্রীত করে সে স্বর্গের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করে, এবং দেবতাদিগের মধ্যে গমন করে। স্যন্দনশীল জল

---

(১) কক্ষীবান্, অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে গমনকালে পথপার্শ্বে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। স্বনয় রাজা অনুচরবর্গের সহিত তথায় আসিয়া কক্ষীবানের রূপ দেখিয়া তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন এবং আপন দশ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে ১০০ নিষ্ক সুবর্ণ, ১০০ অশ্ব, ১০০ বৃষ, ১০৬০ গাভী ও ১১ রথ প্রদান করিলেন। কক্ষীবান্ গৃহে আসিয়া এই অর্থ সমুদয় পিতাকে অর্পণ করিলেন। সায়ণ। অতএব স্বনয় রাজার দানই এই সূক্তের দেবতা, অর্থাৎ সেই দান সম্বন্ধে এই সূক্ত রচিত হইয়াছে।

তাহার নিকট তেজোবিশিষ্ট সার প্রদান করে। (ভূমিও) শস্যাদি ফল সম্পাদনক্ষম হইয়া তাহার সন্তোষ সাধন করে।

৬। যে ব্যক্তি দক্ষিণা প্রদান করে, এই বিচিত্র (বস্তু সকল) তাহারই হয়। দক্ষিণাপ্রদাতার জন্য দ্যুলোকে সূর্য্য (বিদ্যমান রহিয়াছে)। দক্ষিণা প্রদাতৃগণই জরা মরণ রহিত স্থান প্রাপ্ত হয়। দক্ষিণা প্রদাতৃগণ দীর্ঘ আয়ু লাভ করে।

৭। যাহারা দেবতাদিগকে প্রীত করে, তাহারা দুঃখ এবং পাপ-প্রাপ্ত হয় না। শোভন [illegible] স্তোতৃগণও জরাগ্রস্ত হয় না। দেবতা-দিগের প্রীতিপ্রদ ও স্তুতি [illegible] ভিন্ন অন্য লোককে পাপ আশ্রয় করুক। যাহারা দেবতাদিগকে [illegible] করে শোক তাহাদিগকে প্রাপ্ত হউক।

[illegible]

১ হইতে [illegible] ঋষি, রাজা ভাবয়ব্যের উপলক্ষে।
৬ ঋক [illegible] ঋষি, তাঁহার স্ত্রী লোমশার উপলক্ষে।
৭ ঋক [illegible] ঋষি, তাঁহার স্বামীর উপলক্ষে।

১। সিন্ধুনি[illegible] ভাবয়ব্যের জন্য(১) নিজ বুদ্ধিবলে বহুসংখ্যক স্তোম সম্পাদন ক[illegible] হিংসারহিত রাজা, কীর্ত্তিলাভ কামনায়, আমার জন্য সহস্র সোম য[illegible]র অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

২। অসুর র[illegible] (গ্রহণের জন্য) আমাকে যাচ্ঞা করিবামাত্র আমি কক্ষীবান্ তাঁহার [illegible]ট শত নিষ্ক,(২) শত লক্ষণযুক্ত অশ্ব, ও শত বলীবর্দ্দ গ্রহণ করিলাম। [illegible]জা স্বর্গলোকে শাশ্বতী কীর্ত্তি বিস্তার করিবেন।

৩। স্বনয় কর্তৃক প্রদত্ত শ্যাববর্ণ অশ্বযুক্ত বধূসমন্বিত দশখানি রথ আমার নিকট উপস্থিত হইল। এক সহস্র ষষ্টিসংখ্যক গাভী উপস্থিত

(১) তৎপুত্রস্য স্বনয়স্য [illegible]। সায়ণ। মূলে "সিন্ধাব অধি" আছে। "Either the river Indus [illegible] the seashore."—*Wilson.*

(২) মূলে "নিষ্ক" শব্দ আছে। সায়ণ তাহার দুই অর্থ করিয়াছেন। (১) আভরণ (২) সুবর্ণ।

হইল। কক্ষীবান্ গ্রহণ করিয়া পর দিনেই তাহা (আপনার পিতাকে) দান করিলেন।

৪। গো সহস্রের সম্মুখে দশখানি রথের চত্বারিংশৎ শোণঘোটক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিল। কক্ষীবানের অনুচরেরা ঘাসাদি খাদ্য সংগ্রহ করতঃ মদস্রাবী সুবর্ণময় আভরণ বিশিষ্ট সতত গতিশীল অশ্বদিগকে মার্জ্জন করিতে লাগিল।

৫। হে বন্ধুগণ! পূর্ব্বের (দান) ধারণ [illegible] তোমাদিগের জন্য ত্রি ও অষ্ট (অর্থাৎ একাদশ) সংযুক্ত [illegible] গ্রহণ করিয়াছি। এবং বহুমূল্য গো গ্রহণ করিয়াছি। প্রজাসমূহের [illegible] (পরস্পর অনুরাগবিশিষ্ট হইয়া) পজ্রগণ (অর্থাৎ আঙ্গিরাগণ) শক [illegible] হইয়া কীর্ত্তিলাভের চেষ্টা করুক।

৬। এই সম্ভোগযোগ্যা রমণী [illegible] আলিঙ্গিতা হইয়া সূতবৎসা নকুলীর ন্যায় চিরকাল রমণ করে। ব[illegible] তাধুক্তা হইয়া রমণী আমাকে শতবার ভোগ প্রদান করিতেছে।

৭। নিকটে আসিয়া বিশেষরূপে স্পর্শ কর [illegible] মার অঙ্গে লোম অল্প মনে করিও না, আমি গান্ধার দেশীয় মে[illegible]র লোমপূর্ণা ও পূর্ণাবয়বা (৩)।

---

১২৭ সূক্ত।

অগ্নিদেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। কৃতবিদ্য বিপ্রের ন্যায় প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, বলের পুত্রস্বরূপ, সকলের নিবাস ভূমিস্বরূপ, এবং অত্যন্ত দানশীল অগ্নিকে আমি হোতা বলিয়া

---

(৩) "যদ্বা গান্ধারীণাং গর্ভধারিণীনাং স্ত্রীণাং অবিকা অত্যর্থং ভর্গয়ুক্তা যোনিরিব। তাসাং আপ্রসবং রোমাদি কর্ত্তনস্য শাস্ত্রে নিষিদ্ধত্বাৎ যোনিঃ রোমশা ভবতি।" সায়ণ। এ গান্ধাধার দেশীয় লোমপূর্ণ মেষ কি? কাশ্মীর দেশীয় যে প্রসিদ্ধ ছাগের লোমে শাল প্রস্তুত হয়, একি সেই ছাগ জাতি, বা সেইরূপ কোনও জাতি মেষ?

সম্মান করি। যজ্ঞনির্ব্বাহকারী অগ্নি উৎকৃষ্ট দেব পূজা সমর্থ হইয়া, চতুর্দ্দিকে প্রসৃত ঘৃতের দীপ্তি অনুসরণ করিয়া, নিজ শিখাদ্বারা তাহা প্রার্থনা করিতেছেন।

২। হে মেধাবী শুভ্রদীপ্তি অগ্নি! আমরা যজমান, আমরা মনুষ্যদিগের উপকারার্থ মনন সাধন, অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ মন্ত্রদ্বারা আঙ্গিরাগণের জ্যেষ্ঠস্বরূপ তোমাকে আহ্বান করি। সর্ব্বতোগামী সূর্য্যের ন্যায় তুমি যজমানদিগের জন্য দেবতাদিগকে আহ্বান করিয়া থাক। তুমি কেশবৎ আযত জ্বালাবিশিষ্ট ও[illegible]র্গী। যজমানগণ অভিমত ফলপ্রাপ্তির জন্য তোমাকে প্রীত করুন[illegible]

৩। অগ্নি বিশেষ [illegible] বিশিষ্ট জ্বালাদ্বারা বিশেষরূপে দীপ্যমান; তিনি বিদ্রোহীদিগের ছে[illegible] পরশুর ন্যায় বিনাশে অমোঘ; তাঁহার সহিত মিলিত হইলে দৃ[illegible] বস্তু ও জলের ন্যায় শীর্ণ হয়। শত্রু পরাভবকারী ধনুর্দ্ধর যে[illegible]প পলায়ন করে না, অগ্নিও সেইরূপ (শত্রুদিগের) অভিভব কার্য্য হই[illegible]রত হয়েন না।

৪। যেমন [illegible]ন ব্যক্তিকে অর্থদান করা যায়, সেইরূপ অগ্নিকে সারবান্ (হব্য) [illegible]ক্রমে প্রদান করিতেছে। অগ্নি তেজোযুক্ত যজ্ঞাদিদ্বারা আমাদিগের [illegible]দ্ধি (স্বর্গাদি) প্রদান করেন। যজমানগণও রক্ষার্থে অগ্নিকে (হব্য) প্রদা[illegible]র করেন। অগ্নি (যজমানদত্ত হব্যে) প্রবেশ করিয়া শিখাদ্বারা উহা ব[illegible]র ন্যায় দহন করেন। অগ্নি কঠিন অন্নাদি নিজশিখাদ্বারা পাক করেন এবং তেজোদ্বারা স্থির দ্রব্য বিনষ্ট করেন।

৫। অগ্নি রাত্রিকালে দিবস হইতেও অধিক দর্শনীয়; অগ্নি দিবসে সম্যক আয়ু শূন্য; আমরা অগ্নির উদ্দেশে বেদিসমীপে হব্য দান করি। (পিতার নিকট) পুত্র যেমন দৃঢ় ও সুখসাধন গৃহ লাভ করে সেইরূপ অগ্নিও অন্ন গ্রহণ করেন। অগ্নি ভক্ত ও অভক্ত বুঝিয়াও উভয়কেই রক্ষা করেন। অগ্নি হব্য ভক্ষণ করিয়া অজর হয়েন।

৬। স্তুত্য অগ্নি মরুৎ বলের ন্যায় প্রভূত ধ্বনিযুক্ত। কর্ম্মবিশিষ্ট উর্ব্বরা ভূমিতে অগ্নির যাগ করা উচিত, সৈন্য (বিজয়ের) জন্য অগ্নির যাগ

করা উচিত। অগ্নি হব্য ভক্ষণ করেন; অগ্নি সর্ব্বত্র দানশীল ও যজ্ঞের কেতু-স্বরূপ, এবং সর্ব্বত্র পূজনীয়। যজমানদিগের হর্ষদায়ী ও হর্ষযুক্ত অগ্নির পথ নির্ভয় রাজপথের ন্যায় সুখপ্রাপ্তির জন্য সকল মনুষ্য সেবা করে।

৭। উভয় প্রকার(১) অগ্নির গুণকীর্ত্তনকারী, দীপ্তিশালী, নমস্কার কুশল, ও হব্যদাতা ভৃগু গোত্রোৎপন্ন (মহর্ষি) গণ হবির্দানার্থ (অরণি দ্বারা) অগ্নিমন্থন করিতেছেন এবং স্তব করিতেছেন। প্রদীপ্ত অগ্নি সমস্ত ধনের অধীশ্বর। অগ্নি যজ্ঞবান্, এবং পর্য্যাপ্তরূপে প্রিয়হব্য ভোগ করেন, তিনি মেধাবী এবং (অন্য দেবতা দিগেরও) ভাগ দেন।

৮। সমস্ত যজমানের রক্ষক, এবং সমস্ত লোকের গৃহ পালক, অবিসংবাদি ফলবিশিষ্ট, স্তুতির বাহক এবং অতিথিবৎ মনুষ্যদিগের পূজনীয় অগ্নিকে ভোগের জন্য আমরা আহ্বান করি। পুত্রগণ যেমন পিতার নিকট গমন করে, সেইরূপ এই সমস্ত দেব... হব্যের উদ্দেশে অগ্নির নিকট আগমন করেন, ঋত্বিক্‌গণও দেবগণের যা...কালে অগ্নিকে হব্য প্রদান করেন।

৯। ধন যেমন দেবযজ্ঞার্থে উৎপন্ন হয় ...প হে অগ্নি! তুমিও দেবযজ্ঞার্থে উৎপন্ন হও। তুমি নিজবলে শত্রু... অভিভবিতা এবং অত্যন্ত তেজস্বী। তোমার আনন্দ অত্যন্ত বল... তোমার ক্রতু অত্যন্ত যশঃপ্রদ। হে অজর, হে ভক্তগণের জরানিব... অগ্নি! এই জন্যই যজমানেরা দূতের ন্যায় তোমার পরিচর্য্যা করে।

১০। (হে স্তোতৃগণ!) যেহেতু হবিষ্মান্ ...মান এই অগ্নির উদ্দেশে সমস্ত বেদি ভূমিতে বার বার গমন করিতেছেন অতএব তোমাদের স্তোত্র সেই পূজ্য, শত্রুপরাভবকারী, প্রাতঃকালে জাগরণশীল, এবং পশুপ্রদ অগ্নির (প্রীতি উৎপাদনে) সমর্থ হউক। ধনবানের নিকট বন্দী যেমন স্তব করে, সেই রূপ হোতা অগ্রে দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অগ্নিকে স্তব করেন।

(১) মূলে "দ্বিতা" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "শ্রৌত স্মার্ত্ত ভেদেন দ্বিবিধং আপনং। যদ্বা উপলক্ষণমেতৎ। আহবনীয়াদি রূপেণ নানাবিধং। যদ্বা দ্বিতা দ্বিবিধায়ৈহিকামুষ্মিক ফলায় উভয়ায়।"

হে অগ্নি! যদিও তোমাকে নিকটে দীপ্তরূপে দেখিতে পাই, তথাপি তুমি দেবতাদিগের সহিত আহার কর। তুমি শোভন অন্তঃকরণে তোমার অধীনের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া পুজনীয় ধন আহরণ কর। হে বলবান্ অগ্নি! আমাদের জন্য প্রভুত অন্ন প্রদান কর, যেন পৃথিবী দর্শন ও ভোগ করিতে পারি। হে মঘবন্ অগ্নি! স্তোতৃদিগের জন্য সুবীর্য্যবৎ ধন প্রদান কর। প্রভুত বলবিশিষ্ট হইয়া ক্রুর ব্যক্তি যেরূপ শত্রু নাশ করে, সেইরূপ আমাদের শত্রু বিনাশ কর।

আ... সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। দি...াসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। দেবতাদিগের ...হোতা এবং অত্যন্ত যাগশীল এই অগ্নি ফলপ্রার্থীদিগের ব্রত ... আপনার ব্রত (হবির্ভোজন) উদ্দেশে মনুষ্য হইতেই উৎপন্ন হয়েন। ...মস্ত বিষয় কর্ম্মবান্ অগ্নি বন্ধুকামী ও অন্নাভীলাষী (যজমানের) ...নীয়। ভূমিপদে সারভূত বেদিতে, ইলস্পদ প্রদেশে(১) অহিংসি... ...গ্রামনিষ্পাদক, ঋত্বিগ্বেষ্টিত, অগ্নি উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

২। আমরা ...র সুষ্ঠান ও আজ্যাদিবিশিষ্ট নমস্কারোপলক্ষিত স্তোত্রদ্বারা বহু হব্য...বিশিষ্ট এবং দেবযজ্ঞে যজ্ঞসাধক অগ্নিকে পরিতোষপূর্ব্বক সেবা করি। সেই অগ্নি আমাদের (হব্যরূপ) অন্ন গ্রহণের জন্য শ্রমবান্ হইয়া নাশপ্রাপ্ত হইবেন না। মাতরিশ্বা মনুর জন্য দূর হইতে

---

(১) মূলে "নিষত্তং ইলস্পদে পরিবীত ইলস্পদে" আছে। সায়ণ প্রথম "ইলস্পদে" অর্থ "ভূম্যাঃ পদে" করিয়াছেন, এবং দ্বিতীয় "ইলস্পদে" অর্থ করিয়াছেন "ইডা দেবতায়াঃ মনোপুত্র্যাঃ গোরূপায়াঃ . . . পদে পদন্যাস প্রদেশে।" গোরূপা মনুকন্যা ইলা যজ্ঞের প্রথম প্রণয়ন করিয়াছিলেন এরূপ পৌরাণিক কথা আছে, কিন্তু বেদের ইলা সম্বন্ধে ৩১ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ। La... ইলস্পদে অর্থে কেবল যজ্ঞ স্থান করিয়াছেন। "Foyer du sacrifi...

অগ্নিকে আনিয়া দীপ্ত করিয়াছিলেন,(২) (সেইরূপ) দূর হইতে (আমা-দের যজ্ঞশালায় তিনি আইসুন।)

৩। সর্ব্বদা গীয়মান, হবিষ্মান্, অভীষ্টবর্ষী ও সামর্থবান্ অগ্নি শব্দ করিয়া গমন করত সদা পার্থিব (বেদির) চতুর্দ্দিকে শব্দ করিয়া আগমন করিতেছেন। অগ্নিদেব স্তোত্র গ্রহণ করিয়া অশ্বস্থানীয় শিখাদ্বারা চতুর্দ্দিকে প্রকাশমান হইতেছেন। সমুচ্ছ্রিত স্থানীয় অগ্নি উৎকৃষ্ট যজ্ঞে সদা (আগমন করেন)।

৪। শোভনকর্ম্মা ও পুরোহিত দিগের প্রতি যজমানগৃহে আশরহিত যজ্ঞ জানিতে পারেন; তিনি ক্রতুদ্বারা [illegible] জানিতে পারেন। তিনি কর্ম্মদ্বারা বিবিধ ফলদাতা হইয়া (যজমান[illegible]) [illegible] ইচ্ছা করেন। তিনি হব্যঃ প্রভৃতি স্পর্শ করেন কেন না তিনি [illegible]ক অতিথিরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। অগ্নি প্রবৃদ্ধ হইলে হব্যদাতা বি[illegible] ফলপ্রাপ্ত হয়েন।

৫। মরুৎগণ যেরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য মিশ্রিত [illegible]রেন, এই অগ্নিকে যেরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য দেওয়া যায়, সেইরূপ (যজমানগণ) [illegible]রা অগ্নির প্রবল শিখাতে তৃপ্তির জন্য ভক্ষ্যদ্রব্য মিশ্রিত করে। যজ[illegible] নিজ ধন অনুসারে হব্যদান করে। পাপ আমাদিগকে হরণ করিতে[illegible] অগ্নি আমাদিগকে হরণকারী দুঃখ ও হিংসক পাপ হইতে রক্ষা করুন।

৬। বিশ্বাত্মক মহান্ ও বিরামরহিত অগ্নি সূ[illegible]র ন্যায় দক্ষিণ হস্তে ধন ধারণ করেন(৩), তাঁহার সে হস্ত (যজ্ঞকারীর জন্য) শ্লথ হয়। কেবল হবিঃপ্রাপ্তির আশায় অগ্নি তাহা ত্যাগ করেন না। হে অগ্নি! সমস্ত হবিষ্কামী দেবতাদিগের জন্য তুমি হব্য বহন কর। অগ্নি সমস্ত সৎকার্য্য-কারীর জন্য বরণীয় ধন প্রদান করেন ও (স্বর্গের) দ্বার উন্মুক্ত করেন।

* (২) মাতরিশ্বা ভৃগুদিগের জন্য অগ্নিকে আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা ৬০ সূক্তের ১ ঋকে ও তাহার দ্বিতীয় টীকায় দেখ। আবার এস্থলে আমরা দেখিতেছি যে মাতরিশ্বা মনুর জন্য অগ্নি আনিয়া ছিলেন। বস্তুতঃ ভৃগু, মনু, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ ভারতবর্ষে অগ্নি পূজা বিশেষরূপে প্রচার করিয়া ছিলেন তাহা এই সকল ঋক্ হইতে প্রতীয়মান হইতেছে। ৭১ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ।

(৩) সূর্য্য হস্তে ধন ধারণ করেন সে বিষয়ে ২২ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখ।

৭। মনুষ্যের পাপ নিমিত্তক যজ্ঞে অগ্নি বিশেষ হিতকারী। অগ্নি যজ্ঞস্থলে জয়শীল রাজার ন্যায় মনুষ্যের পালক ও প্রিয়। অগ্নি যজমানগণের বেদিতে সম্পাদিত হব্যের উদ্দেশে আগমন করেন। অগ্নি আমাদিগকে হিংসক বরুণের ভয় হইতে, সেই মহৎ দেবের হিংসা হইতে উদ্ধার করেন(৪)।

৮। ধনধারক, সকলের প্রিয়, সুবুদ্ধিদাতা ও বিরামরহিত অগ্নিকে ঋত্বিকগণ স্তব করিতেছে ও তাঁ[illegible] সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে; হব্যবাহী, প্রাণীদিগের জীবনস্বরূপ, [illegible] প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, দেবতাদিগের আহ্বানকর্ত্তা, যজনীয় ও মেধাবী [illegible]ক তাহারা সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে। ঋত্বিকগণ অর্থকামী হই[illegible] [illegible]গ্নিকে হব্যরূপ অন্ন দিবার কামনা করতঃ আশ্রয়লাভার্থ রমণীয় ও [illegible]রী অগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়াছে।

অ[illegible] ১২৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দে[illegible] দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেদ ঋষি।

১। হে হর্য[illegible] [illegible]গামী ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞলাভের জন্য রথে আরোহণ করিয়া যে প্রভূত [illegible] পন্ন যজমানের নিকট গমন কর, এবং যাহাকে ধন ও বিদ্যায় উন্নত [illegible]র, তাহাকে তৎক্ষণাৎ সকল মনোরথ এবং হব্যবিশিষ্ট করিয়া দাও। হে হর্ষযুক্ত ইন্দ্র! আমরা মেধাগণের মধ্যেও মেধা; আমরা স্তুতি করি [illegible]মি ত্বরান্বিত হইয়া আমাদের স্তুতি ও হব্য [illegible] কর।

২। হে ই[illegible] সেই তুমি যুদ্ধের নেতা; তুমি মরুৎগণের [illegible]! প্রধান প্রধান যুদ্ধে স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক শত্রুসংহারে সমর্থ; তুমি শূরগণের সহিত স্বয়ং (সংগ্রাম সুখ) অনুভব কর। ঋত্বিকগণ স্তব করিলে তুমি তাহাদিগকে অন্ন প্রদান কর; আমাদিগের স্তুতিশ্রবণ কর। অভ্যর্থনা সমর্থ ঋত্বিকগণ গমনশীল অন্নবান্ ইন্দ্রকে অশ্বের ন্যায় সেবা করে।

---

(৪) মূলে আছে "অবঃ ক্লাদতে বরুণস্য ধূর্ত্তেঃ মহো দেবস্য ধূর্ত্তেঃ।" সায়ণ "বরুণস্য" অর্থ করিয়াছেন "বারকস্য" অর্থাৎ যে যজ্ঞকার্য্যে বাধা দেয়। "মহা বরুণস্য পাপ দেবস্য।" সায়ণ।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুক্ষয়কারক; বৃষ্টি পূর্ণ ভুকুরূপ মেঘকে ভেদ করিয়া জল সেচন কর; এবং মর্ত্ত্যের ন্যায় গমনশীল (মেঘকে) ধরিয়া বৃষ্টি শূন্য করিয়া ছাড়িয়া দাও। হে ইন্দ্র! তোমার এই কার্য্য আমরা তোমার নিকট, দ্যুর নিকট, যশোযুক্ত রুদ্রের নিকট, ও প্রজাদিগের সুখদায়ী মিত্র ও বরুণের নিকট বলিব।

৪। (হে ঋত্বিক্‌গণ!) আমাদিগের যজ্ঞে ইন্দ্রকে কামনা করি। ইন্দ্র আমাদিগের সখা, সর্ব্বযজ্ঞগামী, শত্রুদিগের অভিভবকারী, এবং আমাদিগের সহায়ভূত; তিনি যজ্ঞবিঘ্নকারীদিগের পরাভব করেন, এবং মরুৎগণের সহিত মিলিত। হে ইন্দ্র! তু[illegible] আমাদের পালনার্থ আমাদের (কর্ম্ম) রক্ষা কর। সংগ্রামে শত্রু তোমার [illegible]দ্ধে দাঁড়াইতে পারে না। তুমিই সমস্ত শত্রুকে নিবারণ কর।

৫। হে উগ্র ইন্দ্র! (তোমার [illegible]নের বিরুদ্ধকারীকে উগ্র রক্ষণকার্য্যরূপ তেজোময় উপায় সমূহদ্বা[illegible]ত করিয়া দেও। তুমি পূর্ব্বকালে যেরূপ (আমাদিগর পূর্ব্বপুরু[illegible]থ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিলে) আমাদিগকেও সেইরূপ লই[illegible] তোমাকে লোকে নিষ্পাপ বলিয়া জানে। হে ইন্দ্র! তুমি জগদ্ধি[illegible]য়া মনুষ্যের সমস্ত পাপ দূর কর। আমাদিগের অভিমুখে যজ্ঞ [illegible]হন করিয়া অনিষ্ট বিনাশ কর।

৬। ভবনশীল ইন্দুর জন্য(১) আমরা এই [illegible]ত্র পাঠ করি, ইন্দ্র আগ্রহ সহকারে আমাদিগের কর্ম্মের উদ্দেশে, রক্ষো[illegible]ঘাতী আহ্বানযোগ্য (ইন্দ্রের) ন্যায়, আগমন করিতেছেন। তিনি নিশ্চিত আমাদের নিন্দাকারী দুর্ম্মতির বধের উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিবেন। চোর যেন অত্যন্ত নিকৃষ্টভাবে ক্ষুদ্র জলের ন্যায় অধঃপতিত হয়।

৭। হে ইন্দ্র! স্তোত্রদ্বারা তোমার গুণকীর্ত্তন করিয়া তোমাকে ভজনা করি। হে ধনবান্ ইন্দ্র! আমরা সামর্থদায়ী, রমণীয়, নিত্য

(১) সায়ণ "ইন্দু" শব্দের চন্দ্র অর্থ করিয়াছেন। Wilson ও Langlois সোমরস অর্থ করিয়াছেন।

পুত্রভৃত্যাদিবিশিষ্ট ধন উপভোগ করিব। হে ইন্দ্র! তোমার মহিমা দুর্জ্ঞেয়; আমরা যেন উত্তম স্তোত্র ও অন্নপ্রাপ্ত হই। আমরা যেন যাগনিষ্পাদক ইন্দ্রকে অবিসংবাদী ও হ্যমহূতি(২) অন্নবিশিষ্ট আহ্বানদ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারি।

৮। হে ঋত্বিকগণ! তোমাদিগের ও আমাদিগের জন্য ইন্দ্র যশস্কর আশ্রয়দান দ্বারা দুর্মতিদিগের বিনাশ কর (সংগ্রামে) প্রবৃদ্ধ হয়েন, এবং দুর্মতিদিগকে বিদীর্ণ করেন। আমাদেরভক্ষক (শত্রুরা) আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের নাশের জন্য যে বেগবতী সেনা পাঠাইয়াছিল সে সেনা স্বয়ং হত হইয়াছে (আমাদের নিকটও) আসে না, শত্রুদের নিকটও আসে না।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি ... পাপরহিত পথে, প্রচুর ধন লইয়া আমাদের নিকট আইস ... ন্দ্র! তুমি দূরদেশ হইতে ও নিকট হইতে আসিয়া আমাদের সহিত ... ও। তুমি দূরদেশ হইতে ও নিকট হইতে যাগ নির্ব্বাহের অভি... দিগকে রক্ষা কর। যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া সর্ব্বথা আমাদিগকে ... ।

১০। হে ইন্দ্র ... ধনে আমাদের আপদ উদ্ধার হয় সেই ধনদ্বারা (আমাদের উদ্ধার ক... তুমি উগ্ররূপী। মিত্রের যেরূপ মহিমা, আমাদিগের রক্ষার জন্য তো...রও সেইরূপ মহিমা হউক। হে বলবত্তম, অস্মৎপালক, ত্রাতা, মরণ... ইন্দ্র! তুমি যে কোন রথে চড়িয়া (আইস)। হে শত্রুভক্ষক! আ... ভিন্ন অন্য সকলকেই বাধা দেও। হে শত্রুভক্ষক! অত্যন্ত কুৎসিত শত্রু... বাধা দেও।

১১। হে শোভনস্তুতিবিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি দুঃখ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। যেহেতু তুমি সর্ব্বদা দুর্মতিদিগকে অবনত কর। তুমি (আমাদের স্তুতিতে) হৃষ্ট হইয়া যজ্ঞ বিঘ্নকারীদিগের দমন কর। তুমি পাপরাক্ষসের হন্তা এবং মৎসদৃশ মেধাবীগণের রক্ষক। হে জগন্নিবাস ইন্দ্র!

---

(২) হ্যমহূতি শব্দে আহ্বান বিশেষ বুঝায়।

জনিতা এই হেতু তোমাকে উৎপন্ন করিয়াছেন(৩)। হে বাসপ্রদ! রাক্ষস-নাশের জন্য তোমার উৎপত্তি হইয়াছে।

---

১৩০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! ঋত্বিগ্‌গণের পতি (যজমান) যেরূপ যজ্ঞশালায় আসেন এবং নক্ষত্রদিগের পতি (চন্দ্র) যেরূপ অস্তাচলে গমন করেন(১) তুমি সেইরূপ পুরোবর্ত্তী সোমের ন্যায় স্বর্গ হইতে আমাদিগের নিকট আগমন কর। আমরা অন্নবিশিষ্ট [illegible] যেমন অন্নভক্ষণের জন্য পিতাকে আহ্বান করে, সেইরূপ তোমার [illegible] সোমাভিষবে আহ্বান করিতেছি। আমরা ঋত্বিগ্‌গণের সহিত হব্য[illegible]ের জন্য মহত্তম ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি।

২। রমণীয় গতি বৃষভ তৃষার্ত্ত হইয়া যেমন [illegible]দক পান করে, হে রমণীয়গতি ইন্দ্র! তৃপ্তি ও বিক্রম ও মহত্ত্ব ও [illegible]ন্দোৎপত্তির জন্য [illegible] প্রস্তরদ্বারা অভিষুত ও দশাপবিত্রদ্বারা শোধি[illegible] [illegible]স সেইরূপ পান [illegible]। হরিৎগণ যেরূপ সূর্য্যকে আনয়ন করে, [illegible] অশ্বগণ সেইরূপ [illegible]তিদিবস তোমাকে আনয়ন করুক।

৩। পক্ষীগণ যেরূপ (দুর্গম স্থানে শাবক র[illegible] করিয়া) তাহা প্রাপ্ত [illegible], সেইরূপ ইন্দ্র অতি গোপনীয় স্থানে স্থাপিত এ[illegible] অনন্ত ও অতিমহান্ প্রস্তর রাশিতে পরিবেষ্টিত সোমরস স্বর্গ হইতে লাভ করিলেন। অঙ্গিরাগণের অগ্রগণ্য বজ্রধারী ইন্দ্র সোমপানের অভিলাষে পূর্ব্বে যেরূপ

---

(৩) মূলে "ত্বা জনিতাজীজনৎ বসো" আছে। অর্থ, হে বসু, জনিতা তোমাকে জন্ম দিয়াছেন। সে জনিতা কে? ৪র্থ মণ্ডলের ১৭ সূক্তের ৪ ঋকে আছে "দ্যৌঃ ইন্দ্রস্য কর্ত্তা।" ঋগ্বেদের অন্যান্য স্থানেও এইরূপ আছে। সায়ণ "জনিতা" অর্থ করিয়াছেন "সর্ব্বস্য আদিকর্ত্তা পরমেশ্বরঃ।"

---

(১) মূলে "সৎপতিঃ" শব্দ দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। সায়ণ উহার এক অর্থ যজমান এবং অন্য অর্থ চন্দ্র করিয়াছেন।

সোমরসকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ সোমরস প্রাপ্ত হইলেন। ইন্দ্র, চতুর্দ্দিকে মেঘাবৃত ও অন্নের হেতুভূত (উদকের) দ্বারসকল উদ্ঘাটন করতঃ (পৃথিবীতে) চতুর্দ্দিকে অন্ন বিস্তার করিলেন।

৪। ইন্দ্র বাহুদ্বয়ে দৃঢ়রূপে বজ্রধারণ করিয়া শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করিবার জন্য উহা তীক্ষ্ণ হইলেও, (মন্ত্র সংস্কারদ্বারা) জলকে যেমন তীক্ষ্ণ করে, সেইরূপ আরও তীক্ষ্ণ করিতেছেন, বৃত্রকে নাশ করিবার জন্য আরও তীক্ষ্ণ করিতেছেন। হে ইন্দ্র! বৃক্ষচ্ছেদক যেরূপ বনবৃক্ষকে (ছেদন করে) সেইরূপ তুমি আপন শক্তি ও তেজ ও শরীর বলে বর্দ্ধিত হইয়া (আমাদিগের শত্রুদিগকে) ছেদন করিতেছ, যেন পরশুদ্বারা ছেদন করিতেছ।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি ... ভিমুখে গমন করিবার জন্য নদীদিগকে (গমনশীল) রথের ন্যা... সে সৃজন করিয়াছ। সংগ্রামকামীগণ যেরূপ রথ সৃজন করে ... তুমিও করিয়াছ)। মনুর জন্য ধেনুগণ যেমন সর্ব্বার্থপ্রদ হয় এবং সম... যোর জন্য ধেনুগণ যেরূপ সর্ব্ব ক্ষীরপ্রদ হয় সেইরূপ অস্মদাভি... নদী সকল একই প্রয়োজনে জল সংগ্রহ করে।

৬। কর্ম্মকুশ... ধীরব্যক্তি যেরূপ রথ নির্ম্মাণ করে সেইরূপ ধনাভিলাষী মনুষ্য ... এই স্তুতি সম্পাদন করিয়াছে। তাহারা আপন মঙ্গলের জন্য তোম... গীত করিয়াছে। (লোকে যেরূপ) দিগ্বিজয়ীকে প্রশংসা করে, হে মে... দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্র! তাহারা সেইরূপ তোমার প্রশংসা করিয়াছে। (যুদ্ধে যে...ন) অশ্বের প্রশংসা হয়, সেইরূপ বল, ধনরক্ষা ও সমস্ত মঙ্গল লাভের ... তোমার প্রশংসা হয়।

৭। হে (যুদ্ধকালে) নৃত্যকারী ইন্দ্র! তুমি হবিঃপ্রদাতা অভীষ্টপূরক(২) দিবোদাস রাজার জন্য নবতী সংখ্যক নগরী নষ্ট করিয়াছিলেন।

(২) Wilson পুরু ও অতিথিগ্বা এই দুইটী কথাকে ব্যক্তি বিশেষের নাম বলিয়া মনে করিয়াছেন, কিন্তু সায়ণাচার্য্য, "পুরু" শব্দের অর্থ অভিমতসাধক এবং "অতিথিগ্বা" শব্দের অর্থ অতিথির প্রতি গমনকারী করিয়াছেন। ৫১ সূক্তের ৬ ঋকের টীকায় এবং ১১২ সূক্তের ১৪ ঋকের টীকায় পাঠক দেখিবেন যে "অতিথিগ্ব" (অর্থাৎ অতিথি বৎসল) শব্দটী দিবোদাসের একটী নামান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ এই সূক্তের রচয়িতা, অতএব দিবোদাসের বিষয় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

হে নৃত্যশীল ইন্দ্র! বজ্র দ্বারা নষ্ট করিয়াছিলে। হে উগ্র ইন্দ্র! তুমি অতিথি সেবক দিবোদাস রাজার জন্য পর্বত হইতে শম্বরকে নিম্নে নিক্ষেপ করিয়াছিলে, এবং রাজা দিবোদাসকে স্বীয় শক্তিদ্বারা অগাধ ধনদান করিয়াছিলে, এমন কি সমস্ত ধনদান করিয়াছিলে।

৮। ইন্দ্র যুদ্ধে আর্য্য যজমানকে রক্ষা করেন। অসংখ্যবার রক্ষাকারী ইন্দ্র সমস্ত যুদ্ধে তাহাকে রক্ষা করেন। সুখপ্রদ সংগ্রামে তাহাকে রক্ষা করেন। ইন্দ্র মনুষ্যের জন্য ব্রতরহিত ব্যক্তিদিগকে শাসন করেন। তিনি (কৃষ্ণের) কৃষ্ণত্বক উন্মোচন করিয়া তাহাকে বধ করেন(৩)। তিনি উহাকে ভস্মীভূত করেন। তিনি সমস্ত হিংসকদিগকে দগ্ধ করেন। এবং সমস্ত নিষ্ঠুর ব্যক্তিদিগকে দগ্ধ করেন।

৯। ইন্দ্র সূর্য্যের রথচক্র গ্রহণ [illegible] তাহার [illegible]র শরীরে বলবৃদ্ধি হইল, তিনি সেই চক্র নিক্ষেপ করিলেন(৪) [illegible] (সুখ[illegible]) [illegible]কণবর্ণরূপ ধারণ করিয়া শক্রদিগের নিকট গমন করতঃ তাহাদের [illegible] বি[illegible]ণ করিলেন, ঈশান ইন্দ্র তাহাদিগের বাক্য হরণ করিলেন। হে কবি [illegible] তুমি উশনার রক্ষার্থে যেরূপ দূরবর্ত্তী স্বর্গস্থান হইতে আসিয়াছিলে সে[illegible] আমাদিগের সমস্ত সুখসাধন ধনের সহিত (আমাদিগের) নিকট দ্রুত [illegible] আইস। তুমি অন্য অন্য লোকের নিকটও এইরূপে আসিয়া থাক। [illegible] আমাদিগের নিকট প্রত্যহই আইস।

১০। হে জলবর্ষণকারী, নগরবিদারক ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের নূতন উক্থে তুষ্ট হইয়া বিবিধ প্রকারে রক্ষা ও সুখ [illegible] করতঃ আমাদিগকে

(৩) প্রবাদ আছে যে, অংশুমতী নদীর তীরে কৃষ্ণনামে এক কৃষ্ণবর্ণ অসুর ছিল। তাহার দশসহস্র অনুচর লোকের প্রতি অত্যন্ত উৎপীড়ন করিত। বৃহস্পতি মরুৎগণের সহিত ইন্দ্রকে তাহার বধের জন্য প্রেরণ করেন, ইন্দ্র ও সানুচর কৃষ্ণাসুরকে বধ করিয়া উহাদিগকে নিরুপদ্রব করেন। সায়ণ। ১০১ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(৪) পূর্ব্বকালে কতগুলি অসুর ব্রহ্মার বরে বজ্রের অবধ্যত্ব লাভ করিয়াছিল, ইন্দ্র তাহাদিগকে সূর্য্যরথের চক্রদ্বারা নাশ করিলেন। সায়ণ। কিন্তু এটী স্পষ্টই পৌরাণিক গল্প, বৈদিক নহে। এই ঋকের আর একটী অর্থ আছে যথা— সূর্য্য (সূর্য্যরূপী ইন্দ্র) উদিত হইয়া আপন তেজোবিশিষ্ট রথ চালাইয়া দিলেন। (তাঁহার রশ্মি) অরুণ শত্রুকোলাহল থামাইয়া দিলেন। দিনপতি সমস্ত অন্ধকার নষ্ট করিলেন।

প্রতিপালন কর। আমরা দিবোদাস গোত্রোৎপন্ন, আমরা তোমায় স্তব করি, তুমি দিবসে সূর্য্যের ন্যায় প্রবৃদ্ধ হও।

---

১৩১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। মহৎ দ্যুলোক(১) স্বয়ং ইন্দ্রের নিকট নত হইয়াছে। সুবিস্তৃতা পৃথিবী বরণীয় স্তুতি দ্বারা ইন্দ্রের নিকট নত হইয়াছে। অন্নের নিমিত্ত (যজমানগণ) বরণীয় হব্যঃ দ্বারা নত হইয়াছে। সমস্ত দেবগণ একমতে ইন্দ্রকে অগ্রণী করিয়াছেন। মনুষ্যদিগের সমস্ত যজ্ঞ এবং মনুষ্যদিগের সমস্ত দানাদি ইন্দ্রের [illegible]।

২। হে ইন্দ্র! [illegible] তুমিই অভিমত ফললাভ করিবার আশায় যজমানগণ প্রত্যেক সব[illegible] [illegible]কে হব্য প্রদান করে। তুমি সকলের প্রতি একরূপ। [illegible]দী, তোমাকেই পৃথক করিয়া হব্য প্রদান করে। পার হইবার সময় [illegible] নৌকা স্থাপন করে, আমরা সেনাগণের অগ্রদেশে সেইরূপ তোমাকে [illegible] করিব। মনুষ্যগণ যজ্ঞদ্বারা ইন্দ্রকেই চিন্তা করে। মনুষ্যগণ [illegible] ইন্দ্রকে চিন্তা করে।

৩। হে ইন্দ্র! [illegible] তোমার সেবক এবং পাপদ্বেষী যজমান দম্পতী(২) তোমার তৃপ্তির অভি[illegible] বে অধিক পরিমাণ হব্যদান করতঃ তোমার উদ্দেশে বহুসংখ্যক গোধন [illegible] জন্য যজ্ঞ বিস্তার করিতেছে। তাহারা গোধন ইচ্ছা করে এবং স্বর্গগমনে উৎসুক(৩) তুমিই তাহাদিগের অভীষ্ট

---

(১) মূলে "দ্যৌঃ অসুরঃ" আছে। সায়ণ "অসুর" শব্দের অর্থ করিয়াছেন শত্রুদিগের বা পাপীদিগের ক্ষেপণকারী।

(২) ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে স্ত্রীপুরুষে একত্রে যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিতেন।

(৩) মূলে "স্বঃ যন্তা" আছে। এই সূক্তের দ্বিতীয় ঋকের টীকায় সায়ণ "স্বঃ" অর্থে "স্বর্গং সুখ বিশেষং বা" করিয়াছেন, অতএব এই তৃতীয় ঋকে "স্বঃ যন্তা" অর্থে সুখাভিলাষী অথবা স্বর্গগমনাভিলাষী হইতে পারে। আমি এই স্থানে ও অন্যান্য স্থানে "স্বঃ" অর্থে "স্বর্গ" করিয়াছি।

প্রদান কর। হে ইন্দ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী, তুমি তোমার সহজন্মা এবং চিরসহচর বজ্রকে আবিষ্কার করিয়া রহিয়াছ।

৪। হে ইন্দ্র, মনুষ্যেরা তোমার বীর্য্য জানিত! তুমি যে শত্রুদিগের শারদীপুরী(৪) সমূহ নষ্ট করিয়াছিলে, উহাদিগকে পরাজিত করিয়া নষ্ট করিয়াছিলে সে কথা মনুষ্যেরা জানিত। হে বলপতি ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞ বিঘাতী মনুষ্যকে শাসন করিয়াছিলে, তুমি সুবিস্তৃত পৃথিবী এবং জলরাশিকে জয় করিয়াছিলে, তুমি আনন্দ সহকারে জল কাড়িয়া লইয়াছিলে।

৫। হে ইন্দ্র! সোম পানে হৃষ্ট হইয়া তুমি অভীষ্টবর্ষী হও; যেহেতু তুমি যজমানদিগকে রক্ষা করিয়া থাক, ... র বন্ধুতাভিলাষী যজমানদিগকে রক্ষা করিয়া থাক; অতএব তাহারা ... মার বীর্য্য (বৃদ্ধির) জন্য পুনঃ পুনঃ হব্য প্রদান করিতেছে। তুমি যুদ্ধ (সুখ) ভোগের জন্য সিংহনাদ করিয়াছিলে। তাহারা তোমার নিকট নানাবিধ ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হয়। ... র্থী (হইয়া তোমার নিকট) প্রাপ্ত হয়।

৬। ইন্দ্র আমাদিগের প্রাতঃকালের (যজ্ঞ) ... করিবেন কি? হে ... ন্দ্র! আহ্বানমন্ত্রদ্বারা (প্রদত্ত) পুজার্থ হব্য অবগ... । আহ্বান মন্ত্রদ্বারা (আহুত হইয়া) সুখ ভোগের স্থানে (উ...ত হও)। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! নিন্দুকদিগের নাশের জন্য অভীষ্টবর্ষী হ...া প্রবৃদ্ধ হও। হে ইন্দ্র! আমি মেধাবী ও নূতন লোক, আমি স্তুতিমান, ...মার মনোহর স্তোত্র শ্রবণ কর।

৭। হে বহুগুণান্বিত ইন্দ্র! হে শূর! তুমি আমাদের স্তুতিদ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ এবং আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট আছ। যে ব্যক্তি আমাদিগের প্রতি শত্রুতাচরণ করে এবং যে আমাদিগের দুঃখ ইচ্ছা করে, বজ্রদ্বারা তাহাকে বিনাশ কর। হে শ্রবণোৎসুক! শ্রবণ কর। হে ইন্দ্র! পথে –

(৪) "শারদীঃ সম্বৎসর... সম্বৎসর পর্য্যন্তং প্রাকার পরিখাদিভি দৃঢ়ীকৃতা" সায়ণঃ। "Perennial."—*Wilson*. বর্ষাকালে ইন্দ্র যেরূপ বৃত্রাদিকে হনন করিয়া বৃষ্টি দান করেন, শরৎকালে তাঁহা... বিজয়কার্য্য সম্পূর্ণ হয়। এইজন্য কি উপলক্ষ্যে শারদীপুরী বলা হইয়াছে? "Les villes (célestes) de l'automne."—*Langlois*.

পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে যে দুর্ম্মতিগণ (পীড়া দেয়) সেরূপ সমস্ত দুর্ম্মতিগণ(৫) আমাদিগের নিকট হইতে দূর হউক, দূর হউক।

---

১৩২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেদ ঋষি।

১। হে মঘবন্ ইন্দ্র! আমরা তোমার দ্বারা রক্ষিত হইয়া প্রবল সেনা-যুক্ত শত্রুদিগকে পরাভব করিব। প্রহারোদ্যত শত্রুকে প্রহার করিব। হে ইন্দ্র! পূর্ব্ব ধনবিশিষ্ট... নিকটবর্ত্তী, অতএব অদ্য সবনকারী (যজমানের উৎসাহ বর্দ্ধনা... কও। হে ইন্দ্র! তুমি যুদ্ধজয়ী, আমরা তোমার উদ্দেশে হব্য ...ণ করি। তুমি যুদ্ধজয়ী।

২। (শত্রু বধের জন্য) ইতস্ততঃ ধাবমান বীরপুরুষের স্বর্গ-সাধন(১) এবং কপট... রহিত পথস্বরূপ সংগ্রামের অগ্রভাগে ইন্দ্র প্রাতঃকালে প্রবুদ্ধ ব্যক্তি... র শত্রুগণকে নাশ করেন। ইন্দ্রকে সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় অবনত মস্তকে স্তব... সকলের কর্ত্তব্য। হে ইন্দ্র! তোমার প্রদত্ত ধন এক-যোগে আমাদের... তুমি ভদ্র তোমার প্রদত্ত ধন অবিচলিত হউক।

৩। হে ইন্দ্র ...র্ব্বের ন্যায় (এখনও) অতি দীপ্ত প্রসিদ্ধ হব্যরূপ অন্ন তোমারই হইবে। তুমি যজ্ঞের নিবাসস্থানস্বরূপ। ঋত্বিকগণ যে (অন্নদ্বারা) স্থান ...ভিত করে, সে অন্ন তোমরই হইবে। তুমি (যজ্ঞের) কথা বল, তাহা ...ল লোকে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে (সূর্য্য) কিরণদ্বারা দেখিতে পায়। ইন্দ্র জলান্বেষণে তৎপর। তিনি স্বীয় বন্ধু যজমানদিগের জন্য গো অন্বেষণ করেন। তিনি উক্ত ক্রমে সকল কথা জানেন।

---

(৫) সায়ণ দুর্ম্মতি শব্দের অর্থ করিয়াছেনঃ "অস্মৎ জিঘাংসা বিষয়া দুষ্টা বুদ্ধিঃ।" কিন্তু দুর্ম্মতি মনুষ্য অর্থ করিলেই ভাল হয়। সে সময় আর্য্য গ্রামপ্রান্তে ও ভ্রমণ পথে অনেক দস্যু ও অনার্য্য বর্ব্বরগণ বাস করিত, এবং সুবিধা অনুসারে আর্য্যদিগের প্রতি অহিতাচরণ করিত, এরূপ কথা ঋগ্বেদের অনেক স্থলেই দেখা যায়।

(১) মূলে "স্বঃ" আছে।

৪। হে ইন্দ্র! তোমার কর্ম্ম পূর্ব্বকালের ন্যায় এখনও সকলের স্তুতির যোগ্য। তুমি অঙ্গিরাগণের জন্য মেঘ উদ্‌ঘাটন করিয়া ছিলে, তুমি (অপহৃত) গোধন উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে অর্পণ করিয়াছিলে। হে ইন্দ্র! তুমি উক্ত ঋষিদিগের ন্যায় আমাদিগের জন্য যুদ্ধ কর এবং জয় লাভ কর। যাহারা অভিষব না করে তাহাদিগের জন্য যজ্ঞ বিঘ্নকারী-দিগকে অবনত কর। যে যজ্ঞবিঘ্নকারীগণ রোষ প্রকাশ করে তাহা-দিগকে (অবনত কর)।

৫। যেহেতু শূর ইন্দ্র কর্ম্মদ্বারা মনুষ্যদিগের বিষয়ে যথার্থ বিচার করেন, তজ্জন্য অন্নাভিলাষী (যজমান ...), অভিমত ধন লাভ করিয়া (শত্রুদিগকে) বিনাশ করে। অন্নাভিলাষী হইয়া তাহারা বিশেষরূপে যজ্ঞ করে। ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রদত্ত অন্ন পুত্রলাভের কারণ। নিজ বলে শত্রু নিবারণার্থ লোকে ইন্দ্রের পূজা করে। যজ্ঞকারীগণ ইন্দ্রের সমীপে বাসস্থান প্রাপ্ত হয়, যজ্ঞকারীগণ যেন দেবতাগণের সম্মুখেই থাকে(২)।

৬। হে ইন্দ্র ও পর্ব্বত(৩)! তোমরা দুই [illegible] অগ্রগামী হইয়া যে শত্রু আমাদিগের বিরুদ্ধে সেনা সংগ্রহ করে তাহা[illegible] সকলকেই বিনাশ কর। বজ্র প্রহারদ্বারা তাহাদিগের সকলকে [illegible] কর। এই বজ্র অতিদূরগামী শত্রুকেও বিনাশ করিতে ইচ্ছা করে, [illegible] অতি গহন স্থানেও ব্যাপ্ত হয়। হে শূর ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের [illegible] শত্রুদিগকে বিবিধ উপায়ে বিদীর্ণ কর। (শত্রু বিদারক বজ্র) বিবিধ উপায়ে বিদীর্ণ করে।

---

১৩৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। আমি যজ্ঞদ্বারা আকাশ ও পৃথিবী উভয়কে পবিত্র করি। ইন্দ্র-শূন্যা বিদ্রোহিনী পৃথিবীকে (পৃথিবীর যে অংশে ইন্দ্রের পূজা না হয়)

---

(২) এখানে স্পষ্টই বোধ হয় পুণ্যবলে পরলোক সুখলাভের কথা উক্ত হইয়াছে।

(৩) পর্ব্বত অর্থে "পর্ব্ববান্ মেঘঃ। তদভিমানী দেবঃ।" সায়ন। অর্থাৎ পর্জ্জন্য, ১২২ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ।

... যেখানেই একত্রিত হইয়াছিল সেই খানেই হত হইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া উহারা শ্মশানের চারিদিকে পড়িয়া আছে।

২। হে (শত্রু) ভক্ষক (ইন্দ্র)! তুমি হিংসাবতী (সেনার) মস্তক একত্র করিয়া তোমার বিস্তৃত পদদ্বারা ছেদন কর। তোমার পদ মহা বিস্তীর্ণ।

৩। হে মঘবন্! এই হিংসাবতী (সেনার) বল চূর্ণ কর। এবং কুৎসিত শ্মশানে অথবা মহা শ্মশানে নিক্ষেপ কর।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি ...রূপ ত্রিগুণিত পঞ্চাশৎ সংখ্যক সেনা নাশ করিয়াছ। লোকে তোমা... এই কার্য্যকে অত্যন্ত ভাল বলিয়া মনে করে। কিন্তু তোমার পক্ষে একা... সামান্য।

৫। হে ইন্দ্র! ... ঈষৎ রক্তবর্ণ অতি ভয়ঙ্কর শব্দকারী পিশাচিকে(১) বিনা... এবং সমস্ত রাক্ষসগণকে নিঃশেষ কর।

৬। হে ইন্দ্র ... প্রকাণ্ড (মেঘকে) নিম্নমুখ করিয়া বিদীর্ণ কর। আমাদিগের কথা ... কর। হে মেঘবিশিষ্ট ইন্দ্র! পৃথিবী যেরূপ (শস্যাদি না হওয়ায়) ভয়ে ... করিতেছে স্বর্গও সেইরূপ শোক করিতেছে। হে মেঘবিশিষ্ট ইন্দ্র! ... পৃথিবীর) ভয় ত্বষ্টার ভয়ের ন্যায়(২)। হে ইন্দ্র! তুমি নিজবলে মহা ... বান্ এইজন্য তুমি অতীব ক্রূর বধোপায় অবলম্বন করিয়া যাইতেছ। ... মি যজমানদিগের বিনাশ কর না, তুমি শূর, প্রাণিগণ তোমাকে আক্রমণ ... তে পারে না। তুমি একবিংশতি অনুচরযুক্ত(৩)।

(১) পিশাচি বিশেষ। সায়ণ। এখানে পিশাচ ও রাক্ষস শব্দদ্বারা বোধ হয় অনার্য্য বর্ব্বরদিগের উল্লেখ করা হইয়াছে।

(২) সায়ণ বলেন "ত্বষ্ট" দীপ্ত অগ্নির মূর্ত্তি বিশেষ ত্বষ্টা, পূর্ব্বকাল জগৎ মহান্ধকারে আবৃত হইলে অগ্নি ত্বষ্টৃরূপে পৃথিবী ও আকাশের অন্ধকার বিনাশ করিয়াছিলেন। পৃথিবী ও আকাশ ত্বষ্টৃকে দেখিয়া অতীব ভীত হইয়াছিলেন। উক্ত পৃথিবী ও আকাশের শস্য হানি হইতেও ভয় সেইরূপ।

(৩) মূলে আছে "সপ্তভিঃ ত্রিসপ্তৈঃ।" বোধ হয় মরুৎগণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "ত্রিভিঃ সপ্তভি বা সপ্তভিঃ অনুচরৈঃ উপেতঃ।" আর কিছু ব্যাখ্যা নাই।

৭। হে ইন্দ্র! অভিষবকারী (যজমান) দুর্গ লাভ করে, সোমযাগকারী চতুর্দ্দিকের শত্রুদিগকে বিনাশ করে, দেবতাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ করে। অন্নবান্ ও শত্রুর আক্রমণশূন্য অভিষবকারী অপরিমিত (ধন) লাভ করে। ইন্দ্র সোমযাগকারী যজমানকে চতুর্দ্দিকে উৎপন্ন ও অতি মহৎ ধন প্রদান করেন(৪)।

---

১৩৪ সূক্ত।

বায়ু দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। হে বায়ু! শীঘ্রগামী বলবান্ (অশ্ব) [illegible] তোমাকে অন্নের উদ্দেশে ও দেবতাদিগের মধ্যে প্রথমেই সোমপানা[illegible] এই যজ্ঞে আনয়ন করুক। আমাদিগের প্রিয় সত্য ও উন্নত (স্তুতি) তোমার গুণ বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করে, উহা তোমার অভিমত হউক। হে বা[illegible] যজ্ঞের হব্য স্বীকারার্থ এবং আমাদিগের অভীষ্টদানার্থ তুমি নিযুৎযো[illegible] (১) রথে আগমন কর।

২। হে বায়ু! মত্ততাজনক, হর্ষোৎপাদক, [illegible]ক্ প্রস্তুত, উজ্জ্বল, এবং মন্ত্রদ্বারা হূয়মান সোমবিন্দু সকল (তোমার) [illegible]মুখে গমন করিয়া হর্ষ উৎপাদন করুক। যেহেতু স্বকর্ম্মকুশল [illegible]ক, তোমার নিরন্তর সহগামী নিযুৎগণ তোমার উৎসাহ [illegible] হব্য[illegible]রের জন্য তোমাকে যজ্ঞভূমিতে আনয়নার্থ মিলিত হইতেছে। বুদ্ধিমা[illegible] যজমানগণ (তোমার নিকটে) আসিয়া মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতেছে।

৩। বায়ু লোহিতবর্ণ অশ্ব ভারবহনার্থ যোজনা করেন। বায়ু অরুণ অশ্ব যোজনা করেন। বায়ু অজিরবর্ণ অশ্ব(২) [illegible]জনা করেন। কারণ

---

(৪) ১২৯ হইতে ১৩৩ এই পাঁচটী সূক্তে আর্য্যদিগের সহিত ভারতবর্ষের আদিমবাসী অনার্য্য বর্ব্বরদিগের যুদ্ধ ও বৈরতার অনেক উল্লেখ দেখা যায়। পাঠক ১২৯ সূক্তের ৪ হইতে ১১ ঋক পর্য্যন্ত, ১৩০ সূক্তের ৮ ঋক্, ১৩১ সূক্তের ৪ হইতে ৭ ঋক্ পর্য্যন্ত, ১৩২ সূক্তের প্রথম দুইটী ও শেষ দুইটী ঋক্, এবং ১৩৩ সূক্তের প্রথম পাঁচটী ঋক্ বিশেষ করিয়া দেখিবেন।

---

(১) বায়ুর অশ্বের নাম নিযুৎ।

(২) "অজিরা অজিরৌ গমনশীলৌ বর্ণবিশেষ যুক্তৌ বা একদ্বয়ত্রয় মধ্যস্তে।" সায়ণ।

তাহারা ভারবহনে অত্যন্ত সমর্থ। জার ঈষৎ নিদ্রাযুক্ত রমণীকে যেরূপ প্রবোধিত করে সেইরূপ তুমি বহুপ্রজ্ঞ যজমানকে প্রবোধিত কর। আকাশ ও পৃথিবীকে প্রকাশ কর। উষাকে স্থাপন কর। হব্যস্বীকারার্থ উষাকে স্থাপন কর।

৪। দীপ্তিযুক্ত উষাগণ দূরদেশে তোমারই জন্য গৃহাচ্ছাদক রশ্মি-সমূহে কল্যাণকর বস্ত্র বিস্তার করিতেছেন, নূতন রশ্মিতে বিচিত্র বস্ত্র বিস্তার করিতেছেন। অমৃত নিস্যন্দিনী গাভী সকল তোমারই জন্য সমস্ত ধন দান করে। তুমি বৃষ্টি ও নদীদিগের উৎপাদনার্থ অন্তরীক্ষ হইতে মরুৎগণকে উৎপাদন করিয়াছ।

৫। দীপ্ত, শুদ্ধ, উগ্র প্রবাহবিশিষ্ট (সোম) তোমার আনন্দের নিমিত্ত আহ্বনীয় অগ্নির নিকট যাইতেছে, এবং জলভারবাহী মেঘকে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। [illegible] বায়ু! যজমান অত্যন্ত ভীত ও ক্ষীণকায় হইয়া তস্করেরা যাহাতে অ[illegible] গমন করে তজ্জন্য তোমার পূজা করিতেছে। আমাদিগের ধর্ম্মে[illegible] আমাদিগকে সমস্ত ভুবন হইতে রক্ষা কর। আমাদিগের ধর্ম্ম হেতু [illegible](৩) হইতে রক্ষা কর।

৬। হে বায়ু! [illegible]মার পূর্ব্বে কেহ পান করে না, তুমিই প্রথমে আমাদিগের এই সো[illegible] করিবার যোগ্য; অভিষুত সোমপান করিবার যোগ্য। তুমিই হোমব[illegible] পাপত্যাগী লোকের (হব্য স্বীকার কর)। সমস্ত ধেনুগণ তোমার জ[illegible] দুগ্ধ প্রদান করে এবং তোমার জন্য ঘৃত প্রদান করে।

---

১৩৫ সূক্ত।

বায়ু দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। হে নিযুৎবান্ বায়ু! তুমি সহস্র নিযুতে আরোহণ করিয়া তোমার জন্য প্রস্তুত হব্যভক্ষণার্থ আমাদিগের আস্তীর্ণ কুশোপরি আগমন

(৩) মূলে "অভূর্ত্যাৎ" আছে। "অসুর সম্বন্ধিনো ভয়াৎ।" সায়ণ। "Fear of evil spirits."—*Wilson.*

কর! অসংখ্য নিযুত্তে আরোহণ করিয়া আগমন কর। তুমি নিযুৎবানু, তুমিই পূর্ব্বে পান করিবে বলিয়া অন্য দেবগণ সংযত হইয়া আছে। অভিষুত মধুর সোম তোমার আনন্দের জন্য অবস্থিতি করিতেছে। যজ্ঞসিদ্ধির জন্য অবস্থিতি করিতেছে।

২। হে বায়ু! তোমার জন্য প্রস্তরে পরিশোধিত ও স্পৃহণীয় তেজোবিশিষ্ট সোম, স্বীয় পাত্রে গমন করিতেছে, এবং শুক্রতেজোবিশিষ্ট হইয়া (তোমার নিকট) গমন করিতেছে। এই সুন্দর সোম মনুষ্যগণ দেবতাদিগের মধ্যে তোমার জন্য প্রদান করে। হে বায়ু! তুমি আমাদিগের জন্য নিযুৎদিগকে যোজনা কর, এবং প্রস্থান কর, আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর, প্রীত হইয়া প্রস্থান কর।

৩। হে বায়ু! তুমি শত ও সহস্র-সংখ্যক নিযুতে আরোহণ করিয়া অভিমত সিদ্ধির জন্য এবং হবির্ভক্ষণের জন্য আমাদিগের যজ্ঞে উপস্থিত হও। এই তোমার প্রাপ্যভাগ, ইহা সূর্য্যের সহিত তেজোবান। ঋত্বিক্ হস্তস্থিত সোম প্রস্তুত হইয়াছে। হে বায়ু! পবিত্র সোম প্রস্তুত হইয়াছে।

৪। আমাদিগের রক্ষার্থ আমাদিগের স্তুতি ও অন্নভক্ষণের নিমিত্ত এবং আমাদিগের হব্য সেবার্থ, হে বায়ু, নিযুৎ-যোজিত রথ তোমাদিগের দুই জনকে (অর্থাৎ ইন্দ্র ও বায়ুকে) আনায়ন করুক। তোমরা দুই জনে মধুর সোম পান কর। অগ্রে পান করাই তোমাদিগের উপযুক্ত। হে বায়ু! তুমি মনোহর ধনের সহিত আগমন কর। ইন্দ্রও ধনের সহিত আগমন করুন।

৫। হে ইন্দ্র! হে বায়ু! আমাদিগের স্তোত্রাদি তোমাদিগকে যজ্ঞস্থলে আসিবার জন্য প্রবর্ত্তিত করিতেছে। আশুগামী অশ্বকে যেরূপ মার্জ্জনা করে সেইরূপ (কলস হইতে) আনীত সোমকে (ঋত্বিক্‌গণ) মার্জ্জনা করিতেছে। অধ্বর্য্যুদিগের সোম পান কর, আমাদিগের রক্ষার্থ যজ্ঞে আগমন কর। আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আনন্দের জন্য প্রস্তর খণ্ডে অভিষুত সোম পান কর, কারণ তোমরা উভয়েই অন্নদাতা।

৬। আমাদিগের এই যজ্ঞ কার্য্যে অভিযুক্ত অধ্বর্য্যুগণের গৃহীত সোম নিশ্চই তোমাদিগের দুই জনের। এই দীপ্ত সোম নিশ্চয়ই তোমাদিগের, এই প্রভূত সোম নিশ্চয়ই তোমাদিগের জন্য উর্ণাময় পবিত্রে পরিস্কৃত হইয়াছে। তোমাদিগের সোম অচ্ছিন্ন লোম অতিক্রম করিয়া প্রচুর পরিমাণে গমন করিতেছে(১)।

৭। হে বায়ু! তুমি নিদ্রালু যজমানদিগকে অতিক্রম করিয়া যে গৃহে প্রস্তর শব্দ হইতেছে তথায় গমন কর। ইন্দ্রও সেই গৃহে গমন করুন। যে গৃহে প্রিয় ও সত্য স্তুতি উচ্চারিত হইতেছে, যে গৃহে ঘৃত গমন করিতেছে পুষ্টাঙ্গ নিযুৎগণের সহিত [illegible]ই অধ্বরস্থানে গমন কর, ইন্দ্র! সেই স্থানে গমন কর।

৮। হে ইন্দ্র! হে[illegible]! তোমারা এই যজ্ঞে মধু সদৃশ আহুতি ধারণ কর, যে আহুতির জন্য [illegible] যজমানেরা পর্ব্বতাদি প্রদেশে গমন করেন। আমাদিগের জেতৃগণ [illegible] নির্ব্বাহে) সমর্থ হউক। হে ইন্দ্র! হে বায়ু! ধেনুগণ যুগপৎ [illegible]গমন করিতেছে, এবং যব (নির্ম্মিত হব্য) প্রস্তুত হইতেছে। এই [illegible]) হীন হইবে না, এবং নষ্ট হইবে না।

৯। হে বায়ু! [illegible] যে তোমার বলশালী, অল্পবয়স্ক, বৃষসদৃশ অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট অ[illegible] আছে, ইহারা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে তোমাকে বহন করিতেছে, ইহা[illegible] অন্তরীক্ষে বিলম্ব করে না, ইহারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রা-গতি, ভৎসনায় ইহা[illegible]দিগের গতি রোধ হয় না, সূর্য্য কিরণের ন্যায় ইহা-দিগের গতি রোধ [illegible]রা দুঃসাধ্য, হস্তদ্বারা ইহাদিগের গতি রোধ করা দুঃসাধ্য।

---

১৩৬ সূক্ত।

মিত্রাবরুণ দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। হে ঋত্বিক্‌গণ! চিরন্তন মিত্রাবরুণের উদ্দেশে প্রশংসনীয় ও প্রবৃদ্ধ পরিচর্য্যা কর, এবং হব্য প্রদানে কৃতনিশ্চয় হও। মিত্রাবরুণ

(১) "পবিত্র" শব্দ আজাদিতে ব্যবহার হয়, পবিত্র বলিতে গেলে বিভক্তি পরিমিত কুশ বুঝায়। "পবিত্র" অর্থে এই ঋকে সোম পরিষ্কারক ঊর্ণা নির্ম্মিত কোন রূপ filter বা strainer হইবে।

যজমানদিগের সুখদানের কারণ এবং সুস্বাদু হব্যঃ ভক্ষণ করেন। ইঁহারা সম্রাট্, ইঁহাদিগের জন্য ঘৃত গৃহীত হয়। প্রতি যজ্ঞেই ইঁহা-দিগের স্তব হয়। ইঁহাদিগের শক্তি কেহ অতিক্রম করিতে পারে না এবং ইঁহাদিগের দেবত্বে কেহ সন্দেহ করে না।

২। বরিয়সী (ঊষা) বিস্তীর্ণ যাগাভিমুখে গমন করিতেছেন, দৃষ্ট হইল। দ্রুতগতি আদিত্যের পথ আলোকে ব্যাপ্ত হইল। ভগের কিরণে মনুষ্যের চক্ষুঃ (উন্মীলিত) হইল। মিত্র অর্য্যমা এবং বরুণের উজ্জ্বল গৃহ আলোকে পরিপূর্ণ হইল, অতএব তোমরা দুইজনে স্তুতিযোগ্য প্রভূত অন্ন ধারণ কর। প্রশংসনীয় এবং প্রভূত অন্ন ধার[illegible] কর।

৩। যজমান জ্যোতিষ্মতী সম্পূর্ণলক্ষ[illegible] স্বর্গপ্রদায়িনী(১) বেদি প্রস্তুত করিয়াছেন। তোমরা সর্ব্বদা জাগরূক[illegible]কয়া প্রতিদিন তথায় উপস্থিত হইয়া তেজঃ ও বললাভ কর। তে[illegible] অদিতির পুত্র এবং সর্ব্বপ্রকার দানের কর্ত্তা। মিত্র এবং বরুণ [illegible]দিগকে স্বস্ব ব্যাপারে নিয়োজিত করেন অর্য্যমাও স্বস্ব ব্যাপারে [illegible]কে নিয়োজিত করেন।

৪। এই সোম, মিত্র ও বরুণের প্রীতিপ্র[illegible]। মিত্রাবরুণ নিম্ন-মুখ হইয়া ইহা পান করুন। দীপ্যমান সোম, দে[illegible]র সেবার উপযুক্ত। সমস্ত দেবগণ অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত হইয়া ইহা পান [illegible]ন। হে দীপ্তিযুক্ত মিত্রাবরুণ! আমরা যেরূপ প্রার্থনা করি, তোমরা সে[illegible]প কর। তোমরা সত্যবাদী যাহা প্রার্থনা করি তাহা কর।

৫। যে ব্যক্তি মিত্র ও বরুণের পরিচর্য্যা করে ত[illegible]কে তোমরা পাপ হইতে রক্ষা কর। দ্বেষ রহিত হব্যদাতা মর্ত্ত্যকে সমস্ত পাপ হইতে রক্ষা কর। ঋজুস্বভাব সেই ব্যক্তিকে তাহার ব্রতের উদ্দেশে অর্য্যমা রক্ষা করেন। সেই যজমান উকুথদ্বারা মিত্র ও বরুণের ব্রত গ্রহণ করেন এবং স্তোমের দ্বারা তাহা রক্ষা করেন।

(১) মূলে "সর্ব্বভীং" আছে।

৬। আমি দ্যুতিমান মহান্ সূর্য্যকে নমস্কার করি, পৃথিবী ও আকাশকে নমস্কার করি, মিত্র ও বরুণকে এবং রুদ্রকে নমস্কার করি। ইঁহারা সকলেই অভিমত ফলদায়ী এবং সুখদায়ী। ইন্দ্র, অগ্নি, দীপ্তিমান্ অর্য্যমা ও ভগকে স্তব কর। বহুকাল জীবন ধারণ করিয়া আমরা প্রজা কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইব। এবং সোম কর্ত্তৃক রক্ষিত হইব।

৭। আমারা ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছি, মরুৎগণ আমাদিগকে (অনুগ্রহ করেন), দেবতারা যেন আমাদিগকে রক্ষা করেন। ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র ও বরুণ আমাদিগের সুখপ্রদ হউন, আমরা অন্নবান্ হইয়া সেই সুখ ভোগ করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

---

১৩৭ সূক্ত।

মিত্রাবরুণ দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। আমরা প্রস্তরখণ্ডে সোমের অভিষব করিতেছি, হে মিত্রাবরুণ! আগমন কর। দুগ্ধমিশ্রিত তৃপ্তিকারক সোম এই (সম্মুখে রহিয়াছে)। এ সোম তৃপ্তিকারক। তোমরা রাজা, স্বর্গবাসী [illegible] মাদিগের রক্ষক, আমাদিগের যজ্ঞে আগমন কর। তোমাদিগের জ[illegible] এই সোম দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। দুগ্ধমিশ্রিত সোম পবিত্র [illegible] পান

২। হে মিত্রাবরুণ! আগমন কর। এই [illegible] সোমরস দধির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। অভিষুত সোমরস দধির সহি[illegible] করণ [illegible] হইয়াছে। উষার উদ[illegible] লেই হউক অথবা সূর্য্যরশ্মির সহিতই হ[illegible] দিগের জন্য সোম [illegible]ভিষুত হইয়াছে। এই চারু সোমরস মিত্রে[illegible] পানার্থ, যজ্ঞস্থল তাঁহাদিগের পানার্থ।

৩। তোমাদিগের জন্য বহু নির্যাসবতী [illegible] কে পয়স্বিনী গাভীর ন্যায় প্রস্তরখণ্ডদ্বারা দোহন করিতেছে। তাহারা প্রস্তরখণ্ডদ্বারা সোম দোহন করিতেছে। তোমরা আমাদিগের রক্ষক। [illegible]মরা সোম পানার্থ আমাদিগের অভিমুখে আমাদিগের নিকট উপস্থিত [illegible] হে মিত্রাবরুণ! নেতৃগণ তোমাদিগের জন্য সোম অভিষব করিয়াছেন, সম্পূর্ণ পানের জন্য অভিষব করিয়াছেন।

---

১৩৮ সূক্ত।

পূষা দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। বহুজন পূজিত পূষার শক্তির মহিমা সর্ব্বত্র প্রশংসিত হয়। কেহ তাঁহার হিংসা করে না। পূষার স্তোত্রের বিরাম নাই। আমি সুখলাভের

ইচ্ছায় পূষার পূজা করি, তিনি শীঘ্রই আশ্রয় দান করেন ও সুখ উৎপাদন করেন। পূষা যজ্ঞবান্, তিনি সমস্ত লোকের মনের সহিত মিশ্রিত হয়েন।

২। শীঘ্রগমনে অশ্বের যেরূপ প্রশংসা হয়, সেইরূপ হে পূষা! স্তোমমন্ত্রদ্বারা তোমার প্রশংসা করি। তুমি যুদ্ধে যাও এই উদ্দেশে তোমার প্রশংসা করি। তুমি উষ্ট্রের ন্যায় আমাদিগকে যুদ্ধে পার কর। তুমি সুখোৎপাদক দেবতা, আমি মর্ত্ত্য, সখ্যলাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করি। আমার আহ্বানসমূহকে দ্যুতিমান্ কর, এবং সংগ্রামে জয়শীল কর।

৩। হে পূষা! [illegible] র সখ্যলাভ করিয়া বিশেষ ক্রতুদ্বারা তোমার প্রীতি উৎপাদন করত [illegible] ত্রশীল (যজমানগণ) তোমাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া নানা ভোগ উপভো[illegible]। নূতন আশ্রয়লাভ করিয়া তোমার নিকট অসংখ্য ধন প্রার্থন[illegible] হে বহুজন স্তুত্য পূষা! অনাদর না করিয়া আমাদিগের অ[illegible] [illegible]ক্ষকালে আমাদিগের অগ্রগামী হও।

৪। হে [illegible] যাম[illegible] (১) [illegible] পূষা! আমাদিগের লাভ বিষয়ে অনাদর না করিয়া, দানশীল [illegible] পস্থ হও। হে অজাশ্ব! আমরা [illegible]ন্নাভিলাষী আমাদিগের সমীপ[illegible]। হে শত্রুনাশক পূষা! [illegible]মারই চতুর্দ্দিকে আমরা স্তোম পাঠ[illegible] স্তুতি করি। হে হৃষ্টিপ্রদ পূষা! তোমার কখনও অপমান ক[illegible] না এবং তোমার সখ্যের কখনও অপলাপ করি না।

---

১৩৯ সূক্ত।

বিশ্ব দেবগণ দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। আমি ভক্তিপূর্ব্বক অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করিয়াছি, তাঁহা[র] স্বর্গীয় শক্তি বরণ করি। ইন্দ্র ও বায়ুকে বরণ করি। যেহেতু (পৃথিবী[র]

---

(১) অর্থাৎ অজই যাঁহার বাহন। "অজাশ্বেতি পূষণমাহ।" যাস্ক। পূষা সম্বন্ধে ৪২ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ। সূর্য্যকে পশুপালকগণ যেরূপ ভা[বে] দর্শন করিত ও পূজা করিত সেই সূর্য্যই পূষা। অতএব ছাগই তাঁহার বাহ[ন] বলিয়া কল্পিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে।

দীপ্তিমান্ নাভির (যজ্ঞস্থানের) উদ্দেশে অর্থবতী [illegible] স্তুতি রচিত হইয়াছে অতএব অগ্নি তাহা শ্রবণ করুন। অনন্তর আমাদিগের ক্রিয়া কর্ম্ম, যেরূপ অন্যান্য দেবতাগণের নিকট গমন করে, সেইরূপ তোমাদিগের (ইন্দ্র ও বায়ু) নিকটও গমন করুক।

২। হে কর্ম্মদক্ষ মিত্র! হে বরুণ! তোমরা নিজ শক্তি দ্বারা সূর্য্যের নিকট হইতে যে নশ্বর জল লাভ কর, তাহা আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে প্রদান কর; অতএব আমরা ক্রিয়া, কর্ম্ম, জ্ঞান, ও সোমরসে (আসক্ত) ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যজ্ঞশালায় তোমাদিগের কিরণময় রূপ দর্শন করি।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! স্তুতি দ্বারা তোমাদি[illegible]পনার দেবতা করিবার ইচ্ছায় যজমানগণ শ্লোক শুনাইতেছে; [illegible] হব্য লইয়া তোমাদিগের অভিমুখে গমন করিতেছে। হে সর্ব্বধন[illegible]পার অশ্বিদ্বয়! তাহারা সর্ব্বপ্রকার ধন ধান্যাদি ও অন্ন তোমাদিগে[illegible] প্রসাদে প্রাপ্ত হইতেছে। হে দস্র! তোমার হিরণ্ময় রথের নেমি মক[illegible]করণ করে। সেইরথে (হব্য গ্রহণ কর)।

৪। হে দস্রদ্বয়! তোমাদের (মনোগত [illegible]কলে জানে, তোমরা স্বর্গে যাইতে চাও। তোমাদিগের সারথিরা [illegible] রথযোজনা করে। অশ্বগণ (নিরালম্ব গমনে) রথ নষ্ট করে না। হে [illegible]দ্বয়! আমরা তোমাদিগকে বন্ধুর যুক্ত(১) হিরণ্ময় রথে স্থাপন করিয়[illegible]। তোমরা সুখগম্য পথে স্বর্গে গমন করিতেছ। তোমরা শত্রুদিগ[illegible] পরাভূত কর এবং বিশেষরূপে বৃষ্টির ব্য[illegible] কর।

৫। আমাদিগের ক্রিয়াকর্ম্মই তোমাদিগের ধ[illegible] আমাদিগের ক্রিয়া কর্ম্মের জন্য দিবারাত্রি (অভীষ্ট) প্রদান কর। [illegible]আমাদিগের দান যেন বন্ধ হয় না আমাদিগের দানও যেন বন্ধ না হয়।

৬। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! এই সোম অভীষ্টবর্ষীর পানার্থ অভিষুত হইয়াছে, প্রস্তরখণ্ডদ্বারা অভিষুত হইয়াছে। সোমসকল (পর্ব্বতে)

(১) মূলে "বন্ধুরে রথে" আছে। "যুগবন্ধনাধার কাষ্ঠবিশেষঃ বন্ধুরং।" সায়ণ। ৩৪ সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখ।

উৎপন্ন হইয়াছে, উহা তোমার জন্য অভিষুত হইয়াছে। বহুবিধ বিচিত্র লাভের জন্য যজ্ঞস্থানে প্রদত্ত সোম, তোমার তৃপ্তি সাধন করুক। হে স্তুতিযোগ্য! আমরা তোমার স্তুতি করি, তুমি আইস, আমাদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়া আইস।

৭। হে অগ্নি! তোমাকে স্তুতি করি, তুমি আমাদিগের স্তুতি শ্রবণ কর। দীপ্যমান্ যজ্ঞার্হ দেবগণের নিকট যজমানের কথা বলিও, যেহেতু দেবগণ অঙ্গিরাদিগকে প্রসিদ্ধ ধেনু দিয়াছিলেন(২)। অর্য্যমা, দেবতাগণের সহিত সেই ধেনু সর্ব্বোৎপাদক (অগ্নির জন্য) দোহন করেন। অর্য্যমা জানেন সে ধেনু আমাদিগের সহিত [illegible]ুত।

৮। হে মরুৎগণ! তো[illegible]াদিগের নিত্য, প্রসিদ্ধ বল যেন আমাদিগকে পরাভূত না করে। আমা[illegible]দগের ধন যেন ক্ষীণ না হয়, আমাদিগের নগর যেন ক্ষীণ না হয়। তো[illegible]গের নূতন, বিচিত্র, মনুষ্য দুর্লভ, শব্দায়মান, যাহা কিছু আছে তা[illegible]গে আমাদিগের হউক। তোমরা যে দুর্লভ ধন ধারণ কর, তা[illegible]গেরই হউক)। শত্রুরা যে ধন নষ্ট করিতে পারে না তাহা (আ[illegible]গেরই হউক)।

৯। প্রাচীন দ[illegible] অঙ্গিরা, প্রিয়মেধ কণ্ব, অত্রি এবং মনু আমার জন্ম কথা জানেন। এই [illegible]কালীন ঋষিগণ ও মনু আমার পূর্ব্বপুরুষগণকে জানেন। কারণ মহর্ষি[illegible]গণের(৩) মধ্যে তাঁহারা দীর্ঘায়ুঃ এবং আমার জীবনের সহিত তাঁহাদের সম্ব[illegible]আছে। আমি তাঁহাদিগের মহৎপদ হেতু তাঁহাদিগকে স্তুতি করি ও নমস্কা[illegible] করি। আমি ইন্দ্র ও অগ্নিকে স্তুতি করি ও নমস্কার করি।

(২) অঙ্গিরা নামে মহর্ষিগণ, পূর্ব্বে যজ্ঞার্থ দেবতাগণ[illegible] তদ্বারা প্রীত করিয়া গোধন যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। দেবগণ, কামদুঘা ধেনু প্রদান করিয়াছিলেন। ধেনু দোহন করিতে অক্ষম হইয়া মহর্ষিগণ অর্য্যমার নিকট উপস্থিত হন। তিনি অগ্নি হোত্রাদির জন্য দুগ্ধ দোহন করেন। সায়ণ।

(৩) মূলে "দেবেষু" আছে। "দেবনশীলেষু মহর্ষিষু।" সায়ণ। এই ঋষিগণ বেদ রচনার সময় ও "পূর্ব্বকালীন ঋষি" ও "দেব" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে পূজা পদ্ধতি তাঁহারাই অনেকটা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা অন্য স্থানে বলা হইয়াছে।

১০। হোতা যজ্ঞ করুন, হব্য লাভেচ্ছু দেবগণ বরণীয় সোম [illegible] করুন। বৃহস্পতি নিজে ইচ্ছা করিয়া প্রভূত, বরণীয় সোমদ্বারা যাগ [illegible]তেছেন। আমরা দূরদেশে প্রস্তর খণ্ডের ধ্বনি শ্রবণ করিলাম। সুক্রতু যজমান নিজে জল ধারণ করেন এবং বহু বাসযোগ্যগৃহ ধারণ করেন।

১১। যে দেবগণ, স্বর্গে একাদশ, পৃথিবীর উপরেও একাদশ, যখন অন্তরীক্ষে বাস করেন তখনও একাদশ(৪), তাঁহারা নিজ মহিমায় যজ্ঞ সেবা করেন।

---

১৪০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। (হে অধ্বর্য্যু)! বেদিতে আসীন, [illegible]প্রিয়ধামে (উত্তরবেদিতে) প্রীতিযুক্ত, এবং দ্যোতমান্ অগ্নির উদ্দেশে তু[illegible] স্থান (বেদি) প্রস্তুত কর। সেই পবিত্র জ্যোতিবিশিষ্ট, দীপ্তবর্ণ, [illegible]এক স্থানের উপর বস্ত্রের ন্যায় মনোহর (কুশ) বিস্তার কর।

২। দ্বিজন্মা(১) (অগ্নি) তিনপ্রকার অন্ন([illegible]) [illegible]মুখে আনিয়া (ভক্ষণ করিতেছেন)। অগ্নির ভক্ষিত বস্তু, (অর্থাৎ বন[illegible]দি) সম্বৎসরের মধ্যে আবার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অভীষ্টবর্ষী অগ্নি, একই[illegible] ধারণ করিয়া মুখ ও জিহ্বার সাহায্যে প্রবৃদ্ধ হয়েন, এবং অন্যরূপ ধার[illegible] করিয়া সকলকে নিবারণ করিয়া বনবৃক্ষ সকলকে দগ্ধ করেন।

৩। অগ্নির মাতৃদ্বয় (কাষ্ঠদ্বয়) চলিতেছে। উহারা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া, দুইজনেই এক কার্য্য করিতেছে এবং শিশু অগ্নিকে প্রাপ্ত হইতেছে। এই

---

(৪) এই ৩৩ দেব সম্বন্ধে ৩৪ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

---

(১) যে দুইখানি কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করা যায়, সেই জন্য অগ্নিকে দ্বিজন্মা বলে। অথবা মন্থন কালে অগ্নির একবার জন্ম হয় এবং আধার সংস্কার কালে আর একবার জন্ম হয় বলিয়া অগ্নিকে দ্বিজন্মা বলে। সায়ণ।

(২) "আজ্যপুরোডাশসোমরূপেণ ত্রিপ্রকারং।" সায়ণ।

শিশুর শিখারূপ জিহ্বা পূর্ব্বাভিমুখী। ইনি তমোনিবারণ করেন, শীঘ্র উৎপন্ন হয়েন, অল্পে অল্পে (মৃদুকাষ্ঠ চূর্ণাদির সহিত) মিলিত হয়েন। অতি যত্নে ইহাকে রক্ষা, করিতে হয়। ইনি পালকের সমৃদ্ধি সাধন করেন।

৪। (অগ্নির শিখাগণ) লঘুগতি, কৃষ্ণপন্থা, শীঘ্রকারী, অস্থির চিত্ত, গমনশীল, স্পন্দমান, বায়ুচালিত, ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, ও মোক্ষপ্রদ, এবং মনস্বী যজমানের উপযোগী।

৫। যে সময়ে অগ্নি গর্জ্জন করিয়া, শ্বাসপ্রক্ষেপ করিয়া, বারম্বার বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া শব্দ করে, সেই সময়ে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ সকল, যুগপৎ চারিদিকে গমন করে, অন্ধকার ধ্বংস করিয়া চারিদিকে গমন করে; ও কৃষ্ণবর্ণ পথে উজ্জ্বলরূপ প্রকাশ করে।

৬। অগ্নি, পিঙ্গলবর্ণ (ওষধিদিগকে) ভূষিত করিয়া তন্মধ্যে অবতরণ করিতেছেন। [illegible] যেরূপ পত্নীদিগের দিকে ধাবন করে(৩), সেইরূপ শব্দকরতঃ [illegible]ধাবিত হইতেছেন; (ক্রমে) অধিকতর তেজস্বী হইয়া স্বশরীর দীপ্ত[illegible]ছেন; দুর্দ্ধর্ষরূপ ধারণ করিয়া ভয়ঙ্কর পশুর ন্যায় শৃঙ্গ চালন করিতে[illegible]

৭। অগ্নি কখ[illegible]চ্ছন্ন কখন বিস্তীর্ণ হইয়া (ওষধিসমূহে) ব্যাপ্ত হয়েন; (যজমানের [illegible]ভিপ্রায়) জানিয়াই যেন অভিপ্রায়জ্ঞ শিখাকে আশ্রয় করেন। শি[illegible]গণ পুনরায় বর্দ্ধিত হইয়া যাগযোগ্য অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়েন, এবং সকলে [illegible]রত হইয়া পিতৃস্থানীয়া (স্বর্গ ও পৃথিবীর) অপূর্ব্ব রূপ বিস্তার করেন।

৮। কেশস্থানীয় অগ্রেস্থিত শিখাগণ অগ্নিকে আলিঙ্গন করিতেছে(৪); অগ্নি আসিতেছেন দেখিয়া মৃতপ্রায় হইলেও ঊর্দ্ধমুখ হইয়া প্রত্যুদ্গমন করিতেছে। অগ্নি তাহাদিগের জরামোচন করিয়া

(৩) মূলে "পত্নী" শব্দের প্রয়োগ আছে, সায়ণ উহার অর্থ করিয়াছেন "পালয়িত্রীঃ, সমর্দ্ধয়িত্রীঃ, ওষধীঃ।"

(৪) এই ঋকে অগ্নি ও শিখা, পতিপত্নী ভাবে উল্লেখিত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট সামর্থ ও অখণ্ড জীবন প্রদান করতঃ গর্জ্জন করিতে করিতে আসিতেছেন।

৯। অগ্নি মাতার (পৃথিবীর) উপরিভাগের আচ্ছাদন (তৃণগুল্ম্যাদি) লেহন করিতে করিতে প্রভুত শব্দকারী প্রাণীগণের সহিত বেগে গমন করিতেছেন; পাদবিশিষ্ট (পশুদিগকে) আহার প্রদান করিতেছেন; সর্ব্বদা লেহন করিতেছেন এবং ক্রমশঃ যে পথে যাইতেছেন তাহা কৃষ্ণবর্ণ করিয়া যাইতেছেন।

১০। হে অগ্নি! তুমি অভীষ্টবর্ষী ও দানশীল হইয়া শ্বাস প্রক্ষেপ করতঃ আমাদিগের ধনাঢ্য গৃহে দীপ্ত হও; শিশুমতি ত্যাগ করিয়া যুদ্ধকালে বর্ম্মের ন্যায়(৫) বারম্বার (শত্রুদিগ[illegible]) দূর করিয়া দিয়া জ্বলিয়া উঠ।

১১। হে অগ্নি! এই যে কঠিন কাষ্ঠোপ[illegible] যত্নপূর্ব্বক হব্য স্থাপিত হইয়াছে, ইহা তোমার মনোমত প্রিয়বস্তু হইতে[illegible]তর হউক। তোমার শরীরের শিখা হইতে যে নির্ম্মল ও দীপ্ত তেজঃ [illegible] হইতেছে তাহার সহিত তুমি আমাদিগকে রত্ন প্রদান কর।

১২। হে অগ্নি! আমাদিগের রথ ও গৃহের জন্য দৃঢ় দাঁড় ও পাদ বিশিষ্ট নৌকা প্রদান কর। উহা আমাদি[illegible]রগণকে, ধন বাহীদিগকে, ও অন্য লোকদিগকে পার করিবে, [illegible] আমাদিগকে সুখে রাখিবে(৬)।

১৩। হে অগ্নি! আমাদিগের উকৃথ মন্ত্রের উৎ[illegible] বর্দ্ধন কর। দ্যাবাপৃথিবী, ও স্বয়ং গামিনী নদী সকল, আমাদিগকে [illegible]ব্য ও শস্য প্রদান করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করুক। অরুণবর্ণ উষাগণ, সর্ব্বকাল লভ্য বরণীয় অন্নাদি প্রদান করুন।

---

(৫) মূলে "বর্ম" আছে।

(৬) সায়ণ বলেন এস্থলে গৃহ অর্থে যজমান, নৌকা অর্থে যজ্ঞ, দাঁড় অর্থে ঋত্বিকগণ, এবং পাদ অর্থে মন্ত্র ও দেবতা। ঐ যজ্ঞরূপ নৌকা ভবসাগর পার করিবে।

১৪১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। দ্যুতিমান্ অগ্নির দর্শনীয় তেজঃ সত্যই এইরূপে শরীরের জন্য লোকে ধারণ করে; উহা শারীর বলে উৎপন্ন হইয়াছে(১)। আমার জ্ঞান অগ্নির তেজকে আশ্রয় করিয়া (তদ্দ্বারা স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধি) করিতে পারে, অতএব সেই অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি ও হব্য অর্পণ করা যায়।

২। প্রথমতঃ অন্নসাধক বপুষ্মান্ ও নিত্য অগ্নি রহিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ শুভকরি সপ্তমাতৃকা[illegible]ত রহিয়াছেন; তৃতীয়তঃ এই অভীষ্টবর্ষীর দোহনার্থ রহিয়াছেন। পর[illegible]রে সংসক্ত (দশদিক) দশদিকেই পুজ্য অগ্নিকে উৎপন্ন করিতেছে(২)।

৩। যেহেতু মহা[illegible]র মূল হইতে যজ্ঞের রূপসিদ্ধি করণে সমর্থ (ঋত্বিক্‌গণ) বলপ্রয়ো[illegible] অগ্নিকে উৎপন্ন করিতেছেন, এবং অনাদিকাল হইতে সুন্দররূপে [illegible] করিবার নিমিত্ত গুহান্বিত অগ্নিকে মাতরিশ্বা চালন করিতেছেন [illegible]।

৪। যেহেতু অ[illegible] উৎকৃষ্টতা লাভের জন্য অগ্নি প্রণীত হয়, যেহেতু, আহারের জন্য অ[illegible]ত লতাসকল উহার দন্তে আরোহণ করে, যেহেতু অধ্বর্যু এবং যজমান [illegible]রেই অগ্নির যাহাতে উৎপত্তি হয় তাহার চেষ্টা করে, অতএব পবিত্র [illegible]গ্নি যজমানগণের প্রতি অনুগ্রহ পুরঃসর যৌবন প্রাপ্ত হইলেন।

৫। যে মাতৃ[illegible]নীয় দিক সমূহ মধ্যে অগ্নি অহিংসিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছেন, এক্ষণে প্রদীপ্ত হইয়া তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। স্থাপনকালে প্রথমতঃ যে সকল ওষধি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, অগ্নি তাহার

(১) অর্থাৎ অরণি মর্দনে।

(২) এই ঋকের অর্থ অতিশয় অস্পষ্ট; সায়ণ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, যথা প্রথমাগ্নির স্থান পৃথিবী। দ্বিতীয়াগ্নির স্থান অন্তরীক্ষ যেখানে মাতৃস্থানীয় বৃষ্টি আছে, এই অগ্নির নাম বৈদ্যুতাগ্নি; ইনি অভীষ্টবর্ষী। ইঁহাকে দোহনের জন্য আদিত্য রশ্মিরূপ তৃতীয় স্থানে অগ্নির আবশ্যক করে তিনিই তৃতীয়াগ্নি।

উপরে আরোহণ করিয়াছেন, এক্ষণে নূতন ও নিকৃষ্ট ওষধির প্রতি ধাবিত হইতেছেন।

৬। হবিঃসম্পর্ককারী যজমান দ্যুলোকবাসীদিগের (প্রীতির) নিমিত্ত হোম নিষ্পাদক অগ্নিকে বরণ করিতেছেন এবং রাজারন্যায় তাঁহার প্রসাধন করিতেছেন। যেহেতু অগ্নি বহু লোকের স্তুত্য ও বিশ্বাত্মক; তিনি ক্রতু সম্পন্ন ও বলযুক্ত; দেবগণ এবং স্তুতিযোগ্য মর্ত্ত্য যজমান উভয়কেই অন্নের জন্য কামনা করেন।

৭। বাচাল বিদূষকাদি যেরূপ অবাধে [illegible]মোদ করিতে থাকে, সেই-রূপ বায়ু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া যজনীয় অগ্নি চ[illegible]রিদিগে ব্যাপ্ত হয়েন। অগ্নি দাহকারী, তাঁহার জন্ম পবিত্র, তাঁহার পথ কৃ[illegible]বর্ণ, এবং তাঁহার (পথের) কিছুই স্থিরতা নাই। অতএব তাঁহার মার্গে অ[illegible]রীক্ষ অবস্থিত আছে।

৮। অগ্নি রজ্জুবদ্ধ রথের ন্যায় স্বীয় চঞ্চল [illegible]জর সাহায্যে স্বর্গে গমন করেন। তাঁহার পথ একবারেই কৃষ্ণবর্ণ হয়, [illegible] কাষ্ঠ দহন করেন। বীরের ন্যায় অগ্নির প্রদীপ্ত তেজের সম্মুখ হইতে [illegible] পলায়ন করে।

৯। হে অগ্নি! তোমার সাহায্যে বরুণ স্বী[illegible] ধারণ করিয়াছেন, মিত্র অন্ধকার নাশ করেন, এবং অর্য্যমা দানশী[illegible]। রথের নেমি যেরূপ অরসমূহকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, তুমি যজ্ঞক[illegible]রা সেইরূপ বিশ্বা-ত্মক, সর্ব্বব্যা[illegible]পী, ও সকলের পরাভবকারী হইয়া জ[illegible]গ্রহণ করিয়াছ।

১০। হে তরুণ অগ্নি! যিনি তোমার স্তব ক[illegible] এবং তোমার জন্য অভিষব করেন, তুমি তাঁহার রমণীয় হব্য লইয়া দেব[illegible]র নিকট বিস্তার করিয়া দাও। হে তরুণ, মহাধন, বলপুত্র! তুমি স্তুত্য ও হবির্ভুক্, আমরা, স্তোত্র সময়ে রাজার ন্যায় তোমাকে স্থাপন করি।

১১। হে অগ্নি! তুমি যেমন আমাদিগকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং উপাস্য ধন প্রদান কর সেইরূপ উৎসাহশীল, জনপ্রিয়, বিদ্যাভ্যাসে কুশল (পুত্র) প্রদান কর। অগ্নি যেমন আপনার কিরণসমূহকে বিস্তার করেন সেইরূপ আপনার জন্মাধার (আকাশ পৃথিবীকে) বিস্তার করিয়া থাকেন। সুক্রতু অগ্নি আমাদিগের যজ্ঞে দেবতাগণের স্তুতি বিস্তার করিয়া থাকেন।

১২। অগ্নি অত্যন্ত দ্যুতিশীল, দ্রুতগামী অশ্ববিশিষ্ট, হোতা, আনন্দময়, সুবর্ণ রথবিশিষ্ট, অক্ষুন্ন বল, ও প্রসন্ন স্বভাব। তিনি কি আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করিবেন? তিনি কি আমাদিগকে সিদ্ধিপ্রদ কর্ম্মদ্বারা অনায়াস লভ্য ও অভিলষিত (স্বর্গ) অভিমুখে লইয়া যাইবেন?

১৩। আমরা অগ্নিকে হব্য প্রদানাদি কর্ম্ম ও অর্চ্চনা সাধন মন্ত্র দ্বারা স্তব করিয়াছি। অগ্নি প্রকৃষ্টরূপে দীপ্তি যুক্ত হইয়াছেন। উপস্থিত সকলে এবং আমরা, সূর্য্য যেমন, মেঘের শব্দ উৎপন্ন করেন, সেইরূপ (অগ্নির উদ্দেশে) শব্দ করি।

---

১৪২ সূক্ত।

আপ্রী(১) দে[illegible]। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।]

১। হে সমিদ্ধ[illegible] অগ্নি! যে যজমান স্রুক্ উন্নত করিয়া রহিয়াছেন তাহার জন্য তুমি অ[illegible]বগণকে আহ্বান কর। যে হব্যপ্রদায়ী (যজমান) হোমাভিষব করি[illegible], তাঁহার উপকারার্থ পূর্ব্বকালীন যজ্ঞ বিস্তার কর।

২। হে তনূ[illegible] নামক অগ্নি! মৎসদৃশ হব্যপ্রদায়ী, ও মেধাবী, যে যজমান তোম[illegible] করে তাহার ঘৃতমধুরসবিশিষ্ট যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া (যজ্ঞ সমাপ্তি[illegible]ন্ত) অবস্থিতি কর।

---

(১) ১৩ সূক্তের [illegible] এই ১৪২ সূক্ত ও আপ্রীসূক্ত। সেই সূক্তের প্রথম টীকা দেখ। কাত্থক্য ব[illegible] যে সমিৎ, তনূনপাৎ প্রভৃতি শব্দ যজ্ঞের অবয়ব বাচী, অতএব এই সূক্তে [illegible] যজ্ঞই হওয়া উচিত। শাকপূণি বলেন উহারা অগ্নির রূপান্তর, অতএব [illegible] এই সূক্তের দেবতা। আপ্রী শব্দে অগ্নির রূপ, অতএব ইহার নাম আপ্রী সূক্ত। (আপ্রী সূক্ত ত্রিবিধ, বসিষ্ঠ, অত্রি, বধ্র্যশ্ব, ও গৃৎসমদদিগের আপ্রীসূক্তে নরাশংসের উল্লেখ আছে। মেধাতিথি, দীর্ঘতমা প্রৈষিকদিগের আপ্রীসূক্তে নরাশংস ও তনূনপাৎ উভয়েরই উল্লেখ আছে। অন্যগুলিতে কেবল তনূনপাতের উল্লেখ আছে।) কাত্থক্য তনূনপাৎ শব্দে যজ্ঞাঙ্গ বুঝাইবার জন্য এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন যে ভোগ্যবস্তু সকল গাভী হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া গাভীর নাম তনু, (তন ধাতু হইতে উৎপন্ন), গাভী হইতে দুগ্ধ, দুগ্ধ হইতে হবিঃ, অতএব হবিঃ গাভীর নপ্তা (নাতি)। হবির্বিশিষ্ট যজ্ঞ তনূনপাৎ। অগ্নিপক্ষে এইরূপ ব্যুৎপত্তি আছে; জলকে তনূ বলে, জল হইতে ওষধি বনস্পতি হয় ওষধি ও বনস্পতি হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, [illegible] অগ্নি জলের নাতি হইল। অগ্নি তনূনপাৎ। ১৩ সূক্তের ২ ঋকের টীকায় তনূনপাৎ শব্দের অন্যরূপ ব্যাখ্যা দেখ।

৩। দেবগণের মধ্যে শুচি, পাবক, অদ্ভুত, ক্রতিমান্, যজ্ঞসম্পাদক নরাশংস (নামক অগ্নি) দ্যুলোক হইতে আগমন করিয়া তিনবার আমাদিগের যজ্ঞ মধুর সহিত মিশ্রিত করুন।

৪। হে অগ্নি! তুমি ঈলিত (অগ্নির নাম), তুমি বিচিত্র ও প্রিয় ইন্দ্রকে এইখানে লইয়া আইস। হে সুজিহ্ব! তোমার উদ্দেশে আমি স্তোত্র পাঠ করিতেছি।

৫। স্রুক্‌ধারী (ঋত্বিক্‌গণ) এই যজ্ঞে (অগ্নিরূপ) বর্হি বিস্তারকরতঃ ইন্দ্রের জন্য বিস্তীর্ণ সুখসাধন গৃহ সম্পাদন করিতেছেন; এই গৃহে দেবগণ সর্ব্বদা যাতায়াত করিবেন।

৬। (অগ্নিরূপ) যজ্ঞের দ্বার খুলিয়া দা[illegible]দেবতাগণের আগমনের জন্য যজ্ঞের দ্বার খুলিয়া দাও। দ্বারগুলি [illegible]জ্ঞের বর্দ্ধক, যজ্ঞের শোধক, বহুলোকের স্পৃহণীয়, এবং পরস্পর সংলগ্ন [illegible]।

৭। সকল লোকের স্তুতির যোগ্য, পর[illegible] সন্নিহিত, সুন্দররূপবিশিষ্ট, মহান্, যজ্ঞের নির্ম্মাতা (অগ্নিরূপ) নক্ত [illegible] [illegible]য়া স্বয়ং আসিয়া বিস্তৃত কুশে উপবেশন করুন।

৮। দেবতাগণের উন্মাদক শিক্ষাবিশিষ্ট, [illegible]তিশীল যজমানগণের মিত্র, মেধাবী, (অগ্নিরূপ) দৈব্য হোতৃদ্বয় [illegible]গের এই সিদ্ধিপ্রদ স্বর্গস্পর্শী যাগের অনুষ্ঠান করুন।

৯। শুচি এবং দেবগণের মধ্যস্থা, হোমনি[illegible]দিকা ভারতী ইলা, এবং মহতী সরস্বতী(৩) (অগ্নির মূর্ত্তিত্রয়) [illegible]র উপযুক্তা হইয়া কুশের উপ উপবেশন করুন।

১০। ত্বষ্টা (অগ্নিমূর্ত্তি বিশেষ) আমাদিগের মিত্র। তিনি স্বয়ং বহুপ্রকারে আমাদিগের পুষ্টি ও সমৃদ্ধির জন্য (মেঘের) নাভিস্থিত ব্যাপ্ত, অদ্ভুত, এবং বহুসংখ্যক প্রাণির হিতকারী (জল) প্রেরণ করুন।

---

(২) মূলে "অসশ্চতঃ" আছে। ১৩ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখ। এখানে সায়ণ অন্যরূপ অর্থ করিতেছেন, "অসজ্যমানাঃ পরস্পর বিপ্রকৃষ্টাঃ।"

(৩) "ভারতী" স্বর্গস্থ বাক্, "ইলা" পৃথিবীস্থ বাক্, "সরস্বতী" অন্তরীক্ষস্থ বাক্। সায়ণ।

১১। হে (অগ্নিরূপ) বনস্পতি! (ঋত্বিক্‌গণকে) ইচ্ছানুসারে প্রেরণকরিয়া নিজেই দেবগণের যাগ কর। দ্যুতিমান, মেধাবান্ অগ্নি দেবগণের মধ্যে হব্য প্রেরণ করেন।

১২। ঊষা, ও মরুৎবিশিষ্ট বিশ্বদেবগণ, বায়ু, ও গায়ত্রাশনীর ইন্দ্রের উদ্দেশে হব্য প্রদানার্থ (অগ্নিরূপ) স্বাহা শব্দ উচ্চারণ কর।

১৩। হে ইন্দ্র! আমাদিগের স্বাহাকার বিশিষ্ট হব্য ভক্ষণের জন্য আগমন কর। যজ্ঞে (ঋত্বিক্‌গণ) তোমাকে আহ্বান করিতেছে।

---

১৪৩ সূক্ত

অগ্নি দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। অগ্নি বলের পু[illegible], জলের নপ্তা, যজমানের প্রিয়তম ও হোমনিষ্পাদক, এবং যথাকালে [illegible] সহিত বেদিতে উপবেশন করেন; তাঁহার উদ্দেশে আমি এই নূতন এ[illegible] ফলবর্দ্ধক যজ্ঞ আরম্ভ করি ও স্তব পাঠ করি।

২। অগ্নি[illegible] [illegible]ম প্রদেশে উৎপন্ন হইয়া প্রথম মাতরিশ্বার(১) নিকট আবির্ভূত [illegible]। পরে ইন্ধনদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে প্রবল ক্রিয়াদ্বারা তাঁহার দীপ্তি [illegible] পৃথিবীকে প্রদীপ্ত করিয়া রহিল।

৩। অগ্নির দী[illegible]লোকলের নাশ নাই, সুদর্শন অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ সকল সর্ব্বতঃ দ্যোতমান্ [illegible] বিলক্ষণ বলশালী। নৈশ অন্ধকার নষ্ট করিয়া সর্ব্বদা জাগরূক ও [illegible] রহিত অগ্নিশিখাগণ কদাচ কম্পিত হয় না।

৪। ভৃগুবংশ[illegible] যজমানগণ, ভূতসমূহের বলের নিমিত্ত বেদির নাভিপ্রদেশে (উত্তর বেদিতে) যে সর্ব্বধনবান্ অগ্নিকে আপনাদিগের অভিমুখে স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাকে আপন গৃহে লইয়া স্তব কর। তিনি মুখ্য এবং বরুণের ন্যায় সমস্ত ধনের ঈশ্বর।

৫। যেমন বায়ুর শব্দ, প্রবল রাজার সেনা, এবং দ্যুলোকোৎপন্ন অশনি কেহ নিবারণ করিতে পারে না; সেইরূপ যে অগ্নিকে কেহ নিবারণ

---

(১) মাতরিশ্বা সম্বন্ধে ৬০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

করিতে পারে না সেই অগ্নি যোধদিগের ন্যায় তীক্ষ্ণীভূত দন্ত দ্বারা (শত্রুদিগকে) ভক্ষণ করেন ও বিনাশ করেন এবং বনসমূহকে দগ্ধ করেন।

৬। অগ্নি বারম্বার আমাদিগের উক্ত স্তোত্র শুনিতে ইচ্ছা করুন ধনস্থানীয় অগ্নি ধন দ্বারা বারম্বার আমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করুন। যজ্ঞ-প্রবর্ত্তক অগ্নি যজ্ঞলাভের জন্য বারম্বার আমাদিগকে ত্বরান্বিত করুন, আমি এইরূপ স্তুতিদ্বারা সুদর্শন অগ্নিকে স্তব করি।

৭। তোমাদিগের যজ্ঞনির্ব্বাহক প্রদীপ্ত অগ্নিকে মিত্রের ন্যায় দীপ্ত করিয়া অলঙ্কৃত করিতেছে। সম্যক্ দীপ্যমান জ্বালা বিশিষ্ট অগ্নি যজ্ঞস্থলে স্বয়ং প্রদীপ্ত হইয়া আমাদিগের শুভ্রবর্ণ (যা বুদ্ধিবিষয়ক প্রজ্ঞাকে) উন্মীলিত করিতেছে।

৮। হে অগ্নি! আমাদিগের প্রতি অনু[illegible] বিরত না হইয়া সর্ব্বদা অবহিত, মঙ্গলকর ও সুখকর আশ্রয় প্রদান দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। হে সর্ব্বজন বাঞ্ছনীয় অগ্নি! তুমি উৎপন্ন হইয়া [illegible] রহিত, অপরিভূত ও নিমেষ রহিতভাবে আমাদিগকে সম্যক্‌রূপে পাল[illegible]

---

১৪৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। বহুদর্শী হোতা উন্নত এবং অনবদ্য প্রজ্ঞারূপে অগ্নির উপচর্য্যার জন্য গমন করিতেছেন, ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্রুক্ ধারণ করিতেছেন। এই সকল স্রুক্ অগ্নিতে প্রথমাহুতি প্রদান করে।

২। সূর্য্যকিরণে সর্ব্বতো ব্যাপ্ত জলের ধারা তাহাদিগের উৎপত্তি-স্থান আদিত্যলোকে আবার নূতন হইয়া জন্মিতেছে। অগ্নি যখন জলের ক্রোড়ে আদরের সহিত বাস করে সেই সময়ে লোকে অমৃতময় জলপান করে এবং অগ্নি (বৈদ্যুতাগ্নিরূপে) তাহার সহিত মিলিত হয়।

৩। সমান বয়স্ক দুই জনে(১) এক প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশে পরস্পরকে সাহায্য করিয়া অগ্নির শরীরে (নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে), অনন্তর ভগ (আদিত্য) যেরূপ রশ্মি বিস্তার করেন, অথবা সারথি যেরূপ রশ্মি গ্রহণ করে, আহবনীয় অগ্নি সেইরূপ আমাদিগের রশ্মি (অর্থাৎ প্রদত্ত ঘৃত ধারা) গ্রহণ করেন(২)।

৪। সমান বয়স্ক, এক যজ্ঞে বর্ত্তমান এবং এক কার্য্যে নিযুক্ত দুই জন যে অগ্নিকে দিবারাত্রি পূজা করে, সেই অগ্নি পলিতই হউন বা যুবাই হউন মনুষ্য যুগের হব্য ভক্ষণ করতঃ অজর হইয়াছেন।

৫। দশ অঙ্গুলি পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া সেই দ্যোতমান অগ্নিকে প্রীত করে। আমরা মনুষ্য, রক্ষার্থ অগ্নিকে আহ্বান করি। ধনুক হইতে যেরূপ (বাণ) বহির্গত হয়, অগ্নি সেইরূপ রশ্মি প্রেরণ করেন। অগ্নি চতুর্দ্দিকবর্ত্তী যজমানগণের [illegible] স্তুতি ধারণ করেন।

৬। হে অগ্নি! [illegible] পশুপালকের ন্যায় নিজ সামর্থ্যে স্বর্গীয়দিগের ঈশ্বর, এবং পার্থিব[illegible]র ঈশ্বর, এইজন্য মহতী ঐশ্বর্য্যবতী, হিরণ্ময়ী, মঙ্গল শব্দকারিণী [illegible] ও প্রসন্না দ্যাবাপৃথিবী তোমার যজ্ঞে উপস্থিত হয়েন।

৭। হে অগ্নি [illegible] হব্য সেবা কর, তোমার স্তোত্র গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর। হে স্তুত[illegible]ন্নবান্ যজ্ঞার্থ উৎপন্ন, সুক্রতু অগ্নি! তুমি সমস্ত জগতের অনুকূল, সক[illegible] দর্শনীয়, তুমি আনন্দোৎপাদক, এবং প্রভূত অন্নবান্ ব্যক্তির ন্যায় সক[illegible]র আশ্রয় স্থান।

১৪৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। অগ্নিকে জিজ্ঞাসা কর তিনিই জানেন, তিনিই গিয়াছিলেন, তাঁহারই চৈতন্য আছে, তিনিই যান, তাঁহারই গতি ক্রত, শাসন ক্ষমতা

(১) হোতা ও অধ্বর্য্য। অথবা এই স্থলে সমান বয়স্ক এবং এক উদ্দেশে পরিভ্রমকারী পরস্পর সংলগ্ন জায়া ও পতিও বুঝাইতে পারে।

(২) রশ্মি শব্দের তিন অর্থ, যথা কিরণ, লাগাম, এবং ঘৃত ধারা।

তাঁহারই আছে, ইষ্ট বস্তুও তাঁহাতেই আছে। তিনিই অন্ন, বল, এবং বলবানের পালক।

২। তাঁহাকেই সকল লোকে জিজ্ঞাসা করে, অন্যায় জিজ্ঞাসা করে না। ধীরব্যক্তি নিজের মনে যাহা স্থির করে তাহার পূর্ব্বেও কথা সহ্য করিতে পারে না, পরেও কথা সহ্য করিতে পারে না; এই জন্যই দাম্ভিকতা-শূন্য লোক অগ্নির আশ্রয় প্রাপ্ত হয়।

৩। জুহূসমূহ তাঁহারই উদ্দেশে গ[illegible] করে, স্তুতিও তাঁহারই জন্য; এক অগ্নি আমার সমস্ত স্তুতি শ্রবণ [illegible]রেন। তিনি অনেকের প্রবর্ত্তক, তারয়িতা, ও যজ্ঞের সাধনভূত, তাঁহা[illegible] রক্ষা ছিদ্রশূন্য, তিনি শিশুর ন্যায় (শান্ত) এবং যজ্ঞাদির অনু[illegible]
[illegible] হূয়মান অগ্নি।

৪। যখনই যজমান কর এবং আমাদিগ[illegible] চেষ্টা করে তখনই অগ্নি আবির্ভূত হয়েন, উৎপন্ন [illegible] সহিত মিলিত হয়েন। (তাঁহার) আনন্দজনক ক[illegible] জন্য অভিমত ফল প্রদান করেন।

১৪৮ সূক্ত।

৫। অন্বেষণশীল, [illegible]। উচথ্যের অপত্য [illegible] ন্যায় (ইন্ধনের মধ্যে) স্থাপিত হইয়াছেন। বি[illegible] দা[illegible] অগ্নি মর্ত্ত্যদিগকে বিশেষ করিয়া (যজ্ঞানুষ্ঠা[illegible]ষ্ঠের) মধ্যে প্রবেশ করিয়া [illegible]রিয়াছেন।

[illegible]ব আহ্বানকর্ত্তা অগ্নিকে

[illegible]ব দ্যুতিমান্ সূর্য্যের ন্যায়

[illegible]য়াছিলেন।

[illegible]হব্য প্রদান করিলেই [illegible]

অগ্নি দেবতা। উচ[illegible] ঋষি।

প্রদত্ত বরণীয় (বে[illegible]

১। পিতা মাতার (দ্যাবাপৃথি[illegible] [illegible]ক্রোড়াস্থিত, মস্তকত্রয়যুক্ত, সপ্তরশ্মিবিশিষ্ট(১), ও বিকলতারহিত অগ্নিকে স্তব কর। সর্ব্বত্রগামী, অবিচলিত, দ্যোতমান্ এবং অভীষ্টবর্ষী অগ্নির তেজ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে।

(১) তিনটি সবন অগ্নির মূর্দ্ধা, সাতটি ছন্দ উঁহার রশ্মি। সায়ণ।

২। ফলপ্রদাতা অগ্নি নিজ মহিমায় দ্যাবাপৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, জরারহিত, পূজনীয় অগ্নি (আমাদিগকে) রক্ষা করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, বিস্তৃত পৃথিবীর সানুপ্রদেশে (বেদিতে) পদক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ঊর্ধ্বঃ (অন্তরীক্ষ) লেহন করিতেছে।

৩। (যজমান ও তৎ পত্নী -) সেবাকার্য্যকুশল দুইটি ধেনু একটি বৎসের (অগ্নির) অভিমুখে সঞ্চরণ করিতেছেন। তাঁহারা গর্হিত বিষয়শূন্য পথ নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং সর্ব্বপ্রকার প্রজ্ঞা অধিক পরিমাণে ধারণ করিতেছেন।

৪। অভিজ্ঞ মেধাবীগণ [illegible] জেয় অগ্নিকে স্বীয়স্থানে স্থাপন করিতেছেন বুদ্ধিবলে নানাউপায়ে [illegible] ভাথ আ[illegible] করিতেছেন, যজ্ঞফলভোগেচ্ছায় ফলদায়ী অগ্নির শুশ্রূষা করি[illegible] [illegible]গ্নি সেইরূপ রশ্মিরূপে তাঁহাদিগের [illegible] আবির্ভূত হইতেছেন। [illegible]জ্ঞানে স্তুতি ধারণ করে

৫। অগ্নি ইচ্ছা[illegible] পশুপালকের ন্যায় [illegible]হাকে দেখিতে পায়। তিনি সর্ব্বদা জয়শী[illegible]র ঈশ্বর, এইজন্য মহতী[illegible] সকলেরই জীবনস্বরূপ। ধনবান্ এবং সক[illegible] ও প্রসন্না দ্যাবাপৃথিবী[illegible]ন শিশুতুল্য যজমানগণের পিতারূপ।

[illegible]ম হব্য সেবা কর, তোমা[illegible]
[illegible]ন্নবান্ যজ্ঞার্থ উৎপন্ন, সু[illegible]
[illegible] দর্শনীয়, তুমি আনন্দো[illegible]
আ[illegible]নের আশ্রয় স্থান।

দীর্ঘতমা ঋষি।

---

১৪৫ সূ[illegible]

১। হে অগ্নি[illegible] [illegible]শাবক রশ্মিগণ কি প্রকারে অন্নের সহিত আয়ুঃ প্রদান ক[illegible] [illegible]পৌত্রাদির জন্য অন্ন ও আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া যজমান যজ্ঞসম্বন্ধীয় সামগান করিতে পারে?

২। হে তরুণ অন্নবান্ অগ্নি! আমার অতিশয় পূজনীয় ও উত্তমরূপে সম্পাদিত স্তুতি গ্রহণ কর। একজন তোমাকে হিংসা করে আর একজন তোমার পূজা করে। আমি তোমার উপাসক, আমি তোমার মূর্ত্তিকে পূজা করি।

৩। হে অগ্নি! তোমার যে প্রসিদ্ধ পালনশীল রশ্মিগণ মমতার পুত্র দীর্ঘতমাকে অন্ধ দেখিয়া তাহাকে দুঃখ (অন্ধত্ব) হইতে রক্ষা করিয়াছিল(১) তুমি সর্ব্বপ্রজ্ঞাযুক্ত, তুমি সেই সুখকর রশ্মি গণকে রক্ষা কর। বিনাশেচ্ছু শত্রুগণ যেন হিংসা না করে।

৪। হে অগ্নি! যে আমাদিগের পাপ ইচ্ছা করে, নিজে দান করে না (মানসিক ও বাচনিক) দুই প্রকার মন্ত্র [illegible]রা আমাদিগের নিন্দা করে, তাহাদিগের একমন্ত্র (মানস) তাহাদিগের[illegible] পক্ষে গুরুভার হউক, এবং তাহারা দুর্বাক্যদ্বারা আপনাদিগেরই শরী[illegible] নষ্ট করুক।

৫। হে বলের পুত্র অগ্নি! যে মনুষ্য [illegible]নিয়া শুনিয়া দ্বিপ্রকার মন্ত্র [illegible]রা মনুষ্যের নিন্দা করে, হে স্তূয়মান অগ্নি! [illegible] আমি স্তব করিতেছি, তাহার [illegible]স্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর এবং আমাদিগ[illegible] পাপে নিক্ষেপ করিও না।

---

১৪৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। উচথ্যের অপত্য [illegible] ঋ[illegible]।

[illegible] [illegible]ৌতরিশ্বা (কাষ্ঠের) মধ্যে প্রবেশ করি[illegible] [illegible]না রূপবিশিষ্ট সর্ব্ব-দেবগণের আহ্বানকর্ত্তা অগ্নিকে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন। [illegible]কে বিচিত্র দ্যুতিমান্ সূর্য্যের ন্যায় [illegible]নুষ্য ও ঋত্বিক্‌গণের [illegible]স্থাপন করিয়াছিলেন।

[illegible] [illegible]কে) সন্তোষকর হব্য প্রদান করিলেই [illegible]ত্রুগণ আমাকে নাশ [illegible] পারে না, যেহেতু অগ্নি মৎপ্রদত্ত বরণীয় (স্তোত্রাদির) অভিলাষী।

[illegible]তা! [illegible] [illegible]মার উজ্জ্বল ও [illegible] [illegible] যে পুত্র ও [illegible] [illegible]

(১) [illegible] ও [illegible] বৃহস্পতি নামে দুই জন ঋষি ছিলেন। উচথ্যের ভার্য্যা মমতা [illegible] বৃহস্পতি মমতার গর্ভাবস্থাতেই তাঁহার সহিত রমণ করেন। শুক্র-[illegible] [illegible]হিত হইলে গর্ভস্থ রেতঃ বলিল, হে মুনি! আমি পূর্ব্ব হইতে এখানে [illegible], [illegible]আর রেতঃ পাত করিওনা, তাহা হইলে রেতঃ শঙ্কর হইবে। বৃহ-স্পতি বলপূর্ব্বক রেতঃ সংযম করিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে তুমি "দীর্ঘতমঃ" প্রাপ্ত হও, জন্মান্ধ হও। দীর্ঘতমা জন্মগ্রহণ করিয়া অগ্নিকে স্তব করিলেন, অগ্নি তুষ্ট হইয়া তাঁহার অন্ধত্ব নাশ করিলেন। সায়ণ। কিন্তু এটী পৌরাণিক গল্প, ঋগ্বেদ রচনার অনেক পর কল্পিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে এ গল্পের কোনও নিদর্শন নাই।

স্তোতা যখন অগ্নির সম্বন্ধে স্তুতি করেন, তখন সমস্ত দেবগণ তৎপ্রদত্ত সমস্ত হব্য প্রাপ্ত হয়েন।

৩। যজ্ঞকারীগণ যে অগ্নিকে নিত্য অগ্নিগৃহে লইয়া যান এবং স্তুতি-সহকারে স্থাপন করেন, ঋত্বিকগণ দ্রুতগামী রথনিবদ্ধ অশ্বের ন্যায় সেই অগ্নিকে যজ্ঞার্থ প্রণয়ন করেন।

৪। বিনাশক অগ্নি, সর্[illegible]কায় বৃক্ষাদি দন্তদ্বারা নষ্ট করেন, অনন্তর বনে নানাবর্ণে শোভা প্রাপ্ত [illegible]ন। তদনন্তর যেমন ধানুকীর নিকট হইতে তীর বেগে গমন করে সে[illegible]প বায়ু প্রতিদিন শিখার অনুকূল হইয়া বহিতে থাকে।

৫। (অরণি) গর্ভে অ[illegible]ত যে অগ্নিকে শক্রগণ অথবা অন্য হিংসকগণ দুঃখ দিতে পারে না, অ[illegible] দৃষ্টিশক্তিরহিত লোকে যে অগ্নির মাহাত্ম্য নষ্ট করিতে পারে না, [illegible]লিত ভক্তি বিশিষ্ট যজমানগণ বিশেষরূপে তৃপ্তিসাধন করিয়া তাঁ[illegible] রক্ষা করে।

[illegible] ৩৮ [illegible]

[illegible]৯ সূক্ত।

অগ্নি [illegible] মতা. উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। মহাধনের [illegible]মী অগ্নি অভীষ্ট প্রদান করুন: আমাদিগের (দেব-যজন) অভিমুখে গমন[illegible]রিতেছেন। প্রভুর প্রভু অগ্নি ধনাস্পদ (বেদি) আশ্রয় করিতেছেন। প্রস্তর হস্ত যজমানগণ আগত অগ্নির সেবা করিতেছেন।

২। যে অগ্নি মনুষ্যদিগের ন্যায় দ্যাবাপৃথিবীরও উৎপাদক, তিনি যশোযুক্ত হইয়া বর্তমান আছেন, এবং তাঁহা হইতেই জীবগণ সৃষ্টির আস্বাদন প্রাপ্ত হয়। তিনি গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়া (সমস্তজীবের) সৃষ্টি করেন।

৩। অগ্নি মেধাবী, তিনি অন্তরীক্ষচারী বায়ুরন্যায় নানাস্থানে গমন করেন। তিনি এই সুন্দর স্থান (বেদি) দীপ্ত করিয়াছেন, নানারূপ অগ্নি সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

৪। দ্বিজন্মা অগ্নি দীপ্যমান লোকত্রয়কে প্রকাশ করেন এবং সমস্ত রঞ্জনাত্মক লোকও প্রকাশ করেন। তিনি দেবতাগণের আহ্বান কর্ত্তা এবং যে স্থলে জল সংগৃহীত হয় তথায় বর্ত্তমান আছেন।

৫। যে অগ্নি দ্বিজন্মা, তিনিই হোতা, তিনি হব্যলাভের ইচ্ছায় সমস্ত বরণীয় ধন ধারণ করেন। যে মর্ত্ত্য অগ্নিকে হব্য দান করে, তাহার উত্তম পুত্র হয়।

১৫০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। হে অগ্নি! যেহেতু আমি হব্য দান করি, অতএব তোমার নিকট অনেক প্রার্থনা করি। হে অগ্নি! আমি তোমারই সেবক। হে অগ্নি! মহৎ প্রভুর গৃহে যেরূপ সেবক থাকে আমি তোমার নিকট সেইরূপ।

২। হে অগ্নি! যে ধনবান্ ব্যক্তি তোমাকে দাতা বলিয়া মানে না, বা উত্তমরূপ হোমের জন্য দক্ষিণা দেয় না, এবং যে ব্যক্তি দেবতাগণকে স্তব করে না সেই দেবশূন্য লোকদ্বয়কে (ধন দান করিও না)।

৩। হে মেধাবী অগ্নি! যে ব্যক্তি তোমারি স্তব করে, সে স্বর্গে চন্দ্রের ন্যায় সকলের আনন্দকর হয়(১), প্রধানদিগের মধ্যেও প্রধান হয়। (অতএব) আমরা বিশেষরূপে তোমারই সেবক হই।

(১) মূলে "স চন্দ্রঃ মর্ত্ত্যঃ" আছে। অর্থাৎ সেই মনুষ্য আহ্লাদকর (অথবা চন্দ্রের ন্যায় আহ্লাদকর) হয়। ছন্দোগেরা বলেন, সে চন্দ্র হইয়া যায়। "পিতৃলোকাৎ আকাশং আকাশাৎ চন্দ্রমসং এযঃ সোমঃ রাজা।" এইরূপে বৈদিক উপমা হইতে পর সময়ের উপাখ্যানগুলির সৃষ্টি হইয়াছে।

১৫১ সূক্ত।

মিত্রাবরুণ দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতম ঋষি।

১। গোধনাভিলাষী, স্বাধ্যায়সম্পন্ন যজমানগণ, গোধনলাভের ও মনুষ্যগণের রক্ষার নিমিত্ত, মিত্রেরন্যায় প্রিয়(১) ও যজনীয় যে অগ্নিকে (অন্তরীক্ষভব) জলমধ্যে ক্রিয়াদ্বারা উৎপন্ন করিয়াছেন তাঁহার বল ও শব্দে দ্যাবাপৃথিবী কম্পিত হইতেছে।

২। যেহেতু মিত্রভূত (ঋত্বিকগণ) তোমাদিগের জন্য অভীষ্ট-প্রদায়ী(২) স্বকর্ম্মক্ষম সোমরস ধারণ করিয়া রহিয়াছেন অতএব অর্চ্চকের গৃহে আগমন কর। তোমরা অভীষ্টবর্ষী, তোমরা গৃহপতির (আহ্বান) শ্রবণ কর।

৩। হে অভীষ্টবর্ষী (মিত্রাবরুণ)! মহাবল লাভের জন্য মনুষ্যগণ দ্যাবাপৃথিবী হইতে তোমাদের প্রশংসনীয় জন্মের কীর্ত্তন করিতেছে; যেহেতু তুমি যজমানের কর্ম্মের ফলস্বরূপ অভীষ্ট প্রদান কর, এবং স্তুতি এবং হব্যযুক্ত যজ্ঞ গ্রহণ কর।

৪। হে প্রভূত বলশালী মিত্রাবরুণ! যে যজ্ঞভূমি তোমাদিগের প্রিয়তর, তাহা উত্তমরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। হে সত্যবাদী মিত্রাবরুণ! তোমরা আমাদিগের বৃহৎ যজ্ঞের প্রশংসা কর। (দুগ্ধাদির দ্বারা) শরীরের বল প্রদানে সমর্থ গাভীরন্যায়, তোমরা উভয়ে বৃহৎদ্যুলোকের অগ্রভাগে (দেবতাগণের আনন্দোৎপাদনে) সমর্থ, এবং নানাস্থানে আরব্ধ কর্ম্ম উপভোগ কর।

৫ হে মিত্রাবরুণ! তোমরা নিজমহিমায় যে ধেনুগণকে বরণীয় প্রদেশে লইয়া যাও, তাহাদিগকে কেহ নষ্ট করিতে পারে না। তাহারা ক্ষীর প্রদান করে এবং গোষ্ঠে ফিরিয়া আইসে। চৌরধারী ব্যক্তিগণেরন্যায়

(১) যদিও মিত্র শব্দ এস্থলে উপমার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে তত্রাপি ঐ মিত্রই এই ঋকের দেবতা। বৈদ্যুতাগ্নি মিত্রস্বরূপ। সায়ণ।

(২) সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন "পুরুমিল" শব্দে এক রাজার নামও বুঝাইতে পারে।

উক্ত গাভীগণ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে উপরিস্থিত সূর্য্যের দিকে (চাহিয়া) চীৎকার করে।

৬। হে মিত্র! হে বরুণ! তোমরা যে যজ্ঞে যজ্ঞভূমিকে সম্মানিত কর তথায় কেশের ন্যায় অগ্নির শিখা যজ্ঞার্থ তোমাদিগকে পূজা করে। তোমরা নিম্নমুখে (বৃষ্টি) প্রদান কর, এবং আমাদিগের কর্ম্ম সম্পন্ন কর। তোমরাই মেধাবী যজমানের মনোহর স্তুতির ঈশ্বর।

৭। যে মেধাবী হোমনিষ্পাদক, মনোহর যজ্ঞোপকরণ-বিশিষ্ট যজমান যজ্ঞের নিমিত্ত তোমাদিগের উদ্দেশে স্তবকরতঃ হব্য প্রদান করে, সেই প্রজ্ঞাবান্ যজমানের উদ্দেশে গমন কর, এবং যজ্ঞের কামনা কর। আমাদিগকে (অনুগ্রহ করিবার) অভিলাষে আমাদিগের স্তুতি স্বীকার কর।

৮। যেমন (ইন্দ্রিয়ের) প্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমে মনের প্রয়োগ করিতে হয়, হে সত্যবাদী মিত্র ও বরুণ! সেইরূপ তোমাদিগকেই যজমানেরা প্রথমে (অন্য দেবগণের পূর্ব্বে) গব্য দ্রব্য অর্চনা করে। যজমানেরা তোমাদিগকে আসক্ত চিত্তে স্তুতি করিতেছে, তোমরা মনে দর্প না করিয়া আমাদিগের সমৃদ্ধ কার্য্যে উপস্থিত হও।

৯। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা ধনবিশিষ্ট অন্ন ধারণ কর, আমাদিগকে ধনবিশিষ্ট অন্নপ্রদান কর। উহা প্রচুর ও তোমার বুদ্ধি বলে রক্ষিত। দিবস বা রাত্রি তোমার দেবত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। নদীগণও তোমার দেবত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, পণিরাও প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা তোমার দানও প্রাপ্ত হয় নাই।

---

১৫২ সূক্ত।

মিত্রা বরুণ দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। হে স্থূল মিত্র ও বরুণ! তোমরা (তেজোরূপ) বস্ত্র ধারণ কর, তোমাদিগের সৃষ্টি সুন্দর ও দোষ রহিত। তোমরা সমস্ত অনৃত বিনাশ কর এবং ঋতের সহিত যুক্ত হও।

২। এই উভয়ের (মিত্র ও বরুণের) প্রত্যেকেই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন। তিনি সত্যবাদী, মন্ত্রণাকুশল, কবিগণের স্তুত্য ও শত্রুহিংসক। তিনি উগ্ররূপে চতুর্গুণ অস্ত্রবিশিষ্ট হইয়া ত্রিগুণ অস্ত্রবিশিষ্টগণকে নাশ করেন। দেবনিন্দুকেরা তাঁহার প্রভাবে প্রথমতঃই জীর্ণ হইয়া যায়।

৩। পদবিশিষ্ট (মনুষ্যদিগের) অগ্রে পদরহিতা (উষা) আগমন করেন, হে মিত্রাবরুণ! ইহা যে তোমাদিগেরই কর্ম্ম তাহা কে জানে? তোমাদিগের সন্তান (আদিত্য) ঋতের পুরণ ও অনৃতের বিনাশ করিয়া সমস্ত জগতের ভার বহন করেন (১)।

৪। আমরা দেখিতেছি যে কন্যার (উষার) জার (আদিত্য) ক্রমাগতই চলিতেছেন, কখনই [illegible] দিতেছেন না। বিস্তৃত তেজে আচ্ছাদিত আদিত্য মিত্রাবরুণের প্রি[illegible]ত্র।

৫। আদিত্যের [illegible] নাই, প্রগ্রহ নাই, তথাপি তিনি শীঘ্র গমনশীল ও অত্যন্ত শ[illegible]রা; তিনি ক্রমেই ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতেছেন। লোকে এই সকল [illegible] স্তুনীয় বৃহৎকর্ম্ম মিত্র ও বরুণের প্রতি আরোপ করিয়া তাঁহাদের স্তব করি[illegible] ও সেবা করিতেছে।

৬। প্রীতিজনক ধেনুগণ বৃহৎকর্ম্মপ্রিয় মমতার পুত্রকে (অর্থাৎ আমাকে) আপনার [illegible]নজাত (দুগ্ধ) দ্বারা প্রীত করুক। (তিনি) যজ্ঞানুষ্ঠান অবগত হইয়া (যজ্ঞাবশিষ্ট) অন্ন, মুখদ্বারা (আহারার্থ) ভিক্ষা করুন, এবং মিত্রাবরুণের পরিচার্য্যা করিয়া (গজ) অখণ্ডিতরূপে সম্পূর্ণ করুন।

৭। হে দেব মিত্রাবরুণ! আমি রক্ষার নিমিত্ত নমস্কার ও স্তোত্র করত তোমাদের হব্য সেবার উদ্যোগ করিব। আমাদিগের বৃহৎকর্ম্ম যেন যুদ্ধের সময় শত্রুদিগকে অভিভব করিতে পারে। স্বর্গীয় বৃষ্টি যেন আমাদিগের উদ্ধার করে।

(১) মিত্র ও বরুণ দিবা ও রাত্রি। সূর্য্য ঐ দুই কালের মধ্যকালে উদয় হয়েন এই জন্য মিত্রাবরুণের "গর্ভ," অর্থাৎ শিশু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সায়ণ। "ঋত" শব্দকে ১ সূক্তের ৮ ঋকের টীকা দেখ।

১৫৩ সূক্ত।

মিত্রাবরুণ দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। হে ঘৃতস্রাবী, মহানু মিত্রাবরুণ! যেহেতু আমাদিগের অধ্বর্য্যুগণ স্বীয় কার্য্যদ্বারা তোমাদিগকে পোষণ করে, অতএব আমরা সমান প্রীতি-যুক্ত হইয়া হব্য ঘৃত ও নমস্কারদ্বারা তোমাদিগকে পূজা করি।

২। হে মিত্রাবরুণ! তোমাদিগের উদ্দেশে কেবল যাগের প্রস্তাবই প্রকৃত যাগ নহে. (কিন্তু তদ্দ্বারাই) আমি তোমাদিগের তেজঃ প্রাপ্ত হই। কারণ সুধী হোতা যখন তোমাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত আগমন করেন, হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! তখন তিনি সুখল্ব... করেন।

৩। হে মিত্রাবরুণ! রাতহব্য (নামক রা... ...ত্মুষ্যযজমানের হোতার ন্যায় যজ্ঞে সপর্য্যাদ্বারা তোমাকে প্রীত করিলে ... ধেনু যেরূপ দুগ্ধবতী হইয়াছিল, তোমার যজ্ঞে যে যজমান হব্য প্রদান ... তাহার ধেনু সকল সেইরূপ বহু দুগ্ধবতী হইয়া আনন্দ বর্দ্ধন করুক।

৪। হে মিত্রাবরুণ! দিব্য ধেনুগণ এবং অন্ন ও ... আ তোমাদের ভক্ত যজমানগণের নিমিত্ত তোমাদিগকে প্রীত করুক। ... মাদের যজমানের পূর্ব্বপালক অগ্নি দানশীল হউন এবং তোমারা ক্ষ... স্রাবিণী ধেনুর দুগ্ধ পান কর।

---

১৫৪ সূক্ত।

বিষ্ণু দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। আমি বিষ্ণুর বীর কর্ম্ম শীঘ্রই কীর্ত্তন করি। তিনি পার্থিব লোক পরিমাপ করিয়াছেন। তিনি উপরিস্থ জগৎ (সপ্ত...) স্তম্ভিত করিয়াছেন। তিনি তিনবার পদক্ষেপ করিয়াছেন। লোকে তাঁহার প্রভুত স্তুতি করে(১)।

---

(১) সায়ণ "পার্থিব" অর্থে তিনলোক করিয়াছেন। আবার পৃথিবীর অধস্থ সপ্তলোক এরূপ অর্থ ও অনুমান করিয়াছেন। এবং "সধস্থ" অর্থে সত্য লোক করিয়াছেন। বিষ্ণুর তিন পদবিক্ষেপ সম্বন্ধে ২২ সূক্তের ১৬ ঋকের টীকা দেখ।

২। যেহেতু বিষ্ণুর তিনপদক্ষেপে সমস্ত ভুবন অবস্থিতি করে, অতএব ভয়ঙ্কর, হিংস্র, গিরিশায়ী আরণ্য জন্তুর ন্যায় বিষ্ণুর বিক্রম লোকে প্রশংসা করে।

৩। উন্নত প্রদেশনিবাসী, অভীষ্টবর্ষী, ও সর্ব্বলোকপ্রশংসিত বিষ্ণুকে মহাবল ও স্তোত্র সমূহ আশ্রয় করুক। তিনি এককই এই একত্রা-বস্থিত অতি বিস্তীর্ণ নিয়ত (ভুবন) তিনবার পদক্ষেপদ্বারা পরিমাপ করিয়াছেন(২)।

৪। যাঁহার অক্ষীণ, অমৃত পূর্ণ, ত্রিসংখ্যক পদক্ষেপ অন্নদ্বারা (মনুষ্য-গণের) হর্ষ উৎপাদন করে, যিনি এককই ধাতুত্রয় ও পৃথিবী, দ্যুলোক, ও সমস্ত ভুবন ধারণ করিয়া আছেন(৩)।

৫। দেবাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যগণ যে প্রিয় পথ প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট হয়েন, আমি সেই পথ যেন প্রাপ্ত হই। উরুবিক্রমী বিষ্ণুর পরমপদে মধুর উৎস আছে, তিনি প্রকৃতই বন্ধু।

৬। যে সকল স্থানে ভূরিশৃঙ্গবিশিষ্ট ও ক্ষিপ্রগামী গোসমূহ বিচরণ করে(৪), সেই সকল স্থানে গমনার্থ তোমাদের উভয়ের প্রার্থনা করি(৫)। এই সকল স্থানে বহুলোকের স্তুতিযোগ্য, অভীষ্টবর্ষী বিষ্ণুর পরমপদ প্রভূত স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইতেছে।

২। প্রথম ও তৃতীয় ঋকে সায়ণ "বিমমে" অর্থ নির্ম্মাণ করা ঠিক করিয়াছেন। কিন্তু "পদবিক্ষেপদ্বারা নির্ম্মাণ করা" অপেক্ষা "পদবিক্ষেপদ্বারা পরিমাপ বা ভ্রমণ করা" অর্থই ভাল হয়। ৫০ সূক্তের ৭ ঋকে সায়ণ এই ধাতুর ভ্রমণ অর্থই করিয়াছেন। সেই ঋক দেখ। আবার ৫ মণ্ডলের ৮১ সূক্তের ৩ ঋক দেখ।

(৩) সায়ণ ধাতুত্রয়ের তিনপ্রকার অর্থ অনুমান করিয়াছেন। (১) পৃথিবী, জল ও তেজঃ। (২) কালত্রয়। (৩) গুণত্রয়। "Three Elements."—*Wilson.* "Triple Universe."—*Muir.* "Trois choses."—*Langlois.*

(৪) মূলে "গাবঃ ভূরিশৃঙ্গাঃ" আছে। "Many-horned cattle."-*Roth* (translated by Muir). "Many-horned cows."—*Muir.* "Vaches aux cornes merveilleousement allongées."—*Langlois.* সায়ণ "গাবঃ" অর্থে রশ্মি ও ভূরি শৃঙ্গাঃ' অর্থে উন্নত করিয়াছেন।

(৫) মূলে "বাং" আছে অর্থাৎ যজমান ও যজমানপত্নী। সায়ণ। এই "বাং" সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। Muir বলেন "Here we have rather a

১৫৫ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বিষ্ণু দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। (হে অধ্বর্য্যুগণ)! তোমরা, স্তুতিপ্রিয় মহাবীর (ইন্দ্রের) নিমিত্ত এবং বিষ্ণুর জন্য পানীয় সোমরস যত্নপূর্ব্বক প্রস্তুত কর। তাঁহারা উভয়ে দুর্দ্ধর্ষ, ও মহীয়ান্। তাঁহারা মেঘের উপর ভ্রমণ করেন, যেন সুশিক্ষিত অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন।

২। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা [illegible]ষ্টপ্রদ; অতএব হুতাবশিষ্ট সোমপায়ী যজমান তোমাদিগের দীপ্তিপূর্ণ [illegible] গমন প্রশংসা করিতেছে। তোমরা মর্ত্ত্যদিগের জন্য শত্রুবিমর্দ্দক অগ্নির [illegible] হইতে প্রদেয় অন্ন নিরন্তর প্রেরণ কর(১)। [illegible] পোত

৩। প্রসিদ্ধ (আহুতি সকল) ইন্দ্রের [illegible] বিক্রম [illegible]দ্ধি করিতেছে। ইন্দ্র, সকলের মাতৃস্থানীয় (দ্যাবাপৃথিবী)[illegible] প্রদ[illegible] করিয়া উপভোগের জন্য সেই সামর্থ্য প্রদান করেন। পুত্র নিকৃষ্ট [illegible] করেন, উৎকৃষ্ট নাম পিতার, তৃতীয় (নাম) দ্যুলোকের দীপ্তিমান্ [illegible] আছে(২)।

---

proof of the fact that in the arrangement of th[illegible]da many verses have been inserted in wrong places. The verse is [illegible]dressed to Mitra and Varuna, and perhaps belonged to one of the hymns to those two gods which immediately precede this in the Sañhitá. The ver[illegible] has been introduced into the wrong place because *Vishnu* is named in it."—*Sanscrit Texts.*

---

(১) অর্থাৎ তোমরা অগ্নিতে প্রদত্ত হবিঃ গ্রহণ করিয়া অগ্নিমুখেই তাঁহার ফল প্রদান কর। Muir অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। "Who [illegible]vert from the (pious) mortal that which is aimed at him,—the bolt or the a[illegible]her Krishna."

(২) এই ঋকের শেষার্দ্ধটী এই [illegible]ছে, যথা "দধাতিপুত্রঃ অবরং পরং পিতুঃ নাম তৃতীয়ং অধিরোচনে দিবঃ।" ইহার শব্দের অর্থগুলি অনুবাদে দিয়াছি তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি নাই। সায়ণ এইরূপ তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সকল সূর্য্য লোকে গমন করতঃ দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে ইন্দ্র ও বিষ্ণুর পুষ্টি-বর্দ্ধন করে। ইন্দ্র ও বিষ্ণু পৃথিবীতে জল প্রেরণ করেন তাহাতে পৃথিবী শস্যা-ন্বিতা হয় এবং মনুষ্য সকলের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় এই প্রকারে পিতা, পুত্র, ও পৌত্রের উৎপত্তি হয়।

৪। আমরা সকলের স্বামী, পালন কর্ত্তা, শত্রু রহিত, ও সেচন সমর্থ (অর্থাৎ তরুণ) বিষ্ণুর পৌরুষের স্তুতি করি। তিনি প্রশংসনীয় লোক রক্ষার নিমিত্ত ত্রিসংখ্যক পাদবিক্ষেপদ্বারা পার্থিব লোক সকল বিস্তীর্ণরূপে পরিক্রম করিয়া ছিলেন।

৫। মনুষ্যগণ স্বর্গদর্শী বিষ্ণুর দুই পাদক্ষেপ কীর্ত্তনকরতঃ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার তৃতীয় পাদক্ষেপ, মনুষ্য [illegible]রণা করিতে পারে না, উড্ডীয়মান পক্ষ-বিশিষ্ট পক্ষীগণও (প্রাপ্ত হয় [illegible] (৩)।

৬। বিষ্ণু গতিবিশেষ[illegible] বিবিধ [illegible]ভাববিশিষ্ট, চতুর্নবতি (কালা-বয়বকে) (৪) চক্রের ন্যায় [illegible]ত্তাকারে চালিত করিয়াছেন। বিষ্ণু বৃহৎ-শরীর বিশিষ্ট, ও [illegible] পরিমেয়; তিনি নিত্য তরুণ ও অকুমার, তিনি আহবে গম[illegible] [illegible]

প্রাপ্ত হই[illegible] উরু[illegible]

[illegible]ন্ধু।

[illegible]

[illegible]থর স্থাটে সূক্ত।

বিষ্ণু দে[illegible] [illegible]কল উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

[illegible]হা

১। হে বিষ্ণু! [illegible] মিত্রের ন্যায় আমাদিগের সুখপ্রদ, ঘৃতাহুতি-ভাজন, প্রভূত অন্নবান্‌, রক্ষণশীল ও পৃথুব্যাপী হও। তোমার স্তোম বিদ্বান্‌ যজমান কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ উচ্চার্য্য, এবং তোমার যজ্ঞ, হবিষ্মান্‌ যজমানের আরাধনীয়।

(৩) "বয়শ্চন" শব্দের সায়ণ মরুৎ অর্থ করিয়াছেন।

(৪) মূলে "কেবলং চতুর্ভিঃ সাকং নবতিং" আছে। "কাল" শব্দ নাই সায়ণ "কাল" অর্থ অনুমান করিয়া সেই ৯৪ কালাবয়ব এই রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা সম্বৎসর (১) অয়নদ্বয় (২) পঞ্চ ঋতু (৫) দ্বাদশ মাস (১২) চতুর্বিংসতিপক্ষ (২৪) ত্রিংসৎ অহোরাত্র (৩০) অষ্টপ্রহর (৮) দ্বাদশ রাশি (১২)। Muir "চতুর্ভিঃ নবতিং" অর্থে চারিগুণ নব্বই অর্থাৎ বৎসরের ৩৬০ দিন করিয়াছেন। সায়ণের অনুমান অপেক্ষা এ অনুমানটী সঙ্গত বোধ হয় কিন্তু প্রকৃত অর্থ কি তাহা বিচার করিতে আমরা অক্ষম।

(৫) মূলে "আহবং" শব্দই আছে। সায়ণ তাহার অর্থ করেন আহ্বান, Muir তাহার অর্থ করেন যুদ্ধ।

২। যে মনুষ্য প্রাচীন, মেধাবী, নিত্য নূতন, ও সুমজ্জানি(১) বিষ্ণুকে হব্য প্রদান করেন; যিনি মহানুভাব বিষ্ণুর পূজনীয় জন্ম (কথা) কীর্ত্তন করেন, তিনিই যুজ্য (স্থান) প্রাপ্ত হয়েন।

৩। হে স্তোতৃগণ! প্রাচীন যজ্ঞের গর্ভভূত বিষ্ণুকে যেরূপ জান সেই রূপেই স্তোত্রাদিদ্বারা তাঁহার প্রীতি সাধন কর। বিষ্ণুর নাম জানিয়া কীর্ত্তন কর। হে বিষ্ণু! তুমি মহানুভব, তোমার সুমতি আমরা ভজনা করি।

৪। রাজা বরুণ ও অশ্বিদ্বয় মরুৎবান্ বিধাতার সেই যজ্ঞে(২) মিলিত হউন। অশ্বিদ্বয় এবং বিষ্ণু সখাবিশিষ্ট হইয়া উত্তম অহর্দিন বলধারণ করেন এবং মেঘের আবরণ উন্মোচন করেন।

৫। যে স্বর্গীয়, অতিশয় শোভনকর্ম্মা বিষ্ণু শোভনকর্ম্মা ইন্দ্রের(৩) সহিত মিলিত হইয়া আইসেন, সেই মেধাবী ত্রিবিক্রমী আর্য্যকে(৪) প্রীত করিয়াছেন এবং যজমানকে যজ্ঞের ভাগ প্রদান করিয়াছেন।

---

১৫৭ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। ভূমির উপর অগ্নি জাগরিত হইলেন, সূর্য্য উদিত হইলেন, মহতী উষা তেজঃদ্বারা সকলকে আহ্লাদিত করিয়া (তমঃ) দূরীকৃত করিতেছেন। হে অশ্বিদ্বয়! আগমনের জন্য তোমাদের রথ যোজিত কর সবিতা সমস্ত জগৎকে (স্বস্ব কর্ম্ম করণে) নিয়োজিত করুন।

---

(১) সায়ণ "সুমজ্জানি" শব্দের দুই রূপ অর্থ অনুমান করিয়াছেন। প্রথম সুমৎ অর্থে স্বয়ং অতএব সুমজ্জানি অর্থে স্বয়ং উৎপন্ন। দ্বিতীয় সুমৎ অর্থে উন্মত্তকারিণী, জানি অর্থে স্ত্রী, যাঁহার জগন্মাদনশীলা স্ত্রী আছে।

(২) মূলে "মারুতস্য বেধসঃ ক্রতুং" আছে। সায়ণ "মারুত" অর্থে ঋত্বিক বিশিষ্ট, "বেধা" অর্থে যজমান ও "ক্রতু" অর্থে যজ্ঞরূপ বিষ্ণু করিয়াছেন।

(৩) সায়ণ "ইন্দ্র" অর্থে যজমান করিয়াছেন।

(৪) সায়ণ "আর্য্য" অর্থে আগন্তব্য যজমান করিয়াছেন।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যখন বৃষ্টিপ্রদ রথ যোজনা করিতেছ, তখন মধুর জলদ্বারা আমাদিগের বল বর্দ্ধিত কর, এবং আমাদিগের লোক-জনকে অন্নদ্বারা প্রীত কর। আমরা যেন বীর যুদ্ধে ধন প্রাপ্ত হই।

৩। অশ্বিদ্বয়ের চক্রত্রয়বিশিষ্ট, মধুপূর্ণ, শীঘ্রগামী অশ্ববিশিষ্ট, প্রশংসিত, ত্রিবন্ধুর, ধনপূর্ণ, সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পন্ন রথ আমাদিগের অভিমুখে আগমন করুক এবং আমাদিগের দ্বিপদ (পুত্রাদির) ও চতুষ্পদ (গবাদির) সুখ সম্পাদন করুক।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উভয়ে আমাদিগকে বল প্রদান কর, তোমাদিগের মধুমতী কষাদ্বারা আমাদিগের প্রীতি উৎপাদন কর। আমা-দিগের আয়ুঃ বৃদ্ধি কর, পাপ শোধন কর, দ্বেষকারীদিগকে বিনাশ কর, সকল কর্ম্মে আমাদিগের সহায় হও।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উভয়ে গমনশীল গোসমূহ মধ্যে এবং সমস্ত জগতের (প্রাণীসমূহের) অন্তঃস্থিত গর্ভ রক্ষা কর। হে অভীষ্ট-বর্ষিদ্বয়, তোমরা অগ্নি, জল ও বনস্পতিদিগকে প্রবর্ত্তিত কর।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উভয়ে ঔষধ (জ্ঞানদ্বারা) ভিষক্ হইয়াছ, রথবাহক অশ্বদ্বারা রথবান্ হইয়াছ। তোমাদিগের বল অত্যন্ত অধিক, অতএব হে উগ্র অশ্বিদ্বয়! যে তোমাদিগকে (আসক্তচিত্তে) হব্য প্রদান করে, তাহাকে রক্ষা কর।

তৃতীয় অধ্যায়।

১৫৮ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। হে অভীষ্টবর্ষী, নিবাসপ্রদ, পাপনাশক, বহুজ্ঞানী, স্তুতি দ্বারা বর্দ্ধমান, পূজিত, অশ্বিদ্বয়! আমাদিগকে (অভিমত) ফলপ্রদান কর। যেহেতু উচথ্যপুত্র দীর্ঘতমা তোমাদের নিকট [illegible] প্রার্থনা করিতেছে এবং তোমরা অকুৎসিতভাবে আশ্রয় প্রদান করিয়া [illegible]।

২। হে নিবাসপ্রদ অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের [illegible] অনুগ্রহের জন্য, কে তোমাদিগকে (হব্য) প্রদান করিতে পারে? যে [illegible] বেদিপদে (আমাদিগের স্তুতি প্রাপ্ত হইয়া) তোমরা অন্নেরসহিত [illegible] ধন দান করিতে ইচ্ছা কর(১)। শরীরপুষ্টিকরী, শব্দায়মানা, ব[illegible] দুগ্ধবতী ধেনুসমূহ প্রদান কর। তোমরা যজমানের অভিলাষ পূরণে যেন কৃতসংকল্প হইয়া বিচরণ করিতেছ।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের উদ্ধারকু[illegible]ল, অশ্বযুক্ত রথ তৌগ্র্যরাজার নিমিত্ত বল প্রয়োগদ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া সমুদ্র মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল(২)। অতএব যেমন যুদ্ধজেতা বীর, দ্রুতগামী অশ্বে (স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে), সেইরূপ আমি তোমার আশ্রয়ার্থ শরণাগত হইয়াছি।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের স্তুতি, উচথ্য তনয়কে রক্ষা করুক। নিত্য প্রত্যাবর্ত্তনশীল (অহোরাত্র) যেন আমাকে শীর্ণ করিতে না পারে,

---

(১) তোমরা অল্প হবিঃপ্রাপ্ত হইয়া বৃহৎফল প্রদান কর, অতএব এ অনুগ্রহের প্রতি প্রদান অসম্ভব। সায়ণ।

(২) ১১৬ সূক্তের ৩ ঋক ও টীকা দেখ।

দশবার প্রজ্বলিত অগ্নি যেন আমাকে দগ্ধ করিতে না পারে, কারণ তোমার আশ্রিত এই ব্যক্তি, পাশ বদ্ধ হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছে(৩)।

৫। মাতৃস্থানীয় নদী জল আমাকে যেন গ্রাস না করে, দাসেরা এই সঙ্কুচিতাঙ্গ (বৃদ্ধকে) নিম্নমুখে প্রক্ষেপ করিয়াছে(৪)। ত্রৈতন ইহার মস্তক চ্ছেদন করিয়াছে, দাস স্বয়ং বক্ষঃস্থল ও অংশদ্বয়ে আঘাত করিয়াছে।

৬। মমতার পুত্র দীর্ঘতমা, দশমযুগ অতীত হইলে জীর্ণ হইয়াছিল। যে সকল লোক কর্ম্মফল পাইতে বাসনা করে, তিনি তাহাদিগের নেতা এবং সারথি।

---

১৫৯ সূক্ত।

দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। যজ্ঞের ব... মহান্, যজ্ঞকার্য্যের চৈতন্যকারী, দ্যাবাপৃথিবীকে আমি বিশেষরূপে ... রি। যজমানেরা তাঁহাদের পুত্রস্বরূপ, তাঁহাদের কর্ম্ম সুন্দর, তাঁ... অনুগ্রহ করতঃ যজমানগণকে বরণীয় ধন প্রদান করেন।

২। আমি দ্রো... রহিত পিতৃস্থানীয় (দ্যুলোকের) উদার এবং সদয় মন, আহ্বান মন্ত্রদ্বারা জানিয়াছি। মাতৃস্থানীয় পৃথিবীর মনও জানিয়াছি। পিতা মাতা (দ্যাবাপৃথিবী) নিজ সামর্থ্য দ্বারা পুত্রগণকে বিশেষরূপে রক্ষা করতঃ প্রভূত, বিস্তীর্ণ অমৃত প্রদান করেন।

---

(৩) জরাজীর্ণ জন্মান্ধ, মমতাপুত্র দীর্ঘতমাকে বিনাশ করিতে অসমর্থ হইয়া পরিচারকেরা অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, দীর্ঘতমার স্তবে তুষ্ট হইয়া অশ্বিদ্বয় তাহাকে রক্ষা করেন। পরিচারকেরা তাহাকে জলে নিক্ষেপ করিল, অশ্বিদ্বয় জল হইতেও তাহাকে রক্ষা করিলেন। তখন ত্রৈতন নামক এক দাস উহার মস্তক ও বক্ষ ছেদন করিল, তাহাতেও অশ্বিদ্বয় তাহাকে রক্ষা করিলেন। সায়ণ।

(৪) মূলে "দাসাঃ" শব্দ আছে। সায়ণ তাহার অর্থ পরিচারক করিয়াছেন, কিন্তু বেদের অন্য স্থলে যেরূপ এ স্থলেও সেইরূপ দাস অর্থে অনার্য্য দস্যু হইতে পারে ত্রৈতন সম্বন্ধে ৫২ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখ। ঋগ্বেদে "ত্রিত" নাম বারবার ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু "ত্রৈতন" নামের এই একবার মাত্র উল্লেখ আছে।

৩। তোমাদিগের পুত্র, সুকর্ম্মা, সুদর্শন প্রজাগণ, তোমাদিগের পূর্ব্ব অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া, তোমাদিগকে মহৎ ও মাতা বলিয়া জানেন। পুত্রভূত স্থাবর ও জঙ্গমগণ দ্যাবাপৃথিবী ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না, তোমরা তাহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত অবাধ স্থান প্রদান কর।

৪। দ্যাবাপৃথিবী, সহোদরা ভগিনী, এবং একস্থান স্থিতা মিথুন। প্রজ্ঞাবিশিষ্ট চৈতন্যকারী। রশ্মিগণ তাঁহাদিগকে পরিচ্ছেদ করিতেছে। স্বব্যাপারনিরত, সুদীপ্ত, রশ্মিগণ, দ্যোতমান অন্তরীক্ষ মধ্যে নূতন নূতন তন্তু বিস্তার করিতেছে।

৫। আমরা অদ্য সবিতার অনুমতি অনুসারে সেই বরণীয় ধন প্রার্থনা করি। দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া গৃহাদি বিশিষ্ট এবং শতশত গোবিশিষ্ট ধন প্রদান করুন।

---

১৬০ সূক্ত।

দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। দ্যাবা পৃথিবী জগতের সুখদায়িনী, যজ্ঞবতী, উদকোৎপাদনার্থ প্রযত্নবতী, ওসুজাতা, নিজকার্য্যে প্রগল্ভা। দ্যোতমান শুচি, দীপ্যমান সবিতা দ্যাবাপৃথিবীর অন্তরালে স্বকার্য্যে সর্ব্বদা গমন করেন।

২। বিস্তীর্ণা ও মহতী ও পরস্পর বিযুক্তা পিতা মাতা (দ্যাবাপৃথিবী) ভূতসমূহকে রক্ষা করিতেছেন। দ্যাবাপৃথিবী শরীরীদিগের মঙ্গলের জন্যই যেন সযত্না, কারণ পিতা সমুদয় পদার্থকে রূপ প্রদান করিতেছেন।

৩। (আদিত্য) পিতা মাতা (স্বরূপ দ্যাবাপৃথিবীর) পুত্র। তিনি ধীর, এবং ফলপ্রদায়ী; তিনি স্বীয় প্রজ্ঞাদ্বারা সমস্ত ভূতগণকে প্রকাশ করিতেছেন। তিনি শুক্লবর্ণা(১) ধেনু (পৃথিবী) ও সেচন সমর্থ বৃষকে

---

(১) মূলে "পৃশ্নি" শব্দ আছে, সায়ণ তাহার অর্থ শুক্লবর্ণা করিয়াছেন। অন্য স্থানে পৃশ্নি অর্থে নানাবর্ণযুক্তা এরূপ করিয়াছেন। পৃশ্নি বিশেষ্যরূপে ব্যবহার হইলে মরুৎগণেরমাতা; সে বিষয়ে ২৩ সূক্তের ১০ ঋকের টীকা দেখ।

[illegible] ও প্রকাশ করিয়াছেন, ও দ্যুলোক হইতে নির্ম্মল দু[illegible] [illegible] করিতেছেন।

৪। তিনি দেবতাগণের মধ্যে দেবতম, কর্ম্মবান্‌গণের মধ্যে কর্ম্মবত্তম। তিনি সর্ব্বসুখপ্রদ দ্যাবাপৃথিবীকে উৎপন্ন করিয়াছেন, এ[illegible] প্রাণীগণের সুখের জন্য দ্যাবাপৃথিবীকে পরিচ্ছেদ করিয়াছেন। তিনি দৃঢ় শঙ্কু (খোঁটা) দ্বারা ইহাদিগকে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

৫। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমরা তোমাদিগের স্তব করি। তোমরা মহ[illegible] আমাদিগকে প্রভূত অন্ন ও বল প্রদান কর, যদ্দ্বারা আমরা সর্ব্বকালে (পুত্রাদি) প্রজা বিস্তার করিব। আমাদিগের শরীরে প্রশংসনীয় বল স্থা[illegible] করিয়া দাও।

---

১৬১ সূক্ত।

ঋভু দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। যিনি আমাদের নিকট আসিয়াছেন ইনি কি আমাদের বয়োজ্যে[illegible] না বয়ঃ কনিষ্ঠ(১)? ইনি কি দেবতাগণের দৌত্যকার্য্যে আসিয়াছেন? ইঁহাকে কি বলিতে হইবে, কেমন করিয়া জানিব? হে ভ্রাতঃ অগ্নি! আম[illegible] চমসের নিন্দা করি না। কারণ উহা মহাকুলে উৎপন্ন, আমরা দারু[illegible] চমসের ভূতি ব্যাখ্যা করিব।

২। হে সুধন্বার পুত্রগণ! তোমরা একখানি চমসকে চারিখানি কর(২) একথা দেবতারা তোমাদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি তোমা[illegible] দিগকে বলিতে আসিয়াছি। তোমরা যদ্যপি এইকার্য্য সম্পাদন করি[illegible] পার, তাহা হইলে দেবতাগণের সহিত যজ্ঞাংশ ভাগী হইবে।

---

(১) সুধন্বার তিন পুত্র, তাহারা মনুষ্য হইয়াও নিজ কর্ম্মফলে দেবত্ব প্রাপ্ত হ[illegible] একদা তাঁহারা সোমপানে প্রবৃত্ত হইলে, দেবতারা অগ্নিকে তাহাদিগের নিকট প্রে[illegible] করিলেন। অগ্নি দেখিলেন, যে ইঁহাদের তিনজনরেই সমানরূপ। তদ্দৃষ্টে তি[illegible] তাঁহাদিগের রূপধারণ করিয়া সোমপানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঋভুগণ আপনাদি[illegible] সমানরূপবিশিষ্ট আর একজনকে দেখিয়া সন্দেহ করিতেছেন। সায়ণ।

(২) অগ্নি এইরূপে উত্তর দিতেছেন।

৩। হে দেব অগ্নি(৩)! (দেবগণ) [illegible] কথা বলিয়াছেন, (তাহাতে) কি অশ্ব নির্ম্মাণ [illegible] করিতে হইবে, কি ধেনু নির্ম্মাণ করিতে [illegible] পুনরায় যুবা করিতে হইবে? হে ভ্রাতঃ [illegible] করিয়া পশ্চাৎ কর্ম্মফলে তোমাদিগের [illegible]।

৪। হে ঋভুগণ(৪)! তোমরা সেই [illegible] করিলে, এই যে দূত আমাদিগের নিকট [illegible] আসিয়াছিলেন, তিনি [illegible] গেলেন? যখন ত্বষ্টা দেখিলেন চমস চা[illegible] হইল, [illegible] স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন(৫)।

৫। ত্বষ্টা যখন বলিলেন, যাঁহারা [illegible] অবমাননা করিয়াছে তাহাদিগকে বধ ক[illegible] হইবে। তখন [illegible] (ঋভুগণ) সোম প্রস্তুত হইলে অন্য নাম গ্রহণ [illegible], এবং কন্যা সেই নাম ধরিয়াই তাঁহাদিগকে প্রীত করেন(৬)।

৬। ইন্দ্র তাঁহার অশ্বদিগকে সজ্জিত করিয়াছে[illegible], অশ্বিদ্বয় রথ যোজনা করিয়াছেন, বৃহস্পতি বিশ্বরূপা (গো) স্বীকার ক[illegible]ছেন। অতএব হে ঋভু, বিভ্ব ও বাজ! তোমরা দেবতাগণের নিকট [illegible] কর। হে পুণ্য-কর্ম্মকারীগণ, (তোমরা) যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ কর(৭)।

৭। হে সুধন্বাতনয়গণ! তোমরা আশ্চ[illegible] কৌশলদ্বারা (মৃত-ধেনুর শরীর হইতে) গৃহীত চর্ম্ম হইতে ধেনু উৎপন্ন করিয়াছ, যে পিতা-মাতা বৃদ্ধ ছিলেন তাঁহাদিগকে পুনরায় আবার যুবা করিয়াছ, এক অশ্ব

(৩) ঋভুগণ পুনরায় উত্তর দিতেছেন। এই ঋকে যে ব[illegible]গুলির উল্লেখ আছে তাহা ঋভুগণ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ২০ সূক্তের ২, ৩, ৪, ৬ [illegible] দেখ।

(৪) সূক্তের রচয়িতা ঋষি এই কথা বলিতেছেন।

(৫) অর্থাৎ ঋভুগণের উৎকৃষ্টতর কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া লজ্জিত হইলেন।

(৬) সায়ণ বলেন ত্বষ্টার ভয়ে ঋভুগণ আপন আপন নাম পরিবর্তন করিয়া যজ্ঞকালে অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা এই নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। কন্যা কে, তাহা বুঝা যায় না। সায়ণ বলেন ঋভুগণের মাতা।

(৭) ঋভুগণের দেবত্বপ্রাপ্তির যে উপাখ্যান আছে তাহাই এই সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃত ঋভুগণ কে সে সম্বন্ধে ২০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

হইতে অন্য অশ্ব উৎপন্ন করিয়াছ, অতএব রথ যোজনা করতঃ দেবতাগণের অভিমুখে গমন কর।

৮। হে দেবগণ! তোমরা বলিয়াছিলে "হে সুধন্বা তনয়গণ! তোমরা এই সোমরস পান কর, অথবা মুঞ্জতৃণ শোধিত সোমরস পান কর। যদি এই উভয়েই তোমাদিগের অভিলাষ না থাকে তবে তৃতীয় সবনে সোমরস পান করিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হও।"

৯। ঋভুগণের মধ্যে এক জন বলিলেন জলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আর এক জন বলিলেন অগ্নিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আর একজন পৃথিবীই(৮) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন। সত্য কথা বলিয়াই তাঁহারা চমস চতুষ্টয় নির্ম্মাণ করিলেন।

১০। একজন, মে বর্ণ জল (রক্ত) বাহ্য ভূমিতে রাখিতেছেন একজন ছুরিকাদ্বারা ক র্ত্ত মাংস স্থাপিত করিতেছেন। আর একজন ছিন্ন মাংস হইতে দি পৃথক্ করিতেছেন(৯)। কিরূপে পিতা মাতা পুত্রদিগের উপকার ক তে পারে(১০)?

১১। হে প্রভু ইপ্রযুক্ত ঋভুগণ! তোমরা নেতা। তোমরা প্রাণিগণেরউপকারার্থ উন্ন প্রদেশে (ব্রীহি যবাদিরূপ) তৃণ উৎপাদন কর, এবং সৎকর্ম্ম করিবার অ লাযে নিম্ন প্রদেশে জল উৎপন্ন কর। তোমরা আদিত্য মণ্ডলে এত র্দিন নিহিত ছিলে, এক্ষণে সেইরূপ করিও না, নিজকার্য্যসাধন কর)(১১)।

১২। হে ঋভুগণ! তোমরা যখন (জলধরে) ভূতজাতকে সংমীলিত করিয়া চারিদিকে গমন কর তৎকালে (জগতের) পিতা, মাতা(১২)

(৮) "বধর্যন্তীং" সায়ণ, বলেন বধর্ শব্দে বজ্র, যে বজ্র ইচ্ছা করে তাহার নাম বধর্যন্তী। মেঘপংক্তি বৃষ্টির জন্য বজ্রকে ইচ্ছা করেন এইজন্য মেঘপংক্তি বধর্যন্তী, অথবা ঐ শব্দে ভূমিও বুঝাইতে পারে।

(৯) এইমন্ত্রে ঋভুগণ ঋত্বিক্রূপে বর্ণিত হইতেছেন।

(১০) পুত্র বলিতে ঋত্বিকরূপ ঋভুগণ বুঝাইতেছে এবং পিতা মাতা বলিতে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা যজমান ও যজমান পত্নী বুঝাইতেছে। সায়ণ।

(১১) এই ঋক্ হইতে আবার ঋভুগণ সূর্য্য রশ্মি রূপে বর্ণিত হইতেছেন।

(১২) চন্দ্র, সূর্য্য। সায়ণ।

কোথায় থাকেন? যে তোমাদিগের হস্ত ধারণ (করিয়া রোধ) করে তাহাদিগকে অভিসম্পাত কর; যে বাক্যদ্বারা তোমাদিগের রোধ করে, তাহাদিগকে ভৎসনা কর।

১৩। হে ঋভুগণ! তোমরা আদিত্য মণ্ডলে শয়ন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, হে আদিত্য, কে আমাদিগকে কর্ম্মে জাগরিত করেন। আদিত্য বলিবেন বায়ু তোমাদিগকে জাগা[illegible] করেন। সম্বৎসর (অতিবাহিত হইয়াছে) এক্ষণে আবার তোমরা জ[illegible] প্রকাশ কর।

১৪। হে বলের নপ্তা ঋভুগণ! তোমা[illegible]র দর্শনাভিলাষে মরুৎগণ দ্যুলোক হইতে আগমন করিতেছেন; অগ্নি, [illegible]বী হইতে আগমন করিতেছেন; বায়ু, আকাশ হইতে আগমন করিতে[illegible]; এবং বরুণ সমুদ্র জলের সহিত আগমন করিতেছেন।

---

১৬২ সূক্ত।

অশ্ব দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্[illegible]

১। যেহেতু আমরা যজ্ঞে দেবজাত দ্রুতগামি [illegible]শ্বের বীরকর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, অতএব মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, আয়ু, ইন্দ্র[illegible] ঋভুক্ষা এবং মরুৎগণ যেন আমাদিগের নিন্দা না করেন(১)।

২। সুন্দর স্বর্ণাভরণে বিভূষিত অশ্বের সম্মুখে [illegible]ত্বিকগণ) উৎসর্গার্থ ছাগ ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। বিবিধ বর্ণ ছাগ শব্দ[illegible] করতঃ তদভিমুখে গমন করিতেছে, উহা ইন্দ্র ও পূষার প্রিয় অন্ন হউক।

---

(১) সায়ণ "আয়ু" অর্থে বায়ু করিয়াছেন এবং "ঋভুক্ষা" অর্থে দেবগণের নিবাসভূত প্রজাপতি করিয়াছেন। সিন্ধুতীরে প্রথম আর্য্যগণ আসিয়া উপনিবেশ করিলে পর তাঁহাদিগের মধ্যে যেরূপ অশ্বযজ্ঞ প্রচলিত ছিল তাহা এই সূক্তে স্পষ্ট রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে তৎকালে অশ্বমাংসের ব্যবহার ছিল। পরে এই বেদবর্ণিত অশ্বযজ্ঞ রূপান্তরিত ও বর্দ্ধিতাবয়ব হইয়া ভারতবর্ষের রাজাদিগের যে প্রসিদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞ হইল তাহা মহাভারত আদিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

৩। সকল দেবতার উপযুক্ত ভাগ পূষারই ভাগে পড়ে, উহাকে দ্রুতগতি অশ্বের সহিত সম্মুখে আনা হইতেছে। অতএব ত্বষ্টা দেবতাগণের সুভোজনের নিমিত্ত অশ্বের সহিত ঐ অজহইতে সুখাদ্য পুরোডাশ প্রস্তুত করুন।

৪। যখন ঋত্বিকগণ দেব ।গণের জন্য হবির্যোগ্য অশ্বকে প্রতিঋতুতে তিনবার অগ্নির নিকট ।ইয়া যায়, সেই সময় পূষার প্রথমভাগের ছাগ দেবতাগণকে যজ্ঞের স প্রচার করিয়া অগ্রে গমন করে।

৫। হোতা, অধ্বর্যু, বুয়া, অগ্নিমিন্ধ, গ্রাবগ্রাভ, শংস্তা, ও মেধাবী (ব্রহ্মা) ইঁহারা সকলে(২) প্রসিদ্ধ, অলঙ্কৃত, সুন্দর যজ্ঞদ্বারা নদী সকল পরিপূর্ণ করুন।

৬। যাহারা যূপর ছেদন করে, যাহারা যূপবৃক্ষ বহন করে, যাহারা অশ্বযূপের জন্য চষ প্রস্তুত করে,(৩) যাহারা অশ্বেরজন্য পাকপাত্র সংগ্রহ করে, আ ।র সংকল্পই যেন তাহাদেরও সংকল্প হয়।

৭। আমা থ আপনিই সিদ্ধ হউক, মনোহর পৃষ্ঠ বিশিষ্ট অশ্ব দেবতাগণের অ। ।র্ণ আগমন করুক। দেবতাগণের পুষ্টির জন্য আমরা উহাকে উত্তম প বন্ধন করিব, মেধাবী ঋত্বিগ্‌গণ আনন্দিত হউন।

৮। যে রজ্জুদ্ব। া অশ্বের গ্রীবা বদ্ধ হয়, যাহার দ্বারা উহার পদ বদ্ধ হয়, যে রজ্জু উহার ম ভকে বদ্ধ থাকে, সেই রজ্জু সকল, এবং উহার মুখে যে ঘাস নিক্ষেপ করা হ সে সমস্তই দেবগণের নিকট গমন করুক।

৯। অশ্বের ক ।ক্ক মাংসের যে অংশ মক্ষিকা ভক্ষণ করে, ছেদন কালে বা পরিষ্কার করিবার সময় ছেদন ও পরিষ্কার সাধন অস্ত্রে যাহা লিপ্ত হয়,

---

(২) এখানে ক য়কজন ঋত্বিকের কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। হোতা দেবগণকে আহ্বান করেন, অধ্বর্যু যজ্ঞের নেতা, আবয়া হব্যদান করেন, অগ্নিমিন্ধ অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, গ্রাবগ্রাভ প্রস্তর দ্বারা সোম ছেঁচিয়া রস প্রস্তুত করেন, শংস্তাপ্রশাস্তা অর্থাৎ নিয়মানুসারে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং ব্রহ্মা সমস্ত যজ্ঞকার্য্যের প্রধান সম্পাদনকারী।

(৩) "যূপস্য উপরিভাগে যুপাগ্রভাগং চষালমাহ।" সায়ণ। "Who fasten the ring on the top of the post to which the horse is bound."—*Wilson*.

৩৮। নিত্য অনিত্যের সহিত একস্থানে অবস্থিতি করে; কোন ক্রতগতি প্রাপ্ত হইয়া উহা কখন অধোদেশে কখন উর্দ্ধ... সর্ব্বদাই একত্র অবস্থিতি করে, (ইহলোকে) ও অশ্ববিশিষ্ট জগৎপোষক ধন (পরলোকও) সর্ব্বত্র একত্রে গমন করে ... প্রদান করুক। তেজস্বী অশ্ব চিনিতে পারে, অপরটিকে পারে না(৩৩) ... হবির্ভূত অশ্ব আমাদিগকে

৩৯। সকল দেবগণ পরম ব্যোমসদৃশ ... য়াছেন। এ কথা যে না জানে, ঋক্দ্বারা সে ... জানে, তাঁহারা সুখে অবস্থান করে।

৪০। হে অহননীয়া (গাভী)! তুমি শোভন ... দীর্ঘতমা ঋষি। প্রভূত দুগ্ধবতী হয়। তাহা হইলে আমরাও ধ... কাল ধরিয়া তৃণ ভক্ষণ কর এবং সর্ব্বত্র গমন করতঃ নির্ম্মল জল পান কর।

৪১। (মেঘগর্জ্জনরূপ) অন্তরীক্ষচারিণী বাক্ ... সৃষ্টি জল সৃজন করতঃ শব্দ করিতেছেন। তিনি কখন একপদী, কখন দ্বিপদী, কখন চতুষ্পাদী, কখন অষ্টাপদী, কখন নবপদী হন, এবং কখন সহস্রাক্ষর পরিমিত হইয়া অন্তরীক্ষের উপরিভাগে থাকিয়া শব্দ করেন(৩৪)।

৪২। তাঁহার নিকট হইতে মেঘ সকল বর্ষণ করে, তাঁহা হইতে চতুর্দ্দিক আশ্রিত ভূতগণ রক্ষা হয়। তাঁহা হইতে জল উৎপন্ন হয়, জল হইতে সমস্তজীব প্রাণ ধারণ করে।

৪৩। আমি নাতিদূরে শুষ্ক গোময়সম্ভূত ধূম দেখিলাম। চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত নিকৃষ্ট ধূমের পর (অগ্নিকে দেখিলাম)। বীরগণ শুক্লবর্ণ বৃষকে পাক করিতেছেন(৩৫)। তাহাদিগের এই অনুষ্ঠানই প্রথম ...

(৩৩) দেহত্রয় ব্যতিরেকে আত্মাকে কেহ জানে না। সা...

(৩৪) মূলে "গৌরী" শব্দ আছে, সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন মেঘগর্জ্জনরূপ বাক্ বা শব্দ। কেহ বলেন গৌরী অর্থে ব্রহ্মাত্মক বাক্য। যখন সুধু মেঘে অধিষ্ঠান করেন তখন একপদী, যখন মেঘ ও অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করেন তখন দ্বিপদী, যখন দিক্ চতুষ্টয় অধিষ্ঠান করেন তখন চতুষ্পাদী, এবং যখন চতুর্দ্দিক ও চতুষ্কোণে অবস্থিতি করেন তখন অষ্টাপদী, ইহার সহিত উর্দ্ধদিক মিলিত হইলে নবপদী।

(৩৫) মূলে "উক্ষাণং পৃশ্নিং অপচন্ত বীরাঃ" আছে। সায়ণ "বীরাঃ" অর্থে ঋত্বিকগণ করিয়াছেন, "উক্ষাণং" অর্থে ফল প্রদান সমর্থ, এবং "পৃশ্নিং" অর্থে শুক্লবর্ণ অথবা সোম করিয়াছেন।

৪৪। কেশ বিশিষ্ট তিনজন সম্বৎসরের মধ্যে যথাসময়ে ভূমি পরিদর্শন করে। উঁহাদিগের মধ্যে একজন পৃথিবীকে কামাইয়া দেন, একজন নিজ কর্ম্মদ্বারা পরিদর্শন করেন, আর একজনের রূপ দৃষ্ট হয় না, কেবল গতি দৃষ্ট হয়(৩৬)।

৪৫। বাক্ চারি প্রকার। মেধাবী ঋত্বিকেরা(৩৭) তাহা জানেন। উহার মধ্যে তিনটী গুহায় নিহিত, প্রকাশিত হয় না। চতুর্থ প্রকার বাক্ মনুষ্যেরা কহিয়া থাকেন।

৪৬। (এই আদিত্যকে) মেধাবীগণ, ইন্দ্র, মিত্র বরুণ ও অগ্নি বলিয়া থাকেন। ইনি স্বর্গীয় [illegible] বিশিষ্ট ও সুন্দর গমনশীল(৩৮)। ইনি এক হইলেও ইহাকে বহু [illegible] সরা বর্ণনা করে। ইহাকে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলে।

৪৭। সুন্দ [illegible] শিষ্ট জলহারী (সূর্য্যরশ্মি সকল) কৃষ্ণবর্ণ ও নিয়মিত গতি মেঘকে [illegible] পূর্ণ করতঃ দ্যুলোকে গমন করিতেছে। উহারা বৃষ্টির স্থানহইতে নি[illegible] খ আগমন করে, এবং তদনন্তর পৃথিবীকে জলদ্বারা বিশেষরূপে [illegible] রে।

৪৮। দ্বাদশ [illegible] ধি, এক চক্র ও তিন নাভি। একথা কে জানে? ঐ চক্রে ত্রিশত ষষ্ঠি [illegible] থ্যক চলাচল অর সন্নিবিষ্ট আছে(৩৯)।

৪৯। হে সরস্ব[illegible]! তোমার দেহে বর্ত্তমান যে স্তন লোকের সুখের কারণ, যাহাদ্বারা সম[illegible] বরণীয় ধন রক্ষা কর, যে স্তন বহুরত্নের আধার, ও

---

(৩৬) অগ্নি আ[illegible] ত্য ও বায়ু এই তিন জন। সায়ণ। সায়ণ "বপতে" শব্দের অর্থ করেন "দা[illegible] ওষধিবনস্পত্যাদিকচ্ছেদনেন ক্ষাপিত কার্য্যং করোতি।"

(৩৭) মূ[illegible] "ব্রাহ্মণাঃ" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "বেদবিদঃ" "শব্দব্রহ্মণঃ অধিগন্তারঃ যোগিনঃ।" চারিপ্রকার বাক্যের অনেকরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

(৩৮) মূলে "সুপর্ণঃ গরুৎমান্" আছে। "সুপর্ণঃ সুপতনঃ গরুৎমান্ গরণবান্ পক্ষবান্ বা। এতন্নামকো যঃ পক্ষী অস্তি সোঽপি অয়মেব।" সায়ণ। আদিত্যরূপ বিষ্ণুর গরুড়পক্ষী বাহন, এই যে পৌরাণিক কথা আছে তাহা এইরূপ বৈদিক উপমা হইতে বোধ হয় উৎপন্ন হইয়াছে।

(৩৯) পরিধি দ্বাদশ মাস, চক্র বৎসর, নাভি গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত নামক তিন ঋতু, শঙ্কু (অর) বৎসরের তিনশত ষাট দিবস। সায়ণ।

সমস্ত যশলাভ করিয়াছে এবং কল্যাণকর, আমাদিগের পানের জন্য এই সময় তাহা প্রকাশ কর।

৫০। দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছেন(৪০), কারণ উহাই প্রথম ধর্ম্ম। সেই মাহাত্ম্য আকাশে একত্রিত হয়, যথায় সাধনীয় দেবগণ পূর্ব্বে আছেন।

৫১। উদক একই প্রকার, কএক দিন উপরে গমন করে, কএক দিন নিম্নে নামিয়া আসে। প্রীতিকর মেঘগণ ভূমিকে প্রীত করে এবং অগ্নি দ্যুলোককে প্রীত করে।

৫২। (সূর্য্যদেব) স্বর্গীয়, সুন্দরগতিবিশিষ্ট, গমনশীল, প্রকাণ্ড, জলের গর্ভসমুৎপাদক, এবং ওষধিসমূহের প্রকাশক। তিনি বৃষ্টি দ্বারা জলাশয়কে তৃপ্ত করেন এবং নদীকে পালন করেন। রক্ষার্থ তাঁহাকে আহ্বান করি(৪১)।

---

১৬৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

(এই সূক্তে ইন্দ্র, মরুৎ ও অগস্ত্যের কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে। ইহার তৃতীয়া, পঞ্চমী, সপ্তমী ও নবমী ঋক্ মরুৎ বাক্য, অতএব মরুৎই ইহাদিগের ঋষি। শেষ তিনটীর অগস্ত্য ঋষি। অবশিষ্টের ইন্দ্র ঋষি)।

---

(৪০) "যজ্ঞেন যজ্ঞং অযজন্ত দেবাঃ।" সায়ণ ইহার অর্থ করেন, যজমানগণ অগ্নি দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছেন। সায়ণ এই ক্ষুদ্র কথার আরও দুইপ্রকার অর্থ করিয়াছেন।

(৪১) এই দীর্ঘ সূক্তে যদিও অনেক দেবের উল্লেখ আছে তথাপি আদিত্য বা সূর্য্যই ইহার প্রধান দেব। ইহাতে যেরূপ ভাব ও চিন্তা ও কল্পনা আছে সেরূপ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলেই অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। অথর্ব্ববেদ প্রায়ই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল ভাঙ্গিয়া রচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই অথর্ব্ববেদে এই সূক্তের সমস্ত ঋক্গুলিই পাওয়া যায়। এই সকল ও অন্যান্য কারণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে ঋগ্বেদ রচনা কালের শেষ ভাগে এই সূক্ত রচিত হইয়াছিল।

(ইন্দ্র)।

১। সমানবয়স্ক, একস্থাননিবাসী, মরুৎগণ কোন সর্ব্বসাধারণ দুর্জ্ঞেয় শোভায় শোভাবিশিষ্ট হইয়া পৃথিবী সিঞ্চন করিতেছেন। উঁহারা কি মনে করিয়া কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছেন? এবং আসিয়া জলবর্ষীগণ ধনলাভেচ্ছায় বলের অর্চনা করিতেছেন?

২। তরুণ বয়স্ক মরুৎগণ কাহার হব্য গ্রহণ করেন? উঁহারা অন্তরীক্ষ-গামী শ্যেনপক্ষীর ন্যায়। কে উঁহাদিগকে যজ্ঞে নিবৃত্ত করিতে পারে? কি প্রকার মহাস্তোত্র দ্বারা আমরা (উঁহাদিগকে) আনন্দিত করিতে পারি?

(মরুৎগণ)।

৩। হে সাধুপালক পূজনীয় ইন্দ্র! তুমি একাকী কোথায় যাও? তুমি কি এইরূপই? তুমি আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া ঠিক জিজ্ঞাসা করিয়াছ। হে হরিবাহন! আমাদিগের প্রতি যাহা বক্তব্য আছে, তাহা মিষ্ট বাক্যে বল।

(ইন্দ্র)।

৪। সমস্ত হব্য আমার, সমস্ত স্তুতি আমার সুখকর, অভিষুত সোম আমার। আ ... বলবান্ বজ্র ক্ষিপ্ত হইলে অব্যর্থ হয়, যজমানগণ আমাকেই প্রার্থনা ক... উক্থগণ আমারই কামনা করে। এই হরিনামক অশ্বদ্বয় হব্য লাভের জন্য আমাকে বহন করিতেছে।

(মরুৎগণ)।

৫। এই জ... আমরা মহাতেজে আত্মশরীর অলঙ্কৃত করিয়া নিকট-বর্ত্তী ও বলবান্ অশ্বযুক্ত হইয়া(১) যজ্ঞস্থানে গমনের জন্য শীঘ্রই প্রস্তুত হইয়াছি। তুমি রীতি অনুসারে(২) আমাদের সঙ্গেই থাক।

(১) "We now harness our fallow deer."—*Max Muller.* "Sayana in I. 166-10 seems to take *etâh* for *eté.* In this passage the *eta* are clearly the deer of the Maruts, the Prishatis."—*Max Muller.*

(২) মূলে "স্বধাং অনু" আছে। "স্বধাং উদকং বলম্বা।" সায়ণ। "According to thy custom."—*Max Muller.* * সূক্তের ৪ ঋকের টীকা দেখ।

(ইন্দ্র)।

৬। হে মরুৎগণ! আমি একাকী অহি হনন করিবার সময় আমার সঙ্গে থাকার তোমাদের রীতি কোথায় ছিল? আমি উগ্র বলবান্ মাহাত্ম্য-বিশিষ্ট, অতএব আমি সমস্ত শত্রুকে বধদ্বারা অবনত করিয়াছি।

(মরুৎগণ)।

৭। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! আমরা সমান পৌরুষযুক্ত, আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া তুমি অনেক করিয়াছ। হে বলবত্তম ইন্দ্র! আমরাও প্রচুর কর্ম্ম করিয়াছি। আমরা মরুৎ, অতএব আমরা কর্ম্ম দ্বারা বৃষ্টি আদি কামনা করি।

(ইন্দ্র)।

৮। হে মরুৎগণ! আমি ক্রোধকালে বিপুল পরাক্রান্ত হইয়া, নিজ বাহুবলে বৃত্রকে নিবশ করিয়াছি। আমি বজ্রবাহু। আমি মনুষ্যের জন্য(৩) সকলের আহ্লাদকর, সুন্দর বৃষ্টি করিয়া থাকি।

(মরুৎগণ)।

৯। হে মঘবন্! তোমার কিছুই অনুত্তম নহে, তোমার ন্যায় বিদ্বান্ দেবতা নাই। হে অতিবলবান্ ইন্দ্র, তুমি যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করিয়াছ, জায়মান অথবা জাত কেহই তাহা করিতে পারে না।

(ইন্দ্র)।

১০। আমি একাকী, আমারই বল সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হউক। আমি যাহা মনে ধারণা করি, তাহা যেন শীঘ্র সম্পন্ন করিতে পারি। কারণ হে মরুৎগণ! আমি উগ্র ও বিদ্বান্; এবং আমি যে সকল বস্তু অবগত আছি আমিই সে সকলের অধিপতি।

১১। হে মরুৎগণ! এই বিষয়ে তোমরা আমার যে প্রসিদ্ধ স্তোত্র করিয়াছ, তাহা আমাকে আনন্দিত করে। আমি ঐশ্বর্য্যযুক্ত, অভীষ্টবর্ষী, নানারূপ বিশিষ্ট ও তোমাদের যোগ্য সখা।

---

(৩) মূলে "মনবে" আছে। "মনোঃ অর্থায়।" সায়ণ। "For (the good of) man."—*Wilson.* "For man."—*Max Muller.*

১২। হে মরুৎগণ! তোমরা সুবর্ণবর্ণ; আমার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়া, দূরস্থিত কীর্ত্তি ও অন্নধান্য করুতঃ আমাকে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ ও তেজোদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছ। আমাকে আচ্ছাদিত কর।

(অগস্ত্য)।

১৩। হে মরুৎগণ! তোমাদিগকে কোন্ মর্ত্ত্য পূজা করিতেছে? তোমরা সকলের সখা, তোমরা সখার (যজমানের) অভিমুখে আইস। হবি চিত্র মরুৎগণ! তোমরা মনোহর ধন প্রাপ্তির উপায়ভূত হও, এবং অবিতথ কর্ম্ম অবগত হও।

১৪। হে মরুৎগণ! স্তোত্র দ্বারা পরিচরণ সমর্থ, স্তুতিকুশল মান্য (ঋত্বিকের) বুদ্ধি তোমাদের পরিচর্য্যার জন্য আমাদিগের অভিমুখে আগমন করে। হে মরুৎগণ! আমি মেধাবী, আমার অভিমুখে আগমন কর। তোমার প্রসিদ্ধ কর্ম্মের উদ্দেশে স্তোতা তোমার অর্চ্চনা করিতেছেন।

১৫। হে মরুৎগণ! এই স্তোম, এই স্তুতি, মান্য মান্দার্য্য(৪) কবির। ইহা শরীর পুষ্টির জন্য তোমাদিগের নিকট যাইতেছে। আমারা যেন অন্ন বল ও দীর্ঘ আয়ু(৫) পাই।

---

(৪) সায়ণ মান্য অর্থে মাননীয় ও মান্দার্য্য অর্থে স্তুতি দ্বারা প্রীতিকারী এই রূপ করিয়াছেন। কিন্তু *Max Muller* ইহা একজনের নাম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "Mandarya, the son of Mána." "I translate Manya, the son of Mána, because the poet so called in I. 189-8 is in all probability the same as our Mándárya Manya."—*Max Muller.* ১৪ ঋকে ও "মান্য" শব্দ আছে।

(৫) মূলে "জীরদানুং" আছে। "জয়শীলদানং।" সায়ণ। "Long life."—*Wilson.* "L'heureuse vieilleuse."—*Langlois.* "বীরৎপুত্রং।" বেদার্থ-যত্ন। "বৃজনং জীরদানুং" "Camp with running water."—*Max Muller.* ইহার পরের সূক্ত গুলিতে সায়ণ "জীরদানুং" অর্থে দীর্ঘ আয়ুঃ করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

১৬৬ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। ফলবর্ষী (যজ্ঞের) সুসম্পাদনার্থ(১), মরুৎগণের ত্বরান্বিত হইয়া উপস্থিত হইবার জন্য(২) তাঁহাদিগের প্রসিদ্ধ পূর্ব্ব মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। হে প্রভূতধ্বনিযুক্ত, সর্ব্বকার্য্যক্ষম, মরুৎগণ! তোমরা যজ্ঞ-গমনে প্রস্তুত হওয়ায় সমিধ্ যেমন (তেজে আবৃত হয়)(৩) সেইরূপ তোমরা যেন যুদ্ধে যাইবার জন্য(৪) প্রভূত বল ধারণ কর।

২। ঔরসপুত্রের ন্যায়, প্রিয় মধুর হব্য ধারণ করিয়া ধর্ষণকারী-মরুৎগণ যজ্ঞে প্রমুদিত চিত্তে ক্রীড়া করেন। রুদ্রগণ নমস্কারকারী (যজমানকে) রক্ষাদানার্থ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বল নিজের অধীন, তাঁহারা যজমানকে কখন ক্লেশ দেন না।

৩। যে হবিঃপ্রদায়ী যজমানের আহুতিতে প্রীত হইয়া, সর্ব্বরক্ষক, মরণরহিত এবং সুখোৎপাদক মরুৎগণ প্রভূত ধন প্রদান করেন, সেই যজমানেরই হিতকারী সখার ন্যায় তোমরা সমস্ত লোক প্রভূত জলে সিক্ত কর।

৪। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের যে অশ্বগণ, নিজ বলে সমস্ত লোক ভ্রমণ করে(৫), তাহারা নিজেই রথে যুক্ত হইয়া গমন করে।

(১) মূলে "বৃষভস্য কেতবে" আছে "যজ্ঞস্য প্রজ্ঞানায়।" সায়ণ। "For the herald of the powerful (Indra)."—*Max Muller.*

(২) মূলে "রভসায় জন্মনে" আছে। "রভস্যযুক্তায় বেগাৎ প্রাদুর্ভাবায়।" সায়ণ। "For the robust host."—*Max Muller.*

(৩) মূলে কেবল "এধা ইব" আছে। "As with a torch."—*Max Muller.*

(৪) মূলে "যুধা ইব" আছে। "As with a sword."—*Max Muller.*

(৫) "You have stirred up the clouds with might."—*Max Muller.*

তোমাদিগের গমন অতীব আশ্চর্য্য, লোকে আয়ুধ উত্তোলিত করিলে যেরূপ ভীত হয়, সমস্ত ভুবন ও অট্টালিকা, তোমাদিগের গমন কালে সেইরূপ ভীত হয়।

৫। মরুৎগণের গমন অতি প্রদীপ্ত। তাঁহারা যখন গিরিগহ্বর ধ্বনিত করেন, অথবা মনুষ্যদিগের হিতের জন্য অন্তরীক্ষের উপরিভাগে আরোহণ করেন, তখন তাঁহাদিগের পথে সমস্ত বনস্পতিগণ ভয়ে ব্যাকুল হয়, এবং রথারূঢ়া স্ত্রীর ন্যায় ওষধিসকল এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়।

৬। হে উগ্র মরুৎগণ! সুবুদ্ধির সহিত তোমরা অহিংসিত দল হইয়া আমাদিগকে সুবুদ্ধি প্রদান কর। যখন তোমাদিগের বিক্ষেপণশীল দন্তবিশিষ্ট বিদ্যুৎ দংশন করে, তখন সুলক্ষিত হেতির ন্যায় পশুসমূহ নষ্ট করে।

৭। যাঁহাদিগের দান অবিরত, যাঁহাদিগের ধন ভ্রংশরহিত, যাঁহাদিগের শত্রুবধ পর্য্যাপ্ত, এবং যাঁহাদিগের স্তুতি সুগীত, এবম্ভূত মরুৎগণ সোমের পানার্থ স্তুতি গাইতেছেন। কারণ তাঁহারাই ইন্দ্রের প্রথম বীরকীর্ত্তি অবগত আছেন।

৮। হে মরুৎগণ! তোমরা যে ব্যক্তিকে কুটিলস্বভাব পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছ, হে উগ্র বলবান্ মরুৎগণ! তোমরা যে লোককে পুত্রাদির পুষ্টি সাধনদ্বারা নিন্দা হইতে রক্ষা করিয়াছ, তাঁহাকে সংখ্যারহিত ভোগ্য বস্তুদ্বারা প্রতিপালন কর।

৯। হে মরুৎগণ! সমস্ত কল্যাণকর পদার্থ তোমাদিগের রথে স্থাপিত আছে। তোমাদিগের স্কন্ধদেশে পরস্পর স্পর্দ্ধাকারী আয়ুধ সকল রহিয়াছে। বিশ্রামস্থানে তোমাদিগের জন্য খাদ্য প্রস্তুত রহিয়াছে(৬)। তোমার চক্রসকল অক্ষের সমীপে আবর্ত্তন করিতেছে।

১০। মনুষ্যদিগের হিতকর বাহুতে মরুৎগণ প্রভূত কল্যাণ সাধন দ্রব্য ধারণ করিতেছেন; বক্ষঃস্থলে কান্তিযুক্ত, সুস্পষ্টরূপবিশিষ্ট, সুবর্ণের

(৬) "When you are on your journeys you carry the rings on your shoulders."—*Max Muller.*

আভরণ) ধারণ করিতেছেন; অংস দেশে শ্বেতবর্ণ (মালা)(৭) ধারণ করিতেছেন; বজ্রসদৃশ আয়ুধে ক্ষুর ধারণ করিতেছেন। পক্ষীরা যেরূপ পক্ষধারণ করে, সেইরূপ মরুৎগণ শ্রীধারণ করিতেছেন।

১১। যে মরুৎগণ, মহান্, মহিমান্বিত, বিভূতিবান, ও আকাশস্থ নক্ষত্রের ন্যায় দূরে প্রকাশিত, যাঁহারা প্রমুদিত, যাঁহাদিগের জিহ্বা সুন্দর, যাঁহাদিগের মুখে শব্দ হইতেছে, যাঁহারা ইন্দ্রের সহায়, এবং যাঁহারা স্তুতিযুক্ত, (তাঁহারা আমাদিগের যজ্ঞস্থলে আগমন করুন)।

১২। হে সুজাত মরুগণ! তোমাদিগের মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ, তোমাদিগের দান অদিতির ব্রতেরন্যায় অবিচ্ছিন্ন। তোমরা সুকৃতি সম্পন্ন যজমানকে যাহা প্রদান কর, ইন্দ্র তাহার প্রতি কৌটিল্য করেন-না।

১৩। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের বন্ধুত্ব প্রসিদ্ধ ও বহুকালব্যাপী। যেহেতু তোমরা অমর হইয়া প্রভুত পরিমাণে আমাদিগের স্তুতি রক্ষা কর; এবং অনুগ্রহ পুর্ব্বক মনুষ্যের জন্য স্তুতি রক্ষাকরতঃ তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া কর্ম্মদ্বারা সম্যক্ অবগত হও।

১৪। হে বেগবান্ মরুৎগণ! তোমাদিগের মহৎ (আগমনে) আমরা দীর্ঘ যজ্ঞকর্ম্মকে বর্দ্ধিত করি। উহাদ্বারা মনুষ্য যুদ্ধে(৮) জয়লাভ করে। এই সকল যজ্ঞদ্বারা আমি যেন তোমাদিগের আগমন লাভ করিতে পারি।

১৫। হে মরুৎগণ! কবি মান্য মান্দার্য্যের(৯) এই স্তোম তোমাদিগের জন্য, এই স্তুতি তোমাদিগের জন্য, ইচ্ছানুসারে তাঁহার শরীর পুষ্টির নিমিত্ত তোমাদিগের নিকট আসিতেছে। আমরাও যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু(১০) লাভ করি।

(৭) এস্থানে পুনরায় "এতাঃ" শব্দ আছে। "Deer skins."—*Max Muller.* পূর্ব্বের সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখ।

(৮) এস্থানে পুনরায় "বৃজনে" শব্দ আছে। "In the camp."—*Max Muller* পূর্ব্ব সূক্তের ১৫ ঋকের টীকা দেখ।

(৯) পূর্ব্ব সূক্তের শেষ ঋক্ দেখ।

(১০) "জীরদানুম্" শব্দের অর্থ সায়ণ এস্থানে "চির জীবন" করিয়াছেন। পূর্ব্ব সূক্তের শেষ ঋকের টীকা দেখ।

১৬৭ সূক্ত।

১ম ঋকের দেবতা ইন্দ্র, অবশিষ্টের মরুৎ। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি সহস্রপ্রকারে রক্ষা কর; তোমার রক্ষা সকল আমাদিগের নিকট আগমন করুক। হে হরিনামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র! তোমার সহস্রপ্রকার প্রশংসনীয় অন্ন আছে; তাহারা আমাদিগের নিকট আগমন করুক। হে ইন্দ্র! তোমার সহস্রপ্রকার ধন আছে; আমাদিগের তৃপ্তি সাধনের জন্য তাহারা আমাদিগের নিকট আগমন করুক। সহস্র চতুষ্পদ, আমাদিগের নিকট আগমন করুক।

২। মরুৎগণ আশ্রয়দানের নিমিত্ত আমাদের নিকট আগমন করুন। সুবুদ্ধি মরুৎগণ প্রশস্যতম ও মহাদীপ্তিযুক্ত (ধনের সহিত) আমাদের নিকট আগমন করুন। যেহেতু নিয়ুৎনামক(১) তাঁহাদের উৎকৃষ্ট অশ্বসকল সমুদ্রের পরপারেও ধনধারণ করিতেছে।

৩। সুনিহিত, উদকস্রাবী, সুবর্ণবর্ণা বিদ্যুৎ, (মেঘের) মালার ন্যায়, অথবা নিগূঢ় স্থানে অবস্থিত মনুষ্যের ভার্য্যার ন্যায়, অথবা সভাস্থলে উচ্চারিতা যজ্ঞীয় বাণীর ন্যায় এই মরুৎগণের সহিত মিলিত হয়।

৪। সাধারণী স্ত্রীর ন্যায় আলিঙ্গন পরায়ণ বিদ্যুতের সহিত শুভ্রবর্ণ, অভিগমনশীল, উৎকৃষ্ট মরুৎগণ মিশ্রিত হইতেছে। ভয়ঙ্কর মরুৎগণ, দ্যাবা-পৃথিবীকে অপনোদন করেন না। দেবগণ, সখ্যতাপ্রযুক্ত উহাদিগের সমৃদ্ধি সাধন করেন।

৫। অসুর (মরুৎগণের) স্বকীয়া (পত্নী) রোদসী আলুলায়িত কেশে ও অনুরক্তমনে মরুৎগণকে সঙ্গমনার্থ সেবা করিতেছেন। সূর্য্যা যেরূপ (অশ্বিদ্বয়ের রথে আরোহণ করিয়াছিলেন)(২), দীপ্তাবয়বা রোদসী সেইরূপ চঞ্চল মরুৎগণের রথে উঠিয়া শীঘ্র আসিতেছেন।

(১) বায়ুর অশ্বের নাম নিযুৎ। ১৩৪ সূক্তের ১ ও ২ ঋক্ দেখ। মরুৎগণের বাহন পৃষতী অর্থাৎ বিন্দুচিহ্নিত মৃগ। ৩৯ সূক্তের ৬ ঋক্ দেখ।

(২) ১১৬ সূক্তের ১৭ ঋকের টীকা দেখ।

৬। যজ্ঞ আরম্ভ হইলে বৃষ্টিদান জন্য তরুণবয়স্ক মরুৎগণ, তরুণী রোদসীকে (রথে) স্থাপিত করিতেছেন। বলশালিনী রোদসী, নিয়মক্রমে তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হয়েন(৩)। সেই সময় অর্চ্চন মন্ত্রবিশিষ্ট হব্য-প্রদায়ী, সোমাভিষবকারী (যজমান) মরুৎগণের পরিচর্য্যা করতঃ স্তব পাঠ করিতেছে।

৭। মরুৎগণের মহিমা, সকলের প্রশংসনীয় ও অমোঘ; আমি তাহা বর্ণনা করিতেছি। তাঁহাদিগের রোদসী বর্ষণাভিলাষিনী, অহঙ্কারবতী, ও অবিনশ্বরা; ইনি সৌভাগ্যবিশিষ্ট উৎপত্তিশীল প্রজা ধারণ করেন।

৮। মিত্রাবরুণ ও অর্য্যমা, এই যজ্ঞকে নিন্দা হইতে রক্ষা করেন এবং ইহার অপ্রশস্ত পদার্থকে নাশ করেন। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের জল প্রদানের সময় যখন উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা মেঘমধ্যস্থিত অক্ষরিত জল-ক্ষরণ করেন।

৯। হে মরুৎগণ! আমাদিগের মধ্যে কেহই অত্যন্ত দূর হইতেও তোমার বলের অন্ত পায় নাই। মরুৎগণ পরাভিভব সমর্থ বলদ্বারা বর্দ্ধমান হইয়া জলরাশির ন্যায় নিজ সামর্থে শত্রুদিগকে অভিভব করিতেছেন।

১০। আমরা অদ্য ইন্দ্রের প্রিয়তম হইব; কল্য যজ্ঞে তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব। আমরা পূর্ব্বে মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছি এবং প্রতিদিন করিতেছি, অতএব মহান্ ইন্দ্র, মনুষ্যদিগের মধ্যে আমাদিগের প্রতি অনুকূল হউন।

১১। হে মরুৎগণ! কবি মান্য মান্দার্য্যের এই স্তুতি তোমাদিগের জন্য, ইচ্ছানুসারে তাঁহার শরীরপুষ্টির জন্য তোমাদের নিকট আসিতেছে। আমরাও যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করি।

---

(৩) "রোদসী" শব্দের সচরাচর অর্থ দ্যাবাপৃথিবী ইহার ই পরের সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ। আবার ঋগ্বেদে রুদ্রের পত্নী অর্থাৎ মরুৎগণের মাতার নাম ও রোদসী, যথা—সায়ণ ৫ মণ্ডলের ৫৬ সূক্তের ৮ ঋকের টীকায় লিখিয়াছেন "রোদসী রুদ্রস্য পত্নী মরুতাং মাতা।" কিন্তু এই সূক্তে রোদসী-মরুৎগণের স্ত্রীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, এবং ৫ ঋকের টীকায় সায়ণ লিখিয়াছেন "মরুৎপত্নী বিদ্যুৎ বা।" অতএব বিদ্যুৎকেই এখানে রোদসী নামে রুদ্রের পত্নী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। রুদ অর্থে ক্রন্দন বা শব্দ করা, বিদ্যুৎ বজ্র শব্দকারিণী অতএব রোদসী। রুদ্রের নামও এই অর্থে উৎপন্ন, রুদ্রের আদি অর্থ বজ্রদেবতা ৪৩ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

১৬৮ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে মরুৎগণ! সমস্ত যজ্ঞেই তোমাদিগের আগ্রহ একরূপ। তোমার সমস্ত কর্ম্ম, দেবতাগণের নিকট বহনার্থ ধারণ কর, অতএব দ্যাবা পৃথিবীর(১) উত্তমরূপ রক্ষাপ্রাপ্তির জন্য উৎকৃষ্ট স্তোত্রদ্বারা তোমাদিগকে আমাদিগের অভিমুখে আগমনের জন্য আহ্বান করিতেছি।

২। স্বয়ং উৎপন্ন, স্বাধীনবল, কম্পনশীল, মরুৎগণ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া অন্ন ও স্বর্গের জন্য প্রাদুর্ভূত হইতেছেন। অসংখ্য এবং প্রশংসনীয় ধেনু যেরূপ দুগ্ধদান করে, জলোর্ম্মিরন্যায় তাঁহারা সেইরূপ উপস্থিত হইয়া জলদান করেন।

৩। সুসংস্কৃত শ[illegible]ষ্ট সোমলতা, অভিষুত ও পীত হইয়া, যেরূপ হৃদয়মধ্যে পরি[illegible]কার ন্যায় কার্য্য করে, মরুৎগণও ধাবমান হইলে সেইরূপ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অংসদেশে যোষিতের ন্যায় (হেতি-সকল) আলিঙ্গন করিতেছে এবং তাঁহাদিগের হস্তে হস্তত্রাণ ও কর্ত্তন রহিয়াছে(২)।

৪। পরস্পর মিলিত মরুৎগণ, অনায়াসে স্বর্গলোক হইতে আগমন করিতেছেন। হে মরণরহিত মরুৎগণ! তোমরা আপনারাই বাক্যদ্বারা আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন কর। পাপরহিত, বহু যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত, ও দীপ্তহেতি-বিশিষ্ট মরুৎগণ দৃঢ় পর্ব্বতগণকেও চলিত করিতেছেন।

৫। হে হেতিসমূহে সুশোভিত মরুৎগণ! জিহ্বা যেমন হনুদ্বয়কে চালিত করে, সেইরূপ তোমাদিগের মধ্যে থাকিয়া কে তোমাদিগকে পরিচালিত করিতেছে? তোমরা আপনিই পরিচালিত হইতেছ। উদকস্রাবী মেঘ যেরূপ পরিচালিত হয়, দিবসে অশ্ব যেরূপ চালিত হয়, বহু ফলেচ্ছু যজমান অন্নপ্রাপ্তির নিমিত্ত (তোমাদিগকে পরিচালিত করেন)।

---

(১) এখানে রোদসী অর্থে দ্যাবা পৃথিবী। "রোদস্যোঃ দ্যাবা পৃথিব্যোঃ।" সায়ণ।

(২) মূলে "খাদিশ্চ হস্তশ্চ" আছে। "A guard and sword."—*Wilson.*

৬। হে মরুৎগণ! যে জলের জন্য তোমরা আগমন কর, সেই প্রকাণ্ড বৃষ্টিজলের আদিই বা কোথায়, অন্তইবা কোথায়? তোমরা যখন শিথিল তৃণের ন্যায়, রাশীকৃত জল স্বস্থান হইতে বিচ্যুত কর, তখন বজ্রদ্বারা দীপ্তিমান্ মেঘকে বিদীর্ণ কর।

৭। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের ধন যেরূপ, দানও সেইরূপ। দান-বিষয়ে (ইন্দ্র তোমাদিগের সহায়); উহাতে সুখ ও দীপ্তি আছে। উহার ফল পরিপক্ক, উহাতে কৃষিকার্য্য ও মঙ্গল হয়। উহা দাতার দক্ষিণার ন্যায় শীঘ্র ফলপ্রদায়ী এবং অসুর্য্যের(৩) জয়শীল শক্তির ন্যায়।

৮। যখন বজ্রগণ, মেঘসম্ভূত শব্দ উচ্চারিত করেন, তখন উহাদ্বারা ক্ষরণশীল জল পরিচালিত হয়; যখন মরুৎগণ পৃথিবীতে জলসেচন করেন, তখন বিদ্যুৎগণ নিম্নমুখে পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়।

৯। পৃশ্নি, মহাসংগ্রামেরজন্য প্রদীপ্তগমনবিশিষ্ট মরুৎগণকে প্রসব করিয়াছেন। সমানরূপবিশিষ্ট মরুৎগণ জল উৎপন্ন করিয়াছেন, অনন্তর (লোকে) অভিলষিত অন্নাদি লাভ করিয়াছে।

১০। হে মরুৎগণ! কবি মান্য মান্দার্য্যের এই স্তোম, তোমাদিগের জন্য; এই স্তুতি তোমাদিগের জন্য, তাঁহার শরীর পুষ্টির নিমিত্ত তোমাদিগের নিকট আসিতেছে। আমরাও যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করি।

---

১৬৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি নিশ্চয়ই মহান্। কারণ তুমি রক্ষক, এবং মহানু মরুৎগণকে পরিত্যাগ কর নাই। হে মরুৎগণের বিধাতা! তুমি আমা-দিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, আমাদিগকে সুখ প্রদান কর, সেই সুখ অতিশয় প্রিয়তম।

---

(৩) মূলে "অসুর্য্যাইব" আছে। "অসুরস্য বলুতা।" সায়ণ।

২। হে ইন্দ্র! সর্ব্বজনবিশিষ্ট, মনুষ্যদিগের জন্য জলসেককারী, বিদ্বান্, মরুৎগণ তোমার সহিত মিলিত হইলেন। মরুৎগণের সেনা সুখের উপায়ভূত সংগ্রামে জয় লাভের জন্য সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত হইয়াছে।

৩। হে ইন্দ্র! তোমার প্রসিদ্ধ হেতি, আমাদিগের জন্য (মেঘ সমীপে গমন করিতেছে। মরুৎগণ চিরবাঞ্ছিত বারি বর্ষণ করিতেছেন; এবং বিস্তৃত যজ্ঞের জন্য অগ্নি প্রদীপ্ত রহিয়াছে। জল যেমন দ্বীপকে ধারণ করে, সেইরূপ অগ্নি হব্য ধারণ করিতেছেন।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি তোমার দানযোগ্য ধন দান কর। তুমি দাতা আমরা প্রচুর দক্ষিণাদ্বারা তোমাকে (প্রীত করিব)। তুমি বায়ু(১) স্তোতৃগণ তোমার স্তুতি কামনা করিতেছে। মধুর (দুগ্ধের জন্য) (নারীর স্তনকে যেরূপ (লোকে পুষ্ট করে), সেইরূপ আমরাও তোমাকে অন্নাদি দ্বারা (পুষ্ট করিতেছি)।

৫। হে ইন্দ্র! তোমার ধন অতিশয় প্রীতিপ্রদ এবং যজমানের যজ্ঞ নির্ব্বাহকারী। যে মরুৎগণ প্রথমেই যজ্ঞে যাইবার জন্য উৎসাহ করেন তাঁহারাই আমাদিগকে সুখী করুন।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি, উদকসেচক, পৌরুষ বিশিষ্ট প্রকাণ্ড মেঘের অভি মুখে গমন কর; অন্তরীক্ষ প্রদেশে থাকিয়া চেষ্টা কর। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু দিগের পৌরুষের ন্যায়, মরুৎগণের বিস্তীর্ণ পদ অশ্বগণ মেঘদিগকে আক্রম করিতেছে।

৭। হে ইন্দ্র! ভয়ঙ্কর, কৃষ্ণবর্ণ, গমনশীল মরুৎগণের আগমন শ শ্রুতিগোচর হইতেছে। অধম বৈরিকে যেরূপ বিনাশ করে, মনুষ্যে রক্ষার জন্য মরুৎগণ সেইরূপ প্রহরণদ্বারা সেনাবলসমন্বিত শত্রুদিগকে বিনাশ করেন।

৮। হে ইন্দ্র! সমস্তপ্রাণী তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি স্বীয় সম্মানার্থ মরুৎগণের সহিত দুঃখনাশক, উদকধারী মেঘপংক্তি বিদীর্ণ কর। হে দেব! স্তূয়মান দেবগণ তোমার স্তব করিতেছে, তুমি আমাদিগকে অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু প্রদান কর।

---

(১) "বায়ু" শব্দের অর্থ সায়ণ এখানে "শীঘ্র বর প্রদ" করিয়াছেন।

১৭০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ঋকের বক্তা ইন্দ্র, অবশিষ্টের বক্তা অগস্ত্য।

(ইন্দ্র)

১। অদ্যতন বা কল্যতন কিছুই নাই। অদ্ভুত কার্য্যের কথা কে বলিতে পারে? অন্য লোকের মন অত্যন্ত চঞ্চল, যাহা উত্তমরূপে পাঠ করা যায় তাহাও ভুলিয়া যাওয়া যায়।

(অগস্ত্য)।

২। হে ইন্দ্র! তুমি কি আমাকে হনন করিতে ইচ্ছা কর? মরুৎগণ তোমার ভ্রাতা; উহাদিগের সহিত সুখে যজ্ঞভাগ সেবা কর। যুদ্ধকালে আমাদিগকে বিনাশ করিও না।

(ইন্দ্র)।

৩। হে ভ্রাতঃ অগস্ত্য! তুমি সখা হইয়া কেন আমাদিগকে অপলাপ করিতেছ? আমরা নিশ্চয়ই তোমার মনের কথা জানি। তুমি আমাদিগকে দিতে ইচ্ছুক নহ।

৪। ঋত্বিগ্‌গণ, তোমরা বেদি অলঙ্কৃত কর, এবং সম্মুখে অগ্নি প্রজ্বালিত কর। পরে উহাতে (তুমি ও আমি) অমৃতের প্রজ্ঞাপক যজ্ঞ বিস্তার করিব(১)।

(অগস্ত্য)।

৫। হে ধনের ধনপতি! হে মিত্রগণের মিত্রপতি! তুমি ঈশ্বর। তুমি সকলের আশ্রয়স্বরূপ; তুমি মরুৎগণের সহিত বল যে, আমাদিগের যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছে, এবং যথাসময়ে অর্পিত হব্য ভক্ষণ কর।

(১) কেহ কেহ বলেন এই ঋকের ঋষি অগস্ত্য।

১৭১ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে মরুৎগণ! আমি নমস্কার করতঃ স্তুতি করতঃ তোমাদিগের নিকট আগমন করিতেছি। হে বেগবান্ মরুৎগণ! তোমাদিগের অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। হে ম[রুৎগ]ণ! স্তুতিদ্বারা আনন্দিত চিত্তে ক্রোধ পরিত্যাগ কর, এবং রথ হ[ই]তে অশ্ব বিযোজিত কর (অর্থাৎ ফিরিয়া যাইও না)।

২। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের এই স্তোমে অন্ন আছে। হে দেবগণ! এই স্তোম তোমা[দি]গের উদ্দেশে হৃদয় হইতে সম্পাদিত হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া উহা [মনে] ধারণ কর। সাদরে উহাকে স্বীকার করতঃ আগমন কর, তোমরা হব্যরূপ অন্নের বর্দ্ধয়িতা।

৩। মরুৎগণ! স্তুতহইয়া আমাদিগকে সুখী কর। ইন্দ্র স্তুত হইয়া আমাদিগকে সর্ব্বাপে[ক্ষা] সুখী করুন। হে মরুৎগণ! আমরা যতদিন বাঁচিব, যেন আমাদিগের সে[স]মস্ত দিন, উৎকৃষ্ট, স্পৃহনীয় ও ভোগযোগ্য হয়।

৪। হে মরুৎগণ! আমরা এই বেগবান্ ইন্দ্রের নিকট হইতে ভয়ে পলায়ন করতঃ কাঁপিতে ছিলাম। তোমাদিগের জন্য, যে হব্য সংস্কৃত করিয়াছিলাম, তাহা দূরে করিয়াছি(১)। আমাদিগকে সুখী কর।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি বলস্বরূপ, তোমার মাননীয়(২) (অনুগ্রহে) রশ্মিগণ, নিত্য নিত্য (উষার) উদয়কালে প্রাণীদিগকে চৈতন্য দান করে। হে অভীষ্টবর্ষী, উগ্র, বলপ্রদায়ী, পুরাতন ইন্দ্র! তুমি উগ্র মরুৎগণের সহিত অন্নধারণ কর।

---

(১) ১৬৫, ১৭০ ও ১৭১ সূক্তের কোন২ স্থান পাঠ করিলে বোধ হয় যে, দেব শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের সহিত মরুৎগণের একত্রে অর্চ্চনা হওয়ায় প্রথমে আপত্তি ছিল, অথবা কোন ২ ইন্দ্রভক্ত ঋষি সম্প্রদায় এরূপ একত্র অর্চ্চনায় আপত্তি করিতেন।

(২) মূলে "মানাস" আছে। বেদার্থ যত্ন মানের পুত্রগণ, এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন।

৬। হে ইন্দ্র! প্রভূতবলশালী নেতাগণকে (মরুৎগণকে) রক্ষা কর; মরুৎগণের প্রতি অপগতমন্যু হও। মরুৎগণ উত্তম প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, তাঁহাদিগের সহিত শত্রুগণের অভিভবিতা হও এবং আমাদিগকে রক্ষা কর। আমরাও যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করি।

---

১৭২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে মরুগণ! তোমাদিগের যজ্ঞে আগমন বিচিত্র হউক। হে দানশীল অহীন দীপ্তিবিশিষ্ট, মরুৎগণ! তোমাদিগের আগমন আমাদিগকে রক্ষা করুক।

২। হে দানশীল মরুৎগণ! তোমাদিগের দীপ্যমান প্রাণিবধ কুশল অস্ত্রসমূহ আমাদিগের নিকট হইতে দূর হউক। তোমরা যে অশ্ম নামক অস্ত্র প্রক্ষেপ কর, তাহাও আমাদিগের নিকট হইতে দূর হউক।

৩। হে দানশীল মরুৎগণ! তৃণবৎ নীচ হইলেও আমার প্রজাগণকে রক্ষা করিও, আমাদিগকে উন্নত কর, যেন আমরা বাঁচিতে পারি।

---

১৭৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! (উদ্গাতা) এরূপে নভোব্যাপী সামগান করিতেছে, যে তুমি তাহা জানিতে পার। আমরা সেই বর্দ্ধমান ও স্বর্গপ্রদায়ী (স্তোত্র) অর্চ্চনা করি। হে স্বর্গীয় ইন্দ্র! দুগ্ধবতী, হিংসারহিতা ধেনুগণ, যাহাতে কুশাসনে উপবেশন কালে তোমার পরিচর্য্যা করে, সেইরূপে অর্চ্চনা করি।

২। হব্য প্রদায়ী (যজমান) হব্যপ্রদায়ী (অধ্বর্য্যু প্রভৃতির) সহিত ইন্দ্রকে স্বপ্রদত্ত হব্যদ্বারা অর্চ্চনা করেন, ইন্দ্র (তৃষিত) মৃগের ন্যায় দ্রুতবেগে (যজ্ঞস্থলে) উপস্থিত হইবেন। হে উগ্র ইন্দ্র! মর্ত্ত্য হোতা, স্তোত্রাভিলাষী দেবতাগণকে স্তবকরতঃ স্ত্রীপুরুষে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিতেছেন।

৩। হোমনিষ্পাদক (অগ্নি) পরিমিত (গার্হপত্যাদি) স্থানে চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, এবং শরৎকালের ও পৃথিবীর গর্ভ (অর্থাৎ গর্ভ-স্থানীয় অন্ন) গ্রহণ করিতেছেন। অশ্বের ন্যায় শব্দ করিয়া, বৃষভের ন্যায় শব্দ করিয়া, অন্ন লইয়া আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে দূতস্বরূপ কথা কহিতেছেন।

৪। আমরা ইন্দ্রের উদ্দে[illegible] প্রভূত ব্যাপ্তিশীল হব্য প্রদান করিব। দেবাভিলাষী যজমানগণ দৃঢ়[illegible]ত্র সম্পন্ন করিতেছেন। দর্শনীয় তেজো-বিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়ের ন্যায় [illegible]গম্য এবং রথে অবস্থিত ইন্দ্র আমাদিগের স্তোত্র সেবা করুন।

৫। হে হোতা! [illegible] ইন্দ্র প্রভূত বলবিশিষ্ট, যিনি শৌর্য্যবান্, বলবান্, রথাবস্থিত, স[illegible] যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, বজ্রাদিবিশিষ্ট, ও মেঘাদির বিনাশক[illegible] তাহাকে স্তব কর।

৬। ইন্দ্র স্ব[illegible] মহিমায় কর্ম্মনির্ব্বাহক যজমানগণকে (স্বর্গাদি ফল-দানে) সমর্থ; দ্যা[illegible] পৃথিবী তাঁহার কক্ষপূরণে পর্য্যাপ্ত নহে। বৃজন (অর্থাৎ অন্তরীক্ষ[illegible]ন পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া থাকে, সেই[illegible] তিনিও নিজ দীপ্তিতে ([illegible]ত্রয়) ব্যাপ্ত করিতেছেন। বৃষভ যে[illegible] অনায়াসে শৃঙ্গ ধারণ করে, অন্ন[illegible] ইন্দ্র সেইরূপ স্বর্গকে অনায়াসে ধারণ করিতেছেন।

৭। হে শূর ইন্দ্র! তুমি [illegible]ক্ষেত্রে সাধুগণের বলপ্রদ উৎকৃষ্ট মার্গ-স্বরূপ; মরুৎগণ তোমাকে স্বামী করিয়া আনন্দিত হয়। তাহারা তোমার পরিজন, তোমার আনন্দার্থ সকলে সমান আনন্দিত হইয়া তোমাকে ভূষিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

৮। যদি অন্তরীক্ষস্থিত দ্যোতমান্ উদক্ প্রজাদিগের নিমিত্ত তোমাকে সুখী করে, যদি সমস্ত স্তোত্রাদি তোমার প্রীতি সমুৎপাদন করে, যদি তুমি বৃষ্টি প্রদানাদি কর্ম্মদ্বারা স্তোতৃদিগকে কামনা কর, তাহা হইলে তোমার সবন সুখকর হয়।

৯। হে ঈশ্বর ইন্দ্র! যাহাতে আমরা তোমার সখা হইতে পারি এবং স্তুতি দ্বারা রাজগণের ন্যায় (তোমার নিকট হইতে) অভীষ্ট লাভ করিতে

পারি (তাহা কর)। ইন্দ্র আমাদিগের স্তুতি কালে উপস্থিত থাকিয়া হর্ষ-সহকারে আমাদের যজ্ঞ, উক্ত স্তুতির সহিত লইয়া যাও।

১০। স্তুতি দ্বারা মনুষ্যদিগের মধ্যে স্পর্দ্ধাকারী ব্যক্তিদিগকে যেরূপ সদয় করা যায়, আমরা ইন্দ্রকে সেইরূপ করিব। ইন্দ্র কেবল আমাদিগেরই হইবেন। হিতৈষিগণ যেমন সুশাসক নরপতির (পূজা করে) সেইরূপ আমাদিগের মধ্যে অবস্থানাভিলাষী অ...গণ হব্য প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রের পূজা করিতেছেন।

১১। যজ্ঞপরায়ণ ব্যক্তি, যজ্ঞদ্বারা ই...ক্তি করিতেছে; কুটিলগতি ব্যক্তি মনে মনে চারি দিক চিন্তা করিতেছে...নস, তীর্থপথে সম্মুখস্থিত জল(১) অবিলম্বে প্রীত করে, কিন্তু দীর্ঘপ...পিপাসিত ব্যক্তিকে নিরাশ করে।

১২। হে ইন্দ্র! তুমি যুদ্ধকালে মরুৎগণে...ত আমাদিগকে ত্যাগ করিও না। কারণ হে বলবান্ ইন্দ্র! তোমার জ...জ্ঞের ভাগ স্বতন্ত্র আছে। আমার ফলযুক্ত স্তুতি, মহান্, হবিষ্মান্ ও ...সেচনকারী মরুৎ-গণকে বন্দনা করে।

১৩। হে ইন্দ্র! এই স্তোম তোমারই। হে হরি...ন! এই স্তোত্রদ্বারা তুমি আমাদিগের দেবযজনপথ জানিয়া লও, এবং ...থ আগমনের জন্য আমাদিগের নিকট আইস।

---

১৭৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি (জগতের), এবং যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহাদিগের রাজা। তুমি মনুষ্যদিগকে রক্ষা কর; হে অসুর! তুমি আমা-দিগকে রক্ষা কর। তুমি সাধুদিগের পালক, ধনবান্ ও আমাদিগের উদ্ধার-কর্ত্তা। তুমি, সত্য, বলদাতা ও নিজের তেজে সমস্ত আচ্ছাদন করিয়াছ।

১। মূলে "ওকঃ" আছে, তাহার সচরাচর অর্থ বাসস্থান। "Home." বেদার্থযত্ন। কিন্তু সায়ণ করিয়াছেন "পানী যাদিকং সবনং।" "Lake."—*Wilson.*

২। হে ইন্দ্র! তুমি যখন সাতটী শারদী পুরী(১) ভেদ করিয়াছিলে, তখন প্রজাগণকে সংযতবাক্য করিয়া সুখে দমন করিয়াছিলে(২), হে অনবদ্য! তুমি চলনশীল জল প্রবর্দ্ধিত করিয়াছিলে, তুমি তরুণ-বয়স্ক পুরুকুৎস রাজার জন্য বৃত্রকে বধ করিয়াছিলে।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি রাক্ষসনিবাস(৩) পুরীসকলে গমন কর, এবং তথা হইতে, হে পুরুহূত! অনুচর সহিত স্বর্গে গমন কর। তথায় অশোষক, ক্ষিপ্রগামী অগ্নিকে সিংহের ন্যায় রক্ষা কর, যেন উহা নিজগৃহে নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারে। [illegible]

৪। হে ইন্দ্র! তো[illegible] গণ (মেঘগণ) কুলিশের মহিমায় তোমার ক্ষমতা খ্যাপন করতঃ নিজ[illegible] স্থানে শীঘ্র শয়ন করুক। তুমি যখন আয়ুধ লইয়া গমন কর, তখন [illegible] যে জল প্রেরণ কর, ও হরিগণের উপর আরোহণ কর। তুমি নিজ সামর্থ্যে [illegible]ন্যাদি প্রবর্দ্ধিত কর।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি যে যজ্ঞে কুৎস ঋষিকে কামনা কর, তথায় তোমার বশীভূত ঋজুগামী, বায়ুসদৃশ বেগশালী অশ্বদিগকে চালিত কর। তজ্জন্য সূর্য্য তাঁহার রথচক্রকে নিকটে আনয়ন করুন, এবং বজ্রবাহু ইন্দ্র সংগ্রাম-কারী শত্রুদিগের অভিমুখে আগমন করুন।

৬। হে হরিবাহন ইন্দ্র! তুমি স্তোত্রদ্বারা প্রবৃদ্ধ হইয়া দানরহিত ও যজমানগণের বিঘ্নকারীদিগকে বিনাশ করিয়াছ। যাহারা তোমাকে আশ্রয়-দাতা বলিয়া দেখিয়াছে, এবং যাহারা হব্যপ্রদানের জন্য মিলিত হইয়াছে, ও তাহারা তোমার নিকট সন্তান লাভ করে।

---

(১) বেদার্থযত্ন মতে, "শারদীপুরঃ" শব্দে শরৎনামক রাজার পুর। সায়ণ বলেন "সম্বৎসর পর্য্যন্তং দৃঢ়ীকৃতঃ।"

(২) যাস্ক এই অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "দনো বিশঃ ইন্দ্র মৃধ্রবাচঃ" অর্থাৎ দানশীল লোকদিগকে মৃদুভাষী কর। সায়ণ একবার বলিয়াছেন "দনো" অর্থে "দমন করিয়াছ," "নিজের প্রজা দমন করিয়াছ," আবার বলিয়াছেন "দন" শব্দের বর্ণ পরিবর্তন হইয়া "দদ" হইবে, এবং তদনুসারে অর্থ করিয়াছেন "অসুর-প্রজাগণকে শব্দ করাইয়াছ।"

(৩) মূলে "শূরপত্নীঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "রক্ষোভিঃ পালয়িতাঃ" এবং "দ্রুতঃ" অর্থ করিয়াছেন "পুরীঃ।" এই অর্থ অনুবাদে দিয়াছি, কিন্তু সঙ্গত বোধ হয় না।

৭। হে ইন্দ্র! অর্চনীয় অন্ন লাভের জন্য কবি(৪) তোমার স্তব করিতেছে, তুমি পৃথিবীকে দাসের শয্যা করিয়া দিয়াছ। মঘবা তিন ভূমিকে দানদ্বারা বিচিত্র করিয়াছেন, এবং দুর্য্যোণি রাজার জন্য কুযবাচকে হনন করিয়াছ।

৮। হে ইন্দ্র! নব্য ঋষিগণ তোমার সনাতন প্রসিদ্ধ বীরকর্ম্মের স্তুতি করে, তুমি অনেক হিংসকদিগকে সংগ্রাম নিবারণের জন্য বিনাশ করিয়াছ। তুমি দেবরহিত বিপক্ষ নগর সকল ভেদ করিয়াছ এবং দেবরহিত শত্রুর অস্ত্র নত করিয়াছ(৫)।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুদিগের হৃৎকম্পোৎপাদক, তজ্জন্যই তুমি প্রবহমানা সিরানদীর ন্যায় তরঙ্গবিশিষ্ট জল ভূমিতে পাতিত কর। হে শূর! যখন তুমি সমুদ্রকে পরিপূর্ণ কর, তখন তুমি তুর্বসু ও যদুর মঙ্গলার্থ তাহাদিগকে পালন করিয়াছ।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি সর্ব্বকালে অস্মদাদির শ্রেষ্ঠ রক্ষক হও এবং প্রজাদিগকে পালন কর। তুমি, আমাদিগের সৈন্যদিগকে বল প্রদান কর যেন অমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারি।

---

১৭৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে হরিবাহন ইন্দ্র! হর্ষকর, অভীষ্টবর্ষী, আহ্লাদকারী, অন্নবান্, এবং অপরিমিত দানবিশিষ্ট ও মহানুভাব সোম যেরূপ পাত্রে স্থাপিত হয়, তুমিও সেইরূপ হইয়া পান করিয়া (ধারণ কর), এবং অত্যন্ত হর্ষিত হও।

২। হে ইন্দ্র! হর্ষকর, অভীষ্টবর্ষী, তর্পয়িতা বরণীয়, সহায়বান্ শত্রুসৈন্যবিনাশক, অবিনাশী, সোম তোমার নিকট আগমন করুক।

---

(৪) সায়ণ বলেন যে কবি একজন ঋষির নামও হইতে পারে।

(৫) ৬, ৭ ও ৮ ঋকে অনার্য্য আদিমবাসী শত্রুদিগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি শূর, তুমি দাতা, আমি মনুষ্য, আমার মনোরথ পূর্ণ কর। তুমি সহায়বান্‌, অগ্নি যেরূপ শিখাদ্বারা পাত্রকে দগ্ধকরে, তুমি সেইরূপ ব্রতরহিত দস্যুকে দগ্ধ কর।

৪। হে মেধাবী ইন্দ্র! তুমি ঈশান, তুমি নিজ সামর্থ্যে সূর্য্যের একখানি চক্র হরণ করিয়াছ(১)। শুষ্ণকে বধ করিবার জন্য কর্ত্তনসাধন বজ্র লইয়া, বায়ুবৎ বেগশালী অ[illegible]র সহিত আগমন কর।

৫। হে ইন্দ্র! তোমার [illegible]র্ষ সর্ব্বাপেক্ষা বলবিশিষ্ট এবং তোমার ক্রতু সর্ব্বাপেক্ষা অন্নবান্‌। [illegible] বহু-অশ্বদাতা ইন্দ্র! তোমার বৃত্রঘাতী, ধনদায়ী হর্ষ ও ক্রতু অনু[illegible] কর।

৬। হে ইন্দ্র! তু[illegible] প্রাচীন স্তোতৃদিগের প্রতি, তৃষ্ণার্ত্তের নিকট জলের ন্যায় হইয়াছিলে, [illegible]তএব আমরা বারম্বার তোমার স্তুতি করিতেছি। যেন অন্ন, বল[illegible] দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারি।

---

১৭৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে সোম! তুমি ধনপ্রাপ্তির জন্য ইন্দ্রকে আনন্দিত কর। তুমি অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের মধ্যে প্রবেশ কর। তুমি প্রীত হইয়া শত্রুদিগকে বিনাশ করতঃ ক্রমেই ব্যাপ্ত হও, অতএব নিকটে কোন শত্রুকে আসিতে দাও না।

২। ইন্দ্র মনুষ্যদিগের এক অধীশ্বর। তিনি রীতি অনুসারে যবফসলের ন্যায় আমাদিগের অভীষ্ট সার্থক করেন।

৩। যে ইন্দ্রের হস্তদ্বয়ে পঞ্চক্ষিতির(১) সর্ব্বপ্রকার ধন আছে, সেই ইন্দ্র, যে আমাদিগকে দ্রোহ করে, তাহাকে দিব্য অশনির ন্যায় বিনাশ করুন।

---

(১) পূর্ব্বে সূর্য্যের রথে দুইখানি চক্র ছিল, ইন্দ্র তাহার একখানি হরণ করিয়াছিলেন। সায়ণ।

---

(১) ৭ সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখ।

৪। হে ইন্দ্র! যে সকল লোকে সোমাভিষব করে না, এবং যাহাদিগকে নাশ করা দুঃসাধ্য, তাহাদিগকে হত্যা কর, যেহেতু তাহারা তোমার সুখের হেতু নহে। উহাদিগের ধন আমাদিগকে প্রদান কর, তোমার স্তোতাই ধন প্রাপ্ত হয়(২)।

৫। হে সোম! যে বিবিধ কর্ম্মকারী (যজমানের) অর্চ্চন সাধনমন্ত্রে তুমি সর্ব্বদা অবস্থিতি কর, তাহাকেই তুমি রক্ষা কর। হে সোম! ইন্দ্রের সংগ্রামে অন্নের জন্য অন্নবান্ ইন্দ্রকে রক্ষা কর।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি প্রাচীন স্তোতাদিগের প্রতি, তৃষ্ণার্ত্তের নিকট জলের ন্যায় হইয়াছিলে, অতএব আমরা বারম্বার তোমার সুখকর, প্রসিদ্ধ স্তুতি করিতেছি, যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইতে পারি।

---

১৭৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। মনুষ্যদিগের প্রীতিপ্রদ, সকল লোকের অভীষ্টবর্ষী, মনুষ্যগণের, স্বামী, বহুলোকের আহূত ইন্দ্র (আমাদিগের নিকট আগমন করুন)। হে ইন্দ্র! আমাদিগের স্তুতি গ্রহণ করিয়া যুবা হরিদ্বয়কে রথে যোজনা করতঃ হব্য গ্রহণের জন্য ও রক্ষার্থ আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর।

২। হে ইন্দ্র! তোমার যে যুবা, উৎকৃষ্ট, ও মন্ত্রদ্বারা রথে যোজনীয় এবং বর্ষণকারী রথবিশিষ্ট অশ্ব আছে তাহাতে আরোহণ কর, এবং তাহাদিগের সহিত আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর। হে ইন্দ্র! সোমাভিষবে আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি, অভীষ্টবর্ষী রথে আরোহণ কর, কারণ তোমার জন্য অভীষ্টবর্ষী সোম অভিষুত হইয়াছে এবং মধুর (ঘৃতাদি) প্রস্তুত আছে। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী হরিদ্বয়কে যোজনা করতঃ যজমানগণের অনুগ্রহার্থ বেগবান্ রথে আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর।

---

(২) ১, ৩, ৪, ঋকে অনার্য্য আদিমবাসীগণের কথা।

৪। হে ইন্দ্র! এই যজ্ঞ দেবগণের উদ্দেশে গমন করিতেছে। এই যজ্ঞীয় পশু, এই সকল মন্ত্র, এই স্তুত সোম ও এই আস্তীর্ণ বর্হি (তোমারই জন্য সম্পাদিত হইয়াছে)। তুমি শীঘ্র আগমন কর, উপবেশন করতঃ সোম পান কর, যজ্ঞস্থলে হরিদ্বয়কে ছাড়িয়া দাও।

৫। হে ইন্দ্র! (আমাদিগের কর্ত্তৃক) সম্যক্ প্রকারে স্তুত হইয়া মাননীয় স্তোতার মন্ত্র উপলক্ষ করিয়া আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর। আমরা স্তুতি করতঃ তোমার আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া সুখে বাসস্থান লাভ করিব, এবং অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করিব।

---

১৭৮ সূক্ত।

দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! যাহাদ্বারা তুমি স্তোতৃগণের রক্ষায় সমর্থ হও, তোমার সেই সমৃদ্ধি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। তুমি আমাদিগের মহৎ করিবার অভিলাষটী নষ্ট করিও না। তোমার যে প্রাপ্তব্য, ভোগ্য বস্তু আছে, সমস্তই যেন প্রাপ্ত হই।

২। পরস্পর ভগিনীস্বরূপ (অহোরাত্রি) স্বীয় জন্মস্থানে যে বৃষ্টিরূপ কর্ম্ম করিতেছেন, রাজা ইন্দ্র যেন আমাদিগের সেই কর্ম্ম নাশ না করেন। বলের হেতুভূত হব্য ইন্দ্রের জন্য ব্যাপ্ত হইতেছে, ইন্দ্র আমাদিগকে সখ্য ও অন্ন প্রদান করুন।

৩। বিক্রমশালী ইন্দ্র, যুদ্ধনেতা (মরুৎগণের সহিত) যুদ্ধে জয়লাভ করতঃ, অনুগ্রহপ্রার্থী স্তোতার আহ্বান শ্রবণ করেন। যখন নিজেই স্তুতিবাক্য স্বীকারে অভিলাষী হয়েন, তখন হব্যপ্রদায়ী যজমানের নিকটে রথ লইয়া যান।

৪। ইন্দ্র উত্তম অন্নলাভেচ্ছায় যজমানপ্রদত্ত অন্ন প্রচুর পরিমাণে আহার করেন, এবং সহায়বান্ যজমানের (শত্রুদিগকে) পরাজিত করেন। বিবিধ আহ্বানধ্বনিযুক্ত সংগ্রামে সত্যপালক ইন্দ্র যজমানের কর্ম্মব্যাপন করতঃ হব্য স্বীকার করিতেছেন।

৫। হে ইন্দ্র! আমরা তোমাকে সহায় লাভ করিয়া যে শত্রুগণ আপনাদিগকে অবধ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছে, তাহাদিগকে বিনাশ করিব। তুমি আমাদিগের রাজা এবং তুমি আমাদিগের সংবর্দ্ধক হও, যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারি।

---

১৭৯ সূক্ত।

(এই সূক্ত কোনও দেবতা সম্বন্ধে রচিত নাই, অগস্ত্য ও তাঁহার স্ত্রী ও শিষ্যের মধ্যে কথোপকথন মাত্র, অতএব তাঁহারাই এই সূক্তের ঋষি। কথোপকথনের বিষয় অনুসারে রতি (অর্থাৎ সম্ভোগ) ইহার দেবতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে)।

(লোপামুদ্রা) বলিলেন।

১। (হে অগস্ত্য)! বহু সম্বৎসর তুমি ও আমি রাত্রিদিন ও জরাসমুৎপাদক ঊষাতে (তোমার সেবা করিবার জন্য) শ্রান্ত হইয়াছি। জরা শরীরের সৌন্দর্য্য নাশ করিতেছে। এক্ষণে কি পুরুষ স্ত্রীর নিকট গমন করুক।

২। (হে অগস্ত্য)! যে সকল পুরাতন সত্যপালক ঋষিগণ দেবতাদের সহিত সত্য কথা বলিতেন তাঁহারাও রেতঃসেক করিয়াছেন, অন্ত পান নাই। পুরুষ স্ত্রীর নিকটে গমন করুক।

(অগস্ত্য)।

৩। আমরা বৃথা শ্রান্ত হই নাই, যেহেতু দেবতারা রক্ষা করিতেছেন। আমরা সমস্ত ভোগই উপভোগ করিতে পারি। যদি আমরা উভয়ে চেষ্টান্বিত হই, এই জগতে আমরা শত ভোগপ্রাপ্তিসাধন লাভ করিতে পারিব।

৪। যদিও আমি জপ ও সংযমে নিযুক্ত, তথাপি এই কারণেই হউক বা অন্য কারণেই হউক আমার কাম উপস্থিত হইয়াছে। লোপামুদ্রা সেচনসমর্থ পতিতে সঙ্গত হউন, অধীরা যোষিৎ, ধীর ও মহাপ্রাণ পুরুষকে উপভোগ করুক।

(শিষ্য)(১)।

৫। হৃদয় মধ্যে পীত এই সোমের নিকট একান্ত প্রার্থনা করিতেছি যে সোম আমাকে সুখী করুন। মর্ত্ত্য বহুকামনাবান্।

৬। অগস্ত্য উদ্যুক্ত উপা[illegible] অবলম্বন করিয়া (২), বহু পুত্র ও বল কামনা করিয়া, সেই উগ্রঋষি উভয় [illegible]ণীয় বস্তুই(৩) পোষণ করিয়াছিলেন; এবং দেবগণের নিকট সত্য আশী[illegible]দ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

---

১৮০ সূক্ত।

অ[illegible] দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়[illegible]দিগের শোভনগামী অশ্বগণ যখন তোমাদিগকে লইয়া অভিমত[illegible] গমন করে, তখন তোমাদিগের হিরণ্ময় রথের নেমি সকল [illegible] প্রদান করে। অতএব তোমরা উষাকালে সোমপানকরতঃ যজ্ঞে[illegible]সিয়া মিলিত হও।

২। হে সর্ব্বজ্ঞ[illegible] অশ্বিদ্বয় যখন তোমাদিগের ভগিনী স্থানীয় (উষা প্রস্তুত হয়েন, হে[illegible]মধুপায়ী অশ্বিদ্বয়! যখন বল ও অন্নের জন্য যজমান তোমাদিগকে [illegible]ব করে, তখন তোমাদিগের সতত সঞ্চারী বিচিত্র গতিবিশিষ্ট, মনুষ্যদিগের হিতকর, ও বিশিষ্টরূপে পূজনীয় রথ নিম্নাভিমুখে প্রেরণ কর।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ধেনুসমূহে দুগ্ধস্থাপন করিয়াছ। তোমরা ধেনুগণের উধোদেশে পূর্ব্ববর্ত্তী পক্কদুগ্ধ স্থাপিত করিয়াছ। হে সত্যরূপ অশ্বিদ্বয়! বনবৃক্ষসমূহমধ্যে চোরের ন্যায় (সর্ব্বদা জাগরূক,) বিশুদ্ধস্বভাব হবিষ্মান্ যজমান, হবির্বিশিষ্ট যজ্ঞে তোমাদিগের স্তুতি করিতেছেন।

---

(১) অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার সম্ভোগসংলাপ শ্রবণ করিয়া প্রায়শ্চিত্তকরিবা অভিলাষে শিষ্য পরের দুইটি ঋক পাঠ করিয়াছিলেন। যাহারা প্রযত হইয়া এ দুইটি মন্ত্র জপ করে, তাহাদিগের সকল অভিলাষ পূর্ণ হয়। সায়ণ।

(২) মূলে "খন মানঃ খনিত্রৈঃ" আছে, অর্থাৎ" খনিত্রদ্বারা খনন করিয়া

(৩) কাম ও তপঃ। সায়ণ।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দানাভিলাষী অত্রি মুনির জন্য, মধুর পয়ঃ ও ঘৃতকে জলপ্রবাহের ন্যায় করিয়াছিলে। অতএব হে নরাকার অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের জন্য অগ্নিতে হোম করা যাইতেছে, এবং নিম্ন প্রদেশে রথচক্রের ন্যায়, সোমরস, তোমাদিগের প্রতি আবর্ত্তন করিতেছে।

৫। হে দস্রদ্বয়! জীর্ণ তুগ্র রাজার পুত্রের ন্যায় আমি স্তুতিদান দ্বারা অভিমত লাভের জন্য তোমাকে যাগাদে[illegible] আমন্ত্রণ করিব। তোমাদিগের মহিমায় দ্যাবাপৃথিবী পরস্পর মিলিত হইয়াছে। হে যজনীয় অশ্বিদ্বয়! জরাজীর্ণ (এই ঋষি) যেন পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে।

৬। হে শোভন দানযুক্ত অশ্বিদ্বয়! যখন তোমরা নিযুৎ অশ্বদিগকে(১) যোজনা কর, তখন অন্নদ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ কর। অতএব স্তোতা বায়ুর ন্যায় শীঘ্র তোমাদিগের দুইজনকে তৃপ্ত [illegible] করুন। প্রশস্ত কর্ম্মবান্ ব্যক্তির ন্যায় স্তোতা আপনার মহত্ত্বের জন্য স্বীকার করিতেছেন।

৭। আমরাও তোমাদিগের স্তোতা ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া বিবিধ স্তব করিতেছি। দ্রোণ কলশ স্থাপিত হইয়াছে, হে [illegible]ন্দনীয় অভীষ্টবর্ষী অশ্বিদ্বয়! দেবতাগণের সমীপে সোমপান কর।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! কর্ম্মনির্ব্বাহক লোকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অগস্ত্য ঋষি গ্রীষ্ম দুঃখনিবারক প্রস্রবণ লাভের জন্য শব্দোৎপাদক শঙ্খাদির ন্যায় সহস্র পরিমিত স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে প্রতিদিবস প্রবোধিত করিতেছেন।

৯। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা রথের মহিমায় [illegible] ধারণ কর, হে গমনশীল অশ্বিদ্বয়! যজমানের হোতার ন্যায়, তোমরা গমনাগমন কর, স্তোতৃদিগকে ফল প্রদান কর, উত্তম অশ্বসমূহ প্রদান [illegible], অতএব হে নাসত্যদ্বয়! আমরা ধনলাভ করিব।

১০। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের স্তুতিযোগ্য, নব্য, আকাশবিহারী, অক্ষয় চক্রবিশিষ্ট রথলাভের জন্য স্তোত্রদ্বারা উহাকে আহ্বান করিতেছি। যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারি।

(১) ১৬৭ সূক্তের ২ ঋকের টীকা দেখ।

১৮১ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে প্রিয়তম অশ্বিদ্বয়! তোমরা কবে অন্ন ও ধন উপরিদেশে লইয়া যাইবে যে, যজ্ঞ সমাপন করিবার ইচ্ছা করতঃ জল নিম্নে পাতিত করিতে পারিবে। হে ধনধারী ও মনুষ্যের আশ্রয়দাতা অশ্বিদ্বয়! এ যজ্ঞে তোমাদিগেরই প্রশংসা করিতেছে।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের দীপ্তিবিশিষ্ট, বৃষ্টিপানকারী, বায়ুবৎ বেগবিশিষ্ট, স্বর্গীয়, ...শীল, মনের ন্যায় বেগবান, তরুণবয়স্ক ও কমনীয় পৃষ্ঠযুক্ত অশ্ব তোমাদিগকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।

৩। হে উন্নতস্কন্ধ ও রথাধিষ্ঠিত অশ্বিদ্বয়! ভূমির ন্যায় অত্যন্ত বিস্তৃত, উৎকৃষ্টবন্ধুরযুক্ত বর্ষণসমর্থ মনের ন্যায় বেগশালী, অহঙ্কার বিশিষ্ট, ও যজনীয় রথ যজ্ঞে আগমন করুক।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা এই২ স্থানে জন্মিয়াছ(১) এবং পাপশূন্য। তোমাদিগের শরীরসৌন্দর্য্য এবং নাম মহিমাহেতু আমি পুনঃপুনঃ তোমাদিগের স্তব করিতেছি। তোমাদিগের মধ্যে একজন যজ্ঞ প্রবর্ত্তক হইয়া জগৎ ধারণ করিতেছেন, আর একজন দ্যুলোকের পুত্র স্থানীয় হইয়া বিবিধ রশ্মি ধারণকরতঃ জগৎধারণ করিতেছেন।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের মধ্যে (একজনের) শ্রেষ্ঠ পিশঙ্গ (রথ) ইচ্ছানুসারে আমাদিগের যাগগৃহে গমন করুক। আর একজনের হরিনামক অশ্বদ্বয়কে মনুষ্যেরা মথননিষ্পাদিত খাদ্য ও স্তুতিদ্বারা প্রীত করুক।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের মধ্যে একজন মেঘগণকে বি... করেন; তিনি; ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুদিগকে নিঃসারিত করতঃ হব্য অ... লাভে বহু অন্নদানের জন্য গমন করেন। অন্যের গমনের জন্য (যজমান...

(১) "ইহেহ জাতৌ।" সায়ণ ইহার অর্থ করিয়াছেন মধ্যম ও উত্তম ... জন্মিয়াছ, অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্য রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

হব্যদ্বারা তাঁহাকে প্রীত করে; তাঁহার প্রেরিতা ব্যাপ্তিমতী, ক্ষীরপতিবতী নদীগণ আমাদিগের নিকট আগমন করিতেছে।

৭। হে বিধাতা অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের স্থিরতা প্রাপ্তির নিমিত্ত অত্যন্ত স্থিরা স্তুতি সৃষ্ট হইতেছে। তাহারা তিনপ্রকারে(২) তোমাদিগের নিকট গমন করিতেছে; তোমরা প্রশংসিত হইয়া যাচমান যজমানকে রক্ষা কর; গমন করিয়া অথবা স্থির হইয়া তাঁহার আহ্বান শ্রবণ কর।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের দীপ্তরূপের স্তুতি কুশদ্বয়বিশিষ্ট যজ্ঞসাধনে যজমানদিগকে প্রীত করুক, হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! তোমাদিগের মেঘ, জলবর্ষণ করতঃ উদকসেকের ন্যায় মনুষ্যদিগকে ধনদান করতঃ প্রীত করুক।

৯। হে অশ্বিদ্বয়! পূষার ন্যায় বহুপ্রজ্ঞাবান্ হবিষ্মান্ যজমান, অগ্নিও উষার ন্যায় তোমাদিগকে স্তব করিতেছি। যখন পরিচর্য্যারত স্তোতা স্তব করেন, তখন যজমানও স্তব করেন যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারি।

---

১৮২ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে মনীষী ঋত্বিগ্‌গণ! আমাদিগের এইরূপ সংস্কার হইতেছে যে, অশ্বিদ্বয়ের অভীষ্টবর্ষী রথ উপস্থিত। তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন কর, ও তাঁহাদিগকে সম্ভাবনা কর। তাঁহারা সুকৃতকারীর কর্ম্মসম্পাদন করেন, তাঁহারা স্তুতিযোগ্য, তাঁহারা বিশ্পলার উপকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বর্গের নপ্তা, এবং তাঁহাদিগের কর্ম্ম শুচি।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা নিশ্চয়ই ইন্দ্রশ্রেষ্ঠ, স্তুতিযোগ্য, মরুৎশ্রেষ্ঠ, শত্রুনাশক, উৎকৃষ্ট কর্ম্মকারী, রথবান্, এবং রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

---

(২) মন্ত্রাদি ভেদে তিন প্রকার।

তোমরা মধুপূর্ণ, সমন্তাৎ সম্বন্ধ রথ বহন কর। সেই রথে অনুগ্রহ করিয়া হব্য প্রদায়ীর নিকট গমন কর।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! এখানে কি করিতেছ? এখানে কেন রহিয়াছ? হব্যশূন্য যে কোন ব্যক্তি পূজনীয় হইয়াছে তাহাকে পরাভব কর, পণির(১) প্রাণবিনাশ কর। আমি মেধাবী ও তোমার স্তুতি অভিলাষী, আমাকে জ্যোতিঃ প্রদান কর।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! জঘন্য শব্দকরতঃ কুক্কুরের ন্যায় যাহারা আমাদিগেকে বিনাশ করিতে আসিতেছে তাহাদিগকে বিনাশ কর; তাহারা সংগ্রাম করিতে চাহে, তাহাদিগকে মারিয়া ফেল। তাহাদিগকে মারিবার উপায় তোমরা জান(২) আমাদিগকে যাহারা স্তুতি করে, তাহাদিগের প্রত্যেক কথা রত্নবতী কর। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা উভয়ে আমার স্তুতি রক্ষা কর।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা তুগ্রনামক রাজার পুত্রের জন্য সমুদ্রজলে প্রসিদ্ধ, দৃঢ়, পক্ষবিশিষ্ট, নৌকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলে। এই নৌকাদ্বারা দেবগণের মধ্যে তোমরা অনুগ্রহ করতঃ তাহাকে উত্তোলন করিয়াছিলে; এবং অনায়াসে আসিয়া মহাসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে।

৬। জলমধ্যে নিম্নমুখে পাতিত তুগ্রপুত্র অবলম্বনরহিত অন্ধকার মধ্যে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন। অশ্বিদ্বয়ের প্রেরিত, জলমধ্যে প্রবিষ্ট, চারিখানি নৌকা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৭। তুগ্রপুত্র, যাচমানহইয়া জলমধ্যে যে নিশ্চল বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, সে বৃক্ষটী কি? হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা তাহাকে নিরাপদে উত্তোলন করিয়া বিপুল কীর্ত্তিলাভ করিয়াছ।

৮। হে নরাকার অশ্বিদ্বয়! তোমার পূজাকারীরা যে স্তব করিয়াছে তাহা তুমি গ্রহণ কর। হে অশ্বিদ্বয়! অদ্য যজ্ঞসম্বন্ধীয় সোমযাগ সম্পাদক স্তোত্রে প্রস্তী হও, যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারি।

(১) সায়ণ এখানে পণি শব্দের অর্থ বণিক, লুব্ধক, অদাতা করিয়াছেন।
(২) ৩, ৪, ঋকে যজ্ঞবিরোধী অনার্য্যদিগের কথা।

১৮৩ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে অভীষ্টবর্ষী অশ্বিদ্বয়! যে রথ মনের অপেক্ষাও বেগশালী যাহার তিনটী বন্ধুর ও নিতখানি চক্র আছে, যাহা অভীষ্টবর্ষী ও ধাতুত্রয়-বিশিষ্ট, যে রথে আরোহণ করিয়া, পক্ষী যেরূপ পক্ষবলে গমন করে, সেইরূপ তোমরা সুকৃতকারীর গৃহে গমন কর, সে রথ যোজনা কর।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সঙ্কল্পপূর্ণ হইয়া হব্যের নিমিত্ত যে রথে আরোহণ কর, তোমাদিগের সুন্দররূপে [illegible]কারী সেই রথ দেবযজন ভূমির অভিমুখে গমন করিতেছে। তোমা[illegible]র শরীরের হিতকর স্তুতি তোমাদিগের সহিত মিলিত হউক, তোমরা [illegible]াকের দুহিতা ঊষার সহিত সঙ্গত হও।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! যে রথ হবিষ্মান্ যজম[illegible] কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া গমন করে; হে নরাকার নাসত্যদ্বয়! তোমরা যে র[illegible] যজ্ঞশালায় যাইতে ইচ্ছা কর, সুন্দররূপে আবর্ত্তনকারী সেইরথে আরো[illegible] করতঃ যজমানের পুত্রলাভ ও আপনার হিতলাভের জন্য যজ্ঞগৃহে গ[illegible] কর।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের অনুগ্রহে বৃক[illegible] ও বৃকীগণ আমাকে যেন ধর্ষণা না করে। তোমরা আমাকে ত্যাগ করি[illegible] অন্যকে দান করিও না। হে অশ্বিদ্বয়! এই তোমাদের হব্য ভাগ রহি[illegible]ছে, এই তোমাদের স্তুতি হইতেছে, এই তোমাদের জন্য সোমরসের পাত্র [illegible]হয়াছে।

৫। হে দস্রদ্বয়! যেমন পথিক গন্তব্য পথে [illegible]জন্য পথপ্রদর্শক ব্যক্তিকে আহ্বান করে, সেইরূপ গোতম, পুরুমীঢ়, ও অত্রি হব্য গ্রহণ করতঃ তৃপ্ত করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। হে অশ্বিদ্বয়! আমার আহ্বানের অভিমুখে আগমন কর।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! (তোমাদের অনুগ্রহে) আমরা তমঃ পারে উত্তীর্ণ হইব, তোমাদিগের উদ্দেশে এই স্তব রচিত হইয়াছে। দেবতাগণের গন্তব্য পথে যজ্ঞে আগমন কর, তাহা হইলে আমরা অন্ন, বল, দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারি।

পঞ্চম অধ্যায়।

১৮৪ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। উষা তমোবিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে, আমরা অদ্যকার যাগে এবং অপর যাগে তোমাদিগের উদ্দেশে আহ্বান করি। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা অসত্যরহিত ও দ্যুলোকজাত, তোমরা যে কোন স্থানেই থাক, আর্য্যস্তুতিকারক উক্‌থ মন্ত্রদ্বারা দানশীল যজমানের জন্য তোমায় স্তুতি করিতেছে।

২। হে অভীষ্টবর্ষী অশ্বিদ্বয়! তোমরা [illegible] হৃষ্ট হইয়া আমাদিগের তৃপ্তি উৎপাদন কর, এবং পণিগণকে [illegible] বিনাশ কর। হে নেতৃদ্বয়! তোমাদিগকে অভিমুখী করণার্থ, আমি যে তৃপ্তিপ্রদ স্তুতি করিতেছি তাহা শ্রবণ কর, কারণ তোমরা স্তুতির অন্বেষক ও সঞ্চয়কর্ত্তা।

৩। হে নাসত্যদ্বয়! হে পূষা(১)! তোমরা শ্রেয়োলাভের জন্য তীরের ন্যায় শীঘ্রগামী হইয়া সূর্য্যতনয়াকে লইয়া ব[illegible] যজ্ঞকালে সম্পাদিত স্তুতি পূর্ব্ব যুগের ন্যায় মহৎ বরুণের(২) তুষ্টির নিমিত্ত তোমাদিগকে স্তব করিতেছে।

৪। হে মধুপাত্রযুক্ত অশ্বিদ্বয়! তোমরা কবি মান্যের স্তুতি স্বীকার কর এবং তোমাদিগের দান আমাদিগের উদ্দেশেই প্রদত্ত হউক। হে শুভফলপ্রদায়ী অশ্বিদ্বয়! মনুষ্যেরা অন্নের ইচ্ছায় এবং বীর্য্যশালী যজমানের হিতার্থ, তোমাদিগের সহিত হর্ষযুক্ত হউক।

---

(১) এস্থলে পূষণ্ শব্দে সূর্য্য ও চন্দ্ররূপী অশ্বিদ্বয়কে বুঝাইতেছে। সায়ণ।

(২) "বরুণ" শব্দ সায়ণাচার্য্যের মতে কোন দেবতার নাম না বুঝাইয়া এস্থলে "পাপনিবারক যাগ" এই অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

৫। হে অন্নবান্ অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের জন্য হব্যের সহিত এই পাপবিনাশক স্তোম রচিত হইয়াছে। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা অগস্ত্যের প্রতি তুষ্ট হইয়া যজমানের পুত্রাদি ও আপনার সুখভোগের নিমিত্ত যজ্ঞভূমিতে আগমন কর।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! (তোমাদিগের অনুগ্রহে) আমরা তমঃপারে উত্তীর্ণ হইব, তোমাদিগের উদ্দেশে এই স্তব রচিত হইয়াছে। দেবতাগণের গন্তব্য পথে যজ্ঞে আগমন কর, ... আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিতে পারি।

---

১৮৫ সূক্ত।

দ্য... বী দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। দ্যু ও পৃথি... দিগের মধ্যে কে প্রথম উৎপন্ন হইয়াছেন, কে পরে উৎপন্ন হইয়াছে... নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, হে কবিগণ! একথা কে জানে? উহারা আ... উপর নির্ভর না করিয়া সমস্ত জগৎ ধারণ করেন এবং দিবা ও রাত্রির ... চক্রবৎ পরিবর্তিত হইতেছেন।

২। পাদরহি... অবিচলা দ্যাবাপৃথিবী সচল ও পাদযুক্ত গর্ভস্থি (প্রাণীসমূহকে) পি... মাতার ক্রোড়ে পুত্রের ন্যায় ধারণ করিতেছেন। দ্যাবাপৃথিবী! আ... দিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর।

৩। আমি ... দিতির নিকট পাপরহিত, অক্ষীণ, হিংসারহি অন্নবিশিষ্ট স্বর্গতুল্য ধন প্রার্থনা করি। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোম স্তবকারী (যজমানের জন্য) সেই ধন উৎপাদন কর। হে দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর।

৪। আমরা দ্যোতমান দিবা ও রাত্রি সম্বন্ধীয় উভয় বিধ ধনের দুঃখরহিতা ও অন্নেদ্বারা তৃপ্তকারী দ্যাবাপৃথিবীর যেন অনুগত হই পারি; সমস্ত দেবগণ তাঁহাদিগের পুত্র। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমাদিগ মহাপাপ হইতে রক্ষা কর।

৫। পরস্পর সংসক্ত, সদাতরুণ, সমান সীমাবিশিষ্ট, ভগিনীভূত, বন্ধুসদৃশ দ্যাবাপৃথিবী, পিতা মাতার ক্রোড়স্থিত এবং ভূতসমূহের নাভিস্বরূপ (জল) ঘ্রাণ করতঃ, আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা করুন।

৬। আমি দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত বিস্তীর্ণ নিবাসভূত ও মহান্‌ ভাব ও শস্যাদি সমুৎপাদক দ্যাবাপৃথিবীকে যজ্ঞের জন্য আহ্বান করি। ইহাদিগের রূপ আশ্চর্য্য, ইহারা জল ধারণ করেন। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর।

৭। মহৎ, পৃথু, বহুআকার বিশিষ্ট [illegible] দ্যাবাপৃথিবীকে আমি যজ্ঞস্থলে নমস্কার মন্ত্রদ্বারা স্তব করি [illegible] সৌভাগ্যবতী উদ্ধারকুশলা দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা বিশ্বধারণ কর, [illegible] আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর।

৮। আমরা দেবতাগণের নিকট সর্ব্বদা [illegible] সকল অপরাধ করিয়া থাকি, বন্ধু ও জামাতার(১) প্রতি যে সকল [illegible] করিয়া থাকি, আমাদিগের এই যজ্ঞ সেই সকল পাপ অপনোদন [illegible] সমর্থ হউক।

৯। স্তুতিযোগ্য ও মনুষ্যদিগের হিতকর দ্যাবাপৃথিবী আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন। আশ্রয়দাতা দ্যাবাপৃথিবী আ[illegible] দিগের জন্য আমার সহিত মিলিত হউন। হে দেবগণ! আমরা তোমাদিগের স্তোতা; অন্নদ্বারা তোমাদিগের তৃপ্তিসাধন করতঃ প্রচুর দানার্থ [illegible] অন্ন ইচ্ছা করি।

১০। আমি প্রজ্ঞাবান, আমি দ্যাবাপৃথিবীর [illegible] চারিদিকে প্রকাশের জন্য অতি উৎকৃষ্ট স্তোত্র করিয়াছি। পিতৃ[illegible] নিন্দনীয় পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন, এবং আমাদিগকে [illegible] নিকটে রাখিয়া তৃপ্তিকর বস্তুদ্বারা পালন করুন।

১১। হে পিতঃ! হে মাতঃ! এই যজ্ঞে তোমাদিগের উদ্দেশে যে স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছি, হে দ্যাবাপৃথিবী! তাহা সার্থক হউক। আশ্রয় দান দ্বারা তোমরা স্তোতৃগণের সমীপবর্ত্তী হও; যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিতে পারি।

(১) মূলে "জাস্পতিং" আছে। "জাঃ পুত্রঃ। তস্যাং পতিং জামাতরং।" সায়ণ।

১৮৬ সূক্ত।

বিশ্ব দেবগণ দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। বিশ্বানর সবিতা আমাদিগের স্তুতিহেতু ইলাদিগের সহিত যজ্ঞ স্থলে আগমন করুন(১)। হে যুবগণ! আমাদিগের যজ্ঞে ইচ্ছাপূর্ব্বক (আগমন করতঃ) সমস্ত জগতের ন্যায় আমাদিগকেও হৃষ্ট কর।

২। শত্রুদিগের আক[illegible] মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা এই সকলে সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া আগমন [illegible] সকলে আমাদিগের বর্দ্ধয়িতা হউন এবং শত্রুদিগকে অভিভব কর[illegible]দিগের অন্ন যাহাতে হীন না হয়, তাহা করুন।

৩। (হে দেবগণ) [illegible]ম ত্বরমান ও তোমাদিগের ন্যায় প্রীতিযুক্ত হইয়া তোমাদিগের শ্রে[illegible]থি অগ্নিকে স্বস্তিমন্ত্রদ্বারা স্তব করি। উত্তম কীর্ত্তিযুক্ত সূরী বরুণ [illegible]দি[illegible]রই হউন, ও শত্রুদিগের প্রতি হুঙ্কারকরতঃ আমাদিগকে অন্নদ্বারা [illegible]র্ণ করুন।

৪। হে দেবগণ[illegible]মরা দিবারাত্রি নমস্কার করতঃ পাপজয়ের জন্য দোহবতী ধেনুর ন্যায় [illegible]মাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমরা যথাসময়ে একমাত্র উ[illegible]হতে উৎপন্ন নানারূপ খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া আনিয়াছি।

৫। (অন্তরীক্ষ[illegible]) অহির্বুধ্ন্য(২) আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন। সিন্ধু বৎসের ন্যা[illegible]দিগকে প্রীত করুন; আমরা জলের নপ্তা (অগ্নি দেবকে) স্তুতিকর[illegible]ত হইতেছি। মনের ন্যায় বেগশালী মেঘসকল তাঁহাকে বহন ক[illegible]।

---

(১) মূলে "ইলাভিঃ * * * বিশ্বানর সবিতা দেব এতু" এই আছে। সায়ণ বিশ্বানর বিশেষণ না করিয়া তাহার অর্থ "সর্ব্বপ্রাণি হিতকারী ঋষি" করিয়াছেন এবং "ইলাভিঃ" অর্থে "স্তুতি বাগাভিঃ দেবতাভিঃ" করিয়াছেন। যজুর্ব্বেদের টীকাকার মহীধর "বিশ্বানর" "সবিতা" শব্দের বিশেষণ করিয়াছেন এবং "ইলাভিঃ" অর্থে অন্নের সহিত করিয়াছেন। ইলা সম্বন্ধে ৩১ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

(২) "অহিরন্তরীক্ষগামী * * *" এতন্নামকো দেবঃ। সএব বুধ্ন্যঃ। সায়ণ। পুরাণে "অহির্বুধ্ন্য" একজন রুদ্র।

৬। ত্বষ্টা আমাদিগের অভিমুখে আগমন করুন। যজ্ঞের নিমিত্ত তিনি স্তোতৃগণের সহিত সমান প্রীতিযুক্ত হউন। অতিমহান্ বৃত্রঘাতী, মনুষ্যগণের অভীষ্টপূরক ইন্দ্র আমাদিগের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হউন।

৭। ধেনুগণ যেমন বৎসের গাত্র লেহন করে, সেইরূপ অশ্বতুল্য ... দিগের মন তরুণ (ইন্দ্রকে) স্তুতি করিতেছে। পত্নীগণ ... প্রাপ্ত হইয়া (সন্তান প্রসব করে), সেইরূপ আমাদিগের ... যশোযুক্ত ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া ফল উৎ... করে। ... হইতে দূর কর, ... যারা আমাদিগের বিরুদ্ধা- ... হও। হে দেব! তুমি আমাদিগকে

৮। অত্যন্ত বলশালী, ... দেবগণের সহিত যজ্ঞশালায় অবনতস্বভাব, শত্রুভক্ষক ... সকাশ হই... একত্রে আমা... শ্রয়দা তুমি ... আমাদিগকে পালন

৯। মরুৎগণের মহিমা প্রী... এবং দীপ্তি... হও। হে যুবা অগ্নি! অবগত আছেন। অনন্তর সুদিনে অন্ধ... মধ্যে ..., অন্যকালেও যেন জগৎ ব্যাপ্ত করে। সেইরূপ তাঁহাদিগের (বৃ... দেশকে উৎপাদিকাশক্তিবিশিষ্ট করে।

১০। হে ঋত্বিগ্‌গণ! আমাদিগের র... অগ্র... শত্রুনাশী রিপুর ... স্তুতি কর। দ্বেষরহিত বিষ্ণু, বায়ু ঋভুক্ষা ... শাসনকারীর(১) হস্তে দেবগণকে স্তব কর। আমি সুখের নিমিত্ত স... ... না। হে বলবান্ য়ন করিব। ... হও না।

১১। যজনীয় দেবগণ! তোমাদিগে... শরীর পুষ্টির জন্য স্তব প্রাণপ্রদ ও নিবাসপ্রদ হউক। তোমাদিগে... নিন্দাকারী, ব্যক্তির প্রকাশ করুক, যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘ... সম্মুখে কুটিলাচরণ

---

(১) "ঋভুক্ষাঃ পতিরিন্দ্রঃ। ... বিধ লোককে ... আক্রমণকারী ... গণের শিক্ষণীয় হয়, ... হও।

৪। পবিত্রপ্রশাস্তা পুণ্য ক্রতুর সহিত উৎপন্ন হইয়াছেন। লোকে যেরূপ শাখা হইতে, শাখান্তরে (ফলাহরণার্থ) গমন করে, সেইরূপ যজমান অগ্নির যজ্ঞ অবশ্য ফলদায়ী জানিয়া একটির পর অন্যটী অনুষ্ঠান করে।

৫। যে (অঙ্গুলীগণ) এই কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে, তাহারা এই নেষ্টার (অগ্নির) ধেনুস্বরূপ ও একত্রে তাঁহার বর্ণ সেবা করে; এবং ভগিনী-রূপে তাঁহার (গার্হপত্যাদি) তিন উৎকৃষ্ট (রূপের) পরিচর্য্যা করে।

৬। যখন (জুহু) মাতাস্বরূপ (বেদিভূমির) নিকটে ভগিনী সদৃশ ঘৃত-পূর্ণ হইয়া স্থাপিত হয়, তখন যব যেরূপ বৃষ্টিতে হৃষ্ট হয়, অধ্বর্য্যুরূপ (অগ্নিও) সেই রূপ হৃষ্ট হয়েন।

৭। এই ঋত্বিক্‌রূপ (অগ্নি) আপনার কর্ম্মের জন্য ঋত্বিকের কর্ম্ম সমাধান করুন। আমরাও তদনন্তরেই স্তোম ও যজ্ঞ করিব এবং হব্য প্রদান করিব।

৮। হে অগ্নি! তোমার মহিমাভিজ্ঞ (যজমান) যেরূপে সমস্ত দেব-গণের পর্য্যাপ্ত রূপে (তৃপ্তি) করিতে সমর্থ হয় তাহা কর। আমরা যে যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিব, হে অগ্নি! তাহাও তোমারই।

---

৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। সোমাহুতি ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি আমার এই সমিৎ ও এই আহুতি সম্ভোগ কর, আমার এই স্তুতি শ্রবণ কর।

২। হে অগ্নি! আমরা এই আহুতি দ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করিব। হে বলের পৌত্র! হে বিস্তীর্ণযজ্ঞশালী সুজাত অগ্নি! এই স্তোত্র দ্বারা তোমাকে প্রীত করিব।

৩। হে ধনদাতা অগ্নি! তুমি স্তুতিযোগ্য, এবং হব্যাভিলাষী। আমরা তোমার পরিচারক। তোমাকে স্তুতিদ্বারা পরিচর্য্যা করিব।

৪। [illegible] অগ্নি! তুমি অন্নবান্, বিদ্বান্ ধনবান্ এবং ধনদাতা, তুমি জাগরিত [illegible] এবং আমাদের শত্রুদিগকে দূর করিয়া দাও।

৫। [illegible] অগ্নি আমাদিগের জন্য অন্তরীক্ষ হইতে বৃষ্টি প্রদান করেন। তিনি আমাদি[illegible] অনল্প বল ও অপরিমিত প্রকার অন্ন প্রদান করুন।

৬। [illegible] তরুণতম দেবদূত! অতিশয় যজনীয় অগ্নি! আমি স্তুতি করিয়াছি অতএব তুমি আগমন কর। আমি তোমার পূজয়িতা এবং তোমার আশ্রয় অভিলাষ করি।

৭। হে মেধাবী অগ্নি! তুমি মনুষ্যদিগের হৃদয় জান, তুমি উভয়রূপ জন্ম জান, তুমি লোকের ও বন্ধুবর্গের হিতকারী দূতরূপ।

৮। হে অগ্নি! তুমি বিদ্বান্, তুমি আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ কর। তুমি চৈতন্যবান্, তুমি যথাক্রমে দেবগণের যজ্ঞ কর এবং কুশোপরি উপবেশন কর।

---

৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। সোমাহুতি ঋষি।

১। হে যুবাতম ব্যাঘ্ররূপ ভারত(১) অগ্নি! অতিশয় প্রশংসনীয় দীপ্তিমান্, বহুলোকবাঞ্ছিত ধন আহরণ কর।

২। হে অগ্নি! দেবতা বা মনুষ্যকৃত শত্রুত্ব যেন আমাদিগকে পরাভব না করে, আমাদিগকে উভয়বিধ শত্রু হইতে রক্ষা কর।

৩। হে অগ্নি! আমরা সমস্ত শত্রুদিগকে জলধারার ন্যায় আপনিই অতিক্রম করিয়া যাইব।

৪। হে অগ্নি! তুমি শুচি, পাবক ও বন্দনীয়; তুমি ঘৃতদ্বারা আহূত হইয়া অতিশয় দীপ্ত হইয়াছ।

---

(১) মূলে "ভারত" শব্দ আছে। সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "ভরতাঃ ঋত্বিজঃ তেষাং সম্বন্ধী ভারতঃ তে অধ্বর্য্যাদিভিঃ যজন হবিঃ স্তোত্রাদিনা ব্যাপ্রিয় মানত্বাৎ।" "Descendant of Bharata."—*Wilson.* "Agni qui portes (nos offrandes)."—*Langlois.*

৫। হে স্তূয়মান অগ্নি! তুমি আমাদিগের। তুমি বন্ধ্যা … ও গর্ভিণী গাভী বলদের দ্বারা আহুত হইয়াছ(২)।

৬। প্রাতঃ স্বাহার অন্ন, যাহাতে সর্পিঃসিক্ত হয়, … হোম নিষ্পাদক, বরণীয়, বলের পুত্র অগ্নি অতি রমণীয়।

---

৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে হোতা! অন্নাভিলাষী পুরুষের ন্যায় প্রভূত যশোবিশিষ্ট অভীষ্টপ্রদ অগ্নির অশ্বসমূহকে স্তুতি কর।

২। সুনেতা, জরারহিত, এবং মনোহর গতিবিশিষ্ট অগ্নি হবিঃপ্রদায়ী যজমানের শত্রু বিনাশের জন্য আহূত হইয়াছেন।

৩। সুন্দর শিখাযুক্ত যে অগ্নি গৃহে আগমন করতঃ দিবসে ও রাত্রিতে স্তুত হন তাঁহার ব্রত কখনও ক্ষীণ হয় না।

৪। কিরণদ্বারা সূর্য্য যেরূপ প্রকাশিত হয়েন, বিচিত্র অগ্নি জরারহিত শিখাসমূহদ্বারা চারিদিক প্রকাশিত করিয়া সেইরূপ রশ্মিসমূহদ্বারা প্রকাশিত হয়েন।

৫। শত্রুদিগের বিনাশক এবং স্বয়ং শোভমান অগ্নির উদ্দেশে উক্থ সকল বর্দ্ধিত হইতেছে। অগ্নি সমস্ত শোভা ধারণ করিয়াছেন।

৬। আমরা অগ্নি, ইন্দ্র, সোম ও অন্যান্য দেবগণের আশ্রয় লাভ করিয়াছি। আমাদের কেহ অনিষ্ট করিতে পারে না। আমরা শত্রুদিগকে পরাভব করিব।

---

(২) মূলে "বশাভিঃ উক্ষভিঃ অষ্টাপদীভিঃ আহুতঃ" আছে। "বশাভিঃ বন্ধ্যাভির্গোভিঃ উক্ষভিঃ সেক্তৃভিঃ বলীবর্দ্দৈঃ অষ্টাপদীভিঃ গর্ভিণী ভিশ্চ আহুতঃ আরাধিতোসি।" সায়ণ। "It is remarkable that these animals should be spoken of as burnt offerings."—*Wilson.*

[illegible] অধ্যায়।

[illegible]

অগ্নি [illegible] ঋষি।

১। অগ্নি দেবগণের [illegible], প্রজ্বলিত, দীপ্তিমান্, প্রকৃষ্ট বলশালী, অপ্রতিহত, অনুগ্রহবি[illegible], নিবাসপ্রদ, সকলের ভরণকর্ত্তা ও পবিত্র শিখাবিশিষ্ট। অগ্নি হোতৃসদনে[illegible] উপবেশন [illegible]ন।

২। হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি! তুমি আমাদি[illegible] দূত হও। আমাদিগকে আপদ হইতে রক্ষা কর। আমাদিগের নিকট ধন প্রেরণ কর। তুমি প্রমাদরহিত ও দীপ্তিবিশিষ্ট হইয়া আমাদের ও আমাদি[illegible] রক্ষক হও ও জাগরিত হও।

৩। হে অগ্নি! আমরা তোমার উৎকৃষ্ট জন্ম[illegible]নে তোমার পরিচর্য্যা করিব, তাহার অধঃস্থিত জন্মস্থানে স্তোত্রদ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করিব, এবং যে স্থান হইতে তুমি উদ্গত হইয়াছ তাহার পূজা করিব। তথায় তুমি প্রজ্বালিত হইলে অধ্বর্য্যুগণ তোমার উ[illegible]শে [illegible] প্রদান করে।

৪। হে অগ্নি! তুমি যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে [illegible], তুমি হব্যদ্বারা যজ্ঞ কর। তুমি তৎপর হইয়া (দেবগণের নিক[illegible]) আমাদিগের প্রদেয় অন্নের প্রশংসা কর। তুমি ধনের মধ্যে উৎকৃষ্ট ধ[illegible]র পতি। তুমি আমাদিগের দীপ্ত স্তোত্র অবগত হও।

৫। হে দর্শনীয় অগ্নি! তুমি প্রতিদিন [illegible]ন্ন হও। তোমার (দিব্য ও পার্থিব) বসু ক্ষয় হয় না। অতএব তুমি স্তোত্রকারী যজমানকে অন্নবান্ কর এবং সুন্দর অপত্যযুক্ত ধনের স্বামী কর।

৬। হে অগ্নি! তুমি আপনার দলের সহিত আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর। তুমি দেবগণের যাজক, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট যজ্ঞকারী, দেবগণের রক্ষক, ও আমাদিগের পালক; কেহ তোমাকে হিংসা করিতে পারে না। তুমি ধনযুক্ত ও কান্তিযুক্ত হইয়া চারিদিকে দেদীপ্যমান হও।

১০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। অগ্নি সকলের হোতব্য ও প্রথম এবং পিতার ন্যায়। তিনি মনুষ্যকর্তৃক ইলস্পদে(১) প্রজ্বালিত হইয়াছেন। তিনি দীপ্তিপূর্ণ, মরণরহিত, বিবিধ প্রজ্ঞাবান্, অন্নবান্, ও বলবান্। তিনি সকলের পরিচরণীয়।

২। মরণরহিত, বিশিষ্ট প্রজ্ঞাযুক্ত, বিচিত্র দীপ্তিযুক্ত সেই অগ্নি আমার সমস্ত স্তুতিযুক্ত আহ্বান শ্রবণ করুন। শ্যাববর্ণ বা রোহিত অথবা অরুণ অশ্বদ্বয় অগ্নিকে বহন করিতেছে, তিনি নানা স্থানে নীত হইতেছেন।

৩। (অধ্বর্যুগণ) ঊর্দ্ধমুখ (অরণিতে) সুপ্রেরিত অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন। অগ্নি নানারূপ ওষধিসমূহ মধ্যে গর্ভরূপে অবস্থিত আছেন। রাত্রিকালে উৎকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত অগ্নি মহাদীপ্তি সমন্বিত হইয়া বাস করেন। অন্ধকার তাঁহাকে আবৃত করিতে পারে না।

৪। সমস্ত ভুবনের অধিষ্ঠাতা, মহান্, সর্ব্বত্রগামী, শরীরবিশিষ্ট, প্রবৃদ্ধ হব্যদ্বারা ব্যাপ্ত, বলবান্ ও সকলের দৃশ্যমান্ অগ্নিকে হব্য ঘৃতদ্বারা অর্চ্চনা করি।

৫। সর্ব্বব্যাপী, যজ্ঞাভিমুখে আগমনোৎসুক অগ্নিকে ঘৃতদ্বারা সিক্ত করিতেছি, তিনি নিঃস্পৃহ মনে সেই ঘৃত সেবা করুন। মনুষ্যদিগের ভজনীয়, ও স্পৃহণীয় বর্ণবিশিষ্ট অগ্নি দীপ্তিতে পূর্ণ হইলে কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

৬। স্বীয় তেজোবলে শত্রুদিগের পরাভব করিবার সময়, হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের সম্ভোগযোগ্য স্তুতি অবগত হও। তোমার আশ্রয় পাইয়া আমরা মনুর ন্যায় স্তব করি। সেই অমূল মধুস্পর্শী ধনপ্রদ অগ্নিকে আমি জুহূ ও স্তুতি দ্বারা আহ্বান করি।

(১) মূলে "ইলস্পদে" আছে ১।১২৮।১ ঋকের টীকা দেখ।

১১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি আমার স্তব শ্রবণ কর, অবজ্ঞা করিও না। আমরা তোমার ধনদানের পাত্রস্বরূপ হইব। নদীর ন্যায় প্রবাহবিশিষ্ট এই হব্য (যজমানের জন্য) ধনকামনা করিতেছে, উহারা তোমাকে বর্দ্ধিত করুক।

২। হে শূর ইন্দ্র! তুমি যে জল বর্দ্ধিত করিয়াছ, অহি সেই প্রভূত জল আক্রমণ করিয়াছিল, তুমি সেই প্রভূত জল ছাড়িয়া দিয়াছ। সে দাস আপনাকে অমর মনে করিয়াছিল তুমি স্তোত্রদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে নিম্নমুখে পাতিত করিয়াছিলে।
করেন, ।

৩। হে শূর ইন্দ্র! যে রুদ্রিয়(১) উক্থ সম্বন্ধে যে তুমি স্তুতি কামনা কর ও যাহাতে তোমার আনন্দ হয়, সেই সকল ক বা রে দীপ্যমান স্তুতি বায়ুরূপ তোমার জন্য প্রস্তুত হইতেছে(২)।

৪। হে ইন্দ্র! আমরা স্তোত্রদ্বারা তোমা। সুখকর বল বর্দ্ধিত করিতেছি এবং তোমার হস্তদ্বয়ে দীপ্ত বজ্র অর্পণ করিতেছি। বর্দ্ধিত ও তেজোযুক্ত হইয়া তুমি দাস লোকদিগকে সূর্য্যরূপ (আয়ুধ) দ্বারা(৩) পরাভূত কর।
ইন্দ্র

৭ ৫। হে শূর ইন্দ্র! গুহায় অবস্থিত, অপ্রকাশে লুক্কায়িত, তিরোহিত, ও জলে অবস্থিত যে মায়াবী অহি নিজসামর্থ্যে অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোককে স্তম্ভিত করিয়াছিল, তুমি বজ্রদ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছ।

৬। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার পুরাতন মহৎকীর্ত্তি সমূহের স্তুতি করি এবং তোমার অধুনাতন কৃতকর্ম্ম সমূহের স্তুতি করি। তোমার

(১) মূলে "রুদ্রিয়েষু" শব্দ আছে। সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন সুখকর স্তুতি, অথবা স্তোতৃকৃত স্তুতি। "Composed by Rudra."—বেদার্থ যত্ন।

(২) মূলে "বায়বেন" আছে। "বায়বে অস্মদীয়ং যজ্ঞং প্রতি।" সায়ণ। "বায়ুং প্রতি।" বেদার্থযত্ন।

(৩) মূলে "সূর্য্যেণ" আছে। "Encouraged by the sun."—*Wilson.* সায়ণ সূর্য্য অর্থে প্রেরক আয়ুধ বা বজ্র করিয়াছেন।

বাহুদ্বয়ে দীপ্যমান্ বজ্রের স্তুতি করি, তুমি সূর্য্যাত্মা, তোমার কেতুস্বরূপ হরিনামক অশ্বদ্বয়ের স্তুতি করি।

৭। হে ইন্দ্র! তোমার শীঘ্রগামী অশ্বদ্বয় জলবর্ষী মেঘধ্বনি করিতেছে। সমতল পৃথিবী (মেঘগর্জ্জন শ্রবণে) প্রীত হইল; মেঘও ইতস্ততঃ গমন করিয়া শোভা পাইল।

৮। প্রমাদরহিত মেঘ (অন্তরীক্ষে) নিষণ্ণ হইল; মাতৃভূত (জলের) সহিত শব্দকরতঃ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। (মরুৎগণ) অতি দূরে অন্তরীক্ষে অবস্থিত শব্দ বর্দ্ধিত করতঃ ইন্দ্রপ্রেরিত সেই শব্দ চারিদিকে প্রসৃত করিয়া দিল।

৯। বলবান্ ইন্দ্র [illegible]তঃ সঞ্চারী মেঘে অবস্থিত, মায়াবী বৃত্রকে নিহত করিয়াছেন। [illegible]ণকারী ইন্দ্রের বজ্র স্তনিত শব্দ হইতে ভয়প্রাপ্ত হইয়া দ্যাবাপৃথিবী [illegible] হইল।

১০। যখন ম[illegible]দিগের হিতকারী ইন্দ্র মনুষ্যদিগের শত্রু বৃত্রকে বিনাশ করিতে ইচ্ছ[illegible]রিয়াছিলেন, তখন অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের বজ্র বারম্বার গর্জ্জন করিতে লাগি[illegible]। ইন্দ্র অভিষুত সোম পান করিয়া মায়াবী দানবের মায়া সকল নিপাতিত করিয়াছিলেন।

১১। হে ইন্দ্র! [illegible]মি অভিষুত সোম পান কর। মদকর সোমরস তোমাকে আমোদি[illegible]ক, সোমরস তোমার কুক্ষিদেশ পরিপূর্ণ করতঃ তোমাকে প্রীত [illegible]। এই প্রকারে উদর পূরক সোমরস ইন্দ্রকে তৃপ্ত করুক।

১২। হে ইন্দ্র! আমরা মেধাবী, আমরা তোমাতে স্থান প্রাপ্ত হইব; আমরা কর্ম্মফল কা[illegible]নায় তোমার পরিচর্য্যা করতঃ তোমার যাগ করিব। তোমার আশ্রয় লাভের অভিলাষে আমরা তোমার প্রশস্তির ধ্যান করি; আমরা যেন এক্ষণে তোমার ধনদানের পাত্র হইতে পারি।

১৩। হে ইন্দ্র! তোমার আশ্রয়লাভের অভিলাষে যাহারা তোমার হব্যবর্দ্ধিত করে আমরা যেন তাহাদের ন্যায় তোমার (অধীন) হইতে পারি। হে দ্যুতিমান্ ইন্দ্র! আমরা যে ধনকামনা করি, তুমি আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ ও বীর পুত্রবিশিষ্ট সেই ধন প্রদান কর।

১৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে গৃহ প্রদান কর; তুমি আমাদিগকে বন্ধু প্রদান কর; তুমি আমাদিগকে মরুৎগণের ন্যায় বীর্য্য প্রদান কর। যে সমান প্রীতিযুক্ত বায়ুগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া অগ্রে নীত সোমপান করেন।

১৫। হে ইন্দ্র! যে মরুৎগণ, (তোমার সহায় হইলে) তুমি হৃষ্ট হও, তাঁহারা শীঘ্র সোমপান করুন, তুমিও আপনাকে দৃঢ় করতঃ তৃপ্তিকর, সোম পান কর। হে শত্রুনাশক ইন্দ্র! বলবান্ অর্চ্চনীয় মরুৎগণের সহিত তুমি যুদ্ধে আমাদিগকে বর্দ্ধিত কর এবং দ্যুলোককেও বর্দ্ধিত কর।

১৬। হে অনিষ্ট নিবারক ইন্দ্র! তুমি ... করেন, ... যে পুরুষেরা উক্থ দ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করে তাহারা শীঘ্রই সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। যাহারা ... বিস্তার করতঃ তোমার পরিচর্য্যা করে তাহারা ... তোমার আশ্রয় লাভ করিয়া গৃহের সহিত অন্নলাভ করে।

১৭। হে শূর ইন্দ্র! তুমি উগ্র ত্রিকদ্রুকে(৪) অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সোম পান কর। অনন্তর প্রীত হইয়া তোমার শ্মশ্রু ... সোম ঝাড়িয়া ফেলিয়া(৫) সোমপানার্থ হরি নামক অশ্বে আরোহণ ... গমন কর।

১৮। হে ইন্দ্র! যে বলদ্বারা তুমি দনুর পুত্র ... ঊর্ণনাভির(৬) ন্যায় বিনাশ করিয়াছিলে সেই বল ধারণ কর। তুমি ... জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়াছ, দস্যু তোমার বামে বসিয়াছে।

১৯। হে ইন্দ্র, যে সকল লোক তোমার আশ্রয় লাভ করিয়া সমস্ত গর্ব্বকারী মনুষ্যকে অতিক্রম করে, এবং আর্য্য (ভাব) দ্বারা দস্যুদিগকে অতিক্রম করে, আমরা তাহাদিগকে ভজনা করি। তুমি ত্রিতের বন্ধুত্বের

(৪) মূলে "ত্রিকদ্রুকেষু" আছে। সায়ণ উহার অর্থ করিয়াছেন জ্যোতি— গৌরায়ুরিত্যেতন্নামকেষু অভিপ্লবিকেষু অহঃসু।"

(৫) মূলে "প্রদোধুবৎ শ্মশ্রুষু" আছে। "শ্মশ্রুষু লিপ্তং সোমং প্রদোধুবৎ।" সায়ণ।

(৬) মূলে "ঔর্ণবাভং" আছে। সায়ণ বলেন ইহার অর্থ ঊর্ণনাভি কীট, অথবা ঊর্ণনাভি কীটের ন্যায়। বেদার্থ যত্নের মতে এটী একজনের নাম।

জন্য ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছিল, আমাদিগের জন্যও সেই-রূপ কর(৭)।

২০। এই হর্ষযুক্ত সুবান(৮) ত্রিতদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া ইন্দ্র অর্ব্বুদকে বিনাশ করিয়াছিলেন। সূর্য্য যেরূপ রথচক্র ঘূর্ণিত করেন সেইরূপ ইন্দ্র অঙ্গিরাগণের সাহায্য লাভ করিয়া বজ্র ঘূর্ণিত করিয়াছিলেন এবং বলকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

২১। হে ইন্দ্র! তোমার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতি কারীর অভিমত সকল প্রদান করে, তুমি সেই দক্ষিণা আমাদিগকে প্রদান কর। তুমি ভজনীয়। আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আর কাহাকেও প্রদান করিও না; আমরা পুত্রপৌ[illegible] হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব।

---

১২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে মনুষ্যগণ(১)! যিনি দ্যোতমান, যিনি জন্ম গ্রহণ মাত্রেই দেবগণের প্রধান [illegible] যাগের অগ্রগণ্য হইয়া বীরকর্ম্মদ্বারা সমস্ত দেবগণকে ভূষিত করিয়া[illegible] যাঁহার শরীরবলে দ্যাবাপৃথিবী ভীত হইয়াছিল, যিনি মহতী [illegible]ক, তিনিই ইন্দ্র।

---

(৭) ত্রিত বা ইন্দ্র কর্তৃক ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের হনন সম্বন্ধে একটী বৈদিক আখ্যান আছে। ১০।৮।৮ও ৯ ঋকে এইরূপ লিখিত আছে "আপ্ত্যত্রিত ইন্দ্র কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া পৈত্রিক অস্ত্রদ্বারা ত্রিমস্তক ও সপ্তকিরণযুক্ত (রাক্ষসের) সহিত যুদ্ধ করিয়া তা[illegible]কে বধ করিলেন এবং ত্বষ্টার পুত্রের গাভী লইয়া গেলেন। সৎপালক ইন্দ্র বলদর্পীকে ভেদ করিলেন এবং ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের তিনটী মস্তক ছেদন করিলেন।" তৈত্তিরীয় সংহিতায় (২।৫।১) এবং শত পথ ব্রাহ্মণে (১।৬।৩) এই উপ[illegible]্যান আরও বিস্তীর্ণরূপে বর্ণিত আছে, কিন্তু এই গল্পের উৎপত্তি বা প্রাকৃতিক অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই।

(৮) "সুবানস্য সুতবতঃ।" সায়ন।

---

(১) এই সূক্ত সম্বন্ধে সায়ন তিনটী উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রথম; গৃৎসমদ তপোবলে ইন্দ্রেরন্যায় আকৃতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে ইন্দ্র মনে করিয়া ধুনি ও চুমুরি নামক দুই জন দৈত্য আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল। তাহাতে

২। হে মনুষ্যগণ! যিনি ব্যথিত পৃথিবীকে দৃঢ় করিয়াছেন, যিনি প্রকুপিত পর্ব্বতসমূহকে নিয়মিত করিয়াছেন, যিনি প্রকাণ্ড অন্তরীক্ষ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যিনি দ্যুলোককে স্তম্ভিত করিয়াছেন, তিনিই ইন্দ্র।

৩। হে মনুষ্যগণ! যিনি অহিকে বিনাশ করিয়া সপ্তসংখ্যক নদী প্রবাহিত করিয়াছিলেন, যিনি বল কর্তৃক নিরুদ্ধ গোসমূহকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যিনি মেঘদ্বয়ের মধ্যে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং যুদ্ধকালে শত্রুগণকে বিনাশ করেন, তিনিই ইন্দ্র।

৪। হে মনুষ্যগণ! যিনি এই সমস্ত নশ্বর বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যিনি দাসবর্ণকে নিকৃষ্ট এবং গূঢ়স্থানে অবস্থাপিত করিয়াছেন, যিনি লক্ষ্য জয় করিয়া ব্যাধের ন্যায় শত্রুর সমস্ত ধন গ্রহণ করেন, তিনিই ইন্দ্র।

৫। হে মনুষ্যগণ! যে ভয়ঙ্কর (দেব) সম্বন্ধে লোকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি কোথায়? এবং যাঁহার সম্বন্ধে লোকে বলে যে তিনি নাই, যিনি শাস্তিদাতার ন্যায় শত্রুগণের সমস্ত ধন বিনাশ করেন, তাঁহাতে বিশ্বাস কর, তিনিই ইন্দ্র।

গৃৎসমদ প্রকৃত ইন্দ্র কে, তাহা, বর্ণনা করিলেন। দ্বিতীয়; কো[ন] যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবগণ উপস্থিত হয়েন এবং গৃৎসমদ তাহার একজন ঋত্বিক ছিলেন। অসুরগণ ইন্দ্রকে বধ করিতে আসিয়াছিল, ইন্দ্র গৃৎসমদের রূপ ধরিয়া পলাইলে [illegible] গৃৎসমদ বাহির হইবার সময় অসুরগণ তাহাকে আক্রমণ করায় তিনি প্র[illegible] ইন্দ্রের এই বর্ণনা করিলেন। তৃতীয়; ইন্দ্র উপরিউক্ত যজ্ঞে আসিয়া গৃৎসমদে[র রূ]প ধরিয়া পলায়ন করিলে অসুরগণ যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করিয়া গৃৎসমদকে ধরিল, তাহাতে গৃৎসমদ প্রকৃত ইন্দ্রের এই বর্ণনা করিলেন। এই সকল উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া সায়ণ "জনাসঃ" অর্থে "হে অসুরা" করিয়াছেন। কিন্তু এগল্পগুলি এই সূক্ত রচনার অনেক পর রচিত হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মনুষ্যগণের নিকট ইন্দ্রের মহত্ত্ব ও অর্চনা প্রচার করাই এই সূক্ত রচয়িতা ঋষির স্পষ্ট উদ্দেশ্য, অতএব "জনাসঃ" অর্থে "হে মনুষ্যগণ" আমি এইরূপ অনুবাদ করিয়াছি।

এ সূক্ত সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। এই সমগ্র সূক্তটীই অথর্ববেদে আছে, এবং এ সূক্তের রচনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। এবং চিহ্ন গুলি দেখিলেও বোধ হয় যে ঋগ্বেদের রচনায় শেষভাগে এ সূক্ত রচিত হইয়াছিল। লোকে ইন্দ্রের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস আর নাই, ইন্দ্রের অস্তিত্বে সন্দেহ হইয়াছে, তাহারা জিজ্ঞাসা করে "তিনি কোথায় তিনি নাই।" (৫ ঋক দেখ)। ঋষি সেই সন্দিগ্ধমনা লোকদিগের নিকট ইন্দ্রের অস্তিত্ব প্রকটিত করিতেছেন, এবং ইন্দ্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে ২ জগতের সৃষ্টিকর্তা এক ঈশ্বরের মাহাত্ম্য কতক পরিমাণে অনুভব করিয়াছেন ২। ৭। ৯ ও ১৩ ঋক দেখ।

৪। হে ইন্দ্র! (গৃহমেধীগণ) অভ্যাগত অতিথিকে যেরূপ প্রা
ধন প্রদান করে সেইরূপ (ত্বদ্দত্ত) ধন প্রজাগণমধ্যে বিভাগকরতঃ ব
করিতেছি। কর্ম্মকারী (লোকগণ) পিতৃদত্ত ভোজন দন্তদ্বারা ভক্ষ
করে। হে ইন্দ্র! তুমি পূর্ব্বে এই সকল কর্ম্ম করিয়াছ, অতএব তুমি স্তু
যোগ্য।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি আকাশের জন্য পৃথিবীকে দর্শনীয় করিয়া
তুমি প্রবাহিত নদী সকলের পথ গমনযোগ্য করিয়াছ। হে অহিহন্তা ইন্দ্র
জলদ্বারা যেরূপ অশ্বকে তৃপ্ত করে, সেইরূপ স্তোতাগণ স্তোত্রদ্বারা তোমা
তৃপ্ত করিতেছে।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি ভোজন এবং বৃদ্ধিকর ধন দান কর, এবং আ
(কাণ্ড) হইতে শুষ্ক এবং মধুর রসবিশিষ্ট (শস্যাদি) দোহন কর; তু
পরিচর্য্যাকারী যজমানকে ধনসকল প্রদান কর। তুমি জগতের মধ্যে অ
তীয়। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুতিযোগ্য।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি কর্ম্মদ্বারা ক্ষেত্রে পুষ্প ও ফলবতী ওষধি র
করিয়াছ, দ্যোতমান সূর্য্যের নানাপ্রকার দীপ্তি উৎপন্ন করিয়াছ, এ
মহৎ হইয়া চারিদিকে মহৎপ্রাণীদিগকে উৎপন্ন করিয়াছ, তুমি স্তু
যোগ্য।

৮। হে [illegible] কর্ম্মকর্ত্তা ইন্দ্র! তুমি হব্যলাভ ও দাসদিগের না
উদ্দেশে নৃমরের পুত্র সহবসুকে বিনাশ করিবার জন্য বলবতী বজ্রধা
নির্ম্মল মুখ প্রদেশ [illegible] হাকে প্রদান করিয়াছ, তুমি স্তুতিযোগ্য।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি এক, তোমার সুখের জন্য দশশত অশ্ব আ
তুমি দভীতির জন্য(১) রজ্জুরহিত দস্যুদিগকে নাশ করিয়াছ। তুমি
লের সুপ্রাপ্য অতএব তুমি স্তুতিযোগ্য।

১০। সমস্ত স্রোতস্বতী (নদীগণ) ইন্দ্রের বীর্য্যের অনুবর্ত্তন ক
(যজমানগণ) ইন্দ্রকে (অন্ন) প্রদান করে এবং সকল লোকই কর্ম্মকারী ই

(১) ২। ১৫। ৪ ঋকের টীকা দেখ।

জন্য ধন ধারণ করে। তুমি বিস্তীর্ণ ছয় স্থানকে(২) নিয়মিত করিয়াছ, এবং তুমি পঞ্চজনের পালয়িতা। হে ইন্দ্র, তুমি সকলের স্তুতিযোগ্য।

১১। হে ইন্দ্র! তোমার বীর্য্য সকলের শ্লাঘনীয়, তুমি এক কর্ম্মদ্বারা শত্রুদিগের ধন লাভ করিয়াছ, তুমি বলবান্ যাতুষ্ঠিরকে অন্ন প্রদান করিয়াছ। যেহেতু তুমি এই সকল কর্ম্ম করিয়াছ অতএব তুমি সকলের স্তুতিযোগ্য।

১২। হে ইন্দ্র! তুমি তুর্ব্বীতি ও বয্য যাহাতে সুখে প্রবাহশীল জল পার হইতে পারে তাহার পথ করিয়া দিয়াছ, তুমি অন্ধ ও পঙ্গু পরাবৃজকে জলহইতে উদ্ধার করিয়া আপনাকে কীর্ত্তিমান্ করিয়াছ। অতএব তুমি স্তুতিযোগ্য।

১৩। হে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র! আমাদিগকে ভোগের জন্য ধন দাও। তোমার সেই ধন প্রভূত ও বাসের যোগ্য এবং বিচিত্র। আমরা প্রতিদিন সেই ধন ভোগ করিতে ইচ্ছা করি। আমরা উত্তম পুত্রপৌত্র লাভ করিয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তোত্র পাঠ করিব।

---

১৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে অধ্বর্য্যুগণ! ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ কর, চমসের দ্বারা মাদক অন্ন অগ্নিতে প্রক্ষেপ কর। বীর ইন্দ্র সর্ব্বদা সোম পানাভিলাষী। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের জন্য সোম প্রদান কর, ইন্দ্র উহা কামনা করেন।

২। হে অধ্বর্য্যুগণ! যে ইন্দ্র জলাবরণকারী বৃত্রকে অশনিদ্বারা বৃক্ষের ন্যায় বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই সোমাভিলাষী ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ কর, ইন্দ্র সোমপানের উপযুক্ত।

(২) দ্যুলোক, পৃথিবী, অহঃ, রাত্রি, অপঃ ও ওষধি। সায়ণ। কিন্তু ছয় লোক বা ছয় জগৎ এইরূপ অর্থ হওয়াই সম্ভব। ১। ১৬৪। ৬ ঋক্ ও তাহার টীকা দেখ।

৩। হে অধ্বর্য্যুগণ! যে ইন্দ্র দৃভীককে বিনাশ করিয়াছিলেন, যিনি বলকর্তৃক অবরুদ্ধ গাভী সকল উদ্ধার করিয়া তাহাকে বধ করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রের জন্য বায়ু যেরূপ অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত, সেইরূপ সোমকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত কর। জীর্ণকে যেরূপ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করা যায়, ইন্দ্রকে সেই-রূপ সোমদ্বারা আচ্ছাদিত কর।

৪। হে অধ্বর্য্যুগণ! যে ইন্দ্র নবনবতি বাহু প্রদর্শনকারী উরণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, এবং অর্ব্বুদকে অধোমুখ করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন, সোম সম্পাদিত হইলে সেই ইন্দ্রকে প্রীত কর।

৫। হে অধ্বর্য্যুগণ! যে ইন্দ্র সুখে অশ্নকে বিনাশ করিয়াছিলেন, যিনি অশোষণীয় শুষ্ণকে স্কন্ধহীন, করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন, যিনি পিপ্রু, নমুচি ও রুধিক্রাকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রের জন্য অন্ন প্রদান কর।

৬। হে অধ্বর্য্যুগণ! যে ইন্দ্র, প্রস্তরের ন্যায় (বজ্রদ্বারা) শম্বরের অতি পুরাতন একশত পুরী ভেদ করিয়াছিলেন এবং যিনি বর্চীর শত সহস্র পুত্রকে ভূমিতে পাতিত করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ কর।

৭। হে অধ্বর্য্যুগণ! শত্রুহননকারী যে ইন্দ্র ভূমির ক্রোড়ে শত সহস্র অসুরকে পাতিত করিয়াছিলেন, এবং যে ইন্দ্র কুৎস, আয়ু ও অতিথিগ্বের প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে বধ করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ কর।

৮। হে নেতা অধ্বর্য্যুগণ! তোমরা যাহা কামনা কর, ইন্দ্রকে সোম প্রদান করিলে তাহা শীঘ্রই প্রাপ্ত হইবে। প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের জন্য হস্তদ্বারা শোধিত সোম আহরণ কর, হে যাজ্ঞিকগণ! ইন্দ্রের জন্য উহা প্রদান কর।

৯। হে অধ্বর্য্যুগণ! ইন্দ্রের জন্য সুখকর সোম প্রস্তুত কর, সম্ভোগযোগ্য জলে শোধিত সোম উর্দ্ধে আনয়ন কর। ইন্দ্র প্রীত হইয়া তোমাদিগের হস্তদ্বারা অভিষুত সোম কামনা করিতেছেন। তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে মদকর সোম প্রদান কর।

১০। হে অধ্বর্য্যুগণ! গাভীর উধঃ যেরূপ দুগ্ধে পূর্ণ থাকে, সেইরূপ এইফলদাতা ইন্দ্রকে সোমদ্বারা পূর্ণ কর। সোমের গূঢ়স্বভাব আমি জানি, যজনীয় ইন্দ্র, সোমপ্রদ যজমানকে বিশেষরূপে অবগত আছেন।

১১। হে অধ্বর্য্যুগণ! ইন্দ্র স্বর্গীয় ও অন্তরীক্ষস্থ এবং পৃথিবীস্থ-ধনের রাজা, যবদ্বারা যেরূপ শস্য রাখিবার স্থান(১) পূর্ণ করে, ইন্দ্রকে সোম দ্বারা সেইরূপ পূর্ণ কর। সেই কার্য্য তোমাদিগের দ্বারা সম্পূর্ণ হউক।

১২। হে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র! আমাদিগকে ভোগের জন্য ধন দাও তোমার সেই ধন প্রভূত ও বাসের যোগ্য এবং বিচিত্র। আমরা প্রতিদিন সেই ধন ভোগ করিতে ইচ্ছা করি। আমরা উত্তম পুত্রপৌত্র লাভ করিয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তোত্র পাঠ করিব।

---

১৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। আমি বলবান্, সত্যসঙ্কল্প ইন্দ্রের পূর্ব্ব ও মহৎকীর্ত্তিসমূহ বর্ণনা করিব। ইন্দ্র ত্রিকদ্রুক যজ্ঞে সোমপান করিয়াছেন। সোম জনিত হর্ষ জন্মিলে ইন্দ্র অহিকে বধ করিলেন।

২। ইন্দ্র আকাশে দ্যুলোককে স্তম্ভিত করিয়াছেন, দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরীক্ষকে (আপনার তেজে) পরিপূরিত করিয়াছেন। বিস্তীর্ণা পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন, ও তাহাকে প্রথিত করিয়াছেন। সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে ইন্দ্র এই সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

৩। তিনি যজ্ঞগৃহের ন্যায় পরিমাণ করত লোক সকলকে প্রাঙ্মুখ করিয়া নির্ম্মাণ করেন, তিনি বজ্রদ্বারা নদীর নির্গমদ্বার সকল খুলিয়া দেন, তিনি অনায়াসে দীর্ঘকাল গন্তব্য পথে নদী সকলকে প্রেরণ করেন, সোম-জনিত হর্ষ উপস্থিত হইলে ইন্দ্র এই সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

৪। যাহারা দভীতিকে(১) বহন করিতেছিল, ইন্দ্র পথিমধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহাদের সমস্ত আয়ুধ দীপ্যমান অগ্নিতে দগ্ধ করিলেন। পরে

---

(১) মূলে "উর্দ্দরং" আছে। "উর্দ্দং দীর্ণং উর্দ্দরং কুস্থলং।" সায়ণ। "Granary."—*Wilson.*

---

(১) পূর্ব্বকালে চুমুরি, ধুনি প্রভৃতি অসুরগণ দভীতি নামক ঋষির নগর অবরোধ করিয়া দভীতিকে লইয়া নগর হইতে বাহির হইয়াছিল। সায়ণ।

দভীতিকে বহুসংখ্যক গো অশ্ব ও রথ প্রদান করিলেন। ইন্দ্র সোমজনিত হর্ষ উপস্থিত হইলে এই সকল কার্য্য করিয়াছিলেন।

৫। সেই ইন্দ্র ধুনি নামক মহানদীকে(২) পার গমনার্থ উপশমিত করিয়াছিলেন। স্নাত(৩) অসমর্থগণকে নিরাপদে পার করাইয়াছিলেন। তাহারা নদী উত্তীর্ণ হইয়া ধন লক্ষ্য করিয়া গমন করিয়াছিল। সোমজনিত হর্ষ উপস্থিত হইলে ইন্দ্র এই সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

৬। ইন্দ্র নিজ মহিমায় সিন্ধুকে উত্তর বাহিনী করিয়াছেন(৪), বেগবান সেনাদ্বারা দুর্ব্বল সেনা ভেদকরতঃ বজ্রের দ্বারায় উষার রথ চূর্ণ করিয়াছেন। সোমজনিত হর্ষ উপস্থিত হইলে ইন্দ্র এই সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

৭। কন্যাগণের পলায়ন অবগত হইয়া পরাবৃজ ঋষি সকলের প্রত্যক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; পঙ্গু হইলেও কন্যাগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। চক্ষুহীন হইলেও দেখিতে পাইলেন(৫)। ইন্দ্র, সোমপান জনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে এই সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

৮। অঙ্গিরাগণ স্তব করিলে ইন্দ্র বলকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। পর্ব্বতের দৃঢ়ীকৃত দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। ইহাদিগের কৃত্রিম রোধ সকলও উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে এই সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি চুমুরি ও ধুনির দীর্ঘ নিদ্রা প্রথিত করিয়া উহাদিগকে বিনাশ করিয়াছিলে, দভীতিনামক রাজর্ষিকে রক্ষা করিয়াছিলে।

(২) অর্থাৎ পরুষ্ণী নদী। সায়ণ। ১। ৭১। ৭ ঋকের টীকা দেখ।

(৩) স্না-নদী পার হওয়া। সায়ণ।

(৪) মূলে "স উদঞ্চং সিন্ধুং অরিণাৎ" আছে। এই সিন্ধু কি আমরা যাহাকে সিন্ধু নদী বলি সেই? "উদঞ্চং" অর্থ কি উত্তর বাহিনী? তাহা হইলে কাশ্মীরে উত্তর পশ্চিম-প্রবাহিনী সিন্ধু নদীর কথা হইতেছে? অথবা আধুনিক কাবুল প্রদেশের আমু বা অন্যকোনও উত্তরবাহিনী নদীর কথা হইয়াছে?

(৫) পূর্ব্বকালে চক্ষুহীন ও পাদহীন পরাবৃজ ঋষি কতকগুলি কন্যা বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। কন্যাগণ ঋষিকে দেখিয়াই পলায়ন করে। ঋষি ইন্দ্রকে স্তব করিয়া চক্ষু ও পদ লাভ করিয়াছিল। সায়ণ। ১। ১১২। ৮ দেখ।

উহার বেত্রধারী দৌবারিকও(৬) শত্রুর হিরণ্য লাভ করিয়াছিল। ইন্দ্র সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে এই সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

১০। হে ইন্দ্র! তোমার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমত সকল প্রদান করে, তুমি সেই দক্ষিণা আমাদিগকে প্রদান কর। তুমি ভজনীয়, আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আর কাহাকেও প্রদান করিও না। আমরা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব।

---

১৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। তোমাদের উপকারার্থ দেবগণের জ্যেষ্ঠতম ইন্দ্রের জন্য দীপ্যমান অগ্নিতে হব্য প্রদান করিতেছি। পরে তাঁহার মনোহর স্তুতি করিতেছি। আমাদিগের রক্ষার জন্য স্বয়ং জরারহিত, সমস্ত জগতের জরা প্রদানকারী, সোমসিক্ত, সনাতন, তরুণবয়স্ক, ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি।

২। বৃহৎ ইন্দ্রবিনা জগৎ নাই। যে ইন্দ্রে সমস্ত সামর্থ্য সম্ভূত হইয়াছে, সেই ইন্দ্র উদরে সোমরস ধারণ করেন, তাঁহার শরীরে বল ও তেজ আছে, তাঁহার হস্তে বজ্র ও মস্তকে জ্ঞান আছে।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি যখন শীঘ্রগামী অশ্বে আরোহণ করতঃ বহুযোজন গমন কর, তখন দ্যাবাপৃথিবী তোমার বল পরিভব করিতে পারে না। সমুদ্র ও পর্ব্বত তোমার রথ পরিভব করিতে পারে না, কোনও ব্যক্তি তোমার বজ্র পরিভব করিতে পারে না।

৪। সকলে যজনীয়, শত্রুনাশক, অভীষ্টবর্ষী, সর্ব্বদা সজ্জিত, ইন্দ্রের যজ্ঞ করিতেছে; তুমি সোমদাতা ও বিদ্বান, তুমিও ইন্দ্রের জন্য যাগ কর। হে ইন্দ্র! অভীষ্টবর্ষী দীপ্যমান অগ্নির সহিত সোমপান কর।

৫। অভীষ্টবর্ষী মদকর সোমরস অনুষ্ঠাতাগণের উত্তেজক হইয়া বলপ্রদ, অন্নবিশিষ্ট, অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের পানার্থ গমন করিতেছে।

(৬) মূলে "রস্তী" আছে। "বেত্রধারী" "দৌবারিকঃ।" সায়ণ।

সোমরসপ্রদ অর্থ্যদ্বয় এবং অভীষ্টবর্ষী অভিষব-প্রস্তরগণ অভীষ্টব
সোমকে তোমার জন্য অভিষবন করিতেছে, তুমিও অভীষ্টবর্ষী(১)।

৬। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! তোমার বজ্র অভীষ্টবর্ষী, তোমার র
অভীষ্টবর্ষী, তোমার হরিনামক অশ্বদ্বয় অভীষ্টবর্ষী, তোমার আয়ুধ সকল
অভীষ্টবর্ষী। তুমিই মদকর অভীষ্টবর্ষী সোমের অধিকারী। হে ইন্দ্র
অভীষ্টবর্ষী সোমে তুমি তৃপ্ত হও।

৭। তুমি শত্রুবিনাশক, তুমি সংগ্রামে স্তোত্রাভিলাষী ও নৌকা
ন্যায় (বিপদ্ উদ্ধারক), আমি যজ্ঞকালে স্তোত্র করিতে করিতে তোমা
নিকট গমন করিতেছি। ইন্দ্র আমাদিগের এই স্তুতিবাক্য বিশেষরূপে
অবগত হউন। আমরা কূপের ন্যায় দানাধার ইন্দ্রকে সিক্ত করিব।

৮। তৃণ ভক্ষণে তৃপ্ত গাভী যেমন বৎসকে পরাবর্ত্তিত কর
সেইরূপ হে ইন্দ্র! আমাদিগকে অনিষ্ট হইতে অগ্রেই পরাবর্ত্তিত কর
হে শতক্রতু! পত্নীগণ যেরূপ যুবাকে ব্যাপ্ত করে, সেইরূপ আমরা সুন্দ
স্তোত্রদ্বারা একবার তোমাকে ব্যাপ্ত করিব।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিম
সকল প্রদান করে, তুমি সেই দক্ষিণা আমাদিগকে প্রদান কর। তুমি ভ
নীয়, আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আর কাহাকেও প্রদান করিও না
আমরা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব।

---

১৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে স্তোতাগণ! তোমরা অঙ্গিরাগণের ন্যায় নূতন স্তুতি দ্ব
ইন্দ্রকে উপাসনা কর। যেহেতু ইন্দ্রের শোষক তেজঃ পূর্ব্ব কালের ন
উদিত হইতেছে। যেহেতু সোম জনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে ইন্দ্র বৃত্র ক
আক্রান্ত সমস্ত মেঘরাশি উদঘাটিত করিয়াছিলেন।

(১) এই ঋকে ও ইহার পরের ঋকে বৃষ শব্দের বারম্বার ব্যবহারই উদ্দে
এই ঋকের দ্বিতীয় সূত্রটী এই, "বৃষণা অধর্য্যূ বৃষভাসঃ অদ্রয়ঃ বৃষণং সে
বৃষভায় সুষুতি।

২। যে ইন্দ্র বল প্রকাশ করতঃ প্রথম সোমপানের জন্য আপন মহিমা বর্দ্ধিত করিয়াছেন, যে শত্রু বিনাশক ইন্দ্র যুদ্ধকালে স্বীয় শরীর পরিবীত করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্র প্রীত হউন। তিনি স্বীয় মহিমায় আপন মস্তকে দ্যুলোক ধারণ করিয়াছিলেন।

৩। হে ইন্দ্র! তুমিও তোমার মহাবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছ; কারণ স্তোত্র দ্বারা প্রীত হইয়া তুমি শত্রু বিনাশক বল প্রকটিত করিয়াছ। অনিষ্টকারীগণ তোমার রথস্থিত হরিনামক অশ্ব কর্ত্তৃক স্বস্থান বিচ্যুত হইয়া কতক একত্রে ও কতক পৃথক হইয়া পলায়ন করিয়াছে।

৪। প্রভূত অন্নবিশিষ্ট ইন্দ্র নিজ বলে সমস্ত ভুবন অভিভব করতঃ আপনাকে সকলের অধিপতি করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছেন। অনন্তর জগতের বাহক ইন্দ্র নিজতেজে দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছেন এবং দুঃস্থিত তমোরাশি চারিদিকে নিক্ষেপ করতঃ জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছেন।

৫। ইন্দ্র ইতস্ততঃ গমনকারী পর্ব্বত সমূহকে নিজ বলে অচল করিয়াছেন। মেঘস্থিত জলরাশি অধোমুখে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বধাত্রী পৃথিবীকে স্বীয় বলে ধারণ করিয়াছেন, এবং প্রজ্ঞাবলে দ্যুলোককে পতন হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

৬। ইন্দ্র এই জগতের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইয়া[illegible] তিনি সকলের রক্ষক। তিনি সর্ব্ব জীবের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান[illegible] নিজভুজে জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বহু কীর্ত্তিমান্ ইন্দ্র এই জ্ঞান দ্বারা ক্রিবিকে বজ্রদ্বারা আঘাত করতঃ পৃথিবীতে শয়ন করিয়া থাকিবার জন্য বিনাশ করিয়াছেন।

৭। হে ইন্দ্র! যাবজ্জীবন পিতামাতার সহিত অবস্থিতা দুহিতা (যেমন) আপনার পিতৃকুল হইতেই ভাগ প্রার্থনা করে(১), সেইরূপ আমি তোমার নিকট ধন যাচ্ঞা করি। সেই ধন তুমি সকলের নিকট

(১) "পত্যিং অলভমানা সতী দুহিতা সমানাৎ আত্মনঃ পিত্রোশ্চ সাধারণাৎ সদনাৎ গৃহাৎ * * * যথা ভাগং যাচতে।" সায়ণ। অনুমান হয় তৎকালে অবিবাহিতা কন্যা পিতৃ সম্পত্তির অংশ পাইতেন, এরূপ রীতি ছিল। বোধ হয় অনেক কন্যা অবিবাহিতা থাকিতেন, নচেৎ তাঁহাদিগের সম্পত্তির অংশ পাওয়ার একটি বিধি হওয়ার সম্ভব নহে।

প্রকাশিত কর, এবং সেই ধনের পরিমাণ কর ও তাহা সম্পাদন ক
আমার শরীরের ভোগযোগ্য ধন প্রদান কর, এই ধনে তুমি (স্তোতাগণ
সম্মানিত কর।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি পালয়িতা; আমরা তোমাকে আহ্বান কর
তুমি কর্ম্ম ও অন্নের দাতা। তুমি নানা প্রকারে আশ্রয় প্রদান করিয়া আ
দিগকে রক্ষা কর। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে অত
ধনবান্ কর।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভি
সকল প্রদান করে, তুমি সেই দক্ষিণা আমাদিগকে প্রদান কর। তু
ভজনীয়, আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আর কাহাকেও প্রদান করিও না
আমরা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব।

---

১৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। স্তুতিযোগ্য ও বিশুদ্ধ যজ্ঞ প্রাতঃকালে আরব্ধ হইয়াছে; এ
যজ্ঞে চারিখানি (প্র...), তিন প্রকার স্বর, সপ্ত প্রকার ছন্দঃ ও দশ প্রক
পাত্র আছে। ই... ষ্যদিগের হিতকর ও স্বর্গদাতা। ইন্দ্র মনোহর স্তু
ও যাগাদিদ্বারা প্রা... হইবে।

২। ঐ যজ্ঞ ইন্দ্রের জন্য প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সবনে পর্য্যা
হইল। ইহা মনুষ্যদিগের জন্য শুভ ফল আনয়ন করে। অন্য (ঋত্বি
গণ) অন্য প্রসিদ্ধ বাক্যের গর্ভ উৎপাদন করিতেছেন। অভীষ্টব
জয়শীল (যজ্ঞ) অন্য দেবগণের সহিত মিলিত হইতেছে।

৩। ইন্দ্রের রথে নূতন স্তোত্রদ্বারা শীঘ্র গমনার্থ হরিনামক অ
যোজনা করি। এই যজ্ঞে বহুসংখ্যক মেধাবী স্তোতা আছেন, অ
যজমানগণ তোমাকে সম্যক তৃপ্ত করিতে পারে না।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি আহূত হইয়া দুই চারি, অথবা ছয় অথবা অ
অথবা দশ সংখ্যক হরিনামক অশ্বের সাহায্যে সোমপানার্থ আগমন কর

হে শোভন ধনবিশিষ্ট ইন্দ্র! এই সোম তোমার জন্য অভিষুত হইয়াছে তুমি উহাকে হিংসা করিও না।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি উত্তম গতিবিশিষ্ট, বিংশতি, ত্রিশৎ, চত্বারিংশৎ, পঞ্চাশৎ, ষষ্টি, অথবা সপ্ততি সংখ্যক অশ্বেরযোগে আমাদের অভিমুখে সোমপানার্থ আগমন কর।

৬। হে ইন্দ্র! অশীতি নবতী বা শত সংখ্যক অশ্বদ্বারা বাহিত হইয়া আমাদের অভিমুখে আগমন কর। হে ইন্দ্র! যে হেতু, তোমার আনন্দের জন্য তোমার জন্য পাত্রে সোম পরিষিক্ত হইতেছে।

৭। হে ইন্দ্র! আমার স্তুতির অভিমুখে আগমন কর। জগদ্ব্যাপী অশ্বদ্বয়কে রথের অগ্রভাগে সংযোজিত কর। বহুসংখ্যক যজমান তোমাকে আহ্বান করে। হে শূর! তুমি এই যজ্ঞে হৃষ্ট হও।

৮। ইন্দ্রের সহিত আমার সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। এই ইন্দ্রের দক্ষিণা আমাদিগকে অভিমত ফলপ্রদান করুক। আমরা যেন ইন্দ্রের প্রশংসনীয় ও আপদ নিবারক হস্তদ্বয়ের সমীপে অবস্থিতি করি, এবং প্রতি-যুদ্ধে আমরা জয় লাভ করি।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমত সকল প্রদান করে তুমি সেই দক্ষিণা আমাদিগকে প্রদান কর। তুমি ভজনীয় আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আর কাহাকেও প্রদান করিও না। আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব।

---

১৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। সোমাভিষবকারী মনীষী যজমানের মদকর অন্ন ইন্দ্র আনন্দের জন্য ভক্ষণ করুন। এই পুরাণ অন্নে বর্দ্ধমান হইয়া ইন্দ্র উহাতে বাস করিয়াছেন। ইন্দ্রের স্তোত্রাভিলাষী ঋত্বিক্‌গণও উহাতে বাস করিয়াছেন।

২। এই মদকর সোমে আনন্দিত হইয়া, ইন্দ্র হস্তে বজ্রধারণ করতঃ জলের আবরক অহিকে ছেদন করিয়াছিলেন। তখন প্রীতিকর জলরাশি

পক্ষীগণ যেরূপ কুলায়াভিমুখে গমন করে, সেইরূপ (সমুদ্র) অভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

৩। অহিহন্তা পূজনীয় ইন্দ্র জলপ্রবাহকে সমুদ্রাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। তিনি সূর্য্যকে উৎপাদন করতঃ গোসমূহ লাভ করিলেন এবং তেজোবলে দিবসসমূহ প্রকাশ করিলেন।

৪। ইন্দ্র হব্যদায়ী মনুষ্য যজমানের জন্য বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট ধন দান করিয়াছেন। বৃত্রকে বিনাশ করিয়াছেন। তিনি সূর্য্য লাভের জন্য স্তোতৃগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে সে সময় সকলের আশ্রয়ভাজন হইয়াছিলেন।

৫। (এতশ ঋষি) ইন্দ্রের স্তব করিলে দ্যোতমান ইন্দ্র সোমাভিষবকারী মনুষ্য এতশকে(১) সূর্য্য আনাইয়া দিয়াছিলেন। যেহেতু (পিতা যেরূপ (পুত্রকে) ধন প্রদান করেন, এতশ সেইরূপ যজ্ঞকালে ইন্দ্রকে প্রচ্ছন্ন ও অমূল্য সোমরূপ প্রদান করিয়াছেন।

৬। দীপ্তিযুক্ত ইন্দ্র আপনার সারথ্যকারী কুৎস রাজর্ষির জন্য শুষ্ণ, অশুষ, এবং কুযবকে বশীভূত করিয়াছিলেন, এবং দিবোদাসের জন্য শম্বরের নবনবতী পুরী বিদারণ করিয়াছিলেন।

৭। হে ইন্দ্র! আমরা অন্নাভিলাষে তোমাকে বলবান্ করতঃ তোমার স্তুতি সম্পাদন করিতেছি। তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমরা সপ্তপদী সখ্য লাভ করি। দেবরহিত পীয়ুর বিরুদ্ধে তোমার বজ্র ক্ষেপণ কর।

৮। হে বলবান্ ইন্দ্র! গমনাভিলাষী লোক যেরূপ পথ প্রস্তুত করে, সেইরূপ গৃৎসমদগণ তোমার জন্য মনোহর স্তুতি রচনা করিতেছে। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা নূতন, তোমার স্তোত্রাভিলাষী গৃৎসমদগণ যেন অন্ন বল গৃহ সুখ প্রাপ্ত হয়।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমত সম্পদ প্রদান করে তুমি সেই দক্ষিণা আমাদিগকে প্রদান কর। তুমি ভজনীয়, আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আর কাহাকেও প্রদান করিও না। আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব।

(১) ১। ৬১। ১৫ ঋকের টীকা দেখ।

২০ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । গৃৎসমদ ঋষি ।

১। হে ইন্দ্র! অন্নাভিলাষী ব্যক্তি যেরূপ রথ প্রস্তুত করে, সেইরূপ আমরাও তোমার জন্য অন্ন প্রস্তুত করি। তুমি আমাদিগকে ভাল করিয়া জান। আমরা স্তুতিদ্বারা তোমাকে দীপ্যমান করিতেছি। আমরা তোমার ন্যায় লোকের নিকট সুখ যাচ্ঞা করি।

২। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে পালনকরতঃ আমাদিগের (রক্ষা কর)। যাহারা তোমাকে কামনা করে তুমি তাহাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা কর। তুমি হব্যদাতা যজমানের ঈশ্বর, ও তাহার শত্রুনিবারক। যে তোমায় হব্যদ্বারা পরিচর্য্যা করে তাহার জন্য তুমি এই সকল কর্ম্ম করিয়া থাক।

৩। আমরা যজ্ঞকার্য্য করিতেছি, তরুণবয়স্ক, আহ্বানযোগ্য, সখা-তুল্য সুখকর ইন্দ্র আমাদিগকে পালন করুন। যে স্তোত্র উচ্চারণ করে, ক্রিয়া সমাধান করে, হব্য পাক করে ও স্তুতি করে, ইন্দ্র আশ্রয় দান করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মের পারে লইয়া যান।

৪। আমি সেই ইন্দ্রের স্তুতি করি, তাঁহার প্রশংসা করি। তাঁহার স্তোতাগণ পূর্ব্বে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন এবং শত্রুদিগকে হিংসা করিয়া-ছিলেন। ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করায় ইন্দ্র যে স্তোত্রাভিলাষী নূতন যজমানের ধনেচ্ছা পূরণ করেন।

৫। অঙ্গিরাগণের উক্থ সমূহে প্রীত হইয়া ইন্দ্র তাহাদিগের (গো-আনয়নের) পথ দেখাইয়া দিলেন ও তাহাদিগের স্তোত্র পূর্ণ করিলেন। স্তোতাগণ স্তব করিলে ইন্দ্র সূর্য্য দ্বারা উষাকে অপহরণ করতঃ অশ্বের পুরাতন (নগর) সমূহ বিনাশ করিয়াছিলেন।

৬। দ্যুতিমান্ কীর্ত্তিমান্, অতিশয় দর্শনীয় ইন্দ্র মনুষ্যের জন্য উন্মুখ হইয়া আছেন, শত্রুনাশক বলবান্ ইন্দ্র যেন লোক-অনিষ্টকারী দাসের প্রিয়মস্তক নিম্নে নিক্ষেপ করেন।

৭। বৃত্রহা, পুরনাশন ইন্দ্র কৃষ্ণযোনি দাস সেনাকে(১) বিনাশ করিয়াছেন, মনুর জন্য পৃথিবী ও জল সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি যেন যজমানের উচ্চ অভিলাষ পূরণ করেন।

৮। স্তোতাগণ উদকলাভের নিমিত্ত সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে সতত অনুক্রমে বলবর্দ্ধক অন্ন প্রদান করিয়াছেন; যখন তাঁহার হস্তে বজ্র প্রদত্ত হইয়াছিল তখন তিনি তদ্দ্বারা দস্যুদিগকে হনন করত তাহাদিগের লৌহময় পুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমত সকল প্রদান করে, তুমি সেই দক্ষিণা আমাদিগকে প্রদান কর। তুমি ভজনীয়, তুমি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আর কাহাকেও প্রদান করিও না। আমরা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব।

---

২১ সূক্ত।

ইন্দ্রদেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। ধনজয়ী, স্বর্গজয়ী, সদাজয়ী, মনুষ্যজয়ী, উর্ব্বরা ভূমি বিজয়ী, অশ্ববিজয়ী, গোজয়ী, জলজয়ী, অতএব সর্ব্ববিজয়ী যজনীয় ইন্দ্রের উদ্দেশে স্পৃহণীয় সোম আহরণ কর।

২। সকলের পরাভবকারী, বিমর্দ্দক, ভোগকারী, অনভিভবযোগ্য, সর্ব্বসহ, পূর্ণগ্রীব, বিবিধাতা, সর্ব্ববোঢ়া, অন্যের দুর্দ্ধর্ষ; ও সর্ব্বদা জয়শীল ইন্দ্রের উদ্দেশে নমঃ শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক স্তুতি কর।

৩। বহুলোকের পরাজয়কারী, লোকের ভজনীয়, বলবানগণের পরাভবকারী, শত্রু নিবারক, যোদ্ধা, প্রীতিকর সোমসিক্ত, শত্রু হিংসক, শত্রুগণের অভিভবকারী এবং প্রজাপালক ইন্দ্রের উৎকৃষ্ট বীরকর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করি।

(১) মূলে "কৃষ্ণ যোনীঃ দাসীঃ" আছে। এতদ্দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্য জাতিদিগের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বের ঋকেও তাহাদিগের উল্লেখ আছে।

৪। অতুল দানযুক্ত, অভীষ্টবর্ষী, হিংসকদিগের বধকারী, গাম্ভীর্য্যোপেত, দর্শনীয়, কর্ম্মবিষয়ে অপরিভবনীয়, সমৃদ্ধ লোকের উৎসাহদাতা, শত্রুদিগের কর্ত্তনকারী, দৃঢ়াঙ্গ, জগদ্ব্যাপি, সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট ইন্দ্র উষা হইতে সূর্য্যকে উৎপন্ন করিয়াছেন।

৫। ইন্দ্রের স্তুতিকারী, ইন্দ্রাভিলাষী, মনীষী অঙ্গিরাগণ যজ্ঞদ্বারা জল প্রেরক ইন্দ্রের নিকট (অপহৃত গোসমূহের) পথ অবগত হইয়াছেন। ...রক্ষাভিলাষী ইন্দ্রের স্তুতিকারী অঙ্গিরাগণ স্তোত্র ও পূজাদ্বারা গোধন ...ভ করিয়াছিল।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে উত্তম ধন প্রদান কর। আমাদিগকে দক্ষতার সুখ্যাতি প্রদান কর। আমাদিগকে সৌভাগ্য ...ান কর। আমাদিগের ধন বৃদ্ধি করিয়া দও। আমাদিগের শরীর রক্ষা ...র, কথায় মিষ্টতা প্রদান কর, দিবসকে সুদিন কর।

---

২২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। পূজনীয়, বহুবলশালী, তৃপ্তিযুক্ত ইন্দ্র উর্দ্ধে যে রূপ অভিলাষ ...রিয়াছিলেন, সেইরূপ ত্রিকদ্রুকে যবমিশ্রিত ও ঘৃতযুত সোম বিষ্ণুর... হিত পান করুন। মহৎ সোম তেজোবিশিষ্ট ইন্দ্রকে মহৎকার্য্য সাধনার্থ ...যুক্ত করিয়াছিল। সত্য, ও দীপ্যমান সোম সত্য ও দ্যোতমান ইন্দ্রকে ...াপ্ত করুক।

২। পরে দীপ্তিমান ইন্দ্র নিজবলে ক্রিবিকে যুদ্ধদ্বারা অভিভব করিয়াছিলেন, তিনি নিজ তেজোদ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে সম্যক্ পূর্ণ করিয়াছিলেন। সোমের বলে বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইন্দ্র একভাগ ...জ জঠরে ধারণ করিয়া অন্য ভাগ (দেবগণকে) প্রদান করিলেন, সত্য ও ...পমান সোম, সত্য ও দ্যোতমান ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করুক।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞের সহিত বলের সহিত উৎপন্ন হইয়াছ। ...মি সমস্ত বহন করিতে ইচ্ছা কর। তুমি পরাক্রমের সহিত প্রবৃদ্ধ হইয়া

হিংসকদিগকে অভিভব করিয়াছ; তুমি (পাপ ও মন্ত্রের) বিচারক।
স্তুতিকারীকে কর্ম্মসাধক বাঞ্ছনীয় ধন প্রদান কর। সত্য ও দীপ্যমান
সত্য ও দ্যোতমান ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করুক।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি সকলের মর্ত্তয়িতা। তুমি মনুষ্যদিগের হিং
যে বিখ্যাত কর্ম্ম পূর্ব্বকালে সম্পাদন করিয়াছিলে তাহা দ্যুলোকে প্রাপ
হইয়াছে। তুমি নিজ পরাক্রমে দেবের প্রাণ হিংসা করতঃ তন্নিকৃ
ছাড়িয়া দিয়াছিলে। ইন্দ্র নিজবলে সমস্ত অদেব অভিভব করেন
শতক্রতু যেন বল অবগত হয়েন, এবং অন্ন অবগত হয়েন।

---

২৩ সূক্ত।

ব্রহ্মণস্পতি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে ব্রহ্মণস্পতি! তুমি দেবগণের মধ্যে গণপতি, কবিগণের
কবি, তোমার অন্ন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও উপমানভূত। তুমি প্রশংসনীয়
মধ্যে রাজা এবং মন্ত্রসমূহের স্বামী। আমরা তোমাকে আহ্বান
তুমি আমাদের স্তুতি শ্রবণ করিয়া আশ্রয় প্রদানার্থ যজ্ঞগৃহে উপ
কর।

২। হে অসুর্য্য প্রকৃষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন বৃহস্পতি! দেবগণ
যজ্ঞীয় ভাগ প্রাপ্ত হই... র। জ্যোতিঃদ্বারা পূজনীয় সূর্য্য যেরূপ
উৎপাদন করেন, সে... তুমি সমস্ত মন্ত্র উৎপাদন কর।

৩। হে বৃহস্প... বিবিধ... রিদিক নিন্দকদিগকে এবং অন্ধকার স
দূরীকৃত করিয়া তুমি... বিশিষ্ট, যজ্ঞ প্রাপক, ভয়ানক, শত্রু হি
রাক্ষসনাশক, মেঘ... এবং স্বর্গ প্রদায়ক রথে আরোহণ করিয়াছ।

(১) এই স্থানেও বৃত্র সম্বন্ধে "দেব" শব্দপ্রয়োগ করা হইয়াছে ১। ৩
ঋক ও টীকা দেখ। "অদেব" শব্দটী কি অর্থে ব্যবহার হইয়াছে ঠিক করা
সায়ণ "বিশ্বং অদেবং" অর্থে "ব্যাপ্তং তমোরূপং অসুরং" অর্থাৎ বৃত্র
ছেন। Wilson "বিশ্বং অদেবং" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "All that is go

(১) সায়ণ এস্থানে অসুর্য্য অর্থে অসুর হন্তা করিয়াছেন, কিন্তু ১। ২
ঋকের ব্যাখ্যায় এ শব্দের অর্থ অসুরের জয় করিয়াছেন। ঐ ঋকের টীকা

৪। হে বৃহস্পতি! যে জন তোমাকে হব্য প্রদান করে, তুমি তাহাকে সৎপথে লইয়া যাও এবং তাহাকে রক্ষা কর, পাপ তাহাকে প্রাপ্ত হয় না। তুমি মন্ত্রদ্বেষীদিগের সন্তাপক, এবং ক্রোধের হিংসক, তোমার এইরূপ প্রভূত মাহাত্ম্য আছে।

৫। হে সুরক্ষক ব্রহ্মণস্পতি! তুমি যাহাকে রক্ষা কর দুঃখ তাহাকে কষ্ট দিতে পারে না, দুরিত তাহাকে কষ্ট দিতে পারে না, অরাতিগণ কোন দিকে তাহাকে হিংসা করিতে পারে না, বঞ্চকগণ তাহাকে ক্লেশ দিতে পারে না। তুমি তাহার জন্য সমস্ত হিংসকদিগকে দূর করিয়া দাও।

৬। হে বৃহস্পতি! তুমি আমাদের রক্ষক, সৎপথদাতা, ও বিচক্ষণ। তোমার যজ্ঞের জন্য আমরা স্তোত্রদ্বারা স্তুতি করি, যে ব্যক্তি আমাদের প্রতি কুটিলাচরণ করে, স্বীয় দুর্বুদ্ধি বেগবতী হইয়া তাহাকে শীঘ্র বিনাশ করুক।

৭। হে বৃহস্পতি! যে গর্ব্বিত এবং সর্ব্বগ্রাসী ব্যক্তি আমাদের অভিমুখে আগমন করতঃ আমাদিগকে হিংসা করে সেই ব্যক্তিকে সুপথ হইতে দূর করিয়া দাও এবং যজ্ঞের জন্য আমাদের পথ সুগম করিয়া দাও।

৮। হে বৃহস্পতি! (তুমি লোক সকলকে) উপদ্রব হইতে রক্ষা কর, তুমি আমাদের পুত্রাদিকে পালন কর, আমাদিগের প্রতি মিষ্টবাক্য প্রয়োগ কর, এবং আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। আমরা [illegible] আহ্বান করি, তুমি দেবনিন্দকদিগকে বিনাশ কর, দুর্বুদ্ধিগণ যেন [illegible] কৃষ্ট সুখ লাভ করিতে না পারে।

৯। হে ব্রহ্মণস্পতি! তুমি আমাদিগকে [illegible] করিলে আমরা যেন মনুষ্যগণের নিকট হইতে স্পৃহণীয় ধন প্র[illegible] দূরে বা নিকটে আমাদের যে সকল শত্রু আমাদিগকে অভিভব করে সেই যজ্ঞহীন শত্রুদিগকে বিনাশ কর।

১০। হে বৃহস্পতি! তুমি অভিল[illegible] পূরক ও পবিত্র, আমরা তোমার [illegible]তা লাভ করিয়া উৎকৃষ্ট অন্ন লা[illegible] করিব। যে দুরাত্মা আমাদিগকে

পরাভব করিতে ইচ্ছা করে, সে যেন আমাদিগের অধিপতি না হয় আ
উৎকৃষ্ট স্তুতিদ্বারা পুণ্যবান্ হইয়া যেন উন্নতি লাভ করি।

১১। হে ব্রহ্মণস্পতি! তোমার দানের উপমা নাই, তুমি অভীষ্টব
তুমি যুদ্ধে গমন করিয়া শত্রুদিগকে সন্তাপ প্রদান কর, এবং সংগ্রামে তা
দিগকে বিনাশ কর। তোমার পরাক্রমই সত্য, তুমি ঋণ পরিশোধ
তরি উগ্র, এবং মদোন্মত্ত ব্যক্তিদিগকে দমন কর।

আত্মাভিমানী আমিক্রু দেবশূন্য মনে আমাদিগকে হিংসা করে, যে
আয়ুধ যেন আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করে হে বৃহস্পতি! তাহা
শত্রুর ক্রোধ নাশ কর স্পর্শ না কর। আমরা যেন সেই বলবান্
ত সমর্থ হই।

১৩। বৃহস্পতি
সবাযোগ্য, তিনি যুদ্ধকালে আহ্বানযোগ্য এবং নমস্কার পূর্ব্বক উ
অধিপতি বৃহস্পতি গমন করেন এবং সর্ব্ব ধন প্রদান করেন। সক
রথের ন্যায় নিহত ও অভিভবেচ্ছা বিশিষ্ট সমস্ত হিংসক (সেনা) দি
বধ্যস্ত করেন।

১৪। হে বৃহস্প
দিগকে সন্তাপ প্রদান তি! অতিশয় তীক্ষ্ণ, সন্তাপপ্রদ (হেতি) দ্বারা রা
তোমাকে নিন্দা করিয়কর, ঐ রাক্ষসেরা তোমার পরাক্রম প্রভূত হই
ছিল এক্ষণে তাহা আবিছিল। পূর্ব্বকালে তোমার যে প্রশংসনীয় (
কার কর এবং তদ্দ্বারা নিন্দকদিগকে বিনাশ কর

১৫। হে
যুক্ত ও ক্রতুযুক্ত সে বৃহস্পতি! যে ধন আর্য্যগণ পূজা করে, যে দী
মানুষ্য, সেই বি লোকের মধ্যে শোভা পায়, যে ধন নিজ তেজে দী
শ ক আমাদিগকে প্রদান কর(২)।

১৬। হে বৃহস্
এবং সর্ব্বদা পরের পরা চৌরেরা দ্রোহ কার্য্যে হৃষ্ট হয়, যাহারা
সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে করে, যাহারা নিজের হৃদয়ে দেব
তাহাদিগের হস্তে আমাদিগকে ব করে, এবং পরম সামস্তুতি(৩) আ
অর্পণ করিও না।

(২) এই ঋকের ভিন্ন২ প্রকার ব
দ্রবিণং)" অর্থে সায়ণ ব্রহ্মবর্চ্চঃ তেজঃ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বিচিত্র ধন (
(৩) সায়ণ "সাম" অর্থে রাক্ষস বিনির্দ্দয়া এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন
শক সাম করিয়াছেন।

১৭। হে ব্রহ্মণস্পতি! ত্বষ্টা তোমাকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিয়া উৎপন্ন করিয়াছেন, অতএব তুমি সমস্ত সামের উচ্চারক। (যজমান) মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলে ব্রহ্মণস্পতি তাঁহার ঋণ স্বীকার করেন ও সেই ঋণ পরিশোধ করেন, এবং দ্রোহকারীকে বিনাশ করেন।

১৮। হে অঙ্গিরা বংশীয় বৃহস্পতি! পর্ব্বত গোসমূহ আবরণ করিয়াছিল তোমার সম্পদের জন্য যখন তাহা উদ্ঘাটিত হইল এবং তুমি গোসমূহকে বাহির করিয়া দিলে, তখন ইন্দ্রকে সহায় পাইয়া তুমি বৃত্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত জলের আধারভূত জলরাশিকে অধোমুখ করিয়াছিলে।

১৯। হে ব্রহ্মণস্পতি! তুমি এই জগতের নিয়ন্তা, তুমি এই সূক্ত অবগত হও, তুমি আমাদিগের সন্তানসন্ততিকে প্রীত কর; দেবগণ যাহা রক্ষা করেন তাহা সম্যকরূপে কল্যাণ কর; আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব(৪)।

---

(৪) এই সূক্তের ৩ হইতে ১১ ঋকে, অনার্য্য বর্ব্বর জাতিদিগের বৈরভাব ও উপদ্রবের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

২৪ সূক্ত।

ব্রহ্মণস্পতি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে ব্রহ্মণস্পতি! তুমি সমস্ত জগতের ঈশ্বর, তুমি আমাদিগের উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদিত এই স্তুতি গ্রহণ কর। আমরা তোমাকে এই নূতন মহতী স্তুতিদ্বারা পরিচর্য্যা করিতেছি। তুমি আমাদিগের অভিমত ফল প্রদান কর, যেহেতু, হে বৃহস্পতি! তোমার বন্ধু ত্ আমাদের এই স্তুতিকারী তোমার স্তব করিতেছি।

২। যে ব্রহ্মণস্পতি স্বীয় বলে অবমাননযোগ্যগণকে অবমানিত করিয়াছিলেন, যিনি ক্রোধপরবশ হইয়া শম্বরকে বিদারিত করিয়াছিলেন, নিশ্চল জলকে চালিত করিয়াছিলেন, এবং গোধনপূর্ণ পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

৩। দেবগণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেবতা সেই ব্রহ্মণস্পতির কার্য্যদ্বারা দৃঢ় (পর্ব্বত) প্রবিত হইয়াছিল, ও সংস্তম্ভিত (বৃক্ষাদি) ভগ্ন হইয়াছিল, তিনি গোসকলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন মন্ত্রের দ্বারা বলকে ভেদ করিয়াছিলেন, অন্ধকারকে অদৃশ্য করিয়াছিলেন, এবং আদিত্যকে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৪। যে প্রস্তরবৎ দৃঢ়মুখ বিশিষ্ট, মধুরজলপূর্ণ নিম্নবিলম্বিত মেঘকে ব্রহ্মণস্পতি বল প্রয়োগদ্বারা বধ করিয়াছিলেন, আদিত্যরশ্মি সকল তাহা পান করিয়াছে। এবং তাহারাই আবার জলধারাময় বৃষ্টিসেক করিয়াছেন।

৫। ঋত্বিক্‌গণ! তোমাদিগের জন্য ব্রহ্মণস্পতির সনাতন ও বিচিত্র প্রজ্ঞান, মাসে-মাসে ও বৎসরে ও বৎসরে ভবিষ্যৎ বৃষ্টির দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছে। ব্রহ্মণস্পতি এই সকল প্রজ্ঞান মন্ত্রবিষয়ক করিয়াছেন। দ্যাবাপৃথিবী যত্ন ব্যতিরেকে পরস্পরের সুখ বর্দ্ধন করেন।

৬। বিদ্বান্ (অঙ্গিরাগণ) চারিদিকে অন্বেষণ করতঃ পণিদিগের দুর্গমধ্যে লুক্কায়িত পরম ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মায়া দর্শন করিয়া যে স্থান হইতে গমন করিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার সেই স্থানে গমন করিলেন।

৭। সত্যবাদী, সর্ব্বজ্ঞ, (অঙ্গিরাগণ) মায়া দর্শন করিয়া পুনরায় প্রধান পথ দিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহারা হস্তদ্বারা প্রজ্বালিত অগ্নি পর্ব্বতে নিক্ষেপ করিলেন, পূর্ব্বে সে ধ্বংসকারী অগ্নি তথায় ছিল না।

৮। ব্রহ্মণস্পতি বাণক্ষেপী, সত্যরূপ জ্যাবিশিষ্ট, ধনুদ্বারা যাহা কিছু কামনা করেন, তাহাই প্রাপ্ত হন। তিনি যে বাণ নিক্ষেপ করেন, তাহা কার্য্য সাধন করে। সে বাণগুলি দর্শনার্থ উৎপন্ন, এবং কর্ণই তাহা- দিগের উৎপত্তি স্থান(১)।

৯। ব্রহ্মণস্পতি পুরোহিত; তিনি (পদার্থ সকল) একত্রিত ও পৃথক্কৃত করেন, তাঁহাকে সকলে স্তব করে, তিনি যুদ্ধে আবির্ভূত হয়েন। সর্ব্বদর্শী ব্রহ্মণস্পতি যখন অন্ন ও ধন ধারণ করেন তখনই সূর্য্য অনায়াসে দীপ্ত হয়েন।

১০। বৃষ্টিপ্রদ বৃহস্পতির ধন চারিদিকে ব্যাপ্ত, প্রাপ্তিযোগ্য, প্রভূত এবং উৎকৃষ্ট। কমনীয় অন্নবান্ ব্রহ্মণস্পতি ঐ সকল ধন দান করিয়াছেন। উভয় প্রকার লোকেই(২) ঐ ধন নিবিষ্টচিত্তে উপভোগ করে।

১১। সর্ব্বতোব্যাপ্ত, স্তোতব্য ব্রহ্মণস্পতি অতি দুর্ব্বল এবং মহা- বল (উভয় প্রকার লোককেই) নিজবলে রক্ষা করিয়া থাকেন। দানাদি- গুণযুক্ত ব্রহ্মণস্পতি দেবগণের প্রতিনিধি বলিয়া সর্ব্বত্র অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছেন, এবং এই জন্য সমস্ত প্রাণিসমূহের অধিপতি হইয়াছেন।

১২। হে ইন্দ্র ও ব্রহ্মণস্পতি! তোমরা ধনবান্। সমস্ত সত্যই তোমা- দের। জল তোমাদের ব্রত হিংসা করিতে পারে না। রথে যোজিত অশ্বের

(১) অতিশয় এবং মন্ত্রই ব্রহ্মণস্পতির বাণ, অতিশয় দর্শনীয় এবং মন্ত্র শ্রবণ ও স্তোতা অথবা দেবগণ ও মনুষ্যগণ।

যেরূপ খাদ্যাভিমুখে ধাবিত হয়, তোমরা সেইরূপ আমাদের হব্যাভিমুখে ধাবিত হও।

১৩। ব্রহ্মণস্পতির দ্রুতগামী অশ্বগণ আমাদের (স্তোত্র) শ্রবণ করিতেছেন। মেধাবী সভা (অধ্বর্যু) মনোহর স্তোত্রদ্বারা তাঁহাকে হব্য প্রদান করিতেছেন। পরাক্রান্তদিগের দমনকারী ব্রহ্মণস্পতি আমাদের নিকট অভিলাষানুসারে ঋণ স্বীকার করুন। অন্নবান্ ব্রহ্মণস্পতি যুদ্ধে (হব্য গ্রহণ) করুন।

১৪। ব্রহ্মণস্পতি যখন কোন মহৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তাঁহার মন্ত্র তাঁহার অভিলাষানুসারে সফল হয়। যিনি গোসমূহকে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি দ্যুলোকের জন্য উহাদিগকে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন; গোসমূহ মহা স্রোতের ন্যায় নিজবলে পৃথক পৃথক গমন করিয়া ছিল।

১৫। হে ব্রহ্মণস্পতি! আমরা যেন সকল সময়েই উত্তম নিয়মবিশিষ্ট অন্নযুক্ত ধনের অধিপতি হই। তুমি আমাদের বীরপুত্রের পুত্র উৎপাদন কর, যেহেতু তুমি সকলের ঈশ্বর এবং আমাদের স্তুতি ও অন্ন কামনা কর।

১৬। হে ব্রহ্মণস্পতি! তুমি এই জগতের নিয়ন্তা, তুমি এই সূক্ত অবগত হও, তুমি আমাদিগের সন্তানসন্ততিকে প্রীত কর। দেবগণ যাহা রক্ষা করেন তাহা মঙ্গলময়। আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব।

---

২৫ সূক্ত।

ব্রহ্মণস্পতি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি

১। যজমান (ব্রহ্মণস্পতির জন্য) অগ্নি প্রজ্বলিত করতঃ যেন শত্রুদিগকে হিংসা করিতে পারেন। স্তোত্র উচ্চারণ ও হব্য দানকরতঃ তিনি যেন সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারেন। ব্রহ্মণস্পতি যে যজমানকে সখা বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনি পুত্রেরও পুত্রকে অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকেন।

২। যজমান যেন বীরদ্বারা শত্রু বীরগণকে হিংসা করিতে পারেন। তিনি গোধনের জন্য বিখ্যাত হইয়াছেন এবং নিজেই সমস্ত বুঝিতে পারেন। ব্রহ্মণস্পতি যে যজমানকে সখা বলিয়া গ্রহণ করেন তাঁহার পুত্র এবং পুত্রের পুত্রও সমৃদ্ধি লাভ করে।

৩। নদী যেরূপ কুল ভেদ করে, বৃষ যেরূপ বলীবর্দ্দকে পরাভূত করে, সেইরূপ ব্রহ্মণস্পতির পরিচর্য্যাপরায়ণ যজমান নিজ সামর্থ্যে শত্রুগণকে পরাভব করেন। অগ্নিশিখাকে যেরূপ নিবারণ করা যায় না, সেইরূপ ব্রহ্মণস্পতি যে যজমানকে সখা বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাকেও নিবারণ করা যায় না।

৪। যে যজমানকে ব্রহ্মণস্পতি সখা বলিয়া গ্রহণ করেন, স্বর্গীয় জল অপ্রতিহত প্রসর হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করে, পরিচর্য্যাকারীদিগের মধ্যে সকলের পূর্ব্বে তিনিই গোধন লাভ করেন, তাঁহার বল অনিবার্য্য, তিনি বলদ্বারা শত্রুগণকে বিনাশ করেন।

৫। ব্রহ্মণস্পতি যে যজমানকে সখা বলিয়া গ্রহণ করেন, সমস্ত নদী তদভিমুখে প্রবাহিত হয়, তিনি অনবরত নানাসুখ উপভোগ করেন। তিনি সৌভাগ্যশালী ও দেবদত্তসুখ লাভ করিয়া সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হন।

---

২৬ সূক্ত।

ব্রহ্মণস্পতি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। ব্রহ্মণস্পতির স্তোতা যেন শত্রুগণকে বিনাশ করিতে পারে। দেবাকাঙ্ক্ষী যেন অদেবাকাঙ্ক্ষীকে পরাভব করিতে পারে। যিনি ব্রহ্মণস্পতিকে উত্তমরূপে তুষ্ট করেন, তিনি যেন যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ (শত্রুদিগকে) বিনাশ করিতে পারেন। যজ্ঞপরায়ণ যেন অযজ্ঞার ধন উপভোগ করে।

২। হে বীর! তুমি ব্রহ্মণস্পতির স্তুতি কর, অভিমানী শত্রুদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা কর, শত্রুদিগের সহিত সংগ্রামে মনকে দৃঢ় কর। ব্রহ্মণস্পতির জন্য হব্য সম্পাদন কর, তাহা হইলে তুমি উত্তম ধন পাইবে। আমরা ব্রহ্মণস্পতির নিকট রক্ষা ইচ্ছা করি।

৩। যে যজমান শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দেবগণের পিতা ব্রহ্মণস্পতিকে হব্যদ্বারা পরিচর্য্যা করেন, তিনি আপনার লোক ও আত্মীয়, আপনার পুত্র এবং অন্যান্য পরিচারকের সহিত অন্ন ও ধন লাভ করেন।

৪। যিনি ব্রহ্মণস্পতিকে ঘৃতবিশিষ্ট হব্যদ্বারা পরিচর্য্যা করেন, ব্রহ্মণস্পতি তাঁহাকে প্রাচীন (ঋজু) পথে লইয়া যান, তাঁহাকে পাপ হইতে রক্ষা করেন, শত্রু হইতে রক্ষা করেন, দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করেন। আশ্চর্য্যরূপ ব্রহ্মণস্পতি তাঁহার মহোপকার সাধন করেন।

---

২৭ সূক্ত।

আদিত্যগণ দেবতা। গৃৎসমদ অথবা তৎপুত্র কূর্ম্ম ঋষি।

১। আমি জুহূদ্বারা সর্ব্বদা শোভমান আদিত্যগণের উদ্দেশে ঘৃতস্রাবী স্তুতি অর্পণ করিতেছি। মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বহুব্যাপী বরুণ, দক্ষ ও অংশ আমার স্তুতি শ্রবণ করুন(১)।

২। দীপ্তিমান্, বৃষ্টিপূত, অনুগ্রহপরায়ণ, অনিন্দনীয়, হিংসারহিত ও একবিধ কর্ম্মকারী মিত্র, অর্য্যমা ও বরুণ নামক আদিত্যগণ অদ্য আমার এই স্তোত্র উপভোগ করুন।

৩। মহান্, গাম্ভীর্য্যবিশিষ্ট, দুর্দ্দমনীয়, দমনকারী ও বহুদৃষ্টিযুক্ত আদিত্যগণ প্রাণিগণের অন্তঃকরণ দেখিতে পান। দূর দেশস্থিত পদার্থও আদিত্যগণের পক্ষে নিকট।

৪। আদিত্যগণ স্থাবর ও জঙ্গমকে অবস্থাপিত করেন, সমস্ত ভুবনকে রক্ষা করেন। তাঁহারা বহু যজ্ঞবিশিষ্ট, ও অসুর্য্যকে(২) রক্ষা করেন, তাঁহারা সত্য[illegible] এবং ঋণ পরিশোধ করেন।

---

(১) এই ঋকে ছয় জন আদিত্যের নাম পাওয়া যায়। ৯ মণ্ডলের ১১৪ সূক্তে মণ্ডলের ৭২ সূক্তে দেখা যায় যে, বেদের আদিত্য সাত জন মাত্র। পরে আদিত্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, এবং শতপথ ব্রাহ্মণে এবং পুরাণ ও মহাভারতে দ্বাদশ আদিত্যের নাম আছে। ১।১৪।৩ ঋকের টীকা দেখ।

(২) সায়ণ এস্থানে "অসুর্য্য" অর্থে অসু অর্থাৎ প্রাণের হেতুভূত জল করিয়াছেন। ১।১৩৪।৫ এবং ২।২৩।২ ঋক্ দেখ।

৫। হে আদিত্যগণ! আমরা যেন তোমাদের আশ্রয় লাভ করিতে পারি। ভয় উপস্থিত হইলে তোমাদের আশ্রয় সুখ প্রদান কর। হে অর্য্যমা! হে মিত্র! হে বরুণ! তোমাদিগকে অনুসরণ করিয়া আমি যেন গর্ত্তের ন্যায় পাপ সকল পরিহার করিতে পারি।

৬। হে অর্য্যমা! হে মিত্র! হে বরুণ! তোমাদিগের পথ সুগম, কন্টক রহিত, এবং সুন্দর, হে আদিত্যগণ! সেই পথে তোমরা আমাদিগকে লইয়া যাও, মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ কর এবং বিনাশরহিত সুখ প্রদান কর।

৭। রাজমাতা অদিতি শত্রুগণকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে অন্য দেশে লইয়া যাউন, অর্য্যমা সুগমপথে আমাদিগকে লইয়া যাউন। আমরা বহুবীরবিশিষ্ট এবং হিংসারহিত হইয়া মিত্র ও বরুণের সুখ লাভ করিব।

৮। ইহারা তিন ভূমি(৩) এবং তিন দ্যুলোক(৪) ধারণ করেন, ইহাদিগের যজ্ঞের মধ্যে তিন ব্রত আছে(৫)। হে আদিত্যগণ! যজ্ঞদ্বারা তোমাদের মহিমা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। হে অর্য্যমা, মিত্র ও বরুণ! সে মহত্ত্ব অতি চারু।

৯। স্বর্ণালঙ্কারভূষিত, দীপ্তিমান্, বৃষ্টিপূত, নিদ্রারহিত, অনিমেষনয়ন, হিংসারহিত, ও সকলের স্তুতিযোগ্য আদিত্যগণ সরলস্বভাব লোকের জন্য তিন প্রকার স্বর্গীয় তেজ ধারণ করেন(৬)।

১০। হে অসুর বরুণ! তুমি, দেবতাই হউক বা মনুষ্যই হউক, সকলের রাজা। আমাদিগকে শতবর্ষ অবলোকন করিতে দাও, যেন আমরা প্রাচীনগণের উপভুক্ত আয়ুঃলাভ করিতে পারি(৭)।

---

(৩) পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ। সায়ণ।

(৪) দ্যুলোকের উপরিস্থ মহর্লোক, জনলোক ও সত্যলোক। অথবা অগ্নি, বায়ু ও সূর্য। সায়ণ।

(৫) অর্থাৎ যজ্ঞের সবনত্রয়। অথবা আদিত্যগণের রসাদান, জলধারণ ও বৃষ্টিবর্ষন রূপ তিনটি কার্য্য। সায়ণ।

(৬) অগ্নি প্রভৃতি তিনটি তেজঃ। সায়ণ। "The three bright heavenly regions for the sake of the upright man."—*Wilson*.

(৭) ঋগ্বেদের ঋষিগণ এই স্থানে ও অন্যান্য স্থানে এক শত বৎসরই মনুষ্য-পরমায়ুর সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সহস্র বৎসর জীবী ঋষি ও সত্য যুগের লোকসম্বন্ধে পৌরাণিক উপন্যাসগুলি তখনও সৃষ্ট হয় নাই।

১১। হে বাসপ্রদ আদিত্যগণ! আমরা দক্ষিণদিকও জানি না, বামদিকও জানি না, সম্মুখও জানি না, পশ্চাৎও জানি না। আমি অপরিপক্ক বুদ্ধি ও অতিশয় কাতর। তোমরা আমাকে লইয়া গেলে আমি ভয়রহিত জ্যোতি লাভ করিতে পারিব।

১২। যজ্ঞের নায়ক ও রাজা আদিত্যগণকে যিনি, হব্য প্রদান করেন, নিত্য অনুগ্রহ যাঁহার পুষ্টি বর্দ্ধন করে, সেই ব্যক্তি ধনবান, বিখ্যাত, বদান্য ও প্রশংসিত হইয়া রথে আরোহণ করিয়া যজ্ঞস্থলে গমন করেন।

১৩। তিনি দীপ্তিমান, হিংসারহিত, প্রচুর অন্নবিশিষ্ট, সুপুত্রযুক্ত হইয়া উত্তম শস্যপ্রদ জলসমীপে বাস করেন। যিনি আদিত্যগণকে অনুসরণ করেন, দূরবর্ত্তী বা নিকটবর্ত্তী শত্রু তাঁহাকে বধ করিতে পারে না।

১৪। হে অদিতি! হে মিত্র! হে বরুণ! আমরা যদি তোমাদের নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকি, সদয় হইয়া মার্জ্জনা কর। হে ইন্দ্র! আমরা যেন বিস্তীর্ণ, ভয়রহিত জ্যোতিঃ লাভ করিতে পারি, দীর্ঘ তমিস্রা যেন আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিতে না পারে।

১৫। যিনি আদিত্যগণের অনুসরণ করেন, দ্যাবাপৃথিবী উভয়ে একত্রিত হইয়া তাঁহার পুষ্টি বর্দ্ধন করে। তিনি [illegible]ভাগ্যবান, এবং স্বর্গীয় জলপ্রাপ্ত হইয়া সমৃদ্ধি লাভ করেন। তিনি [illegible] শত্রুদিগকে পরাভূত করিয়া উভয়নিবাসস্থানে(৮) গমন করেন। [illegible] উভয়ার্দ্ধই তাঁহার মঙ্গলকর হয়।

১৬। হে যজনীয় আদিত্যগণ! তোমাদের যে মায়া দ্রোহকারীর জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং যে পাশ শত্রুর জন্য গ্রথিত হইয়াছে, আমি যেন অশ্বারোহী পুরুষের ন্যায় তাহা অনায়াসে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারি। আমরা যেন হিংসারহিত হইয়া পরম সুখে বাস করিতে পারি।

১৭। হে বরুণ! আমাকে যেন কোন ধনী এবং প্রভূত দানশীল ব্যক্তির নিকট জ্ঞাতির দারিদ্রের কথা বলিতে না হয়। হে রাজা! আমার যেন নিয়মিত ধনের অভাব না হয়। আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব।

(৮) অর্থাৎ আপনার নিবাসস্থান ও শত্রুর নিবাস স্থান। সায়ণ।

২৮ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। কূর্ম বা গৃৎসমদ ঋষি।

১। কবি এবং স্বয়ং শোভমান আদিত্য (বরুণের) জন্য এই হব্য। তিনি স্বীয় মহিমাদ্বারা সমস্ত ভূতকে অভিভব করেন। দ্যুতিমান্ স্বামী বরুণ যজমানের হর্ষ উৎপন্ন করেন, আমি তাঁহার স্তুতি, যাচ্ঞা করি।

২। হে বরুণ! আমরা যেন উত্তমরূপে তোমার ধ্যান, স্তুতি, এবং পরিচর্য্যা করতঃ সৌভাগ্যশালী হইতে পারি। কিরণবিশিষ্টা উষা আগমন করিলে অগ্নির ন্যায় আমরা যেন প্রতিদিন তোমার স্তুতি করতঃ দীপ্তিমান্ হই।

৩। হে জগতের নায়ক বরুণ! তুমি অনেক বীরবিশিষ্ট, বহুলোকে তোমার স্তুতি করে, আমরা যেন তোমার গৃহে বাস করিতে পারি। হে হিংসারহিত দীপ্তিমান্ অদিতি পুত্রগণ। তোমরা আমাদের সখ্যের নিমিত্ত আমাদের অপরাধ মার্জনা কর।

৪। জগতের ধা[illegible] অদিতির পুত্র (বরুণ) প্রকৃষ্টরূপে জল সৃষ্টি করিয়াছেন। বরুণের [illegible]ায় নদী সকল প্রবাহিত হয়, উহারা বিশ্রাম করে না, নিবৃত্ত হয় না। [illegible]ারা পক্ষীদিগের ন্যায় বেগে ভূমিতে গমন করে।

৫। হে বরুণ! [illegible]মার পাপ রজ্জুর ন্যায় (আমাকে বাঁধিয়াছে) তাহা মোচন কর। আমরা যেন তোমার জলপূর্ণ নদী প্রাপ্ত হই। (গর্ভ) বয়ন কালে আমাদের তন্তু যেন ছিন্ন না হয়, যজ্ঞের মাত্রা অসময়ে যেন বিকল না হয়।

৬। হে বরুণ! আমার নিকট হইতে ভয় দূর করিয়া দাও, হে সম্রাট ও সত্যবান্! আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। বৎস হইতে বন্ধন রজ্জুর ন্যায় আমা হইতে পাপমোচন কর, কারণ তোমা হইতে পৃথক হইয়া কেহ এক নিমেষের জন্যও আধিপত্য করিতে পারে না।

৭। হে অসুর বরুণ! তোমার যজ্ঞে যাহারা অপরাধ করে, তাঁহাদিগকে যে আয়ুধ সকল হিংসা করে, আমাদিগকে যেন সে আয়ুধ হিংসা না

করে। আমরা যেন আলোক হইতে নির্ব্বাসিত না হই, আমাদের জীবনের জন্য হিংসককে বিশ্লিষ্ট কর।

৮। হে বহুস্থানোৎপন্ন বরুণ! আমরা অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে তোমার উদ্দেশে নমঃ শব্দ উচ্চারণ করিব, যেহেতু হে অহিংসনীয় বরুণ! পর্ব্বতের ন্যায় তোমাতে অচ্যুত কর্ম্ম সকল আশ্রয় করিয়া থাকে।

৯। হে বরুণ! পূর্ব্ব পুরুষেরা যে ঋণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিশোধ কর, এবং সম্প্রতি আমিও যে ঋণ করিতেছি, তাহাও পরিশোধ কর। হে বরুণ! আমাকে যেন অন্যের উপার্জ্জিত ধন ভোগ করিতে না হয়। অনেক ঊষা যেন উদিতই হয় নাই, হে বরুণ! আমরা যেন সেই সকল ঊষায় জীবিত থাকিতে পারি এরূপ আজ্ঞা কর(১)।

১০। হে রাজন্ বরুণ! আমি ভীরু, আমাকে বন্ধু অথবা জ্ঞাতি, স্বপ্নদৃষ্ট যে ভয়ঙ্কর কথা বলে তাহা হইতে রক্ষা কর। তস্কর বা বৃক আমাকে বধ করিতে চাহে, তাহাদিগের হইতে আমাকে রক্ষা কর।

১১। হে বরুণ! আমাকে যেন কোন ধনী প্রভূত দানশীল ব্যক্তির নিকট জ্ঞাতির দারিদ্র্যের কথা বলিতে না হয়। হে রাজা! আমার যেন নিয়মিত ধনের অভাব না হয়। আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব(২)।

(১) ঋণ থাকিলে তাহার পক্ষে ঊষা উদয় ও অনুদয় প্রায়ই এক, অতএব ঋষি বলিয়াছেন অনেক ঊষাই উদিত হয় নাই। সায়ণ। প্রাচীন ঋষিরা ও পৈতৃক ও আত্মকৃত ঋণের ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন।

(২) ২৭ ও ২৮ ও ২৯ সূক্তে অনেকগুলি পবিত্র চিন্তা, পাপক্ষয়ের জন্য অনেক হৃদয়গ্রাহী স্তুতি লক্ষিত হয়। বরুণের অনেক স্তুতিতেই এইরূপ লক্ষিত হয়। ১।২৫।১০ ঋকের টীকা দেখ। এই ২৮ সূক্তের ৭ ঋকে এবং ২৭ সূক্তের ১০ ঋকে বরুণকে "অসুর" বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

২১ সূক্ত।

বিশ্বদেব দেবতা। কূর্ম্ম বা গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে ব্রতকারী, শীঘ্রগমনশীল, সকলের প্রার্থনীয় আদিত্যগণ গুপ্ত প্রসবিনীর (গর্ভের ন্যায়) আমার অপরাধ দূরদেশে নিক্ষেপ কর(১) হে মিত্র ও বরুণ! তোমাদের মঙ্গলকার্য্য আমি অবগত হইয়া রক্ষার্থ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি, তোমরা আমাদের (স্তুতি) শ্রবণ কর

২। হে দেবগণ! তোমরা অনুগ্রহকারী ও তোমরাই বল, তোমরা দ্বেষকারিদিগকে আমাদিগের নিকট হইতে পৃথক্ কর, তোমরা শত্রুহিংসক শত্রুদিগকে পরাভব কর। বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎকালে আমাদিগকে সুখী কর।

৩। হে দেবগণ! এক্ষণে অথবা পরে আমরা তোমাদের কি কার্য্যসাধন করিতে পারি। হে ব[সুগণ]! সনাতন প্রাপ্তব্য কার্য্যদ্বারা আমরা তোমাদের কি কার্য্যসাধন করি[তে পা]রি। হে মিত্রাবরুণ! হে অদিতি! হে ইন্দ্র ও মরুৎগণ! তোমরা আমাদের মঙ্গল কর।

৪। হে দেবগণ! তোমারাই আমাদের বন্ধু, আমি তোমাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি সদয় হও। তোমাদের রথ আমাদের যজ্ঞে (আসিতে) যেন মন্দগতি না হয়। তোমাদের ন্যায় বন্ধু পাইয়া আমরা যেন শ্রান্ত না হই।

৫। হে দেবগণ! তোমাদের মধ্যে একজন হইয়া আমি অনেক পাপ নষ্ট করিয়াছি, পিতা যেরূপ অপথগামী পুত্রকে উপদেশ দান করেন, সেইরূপ তোমরা আমাকে উপদেশ দান করিয়াছ। হে দেবগণ! তোমাদের পাশ সকল ও পাপ সকল দূরে অবস্থিত হউক। (ব্যাধ) যেরূপ শাবকের সম্মুখে পক্ষীকে (হিংসা করে) সেইরূপে আমাকে হিংসা করিও না।

---

(১) মূলে "রহসূঃ ইব" আছে। "রহসি অন্যৈরজ্ঞাতে প্রদেশে সূয়তে ইতি রহসূঃ ব্যভিচারিণী। সা যথা গর্ভং পাতয়িত্বা দূরদেশে পরিত্যজতি তদ্বৎ।" সায়ণ।

৬। হে পূজনীয় দেবগণ! অদ্য আমাদের অভিমুখে আগমন কর। আমি ভীত হইয়া তোমাদের হৃদয়াবস্থিত আশ্রয় লাভ করিব। হে দেবগণ! বৃকের হস্তে বধ হইতে আমাদের রক্ষা কর। হে পূজনীয়গণ! যে আমাদিগকে আপদে ফেলিয়া দেয়, তাহার হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

৭। হে বরুণ! আমাকে যেন কোন ধনী এবং প্রভূতদানশীল ব্যক্তির নিকট জ্ঞাতির দারিদ্র্যের কথা বলিতে না হয়। হে রাজা! আমার যেন নিয়মিত ধনের অভাব না হয়। আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব।

---

৩০ সূক্ত।

দেবতা (১) ঋক্ হইতে ৫ পর্য্যন্ত) ইন্দ্র। (৬) সোম ও ইন্দ্র। (৭) ইন্দ্র। (৮) সরস্বতী ও ইন্দ্র। (৯) বৃহস্পতি। (১০) ইন্দ্র। (১১) মরুৎগণ। গৃৎসমদ ঋষি।

১। বৃষ্টিকারী দ্যুতিমান্, সকলের প্রেরণী অহিবিনাশক ইন্দ্রের যাগার্থ জল কখনও বিরত হয় না, তাহাদের স্রোত প্রত্যহ চলিতেছে। কোন্ সময় তাহাদের প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল?

২। জননী (অদিতি) অভিজ্ঞ ইন্দ্রকে, যে ব্যক্তি বৃত্রের উদ্দেশে অন্নপ্রদান করিয়াছিল, তাহার কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। ইন্দ্রের ইচ্ছানুসারে নদীসমূহ তাহাদের পথ খনন করিতে২ প্রতিদিন সমুদ্রের অভিমুখে গমন করে।

৩। যেহেতু বৃত্র অন্তরীক্ষে উন্নত হইয়া সমুদয় পদার্থকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল, অতএব ইন্দ্র তাহার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। বৃত্র বৃষ্টিপ্রদ মেঘে আচ্ছাদিত হইয়া ইন্দ্রের অভিমুখে প্রধাবিত হইল; তখন তীক্ষ্ণায়ুধধারী ইন্দ্র শত্রুকে জয় করিলেন।

৪। হে বৃহস্পতি! বজ্রের ন্যায় দীপ্ত অস্ত্রদ্বারা বৃকদ্বর(১) অসুরের পুত্রদিগকে বিদ্ধ কর। হে ইন্দ্র! পূর্ব্বকালে তুমি যেমন বলদ্বারা শত্রুদিগকে জয় করিয়াছিলে এক্ষণে সেইরূপ আমাদের শত্রুদিগকে বিনাশ কর।

---

(১) "বৃকদ্বরসঃ অসুরস্য" অর্থাৎ "শব্দকারস্য অসুরস্য।" সায়ণ।

৫। [illegible] তুমি [illegible] [illegible] স্তোতাগণ তোমার স্তব করিত তুমি [illegible] [illegible] বিনাশ করিয়াছিলে, সেই প্রস্তরবৎ কঠিন (বজ্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কর। আমরা যাহাতে প্রভূত পুত্র পৌত্র ও [illegible] লাভ করিতে পারি, তুমি [illegible] আমাদিগের সমৃদ্ধি [illegible] কর।

৬। [illegible] ও সোম! তোমরা যাহাকে হিংসা কর, সেই দ্বেষকারীকে [illegible] কর; তোমরা যজমানদিগকে শত্রুগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ কর। হে ইন্দ্র [illegible] সোম! তোমরা আমাকে রক্ষা [illegible] এই ভয়স্থানে [illegible] স্থান [illegible] [illegible]।

৭। [illegible] আমাকে ক্লেশ দান না করেন, শ্রান্ত না করেন [illegible] না করেন। আমরা যেন কখন বলি না, যে সোমাভিষব করিও না। ইন্দ্র আমার অভিলাষ পূরণ করেন, অভীষ্ট দান করেন [illegible] অবগত হয়েন, [illegible] গোসমূহ লইয়া অভিষবকারীর নিকট উপস্থিত হয়েন।

৮। হে সরস্বতী! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর, মরুৎগণের সহিত একত্রিত হইয়া দৃঢ়তা [illegible]কারে শত্রুদিগকে জয় কর। ইন্দ্র শূরাভিমানী স্পর্দ্ধাবান্ শণ্ডিকদিগের (২) প্রধানকে হনন করিয়াছিলেন।

৯। হে বৃহস্পতি! যে অন্তর্হিত দেশে লুক্কায়িত হইয়া আমাদিগের প্রাণনাশ করিতে অভিলাষী, তাহাকে অন্বেষণ করতঃ তীক্ষ্ণাস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ কর; আয়ুধদ্বারা আমাদের শত্রুদিগকে জয় কর। হে রাজা বৃহস্পতি! দ্রোহকারীর বিরুদ্ধে প্রাণনাশক বজ্র চারিদিকে নিক্ষেপ কর।

১০। হে শূর ইন্দ্র! আমাদের শত্রুনাশক শূরগণের সহিত তোমা[র] সম্পাদ্য বীরকার্য্য সকল সম্পন্ন কর। আমাদের শত্রুরা বহুদিন গর্ব্বপূ[র্ণ]

(২) শণ্ডিকগণ কাহারা? বোধ হয় আর্য্যগণের কোন শত্রু জাতি হইবে। ইহার পরের দুইটী ঋকেও সেই অনার্য্য শত্রুদিগের কথা বলা হইতেছে। সায়[ণ] লিখিয়াছেন "শণ্ডামর্কৌ অসুরপুরোহিতৌ।" কিন্তু অসুর পুরোহিত শণ্ডামর্কের পৌরাণিক গল্প ঋগ্বেদ রচনার সময় কল্পিত হয় নাই, এবং শণ্ডামর্কের নাম সমস্ত ঋগ্বেদ সংহিতার মধ্যে কোনও স্থানেই নাই।

হইয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাদের ধন আমাদিগকে প্রদান কর।

১১। হে মরুৎগণ! আমরা সুখাভিলাষে স্তুতি ও নমস্কার দ্বারা তোমাদের দৈব ও আনুপূর্ব্বিক ও একীকৃত বলের স্তুতি করি। যেন আমরা প্রত্যহ বীরবিশিষ্ট অপত্য সমন্বিত প্রশংসনীয় ধন উপভোগ করিতে পারি।

---

৮ ৩১ সূক্ত।

বিশ্বদেব দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। যখন আমাদের রথ অন্নাভিলাষী, মরুদ্ভ্র ... গণের ন্যায় নিবাসস্থান হইতে অন্য স্থান গমন করে, তখন, হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা আদিত্য রুদ্র ও বসুগণের সহিত মিলিত হইয়া উহা রক্ষা কর।

২। হে সমান প্রীতিযুক্ত দেবগণ! একত্র আমাদের রথ রক্ষা কর, উহা অন্ন অন্বেষণে জনপদে গমন করিয়াছে। ... যোজিত অশ্বসকল পাদক্ষেপ দ্বারা পথ অতিক্রম করিতেছে, এবং ... ভূমির উন্নত প্রদেশ আঘাত করিতেছে।

৩। অথবা সর্ব্বদর্শী ইন্দ্র মরুৎগণের পরাক্রমে উক্ত কর্ম্ম ... রতঃ স্বর্গলোক হইতে আগমন করতঃ হিংসা ... আশ্রয় দান ... ধন ও অন্নলাভের জন্য আমাদের রথের অনুকূল হউন।

৪। অথবা ভুবনের সেবনীয় সেই ত্বষ্টাদেব দেবপত্নীগণের সহিত প্রীতিযুক্ত হইয়া আমাদের রথ চালিত করুন। ইলা, মহাদীপ্তিমান্ ভগ, দ্যাবাপৃথিবী, বহুধী পূষা ও (সূর্য্যার) দুই স্বামী অশ্বিদ্বয় আমাদের এই রথ চালিত করুন।

৫। অথবা প্রসিদ্ধা, দ্যুতিমতী, সুভগা, পরস্পর দর্শিনী ও জীবগণের প্রেরণকর্ত্রী উষা ও নক্ত (আমাদের রথ চালিত করুন)। হে আকাশ ও

পৃথিবী। তোমাদের দুইজনকে নূতন স্তুতিদ্বারা স্তব করিতেছি, স্থাবর অন্ন প্রদান করিতেছি, আমার তিন প্রকার অন্ন আছে(১)।

৬। হে দেবগণ! তোমরা আমাদের স্তুতিকামনা কর, আমরা তোমাদের স্তুতি করিতে ইচ্ছা করি। অহির্বুধ্ন্য, অজ একপাৎ, ত্রিত, ঋভুক্ষা ও সবিতা(২) আমাদিগকে অন্ন প্রদান করুন। শীঘ্রগামী জলের নপ্তা (অগ্নি) আমাদের স্তুতিদ্বারা প্রীত হউন।

৭। [illegible]য় বিশ্বদেবগণ! আমি তোমাদের স্তুতি উচ্চারণ করিতে বাসনা করি। তোমরা সর্ব্বাপেক্ষা স্তুতিযোগ্য, অন্ন ও বলাভিলাষী মনুষ্যগণ তোমাদের জন্য স্তুতি রচনা করিয়াছে। রথের অশ্বের ন্যায়, তোমাদের দল আমাদের [illegible] আগমন করুক।

---

৩২ সূক্ত।

দেবতা (১) ঋকের দ্যাবাপৃথিবী। (২ ও ৩) ইন্দ্র। (৪ ও ৫) রাকা। (৬ ও ৭) সিনি[illegible] (৮) ছয় জন দেবী। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে দ্যাবাপৃ[illegible] যে স্তোতা যজ্ঞ করিতে ও তোমাদিগকে প্রীত করিতে ইচ্ছা করে, তো[illegible] তাহাদের আশ্রয়স্বরূপ হও। তোমাদের অন্ন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। [illegible]াবাপৃথিবীকে সকলে স্তব করে, আমি অন্নকাম হইয়া মহা স্তোত্রদ্বারা তো[illegible]মাদের স্তব করিব।

২। হে ইন্দ্র! শত্রু[illegible] গুপ্তমায়া আমাদিগকে যেন দিবসে অথবা রাত্রিতে হিংসা করিতে না পারে। আমাদিগকে কষ্টদায়ক শত্রুসেনার বশীভূত করিও

---

(১) যবাদি, পশু, [illegible]সোম এই তিন প্রকার। সায়ণ। স্থাবর অন্ন অর্থাৎ "ব্রীহ্যাদেঃ স্থাবরস্য [illegible]ন্নস্য।" সায়ণ। "Standing corn."—*Wilson.*

(২) সায়ণাচার্য্যের মতে "বুধ্ন্য" শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষে জাত, অহির্বুধ্ন্য শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষেজাত অহিনামক দেবতা। তিনি বলেন অজ একপাৎ অর্থে সূর্য্য Roth ও Böhtlingk তাঁহাদিগের জগদ্বিখ্যাত অভিধানে বলেন "অহির্বুধ্ন্য" অন্তরীক্ষচারী অহি, এবং "অজ একপাৎ" এক পদ বিশিষ্ট বায়ু দেব। পুরাণে অহির্বুধ্ন্য ও অজ একপাৎ দুইজন রুদ্রের নাম ১। ৪৫। ১ ঋকের টীকা দেখ। ত্রিত সম্বন্ধে ১। ৫২। ৫ ঋকের টীকা দেখ। সায়ণ ত্রিত শব্দটি বিশেষণ বিবেচনা করিয়াছেন। ঋভুক্ষা অর্থে সায়ণ উরুনিবাস ইন্দ্র করিয়াছেন।

না, আমাদিগের বন্ধুতা বিযুক্ত করিও না, মনে মনে আমাদের সুখ আকাঙ্ক্ষা করতঃ আমাদের সখ্যের কথা মনে করিও, আমরা তোমার নিকট ইহাই যাচ্ঞা করি।

৩। হে ইন্দ্র! ক্রোধরহিত মনে সুখকরী, দুগ্ধবতী, স্থূলকলেবরা দৃঢ়াঙ্গী ধেনুকে লইয়া আইস। হে ইন্দ্র! তোমাকে সকলে আহ্বান করে, তুমি পদব্রজে দ্রুতগামী, এবং দ্রুতভাষী, আমি রাত্রিদিন তোমার স্তব করি।

৪। আমি উৎকৃষ্ট স্তুতিদ্বারা আহ্বান যোগ্য রাকা(১) দেবীকে অহ্বান করি। তিনি সুভগা, আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন, এবং নিজেই আমাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া অচ্ছিদ্যমান সূচিদ্বারা আমাদের কর্ম্ম ব্যয়ন করুন, এবং বিক্রান্ত, বহুধনবিশিষ্ট ও বীর্য্যবান্ পুত্র দান করুন(২)।

৫। হে রাকা দেবি! তোমার যে সুন্দর অনুগ্রহদ্বারা তুমি হব্য দাতাকে ধন দান কর, অদ্য প্রসন্নমনে সেই অনুগ্রহের সহিত আগমন কর। হে শোভনভাগ্যবতি! তুমি সহস্র প্রকারে আমাদের পুষ্টিবর্দ্ধন করিয়া থাক।

৬। হে পৃথুজঘনা সিনীবালী(৩)! তুমি দেবগণের ভগিনী, প্রদত্ত হব্য সেবা কর, এবং আমাদের অপত্য উপচিত কর।

৭। সিনীবালী সুবাহু, সুন্দর অঙ্গুলিবিশিষ্টা, সুপ্রসবিনী, এবং বহু প্রসবিত্রী, সেই লোকপালিকা সিনীবালীর উদ্দেশে হব্য প্রদান কর।

৮। যিনি গুঙ্গু(৪), যিনি সিনীবালী, যিনি রাকা, এবং যিনি সরস্বতী, তাঁহাদিগকে আহ্বান করি। আমি আশ্রয়ের জন্য ইন্দ্রাণীকে এবং সুখের জন্য বরুণানীকে আহ্বান করি।

---

(১) "সম্পূর্ণচন্দ্রা পৌর্ণমাসী রাকা।" সায়ণ। পূর্ণিমা রাত্রির নাম রাকা।

(২) "She is, however, closely connected with parturition, as she is asked to 'sew the work' (apparently the formation of the embryo) 'with an unfailing needle', and to bestow a son with abundant wealth."—Muir's *Sanscrit Texts*, vol. V (1884), p. 346.

(৩) "দৃষ্টচন্দ্রমামাবস্যা সিনীবালী।" সায়ণ। নৈরুক্তগণ বলেন সিনীবালী ও কুহূ দুই জন দেবপত্নী; যাজ্ঞিকগণ বলেন তাহারা দুই আমাবস্যা। নিরুক্ত ১১। ৩১। "Sinivali is, however, also connected with parturition." —Muir's *Sanscrit Texts*, vol. V (1884), p. 346.

(৪) এখানে "গুঙ্গু" শব্দদ্বারা রাকা ও সিনীবালীর সহচরী "কুহূ" বুঝাইতেছে। সায়ণ। কুহূ সম্বন্ধে উপরের টীকা দেখ; কুহূর নাম ঋগ্বেদে কোনও স্থানে নাই।

৩৩ সূক্ত।

রুদ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে মরুৎগণের পিতা (রুদ্র)! তোমার প্রদত্ত সুখ আমাদের নিকট আগমন করুক, তুমি সূর্য্য দর্শন হইতে আমাদিগকে পৃথক্ করিও না, আমাদের বীর পুত্রগণ শত্রুদিগকে অভিভূত করুক। হে রুদ্র! আমরা যেন পুত্র পৌত্রাদিতে অনেক হইয়া উঠি।

২। হে রুদ্র! আমরা যেন তোমার দত্ত সুখকর ওষধিদ্বারা শতবর্ষ জীবিত থাকিতে পারি। তুমি আমাদের শত্রুগণকে বিনাশ কর, আমার পাপ একেবারে বিদূরিত কর, এবং সর্ব্বশরীরব্যাপী ব্যাধিপুঞ্জকেও বিদূরিত কর।

৩। হে রুদ্র! [illegible] ঐশ্বর্য্যে সকলের শ্রেষ্ঠ। হে বজ্রবাহু! প্রবৃদ্ধগণের মধ্যে তুমি অতি[illegible]বৃদ্ধ, তুমি আমাদিগকে পাপের পরতীরে লইয়া যাও, পাপ যেন আ[illegible]নিকট না যায়।

৪। হে অভী[illegible] রুদ্র! আমরা যেন অন্যায় নমস্কারদ্বারা অথবা অন্যায় স্তুতিদ্বারা [illegible]া (বিসদৃশ দেবগণের) সহিত আহ্বানদ্বারা তোমাকে ক্রুদ্ধ না করি। তুমি আমাদের পুত্রগণকে ওষধিদ্বারা পরিপুষ্ট কর, আমি শুনিয়াছি, তুমি ভিষক্‌গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

৫। যে রুদ্র হব[illegible]লিত আহ্বানদ্বারা আহূত হয়েন, আমি স্তোত্রদ্বারা তাঁহাকে অপগত[illegible] করিব। কোমলোদর, শোভন আহ্বানবিশিষ্ট বভ্রুবর্ণ, ও সুনাসিক [illegible] আমাদিগকে যেন তাঁহার হিংসাবৃত্তির বিষয়ীভূত না করেন।

৬। আমি প্রার্থনা করিতেছি, অভীষ্টবর্ষী মরুৎবিশিষ্ট রুদ্র আমাকে দীপ্ত অন্নদ্বারা তৃপ্ত করুন। রৌদ্রতপ্ত ব্যক্তি যেরূপ ছায়া লাভ করে, আমি সেইরূপ পাপশূন্য হইয়া রুদ্রদত্ত সুখ লাভ করিব, এবং রুদ্রের পরিচর্য্যা করিব।

৭। হে রুদ্র! তোমার সেই সুখপ্রদ হস্ত কোথায়, যে হস্তে তুমি ভৈষজ প্রস্তুত করিয়া সকলকে সুখী কর। হে অভীষ্টবর্ষী রুদ্র! তুমি দৈব-পাপের বিনাশক হইয়া আমাকে শীঘ্রই ক্ষমা কর।

৮। বভ্রুবর্ণ, অভীষ্টবর্ষী, শ্বেত আভাযুক্ত রুদ্রের উদ্দেশে অতি মহৎ স্তুতি উচ্চারণ করি। হে স্তোতা! তেজোবিশিষ্ট রুদ্রকে নমস্কার দ্বারা পূজা কর, আমরা তাঁহার উজ্জ্বলনাম সংকীর্ত্তন করি।

৯। দৃঢ়াঙ্গ, বহুরূপ, উগ্র ও বভ্রুবর্ণ রুদ্র দীপ্ত হিরণ্ময় অলঙ্কারে শোভিত হইতেছেন। রুদ্র সমস্ত ভুবনের অধিপতি এবং ভর্ত্তা, তাঁহার বল পৃথক্‌কৃত হয় না।

১০। হে অর্চনার্হ! তুমি ধনুর্ব্বাণধারী; হে অর্চনার্হ! তুমি নানারূপ-বিশিষ্ট ও পূজনীয় নিষ্ক ধারণ করিয়াছ; হে অর্চনার্হ! তুমি সমস্ত বিস্তীর্ণ জগৎকে রক্ষা করিতেছ, তোমা অপেক্ষা অধিক বলবান্ আর কেহ নাই।

১১। হে স্তোতা! প্রখ্যাত, রথস্থিত, [illegible] পশুর ন্যায় ভয়ঙ্কর ও শত্রুদিগের বিনাশক, উগ্র রুদ্রকে স্তব কর। [illegible]! আমরা স্তব করিলে তুমি আমাদিগকে সুখীকর, তোমার সেনা শত্রুকে [illegible]শ করুক।

১২। পিতা আশীর্ব্বাদ করিবার সময় পু[illegible]রূপ তাঁহাকে নমস্কার করে, সেইরূপ হে রুদ্র! তুমি আসিবার সময় [illegible] তোমাকে নমস্কার করিতেছি। হে রুদ্র! তুমি বহুধনদাতা এবং সাধু[illegible]কের পালক, আমরা স্তব করিলে তুমি আমাদিগকে ঔষধ প্রদান কর।

১৩। হে মরুৎগণ! তোমাদের যে নির্ম্মল ঔষধ আছে, হে অভীষ্ট-বর্ষিগণ, তোমাদের যে ঔষধ অত্যন্ত সুখকর ও সুখপ্র[illegible] যে ঔষধ আমাদের পিতা মনু মনোনীত করিয়াছিলেন, রুদ্রের সেই [illegible]কর, ভয়হারী ঔষধ আমরা কামনা করিতেছি।

১৪। রুদ্রের হেতি আমা[illegible]র পরিত্যাগ করিয়া যাউক। দীপ্ত-রুদ্রের মহতী দুর্ম্মতিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাউক। হে সেচনসমর্থ রুদ্র! (ধনবান্ যজমানগণের) প্রতি তোমার ধনুর জ্যা শিথিল কর, এবং আমাদের পুত্র ও পৌত্রদিগকে সুখী কর।

১৫। হে অভীষ্টবর্ষী, বভ্রুবর্ণ, দীপ্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ ও আমাদের আহ্বান শ্রবণকারী রুদ্র! তুমি আমাদের সম্বন্ধে এস্থলে এইরূপ বিবেচনা করিও, যেন আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হও, এবং আমাদিগকে বিনাশ না কর, আমরা পুত্র পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব।

---

৩৪ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। মরুৎগণ (জল) ধারায় অন্তরীক্ষ আবৃত করেন। তাঁহাদের বল (অন্যকে) পরাজিত করে, তাঁহারা পশুর ন্যায় ভয়ঙ্কর ও বলদ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত করেন তাঁহারা [illegible] ন্যায় দীপ্তিমান্ এবং জলে পরিপূর্ণ, তাঁহারা ভ্রমণকারী মেঘকে ইতস্ততঃ প্রেরণকরতঃ জল অপাবৃত করেন।

২। হে সুবর্ণবক্ষ [illegible]গণ! যেহেতু সেচন সমর্থ রুদ্র পৃথ্বীর নির্ম্মল উদরে তোমাদিগকে উৎ[illegible] করিয়াছেন(১), অতএব আকাশ যেরূপ নক্ষত্রে শোভিত হয়, তোমরা [illegible] ইরূপ স্বীয় আভরণে শোভিত হও। তোমরা শত্রুভক্ষক ও জলপ্রেরক [illegible]মরা মেঘস্থ বিদ্যুতের ন্যায় শোভিত হও।

৩। যুদ্ধে তুরঙ্গের ন্যায় মরুৎগণ বিশাল ভুবনকে সিক্ত করিতেছেন। তাঁহারা অশ্বে আরোহণকরতঃ শব্দায়মান (মেঘের) কর্ণের নিকট দিয়া দ্রুতবেগে গমন করেন। হে মরুৎগণ! তোমরা হিরণ্য সিপ্র(২) ও সমান

---

(১) মূলে "উধ[illegible]" আছে উধঃ অর্থে স্তন, এখানে উদর। মরুৎগণের মাতা পৃথ্বী সম্বন্ধে ১।২৩।[illegible]কের টীকা দেখ।

(২) "সিপ্র" অ[illegible] সায়ণ অন্যান্য স্থানে নাসিকা বা হনু করিয়াছেন, কিন্তু এখানে শিরস্ত্রাণ অর্থ করিয়াছেন। ৫।৫৪।১১।৫৮।[illegible] ২৫ ঋক পড়িলে স্পষ্টই দেখা যায় যে শিরস্ত্রাণ অর্থে "সিপ্র" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। Aufrecht বলেন "Visor" নামক শিরস্ত্রাণ হনুদ্বয়ের ন্যায় খোলা যায় এবং বন্ধ করা যায়, সেই জন্য সিপ্র শব্দ এইরূপ শিরস্ত্রাণও বুঝায়। কিন্তু ভারতবর্ষে Visor শিরস্ত্রাণের ব্যবহার ছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না।

ক্রোধযুক্ত; তোমরা (বৃক্ষাদি) কম্পিত করিতেছ; তোমরা পৃষতী মৃগ(৩) আরোহণ করিয়া অন্নার্থে গমন কর।

৪। মরুৎগণ মিত্রের ন্যায় হব্যযুক্ত যজমানের জন্য সর্ব্বদা সমস্ত জল বহন করিতেছেন। তাঁহারা দানশীল, পৃষতীযুক্ত, অক্ষয়, অন্নযুক্ত এবং অকুটিলগামী অশ্বের ন্যায় পথবাহীদিগের অগ্রে গমন করেন।

৫। হে সমানক্রোধবিশিষ্ট, দীপ্তিমান্ আয়ুধযুক্ত মরুৎগণ! হংস যেরূপ নিজ নিবাসস্থানে গমন করে, সেইরূপ তোমরা দীপ্তিমান্ মহোধঃ বিশিষ্ট ধেনুযুক্ত হইয়া(৪) বিঘ্নরহিত পথে মধুর (সোমরসজনিত) হর্ষলাভের জন্য আগমন কর।

৬। হে সমানক্রোধবিশিষ্ট মরুৎগণ! তোমরা স্তোত্রে যেরূপ আইস আমাদিগের অভিষুত অন্নের নিকট সেইরূপ আগমন কর, অশ্বীর ন্যায় ধেনুর উধঃ পুষ্টকর এবং যজমানের যজ্ঞ অন্নযুক্ত কর।

৭। হে মরুৎগণ! তোমরা আমাদিগকে [illegible]বিশিষ্ট (পুত্র) প্রদান [illegible]সে তোমাদের আগমন সময়ে প্রত্যহ তোমাদের গুণকীর্ত্তন [illegible]বে। তোমরা স্তোতৃগণকে অন্নপ্রদান কর, [illegible] যুদ্ধকালে স্তোত্রকারীকে দানশীলতা, যুদ্ধকৌশল, জ্ঞান, এবং অ[illegible] ও অতুল বল প্রদান কর।

৮। মরুৎগণের বক্ষঃস্থলে দীপ্ত আভরণ আ[illegible] এবং তাঁহাদের দান সকলের সুখকর। তাঁহারা যখনই রথের অগ্রভা[illegible] অশ্বযোজিত করেন তখনই ধেনু যেরূপ বৎসের জন্য (দুগ্ধদান করে) সেইরূপ তাঁহারা হব্যদায়ী যজমানের জন্য তাঁহার গৃহে প্রচুর অন্ন দান করেন।

৯। হে মরুৎগণ! যে মনুষ্য বৃকের ন্যায় আ[illegible]দের শত্রুতাচরণ, করে, হে বসুগণ! সেই হিংসকের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর; তাহাকে

(৩) পৃষতী ম[illegible]ণের বাহন ১।৩৭।২ টীকা দেখ। পৃষতী অর্থে সায়ণ কখন বিন্দুচিহ্নিত মৃগ এবং কখন বিন্দুচিহ্নিত অশ্ব করিয়াছেন, ৫।৫৫।৬ ঋকের সায়ণের ব্যাখ্যা দেখ। "Aufrecht বলেন পৃষতী অর্থে অশ্বী। Max Muller বলেন খচিবর্ণ মৃগ ও অশ্ব উভয় অর্থেই এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। Trans. of Rig Veda, vol. I, p. 59 (1869). Roth ও এইরূপ বলেন।

(৪) অর্থাৎ মহাজলস্রোতবিশিষ্ট মেঘগণের সহিত। সায়ণ।

তাপপ্রদ চক্রদ্বারা চারিদিকে প্রতিনিবর্ত্তিত কর। হে রুদ্রগণ! তোমরা তাহার অস্ত্রসকল দূরে নিক্ষেপ করিয়া বিনাশ কর।

১০। হে মরুৎগণ! তোমরা যখন পৃথ্বীর ঊধঃ দোহন করিয়াছিলে, যখন স্তুতিকারীর নিন্দুককে হিংসা করিয়াছিলে, এবং ত্রিতের শত্রুদিগকে বধ করিয়াছিলে, হে অহিংসনীয় রুদ্রপুত্রগণ! সে সময়ে তোমাদিগের বিচিত্র ক্ষমতা সকলেই জানিয়াছিল।

১১। হে মহানুভব মরুৎগণ! তোমরা সর্ব্বদা যজ্ঞস্থলে গমন কর। আমরা অভিষুত ও প্রার্থনীয় (সোম) সম্পাদিত হইলে তোমাদিগকে আহ্বান করি, এবং স্তবকরতঃ ও স্রুক্ উত্তোলন করিয়া স্বর্ণবর্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তুতিযোগ্য মরুৎগণের নিকট প্রশংসনীয় ধন যাচ্ঞা করি।

১২। সেই দ[illegible] (মরুৎগণ)(৫) প্রথমে যজ্ঞ বহন করিয়াছিলেন। ঊষা প্রভাত হইলে ম[illegible]ৎগণ আমাদিগকে (যজ্ঞাদিতে) প্রবর্ত্তিত করুন। ঊষা যেরূপ অরুণবর্ণ কি[illegible]লে কৃষ্ণবর্ণা রাত্রিকে অপসারিত করেন, সেইরূপ মরুৎগণ বৃহৎ, দী[illegible], জলস্রাবী জ্যোতিঃদ্বারা অন্ধকার অপসারিত করেন।

১৩। রুদ্রপুত্র ম[illegible]ণ ক্ষোণী(৬) এবং অরুণবর্ণ অলঙ্কারে [illegible] হইয়া জলের নিবাসভূত মেঘে[illegible]দ্ধত হইয়াছেন। সর্ব্বত্র প্রভাববিশিষ্ট বলদ্বারা মেঘ হইতে জলাকর্ষণ [illegible] মরুৎগণ প্রীতিকর এবং মনোহর লাবণ্য ধারণ করিতেছেন।

১৪। আমরা র[illegible]র্থ মরুৎগণের নিকট মহৎ বরণীয় ধন যাচ্ঞা করতঃ এই স্তোত্র[illegible] তাঁহাদের স্তব করিতেছি। ত্রিত অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য চক্র[illegible]রা সেই মুখ্য পঞ্চ হোতৃগণকে আবর্ত্তিত করিয়াছেন(৭)।

(৫) দশগ্ব শব্দের ১।৬২।৪ ঋকের টীকা দেখ। সায়ণ ব[illegible]কালে আদিত্যগণ ও অঙ্গিরাগণ সর্ব্বপ্রথমে কে স্বর্গে যাইবেন এই বিষয় লইয়া বিবাদ করায় অঙ্গিরাগণ জয়লাভ করেন; এ ঋকের দশগ্ব সেই অঙ্গিরারূপী মরুৎগণ।

(৬) "বীণাবিশেষৈঃ।" সায়ণ।

(৭) সায়ণের মতে পঞ্চ মরুৎ শব্দে প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান বুঝায়।

১৫। হে মরুৎগণ! তোমরা যে আশ্রয় দানদ্বারা আরাধনাকারী যজমানকে পাপ হইতে রক্ষা কর, যাহাদ্বারা স্তোতাকে শত্রুর হস্ত হইতে মুক্ত কর, হে মরুৎগণ! তোমাদের সেই আশ্রয় আমাদের অভিমুখে আগমন করুক। তোমাদের অনুগ্রহ হাম্বারবকারিণী ধেনুর ন্যায় আমাদের অভিমুখে আগমন করুক।

---

৩৫ সূক্ত।

অপাং নপাৎ দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। আমি অন্নাভিলাষে এই স্তুতি উচ্চারণ করিতেছি। শব্দকারী ও শীঘ্রগামী অপাং নপাৎ নামক দেবতা(১) আমাকে প্রচুর অন্ন দান করুন, ও সুন্দররূপবিশিষ্ট করুন, আমি তাঁহারই স্তুতি করিতেছি, তিনি স্তুতি ভাল বাসেন।

২। আমরা তাঁহার জন্য হৃদয় হইতে আবির্ভূত এই মন্ত্র উত্তমরূপে উচ্চারণ করিব, তিনি তাহা বারম্বার অবগত হউন। স্বামী অপাং নপাৎ নিজবল মহিমায়(২) সমস্ত ভুবনকে উৎপন্ন করিয়াছেন।

৩। কোন কোন জল একত্র মিলিত হয়, অন্য জল তাহাদের সহিত মিলিত হয়; উহারা সকলে নদী হইয়া অনল(৩) প্রীত করে। বিশুদ্ধ জলসমূহ নির্ম্মল, দীপ্তিমান্, অপাং নপাৎ নামক দেবতার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া থাকে।

---

(১) অর্থাৎ জলের পৌত্র অগ্নি। জল হইতে শস ... দি জন্মায় এবং তাহা হইতে অগ্নি জন্মায়, এই জন্য অগ্নি জলের পৌত্র। সায় ... ১। ২২। ৬ ঋকে সায়ণ এই শব্দের অন্য রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং তদনুসারে ৬... সেই স্থানে "অপাং নপাৎ" অর্থে "জল শোষক সবিতা" এই রূপ অনুবাদ কা... ছি।

(২) মূলে "অসুর্য্যস্য মহ্না" আছে। সায়ণ এখানে "অসুর্য্য" অর্থে শত্রুক্ষেপণকারী বল করিয়াছেন, ১। ৩৫। ৭, ৫। ৩২। ২৩। ২। ২২। ২৭। ৪ দেখ।

(৩) মূলে "ঊর্বং" আছে। "সমুদ্রমধ্যে বর্ত্তমানং বাড়বানলং।" সায়ণ। কিন্তু এ ঋকে নদীর কথা আছে, সমুদ্রের কথা নাই, অতএব নদীর মধ্যস্থ অনল এই অর্থই সঙ্গত। ঋগ্বেদে নদী, গর্ভস্থ অগ্নির বারং উল্লেখ আছে। ১। ২২। ২০ ও ২০ ঋক্ দেখ।

৪। দর্পরহিতা যুবতী জলসংহতি যুবার ন্যায় অপাং নপাৎ নামক দেবতাকে অলঙ্কৃত ও পরিবেষ্টিত করেন। ইন্ধন রহিত, ঘৃতপূর্ণ অপাং নপাৎ আমাদের ধনযুক্ত অন্নের উৎপত্তির জন্য জলমধ্যে নির্ম্মল তেজোবলে দীপ্ত আছেন।

৫। (ইলা, সরস্বতী ও ভারতী নামক) দেবীত্রয়, দুঃখরহিত অপাং নপাৎ দেবতার জন্য অন্ন ধারণ করেন। (তাঁহারা) জলমধ্যে উৎপন্ন পদার্থের ন্যায়(৪) প্রসারিত হয়েন। সেই অপাং নপাৎ নামক দেবতা সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন জলের(৫) সারভূত সোম পান করেন।

৬। এই স্থানে অশ্বের জন্ম এবং এই বরণীয়ের জন্ম(৬)। (হে অপাং নপাৎ নামক দে[illegible])! তুমি অপহর্ত্তা ও হিংসকের সম্পর্ক হইতে স্তোতৃগণকে রক্ষা ক[illegible]। (যজ্ঞ)শূন্য ও অসত্যাচারী লোকে অপরিপক্ক অথবা পরিপাকযোগ্য জলে ব[illegible]গণ থাকিয়া ও এই অহিংসনীয় দেবতাকে প্রাপ্ত হয় না।

৭। যিনি স্বকীয় [illegible] আছেন, এবং যাঁহার ধেনু সুখে দোহন করা যায়, সেই অপাং নপা[ৎ না]মক দেবতা বৃষ্টির জল বর্দ্ধিত করেন এবং উৎকৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করেন। [illegible] তিনি জলমধ্যে প্রবল হইয়া যজমানকে ধনদানার্থ বিশেষরূপে দীপ্তিযুক্ত [illegible]।

৮। যে অপাং [illegible] [illegible] সত্যবান্, সর্ব্বদা একরূপে বর্ত্তমান, এবং অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, যিনি জলমধ্যে [প]বিত্র দৈব তেজোদ্বারা প্রকাশ পান, সমস্ত ভূতজাত তাঁহার শাখা[মা]ত্র। পুষ্পফলাদির সহিত ওষধি সকল তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হয়।

(৪) মূলে "ক্রত[illegible]" আছে, সায়ণ সম্মত ব্যাখ্যা উপরে প্রদত্ত হইল, কিন্তু অর্থ পরিষ্কার হইল না।

(৫) "পূর্ব্বসূনা" আছে, "পূর্ব্বং ব্রহ্মণঃ সকাশাদুৎপন্নাত্মাপাং।" সায়ণ।

(৬) মূলে আছে "অশ্বস্যাত্র জনিম অস্যচস্বঃ।" শব্দের অনুবাদ আমরা উপরে দিয়াছি, কিন্তু অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। সায়ণ অর্থ করেন এই অপাং নপাৎ অধিষ্ঠিত সমুদ্রে ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বের জন্ম হয়। কিন্তু উপরি উক্ত শব্দগুলি হইতে এ অর্থ হয় না, এবং উচ্চৈঃশ্রবার গল্প পৌরাণিক, বৈদিক নহে।

৯। অপাং নপাৎ কুটিলগতি জলের (মেঘের) মধ্যে স্বয়ং ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিত হইয়াও বিদ্যুৎ পরিধান করিয়া অন্তরীক্ষে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য সর্ব্বত্র কীর্ত্তন করতঃ মহতী হিরণ্যবর্ণা (নদীসকল) প্রবাহিত হইতেছে।

১০। সেই অপাং নপাৎ হিরণ্যরূপ, হিরণ্যাকৃতি, ও হিরণ্যবর্ণ; তিনি হিরণ্ময় স্থানের উপর উপবেশন করতঃ শোভা পান; হিরণ্যদাতাগণ তাঁহাকে অন্ন প্রদান করেন।

১১। অপাং নপাতের (রশ্মিসমূহ রূপ) শরীর সুন্দর, এবং নাম ও সুন্দর, এবং উভয়ই গূঢ় হইলেও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যুবতী জলসংহতি, সেই হিরণ্যবর্ণকে অন্তরীক্ষে সম্যক্‌রূপে দীপ্তিযুক্ত করে, [illegible] জলই তাঁহার অন্ন।

১২। আমরা, যজ্ঞ, হব্য ও নমস্কার দ্বারা বহু দেবতার আদি, আমাদের মিত্র এই অপাং নপাৎকে পরিচর্য্যা করি। আমি তাঁহার উন্নত-প্রদেশকে সম্যক্‌রূপে অলঙ্কৃত করিব। আমি কাষ্ঠদ্বারা তাঁহাকে ধারণ করি, অন্নদ্বারা তাঁহাকে ধারণ করি, এবং মন্ত্রদ্বারা তাঁহার স্তব করি।

১৩। সেচনসমর্থ সেই অপাং নপাৎ ঐ [illegible] (জলমধ্যে) গর্ভ উৎপন্ন করিয়াছেন। তিনিই আবার পুত্রস্বরূপ [illegible] জল পান করেন, জলসমূহ তাঁহাকেই লেহন করে। দীপ্তিযুক্ত সেই অ[পাং] নপাৎ এই (পৃথিবীতে) অন্য শরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছেন(১)।

১৪। অপাং নপাৎ দেবতা উৎকৃষ্টস্থানে অবস্থিত। তিনি তেজোদ্বারা প্রতিদিবস দীপ্তিযুক্ত। মহৎ জলসমূহ তাঁহার জন্য অন্নবহন করতঃ সতত গতি দ্বারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে।

১৫। হে অগ্নি! তুমি শোভনীয় নিবাস। আমি পুত্রলাভের জন্য তোমার নিকট (আসিয়াছি)। যজমানের হিতার্থে [illegible] স্তুতি লইয়া

(১) অর্থাৎ বৈদ্যুত অগ্নি পার্থিব অগ্নিরূপে রন্ধন যজ্ঞাদি নির্ব্বাহার্থ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছেন।

আসিয়াছি। অসুরঘ্ন দেবগণ যে সমস্ত কল্যাণ সাধন করেন, সে সমুদয় আমাদের হউক। আমরা যেন পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিতে পারি।

---

৩৬ সূক্ত।

দেবতা (১ ঋকের) ইন্দ্র ও মধু। (২) মরুৎগণ ও মাধব। (৩) ত্বষ্টা ও শুক্র (৪) অগ্নি ও শুচি। (৫) ইন্দ্র ও নভঃ। (৬) মিত্রাবরুণ ও নভস্য(১)।

গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমার উদ্দেশে প্রেরিত (এই সোম) গব্য ও জল সংযুক্ত। যজ্ঞের [illegible]গণ, ঐ সোমকে প্রস্তরখণ্ড দ্বারা অভিষুত করিয় মেষলোমময় দশাপবিত্র দ্বারা সংস্কৃত করিতেছেন(২)। হে ইন্দ্র! তু[illegible] সমস্ত জগতের ঈশ্বর, [illegible]মি সমস্ত দেবগণের প্রথমে স্বাহাকারে অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত ও বষট্কার [illegible]রা ত্যক্ত সোম, হোতার নিকট হইতে পা[illegible] কর।

২। যজ্ঞের সহি[illegible] সংযুক্ত, পৃষতীযোজিত রথে অবস্থিত, স্বকী[illegible] আয়ুধদ্বারা শোভিত[illegible] আভরণপ্রিয় ভরতের পুত্র(৩) হে অন্ত[illegible]রীক্ষের নেতা মরুৎগণ[illegible] [illegible]মরা কুশে উপবেশন করতঃ পোতার নিক[illegible] হইতে সোম পান কর[illegible]

৩। হে শোভা[illegible]সমযুক্ত দেবগণ! তোমরা আমাদের সহিত আগ[illegible]মন কর, কুশে উপবে[illegible] কর, এবং বিহার কর। অনন্তর হে ত্বষ্টা! তু[illegible] দেব ও দেবপত্নীগণে[illegible]ভনীয় দলের সহিত অন্ন সেবা করতঃ তুষ্টি লা[illegible] কর।

---

(১) "Each (god) is associated with a deified month after the nomencl ture of the old kalendar, or Indra with *Madhu*, the Maruts with *Ma haba*, Twashtri with *Sukra*, Agni with *Suchi*, Indra with *Nabha*, and Mit and Varuna with *Nabhasya*."—*Wilson.*

(২) ১। ১৩৫। ৬ ঋকের টীকা দেখ।

(৩) মূলে "ভরতস্য সূনবঃ" আছে। "সর্বস্যজগতঃ ভর্ত্তুঃ রুদ্রস্য।" সায়

৪। হে মেধাবী অগ্নি! (তুমি) এই [illegible] দেবতাগণকে আহ্বান কর, ও তাঁহাদিগের যজ্ঞ কর। হে দেবতাগণের [illegible]হ্বানকারী অগ্নি! তুমি (আমাদের) হব্যঅভিলাষী হইয়া (গার্হপত্যাদি) [illegible]স্থানত্রয়ে উপবেশন কর, (হোমার্থ উত্তর বেদিতে) আনীত সোমাত্মক মধু স্বীকার কর, অগ্নীধ্রের নিকট হইতে সোমপান কর, এবং স্বীয় অংশে তৃপ্ত [illegible]ও।

৫। হে ধনবান্ ইন্দ্র! তুমি পুরাণ। যে সো[illegible] দ্বারা তোমার হস্তে শত্রুর অভিভব ক্ষম সামর্থ্য ও বল নিহিত হয়, তাহা [illegible]র জন্য অভিষুত ও আহূত হইয়াছে। তুমি তৃপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণনামক ঋত্বিকে[illegible] নিকট হইতে এই সোম পান কর।

৬। হে মিত্রাবরুণ! তোমরা আমার যজ্ঞ সেবা ক[illegible]র। হোতা উপবিষ্ট হইয়া চিরন্তনী স্তুতি উচ্চারণ করিতেছে, [illegible] আমার আহ্বান শ্রবণ কর। তোমরা শোভমান। ঋত্বিক্ পরি[illegible] অন্ন তোমাদের অভিমুখে রহিয়াছে, তোমরা ঐ মধুর সোমরস [illegible] প্রশাস্তার নিকট হইতে পান কর(৪)।

(৪) এই সূক্তের ১, ২, ৪, ৫ ও ৬ ঋকে [illegible] পাঁচজন ঋত্বিকের নাম লক্ষিত হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

---

৩৭ সূক্ত।

(১) হইতে (৪) ঋক্ পর্য্যন্ত দ্রবিণোদা দেবতা। (৫) অশ্বিদ্বয়। (৬) অগ্নি।

গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে দ্রবিণোদা(১)! তুমি হোতৃকৃত যাগে অন্ন গ্রহণ করিয়া প্রীত ও হৃষ্ট হও। হে অধ্বর্য্যুগণ! দ্রবিণোদা পূর্ণাহুতি ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব তাঁহার জন্য এই সোম প্রদান কর। সোমাভিলাষী দ্রবিণোদা অভীষ্ট ফলদাতা। হে দ্রবিণোদা! হোতার যজ্ঞে ঋতুগণের সহিত সোম পান কর।

২। আমরা পূর্ব্বে যাঁহাকে আহ্বান করিয়াছি সম্প্রতি তাঁহাকেই আহ্বান করিতেছি। তিনিই আহ্বানযোগ্য, কারণ তিনি দাতা ও সকলের অধিপতি। তাঁহার জন্য সোমাত্মক মধু অধ্বর্য্যুগণকর্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে, হে দ্রবিণোদা! পোতার যজ্ঞে ঋতুগণের সহিত সোমপান কর।

৩। হে দ্রবিণোদা! তুমি যে অশ্বে গমন কর তাহারা তৃপ্ত হউক। হে বনস্পতি! কাহারও হিংসা না করিয়া দৃঢ় হও। হে ধর্ষণকারী! তুমি আগমন করতঃ নেষ্টার যজ্ঞে ঋতুগণের সহিত সোম পান কর।

৪। হে দ্রবিণোদা! যিনি হোতার যজ্ঞে সোম পান করিয়াছেন, যিনি পোতার যজ্ঞে হৃষ্ট হইয়াছেন, যিনি নেষ্টার যজ্ঞে প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ করিয়াছেন, সেই দ্রবিণোদা সুবর্ণদাতা ঋত্বিকের অশোধিত ও মৃত্যুনিবারক চতুর্থ সোমপাত্র পান করুন।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! যে রথ শীঘ্রগামী, তোমাদের বাহনস্বরূপ, এবং তোমাদিগকে যথাস্থানে নামাইয়া দেয়, অদ্য সেই রথ এই যজ্ঞে আমাদের

---

(১) ১।১৫।৭ ঋকের টীকা দেখ।

অভিমুখে যোজিত কর। আমাদের হব্য সুস্বাদু কর ও আগমন কর; হে অন্নবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! আমাদের সোম পান কর।

৬। হে অগ্নি! তুমি সমিধে তুষ্ট হও, আহুতিতে তুষ্ট হও, লোকের হিতকর স্তোত্রে তুষ্ট হও, এবং সুন্দর স্তুতিতে তুষ্ট হও। তুমি সকলের আবাসপ্রদ, ও আমাদের হব্য অভিলাষী। তুমি আমাদের হব্য অভিলাষী সমস্ত মহানুভব দেবগণকে ঋতু ও বিশ্বদেবগণের সহিত সোম পান করাও।

৩৮ সূক্ত।

সবিতা দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। দ্যুতিমান্ জগৎবাহক সবিতা জগৎ প্রসবের জন্য প্রতিদিন উদয় হয়েন; ইহাই তাঁহার কর্ম্ম। তিনি স্তোতাগণকে রত্ন প্রদান করেন, এবং সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট যজমানকে মঙ্গলভাগী করেন।

২। বিস্তীর্ণ হস্তবিশিষ্ট দ্যুতিমান্ সবিতা জগতের আনন্দের জন্য উদিত হইয়া বাহু প্রসারিত করেন। তাঁহার কর্ম্মের জন্য অত্যন্ত পাবন জলসমূহ (প্রবাহিত হয়), এবং এই বায়ুও সর্ব্বতোব্যাপী (অন্তরীক্ষে) বিহার করে।

৩। গমন করিতে করিতে সবিতা যখন শীঘ্রগামী রশ্মি কর্ত্তৃক বিমুক্ত হয়েন, তখন তিনি নিরন্তর পথগামী ব্যক্তিকেও গমন হইতে বিরত করেন। যাহারা শত্রুর প্রতি গমন করে, তাহাদেরও গমনেচ্ছা নিবৃত্ত করেন। সবিতার কর্ম্মের পর রাত্রি আগমন করেন।

৪। বস্ত্রবয়নকারিণী রমণীর ন্যায়(১) রাত্রি পুনর্ব্বার আলোককে মধ্যকালে বেষ্টন করিতেছেন, প্রজ্ঞাবান্ লোক যে কর্ম্ম করিতেছিল তাহা করিতে সক্ষম হইলেও মধ্যস্থলে রাখিয়া দিতেছে। বিরামরহিত ও ঋতুর বিভাগকর্ত্তা দ্যোতমান সবিতা যখন পুনর্ব্বার উদিত হয়েন, তখন লোকে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠে।

(১) এখানেও বস্ত্রবয়নকারিণী রমণীদিগের উল্লেখ আছে।

৫। অগ্নির গৃহস্থিত এবং প্রভূত তেজঃ যজমানদের ভিন্ন ভিন্ন গৃহে ও সমস্ত অন্নে অধিষ্ঠিত আছে। মাতা (ঊষা) সবিতাকর্তৃক প্রেরিত প্রজ্ঞাপক যজ্ঞের শ্রেষ্ঠভাগ পুত্র অগ্নিকে দান করিয়াছেন।

৬। স্বর্গীয় সবিতার ব্রত সমাপ্ত হইলে জয়াভিলাষী (রাজা) যুদ্ধযাত্রা করিলেও প্রত্যাবৃত্ত হয়েন; সমস্ত জঙ্গম পদার্থ গৃহের প্রতি অভিলাষ করে; সর্ব্বদা কর্ম্মরত ব্যক্তি অর্দ্ধকৃত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়।

৭। হে সবিতা! তুমি অন্তরীক্ষে যে জলভাগ নিহিত করিয়াছ, জলান্বেষণকারীগণ চতুর্দ্দিকে তাহা প্রাপ্ত হয়। তুমি পক্ষিদিগকে বৃক্ষসমূহ বিভাগ করিয়া দিয়াছ, কেহই সবিতার কর্ম্ম হিংসা করিতে পারে না।

৮। সবিতা অস্তগত হইলে, সর্ব্বদা গমনশী[illegible] বরুণ জঙ্গম পদার্থ সকলকে সুখকর, বাঞ্ছনীয় এবং সুগম বাসস্থান [illegible]দান করেন। সবিতা যখন ভূতজাতকে স্থানে স্থানে পৃথক করিয়া দেন, [illegible]খন পশু পক্ষিগণ আপন আপন স্থানে গমন করে।

৯। যাঁহার ব্রত ইন্দ্র হিংসা করেন না, ব[illegible], মিত্র, অর্য্যমা বা রুদ্র হিংসা করেন না, শত্রুরাও হিংসা করে না, সে[illegible] দ্যুতিমান্ সবিতাকে কল্যাণের জন্য এই প্রকারে নমস্কার দ্বারা আহ্বান করিতেছি।

১০। যাঁহাকে মনুষ্যসকলে স্তুতি করে, যি[illegible] স্ত্রীগণের রক্ষক, সেই সবিতা আমাদিগকে রক্ষা করুন। আম[illegible], বহুপ্রজ্ঞ, ধ্যানযোগ্য সবিতাকে বন্দনা করি। আমরা যে[illegible] পশু উপার্জ্জনে ও সঞ্চয় বিষয়ে সবিতার প্রিয় হইতে পারি।

১১। হে সবিতা! তুমি আমাদিগকে যে প্র[illegible] কমনীয় ধন প্রদান করিয়াছ, তাহা দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষলোক হইতে আমাদের নিকট আগমন করুক। যে ধন স্তোতৃবংশীয়দের পক্ষে শু[illegible]কর, আমি অনেক স্তুতি করিতেছি আমাকে সেই ধন প্রদান করুন।

৩৯ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা (শত্রুর প্রতি প্রেরিত) পাষাণ খণ্ডদ্বয়ের ন্যায় শত্রুকে বাধা দাও, পক্ষিদ্বয় যেরূপ বৃক্ষে আগমন করে সেইরূপ তোমরা যজমানের নিকট আগমন কর। উকৃথ উচ্চারণকারী ব্রহ্মানামক ঋত্বিকদ্বয়ের ন্যায় ও জনপদে দূতদ্বয়ের ন্যায় তোমরা বহু পুরুষের আহ্বান যোগ্য।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা প্রাতঃকালে গমনকারী রথীদ্বয়ের ন্যায় বীর, ছাগদ্বয়ের ন্যায় যমজ, নারীদ্বয়ের ন্যায় সুন্দর শরীরবিশিষ্ট, দম্পতির ন্যায় সংগত, এবং [illegible] সকলের কর্ম্মবেত্তা। তোমরা দুইজনে ভক্তের নিকট আগমন কর।

৩। হে দেবগণের প্রথম অশ্বিদ্বয়! তোমরা (পশুর) শৃঙ্গদ্বয়ের ন্যায় বা অশ্বাদির খুরদ্বয়ের ন্যায় বেগবিশিষ্ট হইয়া আমাদের অভিমুখে আগমন কর। হে শত্রুচ্ছেদকারী স্বকর্ম্মক্ষম অশ্বিদ্বয়! চক্রবাকদ্বয়(১) যেরূপ দিবসে আইসে, অথবা রথিদ্বয় যেরূপ আইসে, সেইরূপ তোমরা আমাদের অভিমুখে আগমন কর।

৪। হে [illegible] নৌকার ন্যায় তোমরা আমাদিগকে পার কর। রথের যুগের ন্যায়, [illegible] নাভিফলকের ন্যায়, তৎপার্শ্বস্থ ফলকের ন্যায়, চক্রের বাহ্য দেশের [illegible]য়ের ন্যায়(২) আমাদিগকে পার কর। দুইটি কুকুরের ন্যায় তোমরা আমাদের শরীরকে হিংসা হইতে রক্ষা কর। দুইটি বর্ম্মের(৩) ন্যায় তোমরা আমাদের জরা হইতে রক্ষা কর।

---

(১) যে চক্রবাক মিথুন লইয়া আধুনিক সংস্কৃত কবিগণের এত উপমা ঘটা, তাহার এই প্রথম উল্লেখ।

(২) মূলে আছে "যুগা ইব নভ্যা ইব উপধী ইব প্রধী ইব।" "Like the poles of a car, the axles, the spokes, the felloes."—*Wilson*.

(৩) মূলে "কৃপরা ইব" আছে "তনুত্রাণে।" সায়ণ। ১।২৫।১৩ ১।৩১।১৫ দেখ।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা বায়ুদ্বয়ের ন্যায় অজর, নদীদ্বয়ের ন্যায় শীঘ্রগামী, চক্ষুদ্বয়ের ন্যায় দর্শনশক্তিমান্। তোমরা আমাদের অভিমুখে আগমন কর। তোমরা হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয়ের ন্যায় শরীরের সুখকর। তোমরা আমাদিগকে শ্রেষ্ঠধনের অভিমুখে লইয়া যাও।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ওষ্ঠদ্বয়ের ন্যায় মধুরবাক্য উচ্চারণ কর, স্তনদ্বয়ের ন্যায় আমাদের জীবন ধারণের জন্য পান করাও, নাসিকাদ্বয়ের ন্যায় আমাদের শরীরের রক্ষক হও, কর্ণদ্বয়ের ন্যায় আমাদের শ্রোতা হও।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! হস্তদ্বয়ের ন্যায় আমাদিগকে সামর্থ্য প্রদান কর, দ্যাবাপৃথিবীর ন্যায় আমাদিগকে উদক প্রেরণ কর। হে অশ্বিদ্বয়! এই সকল স্তুতি তোমাদিগকে কামনা করিতেছে, তোমরা শাণযন্ত্রদ্বারা অসির ন্যায় উহাদিগকে তীক্ষ্ণ কর।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! গৃৎসমদ ঋষি, তোমাদের বৃদ্ধিসাধনার্থ এই সকল মন্ত্র, ও স্তোত্র রচনা করিয়াছে। তোমরা সেগুলি ও অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত। তোমাদিগের নিকট এই সকল স্তুতি আগমন করুক। আমরা যেন পুত্র পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিতে পারি।

---

৪০ সূক্ত।

সোম ও পূষা দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে সোম ও পূষা! তোমরা ধনের জনক, দ্যুলোকের জনক, ও পৃথিবীর জনক। তোমরা জন্মিয়াই সমুদয় জগতের রক্ষক হইয়াছ, দেবগণ তোমাদিগকে অমরত্বের হেতুভূত করিয়াছেন।

২। দ্যুতিমান্ এই সোম ও পূষা জন্মাইলেই (দেবগণ ইঁহাদিগকে) সেবা করিয়াছিলেন। ইহারা অপ্রিয় তমঃ নাশ করেন, এবং ইঁহাদের সহিত ইন্দ্র তরুণী ধেনু সকলের ঊধঃ প্রদেশে পক্ব পয়ঃ উৎপাদন করেন।

৩। হে অভীষ্টবর্ষী সোম ও পূষা! তোমরা জগতের পরিচ্ছেদ সপ্ত চক্রবিশিষ্ট(১), বিশ্বকর্তৃক অপরিচ্ছেদ্য, সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, পঞ্চরশ্মি বিশিষ্ট(২), এবং ইচ্ছা মাত্রেই যোজিত রথ আমাদের অভিমুখে প্রের কর।

৪। (তোমাদের মধ্যে একজন (পূষা) উন্নত দ্যুলোকে বাস করেন অন্য (সোম) পৃথিবীতে ও অন্তরীক্ষে বাস করেন(৩)।/ তোমরা দুইজ আমাদিগকে বহুলোকের বরণীয়, বহুকীর্ত্তিসম্পন্ন, ও আমাদের ভোগে হেতুভূত পশুরূপধন প্রদান কর।

৫। হে সোম ও পূষা! তোমাদের মধ্যে একজন (সোম) সমস্ত ভু জাত উৎপন্ন করিয়াছেন, অন্য (পূষা) সমস্ত জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করি যান। হে সোম ও পূষা! তোমরা আমাদের কর্ম্ম রক্ষা কর, আমরা যে তোমাদের দ্বারা সমস্ত শত্রুসেনা জয় করিতে পারি।

৬। জগতের প্রীতিদায়ক পূষা আমাদের কর্ম্মে তৃপ্তিলাভ করুন ধনপতি সোম আমাদিগকে ধনদান করুন। দ্যুতিমতী, শত্রুরহি অদিতি আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা যেন পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হই এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিতে পারি।

---

৪১ সূক্ত।

(১, ২, ৩) ঋকের দেবতা বায়ু ও ইন্দ্র বায়ু। (৪, ৫, ৬) মিত্রাবরুণ। (৭, ৮, ৯) অ যয়। (১০, ১১, ১২) ইন্দ্র। (১৩, ১৪, ১৫) বিশ্বদেবগণ। (১৬, ১৭, ১৮) স স্বতী। (১৯, ২০, ২১) দ্যাবাপৃথিবী। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে বায়ু! তোমার যে সহস্রসংখ্যক রথ আছে তদ্দ্বারা তু নিযুৎগণে যুক্ত হইয়া সোমপানের জন্য আগমন কর।

(১) সপ্তচক্র অর্থাৎ সপ্তঋতুরূপ সপ্তচক্র। এয়োদশ মাসকে সপ্তম ঋতু বলে সায়ণ।

(২) পঞ্চরশ্মি অর্থাৎ পঞ্চ ঋতুরূপ পঞ্চরশ্মি। হেমন্ত ও শীত ঋতু একত্রিত হই পাঁচঋতু। সায়ণ।

/(৩) অর্থাৎ ওষধিরূপে ও চন্দ্ররূপে। সায়ণ।

২। হে বায়ু! নিযুৎগণে যুক্ত হইয়া তুমি আগমন কর। তুমি দীপ্তিমান্ সোম গ্রহণ করিয়াছ, সোমাভিষবকারী যজমানের গৃহে তুমি গমন করিয়া থাক।

৩। হে নেতা ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা অদ্য নিযুৎগণে যুক্ত হইয়া সোমার্থ আগমন করতঃ গব্য মিশ্রিত সোম পান কর।

৪। হে মিত্রাবরুণ! তোমাদের জন্য এই সোম অভিষুত হইয়াছে, হে সত্যবর্দ্ধক! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

৫। শত্রুতাশূন্য রাজা মিত্রাবরুণ স্থির, উৎকৃষ্ট, সহস্রস্তম্ভ-বিশিষ্ট (এই) স্থানে উপবেশন করুন(১)।

৬। সম্রাট্, ঘৃতান্নভোজী, অদিতির পুত্র, দাতা মিত্রাবরুণ অকুটিলাচারী যজমানকে সেবা করেন।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! হে নাসত্যদ্বয়! হে রুদ্রদ্বয়! যজ্ঞের নেতারা যে সোম পান করিবে, সেই সোম ধেনুযুক্ত ও অশ্বযুক্ত করতঃ তোমরা রথে করিয়া আগমন কর।

৮। হে ধনবর্ষী অশ্বিদ্বয়! দূরস্থিত বা সমীপবর্ত্তী মন্দভাষী মর্ত্ত্য রিপু যে ধন অপহরণ করিতে পারে না, (সেই ধন আমাদিগকে প্রদান কর)।

৯। হে ধিষণাহ অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের নিকট পিশঙ্গ সদৃশ(২) এবং ধনপ্রাপক ধন আনয়ন কর।

১০। ইন্দ্র অধিক ও অভিভবকারী ভয় দূর করুন, তিনি স্থির ও প্রজ্ঞাবান্।

১১। যদি ইন্দ্র আমাদিগকে সুখী করেন, পাপ আমাদের পশ্চাতে আসিবে না, কল্যাণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে।

১২। প্রজ্ঞাবান্ শত্রুজেতা ইন্দ্র সকলদিক্ হইতে আমাদিগকে ভয়রহিত করুন।

(১) স্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকার উল্লেখ।

(২) মূলে "পিশঙ্গ সংদৃশং" আছে "নানারূপং।" সায়ণ।

১৩। হে বিশ্বদেবগণ! এই স্থলে আগমন কর, আমার আহ্বান শ্রবণ কর, এই কুশোপরি উপবেশন কর।

১৪। হে বিশ্বদেবগণ! তীব্রমদযুক্ত, রসবান্, হর্ষকর এই সোম তোমাদের জন্য শুনহোত্রগণের(৩) নিকট রহিয়াছে, তোমরা এই কমনীয় সোম পান কর।

১৫। ইন্দ্র যে মরুৎগণের শ্রেষ্ঠ, পূষা যাঁহাদের দাতা, সেই দেবগণ আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

১৬। মাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নদীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হে সরস্বতী! আমরা অসমৃদ্ধের ন্যায় রহিয়াছি, আমাদিগকে সমৃদ্ধিশালী কর।

১৭। হে সরস্বতী! তুমি দ্যুতিমতী, অন্ন তোমায় আশ্রয় করিয়াছে। তুমি শুনহোত্রগণের (সোমপান করিয়া) তৃপ্ত হও। হে দেবি! তুমি আমাদিগকে পুত্রদান কর।

১৮। হে অন্নবতী ও উদকবতী সরস্বতী! তুমি এই হব্য স্বীকার কর। ইহা মননীয় ও দেবতাগণের প্রিয়, গৃৎসমদগণ তোমাকে ইহা অর্পণ করিতেছে।

১৯। হে যজ্ঞের সুখ সম্পাদক (দ্যাবাপৃথিবী)! তোমরা আগমন কর, আমরা তোমাদিগকে প্রার্থনা করিতেছি। আমরা হব্যবাহন (অগ্নিকেও) প্রার্থনা করিতেছি।

২০। দ্যাবাপৃথিবী (স্বর্গাদির) সাধকরূপ, ও দেবগণের অভিমুখে গমনশীল আমাদের এই যজ্ঞ দেবতাগণের নিকট বহন করুন।

২১। হে শত্রুতাশূন্য দ্যাবাপৃথিবী! যজ্ঞার্হ দেবগণ সোমপানের জন্য অদ্য তোমাদের সমীপে উপবেশন করুন।

---

(৩) "শুনহোত্রেষু গৃৎসমদেষু।" সায়ণ। এই মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম টীকা দেখ।

৪২ সূক্ত।

কপিঞ্জলরূপী ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। বারম্বার শব্দায়মান, ভবিষ্যৎ বিষয়ের বক্তা (কপিঞ্জল), কর্ণধার যেরূপ নৌকাকে পরিচালিত করে, সেইরূপ বাক্যকে প্রেরণ করিতেছেন। হে শকুনি! তুমি কল্যাণসূচক হও, কোন দিক্‌ হইতে যেন কোন অভিভব তোমার নিকট উপস্থিত না হয়।

২। হে শকুনি! তোমাকে যেন শ্যেনপক্ষী বধ না করে, যেন সুপর্ণ পক্ষীও বধ না করে, এবং বলবান্‌ বীর ধনুর্দ্ধারী হইয়া যেন তোমাকে না প্রাপ্ত হয়। দক্ষিণ দিকে(১) বারম্বার শব্দকরতঃ সুমঙ্গলশংসী হইয়া তুমি আমাদের প্রিয়বাদী হও।

৩। হে শকুন্তে! তুমি সুমঙ্গলসূচক রূপে যজ্ঞবেদী হইয়া গৃহের দক্ষিণ দিকে শব্দ কর। তস্কর যেন অহুব্যাদ্ধারা অগ্নিকে না করে, দুষ্ট ব্যক্তিও যেন আমার উপর প্রভুত্ব না করে। আমরা তাদিগকে পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিতে পারি।

৪৩ সূক্ত।

কপিঞ্জলরূপী ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। শকুনিগণ কালে কালে অন্নান্বেষণ করতঃ স্তোতাদের ন্যায় প্রদক্ষিণ করিয়া শব্দ করুক। সামগানকারী যেরূপ গায়ত্রী ও ত্রিষ্টুভ (উভয় সামই) উচ্চারণ করে, সেইরূপ (কপিঞ্জল) উভয় বাক্যই উচ্চারণ করে ও (শ্রোতাদিগকে) অনুরক্ত করে।

২। হে শকুনি! উদ্গাতা যেরূপ সামগান করে সেইরূপ তুমি গান কর। যজ্ঞে ব্রহ্মপুত্রের(১) ন্যায় তুমি শব্দ কর। সেচনসমর্থ অশ্ব যেরূপ

(১) "পিত্র্যমনু প্রদিশং দক্ষিণাং দিশং।" সায়ণ।

(১) ১৬ জন ঋত্বিকের মধ্যে "ব্রাহ্মণাচ্ছংসী" নামক যজ্ঞের এক জন ঋত্বিক্‌। সায়ণ।

অশ্বীর নিকট গমন করতঃ শব্দ করে, তুমি সেইরূপ শব্দ কর। হে শকুনি! তুমি সর্ব্বত্র আমাদের মঙ্গলসূচক শব্দ কর, সর্ব্বত্র আমাদের পুণ্যজনক শব্দ কর।

৩। হে শকুনি! যখন তুমি শব্দ কর, তখন আমাদের মঙ্গল সূচনা কর। যখন তুষ্ণীম্ভাবে উপবেশন করিয়া থাক, তখন আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হও। তুমি উড্ডীয়মানকালে কর্করির(২) ন্যায় শব্দ করিয়া থাক। আমরা যেন পুত্র পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিতে পারি(৩)।

২। বাদ্যবিশেষ। সায়ণ।

(৩) অনুক্রমণিকা অনুসারে ইন্দ্ররূপী কপিঞ্জল এই ৪২ ও ৪৩ সূক্তের দেবতা, কিন্তু এই সূক্ত দ্বয়ে ইন্দ্র বা কপিঞ্জলের কোনও উল্লেখ নাই। কেবল "শকুনির" উল্লেখ আছে। শকু[illegible] পক্ষী; কপিঞ্জল পক্ষী বিশেষ, "Francoline partridge."—*Wilson.* [illegible] নি শ্রবণ করিলে এই দুই সূক্ত জপ করিতে হয়। সায়ণ।

তৃতীয় মণ্ডল (১)।

১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত আমাকে সোমের বাহক করিয়াছ, অতএব আমাকে বলবান্ কর। হে অগ্নি! আমি দীপ্যমান হইয়া দেবতাগণের উদ্দেশে (অভিষবণের জন্য) প্রস্তর খণ্ড গ্রহণ করিতেছি, ও স্তব করিতেছি। হে অগ্নি! তুমি (আমার) শরীর রক্ষা কর।

২। হে অগ্নি! আমরা সম্যকরূপে যজ্ঞ করিয়াছি। আমাদের স্তুতি বর্দ্ধিত হউক। সমিধ ও হব্যদ্বারা অগ্নিকে (লোকে) পরিচর্য্যা করুক; (দেবগণ) দ্যুলোক হইতে আসিয়া স্তোতাদিগকে স্তোত্র শিখাইয়াছেন। স্তোতাগণ স্তুতিযোগ্য ও প্রবৃদ্ধ অগ্নিকে স্তব করিতে অভিলাষ করে।

৩। যিনি মেধাবী, বিশুদ্ধ বলশালী, ও জন্মমাত্রেই উৎকৃষ্ট বন্ধু, যিনি দ্যুলোক ও পৃথিবীর সুখ বিধান করেন, সেই দর্শনীয় অগ্নিকে দেবগণ যজ্ঞকার্য্যের জন্য ভগিনীরূপ(২) (নদী সকলের) জলের মধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

---

(১) বিশ্বামিত্র ঋষি (অথবা তদ্বংশীয়গণ) তৃতীয় মণ্ডলের ঋষি; দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম টীকা দেখ। তৎকালের ঋষিগণ ফলমূলাহারী বনবাসী ছিলেন না, তাঁহারা সাংসারী গৃহস্থ ছিলেন, পুত্র কলত্রাদিগণের সহিত সংসারে বাস করিতেন, এবং বিষয় সম্পত্তি ভোগ করিতেন। বিশ্বামিত্র বোধ হয় একজন রাজা ছিলেন, অথবা তৎকালের অনেক ঋষিগণের ন্যায় যুদ্ধকালে যোদ্ধা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং যখন বহুকাল পর ভারতবর্ষে জাতি বিভাগ স্থিরীকৃত হইল, তখন একটী উপাখ্যান কল্পিত হইল যে বিশ্বামিত্র প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিলেন পরে ব্রাহ্মণ হইলেন। ঋগ্বেদে এ উপাখ্যানের কোনও উল্লেখই নাই। বিশ্বামিত্র বংশীয় ও বশিষ্ঠ বংশীয়দিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(২) মূলে "ভগ্নীনাং" আছে সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "সরণ শীলানাং নদীনাং।" *Langlois* ও বেদার্থযত্ন ভগ্নী শব্দের সহজ অর্থ ভগ্নী করিয়াছেন।

৪। শোভনধনযুক্ত, শুভ্র, ও নিজ মাহাত্ম্যে দীপ্তিশালী অগ্নি উৎপন্ন হইলেই সপ্ত মহতী নদী তাঁহাকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। অশ্বী যেরূপ নবজাত শিশুর নিকট গমন করে, সেইরূপ নদীসকল নবজাত অগ্নির নিকট গমন করিয়াছিলেন। অগ্নি উৎপন্ন হইলেই তাঁহাকে দেবগণ দীপ্তিমান্ করিয়াছেন।

৫। অগ্নি শুভ্রবর্ণ তেজোদ্বারা অন্তরীক্ষকে ব্যাপ্তকরতঃ যজমানকে স্তবনীয় ও পবিত্র তেজঃদ্বারা পরিশোধিত করেন; এবং দীপ্তি পরিধান করিয়া যজমানকে অন্ন এবং প্রভূত ও সম্পূর্ণ সম্পত্তি দান করেন।

৬। অগ্নি জলের চতুর্দ্দিকে গমন করিতেছেন, সে জল (অগ্নিকে) নির্ব্বাণ করিতেছে না, অথবা (অগ্নিদ্বারা) শোষিত হইতেছে না। অন্তরীক্ষের অপত্যভূত অগ্নি বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত নহেন, অথচ (জল বেষ্টিত হওয়ায়) উলঙ্গও নহেন। সনাতনী নিত্যতরুণী ও একস্থান হইতে উৎপন্না সপ্তনদী এক অগ্নিকে গর্ভে ধারণ করেন।

৭। জলবর্ষণ হইলে পর উদকের গর্ভস্বরূপ ও (অন্তরীক্ষে) পুঞ্জীভূত নানাবর্ণ অগ্নির (রশ্মি সকল) বিদ্যমান থাকে। এই অগ্নিতে (জলরূপ) পীনা ধেনুসকল সকলের প্রীতিদায়িনী হয়। সুন্দর মহৎ দ্যাবাপৃথিবী দর্শনীয় অগ্নির পিতামাতা।

৮। হে বলের পুত্র! সকলে তোমাকে ধারণ করিলে তুমি উজ্জ্বল ও বেগবান্ রশ্মি ধারণ করতঃ দ্যোতিত হও। যখন অগ্নি যজমানের স্তোত্রদ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তখন মধুর জলধারা পতিত হয়।

৯। অগ্নি জন্মিবা মাত্রেই পিতা (অন্তরীক্ষের) ঊধঃ (ঊধঃস্বরূপ জল প্রদেশ) জানিয়াছেন, এবং ঐ ঊধঃ সম্বন্ধিনী ধারা (বৃষ্টি) ও অন্তরীক্ষচারী শব্দ (বজ্র) পাতিত করিয়াছিলেন। অগ্নি শুভকারী বন্ধু (বায়ু প্রভৃতির) সহিত অবস্থান করেন, ও অন্তরীক্ষের অপত্যভূত জলের সহিত গুহাতে বর্ত্তমান থাকেন, এই অগ্নিকে কেহই প্রাপ্ত হয় না।

১০। অগ্নি পিতার (অন্তরীক্ষের) ও জনয়িতার গর্ভ ধারণ করেন, এক অগ্নি বহুতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত (ওষধি) ভক্ষণ করেন। সপত্নী (৩) ও মনুষ্যদিগের

(৩) সূর্য্যদেব, স্বর্গ ও পৃথিবীর পতি, এই জন্য স্বর্গ ও পৃথিবী সপত্নী। সায়ণ।

হিতকারিণী দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই অভীষ্টবর্ষী অগ্নির বন্ধু। হে অগ্নি! তুমি দ্যাবাপৃথিবীকে বিশেষরূপে রক্ষা কর।

১১। মহান্ অগ্নি অসম্বাধ ও বিস্তীর্ণ (অন্তরীক্ষে) বর্দ্ধিত হয়েন, কারণ বহু অন্নবান্ জল তাঁহাকে সম্যকরূপে বর্দ্ধিত করে। জলের জন্ম-স্থানে (অন্তরীক্ষে) স্থিত অগ্নি ভগিনী স্থানীয়া স্রোতস্বিনীগণের জলে প্রশান্তমনে শয়ন করেন।

১২। যে অগ্নি (সমস্ত লোকের) জনক, উদকের গর্ভভূত, (বন্ধুদের) বিশেষরূপে রক্ষক, মহৎশত্রুর আক্রমণকারী, সংগ্রামে মহৎ (স্বীয়-সেনাগণের) রক্ষক, সকলের দর্শনীয়, এবং স্বীয় দীপ্তিদ্বারা প্রকাশমান, তিনি যজমানের জন্য জল উৎপন্ন করিয়াছেন।

১৩। সৌভাগ্যযুক্ত অরণি দর্শনীয়, নানারূপবিশিষ্ট, এবং জল ও ওষধি সকলের গর্ভভূত (অগ্নিকে) উৎপাদন করিয়াছেন। সমুদয় দেবগণও স্তবনীয়, প্রবৃদ্ধ, সদ্যজাত অগ্নির নিকট স্তুতিযুক্ত হইয়া গমন করিয়াছিলেন, ও তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন।

১৪। দীপ্তিমান্ বিদ্যুৎ সদৃশ মহৎ মেঘগণ অগাধ সমুদ্র মধ্যে অমৃত দোহন করতঃ গুহার ন্যায় স্বকীয় সদনে (অন্তরীক্ষে) প্রবৃদ্ধ এবং প্রভাদ্বারা দীপ্তিমান্ অগ্নিকে আশ্রয় করেন।

১৫। যজমান (আমি) হব্যদ্বারা তোমার স্তুতি করিতেছি, ধর্ম্মবিষয়ে বুদ্ধি লাভ করিবার অভিলাষে তোমার সহিত বন্ধুত্ব প্রার্থনা করিতেছি। তুমি দেবতাগণের সহিত স্তুতিকারীর (আমার) পশু প্রভৃতি রক্ষা কর, ও দুর্দ্দমনীয় তেজোদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।

১৬। হে সুনেতা অগ্নি! আমরা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করি, সমস্ত ধন প্রাপ্তির হেতুভূত কর্ম্ম করি, ও হব্য প্রদান করি। আমরা যেন তোমাকে সুবীর্য্যকর অন্ন প্রদান করিয়া অদেবগণকে, ও অনিষ্টকারী শত্রুদিগকে জয় করিতে পারি।

১৭। হে অগ্নি! তুমি দেবগণের স্তবনীয় দূত, তুমি সমস্ত স্তোত্র জান, তুমি মর্ত্ত্যগণকে নিজ নিজ গৃহে বাস করাও, তুমি রথী, তুমি দেবতাগণের কার্য্যসাধন করিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কর।

১৮। নিত্য রাজা অগ্নি যজ্ঞ সাধন করতঃ মর্ত্ত্যগণের গৃহে উপবেশন করেন। অগ্নি সমস্ত স্তোত্র জানেন, অগ্নির অবয়ব ঘৃতের দ্বারা দীপ্তিযুক্ত, বিস্তীর্ণ অগ্নি বিদ্যোতিত হইতেছেন।

১৯। হে গমনেচ্ছু মহান্ অগ্নি! তুমি মঙ্গলকর সখ্য ও মহৎ রক্ষার সহিত আমাদের নিকট আগমন কর, এবং আমাদিগকে বহুল, উপদ্রবশূন্য, শোভনস্তুতিযুক্ত, ও কীর্ত্তিযুক্ত ধন প্রদান কর।

২০। হে অগ্নি! তুমি পুরাতন, তোমার উদ্দেশে আমি এই সকল সনাতন ও নূতন স্তোত্র পাঠ করিতেছি। সর্ব্বভূতজ্ঞ অগ্নি মনুষ্যদের মধ্যে নিহিত আছেন, সেই অভীষ্ট বর্ষী অগ্নির উদ্দেশে আমরা এই সকল সবন করিয়াছি।

২১। সমস্ত মনুষ্যে নিহিত সর্ব্বভূতজ্ঞ অগ্নি বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক অনবরত প্রদীপ্ত হয়েন। আমরা যেন তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞার্হ (অগ্নির) অভিলষণীয় অনুগ্রহ লাভ করিতে পারি।

২২। হে বলবান্, শোভনকর্ম্মবিশিষ্ট অগ্নি! তুমি সর্ব্বদা বিহার করিতে করিতে আমাদের যজ্ঞ দেবগণের নিকট বহন কর। হে দেবগণের আহ্বানকারী! তুমি আমাদিগকে অন্ন দান কর। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে মহৎ ধন দান কর।

২৩। হে অগ্নি! তুমি স্তোতাকে বহু কর্ম্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদাত্রী ভূমি(৪) চিরকাল প্রদান কর। আমাদিগের বংশ বিস্তারকারী এবং সন্ততি জনয়িতা একটী পুত্র হউক। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ হউক।

(৪) মূলে "ইলাং পুরুদংসং সনিং গোঃ" আছে। ভিন্ন২ পণ্ডিত ইলা শব্দের ভিন্ন২ অর্থ করিয়াছেন। "পুরুদংসং বহুকর্ম্মাণং গোঃ গবাং সনিং প্রদাত্রীং ইলাং ভূমিং।" সায়ণ। "The earth, the bestower of cattle, the means of many pious rites."—*Wilson.* "Supplies by which many sacred rites can be performed, and cows, which remain always profitable."—*Stevenson.* "Fais que la terre soit a jamais liberale pour nous et feconde en troupeaux." —*Langlois.* "The food, the much effecting gift of the cow."—*Benfey* translated by Wilson. এই ঋক্‌টী ইহার পর অনেক সূক্তে আছে।

২ সূক্ত।

বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। আমরা যজ্ঞবর্দ্ধক বৈশ্বানরের উদ্দেশে বিশুদ্ধ ঘৃতের ন্যায় (প্রীতি-জনক) স্তুতি করিব। কুঠার যেরূপ রথকে সংস্কার করে, সেইরূপ মনুষ্য ও ঋত্বিক্‌গণ দেবতাগণের আহ্বানকারী (গার্হপত্য ও আহবনীয়) দুই প্রকার রূপবিশিষ্ট (অগ্নিকে) সংস্কার করে।

২। তিনি জন্মিবামাত্রেই দ্যাবাপৃথিবী উভয়কেই প্রকাশিত করেন। তিনি পিতা মাতার প্রশংসার যোগ্য পুত্র হইয়াছিলেন। হব্যবাহী, জরারহিত, অন্নদাতা, অহিংসিত, ও প্রভাধন অগ্নি মনুষ্যদের অতিথির ন্যায় পূজ্য হয়েন।

৩। জ্ঞানবান্ দেবগণ বিপদ হইতে উদ্ধারক বলদ্বারা যজ্ঞে অগ্নিকে উৎপাদন করেন। ভারসহ অশ্বের যেরূপ স্তুতি করি, সেইরূপ আমি অন্নাভিলাষী হইয়া দীপ্তিমান্ তেজোদ্বারা প্রকাশমান মহান্ অগ্নিকে স্তুতি করিতেছি।

৪। আমরা স্তুতিযোগ্য (বৈশ্বানরের) শ্রেষ্ঠ অলজ্জাবহ, প্রশংসনীয় অন্নের অভিলাষী হইয়া ভৃগু ঋষিগণের অভিলাষপ্রদ, অভি-লষণীয়, প্রজ্ঞাবান্, এবং স্বর্গীয় দীপ্তিদ্বারা দ্যোতমান্ অগ্নিকে ভজনা করিতেছি।

৫। ঋত্বিক্‌গণ সুখলাভের জন্য কুশ বিস্তার করিয়া ও স্রুক্ উত্তোলন করিয়া অন্নদাতা, অত্যন্ত দীপ্তিমান্, সমস্ত দেবগণের হিতকারী, দুঃখ-নাশক এবং যজমানগণের যজ্ঞসাধক অগ্নিকে যজ্ঞে স্তব করে।

৬। হে পবিত্র দীপ্তিবিশিষ্ট, দেবতাগণের আহ্বানকারী (অগ্নি!) তোমার পরিচর্য্যাভিলাষী যজমানগণ যজ্ঞে কুশবিস্তার করতঃ তোমার যোগ্য যাগগৃহ সেবা করে। তাহাদিগকে ধন দান কর।

৭। তিনি দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন, বিস্তীর্ণ অন্তরী-ক্ষকেও পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। যজমানগণ নবজাত এই অগ্নি ধারণ করিয়া

ছিলেন; সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত অন্নদাতা এই অগ্নি অশ্বের ন্যায় অন্নলাভের জন্য আনীত হয়েন।

৮। নেতা ও মহৎযজ্ঞের দর্শক যে অগ্নি দেবতাগণের সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছিলেন, সেই হব্যদাতা, শোভনযজ্ঞবিশিষ্ট, গৃহের হিতকর, সর্ব্ব ভূতজ্ঞ অগ্নিকে পূজা কর ও তাঁহার পরিচর্য্যা কর।

৯। মৃত্যুরহিত (দেবগণ) (অগ্নিকে) অভিলাষ করিয়া মহানু জগৎব্যাপক অগ্নির (পার্থিব, বৈদ্যুত, ও সূর্য্যরূপ) তিনটি মূর্ত্তিকে শোধিত করিয়াছেন। (তাঁহারা) উহাদের মধ্যে জগৎপালিকা পার্থিব মূর্ত্তিকে মর্ত্ত্যলোকে রাখিয়াছেন, অন্য দুইটি অন্তরীক্ষে গমন করিয়াছে।

১০। ধনাভিলাষী প্রজাগণ প্রজাগণের প্রভু মেধাবী অগ্নিকে অসির ন্যায় তীক্ষ্ণ করিবার জন্য সংস্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি উন্নত ও নিম্ন-প্রদেশ সকল ব্যাপ্ত করিয়া গমন করেন, তিনি সমস্ত ভুবনে গর্ভ ধারণ করেন।

১১। নবজাত অন্তবর্ত্তী বৈশ্বানর নানাস্থানে সিংহের ন্যায় শব্দ-করতঃ নানা জঠরে বর্দ্ধিত হয়েন। তিনি অত্যন্ত তেজোবিশিষ্ট ও মরণ রহিত, তিনি যজমানকে রমণীয় বস্তু প্রদান করেন।

১২। স্তোতৃগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান বৈশ্বানর চিরন্তনের ন্যায় অন্তরীক্ষের পৃষ্ঠভূত স্বর্গে আরোহণ করেন। পুরাতন ঋষিগণের ন্যায় যজমান-গণকেও ধন দান করতঃ তিনি জাগরূক হইয়া (দেবগণের) সাধারণ পথে (সূর্য্যরূপে) ভ্রমণ করেন।

১৩। বলবান্, পূজার্হ, মেধাবী, স্তুতিযোগ্য, দ্যুলোকবাসী যে অগ্নিকে মাতরিশ্বা (দ্যুলোক হইতে আনয়ন করতঃ) পৃথিবীতে সংস্থাপিত করিয়াছেন(১), আমরা সেই নানাবিধ গমনবিশিষ্ট, পিঙ্গলবর্ণ কিরণযুক্ত, দীপ্তিমান্ অগ্নির নিকট নূতন ধন যাচ্ঞা করি।

১৪। দীপ্ত, ঊর্দ্ধে গমনকারী, সমস্ত পদার্থের জ্ঞানযুক্ত, দ্যুলোকের কেতুস্বরূপ, সূর্য্যে অবস্থিত, ঊষাকালে জাগরূক, অন্নবান্, মহান্ অগ্নিকে স্তোত্রদ্বারা যাচ্ঞা করি।

(১) ১।৬০।১ ঋকের দ্বিতীয় টীকা দেখ।

১৫। স্তুতিযোগ্য, দেবতাগণের আহ্বানকারী, সর্ব্বদা শুদ্ধ, কুটিলতা-রহিত, দানশীল, শ্রেষ্ঠ, বিশ্বদর্শী, রথের ন্যায় নানাবর্ণবিশিষ্ট, দর্শনীয়া-কৃতিসম্পন্ন ও সর্ব্বদা মনুষ্যগণের কল্যাণকারী সেই অগ্নির নিকট আমরা ধন যাচ্ঞা করিতেছি।

---

৩ সূক্ত।

বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। মেধাবী স্তোতাগণ সৎপথ লাভের জন্য বহুবলশালী বৈশ্বানরের উদ্দেশে যজ্ঞে রমণীয় স্তোত্র সকল পাঠ করে। মরণরহিত অগ্নি (হব্যপ্রদান দ্বারা) দেবতাগণের পরিচর্য্যা করেন, অতএব কেহ সনাতন যজ্ঞকে দূষিত করিতে পারে না।

২। দর্শনীয় হোতা (অগ্নি) দেবগণের দূত হইয়া দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে গমন করেন। দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত ধীমান্ অগ্নি যজমানের সম্মুখে স্থাপিত ও উপবিষ্ট হইয়া মহৎ যজ্ঞগৃহকে অলঙ্কৃত করেন।

৩। মেধাবীগণ যজ্ঞের কেতুস্বরূপ ও যজ্ঞে [illegible]ভূত অগ্নিকে স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা পূজা করেন। স্তোতাগণ যে অ[illegible]য় স্বীয় অনুষ্ঠেয়) কর্ম্ম সকল অর্পণ করে, যজমান সেই অগ্নিতে সুখের [illegible] করে।

৪। যজ্ঞের পিতা, স্তোতৃগণের বলপ্রদ(১), [illegible]গণের জ্ঞান হেতু ও (যজ্ঞাদি কর্ম্মের) সাধনভূত অগ্নি (পার্থিব ও বৈদ্যু[illegible]দি) রূপদ্বারা দ্যাবা-পৃথিবীতে প্রবেশ করেন। অত্যন্ত প্রিয়, তেজোবিরাষ্ট অগ্নি (যজমান কর্ত্তৃক) স্তুত হইতেছেন।

৫। আহ্লাদকর, ও আহ্লাদজনক রথবিশিষ্ট, পিঙ্গলবর্ণ, জলমধ্যে নিবাসী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, শীঘ্রগামী, বলোপেত, ভর্ত্তা, দীপ্তিমান্ বৈশ্বানরকে দেবগণ ইহলোকে স্থাপিত করিয়াছেন।

---

(১) "অসুর" শব্দ আছে।

৬। যিনি যজ্ঞসাধক দেবগণ ও ঋত্বিকগণের সহিত কর্ম্মদ্বারা যজমানের নানাবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন, যিনি নেতা, শীঘ্রগামী, দানশীল এবং শত্রুগণের নাশক, সেই অগ্নি দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে গমন করেন।

৭। আমরা সুপুত্র ও দীর্ঘায়ুঃ (লাভ করিতে পারিব বলিয়া) হে অগ্নি! তুমি দেবগণকে স্তব কর, অন্নদ্বারা তাঁহাদিগকে প্রীত কর, আমাদের শস্যের জন্য বৃষ্টিকে সম্যক্‌রূপে দীপ্ত কর, ও অন্নদান কর। হে সর্ব্বদা জাগরণশীল অগ্নি! তুমি মহান্ (যজমানকে) অন্নদান কর, কারণ তুমি সুকর্ম্মা ও দেবগণের প্রিয়।

৮। মনুষ্যগণের পতি, মহান্, অতিথিভূত, বুদ্ধির নিয়ন্তা, ঋত্বিক্‌গণের প্রিয়, যজ্ঞের জ্ঞাপক, বেগযুক্ত, সর্ব্বভূতজ্ঞ অগ্নিকে নেতাগণ সমৃদ্ধির জন্য নমস্কার ও স্তুতিদ্বারা প্রশংসা করিতেছে।

৯। দীপ্তিমান্, স্তুয়মান, রমণীয়, সুন্দর রথবিশিষ্ট অগ্নি বলদ্বারা সমস্ত প্রজাদিগকে ব্যাপ্ত করেন। আমরা অনেকের পালয়িতা ও যজ্ঞগৃহে (বাসকারী) অগ্নির কর্ম্মসকল সুন্দর স্তোত্রদ্বারা প্রকাশ করিব।

১০। হে বিজ্ঞ বৈশ্বানর! তুমি যে তেজঃদ্বারা সর্ব্ববেত্তা হইয়াছ, আমি তোমার সেই [illegible] স্তব করি। তুমি জন্মিবামাত্রেই সমস্ত ভূতসমূহে ও দ্যাবাপৃথিবীতে [illegible] হইয়া থাক। হে অগ্নি! তুমি আপনি সমস্ত ভূতজাতকে ব্যাপ্ত [illegible] কর [illegible]।

১১। বৈশ্বানর [illegible] সন্তোষজনক কর্ম্ম হইতে মহৎ (ধন) হয়। কারণ তিনি সুন্দর যজ্ঞাভি[illegible] ইচ্ছায় যজমানগণকে ধন দান করেন। তিনি প্রভূত তেজোবিশিষ্ট [illegible] পিতা মাতা (দ্যাবাপৃথিবী) উভয়কেই পূজা করতঃ উৎপন্ন হইয়াছেন [illegible]।

৪ সূক্ত।

আপ্রী দেবতা(১)। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে সমিদ্ধ (অগ্নি)! অনুকূলমনে জাগরিত হও, তুমি অত্যন্ত প্রসর্পক তেজোযুক্ত হইয়া আমাদিগকে ধনবিষয়ে অনুগ্রহ কর। হে দ্যোতমান অগ্নি! তুমি দেবতাগণকে যজ্ঞে আনয়ন কর। হে অগ্নি! তুমি দেবতাগণের সখা, তুমি অনুকূলমনে সখা (দেবতাগণের) যজ্ঞ কর।

২। বরুণ, মিত্র ও অগ্নি যে তনূনপাৎ (নামক অগ্নিকে) প্রতি দিবস দিনে তিন বার করিয়া যজ্ঞ করেন, সেই তনূনপাৎ উদকের কারণভূত আমাদিগের এই যজ্ঞকে বৃষ্টি প্রভৃতি ফলযুক্ত করুন।

৩। সর্ব্বজন প্রিয় স্তুতি দেবতাগণের আহ্বানকারী (অগ্নির নিকট) গমন করুক। (অগ্নিরূপ) ইল প্রীতি উৎপাদন করিবার জন্য প্রধান, অত্যন্ত অভীষ্টবর্ষী, বন্দনাযোগ্য অগ্নির নিকট গমন করুন। যজ্ঞকর্ম্মে কুশল অগ্নি আমাদের কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যজ্ঞ করুন।

৪। তোমাদের জন্য (অর্থাৎ অগ্নি ও বর্হি[illegible]প অগ্নির জন্য) যজ্ঞে একটি উন্নত পথ করা হইয়াছে। দীপ্তিযুত হব্য [illegible] প্রস্থিত হইতেছে। হোতা দীপ্তিমান্ (যাগ গৃহের) নাভিদেশে উ[illegible]আছেন। আমরা দেবগণ কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত বর্হি বিস্তৃত করিব।

৫। জলদ্বারা বিশ্বের প্রীতিপ্রদ দেবগণ [illegible]যজ্ঞে গমন করেন; (অকপট) মনে যাচিত হইয়া নররূপী যজ্ঞজাত [illegible]রূপ যজ্ঞ দ্বারদ্বয়) প্রত্যক্ষ হইয়া আমাদের এই যজ্ঞে আগমন করুন।

৬। সুয়মান (অগ্নিরূপ) রাত্রি ও দিবা পরস্পর সঙ্গত হইয়া অথবা পৃথক্‌রূপে সশরীরে প্রকাশিত হইয়া আগমন করুন। মিত্র, বরুণ অথবা মরুৎযুক্ত ইন্দ্র আমাদের যেরূপে অনুগৃহীত করেন, ইঁহারাও তেজো দীপ্ত হইয়া সেইরূপ করুন।

---

(১) ১। ১৩ ও ১। ৪২ সূক্তের টীকা দেখ। এই আপ্রী সূক্তের ঋষি বিশ্বামিত্র, সুতরাং ইহাতে নরাশংসের উল্লেখ নাই, তনূনপাতের উল্লেখ আছে।

৭। [illegible] দিব্য, প্রধান, (অগ্নিরূপ) দেব হোতাদ্বয়কে প্রসন্ন করি। [illegible] অন্নবান্ (ঋত্বিকগণ) অগ্নিকে হব্যদ্বারা প্রমত্ত করেন। [illegible] দীপ্তিমান্ (ঋত্বিকগণ) প্রত্যেক ব্রতে যজ্ঞরূপ অগ্নিকে (এই কথা) বলেন।

৮। ভারতীগণের(২) সহিত সংগতা (অগ্নিরূপ) ভারতী আগমন করুন, দেবতা ও মনুষ্যগণের সহিত (অগ্নিরূপ) ইলা আগমন করুন, অগ্নিও আগমন করুন। সারস্বতগণের(৩) সহিত (অগ্নিরূপ) সরস্বতীও আগমন করুন। দেবীত্রয় আগমন করিয়া সম্মুখে (স্থিত) এই কুশে উপবেশন করুন।

৯। হে দেব (অগ্নিরূপ) ত্বষ্টা! যদ্দ্বারা বীর কর্ম্মকুশল, বলশালী, ও (সোমাভিষবের জন্য) প্রস্তর হস্ত দেবাভিলাষী পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে, তুমি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে তাদৃশ ত্রাণকুশল ও পুষ্টিকারী বীর্য্য প্রদান কর।

১০। হে (অগ্নিরূপ) বনস্পতি! তুমি দেবতাগণকে সমীপে আনয়ন কর। (পশুর) সংস্কারক অগ্নি (বনস্পতি) দেবতাগণের উদ্দেশে হব্য প্রেরণ করুন। সেই যজ্ঞরূপ দেবতাগণের আহ্বানকারী (অগ্নি) যজ্ঞ করুন, কারণ তিনিই দেবতাগণের জন্ম জানেন।

১১। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিযুক্ত হইয়া ইন্দ্র ও ত্বরান্বিত দেবগণের সহিত একরথে আরোহণ [illegible] অভিমুখে আগমন কর। সুপুত্রবিশিষ্টা অদিতি আমাদের কুশে উ[illegible] কর[illegible]করুন। নিত্য দেবগণ (অগ্নিরূপ) স্বাহাকারযুক্ত হইয়া তৃপ্তিলাভ করুন।

---

(২) "ভারতীতি [illegible]ভাসা সূর্য্যস্য সম্বন্ধিনীভিঃ।" সায়ণ। "Perhaps intending the solar ray."—*Wilson.*

(৩) "সরস্বতী সম্বন্ধিভিঃ মধ্যস্থানৈঃ।" সায়ণ। সায়ণ অনেক স্থানে। ভারতী অর্থে স্বর্গীয় দেবী বা বাক্, সরস্বতী অর্থে মধ্য স্থানীয় অর্থাৎ অন্তরীক্ষের দেবী বা বাক্, এবং ইলা অর্থে পার্থিব দেবী বা বাক্, করিয়াছেন। ১। ১৪২। ৯ এবং ১। ১৮৮। ৮ ঋকের টীকা দেখ।

৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। অগ্নি উষাকে জানেন, মেধাবী অগ্নি প্রজ্ঞাবান্‌গণের পথে (যাইবার জন্য) জাগরিত হইতেছেন। অত্যন্ত তেজোবিশিষ্ট অগ্নি দেবাভিলাষী ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃক প্রদীপ্ত হইয়া অজ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটন করিতেছেন।

২। পূজ্য অগ্নি স্তোতাদের স্তোত্র, বাক্য, ও উক্থ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। (দেবতাগণের) দূত অগ্নি বহুযজ্ঞের দীপ্তি লাভ করিবার ইচ্ছায় প্রাতঃকালে দ্যোতিত হয়েন।

৩। (যজমানদের) মিত্র, যজ্ঞদ্বারা অভিলাষ পূরক, এবং জলের পুত্র (অগ্নি) মনুষ্য লোকের মধ্যে সংস্থাপিত হইয়াছেন। অগ্নি স্পৃহনীয় ও যজনীয়, তিনি উন্নত স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; প্রজ্ঞাবান অগ্নি স্তোতাদিগের স্তুতির যোগ্য হইয়াছেন।

৪। অগ্নি যখন সমিদ্ধ হয়েন, তখন মি[illegible] হয়েন। সেই মিত্রই হোতা এবং সর্ব্বভূতজ্ঞ বরুণ। সেই মিত্রই [illegible]ৰ্য্যু ও দানশীল প্রেরক (বায়ু)(১), তিনি নদী ও পর্ব্বতসমূহের মিত্র। পূ[illegible]

৫। সুন্দর অগ্নি সর্ব্বব্যাপ্ত পৃথিবীর প্রিয় [illegible] করেন। মহান্‌ অগ্নি সূর্য্যের বিচরণস্থল (অন্তরীক্ষ) রক্ষা করে[illegible]র মধ্যে (অন্তরীক্ষের মধ্যে) মরুৎগণকে রক্ষা করেন, তিনি দে[illegible]ণের হর্ষকর (যজ্ঞ) রক্ষা করেন।

৬। মহান্‌ ও সমস্ত জ্ঞাতব্যের বেত্তা অগ্নি [illegible]ংসনীয় ও চারু জল উৎপাদন করেন। অগ্নি নিদ্রিত (প্রশান্ত শিখা) হইলেও তাঁহার চর্ম্ম (রূপ) দীপ্তিমান্‌ থাকে; সেই অগ্নি অপ্রমত্ত হইয়া উহা রক্ষা করেন।

---

(১) মূলে "মিত্রঃ অধ্বর্য্যুঃ ইষিরঃ দমূনা" আছে। সায়ণ দমূনা অর্থে "দানমনা দান্তমনা বা" করিয়া ঐটি অধ্বর্য্যুর বিশেষণ করিয়াছেন। "ইষিরঃ" অর্থে "প্রেরকো বায়ুঃ" করিয়াছেন। তিনি বলেন এই ঋকে অগ্নির সর্ব্বাত্মকত্বের স্তুতি করা হইয়াছে। "The purport of the stanza is the identity of Agni with Mitra, the sun, and of both with Varuna and Vayu."—*Wilson.*

৭। দীপ্তিমান্, বিশেষরূপে স্তুত ও স্বস্থানপ্রিয়, অগ্নি অধিরূঢ় হইয়াছেন। দীপ্তিশালী, শুভ্র, মহান্, ও পাবক অগ্নি পিতা মাতাকে (দ্যাবাপৃথিবীকে) পুনঃ পুনঃ নূতনতর করিতেছেন।

৮। অগ্নি জন্মিবামাত্রেই ওষধি সকল কর্তৃক ধৃত হয়েন, তখন পথ-প্রবাহিত জলের ন্যায় শোভমান ওষধি সকল জলদ্বারা বর্ধিত হইয়া ফল প্রসব করে। অগ্নি পিতা মাতার (দ্যাবাপৃথিবীর) উৎসঙ্গে বর্ধিত হইয়া আমাদের রক্ষা করুন।

৯। (আমাদের কর্তৃক) স্তুত ও দীপ্তিদ্বারা মহান্ অগ্নি পৃথিবীর নাভিতে (উত্তর বেদিতে) অবস্থান করিয়া অন্তরীক্ষ বিদ্যোতিত করিয়াছেন। (সকলের) মিত্র, স্তুতিযোগ্য মাতরিশ্বা দেবগণের দূত হইয়া যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন করুন।

১০। যখন মাতরিশ্বা ভৃগুদিগের জন্য গুহাস্থিত হব্যবাহক অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন (২), তখন তেজঃপদার্থের মধ্যে উৎকৃষ্টতম মহান্ অগ্নি স্বর্গকে তে[illegible]দ্বারা স্তম্ভিত করিয়াছিলেন।

১১। হে অগ্নি! [illegible]মি স্তোতাকে বহুকর্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদাত্রী ভূমি চিরকাল প্র[illegible] [illegible]মি। আমাদিগের বংশবিস্তারকারী [illegible] সন্ততি জনয়িতা একটী [illegible] হে অগ্নি! আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ হউক।

---

(২) ৯ ঋকে সায়ণ [illegible]রিশ্বা শব্দের অর্থ সূর্য্যরূপ বা অরণি প্রদীপ্ত অগ্নি করিয়াছেন, এবং ১০ ঋকে [illegible]ব্দের অর্থ বায়ু করিয়াছেন। ১০ ঋকেও মাতরিশ্বা অর্থে অগ্নি তাহার সন্দেহ ন[illegible]। "ভৃগুভ্যঃ" অর্থে সায়ণ করিয়াছেন "আদিত্যসা রশ্মিভ্যঃ।" কিন্তু ইহা[illegible] সহজ অর্থ ভৃগুবংশীয়গণের জন্য, এবং মাতরিশ্বা সেই বংশীয়গণের জন্য অগ্নি আনিয়াছিলেন তাহা ১। ৬০। ১ ঋকে প্রকাশ আছে।

৬ সূক্ত।

বিশ্বামিত্র ঋষি। অগ্নি দেবতা।

১। হে যজ্ঞ কর্ত্তাগণ! তোমরা দেবাভিলাষী, তোমরা মন্ত্রদ্বারা প্রেরিত হইয়া দেবার্চ্চনা সাধক (স্রুক্) আনয়ন কর। আহ্বনীয় অগ্নির দক্ষিণদিকে যাহাকে বহন করা হইতেছে, যাহাতে অন্ন আছে, যাহার অগ্র ভাগ পূর্ব্বদিকে রহিয়াছে, যাহা অগ্নির জন্য হব্য ধারণ করিতেছে, সেই ঘৃত-যুক্ত (স্রুক্) গমন করিতেছে।

২। হে অগ্নি! তুমি জন্মিবামাত্রেই দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ কর। হে যাগযোগ্য! তুমি মহিমাদ্বারা অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী হইতে প্রকৃষ্টতর হও। তোমার অংশভূত সপ্ত জিহ্বা বিশিষ্ট বহ্নিসকল পূজিত হউক।

৩। হে অগ্নি! তুমি হোতা, যখন দেবাভিলাষী হব্যযুক্ত মনুষ্যলোক তোমার দীপ্ত তেজের স্তব করে, তখন অন্তরীক্ষ পৃথিবী ও যজ্ঞার্হ দেবগণ যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য তোমার (স্তব করেন)।

৪। মহান্ ও যজমানদের প্রিয় অগ্নি দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে মহিমাযুক্ত স্বকীয় স্থানে অচলভাবে উপবিষ্ট আছেন। আক্রমণশীলা, স্বপত্নীভূতা, জরারহিতা, অহিংসিতা, ক্ষীরপ্রসবিনী দ্যাবাপৃথিবী অত্যন্ত গমনশীল অগ্নির ধেনু।

৫। হে অগ্নি! তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তোমার ..., তুমি ক্রতুদ্বারা ...বাপৃথিবীকে বিস্তৃত করিয়াছ, তুমি দূত। হে ...র্ষী (অগ্নি)! তুমি ...ন্মিবামাত্রেই যজমানের নেতা হও।

৬। হে দ্যুতিমান্ অগ্নি! প্রশস্ত কেশবিশিষ্ট রজ্জুযুক্ত, ঘৃতস্রাবী, ...হিত নামক অশ্বদ্বয়কে যজ্ঞের সম্মুখে যোজিত কর। অনন্তর তুমি সমস্ত ...বগণকে আনয়ন কর। হে সর্ব্বভূতজ্ঞ! তুমি তাহাদিগকে সুন্দর যজ্ঞযুক্ত কর।

৭। হে অগ্নি! তুমি যখন বনে জল শোষণ কর, তখন তোমার দীপ্তি সূর্য্যের হইতেও অধিক হয়। তুমি বিশেষরূপে প্রকাশমান পুরাতন উষার পশ্চাতে শোভিত হও। স্তোতাগণ স্তুতিযোগ্য হোতা (অগ্নির) স্তব করে।

৮। বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে যে দেবগণ হৃষ্ট রহিয়াছেন, আকাশের দীপ্তিতে যে সকল দেবতা আছেন, ঊম(১) নামক যজনীয় যে (পিতৃগণ) উত্তমরূপে আহূত হইয়া আগমন করেন, রথী (অগ্নির) যে সকল অশ্ব আছে।

৯। হে অগ্নি! তুমি এই সকল দেবগণের সহিত একরথে অথবা নানা রথে আরোহণ করিয়া আমাদের অভিমুখে আগমন কর, যেহেতু তোমার অশ্বগণ সমর্থ। ৩৩ জন দেবতাকে(২) পত্নীগণের সহিত অন্নের জন্য আনয়ন কর ও (সোমদ্বারা) হৃষ্ট কর।

১০। বিস্তীর্ণা দ্যাবাপৃথিবী প্রত্যেক যজ্ঞে সমৃদ্ধির জন্য যে অগ্নির প্রশংসা করে তিনিই (দেবগণের হোতা)। সুরূপা উদকবতী সত্যস্বরূপা (দ্যাবাপৃথিবী) যজ্ঞের ন্যায়, সত্য হইতে জাত হোতা অগ্নির অনুকূল হইয়া থাকেন।

১১। হে অগ্নি! তুমি স্তোতাকে বহু কর্ম্মের হেতুভূত ও ধেনু প্রদাত্রী ভূমি চিরকাল প্রদান কর। আমাদিগের বংশ বি[illegible]রী এবং সন্ততি জনয়িত্রী একটী পুত্র হউক। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ হউক।

(১) মূলে "ঊ[illegible] আছে। "ঊম সংজ্ঞকাঃ পিতরঃ সন্তি।" সায়ণ।
(২) ৩৩ জন [illegible] ১।৩৪।১১ ঋক্, এবং ১।৪৫।২ ঋক্ দেখ।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

মূল সংস্কৃত হইতে

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত

তৃতীয় অষ্টক।

কলিকাতা।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৮৮৬।

ভূমিকা।

তৃতীয় অষ্টক প্রকাশিত হইল। ইহাতে তৃতীয় মণ্ডলের শেষ অংশ, চতুর্থ মণ্ডল সমুদয় এবং পঞ্চম মণ্ডলের প্রথম আটটী সূক্ত আছে। পূর্ব্বের ন্যায় এই অষ্টকেও ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে স্থানে২ যে টীকা দিয়াছি, তাহার দুইটী সূচী দেওয়া হইয়াছে। পাঠকগণ অনেকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় সেই দুইটী সূচীতে পাইবেন। ঐশ্বরিক বলের একত্ব দেখিয়া কিরূপে এক ঈশ্বরের অনুভব মনুষ্য হৃদয়ে উৎপন্ন হয়, সে কথা, স্বর্গ বিশ্বাসের কথা, প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র, দক্ষের তনয়ার নাম, গৌরীর নাম, সীতার নাম, আর্য্য ও দস্যু এই দুইটী মাত্র তৎকালপ্রচলিত জাতি বিভাগের কথা, পুত্রের পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকারের কথা, চুক্তি ভঙ্গ বিষয়ক বিধি, যুদ্ধ অশ্ব, রাজার হর্ম্ম্য, প্রস্তরের নগর, কৃষিকার্য্য, সমুদ্রগমন ও বাণিজ্য, সরযূ নদীর পূর্ব্বে আর্য্য রাজ্য বিস্তৃতির কথা এবং দক্ষিণ মগধদেশে তৎকালের অনার্য্যদিগের [illegible] প্রভৃতি অনেক বিষয় এই অষ্টকে উল্লিখিত হইয়াছে।

পাঠকগণ জানিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, যে এই তৃতীয় অষ্টকের পর অবশিষ্ট পাঁচ অষ্টকের অনুবাদ কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। কেবল মুদ্রা কার্য্য বাকি আছে, প্রত্যেক অষ্টক যেমন মুদ্রিত হইবে তৎক্ষণাৎ পাঠকদিগের হস্তে পঁহুছিবে। আমি বিগত চৈত্র মাসের প্রারম্ভে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর লইয়াই, এই ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম, এই চৈত্র মাসে তাহা শেষ করিলাম। মাদৃশ লোকের দ্বারা এইরূপ গুরুকার্য্য এক বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব নহে; আমি, যে এ বিষয়ে কৃতার্থ হইয়াছি তাহা কেবল, আমার সহযোগীদিগের যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম, যত্ন ও উৎসাহ বশতঃ আমার নিজের গুণে নহে। শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতাগ্রগণ্য ও সুহৃদবর শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীঅলোকনাথ ন্যায়ভূষণের নিকট আমি এই গুরুকার্য্যে সহায়তার জন্য চিরকাল বাধিত রহিলাম।

এই পুস্তক প্রকাশে বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট আমাকে, যে ব্যয়ানুকূল্য করিতেছেন তাহাও এই স্থানে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি। এই পুস্তক বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইতেছে এবং মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট আমার সহায়তা করিতেছেন। সেরূপ সহায়তা না পাইলে আমি এই আকারের আট খানি অষ্টক গ্রাহকদিগকে পাঁচ টাকা মূল্যে দিতে পারিতাম না, অথবা দিয়া বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতাম।

আমার এই অনুবাদ কার্য্য সমাপ্তির সময় আমার পাঠকদিগকেও একটী কথা বলিবার আছে। ভারতবর্ষের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ আমার এই অনুবাদ গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে আমি যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা আমি প্রকাশ করিতে অক্ষম। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের আর্য্য হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় এক মাত্র নিদর্শনটী অদ্য স্বদেশবাসীদিগের হস্তে দিতে সমর্থ হইলাম, তাঁহারাও সেটী সাদরে গ্রহণ করিলেন, তাহাতে আমি, যে পরম প্রীতি অনুভব করিলাম, তাহা এ জীবনে কদাচ বিস্মৃত হইব না।

কলিকাতা, ২০ বিডন ষ্ট্রীট।
১লা চৈত্র, ১২৯।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

"I WAS delighted to have * * the first part of your Bengali Translation of Rig Veda. It is indeed an arduous undertaking, but one well worthy of your attempting and carrying out. It will help to diffuse a great deal of light on many things among your countrymen. I hope you will be able to carry out your plan to its completion. শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।"—(*Extract from Professor E. B. Cowell's letter, dated Cambridge, 12th February* 1886.)

"I RECEIVED yesterday the second volume of your Rig Veda Sanhita. * * Your undertaking is a noble one, and I heartily wish you every success."—(*Extract from Dr. Rajendralala Mitra's letter, dated* 18*th February* 1886.)

"WE have just received the first volume of [illegible]gali Translation (of the Rig Veda) by R. C. Dutt, of the Bengali [illegible]vice, as well as a reprint of the text in Bengali letters. Mr [illegible] follows Sayana's commentary as edited by Prof. Max Muller, e[illegible] passages where the native commentator is too glaringly wrong. [illegible] Dutt's work will therefore take the same place in India which the [illegible]ate Professor Wilson's translation took in England."—(*The Athenæum* ([illegible]*ondon*), *February 6th*, 1886.)

ধর্ম্মসম্বন্ধে ও কোন কোন দেবসম্বন্ধে বিবরণ।

বিষয়।	মণ্ডলের সংখ্যা।	সূক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
ঐশ্বরিক বলের একতা / এক ঈশ্বরের অনুভব	৩	৫৫	৩ ও ৯
স্বর্গলাভের কথা	৪	১১	১
	৪	৪৭	১
গায়ত্রী মন্ত্র	৩	৬২	১
হংসবতী ঋক্	৪	৪০	১
অঙ্গিরা কর্ত্তৃক অগ্নিপূজার অনুষ্ঠান	৪	১	৪
	৪	২	৪
দক্ষের তনয়া (অর্থ, বেদী বা যজ্ঞভূমি)	৩	২৭	২
গৌরী (অর্থ, বাক্য)	৩	৫৩	১১
সীতা (অর্থ, লাঙ্গলকৃত ভূমিতে রেখা)	৪	৫৭	৫
শুন ও সীর (কৃষিকার্য্যের উপকরণ বা দেব)	৪	৫৭	২ ও ৪
ঋভুক্ষা	৪	৩৭	১
দধিক্রা	৩	২০	১
	৪	৩৮	২ ও ৫
ধিক্ষা	৩	২২	২
স্বস্তিদেবী	৪	৫৫	১
শক্র	৪	[illegible]	৩
ঘৃতের স্তুতি	৪	[illegible]	৬
শ্যেনপক্ষীকর্ত্তৃক সোম আনয়ন	৩	[illegible]	১
	৪	[illegible]৬	৪—৭ ঋক্।
	৪	[illegible]	সমস্ত সূক্ত।
ইন্দ্রের জন্মিবামাত্রই মাতৃস্তনে সোমদর্শন ও অতিশয় সোমপ্রিয়তা।	৩	[illegible]	সমস্ত সূক্ত।
	৩	[illegible]	৪
ইন্দ্র পিতাকে হত্যা করেন	৪	[illegible]৮	৬
যূপকাষ্ঠ ও পশুবলি	৩	৮	সমস্ত সূক্ত।
৩৩৩৯ দেব	৩	৯	২
গন্ধর্ব্বগণ	৩	৩৮	২
"অসুর"	৩	২৯	১
পুরোহিতগণের প্রাদুর্ভাবের সহিত ঋগ্বেদের ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তন	৪	৫০	১
ঋগ্বেদের উপমা হইতে ক্রমে উপাখ্যানের সৃষ্টি	৫	২	১

সভ্যতা ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিবরণ।

বিষয়।	মণ্ডলের সংখ্যা।	সূক্তের সংখ্যা।	টী… সং…
"আর্য্য" ও "দস্যু" এই দুইটী মাত্র জাতি ছিল।	৩	৩৪	
পঞ্চ কৃষ্টি	৪	৩৮	
মনুষ্যের পরমায়ু	৩	৩৬	
পুত্র অবর্ত্তমানে [illegible]হিত্র পৌত্র স্থানীয়	৩	৩১	
পুত্র ক্রিয়া ও সম্পত্তির অধিকারী কন্যা। সম্পত্তির অধিকারিণী।	৩	৩১	
চুক্তি করিলে তাহা ভঙ্গ করা যায় না	৪	২৪	২৩
"ধান" অর্থাৎ ভাজা যব। (ব্রীহি অর্থাৎ চাউলের উল্লেখ নাই)।	৩	৩৫	
ধান, করম্ভ, অপূপ, পুরোডাশ, পক্তি	৩ ৪	৫২ ২৪	
খারী (শস্যের মাপ)	৪	৩২	
নিষ্ক	৪	৩৭	
অংসত্রা (কবচ), দ্রাপি (কবচ ব…	৪ ৪ ৪	৩৪ ৫৩	
খদির ও শিশুকাষ্ঠের গাড়ি	৩ ৪ ৩	৫৩	
রথ নির্ম্মাতা শিল্পিগণ ও…	৩ ৪ ৪	২	
সুবর্ণ সজ্জাবিশিষ্ট অশ্ব	৪	১৬ ২	
যুদ্ধের অশ্ব	৪	৩৮	
অমাত্য বেষ্টিত গজস্ক…	৩ ৭ ৪	৪	১
প্রস্তর নির্ম্মিত নগর	৪	৩০	৩
কৃষি কার্য্যের বিবা…	৪	৫৭	সমস্ত সূক্ত
বণিক্‌দিগের সমুদ্র…	৪	৫৫	৩
ভ্রাতৃরহিতা বিপ… নারী, পতিবিদ্বে… …ণী ভার্য্যা।	৪	৫	১
বস্ত্রাপহারক ত…	৪	৩৮	৩
সরযুর পূর্ব্বদিকে …রাজ্য বিস্তার ও তথায় আর্য্যরা …গের মধ্যে যুদ্ধ	৪	৩০	২
দৃষদ্বতী, আপয়া, …সরস্বতী, পরুষ্ণী বিপাশা ও শতদ্রু নদী।	৩ ৪ ৩	২৩ ২২ ৩৩	২ ১ ১
জহ্নু কন্যা	৩	৫৮	১
অনার্য্য বর্ব্বর জাতিগণ	৩ ৪ ৪ ৪ ৪	৩১ ১৬ ২৮ ৩০ ৩৮	৬৩ ৪ ১ ৪ ১
কীকট (দক্ষিণ মগধ) দেশের বর্ব্বরগণ	৩	৫৩	৯ ও ১৮

ঋগ্বেদ সংহিতা।

তৃতীয় অষ্টক।

প্রথম অধ্যায়।

১ সুক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। নীল পৃষ্ঠবিশিষ্ট(১), সকলের ধারক (অগ্নির) যে (রশ্মি সকল) প্রকর্ষরূপে উদ্গমন করে, তাহারা পিতৃমাতৃভূত (দ্যাবাপৃথিবীতে) চতুর্দ্দিকে প্রবিষ্ট হয়, সপ্ত নদীতেও(২) প্রবিষ্ট হ[illegible] চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান, পিতৃমাতৃভূত (দ্যাবাপৃথিবী) সম্যক্‌রূপে প্রসৃত [illegible], এবং প্রকর্ষরূপে যজ্ঞ করিবার জন্য (অগ্নির) দীর্ঘ আয়ুঃ সম্পাদন ক[illegible]।

২। দ্যুলোকবাসী ধেনুই(৩) অভীষ্টবর্ষী [illegible] অশ্ব। (অগ্নি) মধুর জল বাহিনী দ্যুতিমতী (নদী সকলে) অধিষ্ঠ[illegible]। তুমি ঋতের সদনে আবাস ইচ্ছা কর এবং জ্বালা প্রেরণ কর, [illegible]নের [illegible](৪) তোমাকে সেবা করিতেছে।

৩। ধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনের স্বামী, জ্ঞানবা[illegible] (বল[illegible])[illegible]ধিপতি (অগ্নি) সুখে সংযমনীয় বড়বা আরোহণ করিলেন। নীল পৃষ্ঠ[illegible]শিষ্ট ও চতুর্দ্দিকে প্রস্থিত অগ্নি তাহাদিগকে সতত গমন করিবার জন্য ছা[illegible]য়া দিলেন।

---

(১) মূলে "শিতিপৃষ্ঠস্য" আছে। "শ্বেত পৃষ্ঠস্য।" "White-backed."—[illegible]র্থযত্ন।

(২) মূলে "বাণীঃ" আছে "Firmament."—*Vedarthayatna.*

(৩) সায়ণ "ধেনু" অর্থে প্রীতিদায়ক করিয়াছেন।

(৪) গো অর্থে সায়ণ মধ্যমিকা বাক্ করিয়াছেন।

৪। বলকারিণী, বহনশীলা (নদীগণ) (অগ্নিকে) ধারণ করে। তিনি মহান্, ত্বষ্টার পুত্র, জরারহিত, ও (লোক সকলকে) ধারণ করিতে অভিলাষী (পুরুষ যেরূপ) একটি স্ত্রীর নিকট গমন করে, সেইরূপ তিনি জলের সমীপে দীপ্তাঙ্গ হইয়া দ্যাবাপৃথিবীতে প্রবেশ করেন।

৫। লোকে অভীষ্টবর্ষী হিংসারহিত (অগ্নির) আশ্রয় জনিত সুখ জানে এবং মহৎ (অগ্নির) আজ্ঞায় রত হয়। যে সকল মনুষ্যের মহৎ স্তুতিরূপ বাক্য গম্ভীর হয়, তাঁহারা দ্যুলোকের দীপ্তিকারী ও শোভন দীপ্তিবিশিষ্ট দেদীপ্যমান হয়েন।

৬। মহান্ হইতেও মহত্তর পিতৃ মাতৃ স্থানীয় (দ্যাবাপৃথিবীর) অবগতির পর উচ্চৈঃস্বরে স্তুতি জনিত সুখ অগ্নির নিকট নীত হয়। জলসেবকারী অগ্নি রজনীর চতুর্দিকে ব্যাপ্ত [illegible] তেজঃ স্তোতার নিকটে বহ করেন।

৭। পাঁচজন অ[illegible] হোতা গমনশীল (অগ্নির প্রিয় স্থান রক্ষা করি[illegible] া) পূর্ব্বমুখে গমনকারী জরারহিত, সোমরসব[illegible] স্তে[illegible] কারণ দেবগণ, (দে[illegible] তুল্য স্তোতার) য[illegible] মন ক[illegible]

৮। দৈব্য[illegible] রয়স্বরূপ মুখ্য অগ্নিদ্বয়কে(৫) আমি অলঙ্কৃত করিতেছি। সাত[illegible] তা সোমদ্বারা হৃষ্ট হইতেছেন। স্তোত্রকারী, যজ্ঞরক্ষক, দীপ্তিযুক্ত[illegible] যজ্ঞে "অগ্নিই সত্য" (এই কথা) বলেন।

৯। হে[illegible] ন ও দেবতাগণের আহ্বানকারী অগ্নি! তুমি মহৎ, সকলকে[illegible] ক্রম করিয়া বর্ত্তমান, নানাবিধবর্ণবিশিষ্ট ও অভীষ্টবর্ষী। তোমা[illegible] প্রভূত, অত্যন্ত বিস্তৃত ও সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত জ্বালা সবরূপের ন্যায় আচরণ করিতেছে। তুমি মাদয়িতা ও জ্ঞানী, তুমি, পূজ্য দেবগণকে ও দ্যাবাপৃথিবীকে এই কর্ম্মে আবাহন কর।

(৫) এই দুইটী অগ্নি কি কি? সায়ণ বলেন "ইমঞ্চ অমুঞ্চ" অর্থাৎ "এটী আর ওটী।" কিন্তু দৈব্যৌ হোতারৌ নামক দুই অগ্নির উল্লেখ প্রত্যেক আপ্রীসূক্তেই দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় সেই দুই অগ্নিরই উল্লেখ হইয়াছে।

১০। হে সততগমনশীল অগ্নি! যে উষাকালে প্রকর্ষরূপে অন্নদ্বারা যাগ করিতে আরম্ভ করা হয়, যে উষাকাল শোভন বাক্যবিশিষ্ট ও (পক্ষী ও মানবগণের শব্দদ্বারা) সুচিহ্নিত, সেই উষাকাল সকল তোমাদের জন্য ধনযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। হে অগ্নি! তুমি বিস্তীর্ণ মহিমাদ্বারা যজমানের কৃত পাপ নাশ কর।

১১। হে অগ্নি! তুমি স্তোতাকে বহুকর্ম্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদাত্রী ভূমি চিরকাল প্রদান কর। আমাদিগের বংশবিস্তারকারী এবং সন্ততি জনয়িতা একটী পুত্র হউক। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ হউক(৬)।

---

৮ সূক্ত।

সমস্ত সূক্তের যূপ দেবতা। ১১ ঋকের ছিন্নযূপের মূ[illegible]ও স্থাণু দেবতা। ৮ম ঋকের বিশ্বদেব বা যূপ দেবতা। ষষ্ঠ হইতে সমস্ত [illegible]গুলির বহু যূপ দেবতা। অবশিষ্টের এক যূপ দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে বনস্পতি! যজ্ঞে দেবতাগণের অভিলাষী (অধ্বর্য্যুগণ) দেব সম্বন্ধীয় মধুদ্বারা তোমাকে সিক্ত করিতে[illegible] তুমি উন্নতভাবেই থাক অথবা মাতৃভূত (পৃথিবীর) উৎসঙ্গেই শ[illegible]য়া থাক, আমা[illegible] ধন দান কর।

২। [illegible]হ যূপ)! তুমি সমিদ্ধ (আহবনী[illegible]র) পূর্ব্বদিকে [illegible]মান হইয়া জরারহিত ও সুন্দর ও অপত্যযুক্ত [illegible] (বলপূর্ব্ব)ঃ এবং আমাদের পাপ দূরে অপনোদন করতঃ মহৎ সম্পত্তির [illegible] উন্নত হও।

৩। হে বনস্পতি! তুমি পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট যজ্ঞপ্রদেশে উন্নত হও। তুমি সুন্দর পরিমাণ দ্বারা পরিচ্ছিদ্যমান, তুমি যজ্ঞ নির্ব্বাহককে অন্ন দান কর।

---

(৬) সায়ণ এখানে এই ঋকটির তাঁহার পূর্ব্ব ব্যাখ্যা হইতে একটু পৃথকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইলা অর্থে ভূমি না করিয়া গোরূপা দেবতা করিয়াছেন।

৪। দৃঢ়াঙ্গ ও সুন্দর রসনাযুক্ত ও (রসনাদ্বারা) পরিবেষ্টিত (যূপ) আগমন করিতেছে। সেই যূপই (সমস্ত বনস্পতি অপেক্ষা) উৎকৃষ্টরূপে জাত হয়। প্রাজ্ঞ মেধাবীগণ মনে মনে দেবতা অভিলাষ করিয়া সুন্দর ধ্যানের সহিত ইহাকে উন্নত করেন।

৫। পৃথিবীতে বৃক্ষরূপে জাত যূপ মনুষ্যগণের সহিত যজ্ঞে শোভমান হইয়া দিবস সমূহকে সুদিন করে। কর্ম্মবান্ প্রজ্ঞাবিশিষ্ট (অধ্বর্য্যুগণ) যথাবুদ্ধি (সেই যূপকে) (প্রক্ষালন দ্বারা) শুদ্ধ করেন। দেবগণের যাগকারী, মেধাবী হোতা বাক্য উচ্চারণ করেন।

৬। (হে যূপ সকল)! দেবাভিলাষী, কর্ম্মের নেতা (অধ্বর্য্যু প্রভৃতিরা) তোমাদিগকে (গর্ত্তমধ্যে) প্রক্ষেপ করিয়াছে, হে বনস্পতি! কুঠার তোমাদিগকে ছেদন করি... । তোম... দীপ্তিমান্ ও কাষ্ঠখণ্ডবিশিষ্ট, আমাদিগকে অপত্যের স... ।

৭। যাহারা (পরি... ...র, যাহারা যত স্রুক্ (ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক) (গ... ... যাহারা যজ্ঞের সাধক, সেই যূপ স... ...দের হব্য লইয়া যাউক।

৮। সুনেতা ... ...দিত্যগণ, ... দ্যাবাপৃথিবী ও বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ সকলে ... হইয়া যজ্ঞ রক্ষা করুন, এবং যজ্ঞের ধ্বজভূত (যূপকে) উন্নত কর...

৯। দীপ... ...দ্বারা আচ্ছাদিত, হংসের ন্যায় শ্রেণীপূর্ব্বক গমনকারী ও খণ্ডবি... ...কল আমাদের নিকট আগমন করুক। মেধাবী (অধ্বর্য্যু প্রভৃ... ...) যজ্ঞের পূর্ব্বভাগে উন্নীয়মান, ও দীপ্তিমান্ যূপসকল দেবগণের পথ প্রাপ্ত হয়।

১০। চষকবিশিষ্ট এবং যুক্ত কণ্টক(১) (যূপ সকল) পৃথিবীতে শৃঙ্গী পশুর শৃঙ্গের ন্যায় সম্যক্‌রূপে দৃষ্ট হয়। যজ্ঞে ঋত্বিক্‌গণের স্তুতি শ্রবণকারী (যূপসকল) যুদ্ধে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

(১) মূলে "চষালবন্তঃ স্বরবঃ" আছে "স্বরবঃ স্বরুবন্তঃ চষালবন্তঃ প্রতিমুক্তকণ্টকাঃ।" সায়ণ। "Entire in all parts and girded with rings."—*Wilson.*

১১। হে ছিন্নমূল স্থাণু! তোমাকে এই নিশিতধার পরশু মহৎ সৌভাগ্য লাভ করাইয়াছে, তুমি শত শাখাবিশিষ্ট হইয়া বিশেষরূপে প্রাদুর্ভূত হও, আমরাও যেন সহস্র শাখাবিশিষ্ট হইয়া বিশেষরূপে প্রাদুর্ভূত হইতে পারি।

---

৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। (অগ্নি)! তুমি জলের নপ্তা, সুন্দর ধনযুক্ত, দীপ্তিমান্, ও উপদ্রব রহিত, এবং লোকের অধিগম্য। আমরা তোমার মিত্রভূত মর্ত্ত্য, আমরা রক্ষার নিমিত্ত তোমাকে বরণ করিতেছি।

২। হে অগ্নি! তুমি বন সকলকে কামনা করিয়া থাক, তুমি মাতৃভূত জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া (শান্ত হও), তোমার শান্তভাব সহ্য করা যায় না। এই জন্য তুমি দূরে থাকিয়াও আমাদের কাষ্ঠ মধ্যে উৎপন্ন হও।

৩। হে অগ্নি! তুমি স্তোতার অভিলাষ অতি[illegible]রূপে বহন করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, এবং তুমি সন্তুষ্ট মনে থাক। তুমি য[illegible]দের সহিত বন্ধুত্বভাবে অবস্থিত থাক(১), তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষরূপে হোম করিবার জন্য গমন করেন, অন্যেরা চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হই[illegible]ন।

৪। গুহাস্থিত সিংহের ন্যায় জল মধ্যে লু[illegible] এবং শত্রু ও বহু সেনার পরাভবকারী অগ্নিকে স্নেহরহিত চি[illegible]নের(বিশ্বদেবগণ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৫। (পিতা) যেরূপ স্বচ্ছন্দগামী পুত্রকে (বলপূর্ব্বক) আনয়ন করেন, সেইরূপ মাতরিশ্বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তিরোহিত ও মন্থনদ্বারা নিষ্পাদিত এই অগ্নিকে দেবতাগণের জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন।

৬। হে মনুষ্যদিগের হিতকারী, সনাতন (অগ্নি)! তুমি তোমার মাহাত্ম্য দ্বারা সমস্ত যজ্ঞকে বিশেষরূপে পালন কর। অতএব হে হব্যবাহন! মনুষ্যেরা তোমাকে দেবগণের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন।

---

(১) অর্থাৎ ১৬ জন ঋত্বিক্। সায়ণ।

৭। হে অগ্নি! যে হেতু তুমি সায়ংকালে সমিদ্ধ হইলে তোমার নিকট পশু সকল উপবিষ্ট হয়, (অতএব) তোমার এই সুন্দর কর্ম্ম বালকের ন্যায় অজ্ঞকেও ফল প্রদান দ্বারা সন্তুষ্ট করে।

৮। পাবকদীপ্তিবিশিষ্ট, (কাষ্ঠাদি মধ্যে) শয়ান ও সুক্রতু (অগ্নিকে) হোম কর। বহু ব্যাপ্ত, দূতস্বরূপ, ক্ষিপ্রগামী, পুরাতন, স্তুতিযোগ্য ও দীপ্তিমান্ (অগ্নিকে) সত্বর পূজা কর।

৯। তিন সহস্র তিন শত ত্রিংশৎ ও নব সংখ্যক দেবগণ(২) অগ্নিকে পূজা করিয়াছেন, ঘৃতদ্বারা সিক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার জন্য কুশ বিস্তৃত করিয়াছেন। তৎপরে তাঁহাকে হোতারূপে কুশোপরি উপবেশন করাইয়াছেন।

১। হে অগ্নি! … দীপ্তিমান্, তোমাকে ধীমান্, মনুষ্যেরা যজ্ঞে … দী…

২। হে অগ্নি … হো… কে (অধ্বর্য্যুগণ) যজ্ঞে স্তব করেন। তুমি … রক্ষক হইয়া, … গৃহ (যজ্ঞ শালায়) দীপ্ত হও।

৩। হে অগ্নি … জাতবেদা, তোমাকে যে যজমান সমিন্ধনকারী (হব্য) দান করেন, তি… সুবীর্য্য (পুত্র) ধারণ করেন ও (পশু পুত্রাদিদ্বারা) সমিদ্ধ হন।

৪। যজ্ঞের প্রজ্ঞাপক সেই অগ্নি সপ্ত হোতা কর্ত্তৃক সিক্ত হইয়া যজমানের জন্য দেবগণের সহিত আগমন করুন।

৫। (হে ঋত্বিক্‌গণ)! তোমরা মেধাবী ব্যক্তিদিগের তেজঃ ধারণকারী, জগতের বিধান কর্ত্তা, দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নির উদ্দেশে মহৎ, পুরাতন বাক্য সম্পাদন কর।

---

(২) ৩৩৩৯ দেব সম্বন্ধে সায়ণ লিখিয়াছেন,—দেবতা কেবল ৩৩ জন; ৩৩৩৯ সংখ্যা তাঁহাদের মহিমা মাত্র।

৬। (অগ্নি) মহৎ অন্ন ও ধনের জন্য দর্শনীয়। তিনি যে বাক্যদ্বারা অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়েন, আমাদের সেই (স্তুতিরূপ) বাক্য তাঁহাকে বর্দ্ধিত করুক।

৭। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞকারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি যজ্ঞে যজমানদিগের জন্য দেবতাগণকে যাগ কর। হে অগ্নি! তুমি হোতা ও (যজমানের) হর্ষদাতা, তুমি শত্রুদিগকে পরিভূত করিয়া শোভা পাইতেছ।

৮। হে পাবক! তুমি, আমাদিগকে কান্তিযুক্ত ও শোভন সামর্থ্যযুক্ত ধন দান কর, এবং স্তোতাগণের কল্যাণের জন্য তাহাদের অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী হও।

৯। হে অগ্নি! তুমি, হব্যবাহক, মরণরহিত, ও (মথনরূপ) বলদ্বারা বর্দ্ধমান; প্রবুদ্ধ মেধাবী স্তোতাগণ তোমাকে সম্যক্‌রূপে উদ্দীপিত করেন।

---

১১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋ[illegible]

১। অগ্নি, হোতা পুরোহিত ও যজ্ঞের বি[illegible]শেষরূপে দ্রষ্টা। তিনি যজ্ঞকে আনুপূর্ব্বিক জানেন।

২। হব্যবাহক, মরণরহিত ও হব্যাভিলাষী [illegible] (দেবগণের) দূত, অন্নপ্রিয় অগ্নি প্রজ্ঞাযুক্ত হইতেছেন। [illegible]নের)

৩। যজ্ঞের কেতুস্বরূপ পুরাতন অগ্নি প্র[illegible]ম্মি (ক[illegible]সমস্ত) জানেন। এই অগ্নির তেজঃ (অন্ধকার) বিনাশ করে।

৪। বলের পুত্র, সনাতন বলিয়া প্রসিদ্ধ, ও জ[illegible]দা অগ্নিকে দেবগণ হব্যের বাহক করিয়াছেন।

৫। মনুষ্য লোকের নেতা, ত্বরাযুক্ত, রথসদৃশ, ও সর্ব্বদা নূতন অগ্নিকে কেহ হিংসা করিতে পারে না।

৬। সমস্ত শত্রুসৈন্যের পরাভবকারী, শত্রুকর্ত্তৃক অহিংসিত, ও দেবগণের পোষক অগ্নি প্রচুর পরিমাণে বহুবিধ অন্নযুক্ত আছেন।

৭। হব্যদাতা মনুষ্য হব্যবাহক (অগ্নিকর্তৃক) অন্ন সকল প্রাপ্ত হয় এবং পবিত্রকারক দীপ্তিবিশিষ্ট (অগ্নির) সকাশ হইতে গৃহ প্রাপ্ত হয়।

৮। মেধাবী (অর্থাৎ আমরা) যেন জাতবেদা অগ্নি সম্বন্ধীয় স্তোত্রদ্বারা সমস্ত অভিলষিত ধন লাভ করিতে পারি।

৯। হে অগ্নি! আমরা যেন সমস্ত অভিলষণীয় ধন লাভ করিতে পারি। দেবগণ তোমাতেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

---

১২ [illegible]।

[illegible] মিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র [illegible] (আহূত হইয়া) স্বর্গ হইতে অভিষুত ও বরণীয় [illegible] আগমন কর। আমাদের ভক্তি হেতু আ[illegible]

২। হে [illegible] সাধন [illegible]ত, ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর (সোম) [illegible] ৭। এই অভিষুত (সোম) পান কর।

৩। আমি য[illegible]ধনভূত সোম কর্তৃক প্রেরিত হইয়া স্তোতাগণের উপচ্ছন্দক ইন্দ্র ও [illegible] ভজনা করিতেছি, তাঁহারা এই যজ্ঞে সোম পান দ্বারা তৃপ্ত হউন।

৪। আমি শত্রুত্রাসক, বৃত্রহন্তা, জয়শীল, অপরাজিত, ও প্রচুর পরিমাণে অন্নদাতা ইন্দ্রাগ্নিকে আহ্বান করিতেছি।

৫। হে ইন্দ্রাগ্নি! উক্থ বিশিষ্ট (হোতাগণ) তোমাদিগকে অর্চনা করে, স্তোত্রাভিজ্ঞ স্তোতাগণ তোমাদিগকে অর্চনা করে। আমি অন্নলাভের জন্য তোমাদের পূজা করিতেছি।

৬। হে ইন্দ্রাগ্নি! তোমরা এক উদ্যোগ দ্বারাই দাসগণের নবতিসংখ্যক পুরী যুগপৎ কম্পিত করিয়াছিলে।

৭। হে ইন্দ্রাগ্নি! স্তোতাগণ, যজ্ঞের মার্গ লক্ষ্য করিয়া আমাদের কর্ম্মের চতুর্দ্দিকে উপাগত হইতেছে।

৮। হে ইন্দ্রাগ্নি! তোমাদের বল ও অন্ন তোমাদের দুই জনের মধ্যে অবিযুক্তভাবে আছে, এবং বৃষ্টি প্রেরণরূপ কার্য্য তোমাদের দুই জনেতেই নিহিত আছে।

৯। হে ইন্দ্রাগ্নি! তোমরা স্বর্গের প্রকাশক, তোমরা সংগ্রামে সর্ব্বত্র অলঙ্কৃত হও। তোমাদের সামর্থ্য, সেই (সংগ্রাম বিজয়কে) বিশেষরূপে জ্ঞাপন করিতেছে।

---

১৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্রের অপত্য ঋষভ ঋষি।

১। (হে অধ্বর্য্যুগণ)! অগ্নিদেবের উদ্দেশে প্রভূত (স্তুতি) উচ্চারণ কর। তিনি দেবগণের সহিত আমাদের নিকটে আগমন করুন। এবং যাজকশ্রেষ্ঠ অগ্নি কুশে উপবেশন করুন।

২। দ্যাবাপৃথিবী (যাঁহার অধীন), দেবগণ যাঁহার বল সেবা করে, তাঁহার সংকল্প ব্যর্থ হয় না। হব্যবিশিষ্ট যজমানগণ ধনলাভাভিলাষী হইয়া রক্ষার জন্য তাঁহাকে স্তুতি করে।

৩। মেধাবী সেই (অগ্নি) এই সকল (যজমানের) প্রবর্ত্তক, তিনি (যজ্ঞের) প্রবর্ত্তক, এবং (সকলের) প্রবর্ত্তক, অগ্নি (কর্ম্মফল) দাতা ও ধনদাতা; তোমরা সেই অগ্নির পরিচর্য্যা কর।

৪। সেই অগ্নি আমাদের ভোগের জন্য অতিশয় সুখকর গৃহ প্রদান করুন। সমিদ্ধি বিশিষ্ট, পৃথিবী আকাশ ও স্বর্গলোকের ধন অগ্নির নিকট হইতে আমাদের নিকট আগমন করে।

৫। স্তোতাগণ দীপ্তিমান্, (প্রতিক্ষণে) নূতন, দেবগণের আহ্বানকারী, ও প্রজাগণের পালক অগ্নিকে প্রশস্ত স্তুতিদ্বারা উদ্দীপিত করিতেছে।

৬। হে অগ্নি! স্তোত্রকালে আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি দেবগণের প্রধান আহ্বানকারী, তুমি উক্থ কালে আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি সহস্র ধন দাতা, মরুৎগণ তোমাকে বর্দ্ধিত করে, তুমি আমাদের সুখ বৃদ্ধি কর।

৭। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে পুত্রবিশিষ্ট, পুষ্টিকারক, দীপ্তিমান্, সামর্থ্যবিশিষ্ট, অভিপ্রভূতও অক্ষয় সহস্র সংখ্যক ধন দান কর।

---

১৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্রের অপত্য ঋষভ ঋষি।

১। (দেবগণের) আহ্বানকারী, (স্তোতৃগণের) আনন্দবর্দ্ধক, সত্যপ্রতিজ্ঞ, যজ্ঞকারী, অত্যন্ত মেধাবী, ও (জগতের) বিধাতা অগ্নি আমাদের যজ্ঞে অবস্থিত করেন। তাঁহার রথ দ্যুতিমান্, শিখা তাঁহার কেশ, তিনি বলের পুত্র, তিনি পৃথিবীতে প্রভা বিকাশ করেন।

২। হে যজ্ঞবান্ অগ্নি! তোমার উদ্দেশে নমস্কার বাক্য উচ্চারণ করি, তুমি বলবান্ এবং কর্ম্মপ্রজ্ঞাপক, তোমার উদ্দেশে নমস্কার বাক্য উচ্চারিত হইতেছে তুমি গ্রহণ কর। হে যজনীয়! তুমি বিদ্বান্, বিদ্বান্‌গণকে আনয়ন কর, (আমাদিগকে) আশ্রয়দানের জন্য কুশমধ্যে উপবেশন কর।

৩। অন্নসম্পাদিকা উষাদ্বয়(১), তোমার উদ্দেশে অভিগমন করিতেছে। হে অগ্নি! তুমি বায়ুর পথে তাহাদের অভিমুখে গমন কর, যেহেতু ঋত্বিক্‌গণ পুরাতন অগ্নিকে হব্যদ্বারা সর্ব্বতোভাবে সিক্ত করে। যুগদ্বয়ের ন্যায় (পরস্পর সংসক্ত, উষা ও নক্ত) আমাদিগের গৃহে বারম্বার আগমন করিয়া অবস্থিতি করুক।

৪। হে বলবান্ অগ্নি! মিত্র, বরুণ ও সমস্ত দেবগণ তোমার উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছে। যেহেতু হে বলের পুত্র অগ্নি! তুমিই

---

(১) অর্থাৎ উষা ও নক্ত। সায়ণ।

সূর্য্য(২), তুমি মনুষ্যদিগের পথপ্রদর্শকস্বরূপ (আপন রশ্মি সকল) বিস্তার করতঃ দীপ্তিতে সমান হইয়া রহিয়াছ।

৫। হে অগ্নি! আমরা হস্ত উত্তোলনকরতঃ অদ্য তোমায় কমনীয় হব্য প্রদান করিব। তুমি মেধাবী তুমি নমস্কারে প্রসন্ন হইয়া মনে মনে যাগাভিলাষ করতঃ প্রভূত স্তোত্রদ্বারা দেবগণের পূজা কর।

৬। হে বলের পুত্র অগ্নি! তোমার নিকট হইতে প্রভূত রক্ষা যজমানের নিকট গমন করিতেছে, অন্নও গমন করিতেছে। তুমি আমাদিগকে প্রিয় বচনদ্বারা অচল, সহস্র সংখ্যক ধন দান কর।

৭। হে সামর্থ্যবিশিষ্ট, সর্ব্বজ্ঞ, দীপ্তিমান্ অগ্নি! আমরা মর্ত্ত্য, আমরা তোমার উদ্দেশে যজ্ঞে এই যে (হব্য) ত্যাগ করিতেছি, হে অমর! তুমি সমস্ত যজমানগণকে (রক্ষা করিবার জন্য) জাগরিত হও এবং সেই সমস্ত (হব্য) আস্বাদন কর।

---

১৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। কত গোত্রোৎপন্ন উৎকীল ঋষি।

১। (হে অগ্নি)! তুমি বিস্তীর্ণ তেজঃদ্বারা সুদীপ্তিমান্, তুমি শত্রুদিগকে এবং রোগরহিত রাক্ষসদিগকে বিনাশ কর। অগ্নি উৎকৃষ্ট, সুখপ্রদ, মহান্ এবং উত্তম আহ্বানযুক্ত। আমি তাঁহারই রক্ষণে থাকিব।

২। হে অগ্নি! তুমি, এই উষা প্রকাশিত হইলে এবং সূর্য্য উদিত হইলে আমাদের রক্ষকভাবে জাগরিত হও। শরীরের সহিত সুজাত হইয়াছ; পিতা যেরূপ পুত্রকে গ্রহণ করে, সেইরূপ তুমি আমাদিগের স্তোত্র গ্রহণ কর।

---

(২) মূলে "সূর্য্য" শব্দ আছে। সায়ণ ইহার অর্থ করিয়াছেন স্বামী, সূক্ত—প্রেরক ও শোভনবীর্য্য। *Wilson, Langlois* ও বেদার্থ যত্ন সূর্য্যের "সূর্য্য" অর্থই করিয়াছেন।

৩। হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি! তুমি মনুষ্যদের দর্শনকারী, তুমি অন্ধকার রাত্রে অধিকতর দীপ্তিমান্। তুমি বহুতর জ্বালা বিস্তার কর। হে নিরাসয়িতা! আমাদিগকে (কর্ম্ম ফল) প্রদান কর, আমাদের পাপ নিবারণ কর। হে যুবা অগ্নি! তুমি আমাদিগকে ধনাভিলাষী কর।

৪। হে অগ্নি! (শত্রুরা) তোমাকে পরাজিত করিতে পারে না, তুমি অভীষ্টবর্ষী, তুমি সমস্ত শত্রুপুরী ও ধন জয় করিয়া প্রদীপ্ত হও। হে সুপ্রণীত, জাতবেদা অগ্নি! তুমি, মহান্, আশ্রয় প্রদ, ও প্রথম যজ্ঞের নির্ব্বাহক হও।

৫। হে জগৎ জীর্ণকারী অগ্নি! তুমি সুমেধা ও দীপ্তিমান্। তুমি দেবগণের জন্য সমস্ত কর্ম্ম অচ্ছিদ্র কর। হে অগ্নি! তুমি এই খানেই নিরুদ্ধ থাকিয়া রথের ন্যায় (দেবগণের) উদ্দেশে আমাদের হব্য বহন কর। তুমি এই দ্যাবাপৃথিবীকে উত্তমরূপবিশিষ্ট কর।

৬। হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি! তুমি আমাদিগকে বর্দ্ধিত কর, আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর, হে দেব! তুমি সুন্দর দীপ্তি দ্বারা শোভমান হইয়া দেবগণের সহিত আমাদের এই দ্যাবাপৃথিবীকে দোহন যোগ্য কর। মর্ত্ত্যগণের দুর্ম্মতি যেন আমাদের নিকট আসিতে না পারে।

৭। হে অগ্নি! তু[illegible] তোমাকে বহুকর্ম্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদাত্রী ভূমি চিরকাল প্রদান ক[illegible] আমাদিগের বংশ বিস্তারকারী এবং সন্ততি জনয়িতা একটী পুত্র হ[illegible]। হে অগ্নি, আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ হউক।

---

১৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। উৎকীল ঋষি।

১। এই অগ্নি উৎকৃষ্ট সামর্থ্য বিশিষ্ট, মহা সৌভাগ্যের ঈশ্বর, গবাদি বিশিষ্ট ও অপত্যবিশিষ্ট ধনের ঈশ্বর, এবং বৃত্রহন্তাদিগের ঈশ্বর।

২। হে নেতা মরুৎগণ! তোমারা, সৌভাগ্য বর্দ্ধক অগ্নির সহিত মিলিত হও, অগ্নিতে সুখবর্ধক ধন আছে। মরুৎগণ সেনাবিশিষ্টসংগ্রামে শত্রুদিগকে অভিভব করেন ও সর্ব্বদাই শত্রুদিগকে হিংসা করেন।

৩। হে বহুধনযুক্ত অভিমতবর্ষী অগ্নি! তুমি আমাদিগকে প্রভূত, প্রজাবিশিষ্ট, আরোগ্য বল ও সামর্থ্যের হেতুভূত, ধন দান করিয়া তীক্ষ্ণ কর।

৪। যে অগ্নি (জগতের) কর্ত্তা, তিনি, সমস্ত ভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছেন। কর্ত্তা অগ্নি ভার সহ্য করিয়া দেবগণের নিকট হব্য আনয়ন করিতেছেন। অগ্নি স্তোতৃগণের অভিমুখে আগমন করিতেছেন, যজ্ঞনেতাগণের (স্তোত্রে) আগমন করিতেছেন, এবং মনুষ্যগণের যুদ্ধে আগমন করিতেছেন।

৫। হে বলের পুত্র অগ্নি! তুমি আমাদিগকে শত্রুগ্রস্ত বা বীরশূন্য বা পশুহীন বা নিন্দার্হ করিও না। আমাদের প্রতি দ্বেষ ত্যাগ কর।

৬। হে সুভগ অগ্নি! তুমি যজ্ঞে প্রভূত অপত্যবিশিষ্ট অন্নের ঈশ্বর। হে মহাধন! তুমি আমাদিগকে প্রভূত সুখকর, যশস্কর ধন দান কর।

---

১৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্রের অপত্য ঋষি।

১। অগ্নি ধর্ম্মধারক, জ্বালারূপ কেশবিশিষ্ট সকলের বরণীয় দীপ্তিরূপ, পাবক ও সুক্রেতু। তিনি যজ্ঞের আরম্ভে ক্রমে প্রজ্বালিত হইয়া দেবগণের যজ্ঞের জন্য ঘৃতাদিদ্বারা সিক্ত হইতেছেন।

২। হে অগ্নি! তুমি পৃথিবীর হব্য যেমন প্রদান করিয়াছিলে, হে জাতবেদা! তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তুমি দ্যুলোকের হব্য যেমন প্রদান করিয়াছিলে, সেইরূপ আমাদের হব্যদ্বারা দেবগণকে যাগ কর। মনুর যজ্ঞের ন্যায় অদ্য (আমাদের) এই যজ্ঞ পূর্ণ কর।

৩। হে জাতবেদা! তোমার অন্ন তিন প্রকার, হে অগ্নি! তিন উষা(১) তোমার মাতা। তুমি তাঁহাদিগের সহিত দেবগণকে হব্য দান কর। তুমি বিদ্বান্, তুমি যজমানের সুখহেতু ও কল্যাণহেতু হও।

৪। হে জাতবেদা! তুমি দীপ্তিবিশিষ্ট, সুদর্শন ও স্তুতিযোগ্য অগ্নি, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। দেবগণ তোমাকে আসক্তিশূন্য হব্যবাহক দূত করিয়াছেন, অমৃতের নাভি করিয়াছেন।

৫। হে অগ্নি! তোমা হইতেও পূর্ব্বকালবর্ত্তী ও অধিক যাগকারী যে হোতা মধ্যম ও উত্তম (এই দুই স্থানে) স্বধার সহিত উপবিষ্ট হইয়া সুখকারী হইয়াছিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি! তাঁহার ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া বিশেষরূপে যাগ কর। অনন্তর হে অগ্নি! দেবগণের প্রীতির জন্য আমাদের এই যজ্ঞ ধারণ কর(২)।

---

১৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্রের অপত্য কত ঋষি।

১। হে অগ্নি! আমাদের অভিমুখে আগমন বিষয়ে অনুকূল হইয়া সখা যেরূপ সখার প্রতি, পিতা মাতা যেরূপ পুত্রের প্রতি হিতকারী হয়, সেইরূপ হিতকারী হও। মনুষ্যগণ মনুষ্যের দ্রোহকারী, অতএব তুমি প্রতীকুলাচারী শত্রুদিগকে ভস্মসাৎ কর।

২। হে অগ্নি! পরাভবকারী শত্রুদিগকে উত্তমরূপে বাধা দাও, যে সকল শত্রু হব্য দান করে না তাহাদের অভিলাষ ব্যর্থ কর। হে নিবাসপ্রদ, সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি! তুমি অস্থিরচিত্ত লোকদিগকে সন্তপ্ত কর। অতএব তোমার রশ্মিসকল জরারহিত, ও প্রতি বন্ধক রহিত হউক।

---

(১) মূলে "তিস্রঃ আজানীঃ উষসঃ" আছে; অর্থাৎ তিন মাতা উষা, অথবা তিন ভগ্নী উষা হইতে পারে।

একাহ, আহীন ও সত্রগত নামক তিন উষা দেবতা। অথবা একজন প্রজা রক্ষা করেন, একজন বল রক্ষা করেন ও আর একজন রাষ্ট্র রক্ষা করেন। সায়ণ।

(২) এই ঋকের ঠিক মর্ম্ম কি তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।

৩। হে অগ্নি! আমি ধনাভিলাষী হইয়া তোমার বেগ ও বলের জন্য সমিধ ও ঘৃতের সহিত হব্য প্রদান করি। স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করতঃ আমি যতক্ষণ (বহিতে) পারি, (ততক্ষণ ধন দাও)। তুমি এই স্তুতিকে অপরিমিত ধন দানের জন্য দীপ্ত কর।

৪। হে বলের পুত্র অগ্নি! তুমি আপনার দীপ্তিতে দীপ্তিমান্ হও। তুমি স্তুত হইয়া প্রশংসকারী বিশ্বামিত্র বংশীয়গণকে ধনযুক্ত কর, প্রভূত অন্ন প্রদান কর, এবং আরোগ্য ও অভয় প্রদান কর। হে কর্ম্মকর্ত্তা! তোমার শরীর আমরা বারম্বার মার্জ্জনা করিব।

৫। হেদাতা অগ্নি! তুমি ধনের মধ্যে উৎকৃষ্ট ধন প্রদান কর, তুমি যখন সমিদ্ধ হও তখনই সেইরূপ (ধন দাতা) হও। তুমি ভাগ্যবান্ স্তোতার গৃহের দিকে তোমার রূপবৎ বাহুদ্বয় ধন প্রদানার্থ প্রসৃত কর।

---

১৫ সূক্ত।

মেধাবী, ঘৃত [illegible] প্রজ্বলিত

অগ্নি দেবতা। কুশি[illegible] [illegible] ঋষি।

১। (দেবগণের) স্তুতিকারী, ব্রজ্ঞমান্! [illegible] ও অমূঢ় অগ্নিকে এই যজ্ঞে হোতারূপে বরণ করিতেছি। তেবিরা তোমা[illegible]ক্ষা অধিক যাগশীল হইয়া আমাদের জন্য দেবগণের যাগ করুন [illegible] [illegible]ন ও অন্নের জন্য আমাদের হব্য গ্রহণ করুন।

২। হে অগ্নি! আমি হব্যযুক্ত, তেজোবি[শি]ষ্ট, হব্যদায়ী, ঘৃতান্বিত (জুহূ) তোমার অভিমুখে প্রদান করিতেছি। দেবগণের বহুমানকারী অগ্নি আমাদিগকে দেয় ধনের সহিত প্রদক্ষি[ণ] করিয়া যজ্ঞে সঙ্গত হউন।

৩। হে অগ্নি! তুমি যাহাকে রক্ষা কর তাহার মন অত্যন্ত তেজস্বী হয়, তাহাকে উত্তম অপত্য বিশিষ্ট ধন প্রদান কর। হে ফলদানেচ্ছু অগ্নি! তুমি অত্যন্ত ধন দাতা, আমরা তোমার মহিমায় (রক্ষিত) হইব, এবং তোমার স্তুতি করতঃ ধনের অধিপতি হইব।

৩। হে দ্যুতিমান্ অগ্নি! যজ্ঞকারিগণ তোমাতে প্রভূত দীপ্তি বিধান করিয়াছেন। হে সুবহুল অগ্নি! যেহেতু এই যজ্ঞে স্বর্গীয় তেজের পূজা করিতেছ (অতএব) দেবগণকে আবাহন কর।

৪। হে অগ্নি! যেহেতু যজ্ঞের জন্য উপবিষ্ট, দীপ্তিশালী (ঋত্বিক্‌গণ) যজ্ঞে তোমাকে হোতা বলিয়া সিক্ত করিতেছে, অতএব তুমি আমাদের পালনার্থ আগত হও, আমাদের পুত্রগণকে অধিক পরিমাণে অন্ন দান কর।

২০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। গাথী ঋষি।

১। হব্যবাহী উষা অন্ধকার অপসারিত হইবার সময়ে অগ্নি উষা অশ্বিদ্বয় ও দধিক্রাকে(১) [illegible] আহ্বান করিতেছেন। সুন্দর দ্যুতিমান্ ও পরস্পর মিলিত দে[illegible] যজ্ঞ কামনা করিয়া উহা শ্রবণ করুন।

২। হে অগ্নি! [illegible]ন প্রকার, তোমার স্থান তিন প্রকার, হে যজ্ঞ সম্পাদক অগ্নি [illegible] দেবতাগণের উদর) পূরক তিনটী জিহ্বা আছে। তোমার [illegible]র দেবগণের অভিলষিত; তুমি প্রমাদ রহিত হইয়া [illegible] দ্বারা আমাদের স্তুতি পালন কর।

৩। হে দ্যোত[illegible] জাতবেদা, মরণ রহিত, অন্নবান্ অগ্নি! দেবতাগণ তোমাকে অনেক তেজঃ প্রদান করিয়াছেন। হে বিশ্বের তৃপ্তিকারী, প্রার্থিত ফলদায়ী অগ্নি! মায়াবীগণের যে সকল মায়া দেবতারা তোমাকে প্রদান করিয়াছিলেন (তাহা সমস্ত তোমাতেই আছে)।

৪। ঋতুকারী সূর্য্যের ন্যায় যে অগ্নি মনুষ্য ও দেবগণের নিয়ামক, যে অগ্নি সত্যকারী, বৃত্রহন্তা, সনাতন, সর্ব্বজ্ঞ, ও দ্যুতিমান্, তিনি স্তুতিকারীকে সমস্ত দুরিত অতিক্রম করাইয়া পারে লইয়া যাউন।

---

(১) "দধিক্রাদেবঃ।" সায়ণ ৪। ৩৮। ২ ঋকের টীকা দেখ।

৫। আমি দধিক্রা, অগ্নি, দেবী ঊষা, বৃহস্পতি, দ্যুতিমান্ সবিতা অশ্বিদ্বয়, ভগ, বসু, রুদ্র ও আদিত্যগণকে এই যজ্ঞে আহ্বান করি।

---

২১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। গাথী ঋষি।

১। হে জাতবেদা অগ্নি! আমাদের এই যজ্ঞ অমরগণের নিকট সমর্পণ কর, আমাদের হব্য সেবা কর। হে হোতা! উপবিষ্ট হইয়া সকলের প্রথমে মেদ ও ঘৃতের বিন্দুসমূহ বিশেষরূপে ভক্ষণ কর।

২। হে পাবক! এই সাঙ্গ যজ্ঞে ঘৃতবিশিষ্ট মেদোবিন্দু সকল তোমার ও দেবগণের পানার্থ ক্ষরিত হইতেছে, অতএব আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ও বরণীয় ধন দান কর।

৩। হে ভজনীয় অগ্নি! তুমি মেধাবী, ঘৃত[illegible]বী বিন্দু সকল তোমার [illegible] ঋষি ও শ্রেষ্ঠ, তুমি প্রজ্বলিত [illegible]তেছে। তুমি যজ্ঞের [illegible]ও।

৪। হে সতত গমনশীল ও শক্তিমান্! [illegible] জন্য মেদোরূপ বিন্দুসকল ক্ষরিত হইতেছে। কবিরা তোমা[illegible] করে, মহাতেজের আগমন কর, হে মেধাবী! আমাদের হব্য [illegible]।

৫। হে অগ্নি! আমরা মধ্য হইতে অতিশ[illegible]র যুক্ত মেদ (পশুর) [illegible]ধ্যভাগ হইতে উত্তোলন করিয়া তোমাকে প্রদান করিব। হে নিবাস প্রদ অগ্নি! চর্ম্মের উপর যে বিন্দুসকল তোমার জন্য ক্ষরিত হইতেছে তাহা দেবতাদের প্রত্যেককে বিভাগ করিয়া দেও।

---

২২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। গাথী ঋষি।

১। সোমাভিলাষী ইন্দ্র যে অগ্নিতে অভিযুত সোম আপন উ রাখিয়াছিলেন, এ সেই অগ্নি। হে সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি! যে হব্য নানারূপ অশ্বের ন্যায় বেগশালী, তুমি তাহা সেবা কর; লোকে তোমার করে।

২। হে যজনীয় অগ্নি! তোমার যে তেজ দ্যুলোকে, পৃথিবীতে, ও সমূহে, ও জলে রহিয়াছে, যাহাদ্বারা তুমি অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়াছ, সে উজ্জ্বল, ও সমুদ্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ এবং মনুষ্যগণের দর্শনকারী(১)।

৩। হে অগ্নি! তুমি দ্যুলোকের জলের অভিমুখে গমন করিতে প্রাণাখ্য(২) দেবগণকে একত্র করিতেছ, সূর্য্যের উপরিস্থিত রো লোকে এবং সূর্য্যলোকের নীচে যে জল আছে তাহাদের উভয়কেই প্রে করিতেছ।

৪। পুরীষ্য [illegible]গ্নি খনন সাধনভূত অস্ত্রের সহিত মিলিত হই এই যাগ সেবা ক[illegible] এবং দ্রোহ রহিত রোগাদিবর্জ্জিত [illegible] অন্ন (আম দিগকে দান করুন[illegible]

৫। হে অ[illegible] স্তোতাকে বহুকর্ম্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদা তুমি চিরকাল প্রদা[illegible]র। আমাদিগের বংশ বিস্তারকারী এবং সন্ত জনয়িতা একটী পুত্র হউক। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্র হউক।

(১) দ্যুলোকে আদিত্য ভূলোকে আহবনীয় অগ্নি, ওষধিতে গূঢ় অগ্নি সমুদ্রে বাড়বানল সমস্তই অগ্নির রূপান্তর মাত্র। অন্তরীক্ষে বায়ুও অগ্নির রূপান্তর সায়ণ।

(২) মূলে "ধিষ্ণ্যা" আছে। ধিয়ং বুদ্ধ্যুপলক্ষিতং দেহং উক্তভি উক্তী কুর্ব্বা ইতি ধিষ্ণ্যা প্রাণাভিমানিনো দেবতাঃ।" সায়ণ। "Vital airs."—*Wilson.*

(৩) মূলে "পুরীষ্যাসঃ" আছে। "সিকতা সংমিশ্রা অগ্নয়শ্চিত্যা অগ্নয়ঃ। সায়ণ। মহিধর বলেন "পশব্যো হিতাঃ।"

২৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরতের অপত্য দেবশ্রবা ও দেবরাত ঋষি।

১। যে অগ্নি নির্ম্মথিত, ও যজমান গৃহে স্থাপিত, যিনি যুবা সর্ব্বজ্ঞ, যজ্ঞের প্রণেতা, জাতবেদা এবং মহারণ্য নাশ করিয়াও স্বয়ং অজর, সেই অগ্নি এই যজ্ঞে অমৃত ধারণ করেন।

২। ভরতের পুত্র দেবশ্রবা ও দেবরাত সুদক্ষ ও ধনবান্ অগ্নিকে মন্থন দ্বারা উৎপন্ন করিতেছে। হে অগ্নি! তুমি প্রভূত ধনের সহিত আমাদের দিকে দেখ এবং প্রত্যহ আমাদের অন্ন আনয়ন কর।

৩। দশ অঙ্গুলি এই পুরাতন কমনীয় অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছে। হে দেবশ্রবা! (অরণিরূপ) মাতৃগণের মধ্যে সুজাত ও প্রিয় ও দেবরাত কর্ত্তৃক উৎপাদিত অগ্নিকে স্তুতি কর; সেই অগ্নি [illegible]কের বশবর্ত্তী হয়েন।

৪। হে অগ্নি! সুদিন লাভের জন্য ইলা[illegible]পা(১) পৃথিবীর উৎকৃষ্ট স্থানে তোমাকে স্থাপন করিতেছি। হে অগ্নি! [illegible]মি দৃষদ্বতী, আপয়া, ও সরস্বতী(২) (তীরস্থিত) মনুষ্যের গৃহে ধন বিশিষ্ট [illegible]দীপ্ত হও।

৫। হে অগ্নি! তুমি স্তোতাকে বহু কর্ম্মের [illegible] ও ধেনুপ্রদাত্রী ভূমি চিরকাল প্রদান কর। আমাদিগের বংশ বিস্তা[illegible] এবং সন্ততি জনয়িতা একটী পুত্র হউক। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি [illegible]র অনুগ্রহ হউক।

---

২৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি শত্রুসেনাকে পরাভব কর, হবি বিঘ্নকারিদিগকে দূর [illegible]রা দাও। তোমাকে কেহ পরাজয় করিতে পারে না, তুমি শত্রুদিগকে [illegible]করিয়া যজমানকে অন্ন দান কর।

---

(১) মূলে "বরে পৃথিব্যা ইলায়া পদে" আছে, ১। ১২৮। ১ দেখ। যে সকল দিবসে ইন্দ্রাদি প্রধান প্রধান দেবতার পূজা করা হয় তাহার নাম সুদিন। সায়ণ।

(২) তিনটী নদীর নাম।

২। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞে প্রীতিমান্ ও মরণরহিত, তোমাকে উৎ
বেদিতে প্রজ্বালিত করে। তুমি আমাদের যজ্ঞকে সুন্দররূপে সবা কর।

৩। হে অগ্নি! তুমি আপনার তেজে সর্ব্বদা জাগরিত আছ, [illegible]
বলের পুত্র, আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি, আমার এই কুশে উ
বেশন কর।

৪। হে অগ্নি! যাহারা পূজক তাহাদের যজ্ঞে সমস্ত দ্যুতিমান্ আ
সহিত স্তুতির সম্মান রক্ষা কর।

৫। হে অগ্নি! তুমি হব্যদায়ীকে বীর্য্যযুক্ত প্রভূত ধন দান [illegible]
আমরা পুত্র পৌত্রবান্, আমাদিগকে তীক্ষ্ণ কর।

---

২৫ সূক্ত।

চতুর্থ ঋকের ইন্দ্রাগ্নি [illegible]বতা অবশিষ্টের অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে অগ্নি! তু[illegible] সর্ব্বজ্ঞ ও চিত্তবান্, তুমি দ্যুদেবতার পুত্র ও পৃ[illegible]
বীর তনয়। হে চেত[illegible] অগ্নি! তুমি দেবগণের এই যজ্ঞে পৃথক্ পৃ[illegible]
যাগ কর।

২। বিদ্বান্ [illegible] সামর্থ্য প্রদান করেন। অগ্নি আপনাকে তুবি[illegible]
করিয়া অমরগণকে [illegible] প্রদান করেন। হে বহুবিধ অন্নবিশিষ্ট অগ্নি
তুমি দেবগণকে প্রদা[illegible]র জন্য এই যজ্ঞে আনয়ন কর।

৩। সর্ব্ব[illegible] পুত্র [illegible]পতি, বহু দীপ্তিযুক্ত, বল ও অন্ন বিশিষ্ট অ[illegible]
জগতের জনন[illegible] [illegible]মতি, মরণরহিতা দ্যাবাপৃথিবীকে প্রকাশি[illegible]
করিতেছেন।

৪। হে অগ্নি! তুমি ও ইন্দ্র যজ্ঞ হিংসা না করিয়া অভিষবপ্রদায়ী[illegible]
এই গৃহে সোমপানের জন্য আগমন কর।

৫। হে বলের পুত্র, নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি! তুমি আশ্রয় দান দ্বা[illegible]
জীবলোক সকলকে অলঙ্কৃত করতঃ জলের স্থানভূত (অন্তরীক্ষে) শোভ[illegible]
পাইতেছ।

২৬ সূক্ত।

(১), (৩), ঋকের—বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। (৪), (৬), ঋকের—মরুৎগণ দেবতা। (৭), (৮), ঋকের—বৈশ্বানর অগ্নি বা ব্রহ্ম দেবতা। (৯), ঋকের—বিশ্বামিত্রের উপাধ্যায় দেবতা বিশ্বামিত্র ঋষি। কেবল সপ্তম ঋকের ঋষি অগ্নি বা ব্রহ্ম।

১। আমরা কুশিক গোত্রোৎপন্ন, আমরা ধনাভিলাষে হব্য সংগ্রহ করতঃ মনে মনে বৈশ্বানর নামক অগ্নিকে অবগত হইয়া স্তুতিদ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি। তিনি সত্য দ্বারা অনুগত, স্বর্গের বিষয় জানেন ও যজ্ঞের ফলদান করেন; তাঁহার রথ আছে, তিনি যজ্ঞে আগমন করিতেছেন।

২। আমরা আশ্রয় প্রাপ্তির জন্য এবং [illegible]দের যজ্ঞের জন্য সেই শুভ্র, বৈশ্বানর, মাতরিশ্বা(১), উকৃথযোগ্য, [illegible]তি, মেধাবী, শ্রোতা, অতিথি, ও ক্ষিপ্রগামী অগ্নিকে আহ্বান করি।

৩। হ্রেষারবকারী অশ্বশাবক যেমন জনন[illegible]র্ত্তৃক বর্দ্ধিত হয় সেই-রূপ বৈশ্বানর প্রতিদিন কৌশিকগণ কর্ত্তৃক বর্দ্ধি[illegible]তেছেন। অমরগণের মধ্যে জাগরূক অগ্নি আমাদিগকে উত্তম [illegible] ও উত্তম ধন প্রদান করুন।

৪। অগ্নিরূপ অশ্ব সকল [illegible]বতী অরণি[illegible]ত রহিল। উ[illegible]ৎগণের সহিত জলে মিলিত হইয়া পৃষতী নামক ব[illegible]সংযুক্ত [illegible]বর্ষী সর্ব্বজ্ঞ, অহিংস-নীয় মরুৎগণ, প্রভূত জলশালী পর্ব্বত সদৃশ [illegible]মি ম[illegible] কম্পিত করিতেছেন। [illegible] কল্যাণ[illegible]

৫। মরুৎগণ অগ্নির আশ্রিত ও জগতের অ[illegible]ক, সেই মরুৎগণের দীপ্ত এবং উগ্র আশ্রয় আমরা সম্যকরূপে যাচ্ঞা করি। বর্ষণরূপধারী হ্রেষারবকারী, ও সিংহের ন্যায় শব্দকারী রুদ্রপুত্র মরুৎগণ বিশেষরূপে (জল) দান করেন।

---

(১) অন্তরীক্ষরূপ মাতৃক্রোড়ে বিদ্যুৎরূপে গমনাগমন করেন বলিয়া অগ্নির আর একটি নাম মাতরিশ্বা। সায়ণ। ১। ৬০। ১ ঋকের দ্বিতীয় টীকা দেখ।

৬। আমরা দলে দলে এবং গণে গণে স্তুতি মন্ত্রদ্বারা অগ্নির তেজ ও মরুতের বল যাচ্ঞা করি। বিন্দু চিহ্নিত অশ্ববিশিষ্ট(২), ও অক্ষয় ধনযুক্ত ধীর মরুৎগণ যজ্ঞে হব্যের উদ্দেশে গমন করিতেন।

৭। আমি অগ্নি জন্ম হইতেই জাতবেদা, ঘৃত আমার চক্ষু, অমৃত আমার মুখে আছে। (আমার) প্রাণ ত্রিবিধ, (আমি) অন্তরীক্ষের পরিমাণকারী, (আমি) অক্ষয় উত্তাপ, (আমি) হব্যস্বরূপ(৩)।

৮। অগ্নি অন্তকরণ দ্বারা মনোহর জ্যোতিঃ বিশেষরূপে অবগত হইয়া তিন পবিত্র রূপদ্বারা(৪) অর্চ্চনীয় আত্মাকে পবিত্র করিয়াছেন। অগ্নি স্বীয় রূপসমূহদ্বারা উৎকৃষ্ট রত্ন করিয়াছিলেন(৫), এবং পরক্ষণেই দ্যাবাপৃথিবীকে অবলোকন করিয়াছিলেন।

৯। শতধারা উৎসের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বিশিষ্ট, এবং বিপশ্চিৎ, পালক, বাক্যের মেলক, ও পিতা মাতার ক্রোড়ে হর্ষযুক্ত, এবং সত্যবাদীকে, হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা পূর্ণ কর(৬)।

---

(২) "মূলে পৃষদশ্বাস[illegible] আছে। মরুৎগণের বাহনের নামই পৃষতী তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

(৩) সায়ণ এই [illegible] ব্রহ্ম পক্ষে অন্য একরূপ অর্থ করিয়াছেন। এই সূক্তের গোড়াতে [illegible] সেই ব্রহ্মকেই এই ঋকের ঋষি ও বক্তা বলা হইয়াছে। কিন্তু [illegible] সামর্থ্য উল্লেখই নাই, অগ্নির উল্লেখ আছে, অগ্নিই ঋকের বক্তা তাহা স্পষ্ট [illegible] প্রমাণ করেন। [illegible] রশ্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুঃ অমৃ[illegible] [illegible] রজসঃ বিমানঃ অজস্রঘর্ম্মঃ হবিরস্মি নাম।" [illegible] র জন্য এই যত্নে ও এই ঋকের রচনা কালে ইহা অগ্নি অর্থেই রচিত হইয়া [illegible] তাহার অনেক কাল পরে পরম ব্রহ্ম সম্বন্ধে দ্বিতীয় একটী অর্থ ইহাতে [illegible] হইয়াছে।

(৪) "পবিত্রা [illegible]" "অগ্নি বায়ু সূর্য্যৈঃ।" সায়ণ।

(৫) মূলে "[illegible]রং অকৃত স্বধাভিঃ" আছে। "স্বৈন লোকান্ দধাতীতি স্বধা। তৈঃ অগ্নি [illegible] সূর্যৈঃ রত্নং রমণীয়ং অকৃত অকার্ষীৎ।" সায়ণ। "He has made himself most excellent treasure by these self manifestations." —*Wilson.* "He obtained the highest wealth with his powers."—*Vedarthayatna.*

(৬) উৎসের ন্যায় প্রবাহ বিশিষ্ট, পিতা মাতার ক্রোড়স্থ, সত্যবাদী কে? পাঠক সূক্তের গোড়ায় দেখিবেন বিশ্বামিত্রের উপাধ্যায়ই এই ঋকের দেবতা। কিন্তু বেদার্থ যত্ন উপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে অগ্নিকে এই ঋকের দেবতা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বিশেষণগুলি দেখিলে তাহাই বোধ হয়।

২৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। কেবল প্রথম ঋকটীর ঋতুদেবতা অথবা অগ্নি দেবতা।
বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। তোমার স্বর্গাভিমুখ, হবিষ্মান্, ঘৃত স্পৃষ্ট অশ্বগণ সুখ কামনায় দেবগণের নিকট যাইতেছে(১)।

২। মেধাবী, যজ্ঞনির্ব্বাহক, বেগবান্, ধন... স্তুতি বাক্যদ্বারা পূজা করি।

৩। হে দীপ্তিমান্ অগ্নি! আমরা হব... থানে) রাখিতে সমর্থ হইব, এবং পাপ হইতে

৪। যজ্ঞবালে প্রজ্বালিত, জ্বালারূপ কেশ... অগ্নির নিকট আমরা (অভিলষিত) ফল যাচ্ঞা...

৫। ...ভূত তেজোবিশিষ্ট, মরণর... পূজিত অগ্নি যজ্ঞের হব্য বহন করেন।

৬। ... যজ্ঞ বিঘ্ন নাশক হব্যযুক্ত... লাভের ... এই প্রকার স্তুতিদ্ব... করিয়াছিল...

৭। ... উত্তেজিত ব...

৮। বলব... নিক্ষিপ্ত হয়েন।

৯। যে অগ্... পিতাস্বরূপ, দ...

---

(১) অগ্...
শের দিকে ...
অর্থ করিয়...
না কর...
এবং...

। হে জাতবেদা, মেধাবী অগ্নি! এই মধ্যন্দিন সবনে পুরোডাশ
র। ধীর (অধ্বর্য্যুগণ) যজ্ঞে তোমার ভাগ নষ্ট করে না, তুমি মহান্।
। হে বলের পুত্র অগ্নি! তৃতীয় সবনে প্রদত্ত পুরোডাশ তুমি বাঞ্ছা
মনন্তর অবিনাশী ও রত্নবান ও জাগরণকারী (সোমকে) স্তুতির সহিত
ইত দেবগণের নিকট স্থাপন কর।

। হে জাতবেদা অগ্নি! তুমি দিবসের শেষে পুরোডাশরূপ আহুতি
র।

---

২৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

। এই মন্থনের উপকরণ, এই অগ্নি উৎপত্তির উপকরণ। লোকের
ত্রী (অরণিকে) আহরণ কর, আমরা পূর্ব্বকালের ন্যায় অগ্নিকে মন্থন

। গর্ভিণীতে সুসংস্থাপিত গর্ভের ন্যায় জাতবেদা অগ্নি অরণিদ্বয়ে
আছেন। অগ্নি (স্বকর্ম্মে) জাগরূক হবি [illegible] মনুষ্যদিগের প্রতি-
নীয়।

হে জ্ঞানবান্ (অধ্বর্য্যু)! তুমি উ[illegible] অরণিতে অধোমুখ
ধারণ কর। তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী অরণি [illegible] বর্ষী অগ্নিকে উৎ-
রল। অগ্নির দাহক তাহাতে রহিল। উ[illegible] প্রভাবিশিষ্ট ইলার
গ্নি অরণিতে উৎপন্ন হইলেন।

৪। হে জাতবেদা অগ্নি! আমরা তোমাকে কল্যাণ[illegible] উপরে উত্তর
র নাভিস্থলে হব্য বহন করিবার জন্য স্থাপন ক[illegible]

৫। হে নেতা (অধ্বর্য্যুগণ)! কবি, দ্বিধারহিত প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্,
হিত ও সুন্দর শরীর বিশিষ্ট অগ্নিকে মন্থনদ্বারা (উৎপন্ন কর)। হে
। (অধ্বর্য্যুগণ)! যজ্ঞের সূচক, প্রথম, ও সুখকর অগ্নিকে (কর্ম্মের)
জ্ঞে উৎপন্ন কর।

৬। যখন হস্তদ্বারা মন্থন করা যায়, তখন কাষ্ঠহইতে অগ্নি অশ্বের
শোভবান হইয়া ও দ্রুতগামী অশ্বিদ্বয়ের বিচিত্র রথেরন্যায় শীঘ্র

গমনশীল হইয়া শোভা পান। কেহ তাঁহার গমন রোধ করিতে পা না। তিনি তৃণ ও উপল দগ্ধ করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করেন।

৭। জাত অগ্নিও সর্ব্বজ্ঞ, অপ্রতিহতগমন কর্ম্মকুশল, অত মেধাবীরা তাঁহার স্তব করে। তিনি কর্ম্মফল প্রদান করিয়া শোভা পা তেছেন। দেবগণ পূজনীয়, সর্ব্বজ্ঞ অগ্নিকে যজ্ঞে হব্যবাহক করিয়াছেন

৮। হে হোমনিষ্পাদক অগ্নি! তুমি স্বস্থানে উপবেশন কর। তু সর্ব্বজ্ঞ, তুমি যজমানকে পুণ্যলোকে স্থাপন কর। তুমি দেবগণের রক্ষ হব্যদ্বারা দেবগণের পূজা কর। আমি যজ্ঞ করিতেছি, আমাকে প্রভূত প্রদান কর।

৯। হে অধ্বর্য্যুগণ! তোমরা অভিমতবর্ষী ধূম উৎপন্ন কর, তোম ক্ষীণ না হইয়া যুদ্ধের অভিমুখে গমন কর। এই অগ্নি বীরপ্রধান ও বিজয়ী, ইঁহার সাহায্যেই দেবগণ দস্যুদিগকে পরাজয় করিয়াছেন।

১০। হে অগ্নি! তু কাষ্ঠ নিষ্পন্ন এই (অরণি) তোমার উৎপা স্থান, ইহা হইতে পন্ন হইয়া তুমি শোভা পাও। তুমি তা জানিয়া উপবেশন কর মাদের স্তুতি বর্দ্ধিত কর।

১১। গর্ভস্থ তনূনপাৎ বলে। অগ্নি যখন প্রত্যক্ষ হয়ে তখন তিনি আসুঃ রাশংস হয়েন, যখন অন্তরীক্ষে তেজোবিকা

(১) সায়ণ এ আসুর" অর্থে অসুর হন্তা করিয়াছেন। কিন্তু এ সূক্তের ১৪ ঋকে শব্দের অর্থ সায়ণ অগ্নিরূপ কাষ্ঠ করিয়াছেন এখানেও সেই আসুর অর্থে অসুরপুত্র অর্থাৎ কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন।

তৃতীয় অষ্ট ' শব্দ সাত বার ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—

৩ ...লে ২৯ সূক্তের ১৪ ঋকে অসুর শব্দ অরণি সম্বন্ধে।
" ৩০ " ৪ " " " ইন্দ্র "
" ৫৩ " ৭ " " " রুদ্র "
" ৫৫ " সকল ঋকে অসুরত্ব শব্দের অর্থ ক্ষমতা।
" ৫৬ " ৮ " অসুর শব্দ সম্বৎসর অর্থে।
৪ মণ্ডলের ২ " ৫ " " " অগ্নি সম্বন্ধে।
" ৫৩ " ১ " " " সবিতা "

পুরাণে যে অর্থে অসুর শব্দ ব্যবহৃত হয় সে অর্থে ঋগ্বেদের তৃতীয় অষ্টে কোনও স্থানে ঐ শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই।

করেন তখন মাতরিশ্বা হয়েন(২)। অগ্নি প্রবৃদ্ধ হইলে বায়ুর উৎপত্তি হয়।

১২। হে অগ্নি! তুমি মেধাবী ও মন্থনদ্বারা উৎপন্ন, তোমাকে অতি উত্তম স্থানে স্থাপন করিয়াছে। তুমি আমাদের যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্ন কর এবং দেবাভিলাষীর জন্য (দেবগণকে) পূজা কর।

১৩। মর্ত্ত্য (ঋত্বিকগণ) মরণ রহিত, ক্ষয় রহিত, দৃঢ় দন্তবিশিষ্ট পাপতারক (অগ্নিকে) উৎপন্ন করিয়াছে। পুত্রসন্তানের ন্যায় উৎপন্ন অগ্নির উদ্দেশে দশ ভগিনীরূপ অঙ্গুলি পরস্পর মিলিত হইয়া (আনন্দ-সূচক) শব্দ করিতেছে।

১৪। অগ্নি সনাতন, যখন সাতজনে তাঁহার হোম করে তখন তিনি শোভা পান। যখন তিনি মাতার স্তনে ও ক্রোড়ে শোভা পান, তখন তিনি দেখিতে সুন্দর হয়েন। তিনি প্রতিদিন উন্মেষিত থাকেন, যেহেতু তিনি অসুরের জঠরহইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।

১৫। মরুৎগণের ন্যায় শত্রুরসহিত যুদ্ধকারী মন্ত্র(৩) হইতে প্রথম উৎপন্ন, কুশিক গোত্রোৎপন্ন ঋষিগণ নিশ্চয়ই সমস্ত জগৎ জানেন। তাঁহারা অগ্নির উদ্দেশে হব্যযুক্ত স্তোত্র পাঠ করিতেছেন, প্রত্যেকে আপন আপন গৃহে অগ্নিকে দীপ্ত করিতেছেন।

১৬। হে হোমনিষ্পাদক বিদ্বান্ সর্ব্বজ্ঞ [illegible]! প্রবর্ত্তিত যজ্ঞে তোমাকে বরণ করিতেছি, অতএব তুমি এই যজ্ঞে [illegible] বর্ষাগণকে হব্য প্রদান কর; এবং নিত্য স্তব কর, (সোমের বিষয়) অবগত [illegible] উহার নিকট আগমন কর। কল্যাণক

(২) অতএব তনূনপাৎ নরাশংস ও মাতরিশ্বা এ তিন[illegible]ই ভিন্ন ২ অগ্নির নাম।

(৩) মূলে "ব্রহ্মণঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "জগৎ স্রষ্টুঃ।" "First born of prayer."—*Vedarthayatna.* ১। ১৮। ১ ঋকের টীকা দেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

৩০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! সোমার্হ (ঋত্বিক্‌গণ) তোমাকে স্তব করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। সখাগণ তোমার জন্য সোম অভিষবণ করিতেছেন, অন্যান্য হব্য ধারণ করিতেছেন, (শত্রু) লোকদিগের হিংসা সহ্য করিতেছেন। কে তোমা অপেক্ষা জগতে অধিক প্রখ্যাত আছে?

২। হে হরিবর্ণ অশ্ববিশিষ্ট (ইন্দ্র)! দূরবর্ত্তী স্থান সকলও তোমার পক্ষে দূরে নহে, তুমি হরিবর্ণ অশ্ব যুক্ত হইয়া শীঘ্র আগমন কর। তুমি দৃঢ়চিত্ত ও অভীষ্টবর্ষী। তোমার উদ্দেশে এই সকল সবন করা হইয়াছে, অগ্নি সমিদ্ধ হইলে পর (সোমাভিষবের জন্য) প্রস্তর খণ্ড সকল প্রযুক্ত হইয়াছে।

৩। হে অভীষ্টবর্ষী (ইন্দ্র)! তুমি পরমৈশ্ব... পায়, তোমার শিপ্র সুন্দর, তুমি ধনবান্, জেতা, মহান্ মরুৎগণ সম্ব... সংগ্রামে নানাবিধ কর্ম্মকারী, এবং শত্রুহিংসক, ও ভয়ঙ্কর। তুমি ...গ্রামে) বাধা পাইয়া মর্ত্যদিগের প্রতি যে বীর্য্য ধারণ করিয়াছি... বর্ষী ...মার সেই বীর্য্য কোথায়? ...মি ম...

৪। (হে ইন্দ্র)! তুমি একাকীই, দৃঢ়মূল কল্যাণক...গণকে) স্বস্থান হইতে পাতিত করিয়াছে, বৃত্র সকলকে হিংসা করিয়া...। তোমার আজ্ঞায় দ্যাবাপৃথিবী (এবং) পর্ব্বত সকল নিশ্চলের ন্যায় রহিয়াছে।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি বহুলোকের আহূত ও বীর্য্যযুক্ত, তুমি একাকী বৃত্রকে বধ করিয়া (দেবতাগণকে) যে অভয় বাক্য দান করিয়াছিলে, তাহা সত্য। হে মঘবন্! তুমি অপার দ্যাবাপৃথিবীকে সংযোজিত করিতেছ তোমার এই মহিমা প্রসিদ্ধ আছে।

৬। হে ইন্দ্র! তোমার অশ্বযুক্ত রথ শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষিপ্রগতি শীঘ্র আগমন করুক, তোমার বজ্র শত্রুকে বধ করিতে করিতে আগমন করুক। তোমার সম্মুখে আগমনকারী শত্রুদিগকে বধ কর, অনুগমনকারী শত্রুদিগকে বধ কর, পলায়ন পর শত্রুদিগকে বধ কর, জগৎকে সত্যভূত (যজ্ঞবিশিষ্ট) কর। (এইপ্রকার সামর্থ্য) তোমাতে নিবিষ্ট হউক।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি নিরন্তর ঐশ্বর্য্য ধারণ করিতেছ, তুমি যে মনুষ্যকে দান কর, সে পূর্ব্বে অলব্ধ গৃহসম্বন্ধীয় (পশুসুবর্ণপ্রভৃতি ধন) প্রাপ্ত হয়। হে বহুলোকের আহূত! তোমার অনুগ্রহ ঘৃতাদি দ্রব্যযুক্ত হইয়া কল্যাণকর হয়, তোমার ধনদান শক্তি অপরিমিত।

৮। হে বহুলোকের আহূত ইন্দ্র! তুমি দানবীর সহিত বর্ত্তমান, বাধা জনক গর্জ্জনশীল বৃত্রকে হস্তহীন করতঃ বিচূর্ণিত করিয়া ফেল। হে ইন্দ্র! তুমি বর্দ্ধমান, হিংসক বৃত্রকে পাদহীন করতঃ বল দ্বারা বিনাশ করিয়াছিলে।

৯। হে ইন্দ্র! তু[illegible] মহতী, অনন্ত, চলা পৃথিবীকে সম ভাবাপন্ন করিয়া স্বস্থানে নিবে[illegible] করিয়াছিলে। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষ যাহাতে প[illegible]না হয় এরূপে ধারণ করিয়াছেন। (হে ইন্দ্র)! তোমার প্রেরিত জ[illegible]বীতে আগমন করুক।

১০। হে ইন্দ্র [illegible]ন্ত হিংসক বল নামক গোব্রজ(১) বজ্রপ্রহারের পূর্ব্বেই ভীত হইয়া [illegible] হইয়াছিল। ইন্দ্র গাভীর নির্গমনের জন্য পথ সুগম করি[illegible] রমণীয় শব্দায়মান জল সকল, বহুলোকের আহূত ইন্দ্রের [illegible] আগমন করিয়াছিল।

১১। এক ইন্দ্র [illegible] পৃথিবী ও দ্যুলোক এই দুইকে পরস্পর সঙ্গত ও ধনযুক্ত করিয়া পরিপূর্ণ করিয়াছেন। হে শূর! তুমি রথবান্, তুমি

(১) মূলে "বলঃ ব্রজঃ গোঃ" আছে। "গোঃ মাধ্যমিকায়া বাচঃ ব্রজঃ গোষ্ঠভূতো বলঃ * * মেঘঃ।" সায়ণ। "The heavy cloud, the receptacle of the water."—*Wilson.* "Vala, the cows' place of confinement."—*Vedartha-yatna.* বলের নিকট হইতে গাভীর উদ্ধারের উপাখ্যান বৃষ্টি পতন সম্বন্ধে একটী উপমা মাত্র। ১।১১।৫ ঋকের টীকা দেখ।

আমাদের সমীপে অবস্থান করিতে অভিলাষী হইয়া যোজিত অশ্বগণকে অন্তরীক্ষ হইতে (আমাদের) অভিমুখে প্রেরণ কর।

১২। সূর্য্য, ইন্দ্র প্রেরিত, (এবং তাঁহার গমনার্থে) প্রকাশিত দিক্ সকলকে প্রতিদিবস অনুসরণ করেন। যখন তিনি অশ্বদ্বারা পথ গমন শেষ করেন, তখন (অশ্বদিগকে) ছাড়িয়া দেন ইহাও ইন্দ্রের জন্য।

১৩। গমনশীল রাত্রির পর উষা গত হইলে, সকলে মহৎ, চিত্র (সৌর) তেজঃ দর্শন করিতে ইচ্ছা করে। যখন (উষাকাল) বিগত হয়, সকলে অগ্নি হোত্রাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করে। ইন্দ্রের সৎকার্য্য অনেক।

১৪। ইন্দ্র নদী সকলে মহৎ তেজোযুক্ত (জল) স্থাপিত করিয়াছেন। ইন্দ্র জল অপেক্ষা স্বাদুতর (দধিঘৃত ক্ষীরাদি) ভোজনের জন্য গাভীতে স্থাপন করিয়াছেন। নবপ্রসূতা গাভী দুগ্ধ ধারণ করতঃ বিচরণ করে।

১৫। হে ইন্দ্র! তুমি দৃঢ় হও (শত্রু ...) পথ রোধ করিয়াছে। তুমি যজ্ঞকারী স্তুতিকারী ও সখাদিগকে (অভী... ফল) দান কর। রিপুগণকে বধ করা উচিত। তাহারা মন্দভাবে অস্ত্র ... ক্ষেপ করে, মন্দভাবে গমন করে, তাহারা হত্যাকারী ও তূণীর বিশিষ্ট।

১৬। (হে ইন্দ্র)! আমরা সমীপস্থ শত্রু ... র্ত্তৃক উৎসৃষ্ট অশনি-শব্দ শুনিতে পাইতেছি। অত্যন্ত সন্তাপকর ... অশনিকে এই সকল শত্রুদিগের অভিমুখেই স্থাপন করিয়া ইহা ... কর, সমূলে ছেদন কর, বিশেষরূপে বাধা দাও, ও অভিভূত কর। ... , রাক্ষসদিগকে বধ কর, তৎপরে যজ্ঞ সম্পন্ন কর।

১৭। হে ইন্দ্র! রাক্ষসকুল সমূলে উৎপাটন কর, মধ্যভাগ ছেদন কর, অগ্রভাগ বিনাশ কর। গমনশীল (রাক্ষসকে) দূর কর, যজ্ঞ বিদ্বেষীর প্রতি(২) সন্তাপপ্রদ অস্ত্র প্রক্ষেপ কর।

(২) মূলে "ব্রহ্মদ্বিষে" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "ব্রাহ্মণদ্বেষকারিণে" কিন্তু বেদে ব্রহ্ম অর্থে স্তোত্র বা যজ্ঞ, সেই অর্থই এখানে খাটে। ১৫, ১৬, ১৭ ঋকে বোধ হয় অনার্য্য শত্রুদিগকে রাক্ষস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

১৮। হে জগতের নির্ব্বাহক! আমাদিগকে অশ্বযুক্ত কর ও অবিনাশী কর। তুমি যখন আমাদের নিকট থাক আমরা মহৎ অন্ন ও প্রভূত ধন ভোগকরতঃ বড় হইতে পারিব। আমাদের পুত্র পৌত্রাদিযুক্ত ধন হউক।

১৯। হে ইন্দ্র! আমাদের জন্য দীপ্তিযুক্ত ধন আনয়ন কর। তুমি দানশীল, আমরা তোমার দানের পাত্র, আমাদের অভিলাষ বড়বানলের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। হে ধনপতি! আমাদের অভিলাষ পূর্ণ কর।

২০। আমাদের এই অভিলাষ, গো, অশ্ব ও দীপ্তিযুক্ত ধন দ্বারা পূর্ণ কর, এবং উহাদ্বারা আমাদিগকে বিখ্যাত কর। হে ইন্দ্র! স্বর্গাদিসুখাভিলাষী কর্ম্মকুশল কুশিকনন্দনগণ মন্ত্রদ্বারা তোমার স্তোত্র করিয়াছেন।

২১। হে স্বর্গাধিপতি! মেঘ বিদীর্ণ করতঃ আমাদিগকে জল দান কর, উপভোগযোগ্য অন্ন আমাদের নিকট আগমন করুক। হে অভীষ্টবর্ষী! তুমি দ্যুলোক ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। হে সত্যবল মঘবন্! তুমি আমাদিগকে গোদানকর।

২২। হে ইন্দ্র! ত [illegible] অন্ন লাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহ দ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান, প্রভূত ঐশ্বর্য্য [illegible] পন্ন, নেতৃ শ্রেষ্ঠ, স্তুতি শ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রু বিনাশী ও ধন[illegible]তা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

---

৩১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবত [illegible] র অপত্য কুশিক অথবা বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। পুত্র [illegible]) রেতোধা জামাতাকে সম্মানিত করতঃ শাস্ত্রানুশাসনক্রমে দুহি[illegible] জ[illegible]ত পৌত্রের নিকট গমন করে। (অপুত্র) পিতা দুহিতার গর্ভ হইবে বিশ্বাস করতঃ প্রসন্নমনে শরীর ধারণ করে (২)।

(১) মূলে "বহ্নি" আছে। যে পুত্রহীন পিতা কন্যাকে অপর কুলে বহন করে তাহার নাম "বহ্নি।" "অপুত্রো যঃ পিতা কন্যাং অন্যকুলং প্রাপয়তিস বহ্নিঃ।" সায়ণ।

(২) পূর্ব্বকালে পুত্র না হইলে কন্যার বিবাহ দিবার সময় জামাতার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইত যে ঐ কন্যার পুত্র কন্যার পিতার হইবে। কন্যার পুত্র দৌহিত্র হইয়াও পৌত্রের কার্য্য করিবে।

২। ঔরসপুত্র দুহিতাকে উপভুক্ত ধন দেয় না। তিনি উহাকে ভর্ত্তার রেতঃসেকের আধার করেন। যদি পিতা মাতা পুত্র ও কন্যা উভয়কেই উৎপাদন করেন তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ক্রিয়া কর্ম্ম করেন এবং অন্য সম্মানিত হয়েন(৩)।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি দীপ্তিযুক্ত, তোমার যজ্ঞের জন্য জ্বালাদ্বারা কম্পমান অগ্নি প্রভূত পুত্ররূপ (রশ্মি সকলকে) উৎপাদন করিয়াছে। এই সকল রশ্মির (জলরূপ) গর্ভ মহান্, (ওষধিরূপ) জন্ম মহান, হে হর্য্যশ্ব! তোমার সোমাহুতি প্রযুক্ত এই সকল রশ্মির প্রবৃত্তি মহতী।

৪। জয়শীল (মরুৎগণ) বৃত্রের সহিত যুদ্ধকারী (ইন্দ্রের সহিত) সঙ্গত হইয়াছিলেন। সূর্য্যাখ্য মহৎ তেজঃ তমোরূপ (বৃত্র হইতে) নির্গত হইতেছে, মরুৎগণ তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। উষাগণ, ইন্দ্রকে (সূর্য্য বলিয়া) জানিয়া তদভিমুখে গমন করিয়াছিল। এক ইন্দ্র রশ্মি সকলের পতি হইয়াছিলেন।

৫। ধীমান, মেধাবী সপ্তসংখ্যক [illegible] (অঙ্গিরাগণ) সুদৃঢ় (পর্ব্বতে) নিরুদ্ধ গাভী সকলকে অন্বেষণ করিয়া অপাবৃত করি[illegible]লেন। তাঁহারা মনে মনে (পর্ব্বত মধ্যে গাভী সকল আছে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া) যে পথ দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন সেই পথ দিয়াই ফিরিয়া আসিয়া[illegible]লেন। তাঁহারা যজ্ঞপথে সমস্ত গাভীগণকে লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র এ[illegible] জানিয়া নমস্কার দ্বারা অঙ্গিরাগণকে সম্ভাবনা করতঃ (পর্ব্বত মধ্যে [illegible]বেশ করিয়াছিলেন।

৬। যখন সরমা, পর্ব্বতের ভগ্ন (দ্বার) [illegible] বর্দ্ধিল, তখন (ইন্দ্র) পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞাত প্রচুর অন্ন অন্যান্য সামগ্রীর [illegible] তাহাকে দিলেন। [illegible] পাদযুক্ত সরমা শব্দ চিনিতে পারিয়া তদভি[illegible] কল্যাণম[illegible] করতঃ অক্ষয় গাসমূহের নিকটে উপস্থিত হইলেন(৪)।

(৩) মূলে "বহ্নি" শব্দ আছে। সায়ণ বহ্নি শব্দের অর্থ পুত্র সন্তান করিয়াছেন, যহেতু তিনি আপনার ভার্য্যাকে বহন করিয়া আনেন। "অবহ্নিঃস্ত্রী বহ্নিঃ পুমান্ বভার্য্যায়া বোঢ়ৃত্বাৎ।" এখানে "বহ্নি" শব্দ উভয় পুত্র ও কন্যা বুঝাই-তেছে। পুত্র থাকিলে কন্যা সম্পত্তি পায় না। পুত্র ক্রিয়ার অধিকারী, কন্যা সম্মানিতা হয়েন।

(৪) ১।৬।৫ ঋকের টীকা দেখ।

৭। অতিশয় মেধাবী ইন্দ্র (অঙ্গিরাগণের) সখ্যাভিলাষে গমন করিলেন। পর্ব্বত, মহাযোদ্ধার জন্য গর্ভস্থিত (গোধন) বাহির করিয়া দিল। শক্রহন্তা ইন্দ্র তরুণবয়স্ক (মরুৎগণের) সহিত (তাহাদিগকে) প্রাপ্ত হইলেন। অঙ্গিরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পূজা করিলেন।

৮। যে ইন্দ্র উৎকৃষ্ট পদার্থের প্রতিনিধি, যিনি যুদ্ধে অগ্রগামী, যিনি সমস্ত জাতবস্তু অবগত আছেন, যিনি শুষ্ণকে বধ করিয়াছেন, সেই দূরদর্শী গোধন অভিলাষী ইন্দ্র দ্যুলোক হইতে সম্মান করতঃ আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন।

৯। (অঙ্গিরাগণ) মনে মনে গোধন লাভের ইচ্ছা করিয়া স্তোত্রদ্বারা অমরত্ব লাভের উপায় করতঃ (যজ্ঞকার্য্যে) সমাসীন হইয়াছিলেন। ইঁহাদের এই যজ্ঞে উপবেশন প্রভৃত, ইঁহারা সত্যভূত এই যজ্ঞেরদ্বারা মাস সকল সংভক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

১০। (অঙ্গিরাগণ) স্ব[illegible] গোধন) লক্ষ্য করিয়া সন্দর্শন করতঃ পুরাজাত পুত্রের (ধারণার্থ [illegible] দোহন করিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আনন্দধ্বনি দ্যাবা[illegible]বীকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল। তাঁহারা জগতে (পূর্ব্বের ন্যায়) অবস্থি[illegible] করিয়াছিলেন, গাভীগণের (রক্ষার্থ) বীরপুরুষদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি[illegible]লেন।

১১। ইন্দ্র (সো[illegible]ার্থ) জাত (মরুৎগণের সহিত) বৃত্রকে বধ করেন। তিনিই [illegible]য়, স্তোমার্হ, (মরুৎগণের সহিত) গো সকল (যজ্ঞের জন্য) দান[illegible] ছিলেন। ঘৃতযুক্ত হব্যধারিণী, প্রভূত হব্যদায়িনী, প্রশস্তা গা[illegible] জন্য স্বাদুতর (ক্ষীরাদি) দোহন করিয়াছেন।

১২। ([illegible]) পালক ইন্দ্রের জন্য মহৎ, দীপ্তিমান্ স্থান সংস্কার করিয়াছিলেন। সুকর্ম্মশালী (অঙ্গিরাগণ) (ইন্দ্রের উপযুক্ত ঐ স্থানটীকে) বিশেষরূপে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা (যজ্ঞে) উপবেশন করিয়া জনয়িত্রী (দ্যাবাপৃথিবীকে) স্তম্ভরূপ (অন্তরীক্ষদ্বারা) স্তম্ভন করত বেগবান্ ইন্দ্রকে দ্যুলোকে সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

১৩। দ্যাবাপৃথিবী পরস্পর বি[illegible]শ্লিষ্ট হইলে যদি (মহতী স্তুতি ইন্দ্রকে) তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও [illegible] করে, তবে ইন্দ্রের

প্রতি শুদ্ধস্তুতি সঙ্গত করা হয়। সুতরাং ইন্দ্রের সমস্ত বল স্বভাবসিদ্ধ।

১৪। (হে ইন্দ্র)! আমি তোমার মহৎসখ্য প্রার্থনা করিতেছি, তোমার শক্তি প্রার্থনা করিতেছি। তুমি বৃত্রহন্তা, তোমার নিকট অনেক অশ্ব (বহন করিবার জন্য) আগমন করে। তুমি বিদ্বান্, আমরা তোমাকে মহৎসখ্য স্তোত্র ও হব্য প্রদান করি। হে মঘবন্; তুমি আমাদের পালক, (ইহা) জানিও।

১৫। ইন্দ্র বিশেষরূপে অবগত থাকিয়া মহৎ ক্ষেত্র ও প্রভূত হিরণ্য সখাদিগকে দান ক..য়াছেন, এবং অনন্তর তাহাদিগকে গবাদি দান করিয়াছেন। তিনি দীপ্তমান্; নেতা (মরুৎগণের) সহিত তিনি, সূর্য্য, ঊষা, পৃথিবী ও অগ্নিকে উৎপাদন করিয়াছেন।

১৬। দানমনা এই ইন্দ্র বিস্তীর্ণ, পরস্পর সঙ্গত, ও বিশ্বের আনন্দকর, জল সমূহকেও সৃষ্টি করিয়াছেন। [illegible] মাধুর্য্যযুক্ত (সোমসমূহকে) পবিত্রদ্বারা(৫) শোধিত করিয়া, ও সতুত্রী (ম[illegible]ক প্রীত করিয়া, রাত্রি দিন (জগৎকে) স্বস্ব ব্যাপারে প্রেরণ করিতেছ[illegible]ইয়া [illegible]

১৭। সূর্য্যের মহিমায় সর্ব্বপদার্থ [illegible]া হই[illegible]রী ও যজ্ঞার্হ অহোরাত্রি উভয়ে ক্রমানুয়ে আবর্ত্তন করিতেছে। ঋজুগ[illegible] মিত্রভূত, কমনীয় (মরুৎগণ), (শত্রুর) পরাভবের জন্য তোমার স[illegible] অনুসরণ করিতে সক্ষম।

১৮। হে বৃত্রহা! তুমি অবিনাশী, অ[illegible]বর্ষী ও অন্নদাতা; তুমি আমাদের প্রিয়তম স্তুতির স্বামী হও। [illegible]মি মহান্, তুমি যজ্ঞে গমন করিতে অভিলাষী। তুমি মহৎ আশ্রয় [illegible] কল্যাণক[illegible]র সখ্যের সহিত আমাদের অভিমুখে আগমন কর।

১৯। হে ইন্দ্র! তুমি পুরাতন, অঙ্গিরাগণের ন্যায় আমি তোমাকে পূজা করিতেছি, আমি তোমাকে ভজনা করিবার জন্য নূতন করিতেছি।

(৫) অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যদ্বারা। সায়ণ। বেদে "পবিত্র" অর্থে জল পরিষ্কারক (filter), তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

তুমি, দেবশূন্য বহু দ্রোহকারিদিগকে(৬) মারিয়া ফেল। হে মঘবা! আমাদিগকে উপভোগ্য ধন দান কর।

২০। হে ইন্দ্র! পাবক জলসমূহ সর্ব্বত্র প্রসৃত হইয়াছে, আমাদের জন্য এই অবিনাশী জলসমূহের তীর জলদ্বারা পূর্ণ কর। তুমি রথবান্, আমাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা কর, আমাদিগকে অতিশীঘ্র গাভীসমূহের জেতা কর।

২১। বৃত্রহন্তা ও গাভীগণের স্বামী (ইন্দ্র) আমাদিগকে গাভী দান করুন, কৃষ্ণদিগকে(৭) দীপ্তিযুক্ত তেজোদ্বারা বিনাশ করুন। তিনি সত্য-বাক্যে (অঙ্গিরাগণকে) প্রিয়তম গাভী সকল দান করতঃ সমস্ত দ্বার বদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

২২। হে ইন্দ্র! তুমি অন্ন লাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভুত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতি শ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী ও ধন জেতা। [illegible] শ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

ইন্দ্র [illegible]। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে সোমপ [illegible] ইন্দ্র! এই মাধ্যন্দিন সবনে সোম পান কর, যে হেতু ইহা তোমার [illegible]য়। হে ধনবান্, ঋজীষ(১) সোমযুক্ত (ইন্দ্র)! অশ্বদ্বয়কে (রথ হ[illegible]তে) খুলিয়া দিয়া, তাহাদের হনুদ্বয়কে (খাদ্যে পূর্ণ করিয়া) এই যজ্ঞে তাহা[illegible]গকে হৃষ্ট কর।

---

(৬) অর্থাৎ দেববিদ্বে[illegible] অনার্য্যগণ। সায়ণ "অদেবীঃ দ্রুহঃ" অর্থে দীপ্তি-শূন্য দ্রোহকারী রাক্ষসগণ করিয়াছেন।

(৭) অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ আদিম জাতি। সায়ণ "কৃষ্ণান্" অর্থে কর্ম্মবিঘ্নকারঅসুরদিগকে করিয়াছেন।

---

(১) "ঋজীষ" সম্বন্ধে ১।৬৪। ১২ ঋকের টীকা দেখ। সায়ণ "ঋজীষ" অর্থ করিয়াছেন সারবিহীন সোম।

২। হে ইন্দ্র! গব্যমিশ্রিত, মধুসংযুক্ত, অভিনব সোম পান কর, তোমার হর্ষের জন্য আমরা দান করিতেছি। তুমি, স্তোত্রকারী মরুৎগণ ও রুদ্রগণের সহিত তৃপ্তি পর্য্যন্ত পান কর।

৩। হে ইন্দ্র! যে মরুৎগণ তোমার শত্রুশোষক তেজঃ বর্দ্ধিত করে, যে মরুৎগণ তোমার বল বর্দ্ধিত করে, সেই মরুৎগণ স্তব করতঃ তোমার যুদ্ধ সামর্থ্য বর্দ্ধিত করে। হে বজ্রহস্ত, শোভন হনুযুক্ত (ইন্দ্র)! রুদ্রগণের সহিত মাধ্যন্দিন সবনে সোমপান কর।

৪। মরুৎগণ ইন্দ্রের বলভূত হইয়াছিলেন। আমার মর্ম্মস্থান কেহ পায় না, বৃত্র এইরূপ অভিমান করাতে, ইন্দ্র মরুৎগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বৃত্রের মর্ম্মস্থান জানিয়া ছিলেন। সেই মরুৎগণ তোমাকে শীঘ্র মাধুর্য্যযুক্ত উৎসাহ বাক্য বলিয়া ছিলেন।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি মনুর (যজ্ঞের) ...আমার এই যজ্ঞ সেবা করতঃ শাশ্বত বলের জন্য সোম ... হে হর্য্যশ্ব! তুমি যজ্ঞার্হ (মরুৎগণের) সহিত আগমন কর, ... গণের সহিত অন্তরীক্ষ হইতে জল প্রেরণ কর।

৬। হে ইন্দ্র! যে হেতু তুমি দীপ্তি... আবরণকারী, দীপ্তিরহিত ও শয়ান বৃত্রকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছ, ... তুমি যুদ্ধ কালে অশ্বের ন্যায় জল ছাড়িয়া দিয়াছ।

৭। অতএব আমরা হব্যদাতা প্রবৃদ্ধ ও ম... জরা রহিত ও নিত্য-তরুণ, স্তোতব্য ইন্দ্রের পূজা করি। পরিমাণ ... দ্যাবাপৃথিবী যজ্ঞার্হ ইন্দ্রের মহিমা পরিচ্ছেদ করিতে পারে না।

৮। সমস্ত দেবগণ ইন্দ্রের কর্ম্ম সুকৃত ও ... যজ্ঞাদি হিংসা করিতে পারে না। এই ইন্দ্র ভূলোক দ্যুলোক ও ... (অন্তরীক্ষ লোক) ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার কর্ম্ম রমণীয়, তিনি সূর্য্য ও উষাকে উৎপন্ন করিয়াছেন।

৯। হে দৌরাত্ম্য রহিত ইন্দ্র! তোমার মহিমাই যথার্থ মহিমা। যে হেতু তুমি উৎপন্ন হইয়াই সোম পান কর। তুমি বলবান্, স্বর্গাদিলোক

তোমার তেজঃ নিবারণ করিতে পারে না। দিন, মাস ও বৎসরও নিবারণ করিতে পারে না।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি জাতমাত্র সর্ব্বোচ্চ স্বর্গ প্রদেশে থাকিয়াই সদ্যঃ আনন্দের জন্য সোম পান করিয়াছ। যখন তুমি দ্যাবাপৃথিবীতে অনু-প্রবিষ্ট হইয়াছ তখনই তুমি পুরাতন সৃষ্টি বিধাতা হইয়াছ।

১১। হে ইন্দ্র! অনেকে তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে অহি আপনাকে বলবান্ মনে করিয়া জল পরিবেষ্টন করতঃ অবস্থিতি করিতে-ছিল, সেই অহিকে তুমি প্রবৃদ্ধ হইয়া বিনাশ করিয়াছ। কিন্তু যখন তুমি এক কটিতে পৃথিবীকে লুক্কায়িত করতঃ অবস্থিতি কর তখন স্বর্গ তোমার মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারে না।

১২। হে ইন্দ্র! আমাদের যজ্ঞ তোমার বৃদ্ধি সম্পাদন করে। যে কার্য্যে সোম অভিষুত হয় তাহা তোমার প্রিয়। হে যজ্ঞযোগ্য! তুমি যজ্ঞ হেতু তোমার যজমানকে [illegible] যজ্ঞ অহিকে বিনাশ করিবার জন্য তোমার বজ্রকে দৃঢ় কর [illegible]

১৩। পুরাতন, [illegible] অধুনাতন স্তোমদ্বারা যে ইন্দ্র বর্দ্ধিত হয়েন, (যজমান) রক্ষাকর যজ্ঞ [illegible] সেই ইন্দ্রকে আপনার অভিমুখে আনিতেছে, নূতন ধনের জন্য তাঁহা [illegible] আবর্ত্তিত করিতেছে।

১৪। যখনই [illegible] মনে মনে ইন্দ্রকে স্তব করিবার ইচ্ছা করি, (তখনই) আমি স্তুতি করি। [illegible] দূরবর্ত্তী অশুভ দিবসের পূর্ব্বেই ইন্দ্রকে স্তব করি, তিনি যেন [illegible] দুঃখের পারে লইয়া যান। এই জন্য উভয় কূলবর্ত্তী (লো[illegible] তাহা [illegible] নৌকারোহীকে যেরূপ আহ্বান করে, সেইরূপ (আমার [illegible] যাজক সকল) ইন্দ্রকে আহ্বান করি-তেছে।

১৫। ইন্দ্রের কলস পূর্ণ হইয়াছে, পানার্থ স্বাহাশব্দ (উচ্চারিত হই-য়াছে)। সেক্তা যেমন জলপাত্রে জলসেক করে, আমি সেইরূপ (সোম) সেচন করিতেছি। সুস্বাদু সোম ইন্দ্রের অভিমুখে প্রদক্ষিণ করতঃ তাঁহার হর্ষের জন্য গমন করিতেছে।

১৬। হে বহুলোকের আহূত ইন্দ্র! গভীর সিন্ধু তোমাকে নিবারণ করিতে পারে না, তাহার চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান অদ্রিসকল তোমাকে নিবারণ করিতে পারে না। যেহেতু বন্ধুগণ কর্ত্তৃক এই প্রকারে প্রার্থিত হইয়া অতি প্রবল, গব্য উর্ব্বকে(২) নিবারণ করিয়াছ।

১৭। হে ইন্দ্র! তুমি অন্ন লাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভুত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুনাশী ও ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

---

৩৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ৪, ৬, ৮, ও ১০ ঋকের নদী ঋষি। অবশিষ্ট ঋকের বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। জল প্রবাহবতী বিপাশ্ ও শুতুদ্রী (নদীদ্বয়) পর্ব্বতের উৎসঙ্গপ্রদেশ হইতে সাগর সঙ্গমাভিলাষিণী হইয়া বন্ধনবিমুক্ত ঘোটকীদ্বয়ের ন্যায় স্পর্দ্ধাকরতঃ গোদ্বয়ের ন্যায় শোভমানা হইয়া বৎসলেহনাভিলাষিণী ধেনুদ্বয়ের ন্যায় বেগে গমন করিতেছে(১)।

২। হে নদীদ্বয়! ইন্দ্র তোমাদের প্রেরণ করিতেছেন, তোমরা তাঁহার প্রার্থনা রক্ষা করিতেছ, ও রথীদ্বয়ের ন্যায় সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতেছ।

---

(২) "গব্যং উর্ব্বং" অর্থ আমি বুঝিতে পারি না। ... "অবটে বর্ত্তমানং ... র্ব্বানলং" অর্থাৎ বাড়বানল করিয়াছেন। Langlois ... গাভী ... রোধকারী উর্ব্ব (মেঘ) করিয়াছেন।

---

(১) পুরাকালে বিশ্বামিত্র ঋষি পিজবনের পুত্র সুদাস নামক রাজার পুরোহিত হইয়াছিলেন। তিনি পৌরহিত্য কর্ম্ম করিয়া অনেক ধন লইয়া আগমন কালে পথিমধ্যে বিপাশ্ ও শুতুদ্রু নদীর সঙ্গম স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি অগাধ জলবিশিষ্ট উক্ত নদীদ্বয় উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রথম তিনটী ঋকের দ্বারা তাহাদের স্তব করিয়াছেন। তৎপরে নদীদ্বয় তাঁহাকে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন ও পার হইতে অনুমতি দিয়াছিলেন। সায়ণ। বিপাশ্ অর্থাৎ বিপাশা নদী (Beas), শতদ্রু (Sutlej).

তোমরা একযোগে প্রবাহিত হইয়া তরঙ্গদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট গমন করতঃ শোভা পাইতেছ।

৩। মাতৃ সদৃশী শুতুদ্রী নদীর নিকট উপস্থিত হইয়াছি, মহতী সৌভাগ্যবতী বিপাশ্‌ নদীর নিকট উপস্থিত হইয়াছি। ইঁহারা উভয়ে বৎসলেহনাভিলাষিণী ধেনুর ন্যায় এক স্থানাভিমুখে গমন করিতেছে।

নদীদ্বয়।

৪। আমরা এই জল দ্বারা স্ফীত হইয়া দেবকৃত স্থানের অভিমুখে গমন করিতেছি। আমাদের গমনের উদ্যোগ নিবৃত্ত হইবার নহে। কি জন্য এই বিপ্র বারম্বার নদীগণকে আহ্বান করিতেছে?

বিশ্বামিত্র।

৫। হে জলবতী নদীদ্বয়। আমার সোম সম্পাদক বাক্যের জন্য মুহূর্ত্তের জন্য গমন হইতে বিরত হও। আমি কুশিকের পুত্র, আমি প্রসাদাভিলাষে মহতী স্তুতিদ্বারা নদীকে আমার উদ্দেশে আহ্বান করিতেছি।

নদীদ্বয়।

৬। নদীগণে... বেষ্টক বৃত্রকে হনন করিয়া বজ্রবাহু ইন্দ্র আমাদিগকে খনন করিতে) ...। জগৎ প্রেরক, সুহস্ত, দ্যুতিমান্‌ ইন্দ্র আমাদিগকে প্রেরণ ক... তাহ... ন, তাঁহার আজ্ঞায় আমরা প্রভূত হইয়া গমন করিতেছি।

বিশ্বামিত্র।

৭। ইন্দ্র যে অহিকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বীর কর্ম্ম সর্ব্বদা কীর্ত্তন করা উচিত। ইন্দ্র চতুর্দ্দিকে আসীন (অর্থাৎ অবরোধকারীদিগকে) বজ্রদ্বারা বধ করিয়াছিলেন। গমনাভিলাষী জলসমূহ আগমন করিয়াছিল।

নদীদ্বয়।

৮। হে স্তোতা! তুমি এই যে বাক্য ঘোষণা করিতেছ, তাহা বিস্মৃত হইও না; ভবিষ্যৎ যজ্ঞ দিবসে তুমি উকৃথ রচনা করিয়া আমাদিগকে সেবা করিও। আমরা তোমাকে নমস্কার করিতেছি, আমাদিগকে পুরুষের ন্যায় (প্রগল্‌ভ) করিও না।

বিশ্বামিত্র।

৯। হে ভগিনী ভূত (নদীদ্বয়)! আমি স্তব করিতেছি আমাকে শ্রবণ কর। আমি দূরদেশ হইতে রথ ও অশ্ব লইয়া আসিতেছি। তোমরা অবনত হও, যে সুখে পার হওয়া যাইবে। হে নদীদ্বয়! তোমরা স্রোতের জল লইয়া (রথচক্রের) অক্ষের অধোদেশে গমন কর।

নদীদ্বয়।

১০। হে স্তোতা! আমরা তোমার এই ·কল বাক্য শ্রবণ করিলাম, তুমি দূর হইতে আসিয়াছ, অতএব রথ ও শকটের সহিত গমন কর। মাতা যেমন (পুত্রকে) স্তন পান করাইবার জন্য এবং যুবতী যেরূপ মনুষ্যকে আলিঙ্গন করাইবার জন্য অবনত হয়, সেইরূপ আমরা তোমার জন্য অবনত হইতেছি।

বিশ্বামিত্র।

১১। হে নদীদ্বয়! যেহেতু ভরতকুলজা··ণ তোমাদিগকে পার হইবে, যেহেতু পার হইতে অভিলাষী ভরতবংশ··রা ই·· কর্ত্তৃক প্রেরিত ও তোমাদের কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পার হইবে, ·পার হইবার উদ্যোগ করিতেছে ও অনুমতি পাইয়াছে, অতএব আমি সর্ব্বত্র তোমাদের স্তুতি করিব। তোমরা যজ্ঞার্হ।

১২। গোধন অভিলাষী ভরতবংশীয়গণ পার হইয়া গেলেন, বিপ্র নদীগণের সুন্দর স্তুতি করিতেছেন। তোমরা অন্নকারিণী ও ধনযুক্তা হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসকলকে তৃপ্ত কর ও পরিপূর্ণ কর এবং শীঘ্র গমন কর।

১৩। হে নদীদ্বয়! তোমাদের তরঙ্গ (এরূপভাবে) প্রবাহিত হউক, যে যুগকীল তাহার উপরে থাকুক, তোমরা রজ্জু স্পর্শ করিও না(২)। পাপরহিতা, কল্যাণকারিণী, অনিন্দনীয়া (বিপাশ্ ও শুতুদ্রু) যেন (এক্ষণে) বর্দ্ধিতা না হয়।

---

৩৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। পুরভেদী, মহিমাসূচক ধনযুক্ত ইন্দ্র, শত্রুদিগকে হিংসা করতঃ তেজঃ দ্বারা দাসকে জয় করিয়াছেন। স্তোত্র দ্বারা আকৃষ্ট, বর্দ্ধিতশরীর ও বহু অস্ত্রধারী ইন্দ্র দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন।

২। হে ইন্দ্র! তুমি পূজনীয় ও বলবান্, তোমাকে অলঙ্কৃত করতঃ অন্নের জন্য তোমার প্রেরিত স্তুতি উচ্চারণ করিতেছি। তুমি মনুষ্যগণের এবং দেবগণের অগ্র দীশ্বর। তোমার ক্রব্ধ

৩। হে ইন্দ্র! তে বিরত বধ ও শকটে বৃত্রকে অবরোধ করিয়াছিলে। শত্রুদের আক্র স্তুতিদ্বারা এবং বৃত্র ায়াবিদিগকে বিশেষরূপে বধ করিয়াছেন। শত্রু নে (লুক্কায়িত) স্কন্ধহীন (শত্রুকে) বিনাশ করি বাহর ১) গাভী সকল আবিষ্কৃত করিয়াছেন।

৪। স্বর্গপ্রদ ইন্দ্র বেষ্টিত করিয়া যুদ্ধাভিলাষী অঙ্গিরাগণের সহিত পরকীয় সেনা। তিঃ জয় করিলেন। মনুষ্যের জন্য দিবসের কেতুস্বরূপ সূর্য প্রদান করিয়াছিলেন, মহাযুদ্ধের জন্য জ্যোতিঃ প্রকাশ প্রাপ্ত হইল।

---

(২) "Let your waves (rivers) so flow that the pin of the yoke may be above (their) waters : leave the traces full."—*Wilson.*

---

(১) "রাম্য" অর্থ ঠিক বুঝিতে পারি নাই। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, রাত্রি। "রমণং ক্রীড়াভিঃ সহক্রীড়া রামঃ। তং অর্হন্তি ইতি রাম্যা রাত্রয়ঃ।" এ ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হয় না।

৫। ইন্দ্র বহু ধন গ্রহণ করিয়া বাধাদায়িনী ও বর্দ্ধমানা (শত্রু সেনার) মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি স্তোতার জন্য উষাকে চৈতন্য প্রদান করিয়াছেন এবং উহাদের শুভ্র বর্ণ (তেজঃ) বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

৬। ইন্দ্র মহান্, (উপাসকেরা) তাঁহারা প্রভূত সৎকার্য্যের প্রসংশা করিতেছে। তিনি বলদ্বারা বলবান্দিগকে চূর্ণ করিতেছেন। পরাভব-কারীতে আয়ুক্ত (ইন্দ্র) দস্যুদিগকে মায়াদ্বারা চূর্ণ করিয়াছেন।

৭। দেবপতি ও মনুষ্যদের বরপ্রদ ইন্দ্র মহা যুদ্ধে ধন লোক্ত করিয়া) স্তোতাগণকে দান করিলেন। মেধাবী স্তোতাগণ যজমানের গৃহে উক্থদ্বারা ইন্দ্রের কীর্ত্তি সকল স্তব করিতেছেন।

৮। স্তোতাগণ সকলের জেতা, বরণীয়, বলপ্রদ, স্বর্গ এবং স্বর্গীয় জলের স্বামী ইন্দ্রের আনন্দে আনন্দিত হইতেছেন। ইন্দ্র পৃথবী, অন্ত-রীক্ষ এবং স্বর্গ দান করিয়াছেন।

৯। ইন্দ্র অশ্বদান করিয়াছেন, সূর্য্য দান করিয়াছেন, বহু লোকের উপভোগযোগ্য গোধন দান করিয়াছেন, সুবর্ণময় ধন দান করিয়াছেন, দস্যু-দিগকে বধ করিয়া আর্য্যবর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন(২)।

১০। ইন্দ্র, ওষধি প্রদান করিয়াছেন, দিবস প্রদান করিয়াছেন, বনস্পতি ও অন্তরীক্ষদিগকে প্রদান করিয়াছেন। তিনি মেঘ ভেদ করিয়া-ছেন, বিরুদ্ধবাসীদিগকে বধ করিয়াছেন, যাহারা অভিমুখে যুদ্ধ করিতে আইসে তাহাদের বধ করিয়াছেন।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভকর, যুদ্ধে উৎসাহ দ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতি শ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

---

(২) মূলে "হত্বী দস্যূন্ প্র আর্য্যং বর্ণং আবৎ" আছে। "বর্ণ" অর্থে জাতি, ঋগ্বেদের রচনার সময় কেবল দুই জাতি ছিল, আর্য্য ও দস্যু, তাহা এই ঋকেই প্রতীয়মান হইতেছে। সায়ণ ঋগ্বেদের সময়েও চারি জাতির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া এখানেও "আর্য্যং বর্ণং" অর্থে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি করিয়া-ছেন।

৩৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! হরিনামক অশ্বদ্বয় রথে যোজিত হইতেছে। তুমি তাহাদের জন্য বায়ু যেরূপ নিযুতের জন্য অপেক্ষা করে সেই রূপ কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আমাদের অভিমুখে আগমন কর। আমাদের প্রদত্ত সোম পান কর, আমরা স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করতঃ তোমার আনন্দের জন্য সোম দান করিতেছি।

২। বহু লোকের আহূত ইন্দ্রের শীঘ্র গমনার্থ রথের অগ্রভাগে দ্রুতগামী অশ্বদ্বয় সংযোজিত করিতেছি। অশ্বদ্বয় সর্ব্বতোভাবে অনুষ্ঠিত এই যজ্ঞের প্রতি ইন্দ্রকে শীঘ্র আনয়ন করুক।

৩। হে অভীষ্টবর্ষী অন্নবান্ ইন্দ্র! তোমার বীর্য্যবান্ শত্রুভয়ত্রাতা অশ্বদ্বয়কে আমাদের নিকট আনয়ন কর, তুমি এই (যজমানকে) রক্ষা কর। রক্তবর্ণ অশ্বদ্বয়কে এই দেবযজনে ছাড়িয়া দাও, তাহারা ভক্ষণ করুক। তুমি সমান রূপবিশিষ্ট উপযুক্ত ধান্য ভক্ষণ কর(১)।

৪। হে ইন্দ্র! তোমার যে অশ্বদ্বয় মন্ত্রদ্বারা যোজিত হয়, এবং যুদ্ধে যাহাদের সমান প্রসিদ্ধি, মন্ত্রবলে সেই অশ্বদ্বয়কে যোজিত করিতেছি। হে ইন্দ্র! তুমি বিদ্বান্, [illegible] জানিয়া সুদৃঢ় এবং সুখকর রথে আরোহণ করতঃ সোমের নিকট আগমন কর।

৫। হে (ইন্দ্র)! অন্য যজমানগণ যেন তোমার বীর্য্যবান্ ও কমনীয় পৃষ্ঠ বিশিষ্ট হরিদ্বয়কে আনন্দিত না করে। আমরা অভিষুত সোমদ্বারা তোমার পর্য্যাপ্তরূপে তৃপ্তিসাধন করিব, তুমি বহুতর (যজমানকে) অতিক্রম করিয়া শীঘ্র আগমন কর।

(১) মূলে "সদৃশীঃ অদ্ধি ধানাঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "ভৃষ্টযবান্।" ধান শব্দ ঋগ্বেদে অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, আমি তাহার অনুবাদ ধান্য করিয়াছি, কিন্তু অর্থ বোধ হয় চাউল নহে, সায়ণ যে ভৃষ্ট অর্থাৎ ভাজা যব অর্থ করিয়াছেন, তাহাই বোধ হয় ঠিক। "ব্রীহি" অর্থে চাউল, কিন্তু ঋগ্বেদে এ শব্দের ব্যবহার নাই।

৬। এই সোম তোমার, তুমি ইহার অভিমুখে আগমন কর। প্রীত-মনে এই প্রভূত সোমপান কর। হে ইন্দ্র! এই যজ্ঞে কুশোপরি উপবেশন করতঃ এই সোমকে জঠরে স্থাপন কর।

৭। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য কুশ বিস্তৃত করা হইয়াছে, সোম অভি-ষুত হইয়াছে, তোমার অশ্বদ্বয়ের ভোজনের জন্য ধান্য প্রস্তুত হইয়াছে। কুশ তোমার আসন, অনেকে তোমার স্তব করে, তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার মরুৎ (সেনা) আছে, তোমার জন্য হব্য সকল বিস্তৃত হইয়াছে।

৮। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য অধ্বর্য্যুগণ ও প্রস্তর ও জল এই সোম দুগ্ধকে মধুর রস বিশিষ্ট করিয়াছে। হে দর্শনীয় ও বিদ্বান্ ইন্দ্র! তুমি প্রসন্নমনে আপন হিতকর (স্তুতি) অবগত হইয়া সোম পান কর।

৯। হে ইন্দ্র! সোমপান কালে যে মরুৎগণকে সম্ভাবিত কর, যাহারা (যুদ্ধে) তোমাকে বর্দ্ধিত করে ও তোমার সহায় হয়; সেই সকল মরুৎগণের সহিত মিলিত হইয়া সোমপানাভিলাষী হইয়া অগ্নির জিহ্বাদ্বারা পান কর।

১০। হে যজনীয় ইন্দ্র! স্বধাদ্বারা অথবা অগ্নির জিহ্বাদ্বারা অভি-ষুত সোমপান কর। হে শক্র! অধ্বর্য্যুর হস্তদ্বারা প্রদত্ত সোম অথবা হোতার যজনীয় হব্য সেবা কর।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভকর যুদ্ধে উ[illegible] দ্বারা প্রবৃদ্ধ; তুমি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতি[illegible]কারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয়[illegible]ভর জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

---

৩৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। কেবল ১০ ঋকটীর অঙ্গিরাবংশীয় ঘোর ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! মরুৎগণের সহিত সর্ব্বদা আগমন করিয়া বিশেষরূপে প্রস্তুত (সোম) ধন দানের জন্য ধারণ কর। যে ইন্দ্র বৃহৎ কর্ম্মদ্বারা প্রখ্যাত হইয়াছেন, তিনি প্রত্যেক সোমাভিষবে পুষ্টিসাধক (হব্যদ্বারা) বর্দ্ধিত হইয়াছেন।

২। পূর্ব্বকালে ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম প্রদত্ত হইয়াছে, যদ্দ্বারা তিনি কালাত্মক, দীপ্তি ও মহান্ হইয়াছেন। হে ইন্দ্র! তুমি এই প্রদত্ত সোম গ্রহণ কর, এবং স্বর্গাদি ফলপ্রদ প্রস্তর দ্বারা অভিষুত সোম পান কর।

৩। হে ইন্দ্র! পান কর ও পরিপুষ্ট হও। তোমার জন্য প্রাচীন ও নূতন সোম অভিষুত হইয়াছে। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুতিযোগ্য, তুমি পুরাতন সোম যেরূপ পান করিয়াছিলে সেইরূপ এক্ষণে নূতন সোম পান কর।

৪। যে ইন্দ্র অতিশয় সামর্থবান্, যুদ্ধে শত্রুদিগের অভিভবিতা, এবং শত্রুদিগের আহ্বানকারী, সেই ইন্দ্রের উগ্রবল ও দুদ্ধর্ষতেজঃ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইতেছে। যখন সোমরস হর্য্যশ্ব ইন্দ্রকে হৃষ্ট করে, তখন পৃথিবী এবং স্বর্গও তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না।

৫। বলবান্, উগ্র, অভীষ্টবর্ষী ও দাতা ইন্দ্র, বীরকীর্ত্তির জন্য প্রবৃদ্ধ হইয়াছেন, স্তোত্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ইন্দ্রের গো সকল ক্ষীরপ্রদ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইন্দ্রের দান প্রভুত।

৬। নদীগণ যথা প্রসব অনুসরণ করিয়া দূরবর্ত্তি সমুদ্রে গমন করে, তখন জল রথীর ন্যায় গমন করে। সেইরূপ বরীয়ান্ ইন্দ্র এই অন্তরীক্ষ হইতে অভিষুত লতাখণ্ডরূপ অংশু সোমেরদিকে ধাবিত হয়েন।

৭। সমুদ্র সঙ্গমাভিলাষী নদীগণ (যেরূপ সমুদ্রকে পূর্ণ করে) (সেইরূপ অধ্বর্য্যুগণ) ইন্দ্রের জন্য অভিষুত সোম সম্পাদন করতঃ হস্ত-দ্বারা লতা দোহন করে ও(১) পবিত্রদ্বারা ধারারূপ মধুর সোমরস শোধন কর।

৮। ইন্দ্রের উদর হ্রদের ন্যায় সোমের আধার। তিনি বহু যজ্ঞ এক বারে ব্যাপ্ত করেন। যেহেতু ইন্দ্র প্রথম ভক্ষণীয় (সোমাদি) ভক্ষণ করিয়াছেন, পরে বৃত্রকে নিহত করিয়া দেবগণকে ভাগ করিয়া দিয়াছেন।

(১) মূলে "পবিত্রৈঃ ভরিত্রৈঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন পবিত্র বাহুদ্বারা। "Through the purifying filters."—*Wilson.*

৯। হে ইন্দ্র! শীঘ্র ধন প্রদান কর। তোমার এই ধন কে বদ্ধ করিতে পারে? আমরা তোমাকে ধনের স্বামী বলিয়া জানি। তোমার যে মহনীয় ধন আছে, হে ইন্দ্র! তাহা আমাদিগকে প্রদান কর।

১০। হে মঘবন্! হে ঋজীষী সোমবিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি সকলের বরণীয় প্রভূত ধন দান কর, আমাদের জীবনের জন্য শতবৎসর প্রদান কর(২)। হে সুন্দর হনু বিশিষ্ট ইন্দ্র! আমাদের বহুবীর (পুত্র) প্রদান কর।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভকর যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধন জেতা। আমরা আশ্রয়লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

---

৩৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! বৃত্র বিনাশকর বল লাভের জন্য ও শত্রু সেনার অভিভবের জন্য তোমাকে প্রবর্ত্তিত করিতেছি।

২। হে শতক্রতু! স্তোতাগণ তোমার মন ও চক্ষু প্রীত করিয়া আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করুক।

৩। হে শতক্রতু! আমরা গর্ব্বিত শত্রুদিগের অভিভবকর (যুদ্ধে) সমস্ত স্তুতিদ্বারা তোমার নাম কীর্ত্তন করিব।

৪। ইন্দ্র সকলের স্তুতিযোগ্য, অপরিমিত তেজোবিশিষ্ট, এবং মনুষ্যদের স্বামী, আমরা তাহার স্তুতি করিতেছি।

৫। হে ইন্দ্র! বৃত্রকে বিনাশ করিবার জন্য এবং যুদ্ধে ধন লাভের জন্য বহু লোকের আহূত ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি।

---

(২) এখানেও ঋগ্বেদের অন্যান্য অনেক স্থানে একশত বৎসরই মনুষ্যদিগের আয়ুর পরিমাণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঋষিগণের সহস্রাধিক বৎসর দীর্ঘ জীবন সম্বন্ধীয় পৌরাণিক গল্পকথা ঋগ্বেদ রচনার সময় কল্পিত হয় নাই।

৬। হে শতক্রতু! তুমি যুদ্ধে (শত্রুদের) অভিভবকারী হও, বৃত্রকে বিনাশ করিবার জন্য আমরা তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি।

৭। হে ইন্দ্র! যাহারা ধনে, যুদ্ধে, বীরসমূহে ও বলে আমাদিগের অভিমানী শত্রু, তাহাদিগকে পরাজয় কর।

৮। হে শতক্রতু! আমাদের আশ্রয় দানের জন্য অতিশয় বলবান্, দীপ্তিযুক্ত, স্বপ্ননিবারক সোম পান কর।

৯। হে শতক্রতু! পঞ্চ জনে যে সকল ইন্দ্রিয় আছে আমি সেই-গুলি তোমারই বলিয়া জানি।

১০। হে ইন্দ্র! প্রভূত অন্ন তোমার নিকট গমন করুক, শত্রুদের দুর্দ্ধর্ষ ধন (আমাদিগকে) প্রদান কর। আমরা তোমার উৎকৃষ্ট বল বর্দ্ধিত করিব।

১১। হে শত্রু! নিকট অথবা দূরদেশ হইতে আমাদের অভিমুখে আগমন কর। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! তোমার যে উৎকৃষ্ট স্থান আছে সেখান্ হইতে এই যজ্ঞে আগমন কর।

---

৩৮ সূক্ত।

ইন্দ্র ও ইন্দ্রাবরু... ।। বিশ্বামিত্র গোত্র প্রজাপতি বা বাচের পুত্র ...পতি অথবা বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে স্তোতা! ...ষ্টার ন্যায় ইন্দ্রের স্তুতি প্রদীপ্ত কর। উৎকৃ... ভারবাহী দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রের প্রিয়কর্ম বিষয়ে চিন্তাকরতঃ আমি মেধাবান্ হইয়া (স্বর্গগত) কবিগণকে দেখিবা ইচ্ছা করিতেছি।

২। হে ইন্দ্র! কবিগণের জন্মবিষয়ে গুরুগণকে জিজ্ঞাসা কর, যাঁহার মনঃসংযম ও পুণ্য কার্য্য দ্বারা স্বর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই যে তোমার জন্য প্রণীত স্তুতি সমূহ বর্দ্ধমান হইয়া মনের ন্যায় যেন বে... গমন করে।

৩। কবিগণ এই ভূলোকের সর্ব্বত্র গূঢ় কর্ম্ম বিধান করিয়া পৃথিবী ও স্বর্গকে বল লাভের জন্য অলঙ্কৃত করিয়াছেন। উঁহারা মাত্রাদ্বারা(১) পৃথিবী ও স্বর্গের পরিমাণ করিয়াছেন। পরস্পর সঙ্গতা বিস্তীর্ণা মহতী দ্যাবাপৃথিবীকে মিলিত করিয়াছেন, এবং তাহাদের মধ্যে ধারণার্থ (অন্তরীক্ষকে) স্থাপন করিয়াছেন।

৪। সমস্ত (কবিগণ), রথস্থিত ইন্দ্রকে পরিভূষিত করিয়াছিলেন। স্বভাবতঃ দীপ্তিমান্ ইন্দ্র দীপ্তিতে আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছেন। অভীষ্ট-বর্ষী ও অসুর ইন্দ্রের কীর্ত্তি অদ্ভুত। তিনি বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া অমৃতে অধিষ্ঠান করিতেছেন।

৫। অভীষ্টবর্ষী সনাতন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ইন্দ্র (জল) সৃষ্টি করিলেন। এই প্রভূত জল তাঁহার পিপাসা রোধ করিল। স্বর্গের পৌত্র স্বরূপ শোভমান (ইন্দ্র ও বরুণ) দ্যোতমান যজ্ঞকারীর স্তুতিদ্বারা লাভযোগ্য ধন আমা-দের জন্য ধারণ করিতেছেন।

৬। হে রাজা (ইন্দ্র ও বরুণ)! পরিব্যাপ্ত ও সম্পূর্ণ সবনত্রয়কে এই যজ্ঞে অলঙ্কৃত কর। হে ইন্দ্র! তুমি (যজ্ঞে) গমন করিয়াছ, যেহেতু আমি এই যজ্ঞে বায়ুবৎ কেশবিশিষ্ট গন্ধর্ব্বগণকে মনেং দেখিয়াছি(২)।

৭। যে যজমানগণ অভিমত ফলপ্রদ ইন্দ্রের ... গোসমূহের ভোগার্হ হব্য শীঘ্র দোহন করে, যাহাদের অনেক নাম ... ছ, তাহারা নূতন অসুর্য্য(৩) বল ধারণ করতঃ ও মায়া বিকাশ করতঃ ... ন আপন রূপ ইন্দ্রে সমর্পণ করিয়াছিল।

(১) "মাত্রা শিল্পোজ্ঞয়া।" সায়ণ। "Elements."—*Wilson.*

(২) মূলে "গন্ধর্বান্ বায়ুকেশান্" আছে। ঋগ্বেদ সংহিতার পরকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে গন্ধর্ব্বগণ এক প্রকার কাল্পনিক সুখপ্রিয় জীব; ঋগ্বেদের গন্ধর্ব্বগণ কে? ৯। ১১৩। ৩ ঋকে আছে, যে গন্ধর্ব্বগণ সোমরস প্রস্তুত করিয়াছিল। ১। ১৬৩। ২ ঋকে গন্ধর্ব ইন্দ্রের রথের বল্‌গাধারণ করিলেন। ১। ২২। ১৪ ঋকে অন্তরীক্ষই গন্ধর্ব্ব-গণের নিবাস স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব ঋগ্বেদে ও গন্ধর্ব্বগণ একরূপ কাল্পনিক জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু গন্ধর্ব্ব শব্দের প্রথম ঐতিহাসিক বা প্রাকৃ-তিক অর্থ কি তাহা বুঝিতে পারি নাই।

(৩) সায়ণ "অসুর্য্য" অর্থে অসুরগণের বল করিয়াছেন।

৮। অতএব সবিতার সুবর্ণময়ী দীপ্তিকে কেহই ইয়ত্তা করিতে পারে না। এই দীপ্তিকে যিনি আশ্রয় করেন তিনি উত্তম স্তুতিদ্বারা স্তুত হইয়া মাতা যেরূপ সন্তানকে (আলিঙ্গন করে), সেইরূপ সর্ব্বব্যাপক দ্যাবা পৃথিবীকে আলিঙ্গন করেন।

৯। (হে ইন্দ্র ও বরুণ)! তোমরা দুই জনে প্রাচীন স্তোতার শ্রেয় সম্পাদন কর; অর্থাৎ তাহাকে স্বর্গীয় মঙ্গলরূপ (শ্রেয়ঃ) প্রদান কর আমাদিগকে চারিদিক হইতে রক্ষা কর। ইন্দ্রের জিহ্বা সকলকে অভয়দান করে এবং ইন্দ্র স্থিরতর; সমস্ত মায়াবীগণ তাঁহার নানাবিধ কীর্ত্তি দর্শন করিতেছে।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভুত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

---

৩৯ সূক্ত।

[illegible] ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র [illegible] জগৎপতি; হৃদয় হইতে উচ্চারিত ও স্তো[illegible] সম্পাদিত স্তোত্র, তে[illegible] অভিমুখে গমন করিতেছে। যে স্তুতি তোমা[illegible] জাগরিত করিয়া যজ্ঞে উচ্চারিত হইতেছে, এবং আমা হইতেই উৎ[illegible] হইতেছে, তুমি তাহা [illegible]ন।

২। হে ইন্দ্র! [illegible] হইতেও পূর্ব্বকালে উৎপন্ন যে স্তুতি যজ্ঞে উচ্চারিত হইয়া তোমাকে জাগরিত করে, সেই স্তুতি কল্যাণকর শুক্ল বস্ত্র পরিধান করতঃ আমাদিগেরই পিতৃগণের নিকট হইতে আগত ও পুরাতন।

৩। যমক পুত্রের মাতা যমক পুত্রদ্বয় (অশ্বিদ্বয়কে) প্রসব করিলা[illegible] তাহাদের (প্রশংসা করিবার) জন্য (আমার) জিহ্বার অগ্রভাগ চ[illegible]

---

(১) ১।৩।১ ঋকের টীকা দেখ।

হইয়াছে। অন্ধকারনাশক দিবসের আদিতে আগত মিথুন জন্মিবামাত্র স্তোত্রে মিলিত হইতেছে।

৪। হে ইন্দ্র! আমাদিগের যে পিতৃগণ গোধনের নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে কেহ তাহাদিগের নিন্দক নাই। মহিমান্বিত কীর্ত্তিমান ইন্দ্র অঙ্গিরাগণের সমিদ্ধ গোবৃন্দ প্রদান করিয়াছিলেন।

৫। নবগ্ব (অঙ্গিরাগণের)(২) সখা ইন্দ্র যখন জানুরউপরে ভর করিয়া গোধনাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, তখন দশগ্ব (অঙ্গিরাগণের) সহিত অন্ধকার মধ্যে লুক্কাইত সূর্য্যকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

৬। ইন্দ্র ক্ষীর প্রসবিনী (গাভীতে) মধু সঞ্চিত করিয়াছেন, পরে পাদযুক্ত ও ক্ষুরযুক্ত ধন আনয়ন করিলেন। ঔদার্য্যবান্ ইন্দ্র গুহা মধ্যেস্থিত, প্রচ্ছন্ন, অন্তরীক্ষে লুকায়িত মায়াবীকে দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিলেন।

৭। ইন্দ্র রাত্রি হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া জ্যোতিঃ ধারণ করিলেন। আমরা পাপ হইতে দূরে ভয়রহিত স্থানে থাকিব। হে সোমপা ও সোমপুষ্ট ইন্দ্র! বহু শত্রুবিনাশক স্তোত্রকারীর এই স্তুতি সেবা কর।

৮। সূর্য্য যজ্ঞের জন্য দ্যাবাপৃথিবী প্রকাশিত করুক, আমরা প্রভূত পাপ হইতে দূরে অবস্থিতি করিব। হে বসুগণ! ...তিদ্বারা তোমাদিগকে অভিমুখ করিতে পারা যায়, তোমরা অতি... ও সমৃদ্ধ ধন প্রভূত দানশীল মর্ত্ত্যকে প্রদান কর।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভ কর, যুদ্ধে ...সাহায্যারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতি শ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

(২) ১।৬২।৪ ঋকের টিকা দেখ।

তৃতীয় অধ্যায়।

৪০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র(১)! তুমি অভীষ্টবর্ষী, আমরা তোমাকে অভিষুত সোম পানের জন্য আহ্বান করিতেছি। তুমি হর্ষকর সোম পান কর।

২। হে ইন্দ্র! প্রজ্ঞাপ্রদ অভিষুত সোম পান করিতে অভিলাষী হও। হে বহুজন স্তুত! তৃপ্তিকর সোম পান কর, জঠরে সেক কর।

৩। হে স্তূয়মান, মরুৎগণপতি ইন্দ্র! তুমি সমস্ত দেবগণের সহিত আমাদের হব্যযুক্ত যজ্ঞকে বিশেষরূপে ব... কর।

...লোমে উষা...

৪। হে সৎপতি ইন্দ্র! ...রে আহূত থাক। অভিষুত এই সকল সোমরস তোমার জঠরে গমন ক...। এই সোম অভ...

৫। হে ইন্দ্র! বরণীয়, অ... জঠরে ধারণ কর। দীপ্ত এই সকল সোমরস তোমার সহিত দ্যু... ...করে।

৬। হে স্তুতিভাজন ইন্দ্র! তুমি আ... করে অভিষুত সোম পান কর, যেহেতু তুমি মদকর সোমের ধারাদ্বা... ...ক্ত হইয়া থাক। হে ইন্দ্র! অন্ন তোমা কর্ত্তৃক শোধিত হয়।

৭। যজমানের দ্যুতিমান্, ক্ষয়রহিত (সোম প্রভৃতি হব্য) ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করে, ইন্দ্র সোম পান করিয়া বর্দ্ধিত হয়েন।

৮। হে বৃত্রহা! সমীপদেশ অথবা দূরদেশ হইতে আমাদের অভিমুখে আগমন কর, আমাদের স্তুতি গ্রহণ কর।

(১) সায়ণাচার্য্য এই স্থলে যাস্ক ও তৈত্তিরীয় আরণ্যক হইতে ইন্দ্র শব্দের অনেক প্রকার ব্যুৎপত্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। "ইরাং দৃণাতি ইতি বা ইরাং দদাতি ইতি বা ইরাং দধাতি ইতি বা ইরাং দারয়তি ইতি বা ইরাং ধারয়তি ইতি বা ইন্দবে দ্রবতি ইতি বা ইন্দৌরমতে ইতি বা ইন্ধে ভূতানি ইতি বা।" ইত্যাদি। ইন্দ্র শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে ১। ২। ৪ ঋকের টীকা দেখ।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি যদিও দূরদেশে সমীপবর্ত্তী দেশে অথবা মধ্যদেশে আহূত হইয়া থাক, ঐ স্থান হইতে এই যজ্ঞে আগমন কর।

---

৪১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে বজ্রী ইন্দ্র! তুমি আহূত হইতেছ, তুমি আমার অভিমুখে আমাদের (যজ্ঞে) সোমপানের জন্য শীঘ্র আগমন কর।

২। আমাদের (যজ্ঞে) হোতা যথাসময়ে উপবিষ্ট হইয়াছেন, কুশ সকল পরস্পর সংসক্ত করতঃ বিস্তীর্ণ করা হইয়াছে, প্রাতঃসবনে (সোমাভিষবের জন্য) প্রস্তর সকল পরস্পর সংসক্ত করা হইয়াছে।

৩। হে স্তোত্রবাহক! তোমাকে আমরা এই সকল স্তুতি করিতেছি, কুশোপরি উপবেশন কর। ... ! পুরোডাশ ভক্ষণ কর।

৪। হে স্তুতি ভাজন ... ম আমাদিগের সবনত্রয়ে উচ্চার্য্যমাণ স্তোম ও উক্থ ...

৫। ধেনুগণ যেরূপ ... রূপ স্তুতি সকল মহান, সোমপা, বলপতি ইন্দ্র ...

৬। (হে ইন্দ্র)! ... জন্য সোমদ্বারা শরীরে হৃষ্ট হও, স্তোতাকে ... পাত্র ক ...

৭। হে ইন্দ্র! আ... তোমাকে কামনা করতঃ হব্যযুক্ত হইয়া স্তুতি করিতেছি। হে নিবাসয়িতা! তুমিও আমাদিগের (হবিঃ স্বীকারের জন্য) অভিলাষী হও।

৮। হে অশ্বপ্রিয় ইন্দ্র! আমাদিগের নিকট হইতে দূরে অশ্ব মোচন করিও না, আমাদের অভিমুখে আগমন কর। হে সোমবান্ ইন্দ্র! এই যজ্ঞে হৃষ্ট হও।

৯। হে ইন্দ্র! শ্রমজলযুক্ত, লম্বমান কেশবিশিষ্ট অশ্বদ্বয় উপবেশনযোগ্য কুশাভিমুখে তোমাকে সুখকর রথে করিয়া আমাদের নিকট আনয়ন করুক।

৪২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের গব্যমিশ্রিত, অভিষুত সোমের সমীপে আগমন কর। যেহেতু তোমার অশ্বদ্বয়যুক্ত রথ আমাদিগকে কামনা করিতেছে।

২। হে ইন্দ্র! তুমি, প্রস্তর দ্বারা অভিষুত, কুশোপরিস্থিত সোমের নিকট আগমন কর, প্রচুর পরিমাণে সোম পান করিয়া শীঘ্র তৃপ্ত হও।

৩। ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রেরিত আমার এই স্তুতি ইন্দ্রকে সোমপানার্থ আনয়ন করিবার জন্য এই যজ্ঞ প্রদেশ হইতে ইন্দ্রের নিকট গমন করুক।

৪। আমরা এই যজ্ঞে স্তোমলাভে উক্থদ্বারা ইন্দ্রকে সোমপানার্থ আহ্বান করিতেছি। বহুবার আহূত [illegible]। [illegible] করুন।

৫। হে শতক্রতু ইন্দ্র! এই সোম [illegible]ত হইয়াছে, হে অন্নধন! ইহা জঠরে ধারণ কর।

৬। হে কবি! আমরা তোমাকে যুদ্ধে অ[illegible]তা ও ধন জেতা বলিয়া জানি। অতএব আমরা তোমার নিকট ধন য[illegible] করিতেছি।

৭। হে ইন্দ্র! আমাদের গব্যমিশ্রিত, যব[illegible], গ্রীবাদ্বারা অভিষুত এই সোম আসিয়া পান কর।

৮। হে ইন্দ্র! তোমার পানার্থেই, আমি এই অভিষুত সোম তোমার স্বীয় জঠরে প্রেরণ করিতেছি। উহা তোমার হৃদয়ে তৃপ্তিকর হউক।

৯। হে পুরাতন ইন্দ্র! আমরা কুশিকবংশোৎপন্ন। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে সোম পানে আহ্বান করিতেছি।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি যদিও দূরদেশে সমীপবর্ত্তী দেশে অথবা মধ্যদেশে আহূত হইয়া থাক, ঐ স্থান হইতে এই যজ্ঞে আগমন কর।

---

৪১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে বজ্রী ইন্দ্র! তুমি আহূত হইতেছ, তুমি আমার অভিমুখে আমাদের (যজ্ঞে) সোমপানের জন্য শীঘ্র আগমন কর।

২। আমাদের (যজ্ঞে) হোতা যথাসময়ে উপবিষ্ট হইয়াছেন, কুশ সকল পরস্পর সংসক্ত করতঃ বিস্তীর্ণ করা হইয়াছে, প্রাতঃসবনে (সোমাভিষবের জন্য) প্রস্তর সকল পরস্পর সংসক্ত করা হইয়াছে।

৩। হে স্তোত্রবাহক! তোমাকে আমরা এই সকল স্তুতি করিতেছি, কুশোপরি উপবেশন কর। [illegible]! পুরোডাশ ভক্ষণ কর।

৪। হে স্তুতি ভাজন [illegible] ম আমাদিগের সবনত্রয়ে উচ্চার্য্যমান স্তোম ও উক্থ [illegible]

৫। ধেনুগণ যেরূপ [illegible] প স্তুতি সকল মহান্ সোমপা, বলপতি ইন্দ্র [illegible]

৬। (হে ইন্দ্র)! [illegible] জন্য সোমদ্বারা শরীরে হৃষ্ট হও, স্তোতাকে নি [illegible] পাত্র কা [illegible]

৭। হে ইন্দ্র! আ [illegible] তোমাকে কামনা করতঃ হব্যযুক্ত হইয়া স্তুতি করিতেছি। হে স্মিরাসমিতা! তুমিও আমাদিগের (হবিঃ স্বীকারের জন্য) অভিলাষী হও।

৮। হে অশ্বপ্রিয় ইন্দ্র! আমাদিগের নিকট হইতে দূরে অশ্ব মোচন করিও না, আমাদের অভিমুখে আগমন কর। হে সোমবান্ ইন্দ্র! এই যজ্ঞে হৃষ্ট হও।

৯। হে ইন্দ্র! শ্রমজলযুক্ত, লম্বমান কেশবিশিষ্ট অশ্বদ্বয় উপবেশন যোগ্য কুশাভিমুখে তোমাকে সুখকর রথে করিয়া আমাদের নিকট আনয়ন করুক।

৪২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের গব্যমিশ্রিত, অভিষুত সোমের সমীপে আগমন কর। যেহেতু তোমার অশ্বদ্বয়যুক্ত রথ আমাদিগকে কামনা করিতেছে।

২। হে ইন্দ্র! তুমি, প্রস্তর দ্বারা অভিষুত, কুশোপরিস্থিত সোমের নিকট আগমন কর, প্রচুর পরিমাণে সোম পান করিয়া শীঘ্র তৃপ্ত হও।

৩। ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রেরিত আমার এই স্তুতি ইন্দ্রকে সোমপানার্থ আনয়ন করিবার জন্য এই যজ্ঞ প্রদেশ হইতে ইন্দ্রের নিকট গমন করুক।

৪। আমরা এই যজ্ঞে স্তোমলাভে উষাথধারা ইন্দ্রকে সোমপানার্থ আহ্বান করিতেছি। বহুবার আহূত শক্র। [illegible]ন করুন।

৫। হে শতক্রতু ইন্দ্র! এই সোম অ[illegible]ত হইয়াছে, হে অন্নধন! ইহা জঠরে ধারণ কর।

৬। হে কবি! আমরা তোমাকে যুদ্ধে অ[illegible]তা ও ধন জেতা বলিয়া জানি। অতএব আমরা তোমার নিকট ধন যা[illegible]করে করিতেছি।

৭। হে ইন্দ্র! আমাদের গব্যমিশ্রিত, যব[illegible] গ্রীবাদ্বারা অভিষুত এই সোম আসিয়া পান কর।

৮। হে ইন্দ্র! তোমার পানার্থেই, আমি এই অভিষুত সোম তোমার স্বীয় জঠরে প্রেরণ করিতেছি। উহা তোমার হৃদয়ে তৃপ্তিকর হউক।

৯। হে পুরাতন ইন্দ্র! আমরা কুশিকবংশোৎপন্ন। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে সোম পানে আহ্বান করিতেছি।

---

৪৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে (ইন্দ্র)! তুমি রথে করিয়া আমাদের অভিমুখে আগমন ক সামপান প্রাচীন কাল হইতে তোমারই। তোমার প্রিয়তম সখিভূ (অশ্বদ্বয়কে) কুশের সমীপে বিমোচন কর, এই সকল ঋত্বিক্‌গণ তোমা আহ্বান ক[illegible]ছে।

২। [illegible]ইন্দ্র! তুমি সমস্ত লোককে অতিক্রম করিয়া আগ কর, আমরা [illegible] করিতেছি অশ্বযুক্ত হইয়া আগমন কর। যেহেতু স্তো গণকৃত [illegible]তিসমূহ সখ্যাভিলাষী হইয়া তোমাকে আহ্বান ক তেছে।

৩। হে দ্যুতিমান ইন্দ্র! অশ্বগণের ন্যায় আনন্দিত হইয়া আমা এই অন্ন বর্দ্ধক যজ্ঞে শীঘ্র [illegible] আমি ঘৃত বিশিষ্ট অন্নযুক্ত হই সোমগৃহে স্তুতিদ্বারা তো[illegible]ঃ আহ্বান করিতেছি।

৪। হে ইন্দ্র! অ[illegible] মধুবিশিষ্ট, সুন্দর শরীরযুক্ত, স ভূত অশ্বদ্বয় তোমাকে যজ্ঞস্থলে আনয়ন করুক। ভৃষ্ট যবযুক্ত যজ্ঞ সে কারী সখা ইন্দ্র স্তো[illegible] প্রবণ করুন।

৫। হে ইন্দ্র! [illegible]কে লোকের রক্ষক কর। হে মঘবা সোমব ইন্দ্র! আমাকে সক[illegible]মী কর, ঋষি কর, অভিষুত সোমের পানকর্ত্ত কর; এবং ক্ষয় রহি[illegible] প্রদান কর।

৬। হে ইন্দ্র! [illegible]হান, ও রথে যোজিত অশ্বগণ একযোগে প্র হইয়া তোমাকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন করুক। উহারা অভীষ্টব (ইন্দ্রের শত্রুগণের) বিনাশক, ইন্দ্র উহাদের পৃষ্ঠদেশ সংস্পৃষ্ট করি উহারা নভোদেশ হইতে আগমন করতঃ দিক্‌ সকলকে দ্বিধা করতঃ গ করে।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি সোমাভিলাষী, তুমি প্রস্তরদ্বারা অভিষুত অভি ফলসেচক সোম রস পান কর। শ্যেনপক্ষী তোমার জন্য উহা আ

করিয়াছে(১)। সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে তুমি (শত্রু ভূত) মনুষ্যদিগকে পাতিত কর, এবং সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে তুমি মেঘ সকল অপাবৃত কর।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহ দ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতি শ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

---

৪৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! প্রস্তর দ্বারা অভিষুত, কমনীয়, প্রীতিকর এই সোম তোমার হউক। তুমি অশ্বযুক্ত হরিৎবর্ণ রথে আরোহণ কর, আমাদের অভিমুখে আগমন কর।

২। হে ইন্দ্র! তুমি সোমাভিলাষে উষাকে পূজা করিয়া থাক, তুমি সোমাভিলাষে সূর্য্যকে প্রদীপ্ত করিয়া থাক। হে হর্য্যশ্ব! তুমি বিদ্বান্ ও জ্ঞানবান্, তুমি আমাদের সমস্ত সম্পাদ্ বর্দ্ধিত করিতেছ।

৩। ইন্দ্র হরিৎবর্ণ রশ্মিবিশিষ্ট দ্যুলোককে ধারণ করিয়াছেন, (ওষধিদ্বারা) হরিৎবর্ণা পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন। হরিৎবর্ণা দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে (ইন্দ্রের অশ্বদ্বয়ের) প্রভূত খাদ্য করেছে, ইন্দ্র ঐ দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে বিচরণ করেন।

৪। অভীষ্টবর্ষী, হরিৎবর্ণোপেত (ইন্দ্র) জাতমাত্রেই সমস্ত দীপ্তি-মান্ লোককে প্রকাশিত করেন। হর্য্যশ্ব বাহুদ্বয়ে হরিৎবর্ণোপেত অস্ত্র ধারণ করেন, (শত্রুদের) প্রাণনাশক বজ্র ধারণ করেন।

৫। ইন্দ্র কমনীয়, শুভ্র, শুভ্র (ক্ষীরাদিদ্বারা) ব্যাপ্ত, বেগবান্ ও প্রস্তরদ্বারা অভিষুত সোম অপাবৃত করিয়াছেন। তিনি (পণিগণ কর্ত্তৃক অপহৃত) গাভী সকল বাহির করিয়াছেন।

---

(১) ছন্দোরূপ শ্যেনপক্ষী। ... স্মরণ। শ্যেনপক্ষী সোম আনিয়াছিল তাহা ঋগ্বেদের স্থানেং পাওয়া যায়, সে শ্যেন পক্ষী গায়ত্রীরূপ, এ উপাখ্যান বোধ হয় পরে কল্পিত হইয়াছে। ১। ৮০। ২ ঋকের টীকা দেখ।

৪৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি মাদক ও ময়ূরের লোমের ন্যায় লোমযুক্ত অশ্বের সহিত আগমন কর। ব্যাধ যেরূপ পক্ষীকে বাধা দেয়, সেইরূপ তোমাকে যেন কেহ বাধা না দেয়। (পথিক) যেরূপ মরুদেশ (অতিক্রম করিয়া গমন করে), সেই রূপ তুমি শীঘ্র ঐ সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আগমন কর।

২। ইন্দ্র বৃত্রের বিনাশক, তিনি মেঘ বিদীর্ণ করেন ও জল প্রেরণ করেন। তিনি শত্রুপুরী বিদীর্ণ করেন, তিনি অশ্বদ্বয়কে আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করিবার জন্য রথে আরোহণ করেন। তিনি বলবান (শত্রুদিগকেও) ভগ্ন করেন।

৩। হে ইন্দ্র! সাধু গোপালক যেরূপ গাভী সকলকে পরিপুষ্ট করে, তুমি যেরূপ সমুদ্রকে (নদীদ্বারা পরিপুষ্ট কর), সেইরূপ তুমি যজ্ঞ কর্ত্তাকে পুষ্ট করিয়া থাক। ধেনুগণ যেরূপ তৃণাদি (প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তুমি সোম-রস প্রাপ্ত হইয়া থাক। সরিৎ, যেরূপ হ্রদ প্রাপ্ত হয়, (সেইরূপ সোমরস তোমাকে ব্যাপ্ত করে।

৪। হে ইন্দ্র! [illegible] যেরূপ) ব্যবহারজ্ঞ (পুত্রকে) ধনের অংশ দান করেন, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে শত্রুর বাধাকারী ধনরূপ পুত্র দান কর। আঁকুষী যেরূপ [illegible] ফলের জন্য বৃক্ষকে চালিত করে, সেইরূপ তুমি আমাদের অভিলাষ পূর্ণই ধন চালিত কর।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি ধনবান্, তুমি স্বর্গের রাজা, তোমার বাক্য সাধু, তোমার কীর্ত্তি প্রভুত। হে বহু জনস্তুত (ইন্দ্র)! তুমি বলদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শোভনীয় অন্নদাতা হও।

৪৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি যুদ্ধশীল, অভীষ্টবর্ষী, ধনাধিপতি, উগ্র, নিত্য-তরুণ, চিরন্তন, শত্রুধর্ষক, জরারহিত, বজ্রধারী, প্রসিদ্ধ ও মহান্। তোমার বীর্য্য মহৎ।

২। হে পূজনীয় উগ্র ইন্দ্র! তুমি মহান্, তুমি ধনকে পারে লইয়া যাও, তুমি বীর্য্য দ্বারা শত্রুদিগকে অভিভূত করিয়া থাক। তুমি সমস্ত ভুবনের একমাত্র রাজা, তুমি (শত্রুদিগকে) প্রহার কর, ও সাধুব্যক্তিদিগকে (স্বস্থানে) স্থাপিত কর।

৩। দ্যুতিমান্ ও সর্ব্বপ্রকারে অপরিমিত ইন্দ্র সোমপান করতঃ পর্ব্বত হইতেও শ্রেষ্ঠ হয়েন, বলে দেবতাগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হয়েন, দ্যাবাপৃথিবী হইতেও শ্রেষ্ঠ হয়েন, বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ হইতেও শ্রেষ্ঠ হয়েন।

৪। ইন্দ্র মহান্, গম্ভীর, স্বভাবতঃ উগ্র, বিশ্বব্যাপ্ত ও স্তোতাগণের রক্ষক। নদীগণ যেরূপ সমুদ্রের অভিমুখে গমন করে, সেইরূপ পূর্ব্বকাল হইতে অভিষুত সোম ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করে।

৫। হে ইন্দ্র! মাতা যেরূপ গর্ভ ধারণ করে, সেইরূপ দ্যাবাপৃথিবী তোমার জন্য সোম ধারণ করে। হে অভীষ্টবর্ষী! অধ্বর্য্যুগণ সেই সোমকে তোমার উদ্দেশে প্রেরণ করিতেছে ও তোমার পানের জন্য শোধিত করিতেছে।

---

৪৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী ও মরুৎগণযুক্ত। তুমি রণে হর্ষের জন্য রীতি অনুসারে সোম পান কর, হর্ষকর বহু সোমরস জঠরে বিশেষরূপে সেক কর। যে হেতু তুমি পুরাকাল হইতে অভিষুত সোমের রাজা।

২। হে শূর ইন্দ্র! তুমি (দেবগণদ্বারা) সঙ্গত, মরুৎগণযুক্ত, বৃত্রহন্তা ও বিদ্বান্। তুমি সোম পান কর, শত্রুগণকে বধ কর, হিংসকদিগকে দূর করিয়া দাও। অনন্তর আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে অভয় দান কর।

৩। হে ঋতুপা ইন্দ্র! তুমি সখিভূত মরুৎগণের সহিত আমাদের অভিষুত সোম পান কর। তুমি যাহাদিগকে (যুদ্ধে সাহায্যার্থ) গ্রহণ করিয়াছিলে, যাঁহারা তোমাকে (আনুকূল্য করায়) তুমি বৃত্রকে বধ করিয়াছিলে, সেই মরুৎগণ তোমাকে পরাক্রম প্রদান করিয়াছিলেন।

৪। হে মঘবা ইন্দ্র! যাঁহারা বৃত্র বধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, হে অশ্ববান্! যাঁহারা শম্বর বধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, যাঁহারা ধেনুগণের জন্য যুদ্ধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, যাঁহারা অদ্যাপি তোমাকে হৃষ্ট করেন, সেই মরুৎগণের সহিত সোম পান কর।

৫। আমরা মরুৎগণযুক্ত, জলবর্ষী, প্রোৎসাহক, প্রভুতশক্তিবিশিষ্ট দিব্য, শাসনকর্ত্তা, বিশ্বের অভিভবিতা, উগ্র, বলপ্রদ ইন্দ্রকে নূতন আশ্রয়লাভের জন্য এই যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি।

---

৪৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। জলবর্ষী ও জন্মিবামাত্র কমনীয় (ইন্দ্র) অভিষুত সোমরূপ অন্নের সংগ্রহীতাকে রক্ষা করুন। (হে ইন্দ্র)! তুমি ইচ্ছা হইলেই সাধু গব্যমিশ্রিত সোমরস প্রথমে পান কর।

২। যে দিন তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সেই দিনেই সোম পানের ইচ্ছা হইলে তুমি পর্ব্বতস্থ সোমলতার রস পান করিয়াছিলে। যেহেতু তোমার মাতা যুবতী অদিতি তোমার প্রসিদ্ধ পিতার গৃহে (স্তন্যদানের পূর্ব্বে তোমায় সোম দান করিয়াছিলেন।

৩। ইন্দ্র মাতার নিকট আগমন করিয়া অন্ন যাচ্ঞা করিয়াছিলেন ও তাঁহার স্তনে দীপ্ত সোম দর্শন করিয়াছিলেন। গৃৎস(১) শত্রুদিগকে চালিত করিয়া বিচরণ করেন, তিনি বহুপ্রকারে অঙ্গ বিক্ষেপ করতঃ মহৎ কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছেন।

৪। তিনি উগ্র, শীঘ্র অভিভবিতা, এবং অভিভবকর, পরাক্রমযুক্ত হইয়া শরীরকে নানাবিধ রূপবিশিষ্ট করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ত্বষ্টাকে সামর্থ্যদ্বারা পরাভূত করতঃ তাঁহার চমসস্থিত সোম পান করিয়াছিলেন।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

---

৪৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। মহান্ ইন্দ্রকে স্তব কর, তিনি (রক্ষক হইলে) সমস্ত মনুষ্য সোম পান করতঃ অভীষ্ট লাভ করে। দ্যাবাপৃথিবী ও দেবগণ সেই সুক্রতু ইন্দ্রকে শত্রুদিগের পক্ষে বিভ্ব নির্ম্মিত মুদ্গররূপে(১) জন্ম দিয়াছেন।

২। যে ইন্দ্র সংগ্রামে শোভমান, অশ্বযুক্ত, ও নেতৃতম, যিনি (সেনাকে) দ্বিধা ভেদ করিলে কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, সেই উৎকৃষ্ট সেনাপতি ইন্দ্র মরুৎগণের সহিত গমন করতঃ বজ্রদ্বারা তীব্রবেগে শত্রুর আয়ুঃ নাশ করেন।

---

(১) মূলে "গৃৎসঃ" আছে। শত্রুবধের জন্য দেবগণ কর্তৃক আকাঙ্ক্ষিত ইন্দ্র। সায়ণ। ২ ও ৩ ঋকে প্রকাশ, ইন্দ্র জন্ম হইতেই সোম প্রিয়।

---

(১) মূলে "বিভ্বতষ্টং ঘনং" আছে। বিভুনা ব্রহ্মণা জগদাধিপত্যে "স্থাপিতং।" সায়ণ। Whom the gods made to strike the enemies a hammer shaped by "Vibhva."—বেদার্থ যত্ন। ঋগ্বেদে "বিভ্ব" ঋভুগণের একজন, ব্রহ্মা নহেন।

২। হে শূর ইন্দ্র! তুমি (দেবগণদ্বারা) সঙ্গত, মরুৎগণযুক্ত, বৃত্রহন্তা ও বিদ্বান্। তুমি সোম পান কর, শত্রুগণকে বধ কর, হিংসকদিগকে দূর করিয়া দাও। অনন্তর আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে অভয় দান কর।

৩। হে ঋতুপা ইন্দ্র! তুমি সখিভূত মরুৎগণের সহিত আমাদের অভিষুত সোম পান কর। তুমি যাহাদিগকে (যুদ্ধে সাহায্যার্থ) গ্রহণ করিয়াছিলে, যাঁহারা তোমাকে (আনুকূল্য করায়) তুমি বৃত্রকে বধ করিয়াছিলে, সেই মরুৎগণ তোমাকে পরাক্রম প্রদান করিয়াছিলেন।

৪। হে মঘবা ইন্দ্র! যাঁহারা বৃত্র বধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, হে অশ্ববান্! যাঁহারা শম্বর বধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, যাঁহারা ধেনুগণের জন্য যুদ্ধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, যাঁহারা অদ্যাপি তোমাকে হৃষ্ট করেন, সেই মরুৎগণের সহিত সোম পান কর।

৫। আমরা মরুৎগণযুক্ত, জলবর্ষী, প্রোৎসাহক, প্রভূতশত্রুবিশিষ্ট দিব্য, শাসনকর্ত্তা, বিশ্বের অভিভবিতা, উগ্র, বলপ্রদ ইন্দ্রকে নূতন আশ্রয়লাভের জন্য এই যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি।

---

৪৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। জলবর্ষী ও জন্মিবামাত্র কমনীয় (ইন্দ্র) অভিষুত সোমরূপ অন্নের সংগ্রহীতাকে রক্ষা করুন। (হে ইন্দ্র)! তুমি ইচ্ছা হইলেই সাং গব্যমিশ্রিত সোমরস প্রথমে পান কর।

২। যে দিন তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সেই দিনেই সোম পানে ইচ্ছা হইলে তুমি পর্ব্বতস্থ সোমলতার রস পান করিয়াছিলে। যেহে তোমার মাতা যুবতী অদিতি তোমার প্রসিদ্ধ পিতার গৃহে (স্তন্যদানের পূর্ব্বে তোমায় সোম দান করিয়াছিলেন।

৩। ইন্দ্র মাতার নিকট আগমন করিয়া অন্ন যাচ্ঞা করিয়াছিলেন ও তাঁহার স্তনে দীপ্ত সোম দর্শন করিয়াছিলেন। গৃৎস(১) শত্রুদিগকে চালিত করিয়া বিচরণ করেন, তিনি বহুপ্রকারে অঙ্গ বিক্ষেপ করতঃ মহৎ কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছেন।

৪। তিনি উগ্র, শীঘ্র অভিভবিতা, এবং অভিভবকর, পরাক্রমযুক্ত হইয়া শরীরকে নানাবিধ রূপবিশিষ্ট করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ত্বষ্টাকে, সামর্থ্যদ্বারা পরাভূত করতঃ তাঁহার চমসস্থিত সোম পান করিয়াছিলেন।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

---

৪৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। মহান্ ইন্দ্রকে স্তব কর, তিনি (রক্ষক হইলে) সমস্ত মনুষ্য সোম পান করতঃ অভীষ্ট লাভ করে। দ্যাবাপৃথিবী ও দেবগণ সেই সুক্রতু ইন্দ্রকে শত্রুদিগের পক্ষে বিভ্ব নির্ম্মিত মুদ্গররূপে(১) জন্ম দিয়াছেন।

২। যে ইন্দ্র সংগ্রামে শোভমান, অশ্বযুক্ত, ও নেতৃতম, যিনি (সেনাকে) দ্বিধা ভেদ করিলে কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, সেই উৎকৃষ্ট সেনাপতি ইন্দ্র মরুৎগণের সহিত গমন করতঃ অশ্বদ্বারা তীব্রবেগে শত্রুর আয়ুঃ নাশ করেন।

---

(১) মূলে "গৃৎসঃ" আছে। শত্রুবধের জন্য দেবগণ কর্তৃক আকাঙ্ক্ষিত ইন্দ্র। সায়ণ। ২ ও ৩ ঋকে প্রকাশ, ইন্দ্র জন্ম হইতেই সোম প্রিয়।

---

(১) মূলে "বিভ্বতষ্টং ঘনং" আছে। বিভুনা ব্রহ্মণা জগদাধিপত্যে "স্থাপিতং।" সায়ণ। Whom the gods made to strike the enemies a hammer shaped by "Vibhva."—বেদার্থ যত্ন। ঋগ্বেদে "বিভ্ব" ঋভুগণের একজন, ব্রহ্মা নহেন।

৩। (ইন্দ্র) বলবান্, বলবান্ অশ্বের ন্যায় সংগ্রাম বিজয়ী ও ধনবান্, (ইন্দ্রকে) যজ্ঞে ভগের ন্যায় হোম করা উচিত, তিনি স্তোতাগণের পিতা স্বরূপ, তিনি কমনীয়, আহ্বানযুক্ত ও অন্নদাতা।

৪। তিনি দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষের ধারক, তিনি ঊর্দ্ধগামী রথের ন্যায় এবং বসুগণের দ্বারা যুক্ত হইয়া নিযুৎযুক্ত বায়ুর ন্যায়(২)। তিনি রাত্রির আচ্ছাদক, সূর্য্যের জনয়িতা। ধনীর বাক্য যেমন ধন বিভাগ করে, তিনিও সেইরূপ অন্নের বিভাগ কর্ত্তা।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

---

৫০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। ইন্দ্র স্বাহাকৃত (এই সোম) পান করুন। এই সোম তাঁহারই; তিনি শত্রুহিংসক, অভীষ্টবর্ষী ও মরুৎগণে যুক্ত এবং প্রভূত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হইয়া এই অন্ন দ্বারা প্রীত হউন, হব্য তাঁহার শরীরের অভিলাষ পূর্ণ করুক।

২। (হে ইন্দ্র)! আমি তোমার আগমনের জন্য পরিচারক অশ্বদ্বয়কে যোজিত করিতেছি। তুমি পুরাতন, তুমি উহাদের বেগ অনুগমন করিয়া থাক। হে শোভনহনু! অশ্বগণ তোমাকে এই যজ্ঞে ধারণ করুক, তুমি, এই সুন্দররূপে অভিষুত কমনীয় সোম শীঘ্র পান কর।

৩। ঋত্বিক্‌গণ ফলদানেচ্ছু ও স্তুতিপ্রিয় ইন্দ্রকে শ্রেষ্ঠত্ব ও দীর্ঘায়ুঃ লাভের জন্য গোসমূহ দ্বারা(১) ধারণ করেন। হে সোমবান্! তুমি সোম পান করতঃ হৃষ্ট হইয়া স্তোতাগণকে বহুবিধ গাভী প্রেরণ কর।

---

(২) এই ঋকে সায়নাচার্য্য বায়ু শব্দের অর্থ গমনশীল, নিযুত্বান্ শব্দের অর্থ সহায়বান্ ও বসু শব্দের অর্থ মরুৎ করিয়াছেন।

---

(১) মূলে "গোভিঃ" আছে "গোমিশ্রিতৈঃ সোমৈঃ।" সায়ণ। "With cattle."—*Wilson.*

৪। (আমাদের) এই অভিলাষ গো, অশ্ব ও দীপ্তিযুক্ত ধনদ্বারা পূর্ণ কর, এবং তদ্দ্বারা আমাদিগকে বিখ্যাত কর। হে ইন্দ্র! স্বর্গাদি সুখাভিলাষী কর্ম্মকুশল কুশিকনন্দন মন্ত্র দ্বারা তোমার স্তুতি করিয়াছে।

৫।* হে ইন্দ্র! তুমি অন্ন লাভকর, যুদ্ধে উৎসাহ দ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

---

৫১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। ইন্দ্র মনুষ্যদের পোষক, ধনবান্, উকথদ্বারা প্রশংসনীয়, বর্দ্ধমান্, বহুবার আহূত, মরণরহিত ও সুন্দর স্তুতি দ্বারা প্রত্যহ স্তূয়মান্; ইন্দ্রকে প্রভূত স্তুতিবাক্যে সর্ব্বতোভাবে স্তব করুক।

২। ইন্দ্র শত যজ্ঞবিশিষ্ট, জলবান্, মরুদ্গণযুক্ত, নেতা, অন্নদাতা, (শত্রুগণের) পুরীভেদক, (যুদ্ধে) শীঘ্রগামী, জলপ্রেরক, ধনদাতা, অভিভবিতা ও স্বর্গদাতা; ইন্দ্রের নিকট আমার [illegible] বাক্য সর্ব্বতোভাবে গমন করুক।

৩। শত্রুগণের বিনাশক ইন্দ্র যুদ্ধে [illegible] য়েন, তিনি পাপরহিত স্তুতি সকলকে সম্মানিত করেন, তিনি যজমা[illegible] গৃহে প্রীত হয়েন। (হে বিশ্বামিত্র)! মরুৎগণের সহিত অভিভবিতা ও [illegible] দ্রহস্তা ইন্দ্রকে স্তব কর।

৪। (হে ইন্দ্র)! তুমি মনুষ্যগণের নেতা ও বীর, বাধাপ্রাপ্ত ঋত্বিক্গণ তোমাকে স্তুতিদ্বারা ও উকথদ্বারা বিশেষরূপে অর্চ্চনা করে। বহু কর্ম্মবিশিষ্ট ইন্দ্র বলের জন্য গমনোদ্যম করেন, পুরাতন এক মাত্র ইন্দ্র এই (অন্নের) ঈশ্বর, (তাঁহাকে) নমস্কার।

৫। মনুষ্যগণের মধ্যে ইন্দ্রের অনুশাসন নানা প্রকার। ইন্দ্রের (অনুশাসনক্রমে) পৃথিবী বহু ধন ধারণ করে, দ্যুলোক, ওষধি, জল, মনুষ্য, বন ও বৃক্ষ ধন রক্ষা করে।

৬। হে অশ্ববান্ ইন্দ্র! (ঋত্বিক্‌গণ) তোমার জন্য স্তোত্র, তোমার জন্য শস্ত্র যথার্থই ধারণ করিতেছেন, তাহা গ্রহণ কর। হে নিরাসগ্নিতা সখিভূত ইন্দ্র! তুমি ব্যাপ্ত, তুমি নূতন অন্ন গ্রহণ কর, স্তোতাকে অন্ন দান কর।

৭। হে মরুৎগণযুক্ত ইন্দ্র! তুমি যেরূপ শর্য্যাতির পুত্রের অভিষুত সোম পান করিয়াছিলে, সেইরূপ এই যজ্ঞে সোম পান কর। হে শূর! তোমার নির্বাধস্থানে স্থিত সুন্দর যজ্ঞ বিশিষ্ট কবিগণ হব্যদ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করে।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি সোমাভিলাষী, তুমি সখিভূত মরুৎগণের সহিত আমাদের এই যজ্ঞে অভিষুত সোম পান কর। হে পুরুহূত! তুমি জন্মগ্রহণ করিলেই তোমাকে সমস্ত দেবগণ মহৎ যুদ্ধের জন্য অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

৯। হে মরুৎগণ! ই[illegible] জল প্রেরণ বিষয়ে তোমাদের সখা। বল-দাতা (মরুৎগণ) ইন্দ্রকে হৃ[illegible]ট করিয়াছিলেন। বৃত্রহন্তা তাঁহাদের সহিত যজমানের গৃহে অভিষুত [illegible]সোম পান করুন।

১০। হে ধনপতি স্তুতিপ্রীয় ইন্দ্র! তুমি এই উদ্দেশানুক্রমে বল দ্বারা অভিষুত (সোম) [illegible] পান কর।

১১। হে ইন্দ্র! [illegible]মি [illegible]র [illegible]র জন্য যে সোম (অভিষুত) হইয়াছে, সেই অভিযুত সোমে [illegible] পূর[illegible] কর। তুমি সোমার্হ, সোম তোমাকে হৃষ্ট করুক।

১২। হে ইন্দ্র! [illegible] তোমার কুক্ষিদ্বয়ে ব্যাপ্ত হউক, উহা স্তোত্রের সহিত তোমার শরীরে ব্যাপ্ত হউক। হে শূর! ধনদানের জন্য উহা তোমার বাহুদ্বয়ে ব্যাপ্ত হউক।

৫২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! ভৃষ্ট যবযুক্ত, দধিমিশ্রিত, সক্তুযুক্ত, পিষ্টকযুক্ত (১) ও উকৃথবিশিষ্ট আমাদের (সোম) প্রাতঃ সবনে গ্রহণ কর।

২। হে ইন্দ্র! পক্ক পুরোডাশ গ্রহণ কর, ভক্ষণে উদ্যম কর, তোমার উদ্দেশে হব্য সকল গমন করিতেছে।

৩। তুমি আমাদের পুরোডাশ ভক্ষণ কর এবং স্ত্রৈণ ব্যক্তি যেরূপ যুবতীকে সেবা করে, সেইরূপ তুমি আমাদের স্তুতি সেবা কর।

৪। হে প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ ইন্দ্র! তুমি প্রাতঃসবনে আমাদের পুরোডাশ গ্রহণ কর, ক[illegible] তোমার [illegible] মহৎ।

৫। হে ইন্দ্র! যে সময়ে [illegible] ঋষি, তিনি [illegible] চঞ্চলগতি, অতএব বৃষের ন্যায় আচরণকারী স্তোতা মন্ত্রদ্বা[illegible] [illegible]শক; তি[illegible]ক প্রকর্ষরূপে স্তুতি করে, সেই মাধ্যন্দিন [illegible]নের ভৃষ্ট যব ও [illegible] সুদা[illegible] [illegible]রোডাশ এই যজ্ঞে ভক্ষণ [illegible] [illegible]বহার[illegible]

৬। [illegible] বহুস্তো[illegible]গণস্তুত (ইন্দ্র)! তৃতীয়[illegible] [illegible] আমাদের হুত ভৃষ্টযব ও পুরোডাশ (ভক্ষণ[illegible]) [illegible]ম্মানিত কর। আমর[illegible] [illegible]ব্য বিশিষ্ট হইয়া ঋভুযুক্ত ও বাজযুক্ত হইয়া কবি ইন্দ্রকে স্তুতিদ্বারা পরি[illegible] করিব।

৭। আমরা পূষার সহিত যুক্ত হইয়া ইন্দ্রের [illegible]ন্য দধিমিশ্রিত সক্তু প্রস্তুত করিয়াছি। আমরা অশ্বযুক্ত ইন্দ্রের জন্য ভৃষ্ট যব প্রস্তুত করিয়াছি। হে ইন্দ্র! মরুৎগণের সহিত যুক্ত হইয়া পিষ্টক ভক্ষণ কর। হে শূর বৃত্রহন্তা বিদ্বান্ ইন্দ্র! তুমি সোম পান কর।

৮। ইঁহাকে শীঘ্র ভৃষ্ট যব প্রদান কর। ইনি নেতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-বীর, ইঁহাকে পুরোডাশ প্রদান কর। হে অভিভবিতা ইন্দ্র! তোমার উদ্দেশে প্রত্যহ একবিধ স্তুতি[illegible] হইয়া থাকে, উহা সোম পানের জন্য তোমাকে প্রোৎসাহিত করুক।

(১) মূলে "ধান," "করম্ভ" ও "অপূপ" আছে। ২ [illegible]কে "পুরোডাশ" আছে।

৫৩ সূক্ত।

১ ঋকের ইন্দ্র ও পর্ব্বত দেবতা। ১৫ ও ১৬ ঋকের বাগ্দেবতা। ১৭, ১৮ ১৯, ২০ ঋকের রথাঙ্গ দেবতা। অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা।

বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও পর্ব্বত(১)! তোমারা বৃহৎ রথে মনোহর, সুন্দর পুত্রবিশিষ্ট অন্ন আনয়ন কর। হে দ্যোতমান (ইন্দ্র ও পর্ব্বত)! তোমরা যজ্ঞেহব্য ভক্ষণ কর, হব্যদ্বারা হৃষ্ট হইয়া স্তুতি দ্বারা বর্দ্ধিত হও।

২। হে মঘবন্! (এই যজ্ঞে) কিছুকাল সুখে অবস্থান কর, চলিয়া যাইও না। যেহেতু সুন্দররূপে অভিষুত্ত সোম দ্বারা আমি তোমার যাগ করিতেছি। হে শক্তিমান্! পুত্র যেরূপ মধুর বাক্যে পিতার বস্ত্র প্রান্ত গ্রহণ করে, আমি সেইরূপ সু[illegible] তোমার বস্ত্র প্রান্ত গ্রহণ করিতেছি।

৩। হে অধ্বর্য্যু! [illegible]ট করিয়া জিনে স্তুতি করিব, তুমি আমাকে উত্তর দান কর, আমরা দুইজনে সোম পা[illegible] উদ্দেশে প্রীতিযুক্ত স্তোত্র করিব। তুমি যজমানের কুশোপরি উপ[illegible]শন কর। ইন্দ্রের উদ্দেশে উকৃথ প্রশস্ত হউক।

৪। হে মঘবন্! [illegible]জায়াই গৃহ(২), জায়াই যোনি(৩)। যোজিত অশ্বদ্বয় তোমাকে তথা[illegible] লইয়া যাউক। আমরা যে কোন সময়ে সোম অভিষুত করিব (সেই সময়েই যেন) দূত অগ্নি তোমার নিকট গমন করে।

৫। হে মঘবন্! (স্বগৃহে) চলিয়া যাও অথবা এই (যজ্ঞে) আগমন কর। হে ভ্রাতা! উভয় স্থলেই তোমার প্রয়োজন আছে(৪)। গৃহ গমনের জন্য বৃহৎ রথোপরি অবস্থান কর, অথবা হ্রেষারবকারী অশ্বকে বিমুক্ত করিয়া (এই যজ্ঞে অবস্থান কর)।

---

(১) সায়ণ "পর্ব্বত" শব্দের এখানে কোন ও ব্যা[illegible]খ্যা দেন নাই, কিন্তু অন্য স্থানে দিয়াছেন। পর্ব্বত অর্থে পর্জ্জন্য দেব। ১। [illegible] ১২২। ৩ ঋকের টীকা দেখ।

(২) "গৃহিণী গৃহং উচ্যতে ইইত [illegible]"

(৩) "পুত্রস্য মিশ্রণ[illegible]তেঃ।" সায়ণ।

(৪) গৃহে তোমার জ[illegible]স্থানং।" সায়ণ।

[illegible]য়া আছে, যজ্ঞে সোম আছে। সায়ণ।

৬। হে ইন্দ্র! সোম পান কর, (তৎপরে) গৃহে গমন কর, তোমার গৃহে কল্যাণকারিণী জায়া ও সুন্দর ধ্বনি আছে, গৃহ গমনের জন্য মহৎ রথোপরি অবস্থান কর, অথবা অশ্বকে বিমুক্ত করিয়া (এই যজ্ঞে অবস্থান কর)।

৭। এই ভোজগণ, বিরূপ অঙ্গিরাগণ অপেক্ষা অসুর আকাশের বীর পুত্রগণ(৫) বিশ্বামিত্রকে সহস্রসূযজ্ঞে(৬) ধন দান করতঃ (তাঁহার) জীবন বর্দ্ধিত করুন।

৮। মঘবা স্বকীয় শরীর হইতে মায়া করিয়া ভিন্ন২ রূপ ধারণ করেন। তিনি ঋতবান্ হইলেও অঋতুতে সোম পান করেন। তিনি স্বকীয় স্তুতি-দ্বারা আহূত হইয়া স্বর্গলোক হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে (সবন) ত্রয়ে গমন করেন।

৯। বিশ্বামিত্র মহান্ ও ঋষি, তিনি দে বের জনয়িতা, ও দেবকর্ত্তৃক আকৃষ্ট(৭) এবং নেতৃগণের উপদেশক; তি ন জলবিশিষ্ট সিন্ধুর বেগ নিরুদ্ধ করিয়াছিলেন(৮)। তিনি যখন সুদাস (রাজার) যজ্ঞ করিয়াছি-লেন, ইন্দ্র কুশিকবংশীয়দের সহিত প্রিয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

১০। হে মেধাবী, নেতৃগণের উপদেশক শিকগণ! প্রস্তর দ্বারা সোম অভিষুত হইলে পর তোমরা স্তুতিদ্বা বগণকে) হৃষ্ট করতঃ (শব্দায়মান্) হংসের ন্যায় মন্ত্র উচ্চারণ কর, দেবগণের সহিত মধুর সোম-রসপান কর।

---

(৫) মূলে আছে "ইমে ভোজাঃ অঙ্গিরসঃ বিরূপা দিবঃ পুত্রাসঃ অসুরস্য বীরাঃ।" সায়ণ "ভোজাঃ" অর্থে "সুদাসাঃ ক্ষত্রিয়াঃ" করিয়াছেন, "দিবঃ অসুরস্য" অর্থে দেবগণের অপেক্ষাও অধিক বলবান্ রুদ্র করিয়াছেন। তাঁহার বীর পুত্র, অর্থাৎ মরুৎগণ।

(৬) সায়ণ "সহস্রসাবে" অর্থ "অশ্বমেধে" করিয়াছেন।

(৭) "মূলে দেবজার দেবজূতঃ" আছে। সায়ণ তেজের জনয়িতা ও তেজ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট করিয়াছেন। "God-begotten (and) god-inspiring."—*Vedarthayatna.*

(৮) বিপাট্ ও শুতুদ্রি নদীর সংযোগস্থল নিরুদ্ধ করিয়াছিলেন। সায়ণ। ৩।৩৩।৯ ঋকের টীকা দেখ।

১১। হে কুশিকগণ! তোমরা অশ্বের সমীপে গমন কর, অশ্বকে উত্তেজিত কর, ধনের জন্য সুদাসের অশ্বকে ছাড়িয়া দাও। রাজা (ইন্দ্র) বৃত্রকে পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর দেশে বধ করিয়াছেন, অতএব (সুদাস রাজা) পৃথিবীর উত্তম স্থানে যজ্ঞ করুন।

১২। আমি দ্যাবাপৃথিবীদ্বারা ইন্দ্রকে স্তব করাইয়াছি, বিশ্বামিত্রের (আমার) এই স্তোত্র ভরতবংশীয়গণকে রক্ষা করুক।

১৩। বিশ্বামিত্র বংশীয়েরা বজ্রহস্ত ইন্দ্রকে স্তুতি করিয়াছে, তিনি আমাদিগকে ধনাঢ্য করুন।

১৪। কীকট সমূহের মধ্যে(৯) গাভী সকল তোমার কি করিবে? উহারা সোমের সহিত মিশ্রিত হইবার যোগ্য দুগ্ধ দান করে না, দুগ্ধ প্রদান দ্বারা পাত্রকেও দীপ্ত করে না। (উহাদিগকে) আমাদের নিকট আনয়ন কর, প্রমগন্দের ধন আনয়ন কর(১০)। হে মঘবন্! নীচবংশীয়দিগের ধন আমাদিগকে প্রদান কর।

১৫। জমদগ্নি দত্তা সসর্পরী(১১) অজ্ঞানকে বাধাদান করতঃ (আকাশে) প্রভূত শব্দ করিতেছেন, সূর্য্যের দুহিতা দেবগণের নিকট ক্ষয়রহিত অমৃতরূপ অন্ন বিস্তার করিতেছেন(১২)।

(৯) মূলে "কীকটেষু" আছে। "অনার্য্য নিবাসেষু জনপদেষু।" সায়ণ। "Kikata is usuall[y identified] with South Behar."—*Wilson.* "In the Rik Samhita, where the [Kik]atas—the ancient name of the people of Magadha—and their king Pram[aga]nda are mentioned as hostile, we have probably to think of the aborigines [of] the country. . . . . It seems not impossible that the native inhabitants, [bei]ng particularly vigorous, retained more influence in Magadha than elsewh[er]e even after the country had been Brahminised, ... and that is how we have to account for the special sympathy and success which Budhism met with in Magadha."—Weber's *Indian Literature* (Translation), p. 79.

(১০) Weber বলেন প্রমগন্দ কীকটদিগের রাজার নাম। সায়ণ বলেন যে সুদ নিয়া টাকা দেয় তাহার নাম মগন্দ, তাহার অপত্য প্রমগন্দ।

(১১) জমদগ্নি অর্থে প্রজ্বালিতাগ্নি ঋষি। সসর্পরী অর্থে শব্দরূপ বাক্য। সায়ণ।

(১২) কথিত আছে সুদাস যজ্ঞে বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি বিশ্বামিত্রের বল ও বাক্য হরণ করেন। জমদগ্নিগণ বাগ্দেবতাকে আনিয়া বিশ্বামিত্রকে প্রদান করেন।

১৬। পঞ্চশ্রেণী লোকের মধ্যে যে অন্ন আছে, সসর্পরী শীঘ্র তাহা আমাদিগকে অধিক পরিমাণে দান করুন। বৃদ্ধ জমদগ্নিগণ আমাদিগকে যে পক্ষ্যা দান করিয়াছেন, সেই (সূর্য্য দুহিতা) নূতন অন্ন দান করুন।

১৭। গোদ্বয় স্থির হউক, অক্ষ দৃঢ় হউক। দণ্ড যেন বিনষ্ট না হয়, যুগ যেন বিশীর্ণ না হয়। ইন্দ্র কীলকদ্বয়কে বিশীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ধারণ করুন, হে অহিংসিত নেমিবিশিষ্ট (রথ)! তুমি আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর(১৩)।

১৮। হে ইন্দ্র! আমাদের শরীরে বল দান কর, আমাদের বলীবর্দ্দগণকে(১৪) বল দান কর। আমাদের পুত্রপৌত্রগণকে চিরজীবী হইবার জন্য বল দান কর। কারণ তুমি বলপ্রদ।

১৯। রথের খদির কাষ্ঠের সারকে দৃঢ় কর, রথের শিশম্পা কাষ্ঠকে দৃঢ় কর(১৫)। হে দৃঢ় ও আমাদের কর্ত্তৃক দৃঢ়ীকৃত অক্ষ! দৃঢ় হও, এই রথ হইতে আমাদিগকে ফেলিয়া দিও না।

২০। বনস্পতি (এই রথ) আমাদিগকে যেন ফেলিয়া না দেয়, যেন আঘাত না করে। আমাদের গৃহগমন পর্য্যন্ত মঙ্গল হউক, (রথের) বেগের অবসান পর্য্যন্ত মঙ্গল হউক, (অশ্বের) বিমোচন পর্য্যন্ত মঙ্গল হউক।

২১। হে শূর ধনবান্ ইন্দ্র! আমরা শত্রুহিংসক। আমাদিগকে প্রভূত ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয়দান দ্বারা প্রীত কর। যে আমাদিগকে দ্বেষ করে, সে নিকৃষ্ট হইয়া পতিত হউক, আমরা যাহাকে দ্বেষ করি, প্রাণবায়ু তাহাকে পরিত্যাগ করুক।

---

(১৩) বিশ্বামিত্র, সুদাস রাজার যজ্ঞ সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন কালে রথাঙ্গ সকলকে স্তব করিতেছেন। সায়ণ।

(১৪) মূলে "অনডুৎসু" আছে। "To our vehicles."—*Wilson.*

(১৫) "Khadira, *Mimosa catechu*, of which the scholiast says the bolt of the axle is made, whilst the sisampa, *Dalbergia sisu*, furnishes wood for the floor: these are still timber trees in common use."—*Wilson.*

২২। পরশুদ্বারা বৃক্ষ যেরূপ তাপ প্রাপ্ত হয়, (সেইরূপ শত্রু তাপ প্রাপ্ত হউক), শিমুল ফুল যেরূপ অনায়াসে বিচ্ছিন্ন হয়, (সেইরূপ শত্রু বিচ্ছিন্ন শরীর হউক)। প্রহৃত, জলস্রাবী পাকস্থলী যেরূপ ফেন উদগীরণ করে, (সেইরূপ শত্রু মুখ হইতে ফেন উদগীরণ করুক)।

২৩। হে জনগণ! তোমরা অবসানকারী (বিশ্বামিত্রকে) জান না, (তপঃফল) লুব্ধকে পশুবৎ মনে করিয়া লইয়া যাইতেছে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মূর্খব্যক্তিকে হাস্যাস্পদ করে না(১৬), অশ্বের সম্মুখে গর্দ্দভকে লইয়া যায় না।

২৪। হে ইন্দ্র! ভরতবংশীয়গণ (বশিষ্ঠগণের সহিত) পার্থক্যই জানে, একতা জানে না। সংগ্রামে (তাঁহাদের প্রতি) সহজ শত্রুর ন্যায় অশ্ব প্রেরণ করে, ধনুধারণ করে(১৭)।

---

৫৪ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র প্রজাপতি অথবা বাকের পুত্র প্রজাপতি ঋষি।

১। মহান্, যজ্ঞে স্তুতিসম্পাদ্যমান ও স্তুতিযোগ্য (অগ্নির) নিকটে সুখকর এই স্তোম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতেছে। অগ্নি দমনকুশল তেজোযুক্ত হইয়া আমাদের (স্তুতি) শ্রবণ করুন, নিরন্তর দিব্য তেজোযুক্ত হইয়া আমাদের (স্তুতি) শ্রবণ করুন।

---

(১৬) অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্যক্তি যেরূপ মূর্খ ব্যক্তির সহিত বিবাদ করে না, সেইরূপ বিশ্বামিত্রের ও বশিষ্ঠের সহিত বিবাদ করা উচিত নহে। সায়ণ। পুরাকালে বশিষ্ঠের লোকসকল, তপঃ ক্ষয়ের ভয়ে শাপ দানে নিবৃত্ত, মৌনাবলম্বী বিশ্বামিত্রকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিল। বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে ইহা বলিতেছেন। সায়ণ।

(১৭) ভরতবংশীয়গণ অর্থাৎ বিশ্বামিত্র বংশীয়গণ। অনুক্রমণিকায় আছে যে এই শেষ ঋকগুলি বশিষ্ঠবংশীয়গণের প্রতি অভিসম্পাত। নিরুক্তের টীকাকার বশিষ্ঠবংশীয়, সুতরাং তিনি এই ঋক্ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "না বশিষ্ঠ দ্বেষি ঋক্ অতঃ কাশিষ্কো বাসিষ্ঠঃ অভিঃ তা ন নিত্র বীমি।" Roth এবং Max Muller বলেন ঋগ্বেদের অনেক হস্ত লিপিতে এই ঋক্ একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

২। মহতী দ্যাবাপৃথিবীর মাহাত্ম্য জানিয়া তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করি। আমার মনোরথ (তাঁহাদিগের) অভিলাষে বিচরণ করিতেছে। পূজাভিলাষী দেবগণ সকল মনুষ্যের যজ্ঞে দ্যাবাপৃথিবীর স্তোত্রে মত্ত হয়েন।

৩। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমাদের ঋত যথার্থ হউক। তোমরা আমাদের মহৎ যজ্ঞসমাপ্তি কার্য্যে সমর্থ হও। হে অগ্নি! দ্যুলোক ও পৃথিবীকে নমস্কার। আমি হব্যদ্বারা পরিচর্য্যা করিতেছি, আমি উত্তম ধন প্রার্থনা করিতেছি।

৪। হে সত্যযুক্ত দ্যাবাপৃথিবী! পুরাতন সত্যবাদী (মহর্ষিগণ) তোমাদিগের নিকট হইতে (অভিলষিত) লাভ করিয়াছিল। হে পৃথিবী! মনুষ্যগণ শূরপরিভবকর যুদ্ধে তোমাদের (মাহাত্ম্য) জানিয়া তোমাদিগের স্তব করে।

৫। কে সত্যকে জানে? কে উহা বলে? কোন্ পথ দেবতাদির নিকট লইয়া যায়? দেবগণের অধঃস্থান (অর্থাৎ দ্যুলোক স্থিত নক্ষত্রাদি) দেখা যায়, তাহা উৎকৃষ্ট দুর্জ্ঞেয় ব্রতে অবস্থিতি করে।

৬। কবি, মনুষ্যগণের দ্রষ্টা (সূর্য্য), এই (দ্যাবাপৃথিবীকে) সর্ব্বতোভাবে দর্শন করেন। জলের উৎপত্তি স্থান (তেজঃ যুক্ত) হর্ষকারিণী, রসবতী, ও সমান কর্ম্ম দ্বারা ঐক্য ভাবাপন্না (দ্যাবাপৃথিবী) পক্ষীর কুলায়ের ন্যায় নানা স্থান অধিকার করিয়াছেন।

৭। সমান কর্ম্ম বিশিষ্টা, বিযুক্তা, দূরসীমাযুক্তা, ও বিনাশরহিত (দ্যাবাপৃথিবী) জাগরণশীল হইয়া অবিনাশী পদে (অন্তরীক্ষে) নিত্যতরুণী ভগিনীদ্বয়ের ন্যায় রহিয়াছেন। তাঁহারা দুই জনে পরস্পরকে মিথুন নামে ডাকিয়া থাকেন।

৮। তাঁহারা সমস্ত ভূতজাতকে বিভক্ত করিয়া রাখেন, এবং মহৎ দেবগণকে ধারণ করিয়াও ব্যথা পান না। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকলেই এক (আধারে) অবস্থিতি করে, সমস্ত পশুপক্ষী তথায় রহিয়াছে।

৯। আমি এক্ষণে মহৎ পিতার সেই সনাতন পুরাতন জ্ঞাতিত্ব চিন্তা করি(১)। তাঁহার বিস্তীর্ণ নির্জ্জন পথে স্তুতিকারী দেবগণ স্বীয় স্বীয় বাহনের সহিত অবস্থান করেন।

১০। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমি এই স্তোম উচ্চারণ করিতেছি। কোমলোদর, অগ্নিজিহ্বাবিশিষ্ট, দীপ্তিমান্, নিত্যতরুণ, কবি ও স্বকর্ম্ম-কীর্ত্তনকারী মিত্র, বরুণ (প্রভৃতি) অদিতি পুত্রগণ শ্রবণ করুন।

১১। সুবর্ণপাণি, সুবাক্ সবিতা আকাশ হইতে যজ্ঞে সবনত্রয়ে আগমন করেন। হে সবিতা! তুমি স্তোতাগণের স্তোত্র গ্রহণ কর, তৎপরে আমাদিগকে সমস্ত অভিলষিত দান কর।

১২। সুকৃৎ, সুপাণি, ধনবান্, সত্যসংকল্প ত্বষ্টাদেব আশ্রয় দানের জন্য আমাদিগকে সেই সকল (অভিলষিত) দান করুন। হে ঋভুগণ! তোমরা পূষার সহিত যুক্ত হ[ই]য়া আমাদিগকে হৃষ্ট কর, যেহেতু (ঋত্বিকগণ) প্রস্তর উত্তোলন করতঃ যজ্ঞ করিতেছেন।

১৩। বিদ্যুৎ রথযুক্ত, আয়ুধবান্, দীপ্তিমান্, বিনাশক, যজ্ঞোৎপন্ন, সতত গমনশীল ও যজ্ঞাহ[্] মরুৎগণ ও সরস্বতী (আমাদের স্তোত্র) শ্রবণ করুন। হে ত্বরান্বিত (ম[রু]ৎগণ)! তোমরা পুত্রবিশিষ্ট ধন দান কর।

১৪। ধনের হেতু[ভূত] উচ[্চা]ই স্তোত্র এবং শস্ত্র সকল এই যজ্ঞে বহুকর্ম্মা বিষ্ণুর নিকট গমন [করু]ক। তিনি উরু বিক্রমী। পূর্ব্বকালিনা, যুবতী মাতাস্বরূপ(২) দি[ক্]স[ক]ল তাঁহাকে লঙ্ঘন করে না।

১৫। সর্ব্বসামর্থ্যসম্পন্ন ইন্দ্র দ্যাবাপৃথিবী, উভয়কেই, মহিমাদ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। হে ইন্দ্র! তুমি পুরভেদী, বৃত্রহন্তা ও শত্রুজয়শীল সেনা-যুক্ত; তুমি পশু সংগ্রহ করতঃ আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দান কর।

---

(১) সায়ণ এই অংশের একটু ভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(২) মূলে "পূর্ব্বীঃ যুবতয়ঃ জনিত্রীঃ" আছে। সায়ণ পূর্ব্বীঃ অর্থে বহু, যুবতয়ঃ অর্থে পরস্পর অসঙ্কীর্ণা এবং জনিত্রীঃ অর্থে সকলের জনয়িত্রী করিয়াছেন। "Primeval, creative wives."—*Muir.* "Many quarters of the globe (like) ever young mothers." বেদার্থ যত্ন।

১৬। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা বন্ধুদিগের (অভিলষিত) জিজ্ঞাসা করিয়া থাক, তোমরা আমার পালক হও। অশ্বিদ্বয়ের মিলন কমনীয়। তোমরা আমাদিগকে উত্তম ধন দান কর। তোমরা অতিরস্কৃত, তোমরা হব্যদাতাকে অনিন্দনীয় (কর্ম্ম) দ্বারা রক্ষা কর।

১৭। হে কবি দেবগণ! তোমাদের সেই মহৎ কর্ম্ম মনোহর, যে কর্ম্ম-দ্বারা তোমরা সকলে ইন্দ্র (লোকে) দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। হে পুরুহূত (ইন্দ্র)! তুমি ঋভুগণের সহিত সখ্য ভাবাপন্ন। তোমরা এই স্তুতি আমাদের ধন লাভের জন্য স্বীকার কর।

১৮। অর্য্যমা, অদিতি, যজ্ঞার্হ (দেবগণ) এবং অহিংসিতকর্ম্মা বরুণ আমাদিগকে (রক্ষা করুণ), আমাদের মার্গ হইতে পুত্রগণের অকল্যাণ দূর করুন। আমাদের গৃহ পশুযুক্ত ও অপত্যবিশিষ্ট হউক।

১৯। বহুস্থানে নিহিত ও দেবগণের দূত (অগ্নি) আমাদিগকে সর্ব্বত্র নিরপরাধী বলুন। পৃথিবী, দ্যুলোক, জল সমূহ, সূর্য্য, ও নক্ষত্রপূর্ণ বিশাল অন্তরীক্ষ আমাদিগের (স্তুতি) শ্রবণ করুন।

২০। অভীষ্টবর্ষী (মরুৎগণ) এবং নিশ্চল পর্ব্বতগণ হব্যদ্বারা হৃষ্ট হইয়া আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন। আদিত্যগণের সহিত অদিতি আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন। মরুৎগণ আমাদিগকে কল্যাণকর সুখ দান করুন।

২১। আমাদের পথ সর্ব্বদা সুগম ও অন্নযুক্ত হউক; হে দেবগণ! তোমরা জলদ্বারা ওষধিগণকে সংসিক্ত কর। হে অগ্নি! তুমি সখা হইলে আমার ধন যেন বিনষ্ট না হয়, আমি যেন ধন ও বহুল অন্নযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হই।

২২। হে অগ্নি! হব্য আস্বাদন কর, অন্ন সম্যক্‌রূপে প্রকাশ কর, অন্ন আমাদের অভিমুখীন কর, সংগ্রামে সেই সমস্ত শত্রুগণকে জয় কর, প্রফুল্ল মনে আমাদের দিন সকল প্রকাশ কর।

---

৫৫ সূক্ত।

বিশ্ব দেবগণ দেবতা। প্রজাপতি ঋষি।

১। উষা যখন পূর্ব্বেই প্রকাশিত হয়েন, তখন অবিনাশী, মহান্ (সূর্য্য) জলের(১) স্থানে উৎপন্ন হয়েন, যজমান দেবগণের সমীপে শীঘ্র ব্রত সকল (উপস্থিত করেন)। দেবগণের মহৎ বল একই(২)।

২। হে অগ্নি! এক্ষণে দেবগণ যেন আমাদিগকে হিংসা না করে, দেবপদভাক্ পূর্ব্ব পুরুষগণ যেন আমাদিগকে হিংসা না করে, কেতু (সূর্য্য) পুরাতন দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে উদিত হইতেছেন। দেবগণের মহৎ বল একই।

৩। আমার বিবিধ অভিলাষ বিবিধ দিকে গমন করিতেছে, আমি যজ্ঞের উদ্দেশে পুরাতন (স্তোত্র) সকল প্রদীপ্ত করিতেছি, অগ্নি সমিদ্ধ হইলে পর, আমরা কেবল সত্যই বলিব। দেবগণের মহৎ বল একই।

৪। সর্ব্বসাধারণের রাজা বহু প্রদেশে স্থাপিত হয়েন, তিনি বেদিতে শয়ন করেন, বনমধ্যে(৩) বিভক্ত হন। অন্য (দ্যুলোক) বৎসভূত (সোম বা অগ্নিকে বৃষ্টিদ্বারা) পোষণ করেন, মাতা (পৃথিবী) ধারণ করেন। দেবগণের মহৎ বল একই।

৫। অগ্নি (অথবা সূর্য্য) জীর্ণ (ওষধি সকলের) মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া, নব্যা (ওষধি সকলের) মধ্যে অবস্থিতি করিয়া, পরে তরুণী (ওষধি) সকলের

(১) সমুদ্রে অথবা মেঘোদেশ। সায়ণ

(২) এই সূক্তের প্রত্যেক ঋকের শেষে এই কথা গুলি আছে, "মহৎ দেবানাং অসুরত্বং একং।"

"দেবানাং একং মুখ্যং অসুরত্বং . . . . প্রাবল্যং মহৎ ঐশ্বর্য্যং।" সায়ণ। "Great and unequalled is the might of the gods."—*Wilson.* "Grande et souveraineest l'energie des dieux."—*Langlois.* "The great divinity of the gods is *one.*"—*Max Muller.* "The divine power of the gods is unique."—*Muir.* "That is one great act of the mighty gods."—*Vedarthayatna.*

(৩) সোম অথবা অগ্নি রাজা। সায়ণ। অগ্নিপক্ষে অরণি সকলের মধ্যে এবং সোম পক্ষে চমস সকলের মধ্যে। সায়ণ।

মধ্যে বাস করেন। অজাতগর্ভা (ওষধিগণ) গর্ভবতী হইয়া ফল প্রসব করে। দেবগণের মহৎ বল একই।

৬। দ্বিমাতা(৪) (সূর্য্য) পশ্চিমদিকে শয়ন করেন, কিন্তু (উদয় কালে) সেই বৎস (সূর্য্য) অপ্রতিবদ্ধ গতিতে বিচরণ করেন। এই সকল মিত্র ও বরুণের কর্ম্ম। দেবগণের মহৎ বল একই।

৭। দ্বিমাতা, যজ্ঞের হোতা ও সম্রাট্ (অগ্নি) অগ্রে (আকাশে সূর্য্যরূপে) বিচরণ করেন। তিনি সকলের মূলভূত হইয়া ভূমিতে বাস করেন। রমণীয় বাক্যুক্ত (স্তোতাগণ) (রমণীয় স্তোত্র) করিতেছেন। দেবগণের মহৎ বল একই।

৮। যুদ্ধকারী শূরব্যক্তির অভিমুখে আগমনকারী (শত্রুসৈন্যকে) যেরূপ পরাঙ্মুখ হইতে দেখা যায়, সেইরূপ সমীপবর্ত্তী অগ্নির অভিমুখে আগমনকারী ভূতজাতকে পরাঙ্মুখ হইতে দেখা যায়। অগ্নির মধ্যে জলের বিনাশক দীপ্তি আছে। দেবগণের মহৎ বল একই।

৯। পালয়িতা দূত (অগ্নি) ঐ সকল (ওষধি) মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তিনি মহান্, তিনি সূর্য্যের সহিত দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে বিচরণ করেন। তিনি নানাবিধ রূপ ধারণ করতঃ আমাদিগকে দর্শন করেন। দেবগণের মহৎ বল একই।

১০। রক্ষক বিষ্ণু(৫) প্রিয়তম, অক্ষয় তেজঃ ধারণ করতঃ পরম স্থান রক্ষা করেন। অগ্নি সমস্ত ভূতজাতকে জানেন। দেবগণের মহৎ বল একই।

১১। মিথুনভূত (অহঃ ও রাত্রি) নানাবিধরূপ ধারণ করেন। কৃষ্ণবর্ণা ও শুক্লবর্ণা যে ভগিনীদ্বয়, তাঁহাদের এক জন দীপ্তিশালী ও অন্য জন কৃষ্ণবর্ণা। দেবগণের মহৎ বল একই।

---

(৪) দ্যুলোক ও পৃথিবী যাঁহার জননী, অথবা যিনি লোকত্রয়কে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সায়ণ।

(৫) সায়ণ এখানে বিষ্ণু শব্দকে অগ্নির বিশেষণ করিয়া ব্যাপ্ত অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু বেদার্থ যত্ন ও Muir বিষ্ণু দেবতা অর্থই করিয়াছেন। "ধামানি দধানঃ" অর্থে এখানে সায়ণ "তেজাংসি দধানঃ" করিয়াছেন। এই অর্থই ঠিক এবং ১। ২২। ১৬ ঋকে আমি ধাম শব্দের কিরণ অর্থ করিয়াছি। তথায় সায়ণ ধাম অর্থে পদচিহ্ন করিয়াছেন।

১২। মাতা (পৃথিবী) ও দুহিতা (দ্যুলোক) স্বরূপ ক্ষীরদায়িনী ধেনুদ্বয়, যে অন্তরীক্ষে পরস্পর সঙ্গত হইয়া পরস্পরকে রস পান করাইতেছেন, জলের স্থানভূত সেই অন্তরীক্ষের মধ্যস্থিত (দ্যাবাপৃথিবীকে) আমি স্তব করিতেছি। দেবগণের মহৎ বল একই।

১৩। (দ্যুলোক) অন্যা (পৃথিবীর) বৎস (অগ্নিকে) লেহন করতঃ ধ্বনি করে। দ্যুরূপা ধেনু পৃথিবীকে জলশূন্য করিয়া স্বীয় উধঃপ্রদেশ পূর্ণ করে, সেই পৃথিবী আদিত্যের জল দ্বারা সিক্ত হয়। দেবগণের মহৎবল একই।

১৪। পৃথিবী নানাবিধ শরীর পরিধান করেন, তিনি উন্নত হইয়া সার্দ্ধ সম্বৎসর বয়সের বৎসকে(৬) লেহন করতঃ অবস্থান করেন। আমি সূর্য্যের স্থান জানিয়া পরিচর্য্যা করিতেছি। দেবগণের মহৎ বল একই।

১৫। পদদ্বয়ের ন্যায় দর্শনীয় (অহোরাত্রি) (দ্যাবাপৃথিবীর) মধ্যে স্থাপিত আছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন গূঢ় আর একজন আবির্ভূত। ইহাদের পরস্পর মিলন পথ (কাল) পুণ্যকারী ও অপুণ্যকারী উভয়কেই প্রাপ্ত হয়। দেবগণের মহৎ বল একই।

১৬। শিশুরহিতা (নভঃপ্রদেশে) শয়ানা, অক্ষীণরসা, ক্ষীরপ্রসবিনী যুবতী ও সর্ব্বদা নূতনা ধেনুসকল (দিক্‌সকল বা মেঘসকল) কম্পিত হউক। দেবগণের মহৎ বল একই।

১৭। অভিষ্টবর্ষী (ইন্দ্র), কোন কোন (দিকে) অন্তান্ত (মেঘের) শব্দ করেন, অন্যান্য (দিকে) সমূহে জল বর্ষণ করেন। তিনি জল ক্ষেপণবান্, তিনি সকলের ভজনীয়, তিনি রাজা। দেবগণের মহৎ বল একই।

১৮। হে জন সকল! আমরা শূর (ইন্দ্রের) সুন্দর অশ্বসমূহের কথা বলিতেছি। দেবগণ উহা জানেন। তাহারা ছয়টি অথবা পাঁচটী করিয়া যোজিত হইয়া তাঁহাকে বহন করে(৭) দেবগণের মহৎ বল একই।

---

(৬) মূলে "ত্র্যবিং" আছে। দেড় বৎসরের বৎসকে ত্র্যবি বলে। অতএব দেড় বৎসরের সূর্য্য অথবা ত্রিলোককে ব্যাপ্তকারী সূর্য্য। সায়ণ।

(৭) এখানে ইন্দ্র কালাত্মক ও অশ্বগণ ঋতু সকল। হেমন্ত, শীত এই দুই ঋতু এক হইলে পাঁচ ঋতু। সায়ণ।

১৯। সকলের প্রেরক, নানাবিধ রূপবিশিষ্ট ত্বষ্টূদেব বহু প্রকারে পুত্র উৎপাদন করেন ও পালন করেন। এই সমস্ত ভুবন তাঁহার। দেবগণের মহৎ বল একই।

২০। তিনি মহতী পরস্পর সঙ্গত দ্যাবাপৃথিবীকে (পশুপক্ষী) যুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে ইন্দ্রের তেজঃ দ্বারা ব্যাপ্ত। তিনি বীর, তিনি শত্রুর ধন গ্রহণে বিখ্যাত, দেবগণের মহৎ বল একই।

২১। বিশ্বধাতা আমাদের রাজা (ইন্দ্র) এই পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের সমীপে হিতকারী মিত্রের ন্যায় বাস করেন। বীর (মরুৎগণ) ইন্দ্রের অগ্রে (যুদ্ধে) গমন করেন এবং তাঁহার গৃহে বাস করেন। দেবগণের মহৎ বল একই।

২২। হে ইন্দ্র! ওষধি সকল তোমা কর্তৃক সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, জল তোমা হইতে (নির্গত হয়)। পৃথিবী তোমার জন্য ধন ধারণ করেন। আমরা তোমার সখা। আমরা যেন তোমার ধনের ভাগী হইতে পারি। দেবগণের মহৎ বল একই(৮)।

---

(৮) (এই সূক্তে ঋষি প্রকৃতির কার্য্য পরম্পরার মধ্যে অনেকটা ঐক্য বুঝিতে পারিয়া, দেবগণের কার্য্যের ঐক্য ও ঐশ্বরিক বলের একতা অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অগ্নি বেদিতে বিরাজ করেন, বনে প্রজ্বলিত হয়েন, আকাশে উৎপন্ন হয়েন, পৃথিবীতে বিকাশিত হয়েন, (৪ ঋক); তিনি উত্তাপরূপে শস্য উৎপাদন করেন, (৫ ঋক); সূর্য্যরূপে পশ্চিমদিকে অস্ত গিয়া পূর্ব্বদিকে উদয় হয়েন, (৬ঋক); আকাশে বিচরণ করেন, ভূমিতে বাস করেন, (৭ ঋক); দিবা ও রাত্রি পরস্পরে সঙ্গত হইয়া আসিতেছে ও যাইতেছে, (১১ ঋক); আকাশ ও পৃথিবী পরস্পরকে বৃষ্টি ও বাষ্পরূপে রস দান করিতেছে, (১২ ঋক); এবং যে নৈসর্গিক নিয়মে একদিকে বজ্র হইতেছে, সেই নিয়মে অন্যদিকে বৃষ্টি হইতেছে, (১৭ ঋক); একই নির্ম্মাণ কর্ত্তা মনুষ্য ও পশু পক্ষীকে সৃষ্ট করিয়াছেন, (১৯, ২০ঋক); তিনিই শস্য উৎপাদন করেন, বৃষ্টিদান করেন, ধন ধান্য উৎপন্ন করেন, (২২ ঋক); প্রকৃতির অনন্ত কার্য্য পরম্পরাকেই ভিন্ন২ দেবের নামে স্তুতি করা হয়, সেই কার্য্য পরম্পরার একতা দেখিয়া ঋষি বলিতেছেন, দেবগণের কার্য্য সমূহ ভিন্ন নহে, তাঁহাদিগের দৈব ক্ষমতা, ঐশ্বরিক বল একই। মনুষ্য হৃদয়ে এই রূপেই প্রকৃতির এক নিয়ন্তা, এক ঈশ্বরের অনুভব উদয় হয়।)

চতুর্থ অধ্যায়।

৫৬ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। প্রজাপতি ঋষি।

১। মায়াবীগণ দেবগণের প্রসিদ্ধ প্রথম স্থির কর্ম্ম সকলের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না, ধীরগণও পারে না। দ্রোহরহিত (দ্যাবাপৃথিবী) প্রজাগণের সহিত (তাহার) বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না। অচল পর্ব্বতগণকে অবনত করিতে পারা যায় না।

২। একটি স্থায়ী (বৎসর) ছয়টী ভার (ঋতু) ধারণ করে। গাভী সকল (রশ্মি সকল) সত্য ও প্রবৃদ্ধ (বৃ[illegible]াত্মক সম্বৎসরে) মিলিত হয়। চঞ্চল লোকত্রয় উপরি উপরি বর্ত্তমান রহিয়াছে, দুইটী (স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ) গুহায় নিহিত, একটি (পৃথিবী) দেখিতে পারা যায়।

৩। তিন বক্ষবিশিষ্ট, তিন উধঃবিশিষ্ট বিশ্বরূপ, বহু প্রকার ও প্রজাবান্ এবং ত্রিগুণযুক্ত মহিমাবান্ বৃষভ আসিতেছে। সেই বৃষভ সকলের জন্য রেতঃ ধারণ করে(১)।

৪। (সম্বৎসর) এই সকল (ওষধির) সমীপে ইহাদিগের পদবীস্বরূপ জাগরিত হইয়াছে। আমি আদিত্যগণের(২) মনোহর নাম উচ্চারণ করিতেছি। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথে চলিত, দ্যুতিমান্ [illegible]লসমূহ উহাকে প্রীত করে, আবার পরিত্যাগ করে(৩)।

---

(১) সায়ণ বলেন বৃষভ অর্থে বর্ষা সংবৎসর। তিনটি বক্ষঃস্থল, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত। তিনটি উধঃ বসন্ত, শরৎ, হেমন্ত। প্রজা শব্দের অর্থ শস্য। তিনগুণ, উষ্ণ, বর্ষা, শীত। সকলের জন্য রেতঃ ধারণ করে, অর্থাৎ শস্যাদিকে জল দান করে।

(২) সায়ণ আদিত্য শব্দের অর্থ করিয়াছেন মাস, বলিয়াছেন "আদিত্যা মাসাঃ সংখ্যা সাম্যাৎ।"

(৩) অর্থাৎ জল বর্ষার চারি মাস সম্বৎসরের নিকট থাকে, অবশিষ্ট আট মাস তাহার নিকট থাকে না। সায়ণ।

৫। হে নদীগণ! কবিগণের (অর্থাৎ দেবগণের) ত্রিগুণিত ত্রিসংখ্যক স্থান আছে। ত্রিমাতা(৪) সম্বৎসর যজ্ঞের সম্রাট্। জলবতী অন্তরীক্ষচারিণী তিন যোষিৎ(৫) যজ্ঞে দিবসে তিন বার (অর্থাৎ তিন সবনে) আগমন করেন।

৬। হে সবিতা! দ্যুলোক হইতে (আগমন করতঃ) প্রত্যহ তিনবার করিয়া আমাদিগকে বরণীয় ধন প্রদান কর। হে ত্রাতা ভগ! আমাদিগকে দিবসের মধ্যে তিনবার তিন ধাতুর(৬) ধন ও গোধন প্রদান কর। হে ধিষণা! আমাদিগের যাহাতে ধন লাভ হয় তাহা কর।

৭। সবিতা যেন দিনে তিনবার ধন প্রদান করেন। কল্যাণপাণি রাজা মিত্রাবরুণ, দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরীক্ষ (ইঁহারা সকলে) সবিতার বদান্যতা হইতেই রত্নলাভের আশা করেন।

৮। উত্তম, বিনাশরহিত ও দীপ্তিমান্ (স্থানের) সংখ্যা তিন। অসুরের(৭) তিনপুত্র(৮) শোভা ... হইতেছেন। যজ্ঞবান্, শীঘ্রগামী, অহিংসনীয় দেবগণ দিনে তিনবার যজ্ঞে আগমন করুন।

---

৫৭ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। বিবেকশালী (ইন্দ্র) গোপহীনা, একাকিনী, (গোষ্ঠে) বিহারিণী ধেনুর ন্যায় আমার এই স্তুতি অবগত হউন। উহাকে (ইচ্ছা করিলে) তৎক্ষণাৎ প্রভূত অন্ন দোহন করা যায়। অতএব ইন্দ্র ও অগ্নি উহার প্রশংসা করুন।

---

(৪) অর্থাৎ তিন লোকের নির্ম্মাতা। সায়ণ। "The son of three mothers." বেদার্থ যত্ন।

(৫) ইলা, সরস্বতী ও ভারতী। সায়ণ।

(৬) পশু, কনক, রত্ন। সায়ণ

(৭) কালাত্মক সম্বৎসরের। সায়ণ।

(৮) অগ্নি, বায়ু সূর্য্য। সায়ণ।

২। ইন্দ্র, পূষা, এবং অভীষ্টবর্ষী কল্যাণপাণি (মিত্রাবরুণ) প্রীত হইয়া সম্প্রতি অন্তরীক্ষশায়ী মেঘকে অন্তরীক্ষ হইতেই দোহন করিতেছেন। হে নিবাসপ্রদ বিশ্বদেবগণ! তোমরা এই (বেদিতে) বিহার কর, আমরা যেন তোমাদের প্রদত্ত সুখ প্রাপ্ত হইতে পারি।

৩। যে জামিগণ(১) জলবর্ষী (ইন্দ্রের) শক্তি বাঞ্ছা করে, তাহারা নম্র হইয়া ইন্দ্রের গর্ভাধান শক্তি অবগত হয়। ফলাভিলাষী ধেনুগণ (অর্থাৎ ওষধি সকল), নানারূপধারী পুত্রের (অর্থাৎ ব্রীহি যব নীবারাদি শস্যের) অভিমুখে বিচরণ করে।

৪। যজ্ঞে প্রস্তর ধারণ করিয়া আমি সুন্দর রূপবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবীকে স্তুতি দ্বারা প্রীত করিতেছি। হে অগ্নি! তোমার অতিশয় কমনীয়, বরণীয় দীপ্তি সকল মনুষ্যদের জন্য ঊর্দ্ধমুখ হইতেছে।

৫। হে অগ্নি! তোমার যে মধুমতী প্রজ্ঞাশালিনী জিহ্বা অত্যন্ত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হইয়া দেবগণের প্রতি প্রেরিত হয়, তাহা দ্বারা তুমি সমস্ত যজনীয় (দেবগণকে) আমাদের রক্ষার জন্য এই খানে উপবেশন করাও এবং তাহাদিগকে হর্ষকর সোম পান করাও।

৬। হে দ্যুতিমান্ অগ্নি! তোমার যে অনুগ্রহ বুদ্ধি (আমাদিগকে ছাড়িয়া) অন্যত্র যায় না, সেই অনুগ্রহ বুদ্ধি মেঘের ধারার ন্যায় আমা-দিগকে আপ্যায়িত করুক। হে নিবাসপ্রদ জাতবেদা! আমাদিগকে সেই অনুগ্রহ বুদ্ধি প্রদান কর, বিশ্বজনের হিতকর অনুগ্রহ বুদ্ধি আমাদিগকে প্রদান কর।

---

৫৮ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। ধেনু (ঊষা) পুরাতন অগ্নির জন্য কমনীয় (দুগ্ধ) দোহন করিতেছেন। দক্ষিণার পুত্র (সূর্য্য) মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, পরে শুভ্রদীপ্তি দিবস দ্যোতমান (সূর্য্যকে) বহন করিয়া আসিতেছে। অশ্বিদ্বয়ের স্তোতা ঊষার পূর্ব্বে জাগরিত হইতেছে।

---

(১) ওষধি সকল। সায়ণ। "Those sisters."—বেদার্থ যত্ন।

২। হে অশ্বিদ্বয়! উত্তমরূপে যোজিত অশ্বদ্বয় সত্যরূপ (রথে) তোমাদিগকে বহন করিতেছে। (পুত্র) পিতার জন্য যেরূপ উন্মুখ হয়, যজ্ঞগণ সেইরূপ তোমাদের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। আমাদের নিকট হইতে পণির বুদ্ধি বিশেষরূপে নাশ কর। আমরা তোমাদের জন্য হবিঃ প্রস্তুত করিতেছি, তোমরা (আগমন কর)।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! সুন্দর চক্রবিশিষ্ট রথে (আরোহণ করতঃ) উত্তমরূপে যোজিত অশ্বদ্বারা (বাহিত হইয়া) তোমরা স্তুতিকারীর এই শ্লোক শ্রবণ কর। হে অশ্বিদ্বয়! পুরাতন মেধাবীগণ কি বলেন নাই, যে তোমরা বৃত্তিহানির বিরুদ্ধে গমন কর?

৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা (আমার স্তুতি) অবগত হও এবং অশ্বগণের সহিত আগমন কর। সমস্ত লোকে তোমাদের আহ্বান করিতেছে, তাহারা বন্ধুর ন্যায় তোমাদিগকে দুগ্ধমিশ্রিত হর্ষকর সোম প্রদান করিতেছে। সূর্য্য অগ্রে উদয় হইতেছেন।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! নানা দেশকে তিরস্কৃত করিয়া দেবযান পথে এই স্থলে আগমন কর। তোমরা ধনবান্, তোমাদের স্তোত্র উদেযাবিত হইতেছে, তোমাদের জন্য মধুর আধার সকল (সজ্জিত হইয়াছে)।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের পুরাতন সখ্য বাঞ্ছনীয় ও মঙ্গল কর। হে নেতৃদ্বয়! জহ্নাবীতে(১) তোমাদের ধন আছে। তোমাদের সুখকর সখ্য পুনঃ২ প্রাপ্ত হইয়া আমরা তোমাদের সমান হইয়াছি। আমরা হর্ষকর সোমদ্বারা তোমাদিগকে শীঘ্র ও যুগপৎ হৃষ্ট করিব।

৭। অক্ষীণ, সোমপায়ী, সুদক্ষ, নিত্যতরুণ ও অসত্যরহিত এবং সুদানশীল অশ্বিদ্বয় বায়ু ও বিদ্যুৎগণের সহিত মিলিত হইয়া দিবসের শেষে সোম পান করুন।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! প্রচুর হবিঃ তোমাদের নিকট গমন করিতেছে, দোষশূন্য কর্ম্মকুশল স্তোতৃগণ স্তুতিদ্বারা তোমাদের পরিচর্য্যা করিতেছে।

(১) জহ্নুকুলজা। সায়ণ।

"It might imply the Ganges, Jáhnavi, if we had reason to suppose the legend of her origin from Jahnu was known to the Vedas."—*Wilson.*

স্তোতৃগণ কর্তৃক আকৃষ্ট, জলপ্রদ রথ সদ্য দ্যাবাপৃথিবীর অভিমুখে গমন করিতেছে।

৯। হে অশ্বিদ্বয়! অত্যন্ত মধুর রসবিশিষ্ট (সোম) মিশ্রিত হইয়াছে, পান কর, ও যজ্ঞশালায় প্রবেশ কর। তোমাদের পুনঃ২ ধনদানকারী রথ সোমাভিষবকারীর সংস্কৃত গৃহে আগমন করিতেছে।

---

৫৯ সূক্ত।

মিত্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। মিত্র স্তুত হইয়া লোক সকলকে (কার্য্যে) প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। মিত্র পৃথিবী এবং দ্যুলোক ধারণ করিয়া আছেন, মিত্র অনিমেষনেত্রে লোক সকলের দিকে চাহিয়া আছেন। মিত্রের উদ্দেশে ঘৃতবিশিষ্ট হব্য প্রদান কর।

২। হে আদিত্য মিত্র! যে মনুষ্য ব্রতানুসারে তোমাকে হব্য প্রদান করে, সে অন্নবান্ হউক। তুমি যাহাকে রক্ষা কর, তাহাকে কেহ বিনাশ করিতে বা অভিভব করিতে পারে না। পাপ দূর হইতে অথবা নিকট হইতে সে ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে পারে না।

৩। আমরা রোগবর্জ্জিত, ও অন্নলাভে হৃষ্ট হইয়া পৃথিবীর বিস্তীর্ণ প্রদেশে জানু পাতিয়া(১) সর্ব্বত্রগামী আদিত্যের ব্রতের নিকট অবস্থিতি করিতেছি। মিত্র যেন আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন।

৪। এই মিত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, ইনি নমস্কারযোগ্য সুন্দর মুখবিশিষ্ট রাজা ও অত্যন্ত বলবিশিষ্ট এবং সকলের বিধাতা। ইনি যজ্ঞার্হ, আমরা যেন ইঁহার অনুগ্রহ ও কল্যাণকর বাৎসল্য লাভ করিতে পারি।

---

(১) মূলে "মিতজ্ঞবঃ বরিমন্ আ পৃথিব্যাঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "পৃথিব্যাঃ বরিমন্ বিস্তীর্ণে প্রদেশে মিতজ্ঞবঃ মিতজানুকাঃ আ যথাকামং সর্ব্বত্র গচ্ছন্তঃ।"

৫। আদিত্য মহান্, তিনি সকল লোকের প্রবর্ত্তক, নমস্কারদ্বারা তাঁহার উপাসনা করা উচিত। তিনি স্তুতিকারীর প্রতি প্রসন্নমুখ। স্তুতিযোগ্য মিত্রের প্রীতিকর এই হব্য অগ্নিতে অর্পণ কর।

৬। মনুষ্যগণের পালক মিত্রদেবের অন্ন ও ভজনীয় ধন অত্যন্ত কীর্ত্তিযুক্ত।

৭। যে মিত্র নিজ মহিমায় দ্যুলোক অভিভূত করিয়াছেন, তিনি কীর্ত্তিযুক্ত হইয়া পৃথিবীকে প্রচুর অন্নবিশিষ্টা করিয়াছেন।

৮। পঞ্চজন, শত্রুজয়ক্ষম বলবিশিষ্ট মিত্রের উদ্দেশে হব্য প্রদান করিতেছেন, তিনি সমস্ত দেবগণকে ধারণ করিতেছেন।

৯। মিত্র, দেব ও মনুষ্যদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি কুশচ্ছেদ করিয়াছে, তাহাকে কল্যাণকর অন্ন প্রদান করেন।

---

৬০ সূক্ত।

ঋভুগণ দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ঋভুগণ! তোমাদের কর্ম্ম সকলেই জানে, হে মনুষ্যগণ! তোমরা সুধন্বার পুত্র, তোমরা যে সকল কর্ম্মদ্বারা শত্রুপরাভবোপযুক্ত তেজোবিশিষ্ট হইয়া যজ্ঞীয় ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছ, (যজ্ঞভাগ) কামনা কালে তোমরা সেই সকল কর্ম্ম জানিতে পারিয়াছিলে।

২। হে ঋভুগণ! তোমরা যে শক্তি দ্বারা চমসকে বিভক্ত করিয়াছিলে, যে প্রজ্ঞাবলে গোশরীরে চর্ম্ম যোজনা করিয়াছিলে, যে মনীষাদ্বারা ইন্দ্রের অশ্বদ্বয়কে নির্ম্মাণ করিয়াছিলে, সেই সকলের দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ।

৩। মনুষ্যের নপ্তা ঋভুগণ যাগাদিকর্ম্ম করিয়া ইন্দ্রের সখিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন। সুধন্বার পুণ্যকার্য্যকারী পুত্রগণ কর্ম্মবলে ও যজ্ঞাদি বলে ব্যাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৪। হে ঋভুগণ! তোমরা ইন্দ্রের সহিত একরথে সোমাভিষব স্থানে গমন কর। পরে মনুষ্যগণের স্তুতি গ্রহণ কর। হে ফলবাহক সুধন্বার

পুত্রগণ! তোমাদের সুকৃত কেহ ইয়ত্তা করিতে পারে না। হে ঋভুগণ! তোমাদের বীর্য্যও কেহ ইয়ত্তা করিতে পারে না।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি বাজবিশিষ্ট ঋভুগণের সহিত সম্যকরূপে জলধারা সিক্ত অভিষুত সোম দুই হাতে গ্রহণ করিয়া পান কর। হে মঘবন্! তুমি স্তুতিদ্বারা প্রেরিত হইয়া যজমানের গৃহে সুধন্বার পুত্রগণের সহিত উল্লাসিত হও।

৬। হে বহুলোক স্তুত ইন্দ্র! তুমি ঋভু ও বাজের সমভিব্যাহারে আমাদিগের এই যজ্ঞে(১) আনন্দিত হও। হে ইন্দ্র! দিন সকল তোমার জন্য নিয়ত হইয়াছে। দেবগণের ব্রত ও মনুষ্যগণের কর্ম্মের সহিত দিন সকল তোমার জন্য নিয়ত হইয়াছে।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি (স্তোতার) অন্ন সম্পাদনকরতঃ বাজযুক্ত ঋভুগণের সহিত এই যজ্ঞে স্তোতার স্তোত্র অভিমুখে আগমন কর। মরুৎগণও শতসংখ্যক গমনকুশল অশ্বের সহিত যজমানের সহস্র প্রকারে প্রণীত অধ্বরের অভিমুখে আগমন কর।

---

৬১ সূক্ত।

উষা দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে অন্নবতী ধনবতী উষা! আমি স্তব করিতেছি, তুমি প্রকৃষ্ট জ্ঞানবতী হইয়া আমার স্তোত্র গ্রহণ কর। হে সকলের বরণীয়া, পুরাতনী যুবতীর ন্যায় (শোভমানা) ও বহুস্তোত্রাবতী উষা! তুমি যজ্ঞকর্ম্মাভিমুখে আগমন কর।

---

(১) মূলে "শচ্যা" আছে। "ইন্দ্রাণ্যা কর্ম্মণা বা।" সায়ণ। শেষ অর্থই আমরা গ্রহণ করিয়াছি কেন না ইন্দ্রের স্ত্রীর নাম শচী তাহা ঋগ্বেদে কোথাও লক্ষিত হয় না। ইন্দ্র শচীপতি, অর্থাৎ যজ্ঞপতি, তাহা হইতেই ইন্দ্রের ভার্য্যা শচী সম্বন্ধে পৌরাণিক গল্প উঠিয়াছে।

২। হে মরণরহিতা চন্দ্ররথা(১) সূনৃত বাক্যোচ্চারণশীলা ঊষা! তুমি শোভমানা হও। যে সকল প্রভূত বলযুক্ত হিরণ্যবর্ণ অশ্ব আছে, তাহাদিগকে সুখে রথে যোজিত করিতে পারা যায়। তাহারা তোমাকে আবাহন করুক।

৩। হে ঊষা! তুমি মরণধর্ম্ম রহিত (সূর্য্যের) কেতুস্বরূপ। তুমি ত্রিভুবনাভিমুখে আগমনশীলা। তুমি আকাশে উন্নতা হইয়া রহিয়াছ। হে নবতরা ঊষা! তুমি একপথে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া চক্রের ন্যায় পুনরাবৃত্ত হও।

৪। যে ঊষা বস্ত্রের ন্যায় (বিস্তীর্ণ অন্ধকার) ক্ষয়িত করতঃ সূর্য্যের পত্নী হইয়া গমন করেন, সেই সৌভাগ্যবতী সৎকার্য্যশালিনী ঊষা দ্যুলোক ও পৃথিবীর অন্ত হইতে প্রকাশিত হইতেছেন।

৫। (হে স্তোতৃগণ)! ঊষাদেবী তোমাদের অভিমুখে শোভা পাইতেছেন। তোমরা নমস্কার করতঃ উত্তমরূপে তাঁহার স্তুতি কর। মধুধা ঊষা আকাশে ঊর্দ্ধাভিমুখে তেজের আশ্রয় করিতেছেন। দীপ্তিমতী রমণীয়দর্শনা ঊষা অতিশয় দীপ্তি পাইতেছেন।

৬। সত্যবতী যে ঊষার তেজঃ প্রভাবে সকলে তাঁহাকে জানিতে পারে, ধনবতী যে ঊষা বিচিত্রভাবে দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, হে অগ্নি! যখন সেই শোভমানা ঊষা তোমার অভিমুখে আগমন করেন তখন প্রার্থনা করিলে তুমি মনোহর ধন প্রাপ্ত হও।

৭। অভীষ্টবর্ষী (আদিত্য) সত্যভূত (দিবসের) মূলে ঊষাকে প্রেরণ করতঃ বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে বিস্তীর্ণা ঊষা মিত্র ও বরুণের প্রভাস্বরূপ হইয়া নানাস্থানে আপনার শোভা বিকীর্ণ করিলেন।

(১) মূলে "চন্দ্ররথা" আছে। সুবর্ণময় রথোপেতা। সায়ণ।

৬২ সূক্ত।

এই সূক্তের ১৮টী ঋক আছে।

তন্মধ্যে ১ ম তিনটী ঋকের ইন্দ্রাবরুণ দেবতা।

তৎপরবর্ত্তী	"	"	বৃহস্পতি	"
"	"	"	পূষা	"
"	"	"	সবিতা	"
"	"	"	সোম	"
শেষ	"	"	মিত্র ও বরুণ	"

বিশ্বামিত্র ঋষি, কেবল শেষ তিনটী ঋকের কাহার কাহার মতে জমদগ্নি ঋষি।

১। হে ইন্দ্রাবরুণ! অভিভ্রম্যমান ও ভ্রমণশীল তোমাদিগের এই প্রজাগণ যেন তরুণবয়স্ক শত্রুকর্ত্তৃক হিংসিত না হয়। তোমরা যে যশোদ্বারা বন্ধুবর্গের (আমাদিগের) জন্য অন্ন সম্পাদন করিয়াছ, তোমাদিগের তাদৃশ যশ আর কোথায় আছে?

২। হে ইন্দ্রাবরুণ! ধনলাভের অভিলাষে এই মহান্ যজমান আশ্রয় লাভের জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। তোমরা দ্যুলোক পৃথিবী এবং মরুৎগণের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর।

৩। হে ইন্দ্রাবরুণ! সেই ধন আমাদিগের হউক, হে মরুৎগণ! সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্থ ধন আমাদের হউক। সকলের ভজনীয় (দেবপত্নীগণ) শরণ দ্বারা আমাদিগকে পালন করুন। হোত্রাভারতী দক্ষিণা দ্বারা আমাদিগকে পালন করুন।

৪। হে সকল দেবগণের হিতকর বৃহস্পতি! আমাদিগের হব্য গ্রহণ কর। হব্য প্রদায়ীকে উত্তম ধন প্রদান কর।

৫। হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা যজ্ঞ সমূহে স্তোত্রদ্বারা বিশুদ্ধ বৃহস্পতির পরিচর্য্যা কর। আমি তাঁহার অনভিভবনীয় বল প্রার্থনা করি।

৬। মনুষ্যগণের অভীষ্টবর্ষী, বিশ্বরূপ, বরণীয় বৃহস্পতির নিকট (অভিমত ফল কামনা করি)।

৭। হে দীপ্তিমান্ পূষা! এই নূতন স্তুতি তোমারই জন্য। এই স্তুতি আমরা তোমার জন্য উচ্চারণ করিতেছি।

৮। হে পূষা! আমার সেই স্তুতি গ্রহণ কর। স্ত্রীপ্রিয় ব্যক্তি যেরূপ স্ত্রীর অভিমুখে আগমন করে, সেইরূপ তুমি হর্ষকারিণী এই স্তুতির অভিমুখে আগমন কর।

৯। যে পূষা বিশ্ব জগৎ বিশেষরূপে দর্শন করেন, সেই পূষা আমাদের রক্ষক হউন।

১০। যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতা-দেবের সেই বরণীয় তেজঃ ধ্যান করি।(১)

---

(১) এই ঋকটী ব্রাহ্মণদিগের উচ্চার্য্য প্রসিদ্ধ গায়ত্রী। মূলে এই আছে যথা—
"তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।"

সায়ণ সবিতা শব্দের পরমেশ্বর এবং সূর্য্য এই দুইপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। সায়ণের একটী ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। "যঃ সবিতা সূর্য্যঃ ধিয়ঃ কর্ম্মাণি প্রচোদয়াৎ প্রেরয়তি তস্য সবিতুঃ প্রসবিতুর্দেবস্য দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য তৎ সর্ব্বৈ দৃশ্যমানতয়া প্রসিদ্ধং বরেণ্যং সর্ব্বৈঃসংভজনীয়ং ভর্গঃপাপানাং তাপকং তেজোমণ্ডলং ধীমহি।"

এই ঋকটী শুক্ল যজুর্ব্বেদেও আছে, (৩। ৩৫।) এবং সাম বেদেও আছে (২। ৮। ১২।) অনেক ভাষায় এই ঋকের অনেক অনুবাদ আছে, কয়েকটী মাত্র আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"Let us adore the su...emacy of that divine sun, the ...head who illuminates all, who recreates all, from whom all proceed, to whom all must return, whom we invoke to direct our understandings aright in our progress towards his holy seat."—*Sir William Jones.*

"Let us meditate on the adorable eight of the divine ruler Savitri; may it guide our intellects."—*Colebrooke.*

"We meditate on that desirable light of the divine Savitri who influences our pious rites."—*Wilson.*

"Nous adorons la noble lumiére du divin Savitri, qui luimeme provoque nos prieres."—*Langlois.*

"We contemplate the excellent splendour of that brilliant Savita that he may inspire our devotions."—*Vedarthayatna.*

"আমরা সবিতৃ দেবতার সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি যাহার প্রভাবে আমরা স্বীয়২ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই।" সত্যব্রত সামশ্রমী।

"সবিতৃ দেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন।" বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১১। আমরা অন্নাভিলাষী হইয়া স্তুতি করতঃ সবিতাদেবের ও ভগদেবের ধন দান যাচ্ঞা করিতেছি।

১২। কর্ম্মনেতা মেধাবী (অধ্বর্য্যুগণ) বুদ্ধিদ্বারা প্রেরিত হইয়া যজ্ঞ ও সুন্দর স্তোত্রদ্বারা সবিতা দেবতাকে পূজা করেন।

১৩। পথজ্ঞ সোম গমন করিতেছেন। উপবেশনকারী দেবগণের জন্য সংস্কৃত যজ্ঞস্থানে গমন করিতেছেন।

১৪। সোম আমাদিগের জন্য এবং দ্বিপদ ও চতুষ্পাদ পশুদিগের জন্য রোগ শূন্য অন্ন প্রদান করুন।

১৫। সোম আমাদিগের আয়ুঃ বর্দ্ধিত করতঃ এবং শত্রুগণকে অভিভূত করতঃ যজ্ঞস্থানে উপবেশন করুন।

১৬। হে শোভনকর্ম্মকারী মিত্রাবরুণ! আমাদিগের গোষ্ঠ দুগ্ধপূর্ণ কর; আমাদের আবাসস্থান মধুর রসপূর্ণ কর।

১৭। হে শুচিব্রত! তোমরা অনেকের স্তুতিভাজন এবং উপাসনাদ্বারা বর্দ্ধমান। তোমরা দীর্ঘ স্তুতিযুক্ত হইয়া বলমাহাত্ম্যে বিরাজ কর।

১৮। তোমরা জমদগ্নি(২) কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া যজ্ঞ স্থানে উপবেশন কর। তোমরাই যজ্ঞ বর্দ্ধয়িতা; তোমরা সোম পান কর।

---

(২) মূলে "জমদগ্নিনা" আছে। "এতন্নামকেন মহর্ষিনা . . যদ্বা . . প্রজ্বলিতাগ্নিনা বিশ্বামিত্রেণ।" সায়ণ।

চতুর্থ মণ্ডল(১)।

১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা অথবা ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ ঋকের বরুণ দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি দ্যোতমান ও শীঘ্রগামী। স্পর্দ্ধাবান্ দেবগণ তোমাকে সর্ব্বদাই (যুদ্ধে) প্রেরণ করেন। অতএব (যজমানগণ) স্তুতিদ্বারা তোমাকে প্রেরণ করে। হে যজনীয় অগ্নি! তুমি অমর দ্যুতিমান্ এবং উৎকৃষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট। মর্ত্ত্যগণ (যাগ করিলে) তাহাদের মধ্যে আগমনার্থ (দেবগণ) তোমাকে উৎপন্ন করিয়াছেন। তুমি কর্ম্মাভিজ্ঞ, তাঁহারা তোমাকে সমস্ত যজ্ঞে উপস্থিত থাকিবার জন্য উৎপন্ন করিয়াছেন।

২। হে অগ্নি! তোমার ভ্রাতা বরুণ হব্যভাজন, যজ্ঞভোক্তা, অত্যন্ত প্রশংসনীয়, জলবান্ অদিতির পুত্র ও মনুষ্যগণের ধারক। সুবুদ্ধিপ্রযুক্ত এবং মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত বরুণকে স্তোতৃগণের অভিমুখে আনয়ন কর।

৩। হে সখা দর্শনীয় অগ্নি! গমনকুশল রথ যোজিত (অশ্বদ্বয়) যেমন শীঘ্রগামী চক্রকে লক্ষ্য দেশাভিমুখে লইয়া যায়, সেইরূপ তুমি তোমার সখা বরুণকে লইয়া আইস। হে অগ্নি! তোমার সহায় বরুণের জন্য সুখকর (হব্য) লাভ করিয়াছে, সর্ব্বতঃ তেজোশালী মরুৎগণের জন্যও লাভ করিয়াছ। হে দীপ্তিমান্ অগ্নি! তুমি আমাদের পুত্র পৌত্রের মঙ্গল কর, হে দর্শনীয় অগ্নি! তুমি আমাদের মঙ্গলও কর।

৪। হে অগ্নি! তুমি বিদ্বান্, তুমি আমাদের প্রতি দ্যোতমান বরুণের ক্রোধ অপনোদন কর। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যাজ্ঞিক, তুমি

(১) চতুর্থ মণ্ডলের ঋষি বামদেব, অথবা তদ্বংশীয়গণ। দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম টীকা দেখ।

সর্ব্বাপেক্ষা হবির্ব্বাহী ও অতিশয় দীপ্তিমান্, তুমি আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিশেষরূপে মুক্ত কর।

৫। হে অগ্নি! তুমি আশ্রয়দানদ্বারা আমাদিগের প্রত্যাসন্ন হও। প্রাতঃকালে অন্ধকার নিবারিত হইলে তুমি আমাদের নিকটস্থ হও। তুমি আমাদিগের জন্য বরুণকে অর্চিত কর(২)। তুমি যজমানগণের অত্যন্ত ফলপ্রদ, তুমি এই সুখকর (হব্য) ভক্ষণ কর। আমরা তোমাকে উত্তমরূপে আহ্বান করিতেছি, আমাদিগের নিকট আগমন কর।

৬। যেরূপ গাভীর তেজোযুক্ত উষ্ণ ক্ষীর দেবতার ভজনীয় হয় এবং যেরূপ পয়স্বিনী গাভী (মনুষ্যের) ভজনীয় হয়, সেইরূপ উত্তমরূপে ভজনীয় অগ্নি দেবতার প্রশংসনীয়, অনুগ্রহ মনুষ্যগণের ভজনীয় ও স্পৃহনীয় হইয়াছে।

৭। অগ্নি দেবতার তিন প্রসিদ্ধ, উত্তম, ও সত্যভূত জন্ম(৩) সকলের স্পৃহনীয় হইয়াছে। অনন্ত আকাশমধ্যে আপনার তেজদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সকলের শোধক, দীপ্তিযুক্ত স্বামী (অগ্নি) যজ্ঞে আগমন করুন।

৮। সেই দূত, (দেবগণের) আহ্বানকারী, সুবর্ণময় রথোপেত, (শিখারূপ) রমণীয় জিহ্বাবিশিষ্ট, অগ্নি সর্ব্বত্র যজ্ঞগৃহ কামনা করেন। রোহিত তাঁহার অশ্ব, তিনি রূপবান্, কান্তিযুক্ত এবং অন্নদ্বারা সমৃদ্ধ গৃহের ন্যায় রমণীয়।

৯। অগ্নি যজ্ঞে বিনিযুক্ত থাকেন, তিনি (যজ্ঞে প্রবৃত্ত) মনুষ্যগণকে জানেন। (অধ্বর্য্যুগণ) (স্তুতিরূপ) মহতী রশনা দ্বারা তাঁহাকে প্রণয়ন করে। তিনি মনুষ্যগণের গৃহে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি করতঃ বাস করেন। তিনি ধনীর সহিত একত্র বাস করেন।

---

(২) "মূলে অব যক্ষ নো বরুণং" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "বরুণকৃতং জলোদরাদি রোগং আবরকং পাপং বা অবযক্ষ . . . অপনয়। বিনাশয় ইত্যর্থঃ" এ অর্থ সঙ্গত বোধ হয় না। সত্যব্রত সামশ্রমী (শুক্ল যজুঃ ২১। ৪) এই অংশের অনুবাদ করিয়াছেন "বরুণ দেবতাকে অর্চিত কর।" এই অনুবাদই সঙ্গত বোধ হয়।

(৩) অগ্নি, বায়ু সূর্য্যাত্মক তিন জন্ম। সায়ণ। ✓

১০। অগ্নির স্তোতাগণ কর্তৃক ভজনীয় যে উৎকৃষ্ট রত্ন আছে, সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি, সেই রত্নাভিমুখে আমাদিগকে প্রেরণ করুন। সমস্ত অমর দেবগণ যজ্ঞের জন্য তাঁহাকে উৎপাদন করিয়াছেন, দ্যুলোক তাঁহার পালয়িত্রী ও জনয়িত্রী। সেই সত্যভূত অগ্নিকে সকলে সিঞ্চন করিতেছে।

১১। তিনিই প্রথম, তিনি যজমান গৃহে ও মহান্ অন্তরীক্ষের মূল স্থানে উৎপন্ন হয়েন। তিনি পাদরহিত, তিনি মস্তকবর্জ্জিত, তিনি (শরীরের) অন্তঃভাগ সকল গোপন করতঃ জলবর্ষী মেঘের নীড়ে আপনাকে ধূমাকারে যোজিত করিতেছেন।

১২। হে অগ্নি! তুমি স্তুতিযুক্ত উদকের উৎপত্তি স্থানে মেঘের নীড়ে বর্ত্তমান। তেজঃ তোমার নিকট সর্ব্ব প্রথমে উপস্থিত হয়। যে অগ্নি স্পৃহনীয়, নিত্যতরুণ, কমনীয় ও দীপ্তিমান্, সেই অভীষ্টবর্ষী অগ্নির উদ্দেশে সপ্তহোতা স্তব করিতেছেন।

১৩। এই লোকে আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ যজ্ঞ করণার্থ অগ্নির অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঊষা দেবীকে আহ্বান করতঃ পর্ব্বতপরিবৃত অন্ধকার মধ্যে অবস্থিত দোহবতী ধেনু সকলকে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন(৪)।

১৪। তাঁহারা পর্ব্বত বিদারণ সময়ে অগ্নির পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। অন্য (ঋষিগণ) সর্ব্বত্র তাঁহাদের সেই (কর্ম্ম) কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পশু নির্গমনার্থ উপায় ছিল। তাঁহারা অভিমত ফলপ্রদ অগ্নির স্তব করিয়াছিলেন, পরে জ্যোতি লাভ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধি বলে যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

১৫। তাঁহারা কর্ম্মনেতা এবং অগ্নিকাম। তাঁহারা মনে মনে গো লাভ ইচ্ছা করিয়া দ্বার নিরোধক, দৃঢ়বদ্ধ, সুদৃঢ়, গাভীগণের অবরোধক এবং সর্ব্বতঃব্যাপ্ত গোপূর্ণ গোষ্ঠরূপ পর্ব্বতকে অগ্নি বিষয়ক স্তুতিদ্বারা উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন।

(৪) "The purport of this and the next verse is obviously the attribution of the origin of fire-worship to *Angiras* and his followers."—*Wilson.*

১৬। হে অগ্নি! তাঁহারা প্রথমে ধেনুর নাম জানিলেন, মাতার এক বিংশতি সংখ্যক উৎকৃষ্টরূপ জানিলেন(৫)। অনন্তর যে উষা এই সকল অবগত ছিলেন, তাঁহাকে স্তব করিলেন এবং অরুণবর্ণা উষা গোর মাহাত্ম্যের সহিত আগমন করিলেন।

১৭। অন্ধকার প্রেরিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল, অন্তরীক্ষ প্রকাশিত হইল। উষা দেবীর প্রভা উদ্গত হইল। সূর্য্য মনুষ্যগণের সৎ ও অসৎকর্ম্ম অবলোকন করতঃ অজর পর্ব্বতের উপরে আরোহণ করিলেন।

১৮। অনন্তর তাঁহারা (গো সমূহকে) অবগত হইয়া পশ্চাৎভাগে তাহাদিগকে দর্শন করিলেন এবং দীপ্তিযুক্ত ধন ধারণ করিলেন। ইঁহাদের সমস্ত গৃহে বিশ্বদেবগণ আগমন করিলেন। হে মিত্র! হে বরুণ(৬)! যে তোমাকে উপাসনা করে, তাহার সত্য ফল লাভ হউক।

১৯। অত্যন্ত দীপ্তিমান্, দেবগণের আহ্বাতা বিশ্বপোষক, ও সর্ব্বাপেক্ষাযাগশীল, অগ্নির উদ্দেশে স্তব করি। (যজমান) গোসমূহের উধঃ হইতে শুচি দুগ্ধ দোহন করেন নাই, সোমলতা সম্বন্ধীয় শোধিত অন্ন গৃহে প্রক্ষেপ করেন নাই।

২০। অগ্নি সমস্ত যজ্ঞীয় দেবতার অদিতিস্বরূপ (অর্থাৎ পোষক) হউন, সমস্ত মনুষ্যগণের অতিথিস্বরূপ হউন। স্তোতৃগণের অন্নভোজী জাতবেদা অগ্নি স্তোতৃগণের সুখকর হউন।

---

২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। যে অমর অগ্নি মর্ত্ত্যগণ মধ্যে সত্যবান্ বলিয়া নীত হইয়াছেন, যে দীপ্তিশীল অগ্নি দেবগণের মধ্যে শত্রুগণের পরাভবকারী, সেই অগ্নি

---

(৫) সায়ণাচার্য্য এই ঋকে ধেনু শব্দের অর্থ বাক্ করিয়াছিলেন। "ত্রিঃসপ্ত পরমাণি" অর্থে ২১ টি ছন্দ করিয়াছেন। গো শব্দের অর্থ করিয়াছেন সূর্য্য। তিনি এই ঋকের আরও এক প্রকার অর্থ দিয়াছেন, যথা—তাঁহারা প্রথমে ধেনুদিগের পুরাতন নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। মাতা ভূমির পণি কর্ত্তৃক অপহৃত ২১টি রত্ন লাভ করিয়াছিলেন। নাম অবগত হইয়া ধেনুগণ হাম্বারব করিয়াছিল। তখন উষা উদয় হইলেন। ১। ৬। ৫ ঋকের টীকা দেখ।

(৬) সায়ণ এখানে মিত্র ও বরুণ শব্দ অগ্নির বিশেষণ করিয়াছেন।

দেবগণের আহ্বাতা ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যজ্ঞকারী । তিনি নিজ মহিমায় প্রদীপ্ত হইবার জন্য (উত্তর বেদিতে) স্থাপিত হইয়াছেন, এবং হব্যদ্বারা যজমানকে (স্বর্গে) প্রেরণের জন্য স্থাপিত হইয়াছেন ।

২। হে বলের পুত্র অগ্নি ! তুমি অদ্য আমাদের এই কর্ম্মে সংস্কৃত হইয়াছ । হে দর্শনীয় অগ্নি ! তুমি ঋজু, মাংসল দীপ্তিমান্, ও বলবান্ অশ্ব রথে যোজন করিয়া জন্মবিশিষ্ট উভয়বিধ লোকের মধ্যে(১) দূত হইয়া গমন করিতেছ ।

৩। হে অগ্নি ! তুমি সত্যভূত, তোমার রোহিত নামক অশ্বদ্বয়কে স্তুতি করি । তাহারা মনের অপেক্ষা বেগবান্, এবং অন্ন ও জল ক্ষরণ করে। তুমি দীপ্তিমান্ অশ্বদ্বয়কে রথে যোজনা করিয়া দেবগণের ও মনুষ্যগণের মধ্যে প্রবেশ কর ।

৪। হে অগ্নি ! তোমার অশ্ব উত্তম, রথ উত্তম, এবং ধন উত্তম । তুমি এই মর্ত্ত্যগণের মধ্যে যে যজমানের হব্য উত্তম, তাহার উদ্দেশে অর্য্যমা, বরুণ, মিত্র, ইন্দ্রাবিষ্ণু, মরুৎগণ এবং অশ্বিদ্বয়কে আনয়ন কর ।

৫। হে বলবান্ অগ্নি ! আমার এই যজ্ঞ গোবিশিষ্ট, মেষবিশিষ্ট ও অশ্ববিশিষ্ট হউক । যে যজ্ঞে যজমানেরা অধ্বর্য্যু প্রভৃতি (ঋত্বিক্) বিশিষ্ট, সে যজ্ঞ সর্ব্বদা অপ্রধৃষ্য হব্যবিশিষ্ট পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত হউক এবং অবিচ্ছিন্ন, ধনসম্পন্ন ও বিস্তীর্ণ মূল বিশিষ্ট এবং সভাযুক্ত হউক ।

৬। হে অগ্নি ! যে ব্যক্তি তোমার জন্য ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া ইন্ধনভার আহরণ করে, যে তোমাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় আপন মস্তক (কাষ্ঠ) ভার বহিয়া উত্তপ্ত করে, তুমি তাহার ধনবিশিষ্ট রক্ষক হও । তুমি তাহাকে পালন কর । যে কেহ তাহার অনিষ্ট ইচ্ছা করে, তাহাদের সকলের হস্ত হইতেই তাহাকে রক্ষা কর ।

৭। হে অগ্নি ! তুমি অন্ন ইচ্ছা করিলে, যে তোমাকে দিবার জন্য হব্য ধারণ করে, যে তোমাকে হর্ষকর সোম প্রদান করে, যে অতিথি রূপে তোমাকে প্রণয়ন করে এবং যে ব্যক্তি দেবত্ব ইচ্ছা করিয়া আপন গৃহে

(১) দেব ও মনুষ্যগণের মধ্যে । সায়ণ ।

তোমাকে সমিদ্ধ করে, তাহার পুত্র (ধর্ম্ম পথে) নিশ্চল ও ঔদার্য্যবিশিষ্ট হউক।

৮। হে অগ্নি! যে ব্যক্তি রাত্রিকালে ও যে ব্যক্তি উষাকালে তোমার স্তুতি করে, যে ব্যক্তি প্রিয় হব্যবিশিষ্ট হইয়া তোমাকে প্রীত করে, তুমি নিজগৃহে সুবর্ণনির্ম্মিত সজ্জাবিশিষ্ট অশ্বের(২) ন্যায় (বিচরণকরতঃ) সেই যজমানকে পাপ হইতে রক্ষা কর।

৯। হে অগ্নি! তুমি অমর, যে তোমাকে হব্য প্রদান করে, যে ব্যক্তি স্রুক্ সংযত করিয়া তোমার পরিচর্য্যা করে, সেই স্তোত্রকারী যেন ধনশূন্য না হয়, অনিষ্টেচ্ছু ব্যক্তির অনিষ্ট যেন তাহাকে পরিবৃত্ত করিতে না পারে।

১০। হে অগ্নি! তুমি আনন্দযুক্ত ও দীপ্তিমান্; তুমি যে মনুষ্যের সুসম্পাদিত, হিংসারহিত অন্ন ভক্ষণ কর, হে যুবতম! সেই হোতা নিশ্চয়ই প্রীত হয়েন। অগ্নির পরিচর্য্যাকারী যে যজমানের (হোতাগণ) যজ্ঞবর্দ্ধক, আমরা তাঁহারই হইব।

১১। (অশ্বপালক) যেরূপ (অশ্বগণের) কান্ত এবং দুর্ব্বহ পৃষ্ঠ সমূহ পৃথক্ করিতে পারে, বিদ্বান্ অগ্নি সেইরূপ পাপ ও পুণ্যকে পৃথক করুন। যাহাতে আমাদিগের সুপুত্রবিশিষ্ট ধন হয় তাহা করুন। তুমি দিতি ও অদিতিকে ধন দান কর এবং রক্ষা কর।

১২। মনুষ্য গৃহে নিবাসকারী অভিরক্ষত মেধাবীগণ মেধাবী অগ্নিকে (হোতা হইতে) আদেশ করিয়াছেন। হে অগ্নি! তুমি মেধাবী, তুমি যজ্ঞস্বামী, অতএব তুমি দর্শনীয় অদ্ভুত দেবগণকে উজ্জ্বল তেজোবলে অবলোকন কর।

১৩। হে যুবতম দীপ্তিমান্ অগ্নি! তুমি মনুষ্যগণের (অভিলাষ) পূরক এবং প্রণয়নযোগ্য। যে যজমান সোম অভিষব করে, তোমার স্তুতি করে এবং তোমার পরিচর্য্যা করে, তাহার রক্ষার্থে প্রভূত আহ্লাদকর উত্তম ধন দান কর।

(২) মূলে "অশ্বং ন বেষ্যাবান্" আছে। "সুবর্ণ নির্ম্মিত কক্ষ্যাবান্ অশ্বঃ।" সায়ণ। "A horse with golden caparisons."—*Wilson.*

১৪। হে অগ্নি! যেহেতু আমরাও তোমার কামনায় হস্ত পদ ও শরীর দ্বারা (কার্য্য করি), অতএব শিল্পীগণ যেরূপ রথ নির্ম্মাণ করে(৩) সেইরূপ যজ্ঞরত শোভনকর্ম্মা লোকে বাহুদ্বারা (কাষ্ঠ) মন্থন করতঃ তোমাকে উৎপন্ন করিলেন।

১৫। আমরা সাতজন প্রথম মেধাবী মাতা ঊষা হইতে বেধা (অগ্নির) নেতৃগণকে জন্ম দিয়াছি। আমরা আকাশের পুত্র অঙ্গিরা, আমরা দীপ্তি বিশিষ্ট হইয়া ধনবিশিষ্ট অদ্রিকে (অর্থাৎ জলবিশিষ্ট মেঘকে) ভেদ করিব(৪)।

১৬। হে অগ্নি! আমাদের শ্রেষ্ঠ, পুরাতন, নিয়ত যজ্ঞ রত পিতৃ পুরুষগণ বিশুদ্ধ তেজঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন(৫)। তাঁহারা উক্থ উচ্চারণ করিয়া ও তমোবিনাশ করিয়া অরুণবর্ণ (গোসমূহকে) অপাবৃত করিয়াছিলেন।

১৭। যজ্ঞাদিকর্ম্মরত দীপ্তিযুক্ত, দেবাভিলাষী স্তোতাগণ লোহের ন্যায় আপনাদিগের জন্ম নির্ম্মল করিয়াছেন। তাঁহারা অগ্নিকে দীপ্ত ও ইন্দ্রকে প্রবৃদ্ধ করতঃ চারিদিকে উপবেশন করতঃ মহান্ গোসমূহকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৮। হে তেজস্বী (অগ্নি)! যেমন অন্নবিশিষ্ট গৃহে পশু সমূহ থাকে, সেইরূপ (অঙ্গিরাগণ) দেবগণকে গোসমূহ সন্নিকটে আছে, তাহা বলিয়া দিয়াছিলেন। মর্ত্ত্যগণের জন্য উর্বশীগণ সমর্থ হইয়া ছিলেন(৬), আর্য্য অপত্য বৃদ্ধি ও মনুষ্য পোষণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(৩) মূলে "রথং ন ক্রন্তঃ" আছে। "ক্রন্তঃ" অর্থে "কারবঃ শিল্পিনঃ।" সায়ণ। এই স্থানে ও অন্যান্য অনেক স্থানে রথ নির্ম্মাণের কথা পাওয়া যায়।

(৪) বামদেব ঋষি তাঁর ছয় জন অঙ্গিরাগণের সহিত এই কথা বলিতেছেন। অঙ্গিরাগণ আদিত্যপুত্র তাহাই ইহাদ্বারা প্রকাশ করা হইতেছে। তাহার যে রেতঃ প্রথমে উদ্দীপিত হইয়াছিল তাহাই আদিত্য হইয়াছিল, পরে যাহা অঙ্গার হইয়াছিল তাহা হইতে অঙ্গিরাগণ হইল। সায়ণ। এই ঋকেও অঙ্গিরা কর্ত্তৃক অগ্নি পূজা প্রচারের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৫) মূলে "শুচি অবন্ দীধিতিং" আছে। সায়ণ "শুচি" অর্থে "দণ্ডস্থানং" করিয়াছেন। মহীধর (শুক্ল যজুঃ ১৯। ৬৯) "রবি মণ্ডলং" করিয়াছেন। "The region of pure light." *Wilson.* "বিশুদ্ধ দীধিতি অবলম্বন করতঃ সত্য-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" সত্যব্রত সামশ্রমী।

(৬) সায়ণ উর্বশী অর্থে প্রজা করিয়াছেন। ইহার পরের ঋকে ঊষাগণের কথা বলা হইয়াছে, এই ঋকে উর্বশী অর্থে ঊষা হওয়া সম্ভব। ১।২০।২ ঋকের টীকার শেষ অংশ দেখ।

১৯। হে অগ্নি! আমরা তোমার (পরিচর্য্যা) করিয়াছি। তাহাতে আমরা শোভনকর্ম্মা হইয়াছি। তমোনিবারিকা উষা সকল তেজঃ ধারণ করিতেছেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ ও বহুধা আহ্লাদকর অগ্নিকে ধারণ করিতেছেন। তুমি দ্যোতমান, আমরা তোমার মনোহর তেজের পরিচর্য্যা করিতেছি।

২০। হে বিধাতা অগ্নি! তুমি মেধাবী, আমরা তোমার উদ্দেশে এই সকল উক্‌থ উচ্চারণ করিতেছি। তুমি এইগুলি গ্রহণ কর, উদ্দীপ্ত হও, আমাদিগকে বিশেষরূপে ধনবান্ কর। তুমি অনেকের বরণীয়, তুমি আমাদিগকে অনেক ধন প্রদান কর।

---

৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে ঋত্বিক্‌গণ! যজ্ঞের অধিপতি দেবগণের আহ্বাতা, দ্যাবা-পৃথিবীর অন্নদাতা, সুবর্ণপ্রভ রুদ্র অগ্নিকে তোমার রক্ষার জন্য বজ্ররূপ মৃত্যুর পূর্ব্বেই সেবা কর(১)।

২। হে অগ্নি! পতিকামা সুবস্ত্রাচ্ছাদিতা জায়া যেমন পতির জন্য স্থান প্রস্তুত করে, সেইরূপ আমরা এই যে (উত্তরবেদিরূপ) স্থান করিতেছি, ইহাই তোমার স্থান। হে সুকর্ম্মা অগ্নি! তুমি তেজঃদ্বারা পরিবৃত হইয়া আমাদের অভিমুখে উপবেশন কর, এই সকল স্তুতি তোমার অভিমুখে উপবেশন করুক।

৩। হে স্তোতা! স্তোত্র শ্রবণ পরায়ণ, অপ্রমত্ত, মনুষ্যগণের দ্রষ্টা, সুখকর ও অমর অগ্নি দেবের উদ্দেশে স্তোত্র ও শস্ত্র পাঠ কর। প্রস্তরের ন্যায় সোমাভিষবকারী যজমান অগ্নিকে স্তব করিতেছে।

৪। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের এই কর্ম্মের দেবতা হও। হে সত্যজ্ঞ অগ্নি! তুমি সুকর্ম্মা, তুমি আমাদের স্তোত্র অবগত হও। তোমার উন্মাদ-কর স্তোত্র সকল কখন উচ্চারিত হইবে? তোমার সহিত আমাদের গৃহে কখন সখ্য জন্মিবে?।

---

(১) রুদ্র শব্দের আদি অর্থ বজ্র, ১। ৪৩। ১ ঋকের টীকা দেখ।

৫। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের পাপের জন্য কেন বরুণের নিকট নিন্দা করিয়াছ? সূর্য্যের নিকটই বা কেন নিন্দা করিয়াছ? আমাদের কি অপরাধ আছে? অভিষ্টবর্ষী মিত্র ও পৃথিবীকে কেন বলিয়াছ? অর্য্যমাকে কেন বলিয়াছ? ভগকে কেন বলিয়াছ?।

৬। যখন যজ্ঞে বর্দ্ধমান হও, তখন কেন সে কথা বল? প্রকৃষ্ট বলযুক্ত, শুভপ্রদ, সর্ব্বত্রগামী, সত্যের নেতা, বায়ুকে কেন বল? পৃথিবীকে কেন বল? মনুষ্যের বিনাশক রুদ্রকে(২) কেন বল?।

৭। মহান্, পুষ্টিপ্রদ পূষাকে কেন বল? যজ্ঞ ভাজন হবিঃ প্রদ রুদ্রকে কেন বল? বহুস্তুতি ভাজন বিষ্ণুকে পাপের কথা কেন বল? বৃহৎ শরুকে(৩) কেন সে কথা বল?।

৮। হে অগ্নি! সত্যভূত মরুৎগণকে কেন সে কথা বল? জিজ্ঞাসা করিলে মহান্ সূর্য্যকে কেন সে কথা বল? অদিতিকেও ত্বরিত গমন (বায়ুকে) কেন বল? হে সর্ব্বজ্ঞ জাতবেদা! তুমি দ্যুলোকের (কার্য্য) সাধন কর।

৯। হে অগ্নি! আমি যজ্ঞের সহিত নিত্য সম্বদ্ধ দুগ্ধ গাভির নিকট যাচ্ঞা করি। তিনি অপক্ব হইলেও মধুর পক্ব (দুগ্ধ) ধারণ করেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণা হইলেও শুভ্র, পুষ্টিপ্রদ, প্রাণধারক দুগ্ধ দ্বারা মনুষ্যগণকে পোষণ করেন।

১০। অভীষ্টবর্ষী পুমান্ অগ্নি, সত্যভূত পুষ্টিকর দুগ্ধদ্বারা সিক্ত হইতেছেন। অন্নদ (অগ্নি) একত্র অবস্থিত হইয়া সর্ব্বত্র গমন করিতেছেন, জলবর্ষক পৃশ্নি ঊধঃ হইতে দুগ্ধদোহন করিতেছেন।

১১। অঙ্গিরাগণ যজ্ঞদ্বারা গোনিরোধক পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করতঃ বিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন ও গোসমূহের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। কর্ম্ম নেতৃগণ সুখে ঊষাকে প্রাপ্ত হইলেন। পরে অগ্নি সঞ্জাত হইলে পর সূর্য্য আবির্ভূত হইলেন।

১২। হে অগ্নি! মরণরহিতা, বিঘ্নশূন্যা, মধুরজলযুক্তা নদী দেবীগণ যজ্ঞদ্বারা প্রেরিত হইয়া গমনার্থ প্রোৎসাহিত অশ্বের ন্যায় সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতেছেন।

(২) মূলে "রুদ্রায় নৃঘ্নে" আছে। বজ্রহস্ত রুদ্রের এটি উপযুক্ত বিশেষণ।
(৩) শরু অর্থে সায়ণ সম্বৎসর অথবা নিঋতি করিয়াছেন।

১৩। হে অগ্নি! যে কেহ আমাদের হিংসা করে, তাহার যজ্ঞে কখন যাইও না, কোন দুষ্টবুদ্ধি প্রতিবাসীর যজ্ঞে যাইও না, অন্য বন্ধুর যজ্ঞে যাইও না। তুমি, কুটিলচিত্ত ভ্রাতার ঋণ গ্রহণ করিও না। আমারা বন্ধুর শত্রু-দত্ত ধন ভোগ করিব না।

১৪। হে সুযজ্ঞ অগ্নি! তুমি আমাদিগের রক্ষাকারী। তুমি (হব্য দ্বারা) প্রীত হইয়া আশ্রয় দানদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি আমা-দিগকে প্রদীপ্ত কর, আমাদিগের দৃঢ় পাপ বিনাশ কর, মহান্ ও বর্দ্ধমান রাক্ষসকে বিনাশ কর।

১৫। হে অগ্নি! আমার এই অর্চ্চন মন্ত্রে তোমার মন প্রীত হউক, হে শূর! স্তোত্রের সহিত আমাদিগের অন্ন গ্রহণ কর, হে অঙ্গিরা অগ্নি! মন্ত্র গ্রহণ কর, দেবগণের উদ্দেশে প্রযুক্ত স্তুতি তোমাকে বর্দ্ধিত করুক।

১৬। হে বিধাতা অগ্নি! তুমি বিদ্বান্ ও কবি। আমি প্রাজ্ঞ, আমি তোমার উদ্দেশে ফলপ্রাপক, গূঢ়, নিশ্চয় বাক্তব্য ও কবিগ্রথিত এই সমস্ত বাক্য স্তোত্র ও শাস্ত্রের সহিত উচ্চারণ করি।

---

৪ সূক্ত।

রক্ষোবিনাশক অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে অগ্নি! ব্যাধের বিস্তীর্ণ জালের ন্যায় তোমার তেজঃ সমূহ প্রকাশ কর। রাজা যেরূপ অমাত্যের সহিত হস্তীর উপর গমন করেন(১), সেইরূপ তুমি ভয়শূন্য তেজঃ সমূহের সহিত গমন কর।

তুমি ক্ষিপ্রগামী সেনার অনুগমন করতঃ (পর সৈন্য) বিনাশ করিয়া শত্রুদিগকে বিনাশ কর, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ তেজের দ্বারা রাক্ষসগণকে ভেদ কর।

---

(১) এই ঋকে অমাত্য পরিবেষ্টিত গজস্কন্ধারূঢ় রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ঋক শুক্ল যজুর্ব্বেদে আছে, (১৩।৯) "পাত্র মিত্র সেনাবৃন্দের সহিত এবং গজস্কন্ধারূঢ় রাজা।" সত্যব্রত সামশ্রমী।

২। হে অগ্নি! তোমার ভ্রমণকারী শীঘ্রগামী রশ্মি সকল প্রসৃত হইতেছে। তুমি দীপ্তিমান্, তুমি অভিভবকারী তেজঃ রাশিদ্বারা (শত্রুদিগকে) দগ্ধ কর। শত্রুরা তোমাকে নিরোধ করিতে পারে না, তুমি জুহূদ্বারা তাপপ্রদ তেজঃ বিস্ফুলিঙ্গ ও উল্কা বিকীর্ণ কর।

৩। হে অগ্নি! তুমি অতিশয় ত্বরাবান্, তুমি (রশ্মি সমূহকে) শত্রুগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ কর। কেহ তোমাকে হিংসা করিতে পারে না। যে সকল লোক দূর হইতে আমাদের অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, অথবা যাহারা নিকটে অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তুমি তাহাদিগের নিকট হইতে এই সকল প্রজাকে রক্ষা কর। আমরা তোমারি, কোন শত্রু যেন আমাদিগকে পরিভব করিতে না পারে।

৪। হে তীক্ষ্ণ জ্বালাবিশিষ্ট অগ্নি! প্রস্তুত হও, শিখা বিস্তার কর, শত্রুগণকে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধকর। হে সমীদ্ধ অগ্নি! যে ব্যক্তি আমাদের সহিত শত্রুতাচরণ করে, তাহাদিগকে শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় দগ্ধ করিয়া ফেল।

৫। হে অগ্নি! তুমি প্রস্তুত হও, আমাদের অপেক্ষা বলবান্ শত্রুকে প্রত্যেককে দূর করিয়া দাও, তোমার দৈব তেজ আবিষ্কার কর, যাতুধানদিগের(২) দৃঢ় (ধনুঃ) জ্যাশূন্য কর এবং পূর্ব্বে পরাজিত ও অপরাজিত শত্রুগণেকে বিনাশ কর।

৬। হে যুবতম অগ্নি! তোমার আগমন শুভকর এবং তুমি প্রধান। যে তোমাকে স্তুতি করে, সে তোমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়। তুমি যজ্ঞস্বামী, তুমি তাহার জন্য সমস্ত সুদিন, সমস্ত ধন, সমস্ত রত্নাদি দান কর এবং তাহার গৃহের অভিমুখে দ্যোতিত হও।

৭। যে ব্যক্তি নিত্য সংকল্পিত হব্যদ্বারা অথবা উকথ মন্ত্রদ্বারা তোমাকে প্রীত করিতে ইচ্ছা করে, সে সৌভাগ্যবান্ ও সুদাতা হউক। আপনার কষ্ট লভ্য আয়ুঃ প্রাপ্ত হউক। সমস্ত সুদিন তাহার জন্য হউক। সে যজ্ঞ (ফলসাধনসমর্থ) হউক।

(২) অর্থাৎ প্রাণীগনের ক্লেশদায়ীদিগকে। সায়ণ।

৮। হে অগ্নি! তোমার অনুগ্রহ বুদ্ধির পূজা করি। তোমার উদ্দেশে উচ্চারিত বাক্য প্রতিধ্বনিতঃ হইয়া তোমার স্তুতি করুক। আমরা উত্তম রথ ও উত্তম অশ্ববিশিষ্ট হইয়া তোমার পরিচর্য্যা করিব। তুমি প্রত্যহ আমাদিগের ধন ধারণ করিবে।

৯। হে অগ্নি! তুমি রাত্রিদিন প্রদীপ্ত হইতেছ। এখানে লোকে প্রত্যহ আপনি তোমার সমীপে তোমার প্রচুর পরিচার্য্যা করিতেছে। আমরাও শত্রুগণের ধন আত্মসাৎ করতঃ বিহার করিয়া প্রসন্নমতে তোমার পরিচর্য্যা করিতেছি।

১০। হে অগ্নি! সুন্দর অশ্ব ও হিরণ্য বিশিষ্ট, যে ব্যক্তি ধনপূর্ণ রথের সহিত তোমার সমীপে গমন করে, তুমি তাহার রক্ষক হও। যে ব্যক্তি তোমাকে যথাক্রমে অতিথি যোগ্য পূজা প্রদান করে, তুমি তাহার সখা হও।

১১। হে হোতা, যুবতম, প্রজ্ঞাবান্ অগ্নি! স্তোত্রদ্বারা যে বন্ধুতা উৎপন্ন হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমি মহান্ শত্রুদিগকে ভঙ্গ করি। এই সকল বাক্য পিতা গোতমের নিকট হইতে আমার নিকট আসিয়াছে। তুমি শত্রুবিনাশক, আমাদিগের এই বাক্য অবগত হও।

১২। হে সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি! তোমার রশ্মি সকল সর্ব্বদা জাগরূক, সর্ব্বদা গমনস্বভাব, সুখান্বিত, অনলস, শুভকর, অশ্রান্ত, পরস্পর সঙ্গত, ও রক্ষণক্ষম; তাহারা এই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুক।

১৩। হে অগ্নি! তোমার যে রক্ষণক্ষম রশ্মিসকল কৃপা করিয়া মমতার পুত্র চক্ষুহীন (দীর্ঘতমাকে) শাপ হইতে রক্ষা করিয়াছিল, তুমি সর্ব্বপ্রজ্ঞাবান্, তুমি সেই উত্তম হিতকর রশ্মি সকলকে বিশেষরূপে পালন করিতেছ। তাঁহার শত্রুরা তাঁহাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াও বিনাশ করিতে পারে নাই।

১৪। হে অগ্নি! তুমি গমনে লজ্জাশূন্য। আমরা তোমার অনুগ্রহে সমান ধনবিশিষ্ট ও তোমা কর্তৃক রক্ষিত হইয়া তোমার অনুজ্ঞায় অন্ন লাভ করি। হে সত্য বিস্তারক পাপ নাশক! উভয়বিধ শত্রুকে বিনাশ কর, যথাক্রমে সমস্ত কার্য্য কর।

১৫। হে অগ্নি! এই প্রদীপ্ত স্তুতিদ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করি। তুমি আমাদের কথা মান, এই স্তোত্র গ্রহণ কর, স্তুতি বিহীন রাক্ষসদিগকে ভস্মসাৎ কর। হে মিত্রগণের পূজনীয় অগ্নি! শত্রু ও নিন্দকদিগের পরিবাদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর(৩)।

---

(৩) স্তুতিশূন্য নিন্দক রাক্ষসগণ কি অনার্য্য যজ্ঞ বিরোধী বর্ব্বর জাতি নহে? ১।২১।৫ ঋকের টীকা দেখ।

পঞ্চম অধ্যায়।

---

৫ সূক্ত।

বৈশ্বানর নামক অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। আমরা কি প্রকারে সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া বৈশ্বানর নামক অভীষ্টবর্ষী, মহান্, দীপ্তিমান্ অগ্নিকে (হব্য) প্রদান করিব? স্তম্ভ যেরূপ ছাদকে ধারণ করে, সেইরূপ তিনি সম্পূর্ণ এবং বৃহৎ শরীর দ্বারা (দ্যুলোক) ধারণ করেন।

২। যে অগ্নিদেব হব্যযুক্ত হইয়া পরিপক্ক বুদ্ধিবিশিষ্ট মর্ত্ত্যকে এই ধন দান করিয়াছেন, তাঁহাকে নিন্দা করিও না। তিনি মেধাবী, অমর ও প্রজ্ঞাবান্, তিনি বৈশ্বানর, নেতৃশ্রেষ্ঠ এবং মহান্।

৩। (মধ্যম ও উত্তম স্থান) দ্বয় পরিব্যাপী, তীক্ষ্ণ তেজোবিশিষ্ট, প্রভূত সারবান্, অভীষ্টবর্ষী, ধনবান্ অগ্নি গাভীর পদ চিহ্নের ন্যায় অত্যন্ত গূঢ়। তিনি জ্ঞাতব্য, মহৎ স্তোত্র বিশেষরূপে অবগত হইয়া (আমাদিগকে) বলুন।

৪। বিদ্বান্ মিত্র ও বরুণের প্রিয় এবং ধ্রুব কর্ম্মে যাহারা বাধা দেয়, সুন্দর ধর্মবিশিষ্ট ও তীক্ষ্নদন্ত অগ্নি অত্যন্ত সন্তাপকর তেজোদ্বারা তাহাদিগকে দগ্ধ করুন।

৫। ভ্রাতৃরহিতা বিপথগামিনী যোষিতের ন্যায়, পতি বিদ্বেষিণী দুষ্টচারিণী ভার্য্যার ন্যায়, পাপী অনৃত, অসত্য লোকে এই গভীর পদ উৎপাদন করিয়াছে(১)।

---

(১) এই ঋকে ভ্রাতৃ রহিতা ও পতি বিদ্বেষিণী নারীর বিপথ গমনের উল্লেখ আছে। "গভীর পদ" কি? সায়ণ বলেন নরক স্থান। কিন্তু ঋগ্বেদে স্বর্গ ও পরকালের সুখের কথা আছে, নরকের কোন ও উল্লেখ নাই, নরকের কথাগুলি পৌরাণিক। "গভীর পদ" অর্থ বোধ হয় জগতে শোক ও কষ্টের অবস্থা।

৬। হে পাবক অগ্নি! আমি তোমার কর্ম্ম পরিত্যাগ করি না। ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে গুরু ভারের ন্যায় তুমি আমাকে প্রভূত ধন দান কর। সে ধন শত্রুধর্ষক, অন্নযুক্ত, অন্যের অনবগাহনীয়, মহৎ, স্পর্শনযোগ্য এবং সপ্ত প্রকার(২)।

৭। এই সুযোগ্য এবং শোধয়িত্রী স্তুতি, উপযুক্ত পূজাবিধির সহিত সকলের প্রতি সমান সেই (বৈশ্বানরের) নিকট শীঘ্র গমন করুক। সেই বৈশ্বানরের আরোহনকারী দীপ্ত (মণ্ডল, অর্থাৎ সূর্য্য,) পৃথিবীর নিকট হইতে অচল দ্যুলোকের উপরে বিচরণ করিবার জন্য পূর্ব্বদিকে আরোপিত হইয়াছে।

৮। (লোকে) বলে যে (দোগ্ধাগণ) জলের ন্যায় যে (দুগ্ধ) দোহন করে, সেই দুগ্ধ (বৈশ্বানর) গুহাতে লুকাইয়া রাখেন এবং তিনি বিস্তীর্ণা পৃথিবীর প্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ স্থান রক্ষা করেন। আমার এই বাক্যের পর আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে?।

৯। ক্ষীর প্রসবিনী গাভী (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে) যাঁহাকে সেবা করে, যিনি অন্তরীক্ষে অত্যন্ত দীপ্তি পান, যিনি গুহাতে নিহিত এবং যিনি শীঘ্র স্যন্দমান ও শীঘ্র গমনকারী, আমি সেই পূজ্য মহান্ (দেব) সমূহকে(৩) জানিতে পারিয়াছি।

[illegible] পিতৃ মাতৃস্বরূপ (দ্যাবাপৃথিবী) মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া [illegible] (বৈশ্বানর) গাভীর (উধোদেশে) নিগূঢ় রমণীয় (দুগ্ধ) মুখের [illegible] পান করিবার জন্য প্রবোধিত হয়েন। অভীষ্টবর্ষী, দীপ্ত এবং প্রবৃত্ত [illegible] জিহ্বা মাতা গাভীর [illegible]ঃপ্রদেশরূপ) উৎকৃষ্ট স্থানের সমীপে বি[illegible]

১১। [illegible] নমস্কার পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্য বলিতেছি। হে জাতবেদা! তোমাকে স্তুতি করিয়া যদি এই (ধনলাভ করি) তুমি উহার

(২) মূলে "সপ্ত ধাতু" আছে। সাত প্রকার গ্রাম্য পশু ও সাত প্রকার অরণ্যের পশু। সায়ণ। "Consisting of seven elements."—*Wilson.*

(৩) অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল রূপ বৈশ্বানর। সায়ণ।

স্বামী। তুমি সমস্ত ধনের স্বামী, পৃথিবীতে যে ধন আছে এবং দ্যুলোকে যে ধন আছে, তুমি (সে সমুদয়ের) স্বামী।

১২। এই (ধনের) সাধনভূত ধন কি? ইহার হিতকর ধন কি? হে জাতবেদা! তুমি অভিজ্ঞ, তুমি আমাদিগকে বল। তুমি আমাদিগকে এই ধন প্রাপ্তি মার্গের গূঢ় এবং উৎকৃষ্ট (উপায়) বল। আমরা যেন নিন্দনীয় হইয়া গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত না হই।

১৩। (পূর্ব্ব প্রভৃতি) সীমা কি? পদার্থজ্ঞান কি? অভিলষণীয় (পদার্থ সমূহ) বা কি? শীঘ্রগামী (অশ্ব) যেরূপ সংগ্রামাভিমুখে গমন করে, সেইরূপ আমরা (এই সকল) অভিগত হইব। দ্যুতিমতী, মরণরহিত (আদিত্যের) পত্নী প্রসবিত্রী উষা, কোন সময়ে আমাদিগের জন্য প্রকাশিত হইয়া ব্যাপ্ত হইবেন?।

১৪। হে অগ্নি! লোকে অন্নরহিত উক্থমন্ত্রে এবং আরোপণীয় অল্পাক্ষর বাক্যে তৃপ্ত না হইয়া এখানে তোমাকে কি বলিতেছে(৪)? (হবিঃ প্রভৃতি) সাধনরহিত ব্যক্তিগণ দুঃখ প্রাপ্ত হউক।

১৫। সমিদ্ধ, অভীষ্টবর্ষী এবং নিবাসপ্রদ অগ্নির তেজঃসমূহ মঙ্গলের জন্য যজ্ঞগৃহে দীপ্তি পাইতেছে। তিনি দীপ্ত তেজকে পরিধান করেন, অতএব তাঁহার রূপ দর্শনীয়, তিনি অনেক (যজমান কর্ত্তৃক) স্তুত হইয়া বনবান্ রাজার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন।

---

৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বামদেব

১। হে যজ্ঞের হোতা অগ্নি! তুমি যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, তুমি যজ্ঞে আমাদিগের ঊর্দ্ধে অবস্থান কর। তুমি (শত্রুগণের) ধন জয় কর, তুমি স্তোতার স্তুতি প্রবর্দ্ধিত কর।

---

(৪) অর্থাৎ হবির্বিহীন বাক্যদ্বারা কিছু লাভ করিতে পারা যায় না। ইহাই বলিতেছে। সায়ণ।

২। বিজ্ঞ, হোতা, হর্ষয়িতা, প্রকৃষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট অগ্নি, যজ্ঞে প্রজাগণের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছেন। অনন্তর তিনি ঊর্দ্ধে দীপ্তি আশ্রয় করেন এবং স্তম্ভের ন্যায় দ্যুলোকের উপরে ধূম ধারণ করেন।

৩। সংযত ও পুরাতন (জুহূ) ঘৃত পূর্ণ হইতেছে। যজ্ঞ বিস্তারকারী (অধ্বর্য্যু) প্রদক্ষিণ করিতেছেন। নবজাত যূপ উন্নত হইতেছেন, আক্রমণকারী সুদীপ্ত কুঠার পশুর নিকট গমন করিতেছে।

৪। কুশ বিস্তৃত হইলে এবং অগ্নি সমিদ্ধ হইলে অধ্বর্য্যু (দেবগণকে) প্রীত করিবার জন্য উত্থিত হয়েন। হোতা পুরাতন অগ্নি (অল্প হব্যকে) বহু করিয়া পশুপালকের ন্যায় পশুর চতুর্দ্দিকে তিনবার গমন করেন।

৫। হোতা, হর্ষদাতা, মিষ্টভাষী এবং যজ্ঞবান্ অগ্নি পরিমিতগতি হইয়া (পশুর) চতুর্দ্দিকে গমন করেন, (অগ্নির) দীপ্তিসমূহ অশ্বের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়, অগ্নি যখন প্রদীপ্ত হয়েন, তখন সমস্ত ভূতজাত ভীত হয়।

৬। হে সুন্দর শিখা বিশিষ্ট অগ্নি! তুমি ভীতিজনক এবং সর্ব্বব্যাপ্ত। তোমার মনোহর এবং কল্যাণী মূর্ত্তি সম্যক্‌রূপে দৃষ্ট হয়। (রাত্রি) অন্ধকারের দ্বারা তোমার দীপ্তি নিবারণ করিতে পারে না এবং ধ্বংসকগণ তোমার শরীরে পাপ জন্মাইতে পারে না।

৭। যে জনয়িতা (বৈশ্বানরের) দান কেহ নিবারণ করিতে পারে না। এবং মাতা পিতা (দ্যাবাপৃথিবী) যাঁহাকে প্রেরণ করিতে শীঘ্র সক্ষম হন না, সেই সুতৃপ্ত এবং পাবক অগ্নি মনুষ্য লোকের মধ্যে সখার ন্যায় দীপ্তি পান।

৮। মনুষ্য লোকদিগের মধ্যে দশটি ভগিনী (অর্থাৎ অঙ্গুলি) নারীদিগের ন্যায় অগ্নিকে উৎপাদন করিয়াছে। সেই অগ্নি উষাকালে বুধ্যমান, হব্যভোজী, দীপ্তিমান, সুন্দরবদন এবং তীক্ষ্ণ কুঠারের ন্যায় (শত্রুহন্তা)।

৯। হে অগ্নি! তোমার সেই অশ্বগণ যজ্ঞাভিমুখে আহূত হইতেছে। তাহাদিগের (নাসা হইতে) ফেন নির্গত হয়, তাহারা রোহিত, ঋজুগামী, সুন্দরগামী, দীপ্তিমান, যুবা, সুগঠিত এবং দর্শনীয়।

১০। হে অগ্নি! তোমার সেই অভিভবকারী, গমনশীল, দীপ্ত এবং পূজনীয় রশ্মি সমূহ মরুৎগণের ন্যায় অত্যন্ত ধ্বনি করতঃ শ্যেন পক্ষীর ন্যায় গন্তব্য স্থানে গমন করে।

১১। হে সমিদ্ধ (অগ্নি)! তোমার জন্য স্তোত্র করা হইয়াছে, (হোতা) উক্থ উচ্চারণ করিতেছে এবং (যজমান) যজ্ঞ করিতেছে। অতএব তুমি আমাদিগকে দান কর। মনুষ্যগণ (ধন) অভিলাষ করত মনুষ্যগণের প্রশংসা যোগ্য হোতা অগ্নিকে পূজা করিয়া উপবিষ্ট হইয়াছে।

৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। অপ্নবান আদি ভৃগুবংশীয়গণ বনমধ্যে বিচিত্র দর্শন এবং সমস্ত লোকের ঈশ্বর, যে অগ্নিকে প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন, সেই হোতা, যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ, স্তুতিভাজন ও দেবশ্রেষ্ঠ অগ্নি যজ্ঞকারীগণ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছেন।

২। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিমান্ এবং মনুষ্যগণের স্তুতিযোগ্য, তোমার দীপ্তি কখন প্রসৃত হইবে? মর্ত্ত্যগণ তোমাকে গ্রহণ করিতেছে।

৩। মায়ারহিত, বিজ্ঞ, নক্ষত্র পরিবৃত দ্যুলোকসদৃশ এবং সমস্ত যজ্ঞের বৃদ্ধিকারক অগ্নিকে মনুষ্যগণ দর্শন করতঃ প্রত্যেক যজ্ঞগৃহে গ্রহণ করে।

৪। যে অগ্নি সমস্ত প্রজাগণকে অভিভূত করেন, সেই শীঘ্রগামী যজমানের দূত, কেতুস্বরূপ ও দীপ্তিমান্ অগ্নিকে মনুষ্যগণ সমস্ত প্রজাগণের জন্য আনয়ন করিয়াছেন।

৫। সেই হোতা, বিদ্বান্ অগ্নিকে মনুষ্যগণ যথাস্থানে উপবিষ্ট করাইয়াছেন। তিনি রমণীয়, পবিত্র দীপ্তিবিশিষ্ট, যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ এবং সপ্ত তেজোযুক্ত।

৬। মাতৃস্বরূপ (জলসমূহে) এবং বৃক্ষ সমূহে বিদ্যমান, কমনীয়, অসেবিত, বিচিত্র, গুহা নিহিত, বিজ্ঞ এবং সর্ব্বত্র হব্যগ্রাহী সেই অগ্নিকে (উপবিষ্ট করাইয়াছেন)।

৭। দেবগণ নিদ্রা হইতে বিযুক্ত হইয়া, যে (অগ্নিকে) জলের স্থানস্বরূপ সমস্ত যজ্ঞে প্রীত করেন, সেই মহান্, সত্যবান্ অগ্নি নমস্কার পূর্ব্বক দত্ত হব্য গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদাই যজ্ঞ অবগত হয়েন।

৮। হে অগ্নি! তুমি বিদ্বান্, তুমি যজ্ঞের দূতকার্য্য জান। তুমি দ্যাবাপৃথিবী এই উভয়ের মধ্যে স্থিত (অন্তরীক্ষকে) জান, তুমি পুরাতন, তুমি (অল্প হব্যকে) বহু করিয়া থাক, তুমি বিদ্বান্, শ্রেষ্ঠ এবং দেবগণের দূত। তুমি স্বর্গের আরোহণ যোগ্য (স্থানে) গমন করিয়া থাক।

৯। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিমান্। তোমার বর্ত্ম কৃষ্ণবর্ণ এবং তোমার দীপ্তি পুরবর্ত্তিনী। তোমার সঞ্চরণশীল তেজঃ সকল তেজঃ পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তোমাকে না পাইয়া (যজমানগণ) (তোমার উৎপত্তির হেতুভূত কাষ্ঠদ্বয়রূপ) গর্ভ ধারণ করে। তুমি উৎপন্ন হইয়া সদ্যই দূত হইয়া থাক।

১০। সদ্যোজাত (অগ্নির) তেজঃ দৃষ্ট হয়। যখন বায়ু অগ্নির শিখাকে লক্ষ্য করিয়া প্রবাহিত হয়, তখন অগ্নি বৃক্ষ সমূহে তীক্ষ্ণ শিখা সংযুক্ত করেন এবং স্থির অন্নরূপ (কাষ্ঠাদিকে) তেজঃদ্বারা বিখণ্ডিত করেন।

১১। অগ্নি অন্নভূত (কাষ্ঠাদিকে) ক্ষিপ্রগামী (রশ্মি সমূহ দ্বারা) শীঘ্র দগ্ধ করেন। মহান্ অগ্নি আপনাকে ক্ষিপ্রগামী দূত করেন, তিনি কাষ্ঠ সমূহকে বিশেষরূপে দগ্ধ করতঃ বায়ুর বলের সহিত সঙ্গত হয়েন, (অশ্বসাদী) যেরূপ অশ্বকে বলবান্ করে ও প্রেরণ করে, সেইরূপ গমনশীল অগ্নি (স্বীয় রশ্মিকে) বলবান্ করেন ও প্রেরণ করেন।

---

৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে অগ্নি! আমি স্তুতিদ্বারা তোমাকে বর্দ্ধিত করি। তুমি দূত, সর্ব্ববিৎ, হব্যবাহী, অমর এবং যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ।

২। তিনি ধন দান করিতে জানেন, তিনি মহান্, তিনি দ্যুলোকের আরোহণযোগ্য (স্থান) জানেন। তিনি দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।

৩। তিনি দ্যুতিমান্, তিনি (যজমানগণকে) দেবগণের নিকট নমস্কার করাইতে জানেন। তিনি যজ্ঞগৃহে যজ্ঞাভিলাষী ব্যক্তিকে অভীষ্ট ধন দান করেন।

৪। তিনি হোতা, তিনিই দূতকার্য্য অবগত হইয়া এবং দ্যুলোকের আরোহণযোগ্য (স্থান) বিদিত হইয়া (দ্যাবাপৃথিবীর) মধ্যে গমন করেন।

৫। যাহারা অগ্নিকে হব্যদান করিয়া প্রীত করে, যাহারা তাঁহাকে পুষ্ট করতঃ কাষ্ঠদ্বারা প্রদীপ্ত করে, আমরা যেন সেইরূপ (যজমান) হইতে পারি।

৬। যাহারা অগ্নির পরিচর্য্যা করে, তাহারা (অগ্নিকে) ভজনা করিয়া ধনদ্বারা বিখ্যাত হয় এবং তাহারা পুত্রপৌত্রাদিদ্বারা বিখ্যাত হয়।

৭। অনেকের স্পৃহনীয় ধন আমাদিগের নিকট প্রতিদিন আগমন করুক, অন্ন আমাদিগকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করুক।

৮। তিনি মেধাবী, তিনি বলদ্বারা মনুষ্যগণের বিনাশযোগ্য (দুরিত) বিশেষরূপে নাশ করুন।

---

৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি (আমাদিগকে) সুখী কর। তুমি মহান্, তুমি দেবাভিলাষী ব্যক্তির নিকট কুশে উপবেশন করিবার জন্য আগমন কর।

২। অগ্নিকে কেহ হিংসা করিতে পারে না। তিনি মনুষ্যলোকদিগের মধ্যে প্রকৃষ্টরূপে গমন করেন এবং অমর। তিনি সমস্ত দেবগণের দূত হউন।

৩। তিনি যজ্ঞগৃহে নীত হয়েন। তিনি যজ্ঞসমূহে স্তুতিযোগ্য হইয়া হোতা হয়েন, অথবা পোতা হইয়া উপবেশন করেন।

৪। অথবা অগ্নি যজ্ঞে গৃহিণী হয়েন(১) অথবা যজ্ঞগৃহে গৃহপতি হয়েন, অথবা ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ হইয়া উপবেশন করেন।

৫। তুমি যজ্ঞাভিলাষীগণের উপবক্তা। তুমি মনুষ্যজনের হব্য কামনা করিয়া থাক।

৬। তুমি হব্য বহন করিবার জন্য যে মনুষ্যের যজ্ঞ সেবা কর, তাহার দৌত্য কার্য্য কামনা কর।

৭। হে অঙ্গিরা! তুমি আমাদিগের অধ্বর সেবা কর, আমাদিগের যজ্ঞ সেবা কর এবং আহ্বান শ্রবণ কর।

৮। তুমি যে রথদ্বারা সমস্ত (দিকে গমন করিয়া) হব্য প্রদাতাকে রক্ষা কর, তোমার সেই অহিংসনীয় রথ আমাদিগের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হউক।

---

১০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে অগ্নি! আমরা অদ্য দেব প্রাপক(১) স্তুতিদ্বারা তোমাকে বর্দ্ধিত করিব। তুমি অশ্বের ন্যায় (হব্য বাহক)(২) এবং ক্রতুর ন্যায় (উপকারী)। তুমি উগ্র এবং হৃদয়গ্রাহী।

২। হে অগ্নি! তুমি এক্ষণেই ভজনীয়, প্রবৃদ্ধ, (অভীষ্ট ফল) সাধক সত্যভূত ও মহান্ যজ্ঞের নেতা হইয়াছ।

৩। হে অগ্নি! তুমি জ্যোতির্ম্মান্ সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত তেজোযুক্ত এবং প্রসন্নান্তঃকরণ। তুমি আমাদিগের এই স্তোত্রদ্বারা নীত হইয়া আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর।

---

(১) মূলে "গ্না" আছে। গ্না শব্দের সচরাচর অর্থ দেবপত্নী, এস্থানে যজ্ঞসাধনকারিণী গৃহিণী হওয়াই সম্ভব, কেন না পরেই গৃহপতির উল্লেখ আছে। সায়ণ গ্না অর্থে গমনশীল অধ্বর্য্যু করিয়াছেন।

---

(১) মূলে "ওহৈঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন ইন্দ্রাদি প্রাপক। মহীধর এবং মহীধরকে অবলম্বন করিয়া সত্যব্রত সামশ্রমী অর্থ করিয়াছেন "ফল প্রদ।" (শুক্ল যজুঃ ১৫। ৪৪)।

(২) মহীধর অশ্বমেধের অশ্বের ন্যায় এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

৪। হে অগ্নি! অদ্য আমরা বাক্যদ্বারা তোমাকে স্তুতি করত হব্য দান করিব। আকাশের রশ্মি সদৃশ তোমার শোধক (শিখাসমূহ) শব্দ করিতেছে।

৫। হে অগ্নি! তোমার প্রিয়তমা দীপ্তি দিবারাত্র অলঙ্কারের ন্যায় (পদার্থসমূহকে) শোভিত করিবার জন্য (তাহাদের) সমীপে শোভা পাইতেছে।

৬। হে অন্নবান্ অগ্নি! তোমার মূর্ত্তি শোধিত ঘৃতের ন্যায় পাপ-রহিত। তোমার শুদ্ধ হিরণ্যরূপ তেজঃ অলঙ্কারের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে।

৭। হে সত্যবান্ অগ্নি! তুমি (যজমান কর্ত্তৃক) কৃত, চিরন্তন পাপ মর্ত্ত্য যজমান হইতে নিশ্চয়ই দূর করিয়া থাক।

৮। হে অগ্নি! তোমরা দ্যুতিমান্, তোমাদিগের প্রতি আমাদিগের সখ্য এবং ভ্রাতৃভাব মঙ্গলজনক হউক। (দেবগণের) স্থানে সমস্ত যজ্ঞে উহা আমাদিগের নাভি স্বরূপ(৩)।

---

১১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে বলবান্ অগ্নি! তোমার মঙ্গলকর তেজঃ সূর্য্যের সন্নিধানভূত (দিবসে) দীপ্তি পায়। তোমার দীপ্তিশালী এবং দর্শনীয় (তেজঃ) রাত্রিতেও দৃষ্ট হয়। তুমি রূপবান্, তোমার উদ্দেশে স্নিগ্ধ এবং দর্শনীয় অন্ন (হুত হয়)।

২। হে বহুজন্মা অগ্নি! তুমি যজ্ঞে স্তুত হইয়া স্তুতিকারীর জন্য স্বর্গদ্বার বিমুক্ত কর(১)। হে সুন্দর তেজোবিশিষ্ট (অগ্নি)! তুমি

---

(৩) অর্থাৎ বন্ধনস্বরূপ। সায়ণ।

---

(১) মূলে "খং বিধাহি" আছে। "খং" অর্থে স্বর্গ। "পুন্য লোকস্য দ্বারং।" সায়ণ। "Heaven."—*Wilson.*

দেবগণের সহিত (যজমানকে) যে (ধন) দান করিয়া থাক, আমাদিগকে সেই প্রভূত এবং অভিলষণীয় ধন দান কর।

৩। হে অগ্নি! কর্ম্ম তোমা হইতে উৎপন্ন হয়, স্তুতি সমুদয় তোমা হইতে উৎপন্ন হয় এবং আরাধনযোগ্য উক্থ সমুদয় তোমা হইতে উৎপন্ন হয়। সত্যকর্ম্মা ও হব্যদাতা মনুষ্যের জন্য বীর্য্যযুক্ত রূপ এবং ধন তোমা হইতে উৎপন্ন হয়।

৪। হে অগ্নি! বলবান্, হব্যবাহক, মহান্, যজ্ঞকারী ও সত্যবলবিশিষ্ট (পুত্র) তোমা হইতে উৎপন্ন হয়; দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত সুখপ্রদ ধন তোমা হইতে উৎপন্ন হয়; অপ্রতিহত গতিবিশিষ্ট বেগগামী অশ্ব তোমা হইতে উৎপন্ন হয়।

৫। হে অমর অগ্নি! দেবাভিলাষী মনুষ্যগণ তোমাকে স্তুতিদ্বারা পরিচর্য্যা করে। তুমি (দেবগণের) প্রথম এবং দীপ্তিমান্, তোমার জিহ্বা (দেবগণকে) হৃষ্ট করে। তুমি পাপ সকল পৃথক্ করিয়া থাক, এবং (রাক্ষস সকলকে) দমন করিতে মানস করিয়া থাক। তুমি গৃহপতি এবং অমূঢ়।

৬। হে বলের পুত্র অগ্নি! তুমি রাত্রিতে মঙ্গলজনক এবং দ্যুতিমান্ হইয়া আমাদিগের মঙ্গলের জন্য সেবা করিয়া থাক। যেহেতু তুমি (যজমানগণকে) বিশেষরূপে পালন করিয়া থাক, অতএব তুমি আমাদিগের নিকট হইতে অমতি দূর কর, আমাদিগের নিকট হইতে পাপ দূর কর এবং আমাদিগের নিকট হইতে সমস্ত দুর্ম্মতি দূর কর।

---

১২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে অগ্নি! যে ব্যক্তি স্রুক্ সংযত করিয়া তোমাকে প্রদীপ্ত করে, যে ব্যক্তি তোমাকে প্রতিদিবস তিন বার করিয়া হব্য দান করে, হে জাতবেদা! সেই ব্যক্তি তোমার তৃপ্তিকর কার্য্যদ্বারা তোমার প্রসহমান তেজঃ অবগত হইয়া ধন দ্বারা (শত্রুদিগকে) পরাভব করে।

২। হে অগ্নি! যে ব্যক্তি তোমার জন্য কাষ্ঠ আহরণ করে, হে মহান্ অগ্নি! যে ব্যক্তি (কাষ্ঠ অন্বেষণে) শ্রান্ত হইয়া তোমার তেজের

পরিচর্য্যা করতঃ রাত্রিকালে এবং দিবাকালে তোমাকে প্রদীপ্ত করে, [illegible] ব্যক্তি পুষ্টিলাভ করতঃ এবং শত্রুগণকে বিনাশ করতঃ ধন লাভ করে।

৩। অগ্নি মহৎ বলের স্বামী, [illegible]ষ্ট অন্নের এবং ধনের স্বামী। যুবতম, অন্নবান্ অগ্নি পরিচর্য্যাকারী মনুষ্যকে রত্ন যুক্ত করেন।

৪। হে যুবতম অগ্নি! যদ্যপি তোমার পরিচারকগণের মধ্যে আমরা অজ্ঞান বশতঃ কোন পাপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি আমাদিগকে পৃথিবীর নিকট সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ করিয়া দাও। হে অগ্নি! আমাদিগের সর্ব্বত্র বিদ্যমান পাপ সকল শ্লথ করিয়া দাও।

৫। হে অগ্নি! আমরা তোমার সখা, আমরা দেবগণের এবং মনুষ্যগণের নিকট (যে পাপ করিয়াছি), সেই মহৎ এবং বিস্তৃত পাপ হইতে যেন আমরা সর্ব্বদা বিঘ্ন না পাই। তুমি আমাদিগের পুত্র এবং পৌত্রকে (পাপের) শান্তি ও (পুন্যজনিত) সুখ দান কর।

৬। হে পূজার্হ বসুসমূহ! তুমি যেরূপে সেই বদ্ধপদ গৌরী গাভীকে বিমুক্ত করিয়াছিলে, সেইরূপ আমাদিগকে পাপ হইতে বিমুক্ত কর। হে অগ্নি! তোমা কর্ত্তৃক প্রবৃদ্ধ আমাদের আয়ুকে প্রবৃদ্ধ কর।

---

১৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অথবা যে মন্ত্রে যে দেবতার নাম উল্লেখ আছে, সেই মন্ত্রের সেই দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। শোভনান্তঃকরণ অগ্নি তমোনিবারিণী ঊষার পূর্ব্ববর্ত্তী রত্ন প্রকাশক কালে প্রবৃদ্ধ হইতেছেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যজমানের গৃহে গমন কর। সূর্য্যদেব জ্যোতির সহিত উদিত হইতেছেন।

২। সবিতাদেব উন্মুখ কিরণ বিকাশ করিতেছেন। যখন (রশ্মিসমূহ) সূর্য্যকে দ্যুলোকে আরোহণ করান, বলবান্ (বৃষভ) যেরূপ গাভীকে কামনা করতঃ ধূলি বিকীর্ণ করিয়া তাহার অনুগমন করে, সেইরূপ তখন বরুণ, মিত্র এবং (অন্যান্য দেবগণ) নিজ নিজ কর্ম্মের অনুগমন করেন।

৩। স্থিরনিবাস (দেবগণ) কার্য্য পরিত্যাগ না করিয়া সর্ব্বতোভাবে অন্ধকার দূর করিবার জন্য যে সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, মহান্, [illegible]সংখ্যক অশ্বগণ সমস্ত [illegible] জ্ঞাতা সেই সূর্য্যকে বহন করে।

৪। হে দ্যুতিমান্ (সূর্য্য)! তুমি তন্তুরূপ (রশ্মি সমূহ) বিস্তার করতঃ কৃষ্ণবর্ণা রাত্রিকে তিরোহিত করিয়া, অত্যন্ত বহন সমর্থ (অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক) গমন করিতেছ। কম্পনযুক্ত সূর্য্য রশ্মিসমূহ অন্তরীক্ষ মধ্যে চর্ম্মের ন্যায় স্থিত অন্ধকার দূর করে।

৫। কেহ এই অদূরবর্ত্তী সূর্য্যকে বদ্ধ করিতে পারে না, ইনি যখন অধোমুখে থাকেন, কেহ ইহাকে কোন প্রকার বাধা দিতে পারে না। ইনি কোন্ বলে ঊর্দ্ধ মুখে ভ্রমণ করেন? কে জানে, যে দ্যুলোকে সমবেত স্তম্ভস্বরূপ (সূর্য্য) স্বর্গকে ধারণ করেন?।

---

১৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অথবা যে মন্ত্রে যে দেবতার নাম উল্লেখ আছে, সেই মন্ত্রের সেই দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। জাতবেদা অগ্নিদেব তেজে দীপ্যমান ঊষা সময়ে প্রবৃদ্ধ হইতেছেন। হে প্রভূত গমনশালী অশ্বিদ্বয়! তোমরা রথযোগে আমাদিগের যজ্ঞাভিমুখে আগমন কর।

২। সবিতাদেব সমস্ত ভুবনকে আলোকযুক্ত করতঃ ঊর্দ্ধমুখ কিরণ আশ্রয় করিতেছেন। সর্ব্বদর্শী সূর্য্য স্বকীয় কিরণে দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরীক্ষকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন।

৩। ধনধারিণী, অরুণবর্ণা, জ্যোতিঃশালিনী, মহতী, রশ্মিবিচিত্রিতা, বিদুষী ঊষা আগমন করিয়াছেন। ঊষাদেবী (প্রাণীগণকে) জাগরিত করতঃ সুখদানের জন্য সুযোজিত রথে গমন করেন।

৪। (হে অশ্বিদ্বয়)! ঊষা প্রকাশিত হইলে পর, অত্যন্ত বহনক্ষম গমনশীল সেই অশ্বগণ তোমাদিগকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুক। হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! এই সোম তোমাদিগকে এই যজ্ঞে সোম পানে হৃষ্ট করুক।

৫। (কেহ) এই অদূরবর্ত্তী সূর্য্যকে বদ্ধ করিতে পারে না। ইনি যখন অধোমুখে থাকেন (কেহ) ইহাকে কোন প্রকারে বাধা দিতে পারে না। ইনি কোন্ বলে ঊর্দ্ধমুখে ভ্রমণ করেন? কে জানে, যে দ্যুলোকের সমবেত স্তম্ভ স্বরূপ (সূর্য্য) স্বর্গকে ধারণ করেন।

---

১৫ সূক্ত।

প্রথম ছয়টী ঋকের অগ্নি দেবতা। সপ্তম ও অষ্টম ঋকের সোমকরাজা দেবতা। নবম ও দশম ঋকের অশ্বিদ্বয় দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হোতা এবং দেবগণের মধ্যে দীপ্তিমান্ এবং যজ্ঞার্হ অগ্নি আমাদিগের যজ্ঞে অশ্বের ন্যায় পরিনীত হয়েন।

২। অগ্নি দেবগণের জন্য অন্ন ধারণ করতঃ যজ্ঞে (প্রতিদিবস) তিনবার রথীর ন্যায় পরিগমন করেন।

৩। রত্ন দানকারী অগ্নি অন্নপতি, কবি এবং হব্যদাতাকে হব্যের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত করেন।

৪। যে অগ্নি দেববাতের পুত্র সৃঞ্জয়ের জন্য পূর্ব্বদিকে স্থিত (উত্তর বেদিতে) সমিদ্ধ হয়েন, শত্রুনাশকারী সেই অগ্নি দীপ্তযুক্ত হয়েন।

৫। বীর মনুষ্য তীক্ষ্ণ তেজাঃ, অভীষ্টবর্ষী এবং গমনশীল অগ্নির উপর আধিপত্য বিস্তার করেন।

৬। অশ্বের ন্যায় হবির্বাহী এবং দ্যুলোকের পুত্রভূত (সূর্য্যের) ন্যায় দীপ্তিমান্ সেই সংভজনীয় অগ্নিকে প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ পরিচর্য্যা করেন।

৭। সহদেবের পুত্র কুমার (সোমকরাজা), যখন আমাকে দুইটি অশ্ব দিবেন বলিয়াছিলেন, তখন আমি তাঁহার নিকট আহূত হইয়া (অশ্ব না লইয়া) ফিরিয়া আইসি নাই।

৮। সহদেবের পুত্র কুমার (সোমকরাজার) নিকট হইতে তৎক্ষণাৎ সেইপূজনীয় এবং প্রদত্ত অশ্ব দুইটি গ্রহণ করিয়াছিলাম।

৯। হে দেব অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের * (তৃপ্তিকারক) সহদেব পুত্র কুমার সোমক দীর্ঘায়ুঃ হউন।

১০। হে দেব অশ্বিদ্বয়! তোমরা সহদেব পুত্র কুমার (সোমককে) দীর্ঘায়ুঃ কর।

---

১৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। ঋজীষী সোমবিশিষ্ট(১) এবং সত্যবান্ মঘবা আমাদিগের নিকট আগমন করুন। ইহার অশ্বগণ আমাদিগের নিকট আগমন করুক। আমরা এই যজ্ঞে তাঁহার উদ্দেশে এই সারবিশিষ্ট অন্নরূপ (সোম) অভিষব করিব। তিনি স্তুত হইয়া আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি করুন।

২। হে শূর! (লোকে যেরূপ অশ্বগণকে) পথ প্রান্তে ছাড়িয়া দেয়, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে বিমুক্ত কর, যেন এই সবনে তোমাকে হৃষ্ট করিতে পারি। তুমি সর্ব্ববিৎ এবং অসূর্য্য(২), যজমান উশনার ন্যায় তোমার উদ্দেশে মনোহর উক্থ উচ্চারণ করিতেছে।

৩। কবি যেরূপ গূঢ় অর্থ সম্পাদন করে, সেইরূপ অভীষ্টবর্ষী (ইন্দ্র) কার্য্যসমূহ সম্পাদন করতঃ যখন সেচনযোগ্য (সোম) অধিক পরিমানে পান করিয়া হৃষ্ট হয়েন, তখন দ্যুলোক হইতে যথার্থই সপ্ত সংখ্যক রশ্মি উৎপাদিত হয়। স্তূয়মান (রশ্মিসমূহ) দিবাভাগেও (মনুষ্যের) জ্ঞান সম্পাদন করে।

৪। (যখন প্রভূত জ্যোতিঃ স্বরূপ দ্যুলোক রশ্মিসমূহদ্বারা সুদর্শনীয়রূপে দৃষ্ট হয়েন, তখন (দেবগণ, স্বর্গে) বাস করেন অর্থাৎ দীপ্তিযুক্ত হয়েন। নেতৃশ্রেষ্ঠ (সূর্য্য) আগমন করতঃ, মনুষ্যগণ (জগৎ) সন্দর্শন করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া, নিবিড় অন্ধকার নাশ করেন।)

---

(১) ১। ৬৪। ১২ ঋকের টীকা দেখ।

(২) সায়ণ "অসূর্য্য" অর্থ এখানে অসুর বিনাশক করিয়াছেন।

৫। ঋজীষী সোমবিশিষ্ট ইন্দ্র অমিত (মহিমা) ধারণ করেন; তিনি স্বীয় মহিমাবলে দ্যাবাপৃথিবী উভয়কেই পরিপূর্ণ করিয়াছেন। যিনি সমস্ত ভুবন অভিভূত করিয়াছেন, তাঁহার মহিমা এই (সমস্ত ভুবন হইতেও) অধিক হইয়াছিল।

৬। ইন্দ্র মনুষ্যগণের হিতকর (কার্য্যসমূহ) জানেন, তিনি অভিলাষকারী ও মিত্রভূত (মরুৎগণের জন্য) জল বর্ষণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা বাক্‌রূপ (ধ্বনি দ্বারা) পর্ব্বতকেও বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই মরুৎগণ ইন্দ্রাভিলাষী হইয়া গাভীপূর্ণ গোশালা উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন।

৭। হে ইন্দ্র! তোমার লোকপালক বজ্র জলাবরক বৃত্রকে হত করিয়াছে। চেতনাবতী তুমি (তোমার সহিত সঙ্গত হইয়াছে)। হে শূর এবং ধৃষ্ণু ইন্দ্র! তুমি আপন বিক্রমে লোকপালক হইয়া নভঃস্থিত জল প্রেরণ করিয়া থাক।

৮। হে বহুলোক কর্ত্তৃক আহূত! তুমি যখন অদ্রিকে বিদীর্ণ করিয়াছিলে, তোমার পূর্ব্বে সরমা (গোধন) আবিষ্কার করিয়াছিল। অঙ্গিরাগণ তোমার স্তব করিলে, তুমি অভ্রভেদ করতঃ আমাদিগকে প্রভূত অন্ন প্রদান করিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছ।

৯। হে ধনবান্ ইন্দ্র! মনুষ্যগণ তোমাকে সম্মানিত করে। তুমি ধন প্রদানের জন্য কবি (কুৎসের) অভিমুখে গমন করিয়াছিলে এবং তিনি প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে আশ্রয় দানদ্বারা রক্ষা করিয়াছিলে। মায়াবান্ ঋত্বিক শূন্য দস্যু ধনলাভার্থ যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছিল।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি মনে মনে দস্যুবধে কৃতসংকল্প হইয়া কুৎসের গৃহে আগমন করিয়াছিলে, কুৎসও তোমার সখ্যের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিল। তোমরা দুই জনে আপন স্থানে উপবেশন করিয়াছিলে এবং তোমার সত্যদর্শিনী স্ত্রী তোমাদের দুই জনের সমানরূপ দেখিয়া সংশয়ান্বিতা হইয়াছিলেন(৩)।

(৩) রুরুর পুত্র কুৎস রাজর্ষি শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া ইন্দ্রকে আহ্বান করেন এবং ইন্দ্র সেই শত্রুদিগকে বিনাশ করেন। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব

১১। যে দিবসে কবি (কুৎস) এতশীর অশ্বের ন্যায় ঋজুগামী অশ্বদ্বয়কে আপন রথে যোজিত করিয়া আপন গৃহ হইতে উদ্ধার হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই দিবসে, হে ইন্দ্র! তুমি কুৎসকে রক্ষা করিবার ইচ্ছায় তাঁহার সহিত এক রথে গমন করিয়াছিলে। তুমি শত্রুনাশক এবং বায়ু সদৃশ অশ্বের অধিপতি।

১২। হে ইন্দ্র! তুমি কুৎসের জন্য সুখরহিত শুষ্ণকে বধ করিয়াছিলে, দিবসের প্রারম্ভে কুযবকে বিনাশ করিয়াছিলে এবং বহুজন পরিবৃত হইয়া সেই সময়েই বজ্রদ্বারা দস্যুদিগকে বিনাশ করিয়াছিলে। তুমি সংগ্রামে সূর্য্যের চক্র ছিন্ন করিয়াছিলে।

১৩। তুমি পিপ্রু ও প্রবৃদ্ধ মৃগয়কে বিনাশ করিয়াছিলে, তুমি (সকলকে) বিদথীর পুত্র ঋজিশ্বার বশীভূত করিয়াছিলে। তুমি পঞ্চাশৎ সহস্র কৃষ্ণবর্ণ শত্রুকে(৪) বিনাশ করিয়াছিলে। জরা যেরূপ রূপ বিনাশ করে, তুমি সেইরূপ (শম্বরের) নগর সমূহ বিনাশ করিয়াছিলে।

১৪। তুমি মরণরহিত, তুমি যখন সূর্য্যের সমীপে আপন শরীর ধারণ কর, তখন তোমার রূপ প্রকাশিত হয়। তুমি হস্তীর ন্যায় পরাক্রান্ত মৃগ(৫), তুমি (শত্রুগণের) বল দগ্ধ করতঃ এবং আয়ুধধারণ করতঃ সিংহের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া থাক।

১৫। ইন্দ্রাভিলাষী ধনলাভেচ্ছু (স্তোতাগণ) যুদ্ধের ন্যায় যজ্ঞে (তাঁহাকে) প্রার্থনা করিয়া এবং অন্নাভিলাষে উকুথদ্বারা তাঁহাকে স্তুতি

হইলে ইন্দ্র কুৎসকে নিজ গৃহে লইয়া যান। ইন্দ্রের স্ত্রী উভয়ের সমানরূপ দেখিয়া কে ইন্দ্র, কে কুৎস, এবিষয়ে সংশয়াম্বিত হইয়াছিলেন। সায়ণ।

কুৎস সম্বন্ধে ১। ৩৩। ১৫, ১। ৬৩। ৩ ও ১। ১০৬। ৬ ঋকের টীকা দেখ। ১। ১১২। ২৩ ঋকে কুৎসকে অর্জ্জুনের পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

(৪) মূলে "পঞ্চাশৎ কৃষ্ণা সহস্রা" আছে। ১। ১০১। ১ ঋকের টীকা দেখ। এই সূক্তে ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ও ১৭ হইতে ২০ ঋকে অনার্য্য বর্ব্বরদিগের সহিত যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(৫) মূলে "মৃগঃ ন হস্তী" আছে। সায়ণ ইহার অর্থ "গজবিশেষঃ" করিয়াছেন।

করতঃ তাঁহার নিকট গমন করেন। ইন্দ্র তাঁহাদিগের আবাসস্থান সদৃশ এবং রমণীয় ও দর্শনীয় মূর্ত্তিস্বরূপ।

১৬। যিনি মনুষ্যগণের হিতকর বহুতর প্রসিদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছেন, যিনি স্পৃহনীয় ধনবিশিষ্ট, যিনি মৎসদৃশ স্তোতার জন্য শীঘ্র গ্রহণীয় অন্ন আহরণ করেন, হে স্তোতাগণ! তোমাদিগের জন্য আমরা সেই ইন্দ্রকে সুন্দররূপে আহ্বান করিব।

১৭। হে শূর! যখন মনুষ্যগণের কোন ও যুদ্ধে তাহাদিগের মধ্যে তীক্ষ্ণ অশনি পাত হয়, হে স্বামিন্! যখন (শত্রুদিগের সহিত) ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তখন তুমি আমাদিগের শরীরের রক্ষক বলিয়া বিদিত হও।

১৮। তুমি বামদেবের যজ্ঞকার্য্যের রক্ষক হও। তুমি হিংসারহিত, তুমি যুদ্ধে আমাদিগের সুহৃৎ হও। তুমি মতিমান্, আমরা তোমার নিকট গমন করি। তুমি সর্ব্বদা স্তোত্রকারীর প্রভূত প্রশংসাকারী হও।

১৯। হে ইন্দ্র! আমরা সমস্ত যুদ্ধে তোমাকে অভিলাষ করি; ধনী যেরূপ ধনদ্বারা দীপ্তিমান হয়, আমরা সেইরূপ হব্যযুক্ত এই মনুষ্যগণের সহিত দীপ্তিমান্ হইয়া শত্রুগণকে অভিভূত করতঃ সমস্ত রাত্রি ও বহু সম্বৎসর তোমাকে স্তুতি করিব।

২০। যাহাতে আমাদিগের সখ্য বিযুক্ত না হয়, যাহাতে উগ্র এবং শরীর রক্ষক ইন্দ্র আমাদিগের রক্ষক হয়েন, আমরা সেই প্রকার আচরণ করিব। ভৃগুগণ(৬) যেরূপ রথ নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ অভীষ্টবর্ষী এবং নিত্য তরুণ ইন্দ্রের নিমিত্ত স্তোত্র রচনা করিব।

২১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হইয়া, জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে, সেইরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করিতেছি, আমরা যেন রথবান্ হইয়া স্তুতি-দ্বারা সর্ব্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি।

(৬) সায়ণ "ভৃগবঃ" অর্থে দীপ্তিমান্ সূত্রধারগণ করিয়াছেন।

১৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি মহান্। পৃথিবী মহত্ত্বযুক্ত হইয়া তোমার বল অনুমোদন করিয়াছেন, দ্যুলোকও তোমার বল অনুমোদন করিয়াছেন। তুমি বলদ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছ। অহি যে সকল নদীকে গ্রাস করিয়াছিল, তুমি তাহাদিগকে মুক্ত করিয়াছ।

২। তুমি দীপ্তিমান, তোমার জন্ম হইলে পর দ্যুলোক ত্বদীয় কোপভয়ে কম্পিত হইয়াছিল, পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল, ঐ বৃহৎ মেঘসমূহ আবদ্ধ হইয়াছিল। ঐ মেঘসমূহ (প্রাণিগণের পিপাসা) বিনাশ করিয়াছিল এবং মরুপ্রদেশে জল প্রেরণ করিয়াছিল।

৩। শত্রুদিগের অভিভবকর ইন্দ্র তেজঃ প্রকাশ করতঃ বজ্র প্রেরণ করিয়া বলদ্বারা পর্ব্বত সমূহকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি হৃষ্ট হইয়া বজ্রদ্বারা বৃত্রকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং বৃত্র হত হইলে জল বেগে গমন করিতে লাগিল।

৪। অতিশয় স্তুত্য, উত্তম বজ্রবিশিষ্ট, স্বর্গ হইতে অনপচ্যুত ও মহিমান্বিত ইন্দ্রকে যিনি উৎপাদন করিয়াছেন, সেই ইন্দ্রের জনয়িতা দ্যু(১) আপনাকে বীরপুত্রবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এবং অত্যন্ত শোভনকর্ম্মা হইয়াছিলেন।

৫। সমস্ত প্রজাগণের রাজা, অনেকের স্তুত, একমাত্র ইন্দ্রই শত্রু হইতে উৎপন্ন ভয় বিনাশ করেন। সমস্ত (যজমানগণ) ধনবান্, দ্যোতমান ও স্তুতিকারীর বন্ধুস্বরূপ ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্যই স্তুতি করে।

৬। সমস্ত সোম সত্যই ইন্দ্রের। সত্যই হর্ষকর সোম মহাবল ইন্দ্রের অত্যন্ত হর্ষজনক। হে ইন্দ্র! তুমি ধনপতি, তুমি সত্যই সমস্ত

(১) মূলে "জনিতা দ্যোঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "দ্যোতমানঃ তে তব জনিতা জনয়িতা স প্রজাপতিঃ।" "Dyu thy parent."—*Max Muller.* "Heaven thy progenitor."—*Wilson.*

ধনের (পতি)। তুমি ধনের নিমিত্ত সত্যই সমস্ত প্রজা ধারণ করিয়াছ।

৭। তুমি প্রথমেই উৎপন্ন হইয়া সমস্ত প্রজাগণকে ধারণ করিয়াছ। হে ধনবান্ ইন্দ্র! তুমি জলবিশিষ্ট দেশ সমূহকে লক্ষ্য করিয়া, যে অহি শয়ন করিয়াছিল, তাহাকে বজ্রদ্বারা ছিন্ন করিয়াছ।

৮। বহুলোকের বিনাশক, অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ, শত্রুদিগের প্রেরক, মহান্, পরিমাণ রহিত, অভীষ্টবর্ষী, উত্তম বজ্রবিশিষ্ট ইন্দ্রকে (আমরা স্তব করি)। যে ইন্দ্র বৃত্রকে বিনাশ করিয়াছিলেন, যিনি অন্নদাতা এবং শোভনধনযুক্ত, যিনি ধন দান করেন, (আমরা তাঁহাকে স্তব করি)।

৯। যে ধনবান্ ইন্দ্র যুদ্ধে অদ্বিতীয় বলিয়া প্রথিত আছেন, তিনি মিলিত ও বিস্তৃত শত্রুসেনা বিনাশ করেন। তিনি যে অন্ন দান করেন, সেই অন্ন ধারণ করেন। আমরা ইন্দ্রের সহিত বন্ধুতায় তাঁহার প্রিয় হইব।

১০। তিনি শত্রু বিজয়ী ও শত্রুঘাতী বলিয়া সর্ব্বত্র প্রথিত আছেন। তিনি যুদ্ধদ্বারা পশু আরহণ করেন। ইন্দ্র যখন সত্যই কোপ করেন, তখন স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ ভীত হয়।

১১। যে ধনবান্ ইন্দ্র গাভী জয় করিয়াছিলেন, হিরণ্য জয় করিয়াছিলেন, অশ্ব সমুদয় জয় করিয়াছিলেন, বহুতর (শত্রু সেনা) জয় করিয়াছিলেন, সামর্থ্য দ্বারা সকলের সেই প্রধান নেতা এই স্তোতৃগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া ঐ ধনের বিভক্তা এবং বসুর সংভক্তা হউন।

১২। ইন্দ্র জননীর নিকট কিয়ৎপরিমাণে (বল) প্রাপ্ত হইয়াছেন, পিতার নিকট কিয়ৎপরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি আপন জনয়িতা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন, এবং তাঁহা হইতেই মুহুর্মুহু জগতে বল প্রেরণ করিতেছেন, গর্জ্জনশীল মেঘ কর্ত্তৃক প্রেরিত বায়ুর ন্যায় সেই ইন্দ্র আহূত হইতেছেন।

১৩। ধনবান্ ইন্দ্র একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে অক্ষুদ্র করিয়াছেন। বজ্রযুক্ত অন্তরীক্ষের ন্যায় শত্রু বিনাশক, ইন্দ্র সঞ্জাত পাপ বিনাশ করেন এবং স্তোতাকে ধন প্রদান করেন।

১৪। এই ইন্দ্র সূর্য্যের চক্র নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং যুদ্ধগামী এতশকে প্রতি নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। কুটিলগতি, কৃষ্ণবর্ণ মেঘ তেজের মূলীভূত এবং জলের যোনিস্বরূপ অন্তরীক্ষে অবস্থিত ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

১৫। যেমন যজমান রাত্রিকালে অগ্নিকে (সোমের দ্বারা) অভিষিক্ত করেন(২)।

১৬। আমরা স্তোতা। আমরা গবাভিলাষী, অশ্বাভিলাষী, অন্নাভিলাষী এবং স্ত্রী অভিলাষী হইয়া সখ্যের জন্য, অভীষ্টবর্ষী ভার্য্যাপ্রদ ও রক্ষাকার্য্যে অবিশ্রান্ত ইন্দ্রকে, কূপে যেরূপ জল পাত্র অবনমিত করে, সেইরূপ অবনমিত করিব।

১৭। (হে ইন্দ্র)! তুমি আমাদিগের আপ্ত, তুমি (সকলকে রক্ষকরূপে) দর্শন করিয়া থাক, তুমি আমাদিগের রক্ষক হও। তুমি অভিদ্রষ্টা, সুখয়িতা, সোমার্হ ও সখা, তুমি পালক, পালকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পালক এবং স্রষ্টা। তুমি স্বর্গাভিলাষী স্তোতার প্রতি অন্নপ্রদ হও।

১৮। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার সখ্যাভিলাষী, তুমি আমাদিগের রক্ষক হও। তুমি স্তুত হইতেছ, তুমি আমাদিগের সখা হও। তুমি স্তুতিকারীকে অন্নদান কর। হে ইন্দ্র! আমরা বাধাযুক্ত হইয়াও এই স্তুতিরূপ (কর্ম্মেরদ্বারা) পূজাকরতঃ তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

১৯। যখন ধনবান্ ইন্দ্র স্তুত হয়েন, তখন তিনি একা বহু অভিগন্তা শত্রু নাশ করেন। যাঁহার আশ্রিত (স্তোতাকে) দেবগণ বারণ করেন না, মনুষ্যগণ বারণ করেন না, স্তুতিকারী ব্যক্তি সেই ইন্দ্রের প্রিয়।

২০। বিবিধ শব্দবান্, সমস্ত প্রজাগণের ধারক, শত্রু রহিত ও ধনবান্ ইন্দ্র এই প্রকারে (স্তুত হইয়া) আমাদিগের সত্যরূপ (অভিলষিত) সম্পাদন করুন। (হে ইন্দ্র)! তুমি সমস্ত জন্মবান্দিগের রাজা। স্তোতা যে মহিমাযুক্ত যশঃ প্রাপ্ত হয়, তুমি সেই যশঃ আমাদিগকে অধিক পরিমাণে দান কর।

---

(২) এ ঋক্টী এই মাত্র। "অসিক্ন্যাং যজমানো ন হোতা।"

২১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হইয়া জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে, সেইরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করিতেছি, আমরা যেন রথবান্ হইয়া স্তুতি-দ্বারা সর্ব্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি।

---

১৮ সূক্ত।

এই সূক্তে ইন্দ্র, অদিতি এবং বামদেব ইহাদের তিন জনের মধ্যে কথোপকথন হওয়ায় ইঁহারা তিন জনে এই সূক্তের ঋষি ও দেবতা(১)।

ইন্দ্র বলিতেছেন।

১। এই পথ অনাদি এবং পূর্ব্বাপর লব্ধ, সমস্ত দেবগণ এই পথে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব তুমি প্রবৃদ্ধ হইয়া এই পথ দিয়া জাত হও, তোমার মাতার পতন সাধন করিও।

বামদেব বলিতেছেন।

২। আমি এই পথ দিয়া বহির্গত হইব না, ইহা অতি দুর্গম, আমি পার্শ্ব ভেদ করিয়া নির্গত হই। আমাকে অন্যের অকৃত অনেক কর্ম্ম করিতে হইবে, আমাকে একের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, একের সহিত বাদ প্রতিবাদ করিতে হইবে।

৩। ইন্দ্র বলিয়াছেন, যে আমার মাতা মৃত হইবেন; তথাপি পুরাতন পথ অনুগমন করিব না, শীঘ্র বহির্গত হইব। ইন্দ্র, অভিষবকারী ত্বষ্টার গৃহে বলপূর্ব্বক সোমাভিষব ফলদ্বয়ে অভিষুত সোম পান করিয়াছিলেন। সে সোম শত ধনের দ্বারা ক্রীত(২)।

---

(১) গর্ভস্থ বামদেব মাতার যোনিদেশ হইতে উৎপন্ন হইবেন না, এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন। তিনি মাতার পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া উৎপন্ন হইবেন মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার জননী ইহা বিদিত হইয়া ইন্দ্রের স্ত্রী ও ইন্দ্রের মাতাকে ধ্যান করিলেন। অদিতি ইন্দ্রের সহিত আসিলেন। সায়ণ।

"The interesting part of this absurd story is its accordance with the birth of Sákya, according to the Buddhists, who may possibly have borrowed the notion from the Veda."—*Wilson.*

(২) অর্থাৎ ইন্দ্র যথেচ্ছা কর্ম্ম করিয়াছিলেন, আমি কেন যথেচ্ছা নির্গত হইব না?

৪। অদিতি যে ইন্দ্রকে সহস্র মাস ও বহুতর সম্বৎসর ধারণ করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্র কেন বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন? ।

অদিতি বলিতেছেন।

যাহারা উৎপন্ন হইয়াছে ও হইবে, তাহাদের সহিত ইন্দ্রের তুলনা নাই।

৫। গুহাজাত ইন্দ্রকে নিন্দনীয় মনে করিয়া মাতা উঁহাকে বীর্য্যে পূর্ণ করিয়াছিলেন। অনন্তর উৎপাদ্যমান ইন্দ্র তেজোধারণ করিয়া উত্থিত হইলেন এবং দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিলেন।

৬। "অ-ল-লা" এইরূপ শব্দ করিতে২ এই জলবতী (নদীগণ) হর্ষসূচক শব্দ করতঃ গমন করিতেছে। (হে ঋষি)! তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, যে উহারা কি বলিতেছে। জলসমূহ আবরক কোন্ মেঘকে ভেদ করে(৩)?।

৭। নিবিৎরূপ মন্ত্রসমূহ ইঁহাকে কি বলে? জলসমূহ (ফেনরূপে) ইন্দ্রের পাপ ধারণ করে(৪)। আমার পুত্র মহৎ বজ্রদ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, অনন্তর এই নদীগণকে বিসৃষ্ট করিয়াছিল।

বামদেব বলিতেছেন।

৮। (হে ইন্দ্র)! যুবতী অদিতি প্রমত্তা হইয়া তোমাকে প্রসব করিয়াছিলেন। কুষবা(৫) প্রমত্তা হইয়া তোমাকে গ্রাস করিয়াছিল। জলসমূহ প্রমত্ত হইয়া, তুমি শিশু, তোমাকে সুখ প্রদান করিয়াছিল। ইন্দ্র প্রমত্ত হইয়া স্বীয়বীর্য্য প্রভাবে উত্থান করিয়াছিলেন।

---

(৩) অর্থাৎ জল মেঘকে ভঙ্গ করে না, ইন্দ্রই মেঘকে বিনাশ করেন, নদীগণ তাহাই বলিতেছে। সায়ণ।

(৪) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বৃত্রকে বধ করিয়া, ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপে আক্রান্ত হওয়ায়, জলসমূহ ফেনরূপে তাঁহার পাপ গ্রহণ করিয়াছিল এবং ইন্দ্র পাপ রহিত হইয়াছিলেন। সায়ণ। কিন্তু বৃত্র ব্রাহ্মণ, এটী পৌরাণিক কথা, ঋগ্বেদে বৃত্রের ব্রাহ্মণত্ব অথবা ইন্দ্রের "ব্রহ্মহত্যা" পাপের কথা নাই।

(৫) একজন রাক্ষসী। সায়ণ।

৯। হে মঘবান্ (ইন্দ্র)! ব্যংস প্রমত্ত হইয়া তোমার হনুদ্বয় বিদ্ধ-করতঃ অপহত করিয়াছিল। অনন্তর তুমি অধিক বলশালী হইয়াছিলে এবং সেই দাসের শিরোদেশ বজ্রদ্বারা সংপিষ্ট করিয়াছিলে।

১০। সকৃৎপ্রসূতা গাভী যেরূপ বৎস প্রসব করে, সেইরূপ (ইন্দ্রের) মাতা (স্বেচ্ছাপূর্ব্বক) সঞ্চরণ করিবার জন্য স্থবির, প্রভূত বলশালী, অনভি-ভবনীয়, অভীষ্টবর্ষী, প্রেরক, অনভিভূত, স্বয়ং গমনক্ষম ও শরীরাভিলাষী ইন্দ্রকে প্রসব করিয়াছিলেন।

১১। ইন্দ্রের মাতা মহানু ইন্দ্রেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পুত্র! দেবগণ তোমাকে ত্যাগ করিয়াছে? ইন্দ্র বলিলেন, হে সখা বিষ্ণু! তুমি বৃত্রকে বধ করিতে যদি অভিলাষী, তবে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হও!

১২। হে ইন্দ্র! (তুমি ভিন্ন) কে আপন মাতাকে বিধবা করিয়াছে? তুমি যখন শয়ান থাক অথবা সঞ্চরণ করিতে থাক, তখন কে তোমাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে? কোন্ দেবতা সুখদান বিষয়ে তোমা অপেক্ষা বড়? যে হেতু তুমি তোমার পিতার পাদদ্বয় গ্রহণ করিয়া পিতাকে বধ করিয়াছ(৬)।

১৩। আমি জীবনোপায় অভাবে কুক্কুরের অন্ত্র সমূহ পাক করিয়া-ছিলাম(৭)। আমি দেবগণের মধ্যে (ইন্দ্র ব্যতিরিক্ত) সুখয়িতা পাই নাই। আমি আমার ভার্য্যাকে অসম্মানিতা হইতে দেখিয়াছি(৮)। অনন্তর শ্যেন (ইন্দ্র) আমার জন্য মধুর (জল) আহরণ করিয়াছিলেন।

---

(৬) ইন্দ্র দ্বারা তাঁহার পিতার হত্যা সম্বন্ধে, সায়ণ কোন বিবরণ দেন নাই, সে বিবরণ তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে। ৬। ১। ৩। ৬।

(৭) বামদেব কুক্কুর মাংস খাইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ মনুসংহিতায় আছে। ১০। ১০৬।

(৮) মাতৃগর্ভস্থ বামদেব এসকল কথা কিরূপে বলিবে?।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

---

১৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! সুন্দর আহ্বানযুক্ত রক্ষক বিশ্বদেবগণ এবং দ্যাবাপৃথিবী উভয়ে এই যজ্ঞে একমাত্র তোমাকেই বৃত্র বধের জন্য বরণ করে। তুমি মহান্, প্রবৃদ্ধ এবং দর্শনীয়।

২। হে ইন্দ্র! বৃদ্ধেরা যেরূপ (যুবা পুত্রগণকে প্রেরণ করে), সেইরূপ দেবগণ তোমাকে (শত্রু বধের জন্য) প্রেরণ করিয়াছিলেন। তদবধি তুমি সমস্ত লোকের অধীশ্বর হইয়াছ। তুমি সত্যের নিবাসস্বরূপ, তুমি জলাভিমুখে পরিশয়ান অহিকে বধ করিয়াছ, সকলের প্রীতিদায়িকা নদী সকল খনন করিয়াছ।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি অতৃপ্ত, শিথিলাঙ্গ, ম্লান, অজ্ঞান ভাবাপন্ন, সুপ্ত ও গমনশীল জলকে আচ্ছাদন করতঃ শয়ান বৃত্রকে পৌর্ণমাসীর দিবসে বজ্রদ্বারা বধ করিয়াছ।

৪। বায়ু যেরূপ বলদ্বারা জল (ক্ষোভিত করে), সেইরূপ ইন্দ্র বলদ্বারা অন্তরীক্ষকে ক্ষীণজল করতঃ পেষণ করিয়াছিলেন। বলাভিলাষী ইন্দ্র দৃঢ় (মেঘসকল) ভগ্ন করিয়াছিলেন, পর্ব্বত সকলের কুকুভ ভেদ করিয়াছিলেন(১)।

৫। হে ইন্দ্র! জননীগণ যেরূপ পুত্রের নিকট (গমন করে), সেইরূপ মরুৎগণ তোমার নিকট গমন করিয়াছিল। তাহারা রথের ন্যায় তোমার

---

(১) মূলে "অভিনৎ ককুভঃ পর্ব্বতানাং" আছে। সায়ন পৌরাণিক গল্প অনুসারে অর্থ করিয়াছেন, যে পর্ব্বতদিগের পক্ষ ছেদ করিয়াছিলেন। "Shattered the peaks of the mountains."—*Wilson*.

সহিত (বৃত্রকে) বধ করিয়াছিল। তুমি নদীগণকে পরিপূর্ণ করিয়াছ, মেঘকে জয় করিয়াছ, (বৃত্রকর্তৃক) আবৃত জলকে প্রেরণ করিয়াছ।

৬। তুমি মহতী, সকলের প্রীতিদায়িকা, তুর্ব্বীতি ও বয্যের অভীষ্ট-প্রদা পৃথিবীকে দুগ্ধ ও জলদ্বারা প্রীত করিয়াছিলে। হে ইন্দ্র! তুমি জলকে সুখে পানের যোগ্য করিয়াছ।

৭। ইন্দ্র শত্রুহিংসক সৈন্যের ন্যায় কূলসমূহের ধ্বংসকারিণী, যুবতী অন্নজনয়িত্রী নদী সকল পরিপূর্ণ করিয়াছেন। তিনি নির্জ্জল প্রদেশসমূহ পরিপূর্ণ করিয়াছেন, পিপাসাতুর পথিকদিগকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। তিনি দস্যুদিগের অধিকৃতা প্রসবনিবৃত্তা গাভি সকলকে দোহন করিয়াছেন।

৮। ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করতঃ তমিস্রাদ্বারা আচ্ছাদিত বহু উষা ও বৎসরকে বিমুক্ত করিয়াছেন এবং জল বিমুক্ত করিয়াছেন। তিনি পরিব্যাপ্ত বর্দ্ধিত নদীগণকে বিমুক্ত করিয়াছেন।

৯। হে হরিবান! তুমি বম্রী(২) কর্ত্তৃক ভক্ষিত অগ্রূর পুত্রকে গৃহ হইতে বাহিরে আনয়ন করিয়াছিলে। বাহিরে আনয়ন করিবার সময়, সে অন্ধ হইলেও অহিকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে নির্গত হইলে পর, তাহার বম্রী কর্ত্তৃক ছিন্ন গ্রন্থীদেশ সকল সংযুক্ত হইয়াছিল।

১০। হে রাজা প্রাজ্ঞ ইন্দ্র! তুমি সর্ব্ববেত্তা। বর্ষণস্বরূপ ও স্বয়ং সম্পন্ন মনুষ্যের হিতকর কর্ম্ম সকল যেং প্রকারে সম্পাদন করিয়াছে, (বামদেব) সেই সকল পুরাতন কর্ম্ম জানিয়া কীর্ত্তন করিতেছে।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত ও স্তুয়মান হইয়া, জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে সেইরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করিতেছি, আমরা যেন রথবান্ হইয়া স্তুতিদ্বারা সর্ব্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি।

---

(২) বম্রী অর্থে উপজিহ্বিকা। সায়ণ। ভাষায় উই নামক কীট।

২০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। অভীষ্টপ্রদ তেজস্বী ইন্দ্র, আমাদিগকে আশ্রয় প্রদানের জন্য দূর হইতে আগমন করুন, আমাদিগকে আশ্রয় প্রদানের জন্য নিকট হইতে আগমন করুন। তিনি সংগ্রামে সঙ্গত হইলে শত্রুগণকে বধ করেন। তিনি বজ্রবাহু, মনুষ্যগণের পালক এবং তেজস্বী (মরুৎগণ যুক্ত)।

২। অভিমুখবর্ত্তী ইন্দ্র, আমাদিগকে আশ্রয় ও ধন দানের জন্য আমাদের নিকট অশ্বে আরোহণ করতঃ আগমন করুন। বজ্রী, ধনবান, মহান্ (ইন্দ্র) যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর, আমাদের এই যজ্ঞে উপস্থিত থাকুন।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে পুরঃসর করতঃ, আমাদের এই ক্রিয়মান যজ্ঞ ভজনা কর। হে বজ্রী! আমরা তোমার স্তোতা; ব্যাধ যেরূপ (মৃগ শীকার করে), সেইরূপ আমরা তোমার দ্বারা ধন লাভের জন্য যুদ্ধে যেন জয় লাভ করিতে পারি।

৪। হে অন্নবান্ ইন্দ্র! তুমি প্রসন্ন মনে (আমাদের) সমীপে (আগমন করতঃ) আমাদিগকে কামনা করিয়া উত্তমরূপে অভিষুত, সম্ভৃত, মাদক সোম রস শীঘ্র পান কর এবং পৃষ্ঠ্য সোমদ্বারা(১) হৃষ্ট হও।

৫। যিনি পক্ব ফল বৃক্ষের ন্যায় এবং আয়ুধ কুশল বিজয়ী ব্যক্তির ন্যায় নূতন ঋষিগণ কর্ত্তৃক বিবিধ প্রকারে স্তুত হয়েন, আমি সেই পুরুহূত ইন্দ্রের উদ্দেশে, (স্ত্রী) অভিমানী মনুষ্য যেরূপ স্ত্রীর (প্রশংসা করে), সেইরূপ স্তুতি করিতেছি।

৬। যিনি পর্ব্বতের ন্যায় প্রবৃদ্ধ ও মহান্, যিনি তেজস্বী, যিনি শত্রুর অভিভবের জন্য সনাতন কালে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই ইন্দ্র জলদ্বারা পূর্ণ জলপাত্রের ন্যায় তেজোদ্বারা পূর্ণ বৃহৎ বজ্রকে আদৃত করিয়াছিলেন।

(১) মাধ্যন্দিন সবনে উদ্গাত্রী কর্ত্তৃক উদ্গীয়মান স্তোত্র। সায়ণ।

৭। ইন্দ্রের জন্ম হইতেই নিবারক নাই, তাঁহার (যজ্ঞাদি কর্ম্ম) সাধক ধনের বিনাশক নাই, হে বলশালী, তেজস্বী পুরুহূত! তুমি অভীষ্টবর্ষী, তুমি আমাদিগকে ধন দান কর।

৮। তুমি প্রজাগণের ধন ও গৃহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাক, গো সমূহকে মোচন করিয়া থাক। তুমি শিক্ষা বিষয়ে নেতা ও যুদ্ধে আয়ুধবান, তুমি প্রভূত ধন রাশি দান করিয়া থাক।

৯। অতিশয় প্রাজ্ঞ (ইন্দ্র) কোন্ প্রজ্ঞাবলে বিশ্রুত হইয়াছেন? মহান্ (ইন্দ্র) যে প্রজ্ঞাবলে কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করেন, (তদ্দ্বারা বিশ্রুত আছেন)। তিনি যজমানের বহুল পাপ বিনাশ করেন এবং স্তোতাগণকে ধন দান করেন।

১০। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে হিংসা করিও না, আমাদিগকে পোষণ কর। তোমার যে ধন হব্যদাতাকে দান করিবার জন্য আছে, তাহা আমাদিগকে দান কর। আমরা তোমার স্তুতি করতঃ, এই নূতন দানযোগ্য ও প্রশস্ত উক্থে (তোমার মহিমা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি)।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হইয়া, জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে, সেইরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করিতেছি, আমরা যেন রথবান্ হইয়া স্তুতিদ্বারা সর্ব্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি।

---

২১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। যাঁহার বল প্রভূত, যিনি আকাশের ন্যায় অভিভব সমর্থ বল পোষণ করেন, সেই ইন্দ্র আশ্রয়দানের জন্য আমাদের নিকট আগমন করুন। শূর প্রবৃদ্ধ (ইন্দ্র) আমাদের সহিত হৃষ্ট হউন।

২। (হে স্তোতৃগণ)! যাঁহার অভিভবকর ও ত্রাণকর কর্ম্ম যজ্ঞাই সম্রাটের ন্যায় লোকদিগকে অভিভূত করে, সেই প্রভূতযশাঃ ও বহুধনশালী ইন্দ্রের বলভূত নেতা (মরুৎগণকে) তোমরা এই যজ্ঞে স্তুতি কর।

৩। ইন্দ্র আমাদিগকে আশ্রয় প্রদানের জন্য মরুৎগণের সহিত স্বর্গলোক হইতে, ভূলোক হইতে, অন্তরীক্ষ হইতে, জল হইতে, আদিত্যলোক হইতে, দূর দেশ হইতে এবং জলের স্থান হইতে আগমন করুন।

৪। যিনি স্থূল এবং মহৎ ধনের অধিপতি, যিনি প্রাণরূপ বলদ্বারা শত্রুসেনা জয় করেন, যিনি প্রগল্‌ভ, যিনি স্তোতৃগণকে শ্রেষ্ঠ (ধন) দান করেন, আমরা যজ্ঞস্থলে সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি করিব।

৫। যিনি (লোক সকল) স্তম্ভন করতঃ যজ্ঞার্থে (বজ্ররূপ) বাক্য উৎপাদন করেন এবং হব্য প্রাপ্ত হইলে (বৃষ্টিরূপ) অন্ন দান করেন, যিনি প্রসাধনের যোগ্য এবং উক্থদ্বারা স্তুতি যোগ্য, সেই ইন্দ্রকে হোতা যজ্ঞগৃহে আহ্বান করুন।

৬। যখন ইন্দ্রের স্তুতি অভিলাষী যজমানের গৃহে নিবাসকারী স্তোতাগণ স্তুতির সহিত ইন্দ্রের নিকট উপাগত হয়েন, (তখন ইন্দ্র আগমন করুন)। তিনি যুদ্ধে আমাদিগের সহায়তা করেন, তিনি যজমানের হোতা, তাঁহার ক্রোধ দুস্তর।

৭। ভার্বরের পুত্র(১) অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের এই বল সত্যই যজমানকে সেবা করে। উহা সত্যই যজমানের ভরণার্থ গুহাতে, গৃহে ও কর্ম্মে অবস্থান করে, যজমানের অভীষ্ট লাভ ও হর্ষ উৎপন্ন করে।

৮। যে হেতু ইন্দ্র মেঘের দ্বার অপাবৃত্ত করিয়াছেন এবং জলের বেগ জলসমূহদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছেন, অতএব যখন সুকর্ম্মা (যজমান) ইন্দ্রকে অন্নদান করেন, (তখন) তিনি গৃহে গৌর ও গবয়(২) লাভ করেন।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার কল্যাণকর হস্তদ্বয় সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে এবং তোমার হস্তদ্বয় যজমানকে ধন দান করে। কেন তোমার বিলম্ব হইতেছে? কেন তুমি আমাদিগকে হৃষ্ট করিতেছ না? কেন তুমি আমাদিগকে ধন দান করিতে হৃষ্ট হইতেছ না?।

(১) সায়ণ "ভার্বর" অর্থে জগতের ভর্তা প্রজাপতি করিয়াছেন।

(২) মৃগবিশেষ। সায়ণ।

"They are, in fact, two kinds of wild cattle. . . . . Some of (Indra's worshippers) at least, even now, would not object to eat the flesh of the wild oxen."—*Wilson.*

১০। এই প্রকারে (স্তুত হইয়া) সত্যবান্, ধনেশ্বর, বৃত্রহন্তা ইন্দ্র [illegible] বল ধারণ করেন। হে বহুস্তুত! তুমি আমাদিগকে স্তুতির জন্য ধন [illegible], আমি যেন দিব্য অন্ন ভক্ষণ করিতে পাই।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হইয়া, জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে সেইরূপ তোমার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করিতেছি, আমরা যেন রথবান্ হইয়া, স্তুতিদ্বারা সর্ব্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি।

---

২২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। যেহেতু মহান্, বলবান্ ইন্দ্র, আমাদের (হব্য) সেবা করেন এবং অভিলাষ করেন, অতএব যিনি ধনবান্ এবং যিনি বলদ্বারা বজ্র ধারণ করতঃ আগমন করেন, সেই ইন্দ্র হব্য, স্তোম, সোম ও উক্থ স্বীকার করুন।

২। অভীষ্টবর্ষী (ইন্দ্র) বাহুদ্বয়ে বৃষ্টিকারী চতুর্ধারা বিশিষ্ট (বজ্র) ক্ষেপণ করতঃ উগ্র, নেতৃশ্রেষ্ঠ ও কর্ম্মবান্ হইয়া আচ্ছাদনকারিণী পরুষ্ণী (নদীকে) আশ্রয় দানার্থ সেবা করিতেছেন। উহার ভিন্ন ভিন্ন পরিসর প্রদেশকে আপনার সখ্য ভাবহেতু সংবৃত করিতেছেন(১)।

৩। যিনি দীপ্তিমান্, যিনি দাতাশ্রেষ্ঠ, যিনি জাত মাত্রেই প্রভূত অন্ন ও মহৎ বলের সহিত (যুক্ত হইয়াছিলেন), সেই ইন্দ্র বাহুদ্বয়ে কাময়মান বজ্র ধারণ করতঃ বলদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক প্রকম্পিত করিয়াছিলেন।

৪। মহান ইন্দ্রের জন্ম হইলে পর সমস্ত পর্ব্বত, অনেক সমুদ্র, দ্যুলোক ও পৃথিবী তাঁহার ভয়ে কম্পিত হইয়াছিল। বলবান্ (ইন্দ্র) গতিশীল (সূর্য্যের) মাতা পিতা (দ্যাবাপৃথিবীকে) ধারণ করেন। বায়ু অন্তরীক্ষে মনুষ্যগণের ন্যায় শব্দ করে।

---

(১) মূলে "যস্যাঃ পর্ব্বাণি সখ্যায় বিব্যে" আছে। "Whose bordering districts he has frequented through regard."—*Wilson*. পরুষ্ণী নদী সম্বন্ধে ১।৭১।৭ ঋকের টীকা দেখ।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি মহান্, তোমার কর্ম্ম মহৎ এবং সমস্ত সবনে স্তুতিযোগ্য। হে প্রগল্ভ শূর! তুমি লোক সকলকে ধারণ করতঃ ধর্ষণ-শীল বজ্রদ্বারা বলপূর্ব্বক অহিকে বিনাশ করিয়াছ।

৬। হে বলশালী ইন্দ্র! তোমার এই সকল কর্ম্ম নিশ্চয়ই সত্য। হে ইন্দ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার প্রভাবে ধেনুগণ উধঃ হইতে (ক্ষীর) ক্ষরণ করে। হে বর্ষণশীল! নদীগণ তোমার ভয়ে বেগে প্রবাহিত হয়।

৭। হে হরিবান ইন্দ্র! যখন তুমি বদ্ধ এই (নদীগণকে) বহুকাল অব-রোধের পর প্রবাহিত হইবার জন্য মোচন করিয়া ছিলে, সেই সময়ে প্রসিদ্ধ দ্যুতিমতী ভগিনীগণ তোমার আশ্রয় লাভের জন্য (তোমাকে) স্তুতি করিলেন।

৮। হর্ষ জনক সোম নিষ্পীড়িত হইয়াছে, স্যন্দমান হইয়া তোমার নিকট আগমন করুক। শীঘ্রগামী আরোহী গমনশীল (অশ্বের) দৃঢ়বল্গা ধারণ করিয়া (যেরূপ অশ্বকে প্রেরণ করে), সেইরূপ তুমি দীপ্তিমান্ স্তোতার স্তুতি আমাদের অভিমুখে প্রেরণ কর।

৯। হে সহনশীল (ইন্দ্র)! তুমি সর্ব্বদা আমাদিগকে অভিভবকর, প্রবৃদ্ধ, প্রশস্ত বল দান কর, বধযোগ্য শত্রুদিগকে আমাদিগের বশীভূত কর, হিংসক মনুষ্যের অস্ত্র নষ্ট কর।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের স্তুতি শ্রবণ কর, আমাদিগকে বিবিধ প্রকার অন্ন দান কর এবং আমাদিগকে সমস্ত বুদ্ধি প্রেরণ কর। হে মঘবা! আমাদিগের গাভীদাতা হও।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হইয়া, জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে, সেইরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করিতেছি, আমরা যেন রথবান্ হইয়া, স্তুতিদ্বারা সর্ব্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি।

---

২৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অষ্টম, নবম ও দশম ঋকের ইন্দ্র অথবা ঋত দেবতা।
বামদেব ঋষি।

১। (আমাদের স্তুতি) মহান্ ইন্দ্রকে কি প্রকারে বর্দ্ধিত করিবে? তিনি কোন্ স্তোতার যজ্ঞে প্রীত হইয়া আগমন করেন? মহান্ ইন্দ্র সোমরস ও অন্ন আমাদের কামনা ও সেবা করতঃ (কাহাকে দিবার জন্য) প্রদীপ্ত ধন গ্রহণ করেন?।

২। কোন্ বীর ইন্দ্রের সহিত সোম পান করিতে পায়? কোন্ ব্যক্তি ইন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করে? কখন ইঁহার বিচিত্র ধন বিতরিত হয়? কখন তিনি স্তোতা যজমানকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য রক্ষাযুক্ত হয়েন?।

৩। ইন্দ্র হোতাকে কি প্রকারে শ্রবণ করেন? শুনিয়া তাহার প্রয়োজন কি প্রকারে জানিতে পারেন? ইন্দ্রের পুরাতন দান কি কি? ঐসকল দান ইন্দ্রকে স্তোতার অভীষ্ট পূরক বলে কেন?।

৪। যে ব্যক্তি ইন্দ্রকে স্তুতি করেন ও (যজ্ঞদ্বারা) দিপ্তীযুক্ত হয়েন, তিনি কি প্রকারে বাধা পাইয়াও ইন্দ্রের ধন প্রাপ্ত হয়েন? যখন দ্যুতিমান্ ইন্দ্র হব্য গ্রহণ করতঃ আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, তখন তিনি আমার স্তোত্র বিশেষরূপে জ্ঞাত হয়েন।

৫। কোন্ সময়ে এবং কি প্রকারে দ্যুতিমান্ ইন্দ্র ঊষার প্রারম্ভে মনুষ্যের বন্ধুত্ব স্বীকার করেন? যাঁহারা ইহার উদ্দেশে সুযোগ্য ও কমনীয় (হব্য) বিস্তার করেন, কোন্ সময়ে এবং কি প্রকারে সেই বন্ধুগণের প্রতি ইঁহার বন্ধুত্ব (প্রদর্শিত হইবে)?।

৬। আমরা কি তোমার অভিভবকর সখ্য সখাদিগের নিকট প্রচার করিব? কখন্ আমরা তোমার ভ্রাতৃত্ব প্রচার করিব? সুদর্শন ইন্দ্রের উদ্যোগসমূহ কল্যাণ কর। সূর্য্যের ন্যায় গতিশীল (ইন্দ্রের) দর্শনীয় শরীর সকলে অভিলাষ করে।

৭। দ্রোহকারিণী, হিংসাকারিণী এবং ইন্দ্র বিহীনাকে বিনাশ করিবার ইচ্ছা করিয়া, ইন্দ্র তীক্ষ্ণ আয়ুধ সকলকে যথার্থ তীক্ষ্ণ করিতেছেন।

যে সকল উষাকালে ঋণ আমাদিগকে (ক্লেশ দেয়), ঋণ বিনাশক উগ্র ইন্দ্র সেই সকল উষাকে দূরে অজ্ঞাত ভাবে পীড়া প্রদান করত রাখিয়াছিলেন(১)।

৮। ঋতদেবের(২) অনেক জল আছে। ঋতদেবের স্তুতি পাপ নাশ করে। ঋতদেবের বোধযোগ্য ও দীপ্তিমান স্তুতিবাক্য মনুষ্যের বধির কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করে।

৯। বপুষ্মান্ ঋতদেবের অনেক দৃঢ়, ধারক, আহ্লাদকর রূপ আছে। (স্তোতাগণ) ঋতদেবের নিকট প্রভূত অন্ন ইচ্ছা করে। ধেনুগণ ঋতদেবের দ্বারা (দক্ষিণারূপে) যজ্ঞে প্রবেশ করে।

১০। (স্তোতাগণ) ঋতদেবকে বশীভূত করিবার জন্য ভজনা করে। ঋতদেবের বল শীঘ্র জল কামনা করে। বিস্তীর্ণা, দুরবগাহা দ্যাবাপৃথিবী ঋতদেবের। প্রীতিদায়িকা উৎকৃষ্টা দ্যাবাপৃথিবী ঋতদেবের জন্য দুগ্ধ দোহন করেন।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হইয়া, জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে, সেইরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করিতেছি, আমরা যেন রথবান্ হইয়া স্তুতিদ্বারা সর্ব্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি।

---

২৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। কিরূপ সুন্দর স্তুতি বলের পুত্র ইন্দ্রকে ধনদানার্থ আমাদের অভিমুখে আনয়ন করিবে? হে যজমানগণ! বীর গোপতি ইন্দ্র আমাদিগকে শত্রুগণের ধন দান করেন, আমরা তাঁহার স্তব করি।

---

(১) হিংসাকারিণী ইন্দ্রবিহীনা কে, তাহা বুঝা যায় না। সায়ণ বলেন রাক্ষসী। Wilson বলেন মৃত্যু, "Death, the debt of Nature, the payment of what Indra's favour delays by prolonging life."

(২) ঋত শব্দে ইন্দ্র বা সত্য বা আদিত্য অথবা যজ্ঞ। সায়ণ।

২। মর বলের জন্য যুদ্ধে সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করা হয়। তিনি স্তুতির যোগ্য। তিনি সুন্দর রূপে স্তুত হইয়া (যজমানগণকে দান করিবার জন্য) সত্য ধনবিশিষ্ট হয়েন। ধনবান্ সেই (ইন্দ্র) স্তোত্রাভিলাষী সোমাভিষবকারী মনুষ্যকে ধন দান করেন।

৩। মনুষ্যেরা যুদ্ধে তাঁহাকেই আহ্বান করে। শরীর রিক্ত করিয়া তাঁহাকেই ত্রাণ কর্ত্তা করেন। মনুষ্যগণ উভয়ে (অর্থাৎ যজমানগণ স্তোতা) পরস্পর সঙ্গত হইয়া পুত্র ও পৌত্র লাভের জন্য দানশীল ইন্দ্রের নিকট গমন করে।

৪। হে উগ্র (ইন্দ্র)! (চতুর্দ্দিকে) ব্যাপ্ত মনুষ্যগণ জল লাভের জন্য একত্রিত হইয়া যজ্ঞ করে। যখন যুদ্ধকারী লোক সকল যুদ্ধে একত্রিত হয়, তখন [illegible] কেহ ইন্দ্রকে অভিলাষ করে।

৫। তখন কেহ কেহ বলবান্ (ইন্দ্রকে) পূজা করে। তখন কেহ কেহ পুরো[illegible]স্তুত করতঃ তাঁহাকে দান করেন। তখন তিনি, যে সোম [illegible] যে সোম অভিষুত করে না, তাঁহাদিগকে পৃথক্ করেন। তখন [illegible] কেহ অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করে।

৬। যিনি সোমাভিলাষী স্বর্গলোকস্থিত ইন্দ্রের উদ্দেশে অভিষব করেন, ইন্দ্র তাঁহাকে ধন দান করেন। ইন্দ্র একান্তচিত্তে ইন্দ্রাভিলাষী সোমাভিষবকারীকে সংগ্রামে তাঁহার সখা করেন।

৭। যিনি অদ্য ইন্দ্রের জন্য সোমাভিষব করিতেছেন, যিনি পুরোডাশ প্রস্তুত করিতেছেন, যিনি যব ভাজিতেছেন(১) ইন্দ্র স্তুতিকারীর স্তোত্র স্বীকার করতঃ সেই যজমানের অভিলাষ পূরক বল ধারণ করেন।

৮। যখন (শত্রুগণের) হিংসক আর্য্য শত্রুগণকে জানিতে পারেন এবং দীর্ঘ সংগ্রামে ব্যাপ্ত থাকেন, তখন পত্নী সোমাভিষবকারীগণের কর্ত্তৃক তীক্ষ্ণীকৃত অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রকে যজ্ঞগৃহে আহ্বান করেন।

(১) মূলে "পচাৎ পক্তীঃ উত ভৃজ্জাতি ধানাঃ" আছে। "পক্তীঃ" অর্থে পাকযোগ্য পুরোডাশাদি "ধানাঃ" অর্থে যব। সায়ণ।

৯। (কেহ) অনেক (পণ্যের) দ্বারা অল্প ধন প্রাপ্ত হয়, পরে (ক্রেতার নিকট) গমন করতঃ, আমি বিক্রয় করি নাই, বলিয়া অবশিষ্ট মূল্য প্রার্থনা করে। বিক্রেতা অনেক দিয়াছি বলিয়া অল্প মূল্য অতিক্রম করিতে পারে না। সমর্থ হউক বা অসমর্থ হউক, বিক্রয় কালে যে কথা বলে তাহাই থাকিয়া যায়(২)।

১০। কে আমার ইন্দ্রকে দশটী ধেনুর দ্বারা ক্রয় করে? যখন ইন্দ্র শত্রুদিগকে বধ করিবেন, তখন তাঁহাকে পুনর্ব্বার আমায় প্রদান করিবে(৩)।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হইয়া, জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে, সেইরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করিতেছি, আমরা যেন রথবান্ হইয়া, [illegible] দ্বারা সর্ব্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি।

---

২৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। অদ্য কোন্ মনুষ্যহিতকর, দেবতাভিলাষী,*কাময়মান ব্যক্তি ইন্দ্রের সখ্য প্রাপ্ত হইয়াছে? সোমাভিষবকারী কোন্ ব্যক্তি সমিদ্ধ অগ্নিতে মহৎ ও পারগামী আশ্রয় লাভের জন্য ইন্দ্রকে স্তব করিতেছে?।

২। কে স্তুতি বাক্যদ্বারা সোমার্হ ইন্দ্রের নিকট অবনত হইতেছে? কে ইন্দ্রের স্তুতি কামনা করিতেছে? কে (ইন্দ্রের দত্ত) গাভী ধারণ করিতেছে? কে ইন্দ্রের সাহায্য ইচ্ছা করিতেছে? কে ইন্দ্রের সখ্য ইচ্ছা করিতেছে? কে ইন্দ্রে ভ্রাতৃভাব ইচ্ছা করিতেছে? কে কবি (ইন্দ্রের) আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে?।

---

(২) ক্রয় বিক্রয়ের সময় যে চুক্তি হয় তাহাই বলবৎ থাকে, এই ঋকের মর্ম্ম। সায়ণ এ সম্বন্ধে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(৩) এই চুক্তিটী করিবার জন্য ঋষি পূর্ব্ব ঋকে চুক্তির সাধারণ নিয়ম বলিয়াছেন। কিন্তু এ চুক্তিটী কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমার ইন্দ্রে দশটী ধেনু দিয়া ক্রয় করিবে, অর্থ কি? সায়ণ ধেনু অর্থে স্তুতি করিয়াছেন।

৩। কে অদ্য দেবগণের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে? কে আদিত্য, অদিতি ও জ্যোতিঃকে স্তব করিতেছে? অশ্বিদ্বয়, ইন্দ্র ও অগ্নি স্তুতিতে প্রীত হইয়া কোন যজমানের অভিষুত সোম যথেচ্ছা পান করেন?।

৪। যে যজমান বলেন, যে নেতা মনুষ্যের বন্ধু এবং নেতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠনেতা ইন্দ্রের জন্য অভিষব করি, হব্যবাহক অগ্নি তাঁহাকে সুখ দান করুন এবং চিরকাল নবোদিত সূর্য্য দর্শন করুন(১)।

৫। অল্প অথবা বহু (শত্রুগণ) সেই যজমানকে যেন হিংসা না করে। অদিতি তাঁহাকে প্রভূত সুখ দান করুন। সুকর্ম্মা ব্যক্তি ইন্দ্রের প্রিয় হয়েন। যিনি ইন্দ্রের স্তুতি কামনা করেন, তিনি ইন্দ্রের প্রিয় হয়েন। যিনি ইন্দ্রের নিকট সাধুভাবে গমন করেন, তিনি ইন্দ্রের প্রিয় হয়েন। সোমাভিষবকারী ইন্দ্রের প্রিয় হয়েন।

৬। যে ব্যক্তি ইন্দ্রের নিকট গমন করে ও সোমাভিষব করে, শীঘ্র অভিভবকারী বীর ইন্দ্র তাহার পাককার্য্য স্বীকার করেন। যে ব্যক্তি সোমা[illegible] না, ইন্দ্র তাহার আপ্ত ব্যক্তি নহেন, সখা নহেন এবং [illegible] হয়েন। যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট গমন করে না ও তাঁহার স্তুতি করে না, তিনি তাহাকে হিংসা করেন।

৭। অভিষুতসোমপায়ী ইন্দ্র সোমাভিষব কর্ম্মরহিত, ধনবান্ পণির(২) সহিত সখ্য সংস্থাপন করেন না। তিনি উহার বিফল ধন হ্রাস করেন ও নাশ করেন। তিনি সোমাভিষকারী ও (হব্য) পাককারীর অনন্য সাধারণ (বন্ধু) হয়েন।

৮। উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট (লোকে) ইন্দ্রকে আহ্বান করে, মধ্যবিৎ (লোকে) ইন্দ্রকে আহ্বান করে। গমনকারী (লোকে) ইন্দ্রকে আহ্বান করে, উপবিষ্ট (লোকে) ইন্দ্রকে আহ্বান করে। গৃহে নিবাসীগণ ইন্দ্রকে আহ্বান করে, যোদ্ধাগণ ইন্দ্রকে আহ্বান করে। অন্নেচ্ছু মনুষ্যগণও ইন্দ্রকে আহ্বান করে।

(১) অর্থাৎ সূর্য্যের উদয়কালে সেই যজমানের গৃহে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হউক।

(২) সায়ণ পণি অর্থে বণিক করিয়াছেন। এই অর্থ প্রকৃত হইলে এখানে ধনবান্ যজ্ঞ বিরত বণিকগণের উল্লেখ পাওয়া গেল।

২৬ সূক্ত।

প্রথম তিনটী ঋক্দ্বারা বামদেব আত্মাকে ইন্দ্ররূপে স্তব করিয়াছেন, অথবা ইন্দ্র আত্মাকে স্তব করিয়াছেন। অতএব বামদেব বাক্য পক্ষে বামদেব ঋষি, ইন্দ্র দেবতা। ইন্দ্র বাক্যপক্ষে ইন্দ্র ঋষি, আত্মা দেবতা। অবশিষ্ট ঋকের বামদেব ঋষি, এবং সুপর্ণাত্মক ব্রহ্ম দেবতা(১)।

১। আমি মনু, আমি সূর্য্য, আমি মেধাবী কক্ষীবান্ ঋষি, আমি অর্জুনীর পুত্র কুৎস ঋষিকে অলঙ্কৃত করিয়াছি। আমি কবি উশনা, আমাকে দর্শন কর।

২। আমি আর্য্যকে পৃথিবী দান করিয়াছি। আমি হব্যদাতা মনুষ্যকে বৃষ্টি দান করিয়াছি। আমি শব্দায়মান জল আনয়ন করিয়াছি। দেবগণ আমার সংকল্প অনুগমন করেন।

৩। আমি (সোমপানে) মত্ত হইয়া শম্বরের নবনব[illegible]ংখ্যক পুরী এককালে ধ্বংস করিয়াছি। আমি যখন অতিথিগ্ব দিবোদাসকে[illegible] পালন করিয়াছিলাম, আমি তাঁহাকে শততম পুরী বাসের জন্য দিয়াছিলাম।

৪। হে মরুৎগণ! শ্যেন পক্ষী পক্ষিগণের মধ্যে প্রধান হউক, অন্য শ্যেনদিগের অপেক্ষা শীঘ্রগামী শ্যেন প্রধান হউক। যে হেতু সুপর্ণ চক্র রহিত রথদ্বারা দেবগণকর্ত্তৃক সেবিত (সোমরূপ) হব্য মনুর জন্য আনয়ন করিয়াছে।

৫। যখন পক্ষী তথা হইতে ভীতি প্রদর্শন করতঃ সোম আনয়ন করিয়াছিলেন, তখন তিনি বিস্তীর্ণ (অন্তরীক্ষ) মার্গে মনের ন্যায় বেগে উড্ডীন হইয়াছিলেন। এবং সোমাত্মক মধুর সহিত শীঘ্র আগমন করিয়াছেন। এই জগতে শ্যেন যশোলাভ করিয়াছেন।

---

(১) সায়ণের ব্যাখ্যা অনুসারে এটি লেখা হইল, কিন্তু পাঠক সমস্ত সূক্ত পাঠ করিয়া দেখিবেন, তাহাতে আত্মার কোনও উল্লেখ নাই। প্রথম তিনটী ঋকে ইন্দ্র আপনার কীর্ত্তি বর্ণনা করিতেছেন, সে কীর্ত্তিগুলি পূর্ব্বে অনেক সূক্তে অনেক বার বর্ণিত হইয়াছে। অবশিষ্ট চারটী ঋকে ঋষি (বামদেব) শ্যেনপক্ষী কর্ত্তৃক সোম আনয়নের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

৬। ঋজুগামী শ্যেনপক্ষী দূর হইতে সোম ধারণ করিয়া, দেবগণের সহিত স্তুতিযোগ্য মদকর সোমকে ঐ উন্নত দ্যুলোক হইতে গ্রহণ করতঃ দৃঢ় ভাবে আনয়ন করিয়াছিলেন।

৭। শ্যেন সহস্র ও অযুত যজ্ঞের সহিত সোমকে গ্রহণ করতঃ আনয়ন করিয়াছিলেন। উহা আনীত হইলে বহু কর্ম্মবিশিষ্ট প্রাজ্ঞ (ইন্দ্র) সোমের মত্ততায় মূঢ় শত্রুদিগকে বধ করিয়াছেন।

---

২৭ সূক্ত।

শ্যেন দেবতা। শেষ ঋক্‌টীর শ্যেন অথবা ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। আমি গর্ভমধ্যে থাকিয়াই এই সকল দেবগণের জন্ম যথাক্রমে জ্ঞাত হইয়াছি। শত লৌহময় শরীর আমাকে ধারণ করিয়াছিল, অধুনা আমি শ্যেন, বেগে নির্গত হইয়াছি(১)।

২। সেই (গর্ভ) আমাকে পর্য্যাপ্ত রূপে অপহরণ করিতে পারে নাই; আমি উহাকে তীক্ষ্ণ বীর্য্যদ্বারা পরাভব করিয়াছি। প্রেরক পুরন্ধি শত্রুদিগকে বধ করিয়াছেন এবং বর্দ্ধমান হইয়া বায়ুগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন(২)।

৩। যখন শ্যেন দ্যুলোক হইতে অধোমুখ হইয়া শব্দ করিয়াছিল, যখন তাহারা ইহার নিকট হইতে(৩) পুরন্ধি (সোম) লইয়া বহন করিয়াছিল; যখন শরপ্রক্ষেপক কৃশানু মনের ন্যায় বেগে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া জ্যাক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং উহার প্রতি শর ক্ষেপণ করিয়াছিলেন।

---

(১) এই ঋক্‌ সম্বন্ধে সায়ণ একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন, যে বামদেব ঋষি যত দিন শরীর ও আত্মার বিভিন্নতা না জানিতেন ততদিন নিরুদ্ধ ছিলেন, পরে আত্মা অনাবৃত, এই জানিয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় নির্গত হইলেন। কিন্তু এই ঋক্‌টী এবং সমস্ত সূক্তটী পড়িলে বোধ হয়, শ্যেন পক্ষীর সোমাহরণার্থ নির্গমনের কথা বলা হইতেছে।

(২) পরমাত্মা গর্ভ ক্লেশ স্বরূপ বায়ু অতিক্রম করিয়াছিলেন, সায়ণ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু আমার বোধ হয় শ্যেন পক্ষী নির্গত হইয়া বেগে বায়ুকে অতিক্রম করিয়াছিল, এই অর্থই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। ইহার পরের ঋকটী দেখ।

(৩) অর্থাৎ সোমপালগণ শ্যেনের নিকট হইতে সোম লইয়াছিল। সায়ণ।

৪। (অশ্বিদ্বয়) যেরূপ ইন্দ্রবান্ দেশ হইতে ভুজ্যুকে (বহন করিয়াছিল), সেইরূপ ঋজুগামী শ্যেন, বৃহৎ দ্যুলোকের উপরিভাগ হইতে সোম হরণ করিয়াছিল। তখন যুদ্ধে প্রহৃত এই পক্ষীর মধ্যস্থিত একটি পতনশীল পক্ষ পড়িয়া গিয়াছিল।

৫। এক্ষণে শুভ্র, পাত্রস্থিত গব্যমিশ্রিত, তৃপ্তিকর সারোপেত এবং অধ্বর্য্যুগণ কর্ত্তৃক দত্ত সোমশূর ধনবান্ ইন্দ্র হর্ষের জন্য পান করুন। মধুর (সোমরস) অগ্রে হর্ষের জন্য পান করুন।

২৮ সূক্ত।

ইন্দ্র ও সোম দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে সোম! (ইন্দ্রের সহিত) তোমার বন্ধুত্ব হইলে পর, ইন্দ্র তোমার সাহায্যে মনুষ্যদের জন্য জল প্রবাহিত করিয়াছেন, বৃত্রকে বধ করিয়াছেন, সপ্ত সিন্ধুকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং বদ্ধদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

২। হে সোম! ইন্দ্র তোমার সাহায্যে ক্ষণমধ্যে সূর্য্যের (রথের) উপরিস্থিত বৃহৎ (অন্তরীক্ষে) বর্ত্তমান চক্র বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রভূত দ্রোহকারী (সূর্য্যের) সর্ব্বতোগামী (চক্র) অপহৃত হইয়াছিল।

৩। হে সোম! ইন্দ্র মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে সংগ্রামে দস্যুদিগকে বধ করিয়াছেন এবং অগ্নি কতক গুলিকে দগ্ধ করিয়াছেন। (চোর) যেরূপ কার্য্যবশতঃ রক্ষাশূন্য দুর্গম স্থানে গমনকারী ব্যক্তিকে (বধ করে), সেইরূপ ইন্দ্র বহু সহস্র (দস্যুদিগের) সকলকে বধ করিয়াছিলেন।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি এই সকল দস্যুদিগকে সমস্ত (সদ্গুণ) হইতে বঞ্চিত করিয়াছ। তুমি দাস মনুষ্যদিগকে নিন্দনীয় করিয়াছ। হে (ইন্দ্র ও সোম)! তোমরা শত্রুদিগকে বাধা দান কর ও বধ কর, তাহাদের বধের জন্য (লোকের নিকট) পূজা গ্রহণ কর।

৫। হে সোম ও ইন্দ্র! তোমরা মহান্ অশ্বসমূহ ও গোসমূহ দান করিয়াছ, মুক্তায়িত গোবৃন্দ ও ভূমি বলদ্বারা বিমুক্ত করিয়াছ। হে ধনযুক্ত (ইন্দ্র ও সোম)! তোমরা শত্রুগণের হিংসক, (তোমাদের) এই সকল (কার্য্য) সত্য(১)।

(১) শেষ দুই ঋকে অনার্য, বর্ব্বরজাতিগণের উল্লেখ আছে।

২৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত হইয়া আমাদিগকে আশ্রয় দান করিবার জন্য আমাদিগের অন্নযুক্ত অনেক যজ্ঞে অশ্বগণের সহিত আগমন কর। তুমি হর্ষযুক্ত ও আর্য্য, তুমি স্তোত্রদ্বারা স্তূয়মান ও সত্য ধন।

২। মনুষ্যগণের হিতকারী, সর্ব্ববেত্তা ইন্দ্র সোমাভিষবকারীগণ কর্ত্তৃক আহুত হইয়া যজ্ঞের উদ্দেশে আগমন করুন। তিনি সুন্দর অশ্বযুক্ত, তিনি নির্ভয়, তিনি সোমাভিষবকারী কর্ত্তৃক স্তুত হয়েন এবং বীর (মরুৎ-গণের) সহিত হৃষ্ট হন।

৩। (হে স্তোতা)! তুমি, ইন্দ্রের কর্ণদ্বয়ে তাঁহাকে বলশালী করিবার জন্য ও সর্ব্বস্থানে হৃষ্ট করিবার জন্য (স্তোত্র) শ্রবণ করাও। সোমরসে সিক্ত, বলবান্ ইন্দ্র আমাদিগের ধনের জন্য সুতীর্থ সকল ভয়শূন্যও করুন।

৪। বজ্রবাহু ইন্দ্র তাঁহার বশীভূত সহস্র সংখ্যক ও শতসংখ্যক শীঘ্রগামী (অশ্বগণকে) রথ বহন প্রদেশে সংস্থাপন করতঃ যাচক, মেধাবী, আহ্বানকারী এবং স্তবকারী (যজমানের) অভিমুখে আশ্রয় প্রদানের জন্য গমন করেন।

৫। হে ধনবান্ ইন্দ্র! আমরা তোমার স্তোতা, আমরা তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত, মেধাবী ও স্তুতিকারী। তুমি দীপ্তিবিশিষ্ট, স্তুতিযোগ্য ও অন্ন বিশিষ্ট ধনের দানকালে আমরা যেন তোমাকে ভজনা করিতে পারি।

---

৩০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। নবম ঋকের উষা ও ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে বৃত্রনাশক ইন্দ্র! তোমার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কেহ নাই, তোমা অপেক্ষা প্রশস্যতর কেহ নাই, তুমি যেরূপ, সেরূপ কেহই নহে।

২। হে ইন্দ্র! সমস্ত চক্র যেরূপ (শকটকে অনুবর্ত্তন করে), সেইরূপ লোকে তোমাকে অনুবর্ত্তন করে। তুমি সত্যই মহান্ ও প্রখ্যাত।

৩। হে ইন্দ্র! সমস্ত দেবগণ তোমাকে বলস্বরূপে গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। যেহেতু তুমি দিবারাত্রি শত্রুগণকে বধ করিয়াছিলে।

৪। হে ইন্দ্র! যে (যুদ্ধে) তুমি যুদ্ধকারী কুৎস এবং তাহার সহকারিগণের জন্য সূর্য্যের রথচক্র অপহরণ করিয়াছিলে।

৫। হে ইন্দ্র! যে (যুদ্ধে) তুমি একাকী দেবগণের বাধাকারী সকলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলে এবং হিংসকদিগকে বধ করিয়াছিলে।

৬। হে ইন্দ্র! যে (যুদ্ধে) তুমি মনুষ্যের জন্য সূর্য্যকে হিংসা করিয়াছিলে এবং যুদ্ধ কর্ম্মদ্বারা এতশকে রক্ষা করিয়াছিলে।

৭। হে বৃত্রহন্তা মঘবা! তৎপরে তুমি কি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলে? তুমি এই অন্তরীক্ষে দিবসেই দনুর পুত্রকে বধ করিয়াছিলে।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি এই প্রকার বীর্য্যশালী বল প্রদর্শন করিয়াছিলে। তুমি দ্যুলোকের দুহিতা হননাভিলাষিণী স্ত্রীকে বধ করিয়াছিলে(১)।

৯। হে মহান্ ইন্দ্র! তুমি দ্যুলোকের দুহিতা পূজনীয়া ঊষাকে সংপিষ্ট করিয়াছিলে।

১০। অভীষ্টবর্ষী (ইন্দ্র) যখন ঊষার (শকট) ভগ্ন করিয়াছিলেন, তখন ঊষা ভীতা হইয়া ভগ্ন শকট হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন।

১১। ঊষাদেবীর চূর্ণীকৃত শকট বিপাশ (নদীর তীরে) পড়িয়া রহিল তিনি দূরদেশে অপসৃত হইলেন।

১২। হে ইন্দ্র! তুমি সম্পূর্ণজলা তিষ্ঠমনা সিন্ধুকে পৃথিবীতে প্রজ্ঞাদ্বারা সংস্থাপিত করিয়াছিলে।

১৩। হে ইন্দ্র! তুমি বর্ষণকারী। যখন তুমি শুষ্ণের নগর সকল সংপিষ্ট করিয়াছিলে, তখন তুমি তাহার ধন লুণ্ঠন করিয়াছিলে।

১৪। হে ইন্দ্র! তুমি কুলিতরের অপত্য দাস শম্বরকে বৃহৎ পর্ব্বতের উপরে নিম্নমুখ করিয়া বধ করিয়াছিলে।

(১) দিবা বা সূর্য্যরূপ ইন্দ্র উদয় হইলে ঊষা বিনষ্ট হয়, এই বোধ হয় ঋকের মর্ম্ম। পরের তিনটী ঋক্ দেখ।

১৫। হে ইন্দ্র! চক্রের চতুর্দ্দিকস্থিত শঙ্কুর ন্যায় দাস বর্চির চতুর্দ্দিকস্থিত পঞ্চশত সংখ্যক ও সহস্র সংখ্যক (অনুচরদিগকে) তুমি বিশেষরূপে বধ করিয়াছিলে।

১৬। শতক্রতু ইন্দ্র সেই অগ্রুর পুত্র পরাবৃত্তকে স্তোত্রভাগী করিয়াছিলেন।

১৭। যজ্ঞপতি বিদ্বান্ ইন্দ্র অনভিষিক্ত সেই তুর্ব্বশ ও যদুকে অভিষেকের যোগ্য করিয়াছিলেন।

১৮। হে ইন্দ্র! তুমি তৎক্ষণাৎ সরযুনদীর পারে আর্য্য অর্ণ ও চিত্ররথকে বধ করিয়াছিলে(২)।

১৯। হে বৃত্রহন্তা! তুমি (বন্ধুগণ কর্ত্তৃক) ত্যক্ত, অন্ধ ও পঙ্গুকে অনুনীত করিয়াছিলে, তোমার দত্ত সুখ কেহ অতিক্রম করিতে (সক্ষম নহে)।

২০। ইন্দ্র হব্যদাতা দিবোদাসকে (শম্বরের) পাষাণ নির্ম্মিত শত সংখ্যক পুরী প্রদান করিয়া ছিলেন(৩)।

২১। ইন্দ্র, দভীতির জন্য মায়াবলে ত্রিংশৎ সহস্র সংখ্যক দাসকে হনন সাধন (আয়ুধদ্বারা) প্রসুপ্ত করিয়াছিলেন(৪)।

২২। হে ইন্দ্র! তুমি এইসমস্ত (শত্রুদিগকে) প্রচুর করিয়াছ। হে বৃত্রহন্তা! তুমি গাভী সকলের পালক, তুমি (সকল যজমানের নিকট) সমান।

২৩। হে ইন্দ্র! যে হেতু তুমি তোমার বলকে সামর্থ্যযুক্ত করিয়াছিলে, অতএব অধুনাতন (কোন ও ব্যক্তি, উহাকে হিংসা করিতে পারে না।

(২) আর্য্যগণ ক্রমে সরযুতীর অতিক্রম করিয়া রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন অনার্য্যগণের সহিত যুদ্ধ ভিন্ন আর্য্য রাজাগণের পরস্পরের মধ্যেও যুদ্ধ ও বিবাদ হইত; এবং সরযুর পূর্ব্বপারস্থ দুইজন আর্য্যরাজা এইরূপ যুদ্ধে হত হয়েন, তাহা এই ঋকে প্রকাশ হইতেছে।

(৩) মূলে অশ্মন্ময়ীনাং পুরাং আছে। প্রস্তর নির্ম্মিত নগরের পরিচয় এখানে পাইলা।

(৪) অনার্য্য শত্রুগণের উল্লেখ। উপরের ১৫ ঋক্ ও দেখ।

২৪। হে শত্রুবিনাশক (ইন্দ্র)! অর্য্যমাদেব তোমার সেই মনোহর ধন দান করুন, পূষা সেই মনোহর ধন দান করুন, ভগ সেই মনোহর ধন দান করুন। করূলতী দেব সেই মনোহর ধন দান করুন(৫)।

---

৩১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। সর্ব্বদা বর্দ্ধমান, পূজনীয় ও মিত্রভূত (ইন্দ্র) কোন্ তর্পণদ্বারা আমাদের অভিমুখে আগমন করিবেন? কোন্ প্রজ্ঞাযুক্ত শ্রেষ্ঠ কর্ম্মদ্বারা আমাদের অভিমুখে আগমন করিবেন(১)?।

২। হে ইন্দ্র! পূজনীয়, সত্যভূত, হর্ষকর (সোমরসের) মধ্যে কোন্ সোমরস (শত্রুগণের) ধন নষ্ট করিবার জন্য তোমাকে হৃষ্ট করিবে?।

৩। তুমি, সখা স্তোতাগণের রক্ষক, তুমি শত রক্ষার সহিত আমাদের নিকট আগমন কর।

৪। আমরা তোমার উপগন্তা। তুমি মনুষ্যগণের স্তুতিতে (প্রীত হইয়া) আমাদের নিকট বৃত্তাকার চক্রের ন্যায় প্রত্যাগত হও।

৫। তুমি যজ্ঞের প্রবণ প্রদেশ নিজের স্থান মনে করিয়া আগমন করিয়া থাক, আমি সূর্য্যের সহিত তোমাকে ভজনা করি।

৬। হে ইন্দ্র! যখন স্তুতি ও কর্ম্ম সকল তোমার অনুযত হয়, তখন উহারা (প্রথমে) তোমার হয়, তৎপরে সূর্য্যের হয়।

৭। হে কর্ম্মপালক (ইন্দ্র)! তোমাকে মঘবা, দাতা ও দীপ্তিবিশিষ্ট বলে।

---

(৫) সায়ণ করূলতী অর্থে দন্তহীন করিয়া ঐ শব্দটী পূষার বিশেষণ করিয়াছেন।

---

(১) এই ঋকটী সামবেদের দুই স্থানে (১।১৬৯ ও ১।২৩২), যজুর্ব্বেদের এক স্থানে (২৭।২৯) এবং অথর্ব্ববেদের একস্থান (২০।১২৪।১) আছে। ইহার পরের দুইটী ঋক ও সকল বেদেই পাওয়া যায়।

৮। তুমি ক্ষণমাত্রেই স্তুতিকারী সোমাভিষবকারীকে বহু ধন দান কর।

৯। বাধাকারীগণ তোমার শত পরিমিত ধন বারণ করিতে পারে না। তুমি (শত্রুগণকে) হিংসা কর, তাহারা তোমার বল ধারণ করিতে পারে না।

১০। তোমার শত সংখ্যক রক্ষা আমাদিগকে রক্ষা করুক। তোমার সহস্র সংখ্যক রক্ষা আমাদিগকে রক্ষা করুক। তোমার সমস্ত অভিলষিত আমাদিগকে রক্ষা করুক।

১১। তুমি এই যজ্ঞে আমাদিগকে তোমার সখ্যের, স্বস্তির ও মহান্ দীপ্তিযুক্ত ধনের ভাগী কর।

১২। হে ইন্দ্র! তুমি প্রত্যহ আমাদিগকে মহৎ ধন দ্বারা রক্ষা কর, সমস্ত রক্ষা দ্বারা রক্ষা কর।

১৩। হে ইন্দ্র! তুমি শূরের ন্যায় নূতন রক্ষাদ্বারা আমাদিগের জন্য গাভীবিশিষ্ট প্রসিদ্ধ গো নিবাস সকল উদ্ঘাটন কর।

১৪। [illegible]! আমাদের শত্রুধর্ষক, দীপ্তিমান্, বিনাশরহিত, গা[illegible]যুক্ত র[illegible] (সর্ব্বত্র) গমন করুক।

[illegible]। হে সূর্য্য! তুমি যেরূপ সেচন সমর্থ দ্যুলোককে উপরে (স্থাপন [illegible]রিয়াছ), সেইরূপ দেবগণের মধ্যে আমাদের যশঃ উৎকৃষ্ট কর।

---

৩২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে বৃত্রবিনাশক ইন্দ্র! তুমি শীঘ্র আমাদিগের নিকট আগমন কর। তুমি মহান্, তুমি মহতী রক্ষার সহিত আমাদের সমীপে আগমন কর।

২। হে পূজনীয় (ইন্দ্র)! তুমি ভ্রমণশীল এবং আমাদের অভীষ্ট-দাতা। তুমি চিত্র কর্ম্মযুক্ত (লোককে) রক্ষার্থে ধন দান কর।

৩। যাহারা তোমার সহিত সঙ্গত হয়, তাহারা সামান্য হইলেও তুমি সেই সখাগণের সহিত মিলিত হইয়া উৎপ্লবমান মহান্ শত্রুদিগকে বল-দ্বারা বিনাশ কর।

৪। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার সহিত সঙ্গত, আমরা তোমাকে অধিক পরিমাণে স্তুতি করিতেছি; তুমি আমাদিগের সকলকে বিশেষরূপে রক্ষা কর।

৫। হে বজ্রধারী! তুমি মনোহর, অনিন্দিত ও অনাক্রমণীয় রক্ষা-সমূহের সহিত আমাদের নিকট আগমন কর।

৬। হে ইন্দ্র! আমরা ত্বৎসদৃশ গোযুক্ত (দেবতার) সখা। আমরা প্রভূত অন্নের জন্য (তোমার সহিত) সংযুক্ত হইতেছি।

৭। হে ইন্দ্র! তুমিই গোযুক্ত অন্নের স্বামী, অতএব তুমি আমা-দিগকে প্রভূত অন্নদান কর।

৮। হে স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র! যখন তুমি স্তুত হইয়া স্তোতাগণকে ধন দান করিতে ইচ্ছাকর, তখন (কেহই) অন্যথা করিতে পারে না।

৯। হে ইন্দ্র! গোতমগণ ধন ও প্রভূত অন্নের জন্য তোমার উদ্দেশে স্তুতি বাক্যদ্বারা স্তুতি করিতেছে।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি (সোমপানে) হৃষ্ট হইয়া দাসগণের নগর সকলের বিরুদ্ধে গমন করতঃ (উহাদিগকে) ভগ্ন করিয়াছিলে। আমরা তোমার সেই বীর্য্য কীর্ত্তন করি।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুতিযোগ্য, তুমি যে সকল বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছ, (সোম) অভিষুত হইলে প্রাজ্ঞগণ তোমার সেই সকল বীর্য্য কীর্ত্তন করে।

১২। হে ইন্দ্র! স্তোত্রবাহক গোতমগণ, তোমাকে (স্তোত্রদ্বারা) বর্দ্ধিত করিতেছে, তুমি ইহাদিগকে পুত্রপৌত্রযুক্ত অন্ন দান কর।

১৩। হে ইন্দ্র! যদিও তুমি সকলের সাধারণ (দেবতা), তথাপি আমরা তোমাকেই আহ্বান করিতেছি।

১৪। হে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর। হে সোমপা! তুমি সোমরূপ অন্নদ্বারা হৃষ্ট হও।

১৫। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার স্তোতা, আমাদিগের স্তোত্র তোমাকে আমাদিগের নিকট আনয়ন করুক। তুমি অশ্বদ্বয়কে আমা-দিগের অভিমুখে পরিবর্ত্তিত কর।

১৬। তুমি আমাদিগের পুরোডাশরূপ অন্ন ভক্ষণ কর। স্ত্রৈণ ব্যক্তি যেরূপ স্ত্রীর (বাক্য সেবা করে), সেইরূপ তুমি আমাদিগের স্তুতি বাক্য সেবা কর।

১৭। আমরা ইন্দ্রের নিকট শিক্ষিত, শীঘ্রগামী সহস্র সংখ্যক অশ্ব যাচ্‌ঞা করিতেছি, শত সংখ্যক সোমের কলশ(১) যাচঞা করিতেছি।

১৮। (হে ইন্দ্র)! আমরা তোমার শত সংখ্যক ও সহস্র সংখ্যক গাভী গ্রহণ করিব, আমাদিগের ধন তোমার নিকট হইতে আগমন করুক।

১৯। আমরা যেন তোমার নিকট হইতে দশটী হিরণ্য পূর্ণ কলশ লাভ করিতে পারি। হে বৃত্রবিনাশক! তুমি বহুপ্রদ।

২০। হে ইন্দ্র! তুমি বহুপ্রদ, তুমি আমাদিগকে বহু ধন দান কর, অল্প ধন দান করিও না। তুমি প্রভূত ধন আনয়ন কর, কারণ তুমি প্রভূত ধন দান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক।

২১। হে বৃত্রবিনাশক শূর! তুমি বহুপ্রদ বলিয়া বহু (যজমান-গণের নিকট) বিখ্যাত আছে, তুমি আমাদিগকে ধনের ভাগী কর।

২২। হে প্রাজ্ঞ! আমি তোমার পিঙ্গলবর্ণ অশ্বদ্বয়ের প্রশংসা করিতেছি। হে গাভীপ্রদ! তুমি (স্তোতাগণকে) বিনাশ কর না, তুমি এই অশ্বদ্বয়দ্বারা (আমাদিগের) গাভীগণকে বিনাশ করিও না।

২৩। দৃঢ়, নব ও ক্ষুদ্র দ্রুপদে(২) স্থিত পুত্তলিকাদ্বয়ের ন্যায় তোমার পিঙ্গলবর্ণ অশ্বদ্বয় যজ্ঞে শোভা পায়।

২৪। আমি যখন বৃষভযুক্ত (রথে) গমন করি, অথবা যখন পদদ্বারা গমন করি, তখন তোমার অহিংসক পিঙ্গলবর্ণ অশ্বদ্বয় আমার পর্য্যাপ্ত-কারী হউক।

---

(১) মূলে "খার্য্যঃ" আছে। "অত্র মানবিশেষবাচিনা খারীশব্দেন দ্রোণকলশ উপলক্ষ্যতে।" সায়ণ। "In modern use it is the name of a grain measure, equal to sixteen dronas, or about three bushels."—*Wilson.*

(২) "Stage."—*Wilson.* দ্রুপদে স্থিত পুত্তলিকা কি?

সপ্তম অধ্যায়।

৩৩ সূক্ত।

ঋভুগণ দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। আমি ঋভুগণের নিকট দূতের ন্যায় স্তুতিবাক্য প্রেরণ করিতেছি। আমি তাঁহাদিগের নিকট সোম উপস্তরণের জন্য পয়োযুক্তা ধেনু যাচ্ঞা করিতেছি। ঋভুগণ বায়ুগতি এবং জগতের উপকারজনক কর্ম্মকারী। তাঁহারা বেগগামী অশ্বদ্বারা ক্ষণমাত্রে অন্তরীক্ষ পরিব্যাপ্ত করেন।

২। যখন ঋভুগণ মাতা পিতাকে পরিচর্য্যা ও যুবা করিয়া এবং (চমস নির্ম্মাণাদি) অন্য কার্য্য করিয়া অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেই সময়েই দেবগণের সখ্য লাভ করিয়াছিলেন। ধীর ঋভুগণ প্রকৃষ্ট মনস্ক (যজমানের জন্য) পুষ্টি ধারণ করেন।

৩। ঋভুগণ যূপকাষ্ঠের ন্যায় জীর্ণ ও শয়ান মাতা পিতাকে নিত্য তরুণ করিয়াছিলেন। বাজ, বিভ্বা এবং ঋভু, ইন্দ্রের সহিত সোমরস পান করতঃ আমাদের যজ্ঞ রক্ষা করুন।

৪। ঋভুগণ (মৃতা) গাভীকে সম্বৎসর পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋভুগণ (উক্ত গাভীর) মাংসকে সম্বৎসর পর্য্যন্ত অবয়বযুক্ত করিয়াছিলেন এবং উহার শরীর সৌন্দর্য্য সম্বৎসর পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই সকল কার্য্যদ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৫। জ্যেষ্ঠ (ঋভু) বলিলেন, (এক) চমস দুই করিব। তাঁহার অবরজ (বিভ্বা) বলিলেন, তিন করিব। কনিষ্ঠ (বাজ) বলিলেন, চতুর্ধা করিব। হে ঋভুগণ! ত্বষ্টা এই (চতুষ্করণের) প্রশংসা করিয়াছিলেন।

মনুষ্যরূপ (ঋভুগণ) সত্য বলিয়াছিলেন। কারণ তাঁহারা উহা ... । তৎপরে ঋভুগণ এই স্বধার ভাগী হইয়াছিলেন। ত্বষ্টা, ...ন্যায় দীপ্তিমান্ চমস চারিটী দেখিয়া কামনা করিয়াছিলেন।

৭। যখন ঋভুগণ(১) অগোপনীয় (সূর্য্যের) আতিথ্যে দ্বাদশ দিবস(২) সুখে অবস্থান করতঃ বিহার করেন, তখন তাঁহারা ক্ষেত্র সকল সশ্যসম্পন্ন করেন, নদী সকল প্রেরণ করেন। জল বিহীন স্থানে ওষধি সকল জন্মে এবং নিম্নস্থান জল ব্যাপ্ত হয়।

৮। যাঁহারা সুচক্র ও চক্রবিশিষ্ট রথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা বিশ্বের প্রেরয়িত্রী বিশ্বরূপা ধেনু উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই সুকর্ম্মা সুন্দর অন্নযুক্ত সুহস্ত ঋভুগণ আমাদিগের ধন নিষ্পাদন করুন।

৯। দেবগণ (বর প্রদান রূপ) কর্ম্মদ্বারা এবং প্রসন্ন অন্তঃকরণ-দ্বারা দীপ্তিমান্ হইয়া ইঁহাদিগের কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন। সুকর্ম্মা বাজ সমস্ত দেবতাগণের হইয়াছিলেন, ঋভু ইন্দ্রের হইয়াছিলেন। বিভ্বা বরুণের হইয়াছিলেন।

১০। যাঁহারা অশ্বদ্বয়কে প্রজ্ঞা ও স্তুতিদ্বারা হৃষ্ট করিয়াছিলেন, যাঁহারা ইন্দ্রের জন্য সুখে যোজিত অশ্বদ্বয় সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই ঋভুগণ আমাদিগকে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মিত্রের ন্যায় ধনপুষ্টি ও দ্রবিণ দান করুন।

১১। অনন্তর দেবগণ তৃতীয় (সবনে) তোমাদিগকে (সোম) পান ও (তজ্জনিত) হর্ষ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রান্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের সখা হয়েন না। হে ঋভুগণ! তোমরা আমাদিগকে তৃতীয় সবনে নিশ্চয়ই ধন দান কর।

৩৪ সূক্ত।

ঋভুগণ দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে ঋভু, বিভ্বা, বাজ এবং ইন্দ্র! তোমরা রত্নদানের জন্য আমাদের এই যজ্ঞে আগমন কর। কারণ ধিষণা দেবী এইমাত্র তোমাদিগকে দিবসের (সোমজনিত) প্রীতি দান করিয়াছেন। অতএব (সোম-জনিত) হর্ষ তোমাদিগের সহিত সঙ্গত হউক।

(১) এই ঋকে ঋভুগণকে সূর্য্য রশ্মিরূপে স্তব করা হইয়াছে। সায়ণ।
(২) মূলে "দ্বাদশ দ্যূন" আছে। আর্দ্রা আদি দ্বাদশ বৃষ্টি নক্ষত্র। সায়ণ।

২। হে অন্নদাতা শোভমান ঋভুগণ! তোমরা (দেব) জন্ম বিদিত হইয়া ঋতুগণের সহিত হৃষ্ট হও। হর্ষকর সোম ও স্তুতি তোমাদের জন্য একত্রিত হইয়াছে, তোমরা আমাদিগকে পুত্রপৌত্রাদিবিশিষ্ট ধন প্রেরণ কর।

৩। হে ঋভুগণ! তোমাদের জন্য এই যজ্ঞ করা হইয়াছে, তোমরা মনুষ্যবৎ দীপ্তিশালী হইয়া ইহা ধারণ কর। সেবমান (সোম) তোমাদের নিকট রহিয়াছে। হে বাজগণ! তোমরা প্রথমে উপাস্য।

৪। হে নেতৃগণ! এক্ষণে তোমাদিগের (অনুগ্রহে) দানযোগ্য রত্ন পরিচর্য্যাকারী হব্যদাতা মনুষ্যের হউক। হে বাজগণ! হে ঋভুগণ! তোমরা পান কর, আমি হর্ষের জন্য তৃতীয় সবনের প্রভুত সোম তোমাদিগকে দান করিতেছি।

৫। হে বাজগণ! হে ঋভুক্ষাগণ! তোমরা নেতা। তোমরা মহৎ ধনকে স্তুতি করতঃ আমাদিগের নিকট আগমন কর। দিবসের সমাপ্তিতে নবপ্রসবা গাভীগণ যেরূপ গৃহে আগমন করে, সেইরূপ এই (সোমরসের) পান তোমাদিগের নিকট আগমন করিতেছে।

৬। হে বলের পুত্রগণ! তোমরা স্তোত্রদ্বারা আহুত হইয়া এই যজ্ঞে আগমন কর। তোমরা ইন্দ্রের সহিত সঙ্গত এবং মেধাবী, কারণ তোমরা ইন্দ্রের। তোমরা ইন্দ্রের সহিত রত্ন দান করতঃ মধুর সোম পান কর।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি বরুণের সহিত সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া সোম পান কর। হে স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র! তুমি মরুৎগণের সহিত সঙ্গত হইয়া সোম পান কর। তুমি, প্রথম পানকারী ঋতুপাগণের সহিত এবং রত্নদাত্রী দেবপত্নীগণের সহিত(৩) সোম পান কর।

৮। হে ঋভুগণ! তোমরা আদিত্যের সহিত সঙ্গত হইয়া হৃষ্ট হও, পর্ব্বতগণের সহিত(৪) সঙ্গত হইয়া হৃষ্ট হও, দেবগণের হিতকর

(৩) মূলে "গ্নাঃ পত্নীভি" আছে। "স্ত্রীণাং পালয়িত্র্যঃ গ্নাঃ পত্ন্যঃ তাভিঃ।" সায়ণ।

(৪) পর্ব্ব দিবসে অর্চ্চমান দেববিশেষ। সায়ণ। পূর্ব্বে সায়ণ পর্ব্বত অর্থে পর্জ্জন্য মেঘ করিয়াছেন।

[illegible] হৃষ্ট হও, রত্নদাতা নদী দেবগণের সহিত [illegible] হৃষ্ট হও।

৯। যাঁহারা অশ্বিদ্বয়কে (রথ নির্ম্মাণাদি) কার্য্যদ্বারা (প্রীত করিয়াছিলেন), যাঁহারা (জীর্ণ) পিতা মাতাকে যুবা করিয়াছিলেন, যাঁহারা ধেনু ও অশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা (দেবগণের জন্য) অংসত্রা কবচ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন(৫), যাঁহারা দ্যাবাপৃথিবীকে পৃথক্ করিয়াছিলেন, যাঁহারা ব্যাপ্ত এবং নেতা, যাঁহারা সুন্দর অপত্য (বিশিষ্ট কর্ম্ম) করিয়াছিলেন।

১০। যাঁহারা গোবিশিষ্ট, অন্ন বিশিষ্ট, পুত্রপৌত্রাদিবিশিষ্ট, গৃহযুক্ত, বহু ও অন্নযুক্ত ধন ধারণ করেন এবং যাঁহারা ধনের প্রশংসা করেন, সেই অগ্রে পানকারী ঋভুগণ হৃষ্ট হইয়া আমাদিগকে ধন দান করুন।

১১। হে ঋভুগণ! তোমরা চলিয়া যাইও না, আমরাও তোমাদিগকে তৃষ্ণার্ত্ত করিব না। হে দেবগণ! তোমরা অনিন্দিত হইয়া রমণীয় ধন দানের জন্য এই যজ্ঞে ইন্দ্রের সহিত হৃষ্ট হও, মরুৎগণের সহিত হৃষ্ট হও, দীপ্তিমান্ (অন্যান্য দেবগণের) সহিত হৃষ্ট হও।

---

৩৫ সূক্ত।

ঋভুগণ দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে বলের পুত্র, সুধন্বার পুত্র, ঋভুগণ! তোমরা এখানে আগমন কর, তোমরা অপগত হইও না। এই সবনে মদকর সোম রত্নদাতা ইন্দ্রের পরে তোমাদের নিকট গমন করুক।

২। ঋভুগণের রত্নদান আমাদিগের নিকট এই যজ্ঞে আগমন করুক। যেহেতু তাঁহারা শোভন হস্ত ব্যাপারদ্বারা ও কর্ম্মের ইচ্ছাদ্বারা এক চমসকে চতুর্ধা করিয়াছিলেন এবং অভিষুত সোম পান করিয়াছিলেন।

(৫) মূলে "অংসত্রা" আছে। "অংসত্রাণি কবচানি।" সায়ণ।

৩। তোমরা চমসকে চতুর্ধা করিয়াছিলে এবং বলিয়াছিলে, হে সখা (অগ্নি)! অনুগ্রহ কর। হে বাজগণ! হে ঋভুগণ! তোমরা কুশল হস্ত তোমরা (অমরত্ব) পথে(১) গমন কর।

৪। যাহাকে কৌশল পূর্ব্বক চারিটী করা হইয়াছিল, সেই চমস কি প্রকারের? (হে ঋত্বিকগণ)! তোমরা হর্ষের জন্য সোম অভিষব কর। হে ঋভুগণ! তোমরা মধুর সোমরস পান কর।

৫। হে রমনীয় সোমান্নযুক্ত ঋভুগণ! তোমরা কর্ম্মদ্বারা মাতা পিতাকে যুবা করিয়াছিলে, কর্ম্মদ্বারা চমস দেবপানের যোগ্য করিয়াছিলে, কর্ম্ম-দ্বারা শীঘ্রগামী ইন্দ্রের বাহক অশ্বদ্বয় সম্পাদন করিয়াছিলে।

৬। হে ঋভুগণ! তোমরা অন্নবান্। যে তোমাদিগের উদ্দেশে হর্ষের জন্য দিবাবসানে তীব্র সোম অভিষবণ করে, হে ফলবর্ষী (ভুভুগণ)! তোমরা হৃষ্ট হইয়া তাহার জন্য বহু পুত্রযুক্ত ধন সম্পাদন কর।

৭। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি প্রাতঃ সবনে অভিষুত সোম পান কর, মাধ্যন্দিন সবন কেবল তোমারই। হে ইন্দ্র! তুমি সুকর্ম্মদ্বারা যাঁহাদিগকে সখা করিয়াছ, সেই রত্নদাতা ঋভুগণের সহিত (তৃতীয় সবনে) পান কর।

৮। তোমরা সুকর্ম্মদ্বারা দেবতা হইয়াছিলে। হে বলের পুত্রগণ! তোমরা শ্যেনের ন্যায় দ্যুলোকে নিষণ্ণ আছ, তোমরা ধন দান কর। হে সুধন্বার পুত্রগণ! তোমরা অমর হইয়াছ।

৯। হে সুহস্ত ঋভুগণ! যেহেতু তোমরা রমণীয় সোমদানযুক্ত তৃতীয় সবনকে সুকর্ম্মেচ্ছা প্রযুক্ত প্রসাধিত করিয়াছ, অতএব তোমরা হৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের সহিত অভিষুত সোম পান কর।

---

(১) এই ঋকের শেষার্দ্ধটি অগ্নির উক্তি। সায়ণ।

৩৬ সূক্ত।

ঋভুগণ দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। (হেঋভুগণ)! তোমাদের কৃত স্তুতিযোগ্য ত্রিচক্র রথ অশ্ব ব্যতিরেকে ও প্রগ্রহ ব্যতিরেকে অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। যদ্দ্বারা তোমরা দ্যাবাপৃথিবী পোষণ করিতেছ, সেই (রথ নির্ম্মাণরূপ) মহৎ কর্ম্ম তোমাদিগের দেবত্ব প্রখ্যাত করিতেছে।

২। হে সুন্দরান্তঃকরণ ঋভুগণ! তোমরা মানসিক ধ্যানদ্বারা সুবৃত্ত ও অকুটিলগামী রথ নির্ম্মাণকরিয়াছিলে। হে বাজগণ! হে ঋভুগণ! আমরা তোমাদিগকে সোম পানের জন্য আবেদন করিতেছি।

৩। হে বাজগণ! হে ঋভুগণ! হে বিভুগণ! তোমরা যে বৃদ্ধ ও জীর্ণ পিতা মাতাকে নিত্য তরুণ ও সর্ব্বদা বিচরণ ক্ষম করিয়াছ, তোমাদের সেই মাহাত্ম্য দেবগণের মধ্যে প্রখ্যাত আছে।

৪। হে ঋভুগণ! তোমরা এক চমসকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়াছ, কর্ম্মদ্বারা গাভিকে চর্ম্মে পরিবৃত করিয়াছ, অতএব তোমরা দেবগণের মধ্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছ। হে বাজগণ! হে ঋভুগণ! তোমাদিগের এই কর্ম্ম প্রশংসাযোগ্য।

৫। বাজগণের সহিত বিখ্যাত নেতা (ঋভুগণ) যে ধন উৎপাদন করিয়াছেন, প্রধান ও প্রভূত অন্নবিশিষ্ট সেই ধন ঋভুগণের নিকট হইতে (আমাদের নিকট আগমন করুক)। যজ্ঞে ঋভুগণকর্ত্তৃক সম্পন্ন (রথ) বিশেষ রূপে প্রশংসার্হ। হে দীপ্তিবিশিষ্ট (ঋভুগণ)! তোমরা যাহা রক্ষা কর তাহা দর্শনযোগ্য।

৬। বাজ, বিভ্বা ও ঋভুগণ যাঁহাকে রক্ষা করেন, তিনি বলবান্ হইয়া রণ কুশল হয়েন, তিনি ঋষি হইয়া স্তুতিযুক্ত হয়েন, তিনি শূর হইয়া শত্রুগণের প্রক্ষেপক হয়েন, তিনি যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ হয়েন, তিনি ধনপুষ্টি ধারণ করেন ও পুত্রপৌত্রাদি ধারণ করেন।

৭। তোমরা শ্রেষ্ঠ ও দর্শনীয় রূপ ধারণ করিয়াছ। হে বাজগণ ও ঋভুগণ! এই স্তোম (তোমাদিগের), তোমরা উহা সেবা কর। তোমরা

ধীমান্, কবি ও জ্ঞানবান্; আমরা তোমাদিগকে এই স্তোত্রদ্বারা আবেদন করিতেছি।

৮। হে ঋভুগণ! তোমরা আমাদিগের স্তুতির জন্য মনুষ্যগণের হিতকর সমস্ত ভোগ্যবস্তু বিদিত হইয়া তাহা সম্পাদন কর এবং আমাদিগের জন্য দীপ্তিমান্ বলকারক ও (বলবান্ শত্রুর) শোষক ধন ও অন্ন সম্পাদন কর।

৯। আমাদিগের এই যজ্ঞে প্রীত হইয়া পুত্রপৌত্রাদি সম্পাদন কর, এই যজ্ঞে ধন সম্পাদান কর, এই যজ্ঞে ভৃত্যাদিযুক্ত যশঃ সম্পাদন কর। হে ঋভুগণ! আমরা যদ্দ্বারা অন্যকে অতিক্রম করিতে পারিব, আমাদিগকে সেইরূপ রমণীয় অন্ন দান কর।

---

৩৭ সূক্ত।

ঋভুগণ দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে রমণীয় ঋভুগণ! তোমরা যেরূপে দিবাসমূহকে সুদিন করিবার জন্য মনুষ্য লোকের যজ্ঞ ধারণ করিয়া থাক, হে বাজগণ! হে ঋভুদেবগণ! তোমরা সেইরূপে আমাদের যজ্ঞে আগমন কর।

২। অদ্য এই যজ্ঞ সকল তোমার হৃদয়ে ও মনের (প্রীতিদায়ক) হউক। ঘৃত মিশ্রিত পর্য্যাপ্ত (সোমরস) তোমাতে গমন করুক। চমসপূর্ণ সোমরস তোমাকে কামনা করিতেছে, উহা উৎসাহার্থ পীত হইয়া তোমাকে সুকর্ম্মের জন্য হৃষ্ট করুক।

৩। হে বাজগণ! হে ঋভুক্ষাগণ(১)! (যে সকল লোক), সবনত্রয়োপেত দেবগণের হিতকর (সোম) তোমাদিগের উদ্দেশে ধারণ করিতেছে, অথবা স্তোম তোমা দগের উদ্দেশে ধারণকরিতেছে, সেই সমবেত প্রজাগণের

---

(১) সায়ণ ১।১৬২।১ এবং ২।১৮৬।১০ ঋকে ঋভুক্ষা অর্থে ইন্দ্র করিয়াছেন, কিন্তু এইস্থলে ঋভুক্ষা অর্থে ঋভুগণ করিয়াছেন। এখানেও এই মণ্ডলের ৩৪।৫ ঋকে ও অন্যান্য স্থানে ঋভুক্ষা অর্থে স্পষ্টই ঋভুগণ।

মধ্যে আমি মনুর ন্যায় প্রভূত দীপ্তিযুক্ত, আমি তোমাদের উদ্দেশে সোম প্রদান করি।

৪। তোমাদের অশ্ব সকল পীন, তোমাদের রথ দীপ্তিশালী, তোমাদের হনুদ্বয় লৌহের ন্যায় সারবান্, তোমরা অন্নবান্ ও শোভননিষ্ক সম্পন্ন(২)। হে ইন্দ্র পুত্রগণ, বলের পৌত্রগণ! তোমাদের হর্ষের জন্য এই প্রথম সবন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

৫। হে ঋভুক্ষাগণ! আমরা ঋভুস্বরূপ ধন প্রার্থনা করি, সংগ্রামে যোদ্ধা শ্রেষ্ঠ সহায়কে আহ্বান করি, সর্ব্বদা দানশীল ইন্দ্রবান্ অশ্বীকে আহ্বান করি(৩)।

৬। হে ঋভুগণ। তোমরা এবং ইন্দ্র যে মর্ত্যকে রক্ষা কর, তিনি কর্ম্মদ্বারা ধনভাগী হউন। এবং যজ্ঞে অশ্বযুক্ত হউন।

৭। হে বাজগণ! হে ঋভুক্ষাগণ! আমাদিগকে যজ্ঞপথ প্রজ্ঞাপিত কর, কারণ হে মেধাবীগণ! তোমরা স্তুত হইলে সমস্ত দিক্ উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হও।

৮। হে বাজগণ! হে ঋভুক্ষাগণ! হে ইন্দ্র! হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা ধন দানার্থ মনুষ্যগণের জন্য প্রভূত ধন ও অশ্বদানের আজ্ঞা কর।

(২) ঋগ্বেদে এই স্থানে এবং অন্য অনেক স্থানে নিষ্ক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আধুনিক সংস্কৃতে নিষ্ক শব্দের একটী অর্থ স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ। এস্থানেও বোধ হয় নিষ্ক অর্থে বেদোক্ত সময়ের প্রচলিত মুদ্রা।

(৩) সায়ণ এই ঋকের কতক গুলি শব্দের ভিন্ন রূপ অর্থ করিয়াছেন।

৩৮ সূক্ত।

প্রথম ঋকের দ্যাবাপৃথিবী দেবতা, অবশিষ্ট ঋকের দধিক্রা দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। (হে দ্যাবাপৃথিবী)! দাতা ত্রসদস্যু রাজা তোমাদের সকাশ হইতে অনেক (ধন) পাইয়া প্রার্থীদিগকে দান করিয়াছেন। তোমরা উর্ব্বরা ক্ষেত্রযুক্ত ধন(১) দান করিয়াছ এবং দস্যুদিগের যথার্থ অভিভবকর ও উগ্র অস্ত্র দান করিয়াছ।

২। গমনশীল অনেক (শত্রুগণের) নিষেধক, সমস্ত লোকের রক্ষক, সরলগতি, সুন্দরগমন, দীপ্তিবিশিষ্ট, শীঘ্রগামী এবং বলবান্ রাজার ন্যায় শত্রু বিনাশক দধিক্রা দেবকে(২) তোমরা দুই জনে দান করিয়াছ।

৩। নিম্নগামী (জলের) ন্যায় গমনশীল, সংগ্রামাভিলাষী শূরের ন্যায় পদ দ্বারা দিক্ লঙ্ঘনাভিলাষী এবং রথগামী ও বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী সেই (দধিক্রাদেবকে) সকলে হৃষ্ট হইয়া স্তুতি করে।

৪। যিনি সংগ্রামে একত্রীভূত পদার্থ সমূহকে নিরোধ করতঃ অত্যন্ত ভোগ বাসনায় সমস্ত দিকে গমন করিয়া বেগে বিচরণ করেন, যাঁহার শক্তি আবির্ভূত রহিয়াছে, যিনি জ্ঞাতব্য সমূহ অবগত হইয়া স্তুতিকারী যজমানের শত্রুগণকে তিরস্কার করেন।

৫। লোকে যেরূপ বস্ত্রাপহারক তস্করকে(৩) দেখিয়া চীৎকার করে, সেইরূপ সংগ্রামে (শত্রুগণ) ইহাকে দেখিয়া চীৎকার করে। (পক্ষিগণ)

(১) "মূলে উর্ব্বরাসাং ক্ষেত্রসাং" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন ক্ষেত্রদাতা অশ্ব এবং উর্ব্বরাভূমিদাতা পুত্র। কিন্তু এতার্থ সহজ বা সঙ্গত নহে। আর্য্যগণকে উর্ব্বরা ক্ষেত্র দিয়াছ এবং অনার্য্য দস্যুহনন করিবার জন্য অস্ত্রও দিয়াছ, এই মর্ম্ম।

(২) অশ্বরূপী অগ্নির নাম দধিক্রা। সায়ণ। অগ্নি অশ্বের রূপ ধরিয়া অসুরদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ৩।১৫।৫। "Dadhikra or Dadhikrávan. . . . The sun under the type of a horse."—*Wilson. Introduction to translation of Rig Veda, Vol. III.*

(৩) মূলে "বস্ত্রমথিং তায়ুং" আছে। "বস্ত্রমাথিনং তস্করং।" সায়ণ।

যেরূপ নিম্নাভিমুখে আগমনকারী ক্ষুধার্ত্ত শ্যেন পক্ষিকে (দেখিয়া পলায়ন করে), সেইরূপ লোকে অন্ন ও পশুযূথের উদ্দেশে গমনকারী এই দধিক্রাকে দেখিয়া চীৎকার করে।

৬। তিনি যুদ্ধগমনে অভিলাষ করিয়া রথশ্রেণীতে যুক্ত হইয়া গমন করেন। তিনি অলঙ্কৃত এবং লোকের হিতকর (অশ্বের) ন্যায় শোভমান, তিনি মুখস্থিত লৌহখণ্ড দংশন করেন এবং ধূলি লেহন করেন(৪)।

৭। সেই অশ্ব সহনশীল এবং অন্নবান্ এবং সমরে স্বশরীর দ্বারা কার্য্যসাধন করেন। তিনি ঋজুগামী ও বেগগামী। (শত্রুসেনামধ্যে) বেগে গমন করেন। তিনি ধূলি উত্থিত করতঃ ভ্রূদেশের উপরে বিক্ষেপ করেন।

৮। যুদ্ধাভিলাষীগণ দীপ্তিমান্ অশনির ন্যায় হিংসাকারী এই দধিক্রাকে ভয় করে। যখন তিনি চতুর্দ্দিকে সহস্র লোককে প্রহার করেন, তখন তিনি উত্তেজিত হইয়া ভীম ও দুর্ব্বার হইয়া উঠেন।

৯। লোকে মনুষ্যগণের (অভিলাষ) পূরক এবং বেগবান্ এই দধিক্রা দেবের অভিভবকর বেগের স্তুতি করে এবং বলে 'শত্রুসকল পরাভূত হইবে' দধিক্রা সহস্র (সৈন্যের) সহিত গমন করিতেছেন(৫)।

১০। সূর্য্য যেরূপ তেজঃ দ্বারা জল দান করেন, সেইরূপ দধিক্রাদেব বল দ্বারা পঞ্চ কৃষ্টিকে(৬) বিস্তৃত করিয়াছেন। শত সহস্রদাতা, বেগবান্ অশ্ব আমাদিগের স্তুতিবাক্য মধুর (ফলের) দ্বারা সংযোজিত করুন।

(৪) " Raising the dust and champing his bit."—*Wilson.*

(৫) আর্য্যগণ যুদ্ধে অশ্ব ও অশ্বারোহীগণের ব্যবহার বুঝিতেন, তাহা এই সূক্ত হইতে প্রতীয়মান হয়। যুদ্ধের অশ্বকেই প্রথমে দধিক্রা বলিয়া স্তুতি করা হইত, এইরূপ অনুমান হয়।

(৬) সায়ণ এখানে " পঞ্চ কৃষ্টি " শব্দের একটী অর্থ করিয়াছেন, দেব, মনুষ্য, অসুর, রাক্ষস ও পিতৃগণ। ২। ২। ১০ ঋকের টীকা দেখ।

৩৯ সূক্ত।

দধিক্রা দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। আমরা শীঘ্রগামী সেই দধিক্রাকে স্তুতি করিব, দ্যাবাপৃথিবী হইতে (তাঁহার সম্মুখে ঘাস) বিক্ষেপ করিব। তমোনিবারিণী উষা দেবী আমার জন্য (সুফল) রক্ষা করুন এবং আমাকে সমস্ত দুরিত হইতে পার করুন্।

২। আমি যজ্ঞের সম্পাদক। হে মিত্রাবরুণ! দীপ্তিমান্ অগ্নির ন্যায় স্থিত এবং ত্রাণকর্ত্তা যে দধিক্রাকে তোমরা মনুষ্যগণের উপকারের জন্য ধারণ কর, আমি সেই মহান্, অনেকের সম্মানযোগ্য, অভীষ্টবর্ষী দধিক্রা অশ্বকে স্তুতি করিব।

৩। যিনি উষা প্রকাশের পর অগ্নি সমিদ্ধ হইলে অশ্ব দধিক্রার স্তুতি করেন, অদিতি মিত্র ও বরুণের সহিত তাঁহাকে নিষ্পাপ করুন।

৪। আমরা, অন্নসাধক, বলসাধক, মহান্ ও স্তোতাগণের কল্যাণকর দধিক্রার নাম স্তুতি করি। আমরা মঙ্গলের জন্য বরুণ, মিত্র, অগ্নি ও বজ্র-বাহু ইন্দ্রকে আহ্বান করি।

৫। যাঁহারা যুদ্ধের উদ্যোগ করেন এবং যাঁহারা যজ্ঞ আরম্ভ করেন, তাঁহারা উভয়েই ইন্দ্রের ন্যায় দধিক্রাকে আহ্বান করেন। হে মিত্রাবরুণ! তোমারা মনুষ্যের প্রেরক অশ্ব দধিক্রাকে আমাদের জন্য ধারণ কর।

৬। আমি জয়শীল ও বেগবান্ অশ্ব দধিক্রার স্তুতি করিয়াছি। তিনি আমাদের মুখ সুগন্ধবিশিষ্ট করুন, আমাদের আয়ুঃ বর্দ্ধিত করুন।

---

৪০ সূক্ত।

দধিক্রা দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। আমরা বারম্বার দধিক্রাবার (স্তুতি) করিব। উষাসমূহ আমাকে (কর্ম্মে) প্রেরণ করুন। আমি জল, অগ্নি, উষা, সূর্য্য, বৃহস্পতি ও অঙ্গিরা গোত্রোৎপন্ন জিষ্ণুর (স্তুতি করিব)।

২। গমনশীল, পোষক, গান্তী প্রেরক, এবং পরিচারকগণের সহিত নিবাসকারী দধিক্রাবা অভিলষণীয় ঊষাকালে অন্ন ইচ্ছা করুন। শীঘ্রগামী, সত্যগমনশীল, বেগবান্ এবং লম্ফদ্বারা গমনশীল দধিক্রা অন্ন, বল ও স্বর্গ উৎপাদন করুন।

৩। পক্ষিগণ যে রূপ পক্ষীর গতি অনুসরণ করে, সেই রূপ সকলে গমনশীল ত্বরাযুক্ত ও আকাঙ্ক্ষাবান দধিক্রাবার গতি অনুসরণ করিতেছে। শ্যেন পক্ষীর ন্যায় দ্রুতগামী এবং ত্রাণকারী দধিক্রাবার বক্ষ প্রদেশের চতুর্দ্দিকে সকলে একত্র হইয়া গমন করে।

৪। সেই অশ্ব, গ্রীবাদেশে, কক্ষপ্রদেশে ও মুখপ্রদেশে বদ্ধ হইয়া, পাদবিক্ষেপানুসারে ত্বরাপূর্ব্বক গমন করিতেছেন। দধিক্রা অধিকতর বলশালী হইয়া যজ্ঞাভিমুখে পথের বক্রপ্রদেশসমূহ অনুসরণ করতঃ সর্ব্বদা গমন করেন।

৫। হংস দীপ্ত আকাশে অবস্থিতি করে, বসু অন্তরীক্ষে অবস্থিতিকরে। হোতা বেদিস্থলে অবস্থিতি করে, অতিথি গৃহে অবস্থিতি করে। ঋত মনুষ্যগণের মধ্যে অবস্থান করে, বরণীয় স্থানে অবস্থান করে, যজ্ঞ স্থলে অবস্থান করে, অন্তরীক্ষ স্থলে অবস্থান করে, জলে জন্মিয়াছে, কিরণে জন্মিয়াছে, সত্যে জন্মিয়াছে এবং পর্ব্বতে জন্মিয়াছে(১)।

---

(১) এই প্রসিদ্ধ ঋকটীকে হংসবতী ঋক্ কহে। শব্দের অর্থ অনুসারে আমি অনুবাদ করিয়াছি এবং আমি যত দূর বুঝিতে পারি, ইহার মর্ম্ম এই, যে হংস ও বসু, ও হোতা ও অতিথি ভিন্নং স্থানে বাস করে, কিন্তু ঋত সর্ব্বত্র বিদ্যমান। ঋত সম্বন্ধে ২।২।৮ ঋকের টীকা দেখ। সায়ণ বলেন আদিত্য মধ্যে হিরন্ময় পুরুষ স্বরূপ যে মণ্ডলাভিমানী দেবতা আছেন, সর্ব্ব প্রাণীর চিত্তরূপে অবস্থিত, যে পরমাত্মা আছেন এবং সমস্ত উপাধিশূন্য যে পরব্রহ্ম আছেন, তাঁহাদের তিন জনের একতা এই সৌরী ঋকের দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

শুক্লযজুর্ব্বেদে এই ঋকটী দুই স্থানে আছে। (যজুর্ব্বেদ ১০।২৪ ও ১২।১৪) এবং ঐ বেদের টীকাকার মহীধরও বলেন এই ঋকে পরব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে। ঋকে পরব্রহ্মের উল্লেখ নাই এবং ইহার পূর্ব্বের কয়েকটী ঋকে বা কয়েকটী সূক্তের কোন ও স্থানে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। অতএব বোধ হয় যে এই ঋকের পরব্রহ্ম সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যাটি এই ঋকের রচনার বহু কাল পরের কল্পিত।

৪১ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও বরুণ! অমর হোতা (অগ্নির) ন্যায় হব্যযুক্ত কোন্ স্তোত্র তোমাদের অনুগ্রহ লাভ করে? হে ইন্দ্র ও বরুণ! উহা তোমাদের কর্তৃক উক্ত হইয়া এবং ক্রতু ও হব্যযুক্ত হইয়া তোমাদের হৃদয়গ্রাহী হউক।

২। হে ইন্দ্র ও বরুণদেব! যে মনুষ্য অন্নবান্ হইয়া সখ্যের জন্য তোমাদিগকে বন্ধু করেন, তিনি পাপ নাশ করেন, সংগ্রামে শত্রু বিনাশ করেন এবং মহতী রক্ষা দ্বারা বিখ্যাত হয়েন।

৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! যদি পরস্পর সখিভূত, তোমরা দুই জনে সখ্য প্রযুক্ত অভিষুত সোমদ্বারা অন্নশালী হইয়া হৃষ্ট হও, তাহা হইলে তোমরা এই প্রকারে স্তুতিকারী মনুষ্যগণকে রত্ন দান কর।

৪। হে উগ্র ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা এই (শত্রুর) প্রতি দীপ্ত ও অতিশয় তেজোবিশিষ্ট বজ্র প্রক্ষেপ কর। যে শত্রু আমাদের দুর্দমনীয়, অত্যন্ত অদাতা ও হিংসক, সেই শত্রুর বিরুদ্ধে অভিভবকর বল প্রয়োগ কর।

৫। হে ইন্দ্র ও বরুণ! বৃষভ যেরূপ ধেনুকে প্রীত করে, সেইরূপ তোমরা এই স্তুতিকে প্রীত কর। তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া সহস্রধারা মহতী গাভী, যেরূপ দুগ্ধ দোহন করে, সেইরূপ (স্তুতিরূপ) ধেনু আমাদিগের (অভিলাষ) দোহন করুন।

৬। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা রাত্রিতে রক্ষাযুক্ত হইয়া শত্রুগণকে হিংসা করতঃ অবস্থান কর। যেন আমরা পুত্র, পৌত্র ও উর্ব্বরা ভূমি লাভ করিতে পারি এবং বহুকাল সূর্য্য দেখিতে পাই(১) ও সন্তানোৎপাদন শক্তি প্রাপ্ত হই।

৭। আমরা ধেনু লাভের অভিলাষে তোমাদিগের নিকট পুরাতন রক্ষা প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা ক্ষমতাশালী, বন্ধুস্বরূপ, শূর এবং

---

(১) অর্থাৎ যেন আমরা দীর্ঘজীবী হই। সায়ণ।

অতিশয় পূজ্য। আমরা তোমাদিগের নিকট সুখদায়ক পিতার ন্যায় সখ্য ও স্নেহ প্রার্থনা করিতেছি।

৮। হে সুফল দাতৃদ্বয়! (সেনাগণ) যেরূপ সংগ্রাম কামনা করে, সেইরূপ আমাদিগের রত্নাভিলাষী স্তুতিসমূহ তোমাদিগকে কামনা করতঃ রক্ষা লাভের জন্য তোমাদিগের নিকট গমন করিতেছে। (দধি প্রভৃতি-দ্বারা) শোধন করিবার জন্য গাভীসকল যেরূপ সোমের নিকট থাকে, সেই-রূপ আমাদের আন্তরিক স্তুতি ইন্দ্র ও বরুণের নিকট গমন করে।

৯। সেবকগণ যেরূপ ধন লাভের জন্য ধনীর নিকট গমন করে, সেই-রূপ আমার স্তুতিসমূহ দ্রবিণ লাভের ইচ্ছায় ইন্দ্র ও বরুণের নিকট গমন করে। ভিক্ষুক স্ত্রীলোকের ন্যায় অন্ন ভিক্ষা করতঃ ইন্দ্রের নিকট গমন করে।

১০। আমরা প্রযত্ন ব্যতিরেকে অশ্বসমূহ, রথসমূহ, পুষ্টি এবং নিত্য ধনের স্বামী হইব। তাঁহারা আগমন করুন এবং নূতন রক্ষার সহিত আমা-দের অভিমুখে অশ্ব ও ধন নিযুক্ত করুন।

১১। হে মহান্ ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা মহতী রক্ষার সহিত আগমন কর। যে যুদ্ধে (শত্রু) সেনার আয়ুধ সকল ক্রীড়া করে, আমরা যেন সেই যুদ্ধে তোমাদিগের (অনুগ্রহে) জয়লাভ করিতে পারি।

---

৪২ সূক্ত।

প্রথম ছয়টী ঋকের পুরুকুৎস তনয় রাজর্ষি ত্রসদস্যু দেবতা। অবশিষ্টের ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। ত্রসদস্যু ঋষি (১)।

১। আমি বলবান্ ও সমস্ত বিশ্বের অধিপতি। আমার রাজ্য দ্বিবিধ। সমস্ত অমর (দেব) গণ আমার। আমি রূপবান্ ও অন্তিকস্থ বরুণ। দেবগণ যেমন আমার যজ্ঞসেবা করে, আমি মনুষ্যেরও রাজা।

---

(১) অনুক্রমণিকা অনুসারে এই সূক্তের প্রথম ছয়টী ঋকের দেবতা রাজ ত্রসদস্যু, এবং ঋষি ও রাজা ত্রসদস্যু। কিন্তু ঋকগুলি পাঠ করিয়া দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, যে এ ঋকগুলি মনুষ্যের উক্তি নহে, দেব সম্রাট বরুণের উক্তি; তিনি এই ঋকগুলির দেবতা ও ঋষি। প্রথম ঋকে "আমি ক্ষত্রিয়" এই শব্দ আছে বলিয়া বোধ হয় অনুক্রমণিকা রচয়িতা এটী রাজার উক্তি মনে করিয়াছেন। কি ঋগ্বেদের সময়ে "ক্ষত্রিয়" অর্থে "বিপদনাশক" বা "যোদ্ধা" বা "বলবান্" "ক্ষত্রিয়" বলিয়া একটী "জাতি" হয় নাই।

২। আমি, রাজা বরুণ। (দেবগণ) আমার জন্যই অসুর্য্য শ্রেষ্ঠ বল ধারণ করিয়াছেন। আমি রূপবান্ ও অন্তিকস্থ বরুণ, দেবগণ আমার যজ্ঞ সেবা করেন। আমি মনুষ্যেরও রাজা।

৩। আমি ইন্দ্র ও বরুণ। আমি মহিমাতে বিস্তীর্ণা, দুরবগাহা, সুরূপা দ্যাবাপৃথিবী। আমি বিদ্বান্। (আমি ত্বষ্টার ন্যায় সমস্ত ভূতজাতকে চৈতন্য দান করি এবং দ্যাবাপৃথিবীকে ধারণ করি।)

৪। আমি সেচক, জলকে সেচন করিয়াছি, জলের স্থানে দ্যুলোককে ধারণ করিয়াছি। আমি ত্রিপ্রকার আকাশকে বিশেষরূপে প্রথিত করতঃ জলদ্বারা অদিতির পুত্র ঋতাবা হইয়াছি।

৫। সুন্দর অশ্বযুক্ত সংগ্রামেচ্ছু যোদ্ধাগণ আমাকে (অনুগমন করে)। তাহারা বৃত হইয়া সংগ্রামে আমাকে আহ্বান করে। আমি ধনবান্ ইন্দ্র হইয়া যুদ্ধ করি। আমি অভিভব কর বলশালী, আমি (সংগ্রামে) ধূলি উত্থিত করি।

৬। আমি এই সমস্ত (কর্ম্ম) করিয়াছি। আমি অপ্রতিহত, দৈব বলযুক্ত, কেহ আমাকে নিবারণ করিতে পারে না। যখন সোমরস আমাকে হৃষ্ট করে এবং উকৃথ সমূহ আমাকে হৃষ্ট করে, তখন অপার দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই চলিত হয়(২)।

৭। (হে বরুণ)! সমস্ত ভূতজাত তোমাকে জানে। হে স্তোতা! বরুণকে স্তব কর। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুগণকে বধ করিয়াছ বলিয়া বিখ্যাত আছ। তুমি বদ্ধ সিন্ধুগণকে উন্মুক্ত করিয়াছ।

---

(২) এক্ষণে পাঠক দেখিতেছেন, যে এই ছয়টী ঋক্ দেবসম্রাট্ বরুণের উক্তি, মনুষ্যের উক্তি হইতে পারে না। বক্তা বলিতেছেন "আমি বরুণ," "দেবগণ আমার যজ্ঞ সেবা করেন," "আমি ইন্দ্র ও বরুণ," "আমি দ্যাবাপৃথিবী," "আমি ভূত জাতকে চৈতন্য দান করি," "আমি দ্যাবাপৃথিবী ধারণ করি," "আমি জল সেচন করি," "আমি দ্যুলোককে ধারণ করি," আমি অদিতির পুত্র," ইত্যাদি। এ সকল কথা মনুষ্যের উক্তি না বরুণ দেবের উক্তি?।

৮। দুর্গহের পুত্র বন্দী হইলে পর সপ্ত ঋষিগণ এই (দেশে) পিতা হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই পুরুকুৎসের স্ত্রীর জন্য ত্রসদস্যুকে যজ্ঞ করিয়া লাভ করিয়াছিলেন। ত্রসদস্যু ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুবিনাশক এবং অর্দ্ধ দেব(৩)।

৯। হে ইন্দ্র ও বরুণ! পুরুকুৎসপত্নী তোমাদিগকে হব্য ও স্তুতি-দ্বারা প্রীত করিয়াছিলেন। অনন্তর তোমরা তাঁহাকে শত্রুনাশক অর্দ্ধদেব রাজা ত্রসদস্যুকে দান করিয়াছিলেন।

১০। আমরা তোমাদিগের স্তুতি করতঃ ধনদ্বারা পরিতৃপ্ত হইব। দেবগণ হব্যে তৃপ্ত হউন, গাভীগণ তৃণাদিতে পরিতৃপ্ত হউক। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা বিশ্বের হর্ত্তা, তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে সেই অহিংসিত ধন দান কর।

---

৪৩ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। সুহোত্রের অপত্যদ্বয় পুরুমীল্‌হ ও অজমীল্‌হ ঋষি।

১। দেবগণের মধ্যে কে শ্রবণ করিবেন? কোন্ দেবতা (স্তোত্র) সেবা করিবেন? দেবগণের মধ্যে কাহার হৃদয়ে এই প্রিয়তরা দ্যুতিমতী হব্য-যুক্তা সুস্তুতি সংশ্লিষ্ট করিব?।

২। কোন্ দেবতা আমাদিগকে সুখী করিবেন? কোন্ দেবতা (আমাদিগের যজ্ঞে) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগমন করেন? দেবগণের মধ্যে কোন্ দেবতা আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখী করিবেন? কোন্ রথ বেগবান্ অশ্বযুক্ত ও শীঘ্রগামী? সূর্য্যের দুহিতা যে রথ বরণ করিয়াছিলেন?।

---

(৩) দুর্গহ রাজার পুত্র পুরুকুৎস কারারুদ্ধ হইলে পর তাঁহার মহিষী রাজ্য অরাজক দেখিয়া পুত্র লাভের ইচ্ছায় স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমাগত সপ্তর্ষিগণকে পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রীত হইয়া রাজ্ঞীকে এই কথা বলিলেন, যে ইন্দ্র ও বরুণের বিশেষরূপে যজ্ঞ কর। অনন্তর রাজ্ঞী ইন্দ্র ও বরুণের যজ্ঞ করিয়া ত্রসদস্যুকে প্রাপ্ত হইলেন। সায়ণ। "অর্দ্ধদেবং" অর্থে সায়ণ করিয়াছেন "দেবানাং সমীপে বর্ত্তমানং।"

৩। রাত্রি অতীত হইলে, ইন্দ্র যেরূপ শক্তি (প্রদর্শন করেন), হে গমনশীল (অশ্বিদ্বয়)! তোমরা সেইরূপ অভিষবণ কালে গমন কর। তোমরা দ্যুলোক হইতে আগমন করিয়াছ, তোমরা দিব্য ও সুন্দর গতিবিশিষ্ট, তোমাদিগের কর্ম্মসমূহের মধ্যে কোন্‌টী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?।

৪। কোন্ (স্তুতি) তোমাদিগের সমতুল্য হইতে পারে? কোন্ স্তুতিদ্বারা আহূত হইয়া তোমরা আমাদিগের নিকট আগমন কর? কে তোমাদিগের মহান্ ক্রোধ (সহ্য) করিতে পারে? হে মধুর (জলের) সৃষ্টি কর্ত্তা দস্রদ্বয়! তোমরা আমাদিগকে আশ্রয়দ্বারা রক্ষা কর।

৫। তোমাদের রথ দ্যুলোকের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ভাবে গমন করিতেছে, উহা সমুদ্র হইতে তোমাদিগের অভিমুখে গমন করিতেছে। তোমাদিগের সোমরসসমূহ পক্ক যবের সহিত সংযোজিত হইতেছে। হে মধুর (জলের) সৃষ্টিকর্ত্তৃদ্বয়! (অধ্বর্য্যুগণ) দুগ্ধের সহিত সোমরস মিশ্রিত করিতেছে।

৬। সিন্ধু রসদ্বারা তোমাদিগের অশ্বগণকে সেক করিয়াছে। পক্ষি-সদৃশ অশ্বগণ দীপ্তিদ্বারা দীপ্যমান হইয়া গমন করিতেছে। যে রথ-দ্বারা তোমরা সূর্য্যের পতি হইয়াছিলে, তোমাদের সেই ক্ষিপ্রগামী রথ বিখ্যাত।

৭। তোমরা উভয়ে সদৃশ। আমি যে ঐ স্তুতি দ্বারা তোমাদিগকে এই যজ্ঞে সংযোজিত করিতেছি, সেই স্তুতি আমাদিগকে (ফল প্রদান করুক)। হে রমণীয় অন্নবিশিষ্ট (অশ্বিদ্বয়)! তোমরা স্তোতাকে রক্ষা কর। হে নাসত্যদ্বয়! আমাদিগের অভিলাষ তোমাদিগের অভিমুখে গমন করতঃ পূর্ণ হইয়াছে।

---

৪৪ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। পুরুমীল্‌হ ও অজমীল্‌হ ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! আমরা অদ্য তোমাদিগের বেগবান্ এবং গোপ্রদ রথ আহ্বান করিতেছি। উহা সূর্য্যাকে বহন করে, উহা বন্ধুর বিশিষ্ট, স্তুতি-বাহক, প্রভূত ও ধনবান্।

২। হে দ্যুলোকের নপ্তা অশ্বিদেবদ্বয়! তোমরা কর্মদ্বারা প্রসিদ্ধ শোভা সম্ভোগ করিতেছ। সোমরস তোমাদিগের শরীরকে অভিষিক্ত করিতেছে এবং মহান্ অশ্বসমূহ(১) তোমাদিগকে রথে বহন করে।

৩। কোন্ হব্যদাতা অদ্য রক্ষা, সোমপান, অথবা পুরাতন যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য মন্ত্র দ্বারা তোমাদিগের স্তুতি করিতেছে? হে অশ্বিদ্বয়! কোন্ নমস্কারকারী যজ্ঞাভিমুখে আবর্ত্তন করিতেছে?।

৪। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা অনেক হইয়া থাক। তোমরা হিরন্ময় রথে করিয়া এই যজ্ঞে আগমন কর, মধুর সোমরস পান কর এবং পরিচর্য্যাকারীকে রত্ন দান কর।

৫। তোমরা দ্যুলোক হইতে অথবা পৃথিবী হইতে হিরন্ময় সুবৃত রথে আমাদের অভিমুখে আগমন কর। অন্য দেবাভিলাষিগণ যেন তোমাদিগকে না রাখে, যে হেতু আমরা পূর্ব্বেই স্তুতি অর্পণ করিয়াছি।

৬। হে দস্রদ্বয়! তোমরা আমাদিগের উভয়কে শীঘ্র বহুপুত্রযুক্ত ও প্রভূত ধন দান কর। হে অশ্বিদ্বয়! ঋত্বিক্ (পুরুমীল্হ) গণ তোমাদিগের স্তোত্র করিয়াছে এবং অজমীল্হগণের স্তুতি তাহার সহিত সঙ্গত হইয়াছে।

৭। তোমরা উভয়ে সদৃশ। আমি যে এই স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে এই যজ্ঞে সংযোজিত করিতেছি, সেই স্তুতি আমাদিগকে (ফল প্রদান করুক)। হে রমণীয় অন্নবিশিষ্ট (অশ্বিদ্বয়)! তোমরা স্তোতাকে রক্ষা কর। হে নাসত্যদ্বয়! আমাদিগের অভিলাষ তোমাদিগের অভিমুখে গমন করতঃ পূর্ণ হইয়াছে।

(১) মূলে "ককুহাসঃ" আছে। মহান্ অশ্বসমূহ অথবা স্তুতিসমূহ সায়ণ।

৪৫ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। এই ভানু উদিত হইতেছেন। (হে অশ্বিদ্বয়)! তোমাদিগের রথ চতুর্দ্দিকে গমন করতঃ দ্যুতিমান্ (আদিত্যের সহিত) মরুপ্রদেশে মিলিত হইতেছে। এই রথের উপরিভাগে মিথুনীভূত ত্রিবিধ অন্ন আছে এবং সোমরস পূর্ণ চর্ম্মময় পাত্র চতুর্থরূপে শোভা পাইতেছে।

২। তোমাদিগের অন্নবান্, সোমরসোপেত, অশ্বযুক্ত ও রথ উষার আরম্ভে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত অন্ধকার দূরকরতঃ ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত তেজঃ বিস্তার করতঃ ঊর্দ্ধে গমন করে।

৩। তোমরা সোমপানার্হ, মুখ দ্বারা সোমরস পান কর, সোমলাভের জন্য প্রিয় রথ যোজনা কর এবং যজমানের গৃহে আগমন কর। তোমরা পথসমূহ সোম দ্বারা প্রীত কর। তোমরা সোমপূর্ণ চর্ম্মময় পাত্র ধারণ কর।

৪। তোমাদিগের শীঘ্রগামী, মাধুর্য্যযুক্ত, দ্রোহরহিত, হিরণ্ময় পক্ষ-বিশিষ্ট, বহনশীল, উষাকালে জাগরনকারী এবং জলপ্রেরক, হর্ষযুক্ত ও সোমস্পর্শী যে অশ্ব আছে, তোমরা (তাহাদিগের সহিত) মধুমক্ষিকা যেরূপ মধুরনিকট গমন করে, সেইরূপ আমাদিগের সবনে আগমন কর।

৫। যখন যজ্ঞ সম্পাদক বিচক্ষণ (অধ্বর্যু) হস্ত প্রক্ষালন করতঃ প্রস্তর খণ্ডদ্বারা মধুযুক্ত সোম অভিষুত করেন, তখন যজ্ঞের সাধনভূত, সোমবান্ অগ্নিসমূহ একত্র নিবাসকারী অশ্বিদ্বয়কে প্রত্যহ স্তুতি করে।

৬। অন্তিকে অগ্রসর (রশ্মিসমূহ) দিবস দ্বারা অন্ধকার ধ্বংস করতঃ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত তেজঃ বিস্তার করিতেছেন। সূর্য্য অশ্ব যোজনা করতঃ উদিত হইতেছেন। (হে অশ্বিদ্বয়)! তোমরা সোম রসের সহিত (তাঁহাকে) অনুগমন করিয়া সমস্ত পথ প্রজ্ঞাপিত কর।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! আমরা যজ্ঞ করিয়া তোমাদিকে স্তুতি করি। তোমাদিগের সুন্দর অশ্বযুক্ত, নিত্যতরুণ যে রথ আছে এবং যে রথদ্বারা তোমরা ক্ষণমাত্রে লোকত্রয় পরিভ্রমণ কর, তোমরা সেই রথে করিয়া হব্য-যুক্ত, শীঘ্র অভিবাহী এবং ভোগপ্রদ (এই যজ্ঞে) আগমন কর।

৪৬ সূক্ত।

প্রথম ঋকের বায়ু দেবতা। অবশিষ্টের ইন্দ্র ও বায়ু দেবতা।
বামদেব ঋষি।

১। হে বায়ু! তুমি স্বর্গলাভকর (যজ্ঞে) অগ্রে অভিষুত সোমরস পান কর। যেহেতু তুমি পূর্ব্বপা।

২। হে বায়ু! তুমি নিযুৎযুক্ত এবং ইন্দ্র তোমার সারথি। তুমি অপরিমিত অর্থলাভার্থ (পূরণের জন্য) আগমন কর। তুমি অভিষুত সোম পান [illegible]

৩। হে ইন্দ্র ও বায়ু! [illegible]তোমাদিগের সহস্র অশ্বগণ অন্নের জন্য সত্বর হইয়া তোমাদিগকে সোমপানার্থে আনয়ন করুক।

৪। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা হিরণ্ময়বন্ধুরযুক্ত, দ্যুলোকস্পর্শী শোভন যজ্ঞ[illegible]রোহণ কর।

৫। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা প্রভূত বলসম্পন্ন রথে হব্যদাতার নিকট আগমন কর, এই যজ্ঞে আগমন কর।

৬। হে ইন্দ্র ও বায়ু! এই (সোম) অভিষুত হইয়াছে। তুমি দেবগণের সহিত সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া হব্যদাতার যজ্ঞশালায় উহা পান কর।

৭। হে ইন্দ্র ও বায়ু! এই যজ্ঞে তোমাদের আগমন হউক, এই যজ্ঞে তোমাদিগের সোমপানের জন্য (অশ্বগণ) বিমুক্ত হউক।

---

৪৭ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বায়ু দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে বায়ু! আমি পবিত্র হইয়া স্বর্গাভিলাষে(১) তোমার নিকট প্রথমে সোমরস আনয়ন করিতেছি। হে দেব! তুমি স্পৃহণীয়, তুমি সোম পানের জন্য নিযুৎ (অশ্বে) আগমন কর।

---

(১) এই স্থানে ও ইহার পূর্ব্ব সূক্তের প্রথম ঋকে ও অন্যান্য স্থানে "দিবিষ্টিষু" শব্দ আছে। "স্বর্গস্য প্রাপকেষু যজ্ঞেষু।" "দ্যুলোকস্যৈষণেষু সৎসু।" সায়ণ। এই অর্থ ঠিক হইলে যজ্ঞদ্বারা স্বর্গলাভের বিবরণ প্রতীয়মান হইতেছে।

২। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা সোম পান করিবার যোগ্য, কারণ জলসমূহ যেরূপ নিম্নদিকে গমন করে, সেইরূপ সোমরস তোমাদিগের অভিমুখে গমন করে।

৩। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা বলের স্বামী, তোমরা পরাক্রমশালী ও নিযুৎগণযুক্ত। তোমরা এক রথে করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিবার জন্য সোম পানার্থে আগমন কর।

৪। হে নেতা যজ্ঞবাহক ইন্দ্র ও বায়ু! আমরা তোমাদিগের [illegible] করি, তোমাদিগের যে বহুলোকের স্পৃহণীয় [illegible] দিগকে দান কর।

---

৪৮ সূক্ত। [illegible]

বায়ু দেবতা। বামদেব ঋষি। [illegible]

১। হে বায়ু! শত্রুগণের প্রকম্পক (রাজা [illegible] পূর্ব্বে অন্য দ্বারা অপীত সোম পান কর এবং স্তোতার ধন (সম্পাদন কর), তুমি সোমপানের জন্য আহ্লাদকর রথে আগমন কর।

২। হে বায়ু! তুমি অশস্তি নিয়োগ কর(১)। তুমি নিযুৎগণযুক্ত এবং ইন্দ্র তোমার সারথি। তুমি সোমপানের জন্য আহ্লাদকর রথে আগমন কর।

৩। হে বায়ু! কৃষ্ণবর্ণা, বসুসমূহের ধাত্রী, বিশ্বরূপা দ্যাবাপৃথিবী তোমার অনুগমন করে। তুমি সোম পানের জন্য আহ্লাদকর রথে আগমন কর।

৪। হে বায়ু! মনের ন্যায় বেগবান্, পরস্পর সংযুক্ত, নব নবতি সংখ্যক অশ্ব তোমাকে আনয়ন করুক। তুমি সোম পানের জন্য আহ্লাদকর রথে আগমন কর।

৫। হে বায়ু! তুমি পোষ্য শত অশ্ব অথবা সহস্র সংখ্যক অশ্ব যোজনা কর। তোমার রথ বেগে আগমন করুক।

---

(১) মূলে "অশস্তীঃ" আছে। "অভিশস্তীঃ"। সায়ণ।

৪৯ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! আমি তোমাদের মুখে এই প্রিয় সোম (প্রক্ষেপ করি), আমি তোমাদিগকে উক্থ ও মদজনক (সোমরস) প্রদান করি।

২। হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! তোমাদিগের মুখে পানের জন্য ও হর্ষের জন্য মনোহর সোম প্রদত্ত হয়।

৩। হে সোমপা ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! তোমরা সোম পানার্থে আমাদের গৃহে আগমন কর।

৪। হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! তোমরা আমাদিগকে শত গাভীযুক্ত ও সহস্র সংখ্যক অশ্বযুক্ত ধন দান কর।

৫। হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! সোম অভিষুত হইলে পর আমরা তোমাদিগকে এই সোম পানার্থে আহ্বান করিতেছি।

৬। হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! তোমরা হব্যদাতার গৃহে সোম পান কর এবং তাঁহার গৃহে নিবাস করিয়া হৃষ্ট হও।

---

৫০ সূক্ত।

প্রথম হইতে নবম ঋক্ পর্য্যন্ত বৃহস্পতি দেবতা। দশম ও একাদশের ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। যিনি বলপূর্ব্বক পৃথিবীর অন্তসমূহ স্তম্ভিত করিয়াছিলেন এবং যিনি শব্দদ্বারা স্থানত্রয়ে বর্ত্তমান আছেন, সেই আহ্লাদক জিহ্বাবিশিষ্ট বৃহস্পতি দেবকে পুরাতন দ্যুতিমান্ মেধাবীগণ সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন।

২। হে প্রভূত প্রজ্ঞাবান্ বৃহস্পতি! যাঁহাদিগের গতি শত্রুগণকে কম্পিত করে, যাঁহারা তোমাকে হৃষ্ট করে এবং যাঁহারা তোমাকে স্তুতি করে, তুমি তাঁহাদিগের ফলপ্রদ, বর্দ্ধনশীল, অহিংসিত ও বিস্তীর্ণ যজ্ঞ রক্ষা কর।

৩। হে বৃহস্পতি! যে অত্যন্ত দূরবর্ত্তী (স্বর্গনামক) পরম স্থান আছে, ঐ স্থান হইতে তোমার সেই (অশ্বগণ) যজ্ঞে আগমন করতঃ নিষণ্ণ আছে। খাত কূপের (চতুর্দ্দিকে যেরূপে জলস্রাব হয়), সেইরূপ তোমার চতুর্দ্দিকে স্তুতির সহিত প্রস্তরদ্বারা অভিষুত সোম মধু ক্ষরণ করিতেছে।

৪। বৃহস্পতি যখন মহান্ আদিত্যের পরম আকাশে প্রথমে জাত হইয়াছিলেন, তখন তিনি সপ্ত মুখবিশিষ্ট, বহু প্রকারে সমুৎপন্ন, শব্দযুক্ত ও গমনশীল তেজোবিশিষ্ট হইয়া অন্ধকার নাশ করিয়াছিলেন।

৫। বৃহস্পতি স্তুতিযুক্ত ও দীপ্তিশালী (অঙ্গিরা) গণের সহিত শব্দদ্বারা বলকে নাশ করিয়াছিলেন। তিনি শব্দ করিয়া ভোগপ্রদাত্রী ও হব্যপ্রেরিকা গাভীগণকে বাহির করিয়াছিলেন।

৬। আমরা এই প্রকারে পিতা, সর্ব্বদেবতা স্বরূপ, অভীষ্টবর্ষী (বৃহস্পতিকে) যজ্ঞদ্বারা, হব্যদ্বারা ও স্তুতিদ্বারা পরিচর্য্যা করিব। হে বৃহস্পতি! আমরা যেন সুপুত্রবান্ বীর্য্যশালী ও ধনের স্বামী হইতে পারি।

৭। যিনি বৃহস্পতিকে সুন্দররূপে পোষণ করেন এবং তাঁহাকে প্রথম হব্যগ্রাহী বলিয়া স্তুতি করেন ও নমস্কার করেন, সেই রাজা স্বীয় বীর্য্য দ্বারা শত্রুগণের বল অভিভূত করিয়া অবস্থিত করেন।

৮। যে রাজার নিকট ব্রহ্মণস্পতি প্রথম গমন করেন, তিনি সুতৃপ্ত হইয়া স্বকীয় গৃহে বাস করেন। পৃথিবী তাঁহার জন্য সর্ব্বকালে ফল প্রসব করেন, প্রজাগণ আপনারাই তাঁহার নিকট প্রণত থাকে।

৯। যে রাজা রক্ষণকুশল ব্রহ্মণস্পতিকে(১) ধন দান করেন, তিনি অপ্রতিহত রূপে শত্রুর ও প্রজাসমূহের ধন জয় করেন, দেবগণ তাঁহাকে রক্ষা করেন।

---

(১) ৭ ঋকে মূলে "বৃহস্পতি" শব্দের ব্যবহার আছে, ৮ ও ৯ ঋকে "ব্রহ্ম" শব্দের ব্যবহার আছে, তাহার ও সেই অর্থ ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি দেব। কিন্তু ভারতবর্ষে ক্রমে যখন পুরোহিতগণের প্রাদুর্ভাব অধিক হইল, তখন এই তিনটী ঋকের অন্য প্রকার অর্থ করা হইল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে এই তিনটী ঋক্ পুরোহিতের প্রশংসা; রাজার পুরোহিত না থাকিলে দেবগণ যজ্ঞে অন্ন গ্রহণ করেন না। (ঐ, ব্রা, ৮। ৫, ২৪, ২৬)। এই ঋকের এরূপ অসঙ্গত অর্থ

১০। হে বৃহস্পতি! তুমি এবং ইন্দ্র এই যজ্ঞে হৃষ্ট হইয়া (যজমানগণকে) ধন দান করতঃ সোম পান কর। সর্ব্বব্যাপক সোম তোমাদের (শরীরে) প্রবেশ করুক। তোমরা আমাদিগকে সমস্ত পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত ধন দান কর।

১১। হে বৃহস্পতি! হে ইন্দ্র! তোমরা আমাদিগকে বর্দ্ধিত কর আমাদিগের প্রতি তোমাদিগের অনুগ্রহ যুগপৎ প্রযুক্ত হউক। আমাদিগের যজ্ঞ রক্ষা কর, আমাদিগের স্তুতিতে জাগরিত হও। তোমরা স্তোতাগণের শত্রুর সহিত যুদ্ধ কর।

গ্রহণ করিতে সায়ণও একটু সন্দিগ্ধমনা হইয়াছেন, সুতরাং দ্বিমনা হইয়া তিনি লিখিয়াছেন এই তিনটী ঋকে " বৃহস্পতি " ও "ব্রহ্মা " অর্থে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, অথবা বৃহস্পতিদেব। অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থসমূহে ঋগ্বেদের ঋক্ গুলির যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা হইতেই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মের ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনের ইতিহাস কতক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

৫১ সূক্ত।

উষা দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। এই প্রসিদ্ধ, অত্যন্ত প্রভূত, কান্তিশালী জ্যোতিঃ পূর্ব্বদিকে অন্ধকার হইতে উত্থিত হইতেছে। আদিত্যদুহিতা দীপ্তিমতী উষাসমূহ সত্যই লোককে গমনকার্য্যে (সক্ষম) করেন।

২। বিচিত্র উষা, যজ্ঞে খাত যূপ কাষ্ঠের ন্যায় শোভমান হইয়া পূর্ব্বদিকে রহিয়াছেন। তাঁহারা বাধাজনক অন্ধকারের দ্বার উদ্ঘাটন করতঃ দীপ্ত ও পবিত্র হইয়া প্রকাশিত হইতেছেন।

৩। অদ্য তমোনিবারিকা ধনবতী উষা ভোজ্যদাতাকে (সোমাদি) ধন প্রদানের জন্য প্রোৎসাহিত করিতেছেন। পণিগণ(১) অপ্রীতিকর অন্ধকার মধ্যে অপ্রবুদ্ধভাবে নিদ্রা যাউক।

৪। হে ধনবতী উষাসমূহ! যে রথদ্বারা তোমরা সপ্তমুখ(২) নবগ্ব ও দশগ্ব অঙ্গিরাগণকে ধনশালীরূপে প্রদীপ্ত করিয়াছ, হে দ্যুতিমতী উষাসমূহ! তোমাদিগের সেই পুরাতন অথবা নূতন রথ অদ্য বহুবার আগমন করুক।

৫। হে দ্যুতিমতী উষাসমূহ! তোমরা নিদ্রিত দ্বিপদ ও চতুষ্পাদদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবোধিত করতঃ যজ্ঞে গমনশীল অশ্বগণের সহিত ভুবন সমূহ ক্ষণমাত্রে পরিভ্রমণ কর।

৬। যে উষায় ঋভুগণ (চমসাদি) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই পুরাতনী উষা কোথায় আছেন? দীপ্ত, নিত্য নূতন, সমান রূপবিশিষ্ট,

(১) বণিক্‌গণের ন্যায় অদাতাসমূহ। সায়ণ।

(২) অর্থাৎ সপ্তছন্দঃ উচ্চারণকারী। সায়ণ। নবগ্ব ও দশগ্ব সম্বন্ধে ১। ৬২। ৪ ঋকের টীকা দেখ।

ঊষাসমূহ যখন দীপ্তি প্রকাশ করেন, (তখন) তাঁহাদিগকে চিনিতে পারা যায় না(৩)।

৭। যে ঊষায় যজ্ঞকারিগণ উক্থদ্বারা স্তুতি করতঃ এবং স্তোত্র ও শস্ত্র উচ্চারণ করতঃ শীঘ্রধন লাভ করেন, সেই কল্যাণকারী ঊষাসমূহ পুরা-কাল হইতে অভিগমন করিয়াই ধন (দান করেন); তাঁহারা যজ্ঞের জন্য জাত হইয়াছেন এবং সত্য ফল (প্রদান করেন)।

৮। এক রূপবিশিষ্ট ও সমান বিখ্যাত ঊষাসমূহ পূর্ব্বদিকে একমাত্র দেশ হইতে বিচরণ করেন। দ্যুতিমতী ঊষাসমূহ যজ্ঞগৃহকে প্রবোধিত করতঃ জল সৃষ্টিকারী (রশ্মি সমূহের) ন্যায় স্তুত হয়েন।

৯। ঊষাসমূহ সমান, এক রূপবিশিষ্ট ও অপরিমিত বর্ণযুক্ত, দীপ্ত, শুদ্ধ এবং কান্তিপূর্ণ শরীরের দ্বারা দীপ্তযুক্ত। তাঁহারা অতি মহান্ অন্ধকারকে গোপন করতঃ বিচরণ করেন।

১০। হে কান্তিমতী আদিত্য দুহিতাগণ! তোমরা আমাদিগকে পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত ধন দান কর। হে দেবীগণ! আমরা সুখলাভের জন্য তোমাদিগকে প্রতিবোধিত করিতেছি, আমরা যেন পুত্রঃপৌত্রাদিযুক্ত ধনের পতি হইতে পারি।

১১। হে কান্তিমতী আদিত্য দুহিতাগণ! আমি যজ্ঞের প্রজ্ঞাপক, আমি তোমাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আমরা যেন লোকমধ্যে কীর্ত্তি ও অন্নের (স্বামী) হইতে পারি। দ্যুলোক এবং দ্যুতিমতী পৃথিবী উক্ত (যশঃ) ধারণ করুন।

(৩) অর্থাৎ সকলের এক প্রকার রূপ বলিয়া ইনি নূতন ঊষা, ইনি পুরাতন ঊষা, এইরূপ জানিতে পারা যায় না। সায়ণ।

৫২ সূক্ত।

উষা দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। সেই আদিত্যদুহিতা দৃষ্ট হইতেছেন। তিনি (প্রাণিগণের) নেত্রী ও (সুফলের) উৎপাদয়িত্রী। তিনি, ভগিনী (রাত্রির) পর্য্যবসান-কালে অন্ধকার বিনাশ করেন।

২। অশ্বিনীর ন্যায় মনোহরা, দীপ্তিমতী ও রশ্মিসমূহের মাতা, যজ্ঞবতী উষা অশ্বিদ্বয়ের বন্ধু হয়েন।

৩। তুমি অশ্বিদ্বয়ের বন্ধু এবং রশ্মিসমূহের মাতা। হে উষা! তুমি ধনের ঈশ্বরী।

৪। হে সুনৃতা উষা! তুমি শত্রুগণকে দূর করিয়া দিয়া থাক, তুমি সংজ্ঞা দান করিয়া থাক, আমরা তোমাকে স্তুতি দ্বারা প্রবোধিত করিতেছি।

৫। স্তুতিযোগ্য রশ্মিসমূহ দৃষ্ট হইতেছে। উষা বর্ষার ধারার ন্যায় (জগৎকে) মহৎ তেজে পরিপূর্ণ করিয়াছেন।

৬। হে কান্তিমতী উষা! তুমি (তেজঃদ্বারা জগৎ) পরিপূর্ণ কর, তেজঃদ্বারা অন্ধকার দূর কর, তৎপরে নিয়মানুসারে রক্ষা কর।

৭। হে উষা! তুমি দীপ্ত তেজোযুক্ত হইয়া রশ্মিদ্বারা দ্যুলোককে ব্যাপ্ত কর এবং বিস্তীর্ণ ও প্রিয় অন্তরীক্ষকে ব্যাপ্ত কর।

---

৫৩ সূক্ত।

সবিতা দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। আমরা অসুর ও বুদ্ধিমান্ সবিতাদেবের সেই বরণীয় এবং মহৎ (ধন) প্রার্থনা করি, যাহা তিনি হব্য দাতাকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দান করেন। মহান্ সবিতাদেব আমাদিগকে সেই (ধন) প্রতিদিবস(১) দান করুন।

(১) মূলে "অক্তুভিঃ" আছে। "রাত্রিভিঃ। এতদহঃস্বপ্যুপলক্ষণং।" সায়ণ।

২। দ্যুলোক এবং সমস্ত লোকের ধারক, প্রজাপতি কবি (সবিতাদেব) পিশঙ্গ পরিচ্ছদ(২) পরিধান করেন। বিচক্ষণ সবিতা প্রখ্যাত হইয়াও (জগৎ তেজে) পরিপূর্ণ করিয়া প্রভূত স্তুতিযোগ্য সুখ উৎপাদন করিয়াছেন।

৩। সবিতাদেব (তেজঃদ্বারা) দ্যুলোক ও পৃথিবী লোককে পরিপূর্ণ করেন এবং স্বীয় কার্য্যের প্রশংসা করেন। তিনি প্রতিদিবস জগৎকে (স্ব স্ব কার্য্যে) স্থাপন ও প্রেরণ করতঃ সৃজনকার্য্যে বাহু প্রসারিত করেন।

৪। সবিতাদেব অহিংসিত হইয়া ভুবনকে প্রদীপ্ত করতঃ ব্রতসমূহ রক্ষা করেন। তিনি ভুবনস্থ প্রজাগণের জন্য বাহু প্রসারণ করেন। ধৃত-ব্রত সবিতাদেব মহৎ জগতের ঈশ্বর।

৫। সবিতাদেব মহিমাদ্বারা পরিভব করতঃ অন্তরীক্ষত্রয়কে(৩) ব্যাপ্ত করেন। তিনি লোকত্রয়কে ব্যাপ্ত করেন। তিনি দীপ্তিমান্ (অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য) এই তিন জনকে ব্যাপ্ত করেন। তিনি তিন দ্যুলোককে(৪) ব্যাপ্ত করেন। তিনি তিন পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করেন। তিনি তিন ব্রতদ্বারা(৫) অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে পরিপালন করেন।

৬। যাঁহার প্রভূত ধন আছে, যিনি কর্ম্মসমূহ প্রসব করেন, যিনি সকলের গন্তব্য, এবং যিনি স্থাবর জঙ্গম উভয়কেই বশ করেন, সেই সবিতা-দেব, আমাদিগের পাপক্ষয়ের জন্য আমাদিগকে লোকত্রয়স্থিত সুখ দান করুন।

৭। সবিতাদেব ঋতুগণের সহিত আগমন করুন, আমাদিগের গৃহ বর্দ্ধিত করুন, আমাদিগকে পুত্রপৌত্রাদি যুক্ত অন্নদান করুন। তিনি দিবসে ও রাত্রিতে আমাদিগের প্রতি প্রীত হউন। তিনি আমাদিগকে অপত্য যুক্ত ধন দান করুন।

---

(২) মূলে "পিশঙ্গং দ্রাপিং" আছে। "হিরণ্ময়ং কবচং।" সায়ণ।

(৩) বায়ু, বিদ্যুৎ ও বরুণ নামক লোকত্রয় অন্তরীক্ষের ভেদ। সায়ণ।

(৪) ইন্দ্র, প্রজাপতি ও সত্য নামক লোকত্রয়। সায়ণ।

(৫) "গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হিম এই তিন কর্ম্ম। সায়ণ।

৫৪ সূক্ত।

সবিতা দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। সবিতাদেব প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে শীঘ্রই বন্দনা করিব। তিনি এক্ষণে এবং তৃতীয় সবনে হোতাগণ কর্তৃক স্তুত হয়েন। যিনি মানবগণকে রত্ন দান করেন, সেই (সবিতাদেব) আমাদিগকে এই যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ধন দান করুন।

২। তুমি প্রথমে যজ্ঞার্হ দেবগণের জন্য অমরত্বের সাধনভূত সোম (রূপ) উৎকৃষ্টতম ভাগ উৎপাদন করিয়া থাক। তৎপরে, হে সবিতা! তুমি হব্যদাতাকে প্রকাশিত করিয়া থাক এবং (পিতা, পুত্র, পৌত্রাদি) ক্রমে জীবন দান করিয়া থাক।

৩। হে সবিতাদেব! আমরা অজ্ঞানতা বশতঃ অথবা দুর্ব্বল বা বলশালী লোকদিগের (প্রমাদ) বশতঃ, অথবা ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব বা পরিজনের গর্ব্ব বশতঃ, তোমার প্রতি, দেব ও মনুষ্যগণের প্রতি, যে অপরাধ করিয়াছি, (তুমি তাহা হইতে) এই যজ্ঞে আমাদিগকে নিষ্পাপ কর।

৪। সবিতাদেবের কর্ম্ম হিংসা করা উচিত নহে, তিনি বিশ্ব ভুবন ধারণ করেন। তিনি সুন্দর অঙ্গুলিবিশিষ্ট হইয়া পৃথিবীকে বিস্তীর্ণা হইতে আজ্ঞা করেন এবং দ্যুলোককে ও বিস্তীর্ণ হইতে আজ্ঞা করেন। তাঁহার এই (কর্ম্ম) সত্য।

৫। হে সবিতা! ইন্দ্র আমাদিগের মধ্যে পূজ্য। তুমি আমাদিগকে বৃহৎ পর্ব্বতগণের অপেক্ষাও (উন্নত) কর, এই সকল (যজমানগণকে) গৃহবিশিষ্ট নিবাস প্রদান কর। তাহারা গমন কালে যেরূপ (তোমা কর্তৃক) নিরত হয়, সেইরূপ তোমার আজ্ঞানুসারেই অবস্থিতি করে।

৬। হে সবিতা! আমরা তোমার উদ্দেশে প্রতি দিবস তিনবার করিয়া সৌভাগ্য জনক সোম অভিষব করি; ইন্দ্র, দ্যাবাপৃথিবী, জলবিশিষ্টা সিন্ধুদেবতা এবং আদিত্যগণের সহিত অদিতি আমাদিগকে সুখ দান করুন।

৫৫ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে বসুগণ! তোমাদিগের মধ্যে কে ত্রাণকর্ত্তা? কে (দুঃখের) নিবারক? হে অখণ্ডনীয়া দ্যাবাপৃথিবী! আমাদিগকে রক্ষা কর। হে বরুণ! হে মিত্র! তোমরা অভিভবকর মনুষ্য হইতে আমাদিগকে ত্রাণ কর। হে দেবগণ! যজ্ঞে তোমাদিগের মধ্যে কে ধন দান করে?।

২। যাঁহারা (স্তোতাগণকে) পুরাতন স্থান প্রদান করেন, যাঁহারা (সুখের) অমিশ্রয়িতা এবং অমূঢ়, যাঁহারা (অন্ধকার) বিনাশ করেন, সেই বিধাতা নিত্য (দেবগণ) অভীষ্ট প্রদান করেন। তাঁহারা সত্যকর্ম্ম-বিশিষ্ট ও দর্শনীয় হইয়া শোভা পান।

৩। আমি সকলের গন্তব্য অদিতি, সিন্ধু ও স্বস্তি দেবীকে(১) সখ্যের জন্য মন্ত্রদ্বারা স্তুতি করি। যাহাতে দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে বিশেষরূপে পালন করেন, (তজ্জন্য আমি স্তুতি করি)। উষা ও নক্ত (অভিমত) সম্পাদন করুন।

৪। অর্য্যমা ও বরুণ পথ দেখাইয়া দিন। অন্নের পতি অগ্নি সুখকর পথ দেখাইয়া দিন। ইন্দ্র ও বিষ্ণু সুন্দররূপে স্তুত হইয়া আমাদিগকে পুত্র পৌত্রাদিযুক্ত ও বলযুক্ত বরণীয় সুখ দান করুন।

৫। আমি পর্ব্বত(২), মরুৎগণ ও রক্ষক ভগদেবের আশ্রয় যাচ্ঞা করি। পতি (বরুণ) আমাদিগকে জন সম্বন্ধীয় পাপ হইতে রক্ষা করুন, মিত্র মিত্রভাবে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

৬। হে দ্যাবাপৃথিবী দেবীদ্বয়! যেমন ধন লাভেচ্ছু ব্যক্তিরা (সমুদ্রমধ্যে) গমনের জন্য সমুদ্রকে স্তুতি করে(৩) সেইরূপ আমি অভিলষিত

(১) সুখনিবাসনায়েতন্নামিকাং দেবীং। সায়ণঃ।

(২) ইন্দ্রসখস্য এতন্নামকস্য দেবস্য। সায়ণ। অর্থাৎ পর্জ্জন্য। ১। ১২২। ৩ ঋকের টীকা দেখ।

(৩) এই স্থানে এবং অন্য অনেক স্থানে ধনলাভার্থ (অর্থাৎ বাণিজ্যের জন্য) সমুদ্র গমনের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। অহির্বুধ্ন্য সম্বন্ধে ২। ৩১। ৬ ঋকের টীকা দেখ।

(কার্য্য) লাভের জন্য অহিবুধ্ন্য নামক দেবতার সহিত তোমাদিগকে স্তুতি করি। (সেই দেবগণ) দীপ্তধ্বনিযুক্ত নদী সকলকে অপাবৃত করুক।

৭। অদিতি দেবী দেবগণের সহিত আমাদিগকে পালন করুন, ত্রাতা (ইন্দ্র) অপ্রমত্ত হইয়া আমাদিগকে পালন করুন। আমরা মিত্র, বরুণ ও অগ্নির সমুচ্ছ্রিত অন্ন হিংসা করিতে পারি না।

৮। অগ্নি ধনের ঈশ্বর এবং মহৎ সৌভাগ্যের ঈশ্বর। অতএব তিনি আমাদিগকে ঐ সকল দান করুন।

৯। হে ধনবতী, সূনৃতা, অন্নবতী ঊষা! আমাদিগকে বহু বরণীয় (ধন) দান কর।

১০। (যে ধনের সহিত) সবিতা, ভগ, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা ও ইন্দ্র আগমন করেন, (তাঁহারা) সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন।

---

৫৬ সূক্ত।

দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। মহতি শ্রেষ্ঠা দ্যাবাপৃথিবী এই যজ্ঞে দীপ্তিকর মন্ত্রবিশিষ্ট হইয়া দীপ্তিযুক্ত হউন। যেহেতু সেচনকারী (পর্জন্য) বিস্তীর্ণা মহতী দ্যাবপৃথিবীকে পরিচ্ছেদ করতঃ প্রধমান ও গমনশীল মরুৎগণের সহিত সর্ব্বত্র শব্দ করিতেছে।

২। যাগযোগ্য, অহিংসক, অভীষ্টবর্ষী, সত্যশীল, দ্রোহরহিত এবং দেবগণের উৎপাদক ও যজ্ঞের নির্ব্বাহক দ্যাবাপৃথিবী দেবীদ্বয়, দেবগণের সহিত দীপ্তিকর মন্ত্রযুক্ত হউক।

৩। তিনি এই দ্যাবাপৃথিবীকে উৎপাদন করিয়াছেন, যে ধীমান্ বিস্তীর্ণা অবিচলা, সুরূপা, আধাররহিতা দ্যাবাপৃথিবীকে কর্ম্মবলে সম্যক্-রূপে পরিচালিত করিয়াছেন, তিনি ভুবনসমূহের মধ্যে সুন্দর কর্ম্মবিশিষ্ট।

৪। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা আমাদিগের অন্নদানে অভিলাষিণী পরস্পর সঙ্গতা, বিস্তীর্ণা, ব্যাপ্তা এবং যাগযোগ্যা হইয়া আমাদিগের,

পল্লীযুক্ত বৃহৎ গৃহসমূহে আমাদিগকে সম্যকরূপে রক্ষা কর। আমরা কর্ম্ম-বলে রথ ও দাস লাভ করিব।

৫। হে দ্যুতিমতী (দ্যাবাপৃথিবী)! আমরা তোমাদিগের উদ্দেশে মহৎ স্তোত্র সম্পাদন করিব। তোমরা বিশুদ্ধ। আমরা প্রশংসা করিবার জন্য তোমাদিগের নিকট গমন করি।

৬। তোমরা স্বকীয় মূর্ত্তি ও বলদ্বারা পরস্পরকে শোধিত করতঃ শোভা পাও এবং সর্ব্বদা যজ্ঞ বহন কর।

৭। হে মহতী (দ্যাবাপৃথিবী)! তোমাদের মিত্রের (স্তোতার) অভীষ্ট সাধন কর এবং অন্ন বিভাগ ও পূর্ণ করতঃ যজ্ঞোপরি উপবেশন কর।

---

৫৭ সূক্ত।

প্রথম তিনটী ঋকের ক্ষেত্রপতি দেবতা, চতুর্থের শুন দেবতা, পঞ্চম ও অষ্টমের শুনাসীর দেবতা, ষষ্ঠ ও সপ্তমের সীতা দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। আমরা, বন্ধু সদৃশ ক্ষেত্রপতির(১) সহিত (ক্ষেত্র) জয় করিব, তিনি আমাদিগকে গো ও অশ্বের পুষ্টি প্রদান করুন, কারণ তিনি উক্ত প্রকার দান করিয়া আমাদিগকে সুখী করেন।

২। হে ক্ষেত্রপতি! ধেনু যেরূপ দুগ্ধ দান করে, সেইরূপ তুমি মধু-স্রাবী, সুপবিত্র, ঘৃত তুল্য, মাধুর্য্যোপেত, ও প্রভূত (জল) দান কর। যজ্ঞের স্বামীগণ আমাদিগকে সুখী করুন।

৩। ওষধীসমূহ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, দ্যুলোকসমূহ, জল-সমূহ ও অন্তরীক্ষ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, ক্ষেত্রপতি আমাদের জন্য মধুযুক্ত হউন। আমরা (শত্রুকর্ত্তৃক) অহিংসিত হইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিব।

---

(১) অর্থাৎ কৃষিকার্য্যের অধিষ্ঠাতা দেব। এ সূক্তটী সমুদয় কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয়। গৃহ্য সূত্রে লিখিত আছে, যে লাঙ্গল দিয়া চাষ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ইহার প্রত্যেক ঋক্ উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য।

৪। বলীবর্দ্দসমূহ সুখে(২) (বহন করুক), মনুষ্যগণ সুখে (কার্য্য করুক) লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক। প্রগ্রহসমূহ সুখে বদ্ধ হউক এবং প্রতোদ(৩) সুখে প্রেরণ কর।

৫। হে শুন! হে সীর(৪)! তোমরা আমাদিগের এই স্তুতি সেবা কর, তোমরা দ্যুলোকে যে জল সৃষ্টি করিয়াছ, তাহার দ্বারা এই (পৃথিবীকে) সিক্ত কর।

৬। হে সৌভাগ্যবতী সীতা! তুমি অভিমুখী হও, আমরা তোমাকে বন্দনা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে সুন্দর ধন প্রদান কর ও সুফল প্রদান কর।

৭। ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুন, পূষা তাঁহাকে পরিচালিত করুন, তিনি জলবতী হইয়া বৎসরের পর বৎসর (শস্য) দোহন করুন(৫)।

৮। ফাল সকল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক, রক্ষকগণ বলীবর্দ্দের সহিত সুখে গমন করুক, পর্জ্জন্য মধুর জলদ্বারা (পৃথিবী সিক্ত করুন)। হে শুন সীর! আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।

(২) এই ঋকে যে কয়েকটী "সুখ" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার স্থানে মূলে "শুনং" আছে। সায়ণ বলেন ইন্দ্র বা বায়ুর অন্যতম সুখকর দেবতার নাম শুন। তাঁহার অনুগ্রহে সমস্তই সুসম্পন্ন হয়।

(৩) "Goad."—*Wilson.*

(৪) শৌনক বলেন শুন দ্যু দেবতা, অতএব তাহার মতে শুন ইন্দ্র। সুতরাং সীর বায়ু। যাস্ক বলেন শুন বায়ু আর সীর আদিত্য। "সীর" শব্দের আদি অর্থ লাঙ্গল, "সীরাণি হলানি" মহীধর। (শুক্লযজুঃ ১২। ৬৮) শুনাসীর অর্থে কৃষি কার্য্যের উপকরণদ্বয় হয় না?

(৫) সায়ণ "সীতা" অর্থে "সীতাধার কাষ্ঠাং" করিয়াছেন। "সীতা লাঙ্গল পদ্ধতি।" মহিধর (শুক্লযজুঃ ১২। ৭০)। সীতা অর্থে লাঙ্গলেরদ্বারা চিহ্নিত ভূমিতে রেখা। ঋষি স্তুতি করিতেছেন, যে সেই লাঙ্গল কর্ষিত রেখা বৎসরং শস্য দোহন করুক। যজুর্ব্বেদেও এইরূপ সীতার উপাসনা আছে। "হে কামদুঘে সীতে। . . . ওষধির সম্পাদন বিষয়ে অভীষ্ট সিদ্ধ কর।" ১২। ৭২, পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমীর অনুবাদ।

৫৮ সূক্ত।

অগ্নি, সূর্য্য, জল, গো অথবা ঘৃত দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। সমুদ্র(১) হইতে মধুমান্ ঊর্ম্মি উদ্ভূত হয়। (মনুষ্য) কিরণদ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। ঘৃতের যে গোপনীয় নাম আছে, উহা দেবগণের জিহ্বা এবং অমৃতের নাভি।

২। আমরা ঘৃতের নাম স্তব করিব, এই যজ্ঞে নমস্কার দ্বারা উহা ধারণ করিব। ব্রহ্মণস্পতি(২) এই স্তব শ্রবণ করুন। শৃঙ্গ চতুষ্টয়বিশিষ্ট, গৌরবর্ণ দেবতা এই জগৎ নির্ব্বাহ করিতেছেন।

৩। ইহাঁর চারিটী শৃঙ্গ। ইহাঁর তিনটী পাদ, দুইটী মস্তক, সাতটি হস্ত। ইনি অভীষ্টবর্ষী, ইনি তিন প্রকারে বদ্ধ হইয়া অত্যন্ত শব্দ করিতেছেন। মহতী দেবতা মর্ত্ত্যগণের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন(৩)।

৪। পণিগণ, গোসমূহে তিন প্রকার দীপ্ত পদার্থ(৪) গোপনে নিহিত করিয়াছিল। দেবগণ তাহা লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র একটিকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, সূর্য্য একটিকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। (দেবগণ) কান্তিমান্ (অগ্নির) নিকট হইতে(৫) অন্নদ্বারা আর একটি পদার্থ নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন।

---

(১) সায়ণ সমুদ্র অর্থে অগ্নি, বা অন্তরীক্ষ, বা আদিত্য, বা গাভীর উধঃ করিয়াছেন।

(২) মূলে ব্রহ্মা শব্দ আছে। সায়ণ অর্থ করেন "পরিবৃঢ়ঃ দেবঃ।" মহিধর অর্থ করেন ঋত্বিক্। আমার বোধ হয় ব্রহ্মা অর্থে স্তবের ঈশ্বর ব্রহ্মণস্পতি।

(৩) ইনি কে? সায়ণ বলেন ইনি যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে পারেন, অথবা আদিত্য হইতে পারেন। যজ্ঞাগ্নি পক্ষে চারি বেদ শৃঙ্গ। সবনত্রয় পাদ। ব্রহ্মৌদন এবং প্রবর্গ্য মস্তকদ্বয়। সপ্তছন্দ হস্ত। মন্ত্র, কল্প এবং ব্রাহ্মণ এই তিন প্রকার বন্ধন। আদিত্য পক্ষে দিক্ চতুষ্টয় শৃঙ্গ। বেদত্রয় পাদ। অহোরাত্রি মস্তক। সপ্তরশ্মি সাতটি হস্ত। গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং হেমন্ত এই তিন বন্ধন। শাব্দিকেরা শব্দ পক্ষে এই ঋকের অর্থ করিয়াছেন, অন্য পক্ষেও ইহার অর্থ সম্ভব।

(৪) অর্থাৎ ক্ষীর, দধি ও ঘৃত। সায়ণ।

(৫) মূলে "বেণাৎ" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন কান্তিমান্ অগ্নি, অথবা গমনবান্ বায়ু। ইন্দ্র ক্ষীর উৎপন্ন করেন, সূর্য্য ঘৃত উৎপন্ন করেন এবং দেবগণ দধি উৎপন্ন করেন। সায়ণ।

৫। অপরিমিত গতিবিশিষ্ট এই জল হৃদয় প্রীতিকর অন্তরীক্ষ হইতে অধোদেশে পতিত হইতেছে। রিপু তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না, সেই সকল ঘৃত ধারা আমি দেখিতে পাইতেছি, ইহাদের মধ্যে হিরণ্ময় বেতসকে (অর্থাৎ অগ্নিকে) দেখিতে পাইতেছি।

৬। (ঘৃতের ধারা) প্রীতিপ্রদ নদীর ন্যায় ক্ষরিত হইতেছে। এই সকল জল হৃদয় মধ্যগত মানসের দ্বারা পূত হইয়াছে। ঘৃতের ঊর্ম্মি প্রবাহিত হইতেছে, যেন ব্যাধের নিকট হইতে মৃগ পলাইতেছে।

৭। নদীর জল যেরূপ নিম্নদেশাভিমুখে শীঘ্র গমন করে, সেইরূপ বায়ুবৎ বেগশালী মহৎ ঘৃতধারা দ্রুত গমন করিতেছে। এই ঘৃত রাশি পরিধি ভেদ করতঃ ঊর্ম্মি দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া মদভরে অশ্বের ন্যায় গমন করিতেছে।

৮। কল্যাণী ও হাস্য বদনা যোষিৎগণ যেমন সকলে এক চিত্তে পতির প্রতি আসক্ত হয়, সেইরূপ ঘৃত ধারা অগ্নির প্রতি গমন করে। উহারা সম্যক্ দীপ্তিপ্রদ হইয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতেছে। জাতবেদা প্রীত হইয়া এই ধারা সকল কামনা করিতেছেন।

৯। কন্যা যেমন পতির নিকট গমনার্থ বেশ বিন্যাস করে, আমি দেখিতেছি এই ঘৃত ধারা সকল সেইরূপ করিতেছে। যে স্থলে সোম অভিষুত হয়, অথবা যে স্থলে যজ্ঞ বিস্তীর্ণ হয়, উহারা তাহাই লক্ষ্য করিয়া গমন করে(৬)।

১০। গো সমূহের নিকট গমন কর, উহাদিগের স্তুতি কর। আমাদিগকে স্তুতিযোগ্য ধন প্রদান কর। আমাদিগের এই যজ্ঞকে দেবগণের নিকট লইয়া যাও। ঘৃতের ধারা মধুরভাবে গমন করিতেছে।

১১। তোমার তেজঃ সমুদ্র মধ্যেই থাকুক, হৃদয় মধ্যেই থাকুক, আয়ুঃতেই থাকুক, জলসমূহতেই থাকুক, আর সংগ্রামেই থাকুক, সমস্ত বিশ্ব উহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। উহাতে যে রস স্থাপিত হইয়াছে সেই মধুর রস আমরা ব্যাপ্ত করিব।

(৬) এই সূক্তে ঘৃতের স্তব করা হইয়াছে। ঋষি কল্পনা বলে বহমান ঘৃতকে নদীর সহিত, পলায়মান মৃগের সহিত, ধাবমান অশ্বের সহিত, হাস্যবদনা নারির সহিত ও পতি প্রণয়িনী পত্নীর সহিত তুলনা করিয়াছেন।

পঞ্চম মণ্ডল(১)।

১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রিবংশীয় বুধ ও গবিষ্ঠির ঋষি।

১। ধেনুর ন্যায় আগমনকারিণী উষা উপস্থিত হইলে অগ্নি অধ্বর্য্যুগণের কাষ্ঠ দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার শিখাসমূহ মহান্ এবং শাখাবিস্তারকারী (বৃক্ষের) ন্যায় অন্তরীক্ষাভিমুখে প্রসৃত হইতেছে।

২। হোতা (অগ্নি) দেবগণের যাগ করিবার জন্য প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। অগ্নি প্রাতঃকালে প্রসন্নমনে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়েন। সমিদ্ধ (অগ্নির) দীপ্তিমান্ বল দৃষ্ট হইতেছে। মহান্ দেব অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

৩। যখন অগ্নি একত্রিত (জগতের) রজ্জুরূপ (অন্ধকার) গ্রহণ করেন, তখন তিনি প্রদীপ্ত হইয়া দীপ্ত রশ্মিদ্বারা (জগৎকে) প্রকাশিত করেন। অনন্তর তিনি প্রবৃদ্ধ অন্নাভিলাষী (ঘৃতধারার) সহিত যুক্ত হয়েন এবং উন্নত হইয়া উপরে বিস্তৃত (সেই ধারাকে) জুহূদ্বারা পান করেন।

৪। (প্রাণিগণের) চক্ষুঃ যেরূপ সূর্য্যের অভিমুখে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ যজমানগণের মানস অগ্নির অভিমুখে সঞ্চরণ করে। যখন বিরূপা (দ্যাবাপৃথিবী) উষার সহিত অগ্নিকে উৎপাদন করেন, তখন তিনি অগ্রে শ্বেত বাজীরূপে উৎপন্ন হয়েন।

৫। উৎপাদনীয় অগ্নি উদয় কালে প্রাদুর্ভূত হয়েন এবং দীপ্তিযুক্ত হইয়া বন্ধুভূত বনসমূহে স্থাপিত হয়েন। পরে তিনি সপ্ত রমণীয় (শিখা) ধারণকরতঃ হোতা ও যাগযোগ্য হইয়া প্রত্যেক গৃহে উপবেশন করেন।

---

(১) অত্রি ঋষি বা তদ্বংশীয়গণ পঞ্চম মণ্ডলের ঋষি। আমরা ইহার পূর্ব্বে বার২ অত্রির নাম পাইয়াছি এবং অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে অনল বেষ্টিত যন্ত্রগৃহ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন তাহাও দেখিয়াছি। যাস্ক অত্রি অর্থে অগ্নি এবং অত্রির উদ্ধারের গল্পটী গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে সম্বন্ধীয় একটী উপমামাত্র বিবেচনা করেন তাহাও দেখিতেছি। ১। ১১২। ৭ ঋকের টীকা এবং ১। ১১৬। ৮ ঋকের টীকা দেখ।

৬। অগ্নি হোতা ও যাগযোগ্য হইয়া মাতার (পৃথিবীর) ক্রোড়োপরি সুগন্ধযুক্ত (বেদিরূপ) স্থানে উপবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি যুবা, কবি, বহুস্থানবিশিষ্ট, যজ্ঞবান্ ও (সকলের) ধারক। তিনি যজমানগণের মধ্যে সমিদ্ধ হইয়া থাকেন।

৭। যিনি দ্যাবাপৃথিবীকে জলদ্বারা ব্যাপ্ত করেন, (যজমানগণ) সেই মেধাবী ও যজ্ঞে ফলসাধক হোতা অগ্নিকে শীঘ্র স্তুতিদ্বারা পূজা করেন। অগ্নি অন্নবান্, (যজমানগণ) ঘৃতদ্বারা নিত্য তাঁহার পরিচর্য্যা করেন।

৮। অর্চ্চনীয় অগ্নি স্বকীয় স্থানে পূজিত হয়েন। তিনি প্রশান্তমনা, কবিগণ তাঁহার স্তুতি করে, তিনি আমাদের অতিথি ও সুখকর। তাঁহার অপরিমিত শিখা আছে, তিনি অভীষ্টবর্ষী ও প্রসিদ্ধ বলশালী। হে অগ্নি! তুমি (নিজ ভিন্ন) অন্য সমস্তকে বলদ্বারা পরিভূত করিয়া থাক।

৯। হে অগ্নি! তুমি (যজ্ঞ ভূমিতে) যাহার নিকট চারুতমরূপে আবির্ভূত হও, শীঘ্রই (তাহার নিকট হইতে) অন্য সকলকে অতিক্রম করিয়া গমন করিয়া থাক। তুমি স্তুতিযোগ্য, দীপ্তিকর এবং বিশিষ্ট দীপ্তিমান্। তুমি প্রাণীগণের প্রিয় ও মনুষ্যগণের অতিথি।

১০। হে যুবতম অগ্নি! মনুষ্যগণ নিকট হইতে ও দূর হইতে তোমার পূজা করে। যে তোমাকে অধিক স্তুতি করে, তাহার স্তুতি গ্রহণ কর। হে অগ্নি! (তোমার প্রদত্ত) সুখ বৃহৎ, মহৎ, ও স্তুতিযোগ্য।

১১। হে দীপ্তিমান্ অগ্নি! তুমি অদ্য দীপ্তিমান্ ও সমিচীন প্রান্তযুক্ত রথে দেবগণের সহিত আরোহণ কর। তুমি পথ অবগত আছ, তুমি প্রভূত অন্তরীক্ষ প্রদেশ দিয়া দেবগণকে হব্য ভক্ষণের জন্য এখানে আবাহন কর।

১২। আমরা কবি, পবিত্র, অভীষ্টবর্ষী ও যুবা (অগ্নি) উদ্দেশে বন্দনাযোগ্য স্তোত্র উচ্চারণ করিয়াছি। গবিষ্ঠির ঋষি আকাশে দীপ্যমান, বিস্তীর্ণগতি বিশিষ্ট (আদিত্যের) সদৃশ অগ্নির উদ্দেশে নমস্কারযুক্ত স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছেন।

---

২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির পুত্র কুমার ঋষি, অথবা জরের পুত্র বৃশ ঋষি, অথবা এই সূক্তে উহাঁরা দুই জনই ঋষি।

১। যুবতী মাতা কুমারকে নিহত দেখিয়া গুহ মধ্যে ধারণ করিলেন, পিতার নিকট প্রদান করিলেন না। জনগণ উহার হিংসিত রূপ দেখিতে পাইল না(১), কিন্তু অরণিস্থানে স্থাপিত হইলে, উহা দেখিতে পাইলেন।

২। হে যুবতি! তুমি পিশাচী হইয়া কোন্ কুমারকে ধারণ করিতেছ? মহতী অরণি ইহাকে উৎপন্ন করিয়াছেন। গর্ভ অনেক বৎসর ধরিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার পর মাতা অরণি যে পুত্রকে প্রসব করিয়াছিলেন তাহা দেখিলাম।

---

(১) শাঠ্যায়ন ব্রাহ্মণে এই ঋকের এইরূপ ইতিহাস আছে যথা, ইক্ষাকু বংশীয় ত্র্যরুণ রাজা পুরোহিত বৃশের সহিত একরথে গমন করিতেছিলেন। বৃশ রথ চালনা করিতেছিলেন। রথচক্র সংঘর্ষে একটি ব্রাহ্মণ কুমারের প্রাণনাশ হওয়ায় সন্দেহ হইল, রথ চালক পুরোহিত বা রথস্বামী রাজা ইহাদের মধ্যে কে ব্রহ্মহত্যার জন্য অপরাধী হইবে। ইক্ষাকু ব্রহ্মগণ স্থির করিয়াছিলেন, যে পুরোহিতই অপরাধী। পুরহিত তখন বার্শসাম মন্ত্রদ্বারা বালকটীকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। কিন্তু তিনি ইক্ষাকু বংশীয়গণকে পক্ষপাতী বলিয়া শাপ দিলেন, যে তোমাদের ঘরে অগ্নি আর থাকিবেন না। অগ্নির অভাবে ইক্ষাকুগণ একান্ত কষ্টে পড়িয়া পুনরায় পুরোহিতকে প্রসন্ন করতঃ আপনাদের শাপ বিমোচন করাইবার চেষ্টা করিলেন। পরে ঋষি দেখিলেন ব্রহ্মহত্যা পাপ ত্রসদস্যু রাজার ভার্য্যা হইয়া পিশাচবেশে অগ্নির হর অপহরণ করিয়া বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। ঋষি হরকে নানা প্রকারে প্রীতঃ করতঃ অগ্নির মধ্যে স্থাপন করিলেন

সায়ণাচার্য্য এই ঋকের দুইটী অর্থ দিয়াছেন। প্রথম অর্থে কুমার শব্দে রথ চক্রে নিহত ব্রাহ্মণ কুমার। দ্বিতীয় অর্থে কুমার শব্দে অগ্নি। মাতা অরণি লুক্কায়িত ভাবে অগ্নিকে ধারণ করেন, যজমানরূপ পিতাকে প্রদান করেন না। লোকে অরণিস্থ অগ্নিকে দেখিতে পায়না, কিন্তু অরণির ক্রোড়স্থ অগ্নিকে দেখিতে পায়।

উপরে যে উপাখ্যান উদ্ধৃত হইল তাহার অধিকাংশই ঋগ্বেদ রচনার বহুকাল পরে কল্পিত, পাঠক তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন। উহার অল্প অংশ যাহা ঋগ্বেদ রচনা কালে প্রচলিত ছিল তাহা একটী বৈদিক উপমা মাত্র। কাষ্ঠই অগ্নির মাতা, সেই কাষ্ঠ নির্জ্জীব অগ্নিকে লুকাইয়া রাখে, যজমান কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে সে অগ্নি জীবিত হইয়া দৃষ্ট হয়। এইরূপ একটী উপমা হইতে কত বৃহৎ উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়াছে।

৩। আমি সমীপবর্ত্তী প্রদেশ হইতে হিরণ্যদন্ত, প্রদীপ্তবর্ণ ও আয়ুধতুল্য (জ্বালা) নির্ম্মাণকারী (অগ্নিকে) দেখিয়াছি। আমি তাঁহাকে সর্ব্বতোব্যাপ্ত অমৃত দান করি, যাহারা ইন্দ্র মানে না এবং তাঁহার স্তুতি করে না, তাহারা আমার কি করিবে?।

৪। আমি গোসমূহের ন্যায় ক্ষেত্রে নিশ্চিন্তভাবে সঞ্চরণকারী এবং স্বয়ং বহু প্রকারে শোভমান (অগ্নিকে) দেখিয়াছি। লোকে (পূর্ব্বকালের) সেই (জ্বালা) গ্রহণ করেন নাই, তিনি (পুনর্ব্বার) উৎপন্ন হইয়াছেন এবং তাঁহার বৃদ্ধা (জ্বালা) যুবতী হইয়াছে।

৫। কে আমাদিগের লোকসমূহকে গাভীগণের সহিত বিযুক্ত করিয়াছে? তাহাদিগের কি রক্ষক ছিল না? যাহারা আমাদিগের লোকসমূহকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহারা বিনষ্ট হউক। অগ্নি (আমাদিগের অভিলাষ) জানেন, তিনি আমাদিগের পশুর নিকট গমন করিতেছেন।

৬। প্রাণিগণের স্বামী ও জনগণের আবাসভূত (অগ্নিকে) শত্রুগণ লোকসমূহের মধ্যে গোপন করিয়াছে। অত্রির স্তোত্র তাঁহাকে মুক্ত করুক, নিন্দকগণ নিন্দনীয় হউক।

৭। হে অগ্নি! তুমি সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ শুনঃশেপ ঋষিকে সহস্র যূপ হইতে মুক্ত করিয়াছ, কারণ তিনি স্তব করিয়াছিলেন। হে হোতা বিদ্বান্ অগ্নি! তুমি এই (বেদিতে) উপবেশন করতঃ এই প্রকারে আমাদিগের পাশ সকল মুক্ত কর।

৮। (হে অগ্নি)! তুমি যখন ক্রুদ্ধ হও, তখন আমাদিগের নিকট হইতে অপগত হও। দেবগণের ব্রতপালক ইন্দ্র আমাদিগকে বলিয়াছেন। তিনি বিদ্বান্, তিনি তোমাকে দর্শন করিয়াছেন। আমি তৎকর্ত্তৃক অনুশিষ্ট হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি।

৯। অগ্নি মহৎ তেজঃ দ্বারা দীপ্তি পাইতেছেন। তিনি মহিমাবলে পদার্থসমূহকে প্রকাশিত করেন। তিনি দুঃখজনক অদেবী মায়া পরিভব করেন এবং রাক্ষসগণের বিনাশের জন্য শৃঙ্গ তীক্ষ করেন।

১০। অগ্নির শব্দকারী (শিখা) তীক্ষ্ণ আয়ুধের ন্যায় রাক্ষস বিনাশের জন্য দ্যুলোকে প্রাদুর্ভূত হউক। সূর্য্য উৎপন্ন হইলে পর, অগ্নির দীপ্তিসমূহ (রাক্ষসগণকে) পীড়া দেয়। বাধাদায়িকা অদেবী (সেনা) তাঁহাকে বাধা দেয় না।

১১। হে বহুভাব প্রাপ্ত (অগ্নি)! আমি তোমার স্তোতা। ধীর কর্ম্মকুশল ব্যক্তি যেরূপ রথ নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ আমি তোমার জন্য এই স্তোত্র নির্ম্মাণ করিয়াছি। হে অগ্নিদেব! যদি তুমি ইহা গ্রহণ কর তাহা-হইলে আমরা বহুব্যাপ্ত জল লাভ করিব।

১২। বহুশিখাবিশিষ্ট, অভীষ্টবর্ষী, বর্দ্ধমান (অগ্নি) নিষ্কণ্টকে শত্রুর ধন সংগ্রহ করিতেছেন। দেবগণ অগ্নিকে এই কথা বলিয়াছেন, যে তিনি যজ্ঞকারী মনুষ্যগণকে সুখ দান করুন এবং হব্যদায়ী মনুষ্যকে সুখ দান করুন।

---

৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রিবংশীয় বসুশ্রুত ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি জাত হইয়া বরুণ হইয়া থাক, তুমি সমিদ্ধ হইয়া মিত্র হইয়া থাক, সমস্ত দেবগণ তোমাতে (অবস্থিত থাকেন), হে বলের পুত্র! তুমি হব্যদায়ী যজমানের ইন্দ্র।

২। তুমি কন্যাগণের পক্ষে অর্য্যমা হও, হে হব্যবান্ (অগ্নি)! তুমি গোপনীয় নাম ধারণ কর(১)। যখন তুমি দম্পতিকে একান্তঃকরণ করিয়া দাও, তখন তাহারা তোমাকে বন্ধুর ন্যায় গব্য দ্বারা সিক্ত করে।

৩। হে অগ্নি! তোমার আশ্রয়ার্থ মরুৎগণ (অন্তরীক্ষকে) মার্জ্জন করিতেছেন। হে রুদ্র! তোমার জন্য অতি বিচিত্র ও মনোহর বিষ্ণুর যে অগম্য পদ (অর্থাৎ অন্তরীক্ষ) স্থাপিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা তুমি উদকের গুহ্য নাম পালন কর।

---

(১) বৈশ্বানর এই নাম। সায়ণ।

৪। হে দেব! দেবগণ তোমার সমৃদ্ধিদ্বারা দর্শনীয় (হইয়াছেন), তাহারা (তোমার প্রতি) অত্যন্ত (প্রীতি) ধারণ করতঃ অমৃত স্পর্শ করেনা। ঋত্বিকগণ ফলাভিলাষী যজমানের জন্য হব্যবিতরণ করতঃ হোতা অগ্নির পরিচর্য্যা করেন।

৫। হে অগ্নি! তুমি ভিন্ন অন্য হোতা নাই, যজ্ঞকারী নাই এবং পুরাতন কেহ নাই। হে অন্নবান! ভবিষ্যৎ কালেও তোমা অপেক্ষা কেহ স্তুতিযোগ্য হইবে না। হে দেব! তুমি যে লোকের অতিথি হও, তিনি যজ্ঞদ্বারা শত্রু মনুষ্যগণকে বিনাশ করেন।

৬। হে অগ্নি! আমরা তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া (শত্রুগণকে) পীড়া দান করিব। আমরা ধনাভিলাষী, আমরা তোমাকে হব্য দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতেছি। আমরা যেন যুদ্ধে (জয় লাভ করি) এবং প্রতিদিবস যজ্ঞে (বল প্রাপ্ত হই)। হে বলের পুত্র! আমরা যেন ধনের সহিত পুত্র লাভ করি।

৭। যে আমাদিগের প্রতি অপরাধ বা পাপ করে, সেই পাপকারী ব্যক্তির প্রতি অগ্নি পাপাচরণ করুন। হে বিদ্বান্ অগ্নি! যে আমাদিগকে (অপরাধ ও পাপ) এই দুইয়ের দ্বারা বাধা দেয়, সেই পাপকারীকে বিনাশ কর।

৮। হে দেব! পুরাতন (যজমানগণ) তোমাকে (দেবগণের) দূত করিয়া ঊষাকালে হব্যদ্বারা যাগ করে। হে অগ্নি! হব্য সংগ্রহ হইলে পর, তুমি দ্যুতিমান্ হইয়াও নিবাসপ্রদ মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সমিদ্ধ হইয়া গমন কর।

৯। হে বলের পুত্র! তুমি পিতা; যে বিদ্বান্ পুত্র তোমার জন্য (হব্য) বহন করে, তাহাকে তুমি পার কর ও পাপ হইতে পৃথক্ কর। হে বিদ্বান্ অগ্নি! কখন্ তুমি আমাদিগকে দর্শন কর? হে যজ্ঞের প্রেরক! কখন্ তুমি (সন্মার্গে) প্রেরণ কর?।

১০। হে পিতা ও নিবাসপ্রদ অগ্নি! যদি তুমি সেই (হবিঃ) সেবা কর, তাহা হইলে (পুত্র) তোমার বন্দনা করিয়া প্রভূত হব্য ধারণ করে। যজমানের বহুহব্য অভিলাষী ও প্রবর্দ্ধিত অগ্নি বলযুক্ত হইয়া সুখ দান করেন।

১১। হে স্বামী, যুবতম অগ্নি! তুমি স্তোতাকে সমস্ত দুরিত হইতে পার করিয়া থাক। তস্করগণ দৃষ্ট হইয়াছে, অজ্ঞাত অপ্রজ্ঞাতচিহ্নবিশিষ্ট শত্রুলোকেরা (আমাদিগের কর্তৃক) বর্জ্জিত হইয়াছে।

১২। এই স্তোম সকল তোমার অভিমুখে (প্রেরিত) হইতেছে। অথবা আমি, নিবাসপ্রদ অগ্নির নিকট সেই (যাজ্ঞাকরণ) অপরাধ উচ্চারণ করিয়াছি। অগ্নি (আমাদিগের স্তুতিদ্বারা) বর্দ্ধিত হইয়া যেন আমাদিগকে নিন্দকের অথবা হিংসকের (হস্তে) প্রদান না করেন।

---

৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসুশ্রুত ঋষি।

১। হে রাজা এবং ধনসমূহের স্বামী অগ্নি! আমরা যজ্ঞে তোমার উদ্দেশে স্তুতি করি। আমরা অন্নাভিলাষী, আমরা তোমাদ্বারা অন্ন লাভ করিব এবং মনুষ্য সেনা অভিভব করিব।

২। হব্যবাহক অগ্নি জরারহিত হইয়া আমাদিগের পিতা হউন। তিনি আমাদিগের নিকট সর্ব্বব্যাপ্ত, দীপ্তিমান্ ও দর্শনীয় হউন। (হে অগ্নি)! তুমি সুন্দর গার্হপত্যযুক্ত অন্ন প্রচুর পরিমাণে প্রদান কর, তুমি আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে অন্নদান কর।

৩। (হে ঋত্বিকগণ)! তোমরা মনুষ্যগণের স্বামী, কবি, শুচি, পাবক, ঘৃতপৃষ্ঠ, হোতা এবং সর্ব্ববিৎ অগ্নিকে ধারণ কর। তিনি দেবগণের মধ্যে বরণীয় (ধন) সংভক্ত করেন।

৪। হে অগ্নি! ইলার সহিত সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া এবং সূর্য্যের রশ্মি সমূহদ্বারা যতমান হইয়া (স্তুতি) সেবা কর। হে জাতবেদা! আমাদিগের সমিধ্ সেবা কর, হব্য ভোজনের জন্য দেবগণকে আবাহন কর এবং হব্য বহন কর।

৫। তুমি পর্য্যাপ্ত, দারুমনা, ও গৃহাগত অতিথির (ন্যায় পূজ্য) হইয়া আমাদিগের এই যজ্ঞে আগমন কর। হে বিদ্বান্ অগ্নি! তুমি সমস্ত শত্রুগণকে বিনাশ করতঃ শত্রুতাচরণকারীগণের ধন আহরণ কর।

৬। হে অগ্নি! তুমি (আর্য্যরূপ) বীর পুত্রকে অন্ন দান করতঃ অস্ত্রদ্বারা দস্যুকে বিনাশ কর। হে বলের পুত্র! যেহেতু তুমি দেবগণকে তৃপ্ত কর, অতএব হে নেতৃশ্রেষ্ঠ অগ্নি! তুমি আমাদিগকে সংগ্রামে রক্ষা কর।

৭। হে অগ্নি! আমরা শস্ত্রদ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করিব, আমরা হব্যদ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করিব। হে পাবক এবং কল্যাণকর দীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নি! তুমি আমাদিগকে সকলের বরণীয় ধন দান কর, আমাদিগকে সমস্ত ধন দান কর।

৮। হে অগ্নি! আমাদিগের যজ্ঞ সেবা কর। হে বলের পুত্র, ত্রিলোক স্থিত অগ্নি! হব্য সেবা কর। আমরা দেবগণের মধ্যে সুকর্ম্মকারী হইব। তুমি আমাদিগকে তিন প্রকারে রক্ষিত সুখদ্বারা রক্ষা কর(১)।

৯। হে জাতবেদা! (নাবিক) নৌকাদ্বারা যেরূপ নদী পার করে, সেইরূপ তুমি আমাদিগের সমস্ত দুঃসহ (দুরিত) পার কর। হে অগ্নি! অত্রির ন্যায় আমাদিগের স্তোত্রদ্বারা স্তুত হইয়া আমাদিগের শরীরের রক্ষক বলিয়া অবগত হও।

১০। হে অগ্নি! আমি মর্ত্ত্য তুমি অমর্ত্ত্য। আমি স্তুতিযুক্ত অন্তরে স্তব করতঃ তোমাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছি। হে জাতবেদা! আমাদিগকে সন্তান দান কর। হে অগ্নি! আমি যেন সন্তানসমূহদ্বারা অমরত্ব লাভ করিতে পারি(২)।

১১। হে জাতবেদা অগ্নি! তুমি যে সুকর্ম্মকৃৎ ব্যক্তির প্রতি কৃপাবলোকন কর, সেই যজমান, অশ্বযুক্ত, পুত্রযুক্ত, বীর্য্যযুক্ত ও গোযুক্ত অক্ষয় ধন লাভ করে।

---

(১) বাচিকাদি ভেদে তিন প্রকার বরণীয় সুখের দ্বারা অথবা ত্রিতলবিশিষ্ট গৃহের দ্বারা। সায়ণ।

(২) অর্থাৎ সন্ততির অবিচ্ছেদরূপ অমরত্ব লাভ করিতে পারি। সায়ণ।

---

৫ সূক্ত।

আপ্রী দেবতা। বসুশ্রুত ঋষি।

১। অগ্নি, জাতবেদা এবং দীপ্তিমান্ সুসমিদ্ধ (নামক অগ্নিকে) প্রভূত ঘৃত হোম কর।

২। নরাশংস (নামক অগ্নি)(১) এই যজ্ঞ প্রদীপ্ত করুন। তিনি অহিংসনীয়, কবি এবং মধুর হস্তবিশিষ্ট।

৩। হে ঈলিত অগ্নি! আমাদিগের রক্ষার জন্য বিচিত্র এবং প্রিয় ইন্দ্রকে সুখকর রথে করিয়া এই যজ্ঞে আনয়ন কর।

৪। (হে অগ্নিরূপ বর্হিঃ)! তুমি ঊর্ণার ন্যায় মৃদুভাবে বিস্তৃত হও। স্তোতাগণ স্তুতি করিতেছে। হে দীপ্ত (বর্হিঃ)! তুমি আমাদিগের ধনপ্রদ হও।

৫। হে সুগমন সাধিকা (অগ্নিরূপ) দ্বারাভিমানিনী দেবীগণ! তোমরা উদ্ঘাটিত হও, আমাদিগের রক্ষার জন্য যজ্ঞ সম্পূর্ণ কর।

৬। আমরা সুরূপা, অন্নবর্দ্ধয়িত্রী, মহতী ও যজ্ঞের মাতৃস্বরূপা (অগ্নিরূপ) রাত্রি ও ঊষা দেবীকে স্তুতি করি।

৭। হে (অগ্নিরূপ) দৈব্য হোতৃদ্বয়! তোমরা স্তুত হইয়া বায়ু পথে গমন করত আমাদিগের যজমানের এই যজ্ঞে আগমন কর।

৮। (অগ্নিরূপ) ইলা, সরস্বতী ও মহী দেবীত্রয় সুখ উৎপন্ন করেন, তাঁহারা হিংসাশূন্য হইয়া কুশোপরি উপবেশন করুন।

৯। হে (অগ্নিরূপ) ত্বষ্টাদেব! তুমি পুষ্টিকরণে ব্যাপ্ত। তুমি সুখকর হইয়া এই যজ্ঞে আগমন কর। অনন্তর তুমি নিজে প্রত্যেক যজ্ঞে আমাদিগকে উৎকৃষ্টরূপে রক্ষা কর।

(১) এই সূক্তটী অত্রিয়বংশীয়গণের আপ্রী সূক্ত, সুতরাং ইহাতে নরাশংসের উল্লেখ আছে, তনূনপাতের উল্লেখ নাই। ১। ১৪২ সূক্তের প্রথম টীকা দেখ।

১০। হে (অগ্নিরূপ) বনস্পতি! তুমি যেখানে দেবগণের গুহ্যরূপ আছে বলিয়া জান, সেই স্থানে হব্য প্রেরণ কর।

১১। এই হব্য অগ্নিকে ও বরুণকে স্বাহা প্রদত্ত; ইন্দ্র ও মরুৎগণকে স্বাহা প্রদত্ত; দেবগণকে স্বাহা প্রদত্ত।

---

৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসুশ্রুত ঋষি।

১। যিনি নিবাসপ্রদ এবং যাঁহাকে ধেনুগণ, শীঘ্রগামী অশ্বগণ ও নিত্য প্রবৃত্ত হব্যদাতাগণ নিজ নিজ গৃহের ন্যায় আশ্রয় করে, আমি সেই অগ্নিকে স্তুতি করি। হে অগ্নি! স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।

২। যিনি নিবাসপ্রদ বলিয়া স্তুত হয়েন, যাঁহার নিকট ধেনুগণ সমাগত হয়, দ্রুতগামী অশ্বগণ সমাগত হয় এবং সুজাত মেধাবীগণ সমাগত হয়, তিনি অগ্নি। (হে অগ্নি)! স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।

৩। সকলের দর্শক অগ্নি যজমানকে অন্নযুক্ত (পুত্র) দান করেন, অগ্নি প্রীত হইয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ও বরণীয় ধন (দানের জন্য) গমন করেন। (হে অগ্নি)! স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।

৪। হে দেব অগ্নি! তুমি দীপ্তিমান্ ও জরারহিত। তুমি আমার তোমাকে সর্ব্বতোভাবে প্রদীপ্ত করি। তোমার সেই মহতী দীপ্তি দ্যুলোকে প্রদীপ্ত হয়। স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।

৫। হে দীপ্তিসমূহের স্বামী, আহ্লাদক ও (শত্রুগণের) বিনাশক, প্রজাপালক এবং হব্যবাহক অগ্নি! তুমি দীপ্ত, তোমার উদ্দেশে মন্ত্রের সহিত হব্য প্রদত্ত হয়। স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।

৬। এই সকল অগ্নি (গার্হপত্যাদি) অগ্নিতে সমস্ত বরণীয় (ধন) পোষণ করে। ইহারা প্রীতি দান করে, ইহারা (চতুর্দ্দিকে) ব্যাপ্ত হয় এবং ইহারা অনবরত অন্ন ইচ্ছা করে। (হে অগ্নি)! স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।

৭। হে অগ্নি! তোমার সেই রশ্মিসমূহ অত্যন্ত অধিক অন্নযুক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হউক, তাহারা পতনের দ্বারা ক্ষুরযুক্ত গোযূথ সমূহ ইচ্ছা করে(১)। (হে অগ্নি)! স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।

৮। হে অগ্নি! আমরা তোমার স্তোতা। তুমি আমাদিগকে নূতন গৃহযুক্ত অন্ন দান কর। আমরা যেন তোমাকে প্রত্যেক যজ্ঞগৃহে অর্চ্চনা করতঃ তোমাকে দূতরূপে লাভ করিতে পারি। স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।

৯। হে প্রীতিদায়ক (অগ্নি)! তুমি ঘৃতপূর্ণ দর্ব্বীদ্বয়(২) মুখে গ্রহণ করিতেছ। হে বলের পতি! তুমি যজ্ঞে আমাদিগকে ফলদ্বারা পূর্ণ কর। স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।

১০। এই প্রকারে লোকে ক্রমান্বয়ে স্তুতি ও যজ্ঞের সহিত অগ্নির নিকট গমন করে এবং তাহাকে স্থাপন করে। তিনি আমাদিগকে পুত্র পৌত্রাদি এবং দ্রুতগামী অশ্ব দান করেন। হে (অগ্নি)! স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।

---

৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ইষ ঋষি।

১। হে সখাগণ (ঋত্বিক্‌গণ)! তোমরা যজমানগণের জন্য অত্যন্ত বৃদ্ধ, বলের পুত্র এবং বলশালী অগ্নির উদ্দেশে অর্চ্চনা যোগ্য অন্ন ও স্তুতি প্রদান কর।

২। ঋত্বিক্‌গণ যাঁহাকে লাভ করিয়া প্রীত হয়েন, যজ্ঞগৃহে যাঁহাকে পূজা করতঃ প্রদীপ্ত করেন এবং (যাঁহার জন্য) জন্তু সকল উৎপাদন করেন, সে (অগ্নি) কোথায়?।

৩। যখন আমরা (অগ্নিকে) অন্ন প্রদান করি এবং যখন তিনি হব্য গ্রহণ করেন, তখন তিনি দীপ্তিমান্ বলে যজ্ঞের রশ্মি গ্রহণ করেন।

---

(১) অর্থাৎ হোম আকাঙ্ক্ষা করে। সায়ণ।
(২) জুহু ও পভৃত। সায়ণ।

৪। যখন পাবক, জরারহিত অগ্নি বনস্পতি সমূহকে দগ্ধ করেন, তখন তিনি রাত্রিকালেও দূরস্থিত ব্যক্তিকে প্রজ্ঞাপিত করেন।

৫। অগ্নির পরিচর্য্যা কার্য্যে লোকে ক্ষরিত ঘৃতসকল শিখাসমূহে প্রক্ষেপ করে এবং পুত্র যেরূপ পিতার অঙ্কে আরোহণ করে, সেইরূপ (ঘৃত ধারা) ইঁহার উপর আরোহণ করে।

৬। যজমান অগ্নিকে অনেকের স্পৃহণীয় ও সকলের ধারক, অন্নের আস্বাদক ও যজমানের নিবাসপ্রদ বলিয়া জানেন।

৭। তিনি তৃণচ্ছেদক পশুরন্যায় নির্জ্জল এবং তৃণপূর্ণ প্রদেশ ছেদন করেন। তিনি সুবর্ণ শ্মশ্রু বিশিষ্ট, উজ্জ্বল দন্ত, মহান্ এবং অপ্রতিহত বল সম্পন্ন।

৮। যাঁহার নিকট লোকে অত্রির ন্যায় গমন করে, যিনি কুঠারের ন্যায় (বৃক্ষাদি নাশ করুন), সেই অগ্নি দীপ্ত। যিনি অন্ন গ্রহণ করেন এবং যিনি (জগতের) উপকারক, মাতা অরণি সেই অগ্নিকে প্রসব করিয়াছেন।

৯। হে হব্যভোজী অগ্নি! তুমি সকলের ধারক। (আমাদিগের স্তুতি হইতে) তোমার সুখ হয়। তুমি স্তোতাগণকে [illegible] দান [illegible] অন্ন দান কর, এবং অন্তঃকরণ দান কর।

১০। হে অগ্নি! এই প্রকারে অন্যের অকৃত [illegible] ঋষি তোমারদত্ত পশু গ্রহণ করে। (যাহারা অগ্নিকে (হব্য) দান করে না, সেই দস্যুদিগকে অত্রি পুনঃ পুনঃ অভিভূত করুন,) বিরোধিদিগকে পুনঃ পুনঃ অভিভূত করুন।

---

৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ইষ ঋষি।

১। হে বলকর্ত্তা অগ্নি! তুমি পুরাতন। পুরাতন যজ্ঞকারীগণ আশ্রয়লাভের জন্য তোমাকে সম্যক্রূপে প্রদীপ্ত করে। তুমি অত্যন্ত প্রীতিদায়ক, যাগযোগ্য, বহু অন্নবিশিষ্ট, দানবলা, গৃহপতি এবং বরণীয়।

২। হে অগ্নি! যজমানগণ তোমাকে গৃহস্বামি রূপে স্থাপিত করেন। তুমি অতিথির (ন্যায় পূজ্য), পুরাতন, দীপ্তশিখাবিশিষ্ট, প্রভূতকেতু-বিশিষ্ট, বহুরূপ, ধনদাতা, সুখপ্রদ, সুরক্ষক এবং জীর্ণ (বৃক্ষ সমূহের) ধ্বংসকারী।

৩। হে সুন্দর ধনবিশিষ্ট অগ্নি! মনুষ্যগণ তোমাকে স্তুতি করে। তুমি হোমবিৎ, বিবেচক, রত্নদাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গুহাস্থিত, সকলের দর্শনযোগ্য, প্রভূত ধ্বনিযুক্ত, যজ্ঞকারী এবং ঘৃত গ্রাহক।

৪। হে অগ্নি! তুমি সকলের ধারক। আমরা বহু প্রকার স্তোত্র ও নমস্কার দ্বারা স্তুতি করতঃ তোমার নিকট উপস্থিত হইতেছি। তুমি আমাদিগকে (ধন প্রদান করিয়া) প্রীত কর। হে অঙ্গিরার পুত্র অগ্নিদেব! তুমি সম্যক্রূপে প্রদীপ্ত হইয়া শিখার সহিত যজমানের অন্নের দ্বারা প্রীত হও।

৫। হে অগ্নি! তুমি বহুরূপযুক্ত হইয়া সমস্ত যজমানকে পুরাকালের ন্যায় অন্ন দান করিতেছ। হে বহুলোকের স্তুতিযোগ্য! তুমি স্বীয়বলে প্রভূত অন্নের স্বামী। তুমি দীপ্তিমান্, তোমার দীপ্তি (অন্যের) অধৃষ্য।

৬। হে যুবতম অগ্নি! তুমি সম্যক্রূপে প্রদীপ্ত হইলে দেবগণ তোমাকে হব্যবাহক দূত করিয়াছিলেন। (দেবগণ ও মনুষ্যগণ) প্রভূত বেগশালী, ঘৃতযোনি, আহূত অগ্নিকে বুদ্ধিপ্রেরক, দীপ্ত চক্ষু স্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

৭। হে অগ্নি! তুমি আহূত হইলে পুরাতন সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ তোমাকে সুন্দর কাষ্ঠ দ্বারা প্রদীপ্ত করে। তুমি বর্দ্ধিত ও ওষধিসমূহে সিক্ত হইয়া পার্থিব অন্ন ব্যক্ত করতঃ অবস্থান কর।